

ॐ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

বামনপুরাণম্ ।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

মূল ও বঙ্গানুবাদ-সমেত ।

নিরপেক্ষ-ধর্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্বেদান্তগত “অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ” “পঞ্চদশী”

“বেদান্তসার” “গায়ত্রী” ও ষড়্‌দর্শনাদি

বিবিধানাস্ত্রপ্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(উপনিষৎ কার্যালয় ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

৩৯ নং, সিমলা ষ্ট্রীট ; সান্দ্রানন্দ ষ্টীম্-মেসিন প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ।

সম্বৎ ১৯৫০, আষাঢ় ।

(All rights reserved.)

সূচীপত্র ।

অধ্যায় ।	বিষয়	পৃষ্ঠ ।	অধ্যায় ।	বিষয়	পৃষ্ঠ ।
১ম ।	হরললিত	১	৩৪শ ।	সপ্তবনাদিবর্ণন	১৩৫
২য় ।	নরোৎপত্তিপ্রলয়	৪	৩৫শ ।	বিবিধতীর্থানুকীৰ্তন	১৩৮
৩য় ।	হরললিত	৯	৩৬শ ।	বিবিধতীর্থানুকীৰ্তন	১৪২
৪র্থ ।	হরললিত	১৩	৩৭শ ।	সরস্বতীমাহাত্ম্য	১৪৮
৫ম ।	হরললিত	১৭	৩৮শ ।	মঙ্গলকসিকি	১৫০
৬ষ্ঠ ।	কামদাহ	২২	৩৯শ ।	বিবিধতীর্থানুকীৰ্তন	১৫২
৭ম ।	প্রহ্লাদযুদ্ধ	৩০	৪০শ ।	সরস্বতীতীর্থশোধন	১৫৫
৮ম ।	প্রহ্লাদবরপ্রদান	৩৫	৪১শ ।	কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানুকীৰ্তন	১৫৮
৯ম ।	দেবাসুরযুদ্ধ	৪১	৪২শ ।	স্বাগুতীর্থাদিকথন	১৬০
১০ম ।	অন্ধকবিজয়	৪৫	৪৩শ ।	ব্রহ্মানুশাসন	১৬৩
১১শ ।	পুরুষদ্বীপবর্ণন	৪৯	৪৪শ ।	হরস্তুতি	১৬৯
১২শ ।	কর্মবিপাক	৫৪	৪৫শ ।	স্বাগুবটমাহাত্ম্য	১৭৩
১৩শ ।	ভুবনকোণবর্ণন	৫৮	৪৬শ ।	লিঙ্গমাহাত্ম্য	১৭৫
১৪শ ।	সুকেশানুশাসন	৬১	৪৭শ ।	হরস্তুতি	১৭৯
১৫শ ।	লোলার্কজনন	৭০	৪৮শ ।	স্বাগুতীর্থপ্রভাবানুকীৰ্তন	১৮৯
১৬শ ।	অশুভশয়নদ্বিতীয়াকালষ্টমীব্রত	৭৫	৪৯শ ।	স্বাগুতীর্থমাহাত্ম্য	১৯২
১৭শ ।	মহিষাসুরোৎপত্তি	৭৯	৫০শ ।	কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য	১৯৬
১৮শ ।	দেবীমাহাত্ম্য	৮৪	৫১শ ।	মন্দরগিরিপ্রবেশ	১৯৭
১৯শ ।	বিষ্ণুপঞ্জরবর্ণন	৮৮	৫২শ ।	গৌরীবিবাহ	২০৩
২০শ ।	মহিষাসুরবধ	৯২	৫৩শ ।	গৌরীবিবাহ	২০৮
২১শ ।	তপতীপরিণয়	৯৬	৫৪শ ।	বিনায়কোৎপত্তি	২১৩
২২শ ।	সরোমাহাত্ম্য	১০১	৫৫শ ।	চণ্ডমুণ্ডবধ	২১৯
২৩শ ।	বলীরাজ্য	১০৫	৫৬শ ।	শুভনিশুভবধ	২২৫
২৪শ ।	দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন	১০৭	৫৭শ ।	কার্তিকেয়াভিষেক	২৩১
২৫শ ।	দেবগণের ষ্ঠেতদ্বীপে গমন	১১০	৫৮শ ।	ক্রোধভেদন	২৩৬
২৬শ ।	কশ্যপোক্ত নারায়ণস্তব	১১১	৫৯শ ।	অন্ধকপরাজয়	২৪১
২৭শ ।	অদিতিপ্রোক্ত নারায়ণস্তব	১১২	৬০ম ।	ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদ	২৫১
২৮শ ।	বামনের জন্ম	১১৫	৬১ম ।	মুরবধ	২৫৭
২৯শ ।	প্রহ্লাদবাক্য	১১৭	৬২ম ।	মঙ্গলকোপাখ্যান	২৬৩
৩০শ ।	বলিযজ্ঞে বামনপ্রস্থান	১২১	৬৩ম ।	বিশ্বকর্ষশাপ	২৬৭
৩১শ ।	বামনবলিচরিত	১২৪	৬৪ম ।	জাবালিমোচন	২৭৪
৩২শ ।	সরস্বতীস্তোত্র	১৩১	৬৫ম ।	চিত্রাঙ্গদাবিবাহ	২৭৯
৩৩শ ।	কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য	১৩৩	৬৬ম ।	অন্ধকসৈন্তনির্ধাণ	২৯১

অধ্যায়।	বিষয়	পৃষ্ঠ।	অধ্যায়।	বিষয়	পৃষ্ঠ।
৬৭ম।	সদাশিবদর্শন ...	২৯৬	৮২ম।	শ্রীদামচরিত ...	৩৭১
৬৮ম।	দৈত্যপরাজয় ...	৩০১	৮৩ম।	প্রহ্লাদতীর্থযাত্রা ...	৩৭৪
৬৯ম।	জন্তুকুজন্তুবধ ...	৩০৬	৮৪ম।	প্রহ্লাদতীর্থযাত্রা ...	৩৭৭
৭০ম।	অন্ধকবরপ্রদান ..	৩১৭	৮৫ম।	গজেন্দ্রমোক্ষণ ...	৩৮০
৭১ম।	মরুতুৎপত্তি ...	৩২৫	৮৬ম।	সারস্বতস্তোত্র ...	৩৮৭
৭২ম।	মরুতুৎপত্তি ...	৩২৮	৮৭ম।	পাপশমন স্তোত্র...	৩৯৫
৭৩ম।	কালনেমিবধ ...	৩৩৪	৮৮ম।	দ্বিতীয় পাপনাশন স্তোত্র ...	৩৯৯
৭৪ম।	প্রহ্লাদবাক্য ...	৩৩৮	৮৯ম।	বামনজন্ম ...	৪০১
৭৫ম।	বলিরাজ্য ...	৩৪২	৯০ম।	বামনের স্বস্থানোক্তি- কথন ...	৪০৫
৭৬ম।	দীতিবরপ্রদান ...	৩৪৫	৯১ম।	শুক্ৰবলিসংবাদ ...	৪০৮
৭৭ম।	বলিশিক্ষাদান ...	৩৪৯	৯২ম।	বলিবন্ধন ...	৪১৭
৭৮ম।	ধুকুপরাজয় ...	৩৫৪	৯৩ম।	ব্রহ্মোক্ত স্তব ...	৪২২
৭৯ম।	পুরুষবার উপাখ্যান ...	৩৬০	৯৪ম।	ভগবৎপ্রশংসা ...	৪২৬
৮০ম।	নক্ষত্রপুরুষ ...	৩৬৬	৯৫ম।	পুলস্ত্যনারদসংবাদ...	৪৩১
৮১ম।	জলোন্তুবধ ...	৩৬৮			

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

বামনপুরাণম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ

ও নমঃ ॥ শ্রীগজবদনভারতীত্য্যং নমঃ । ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥
ত্ৰৈলোক্যরাজ্যমাচ্ছিদ্য বলেঐন্দ্রায় যো দদৌ । নমস্তস্মৈ সুরেশায় সদা বামনকপিণে ॥ ১ ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নবোক্তমম্ । দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ২ ॥
পুলস্ত্যমুষিমাসীনমাত্মমে বাগ্ধিদাম্বরম্ । নারদঃ পরিপঞ্চচ্ছ পুরাণং বামনাশ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥ কথং ভগবতা
ব্রহ্মন্ বিষ্ণুনা ঐভবিষ্ণুণা । বামনত্বং ধৃতং পূৰ্ণং তন্মমাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ॥ ৪ ॥ কথঞ্চ বৈষ্ণবো ভূষা
ঐক্লান্দো দৈত্যসত্তমঃ । ত্রিদশৈষুযুধে সার্কমত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৫ ॥ আশ্রতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ
দক্ষশ্চ হুহিতা সতী । শঙ্করশ্চ প্রিয়া ভার্যা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ৬ ॥ কিমর্থং সা পরিত্যজ্য স্বশরীরং
বরাননা । জাতা হিমবতো গেতে গিরীশ্বস্ত মগাবনঃ ॥ ৭ ॥ পুনশ্চ দেবদেবস্ত পত্নীভ্যমগচ্ছুতা ।
এতন্মে সংশযঙ্কি সৰ্কবিষং মতোহসি মে ॥ ৮ ॥ তীর্থানাংকৈব মাহাত্ম্যং দানানাংকৈব সত্তম ।
ব্রতানাং বিবিধানাক বিধিমাচক্ষু মে দ্বিজ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তো নারদেন পুলস্ত্যা মুনিসত্তমঃ ।
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো নারদং তপসো নিধিম্ ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পুরাণং বামনং বক্ষ্যে ক্রমান্বিতমাদিতঃ । অবধানং স্থিরং কৃৎবা শৃণু

ধিনি বলির নিকট হইতে বলপূৰ্কক ত্ৰৈলোক্যরাজ্য গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছাকে প্রদান করেন,
সেই নিত্য অবর্তমান, বামনরূপী, সুরেশ্বরকে নমস্কার ॥ ১ ॥

ন.রায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে ॥ ২ ॥

বাগ্ধিদ্বর্গের বরিষ্ঠ মহর্ষি পুলস্ত্য আশ্রমে আসীন আছেন । দেবর্ষি নারদ তাঁহারে
বামনাশ্রিত পুরাণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! সকলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ভগবান্
বিষ্ণু পূৰ্ণে কিরূপে বামনবপু পরিগ্রহ করেন, তাৎপৰ্য্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, কীৰ্ত্তন করুন ॥ ৪ ॥
দৈত্যসত্তম ঐক্লান্দই বা বিষ্ণুভক্ত হইয়া, কিরূপে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,
ঐবিষয়েও আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শুনিতে পাওয়া যায়, দক্ষের
হুহিতা বরবর্ণিনী সতী শঙ্করের পরমপ্রণয়ভাগিনী-পত্নী-পদ অলঙ্কৃত করেন ॥ ৬ ॥ সেই
বরাননা কিজন্ত কলেবর পরিহার করিয়া, সকল পৰ্কভের অধিরাজ মহাত্মা হিমাচলের
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ এবং পুনরায় দেবদেব মহাদেবের পত্নীপদ পরিগ্রহ
করেন ॥ ৮ ॥ আপনি সৰ্কজ । তজ্জন্ত, আমার বিশেষ বহমানভাজন । আমার এই সংশয় ছেদন
করুন ॥ ৯ ॥ হে দ্বিজ ! হে সত্তম ! তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য, দান সকলের মহিমা এবং বিবিধ
ব্রতের অমুষ্ঠানক্রম, এই সমস্তও বর্ণন করুন ॥ ১০ ॥

তপোনিধি নারদ এইরূপ বচন বিন্যাস করিলে, বাগ্ধিশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম পুলস্ত্য তাঁহারে

মুনিসত্তম ॥১১॥ পুরা হৈমবতী দেবী মন্দরস্থঃ মহেশ্বরম্ । উবাচ বচনং দৃষ্ট্ৱা ঐশ্বর্যকালমুপস্থিতম্ ॥১২॥
ঐশ্ব্যঃ প্রবৃত্তো দেবেশ ন চ মে বিদ্যতে গৃহম্ । যত্র বাতাতপৌ ভীমো স্থিতরোমো গমিবাতঃ ॥১৩॥
এবমুক্তো ভবান্ধিতচ্ছংকরো বাক্যমব্রবীৎ । নিরাশ্রয়োহহং স্মদতি সদারণ্যচরঃ শুভে ॥১৪॥ ঠৈষ্ঠ্যাক্তা
শঙ্করেণাথ বৃক্ষচ্ছায়াম্ নারদ । নিদাঘকালমনস্রং সমং শর্কণে সা সতী ॥১৫॥ নিদাঘাক্তে সমুদ্ভূতো
নির্জনাচরিতোহদ্ভুতঃ । ঘনাক্কারিতাশো বৈ প্রাবৃট্ কালোহতিরাববান্ ॥১৬॥ তং দৃষ্ট্ৱা দক্ষতমুজা
প্রাবৃট্ কালমুপস্থিতম্ । প্রোবাচ বাক্যং দেবেশং সতী সপ্রণয়ং তদা ॥ ১৭ ॥

সত্ৱাচ । নিবাস্তি বাতা অদয়াবদারণা গর্জন্ত্যমী তোরধরা মহেশ । ক্ষুরন্তি নীলাঙ্গগণেষু
বিদ্যাতো বাশস্তি কেকারবমেব বর্হিণঃ ॥১৮॥ পতন্তি ধারা গগনাং পরিচ্যুতা বক্য বলাকাশে ভজন্তি
তোরদান্ । কদম্বসর্জার্জুনকেতকীনাং পুষ্পাণি মুকুন্তি চ মারুতাঃ সদা ॥১৯॥ অশ্বৈব মেঘস্ত দৃঢ়স্ত
গর্জিতং তাজন্তি হংসাস্ত সরাংসি তৎকণাৎ । নীচোক্তান্ সৎপুরুষা যথাশ্রয়ান্ প্রবৃক্ষমূলানপি
সংত্যজন্তি ॥ ২০ ॥ ইমানি বৃথানি তথা মুগাণাং বরন্তি ধাবন্তি রমন্তি শস্তো । ধাবন্তি দ্বষ্টানি
বনস্থলীষু সর্ক্য ছুবন্তোরদসংপ্রবৃক্ষা । রাজন্তি শম্পাবৃতশস্ত্রযুক্তাস্তথাচিরাভাঃ স্মতরাং ক্ষুরন্তি ।
রম্যেবু নীলেষু ঘনেষু দেব ন্যানং সমৃদ্ধিং লেনস্তদৃষ্ট্ৱা ॥ চরন্তি শূরাস্তরপোদগমেষু উদ্ভূতবেগাঃ

সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম ! আমি আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, বখা-
ক্রমে নিখিল বামন পুরাণ বর্ণন করিব ; আপনি অবিচলিত অবধান সহকারে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥
পূর্বে হিমালয়নন্দিনী দেবী মহেশ্বরী নিদাঘসময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া, মন্দরভূমিতে অধিষ্ঠিত
মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে দেবেশ ! ঐশ্বর্য প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে । কিন্তু আমার
একুপ গৃহ নাই, বাহাতে অবস্থিতি করিয়া, উত্তরে অতীব ভয়ঙ্কর বাতাতপ অভিষাপন করিব ॥১৩॥

ভবানী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, শঙ্কর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া, বলিতে লাগিলেন,
অগ্নি স্মদতি ! আমি নিরাশ্রয় ও সর্কদা অরণ্যচর ॥ ১৪ ॥

হে নারদ ! সতী পার্শ্বতী শঙ্কর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে
বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া, ঐশ্বর্যকাল অতিবাহন করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর নিদাঘ পর্যাবসিত
হইলে, প্রাবৃট্ সময় সমুপস্থিত হইল । তৎসহকারে লোক সকলের ইতস্ততঃ গমনাগমন
স্থগিত হইয়া গেল । পরোদপটলীর প্রাচুর্ভাব প্রযুক্ত দিগ্ভ্রুণ অন্ধকারে আবৃত হইল ।
এবং মেঘ সকল ঘোর রবে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

দক্ষহুহিতা সতী প্রাবৃট্ কাল সমাগত দর্শন করিয়া, প্রণয়প্রকাশসহকারে মহাদেবকে কহিতে
লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে মহেশ্বর ! বর্ষাকালের সমাগমে বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে ;
মেঘ সকল অদয়বিদারণপূর্বক গর্জন করিতেছে, 'বিদ্যায়ত্তলী নীলিমসমলঙ্কৃত নীরদমণ্ডলীর
কোড়দেশে প্রক্ষুরিত হইতেছে এবং ময়ূর সকল কেকারবসহকারে শব্দ করিতেছে ॥ ১৮ ॥
গগনমণ্ডল হইতে অনবরত বারিধারা বিনির্গলিত হইতেছে ; বক ও বলাকা সকল পরোদপটলীর
পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ; এবং কদম্ব, সর্জ, অর্জুন, ও কেতকীবৃক্ষ হইতে কুমুম সকল বায়ু-
বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥ নীচ ও উচ্চত আশ্রয়দাতা ব্যক্তিগণ সর্কধা
বর্জিতমূল হইলেও, সৎপুরুষগণ তাহাদিগকে যেমন ত্যাগ করিয়া থাকেন, মেঘের গভীর গর্জন
আকর্ষণ করিয়া, হংসগণ তেমন তৎকণমায়ে সরোবরঃপরিত্যাগ করিতেছে ॥ ২০ ॥

হে শস্তো ! এই মুগযুগ বর্ষাসলিলসম্পর্কে মলরাশির পরিহার হওয়াতে, সাতিশর পরিষ্কৃত
হইয়া উঠিয়াছে, এবং অতিমাত্র আমোদ ও হর্ষানুভবসহকারে ক্রতপদসংখ্যারে বনস্থলীসমূহে
প্রারমান হইতেছে । মেঘ সকল সাতিশর বর্জিত হওয়াতে, সমুদায় ভূবিভাগ শূন্যে আবৃত ও
শূন্যে সংহাদিত হইয়া, অতিমাত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে ! সৌদামিনীমণ্ডল পরমমনোহারী

সহসৈব নিয়গাঃ । জাতাঃ শশাঙ্কাক্ষিতচাক্ষুর্মৌলে কিমুজ চিত্রং বদন্তুজলং জনম্ ॥ ২১ ॥ অয়ন্তি
নীচানুগতা হি যোষিতো নীলেষু মেঘেষু সমাশ্রিত্য নভঃ । পুষ্পেষু সর্জ্জা মুকুলেষু নীপাঃ কলেষু
চ ক্ষীণ্ড পয়ঃস্বথাপগাঃ ॥ ২২ ॥ পত্রেষু পদ্মেষু মহাসরাংশি স্তুতন্তরঃ সন্ধ্যতি বর্ষকালঃ । ইতীদৃশে
শঙ্কর হুঃসহেহস্তুতে কালে সুর্যোজ্ঞে ন হু তে ত্রবীমি ॥ ২৩ ॥ গৃহং কুরুষাত্ত মহাচলোত্তমে স্তুনি-
বৃত্তা যেন ভবামি শস্তো । ইখং ত্রিনেত্রঃ ক্রতিরামণীয়কং ক্রত্বা বচো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ২৪ ॥
ন মেহন্তি বিস্তং গৃহসঞ্চয়ার্থে যুগারিচন্দ্রাবৃতদেহিনঃ প্রিয়ে । মমোপবীতং ভুজগেশ্বরঃ কণী কর্ণেহপি
পদ্মশ্চ তথৈব পিঙ্গলঃ ॥ ২৫ ॥ কেয়ুরমেকং মম কঙ্কলস্থহির্ষিতীরমন্তো ভুজগো ধনঞ্জয়ঃ । নাগ-
স্তথৈবাস্থতরো হি কঙ্কণং সব্যোতরে তক্ষক উত্তরং তথা ॥ নীলোহপি নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণঃ শ্রোণীতটে
রাজতি স্তুপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতি বচনমথোৎসাহং শঙ্করাং সা যুড়ানী ক্রতমপি তদসত্যং জীমদাকর্ণ্য ভীতা ।
অবনিতলমবেক্ষ্য স্বামিনো বাসকচ্ছ্রাৎ পরিবদতি সরোষং লজ্জয়োচ্ছ্রস্ত চোঞ্চম্ ॥ ২৭ ॥

দেবুবাচ । কিমেবং সংশ্রিতাশ্চ প্রাবৃটকালো গমিষ্যতি । বৃক্ষমূলে স্থিতাশ্চ স্তুনয়ৈন
বদাব্যয় ॥ ২৮ ॥

ও নীলিমশালিনী কাদম্বিনীর কোড়দেশে সাতিশর প্রক্ষরিত হইতেছে । হে দেব ! শূর সকল
হৃর্জনের সমৃদ্ধিসন্দর্শনপূর্বক তাহার অপহরণ উদ্দেশে যেমন বিচরণ করেন, নদী সকল
নৌকাধির যাতায়াতে সহসা অতিমাত্র বেগাবিকার পুরঃসর তক্ষপ প্রবাহিত হইতেছে ।
অথবা, হে শশাঙ্কমৌলে ! স্বভাবতঃ নীচানুগতা ললনা যদি আশ্রয়কপ হ্রবৃত্ত পুরুষের আশ্রয়
গ্রহণ করে, তাহাতে বিশ্বাসের বিষয় কি আছে ? ঐ দেখুন, আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ মেঘমালায়
অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে । সালতরু সকল পুষ্পভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে । কদম্ব সকল
মুকুলকূলে সমাকুল হইয়াছে । ফল সকল সাতিশর স্তবমা ধারণ করিয়াছে । নদী সকল
সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ সুবিশাল সরোবর সকল পত্র ও পদ্মবশে
বর্মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে । অধুনা এই বর্ষাকাল অতিমাত্র হস্তর তাব ধারণ করিয়াছে ।
এই রূপে পরমবিস্ময়াবহ এই প্রাবৃটসময় যেকপ হৃর্জিবহ, সেইরূপ অতিমাত্র ভয়াবহ ।
সেইজন্যই তোমারে বলিতেছি । নতুবা বলিতাম না ॥ ২৩ ॥ এই মন্দরভূধর বাবতীর
গিরীজবর্ণেব বরিষ্ঠ । শস্তো ! ইহাতে গৃহ নির্মাণ করুন ; তাহা হইলে, সর্কধা স্থতিনাতে
সমর্থ হইব ।

ত্রিলোচন ত্রিনয়নীর এবংবিধ অবগমনোহর বচন শ্রবণগোচর করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ প্রিয়ে ! গৃহ নির্মাণ করি, আমার একপ ধন নাই । দেখ,
বজ্রের অভাবে মদীর কলেবর ব্যাঙ্গচর্মে আবৃত, স্ত্রের অভাবে ভুজগরাজ বাসুকি আমার
বজ্রোপবীত, পদ্ম ও পিঙ্গল নামক অস্ত্রতর ভুজঙ্গময়ুগল আমার কর্ণের কুণ্ডল ॥ ২৫ ॥ কঙ্কল ও
ধনঞ্জয় নামক অহিষিতর আমার হস্তের কেয়ুর, কণী অশ্বতর ও তক্ষক ইহারা যথাক্রমে আমার
বাম ও দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ, এবং নীলাঞ্জনতুল্যবর্ণবিশিষ্ট ভুজঙ্গম নীল মদীর শ্রোণিতটে অধিষ্ঠান-
পূর্বক, বিরাজমান হইতেছে ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেব পরিহাসপ্রসঙ্গে এইরূপ অপ্রিয়, অসত্য ও পরিণামপ্রীতিজনক
বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভবানী তাহা আকর্ষণ করিয়া, যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও ক্রোধের
বশবর্তিনী হইয়া, অবনীতল অবেক্ষণ ও উচ্চ নিশ্বাসকার পরিহার পুরঃসর তাঁহারে বলিতে
লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে অযিনাশিষ্যরূপিন্ ! এইরূপে বৃক্ষমূল আশ্রয় ও অবস্থিতি করিয়াই
কি প্রাবৃটকাল অতিবাহন করিতে হইবে, অশুভপূর্বক কৌর্ভন করুন ॥ ২৮ ॥

শঙ্কর উবাচ । বনাবস্থিতদেহায়াঃ প্রাবৃট্‌কালঃ প্রয়াস্ততি । বধাধুধায়া ন তব নিপতিব্যস্তি
বিধাতে ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ততো হরন্তদ্বনখগুমুরতমাক্রুত তসৌ সহ দক্ষকন্তয়া । ততোহতবস্মায মহে-
ষরন্ত জীমূতকেতুস্থিতি বিকৃতং দিবি ॥ ৩০ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততস্ত্রিনেত্রস্ত গতঃ প্রাবৃট্‌কালো বনোপরি । লোকানন্দকরী রম্যা শরৎ
সমভবনুনে ॥ ১ ॥ ত্যজন্তি নীল সুধরা নভস্তলং বৃক্ষাংশ্চ কক্কাঃ সরিতস্তটানি । পদ্মানি গঙ্গাং
নিলয়া'ন বায়সা কুরুর্কিবাণঃ কলুবঃ জলাশয়াঃ ॥ ২ ॥ বিকাসমায়ান্তি চ পঙ্কজানি চন্দ্রাংশবো
ভান্তি লতাঃ সুপুষ্পাঃ । নন্দন্তি হৃষ্টাশ্চপি গোকুলানি সন্তুচ্চ সন্তোষমহুব্রজন্তি ॥ ৩ ॥ সরঃসু পদ্মং
পগনে চ তারকা জলাশয়েষেব তথা পয়াংসি । সত্যঞ্চ চিত্তং হি দিশাং মুঠৈঃ সমং বৈমল্যমায়ান্তি
শশাকাস্তয়ঃ ॥ ৪ ॥ এতাদৃশে তরঃ কালে মেঘপৃষ্ঠাধিবাসিনীম্ । সতীমাদায় শৈলেক্ষং মন্দরং সমুপা-
বযৌ ॥ ৫ ॥ ততো মন্দরপৃষ্ঠেহসৌ স্থিতঃ সমশীলাতলে । রেমে শঙ্কুর্ভগবান্ সত্যা সহ মহাত্মাতিঃ ॥ ৬ ॥
ততো গত্যাং শরৎ প্রবুদ্ধে তৈব কেশবে । দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চেষ্টে। বষ্টুমারভত ক্রতুম্ ॥ ৭ ॥ ষাদ-

শঙ্কর কহিলেন, শ্রীয়ে ! মেঘমণ্ডলীর উপরিশেষে শরীর সন্নিবিষ্ট করিয়া, তুমি বর্ষাকাল
যাপন করিবে । তাতা হইলে, সলিলধারা স্বদীর কালবরে পতিত হইবে না ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর হর দক্ষকন্তার সহিত উন্নত ঘনখণ্ড আরোহণ করিয়া, অবস্থিতি
করিলেন । তন্নিবন্ধন, তাঁহার নাম স্বর্গে জীমূতকেতু বলিয়া বিখ্যাত হইল ॥ ৩০ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথম অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর মেঘের উপরি অবস্থিতি করিয়া, উমাপতি বর্ষাসময় অতিবাহিত করিলে, সকল
লোকের আনন্দজননী পরমমনোহারিণী শরৎ সমাগত হইল ॥ ১ ॥ তৎসহকারে, মেঘমণ্ডলী
পগনমণ্ডল হইতে অতর্কিত করিল; কক্ক সকল বৃক্ষ ও নদীর তট পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল;
পদ্মের গঙ্গা দূর হইল; বিহঙ্গম সকল নিলয় পরিহার করিল; কুরুগণের শৃঙ্গ অলিত হইল;
জলাশয় সকল নির্মল হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥ পঙ্কজ সকল বিকশিত হইল; চন্দ্রের কিরণ
সুন্দর ভাতি ধারণ করিল; লতা সকল সুশোভন কুসুমস্তবকে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল; গো
সকল ধীবিষ্ট হইয়া, শব্দ করিতে লাগিল; সৎপুরুষ সকল সন্তোষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৩ ॥
সরোবরে পদ্ম সকল, গগনমণ্ডলে তারকাস্তবক, জলাশয়ে সলিলরাশি, সাধুগণের চিত্তবৃত্তি,
এবং দিগ্ভূষ ও চন্দ্রকান্তি, সমানে নির্মল হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মহাদেব এতাদৃশ মনোহর সময়ে
মেঘপৃষ্ঠাধিবাসিনী পর্তনন্দিনীয়ে সমভিবাংহারে গ্রহণ করিয়া, মন্দরভূধরে সমাগত হই-
লেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর পরমজ্যোতির্ময়মূর্তি ভগবান্ ভূতপতি সেই মন্দরপৃষ্ঠে সমতল শিলা-
প্রদেশ আশ্রয় করিয়া, সতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তদনন্তর শরৎ প্রভুর পর্যাবসান হইলে, ভগবান্ কেশব নিদ্রা হইতে সমুখিত হইলেন ।
ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রবর দক্ষ বজ্রাঘ্রুটানে প্রবৃত্ত হইয়া ॥ ৭ ॥ ষাদশ আদিত্য, ইন্দ্রপ্রমুখ প্রধান

শৈব স চাদিত্যান্ শক্রাদীংশ্চ সুরোত্তমান্ । সকল্পপান্ সমামন্ত্র্য সদস্তাসমসীকরৎ ॥ ৮ ॥ অরুণ-
ত্যানুসহিতং বশিষ্ঠং শংসিতব্রতম্ । মহানুশূরগাজিৎ চ সহ ধৃত্য চ কৌশিকম্ ॥ ৯ ॥ অহল্যার
গৌতমঃ চ ভরদ্বাজমমায়রা । চন্দ্রয়া সহিতং ব্রহ্মন্ ঋষিমঙ্গিরসং তথা ॥ ১০ ॥ আমন্ত্র্য কৃতবান্ দক্ষঃ
সদস্তান্ যজ্ঞকর্মণি । সদস্তান্ ঞ্ণসম্পন্নান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্যঞ্চ স সমাহুয়
ভার্য্যাহিংসরা সহ । নিমন্ত্র্য যজ্ঞবাটন্ত দ্বারপালার্থমাদিশৎ ॥ ১২ ॥ অরিতেনেমিনং চক্রে ঈশ্বাহরণ-
কারিণং । চন্দ্রয়া সহিতং ব্রহ্মন্ ঋষিমঙ্গিরসং তথা ॥ ১৩ ॥ মৃষ্টোন্নপানসংস্কারে সম্যক্ দক্ষঃ
প্রযুক্তবান্ । ভৃগুঞ্চ সত্রসংস্কারে সম্যক্ দক্ষঃ প্রযুক্তবান্ ॥ ১৪ ॥ তথা চন্দ্রমসন্দেবং রোহিণ্যা
সহিতং শুচিম্ । ধনানামাধিপত্যে স যুক্তবান্ হি প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ জামাতৃন্ তুহিতুংশ্চৈব
দৌহিত্র্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ । সগন্ধরাং সতীং মুকুন্দা মথৈ সর্কান্ নামজ্বরৎ ॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং লোকপতিনা ধনাধ্যক্ষো মহেশ্বরঃ । জেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠোহপি
আদ্যোহপি ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । জেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠোহপি আদ্যোহপি ভগবান্ শিবঃ । কপালীতি বিদিশ্বেশো
দক্ষেণ ন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং দেবতাশ্রেষ্ঠঃ শূলপাণিঃ স্ত্রিলোচনঃ । কপালী ভগবান্ জাতঃ কর্মণা
কেন শঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণুধাবহিতো ভূত্বা কথামেতাং পুরাতনীম্ । প্রোক্তাং হাদিপুর্বাণেব ব্রহ্মণা-
ব্যাক্তমূর্তিনা ॥ ২০ ॥ পুরা ত্বেকাণবে লোকে নষ্টে স্বাবরজজন্মে । নষ্টচন্দ্রার্কনক্ষত্রে ঞ্ণনষ্টপবনা-
নলে ॥ ২১ ॥ অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ভাবাভাববিবর্জিতং । নিমগ্নবীকৃৎসত্বং তমোভূতং সুদু-

প্রধান অমরবর্গ ও কশ্যাপকে সমামন্ত্রণ করিয়া, সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর
তিনি অরুণতীর সহিত সংশিতব্রত বশিষ্ঠকে, অনশূয়ার সহিত অত্রিকে, ধৃতির সহিত
কৌশিককে ॥ ৯ ॥ অহল্যার সহিত গৌতমকে, মাধার সহিত ভরদ্বাজকে, চন্দ্রার সহিত মহর্ষি
অঙ্গিরাকে ॥ ১০ ॥ আমন্ত্রণ করিয়া, যজ্ঞবাপারে সদস্যরূপে নিয়োগ করিলেন । ইহারা সকলেই
ঞ্ণগ্রামে ভূষিত ও বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ॥ ১১ ॥ তদনন্তর, তিনি ধর্ম্যকে তদীয় পত্নী অহিংসার
সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া, যজ্ঞবাটের দ্বারপালার্থ আদেশ ॥ ১২ ॥ অরিতেনমিকে কাষ্ঠ আহরণে নিয়োগ,
চন্দ্রার সহিত অঙ্গিরাকে ॥ ১৩ ॥ মৃষ্টোন্নপানসংস্কারে সম্যক্ রূপে ব্যাপ্ত, ভৃগুকে যজ্ঞসংস্কার-
ব্যাপারে পয়োজিত ॥ ১৪ ॥ এবং রোহিণীর সহিত ভগবান্ চন্দ্রমসন্দেব ধনাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত
করিলেন ॥ ১৫ ॥ এইরূপে সেই প্রজাপতি দক্ষ সমুদায় জামাতা, তুহিত ও দৌহিত্রবর্গকে যজ্ঞে
নিমন্ত্রণ করিলেন ; কেবল মহাদেব ও পার্শ্বতীর অমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন ॥ ১৬ ॥

নারদ কহিলেন, ধনাধ্যক্ষ মহাদেব জেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও সকলের আদি হইলেও, প্রজাপতি
দক্ষ কিজন্ত তাঁহারে নিমন্ত্রণ করিলেন না ? ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সকলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ভগবান্ ধূর্জয়ী জেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও সক-
লের আদি হইলেও, কপালী জানিয়া, দক্ষ তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলেন ॥ ১৮ ॥

নারদ কহিলেন, সকল লোকের পরমমঙ্গলদায়ক ভগবান্ শূলপাণি স্ত্রিলোচন সকল
দেবতার মধ্যে প্রধান । কিজন্ত কোন্ কর্মবলে তিনি কপালী হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আপনি অবহিত হইয়া, এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করুন । স্বয়ং
ব্যাক্তমূর্তি ব্রহ্মা আদিপুর্বাণ সকলে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ পূর্বে সমুদায় লোক
একাগ্ৰ হওয়াতে, স্বাবর জন্ম সমুদায় বিনষ্ট হইলে, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অস্তহিত হইলে,
অনিল ও অনল ঞ্ণষ্ট হইলে ॥ ২১ ॥ অন্ধকারমাত্র পরিণত অতিমাত্র দুর্দিন প্রাহুভূত

দ্বিন্ম ॥ ২২ ॥ তন্নিম্ন স শেতে ভগবান্ নিশাং বর্ষসহস্রকীম্ । রাজ্যান্তে সৃজতে লোকান্
রাজসং রূপমাহিতঃ ॥ ২৩ ॥ রেজে স পঞ্চবদনো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । স্রষ্টা চরাচরস্তান্ত জগ-
তোহুদ্ভূতদর্শনঃ ॥ ২৪ ॥ তমোময়স্তথৈবাত্তঃ সমুদ্ভূতজিলোচনঃ । শূলপাণিঃ কপর্দী চ অক্ষ-
মালাক দর্শয়ন্ ॥ ২৫ ॥ ততো মহাত্মা অহঙ্কারহকারঃ সূদাক্ষণঃ । বেনাক্রান্তাবৃত্তৌ দেবৌ তাবৈব
ব্রহ্মণকরৌ ॥ ২৬ ॥ অহঙ্কারাবৃত্তৌ ক্রুদ্রঃ প্রভুবাচ পিতামহম্ । কো ভবানিহ সংপ্রাপ্তঃ কেন স্রষ্টো-
হসি মাং বদ ॥ ২৭ ॥ পিতামহোপ্যহঙ্কারী প্রভুবাচাথ কো ভবান্ । ভবতো জনকঃ কোহত্র জননী
বা তদুচাতাম্ ॥ ২৮ ॥ ইত্যন্তোন্তঃ পুরা তাত্যাং ব্রহ্মশাত্যাং কিল প্রিয়ঃ । পরিবাদোহভবন্তত্র
উৎপত্তির্ভবতোহভবৎ ॥ ২৯ ॥ ভবানপ্যস্তরিক্ষং হি জাতমাত্রস্তদোৎপত্তং । ধারয়ন্নতুল্যং
বীণাং কূর্কন্ কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ৩০ ॥ ততো বিনির্জিতঃ শঙ্কুর্ধ্বানিনা ব্রহ্মধ্বানিনা । তদ্ব্যব-
ধোমুখো দীনো প্রহাক্রান্তো যথা শশী ॥ ৩১ ॥ পরাজিতে লোকপতৌ দেবেন পরমেষ্ঠিনা ।
ক্রোধাঙ্ককারিতং ক্রুদ্রং পঞ্চমং মুখমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ অহং তে প্রতিজানামি তমোমূর্ত্তে জিলোচন ।
দিখাসা বুধভাক্রুটো লোককরকরো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ ক্রুদ্ধো ব্রহ্মাণঃ ষোরচক্ষুবা ।
নির্দম্বকামস্তন্বিশন্দর্শ ভগবানজঃ ॥ ৩৪ ॥ ততস্ত্রিনেত্রস্ত সমুদ্ভবস্ত বক্ত্রাণি পঞ্চাথ সূহৃদৃশানি ।

হইল । তাহাতে ত্রণ ও লতা সকল এক বারেই মগ্ন হইয়া গেল । ভাবাতাব সমুদায়ই
তিরোহিত হইল । তন্নিম্ন, সমুদায়ই জ্ঞানের অতীত ও তর্কের অবিসমীভূত হইয়া
উঠিল ॥ ২২ ॥

ভগবান্ সেই একাধারে বর্ষসহস্রকী রজনী শয়ন করিয়া রহিলেন । অনন্তর রজনীর অবসানে
রাজস রূপ আশ্রয় করিয়া, লোক সকলের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্
সেই রাজস রূপের আশ্রয়ে সমুদায়বেদবেদাঙ্গপারগ পঞ্চবদনরূপে প্রোদ্ভূত হইয়া, পরম
শোভা বিস্তার করিলেন । ঐ অদ্ভূতদর্শন পঞ্চবদনই এষ্ট চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ॥ ২৪ ॥
অনন্তর তিনি তমোময়ী অন্তর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, শূলপাণি কপর্দী জিলোচন প্রোদ্ভূত
হইলেন । তাঁহার হস্তে অক্ষমালা ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সেই মহাত্মা ভগবান্ অতিদাক্ষ অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন । ঐ অহঙ্কার ব্রহ্মা
ও মহেশ্বর উভয় দেবতাকেই আক্রমণ করিল ॥ ২৬ ॥ ক্রুদ্র অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া, পিতামহকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এখানে আগমন করিলেন, কোন্ ব্যক্তির বা আপনার
সৃষ্টি করিল, বলুন ॥ ২৭ ॥

তখন পিতামহও অহঙ্কারে আবৃত্ত হইয়া, প্রতিবচনপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন,
আপনি কে, আপনার জনক জননীই বা কে, বর্ণন করুন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বতন সময়ে পিতামহ ও পশুপতি উভয়ে এইরূপ প্রিয় পরিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সেই
অবসরে আপনার জন্ম হইল ॥ ২৯ ॥ আপনি জাতমাত্র এই অতুল বীণা ধারণ ও কিলকিলা
ধ্বনি করত, তৎক্ষণাৎ অন্তরিক্ষে উৎপত্তিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পশুপতি মানী ব্রহ্মধ্বনি কর্ত্তক পরাভূত হইয়া, প্রহরন্ত শশাঙ্কের তায়, দীন-
ভাবাপন্ন অধোমুখে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩১ ॥ এইরূপে লোকপতি পশুপতি ভগবান্ পরমেষ্ঠী
কর্ত্তক পরাজিত হইয়া, ক্রোধে অঙ্ককারিত হইলে, পঞ্চম মুখ তাঁহাকে কহিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥
হে তমোমূর্ত্তি জিলোচন । আমি তোমারে বিলক্ষণ অবগত আছি । তুমি দিগ্ববসন ও
বুধভবাহন এবং লোক সকলের সংহরণ করিয়া থাক ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ অজ শঙ্কর এইরূপ অভিহিত ও জাতক্রোধ হইয়া, ষোর লোচনে ব্রহ্মারে
নিঃশেষে দম্ব করিবার আশয়ে অনিশ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ঐ সময়ে তাঁহার

সিতঃ রক্তঃ কনকাবদাতঃ নীলঃ তথা পিঙ্গরকঃ চ রৌদ্রম্ ॥ ৩৫ ॥ বস্ত্রানি দৃষ্টাক্ষমানি সদ্যঃ
 পিতামহে। বাক্যমুবাচ ক্রতুম্ । সমাহতস্তাথ জলস্য বৃদ্বুদা ভবন্তি কিং-তেষু পরাক্রমোহস্তি ॥ ৩৬ ॥
 তচ্ছ্রীং কোধযুক্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা । নখাশ্রয়েণ শিরশ্ছিন্নং ব্রাহ্মং পরুষবাদিনম্ ॥ ৩৭ ॥
 তচ্ছিন্নং শঙ্করশ্চৈব সব্যে করতলেহপতৎ । পততে ন কদাচিত্ত তদা করতলাচ্ছিন্নঃ ॥ ৩৮ ॥ অথ
 কোধাবুতেনাথ ব্রহ্মণাস্তুতকৰ্ম্মণা । সৃষ্টে পুরুষো ধীমান্ কবচী কুণ্ডলী শরী ॥ ৩৯ ॥ ধনুস্পানি-
 র্মহাবাহুর্কর্ণশক্তিধরোহব্যয়ঃ । চতুর্ভূজো মহাত্মনী চাদিত্যসমদর্শনঃ ॥ ৪০ ॥ স হা হ গচ্ছ ত্বুর্কে
 মা হাঃ শূলিন্ৰিপাতয়ে । ভবান্ পাপসমাযুক্তঃ পাপিষ্ঠঃ কো জিবাংসতি ॥ ৪১ ॥ ইতু্যক্তঃ
 শঙ্করশ্চেন পুরুষেণ মহাত্মনা । শ্রিয়ামুক্তো জগামাথ ক্রত্বো বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৪২ ॥ নরনারায়ণ-
 স্থানং পৰ্বতে হি হিমালয়ে । সরস্বতী যত্র পুণ্যা স্যন্দতে সরিতাংসরা ॥ ৪৩ ॥ তত্র গতা চ তং
 দৃষ্ট্ৱা নারায়ণমুবাচ হ । শিফাং প্রযচ্ছ ভগবন্ মহাকারুণিকোহসি ভোঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতু্যক্তো ধর্মপুত্রস্ত
 ক্রত্বং বচনমব্রবীৎ । সবাং ভুজং তাড়য়স্ব ত্রিশূলেণ মহেশ্বর ॥ ৪৫ ॥ নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ত্রিশূলেণ
 মহেশ্বরঃ । সবাং নারায়ণভুজং তাড়য়ামাস বেগবান্ ॥ ৪৬ ॥ ত্রিশূলাভিহতান্মার্গাং তিস্রো
 ধারা বিনির্গতঃ । একা গগনমাপ্তিত্য স্থিতা তারাভিমণ্ডিতম্ ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়ান্তপতন্তুমৌ তাং

অতিমাত্র দুর্নিরীক্ষ্য পঞ্চ বদন প্রাপ্তভূত হইল । তাহারা যথাক্রমে সিত, রক্ত, কনকের স্তায়
 বিশুদ্ধ, নীল ও পিঙ্গল বর্ণ এবং যারপর নাই ভয়ঙ্কর ভাবাপন্ন ॥ ৩৫ ॥

পিতামহ ভাস্করসদৃশ এই বদনপরম্পরা পরিদর্শনপূর্বক মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন,
 জল সমাহত হইলেই, বৃদ্বুদ উখিত হইয়া থাকে । তাহাদের কি আর কোনরূপ পরাক্রম
 আছে ॥ ৩৬ ॥

মহাত্মা শঙ্কর পিতামহের ঐদৃশ বচন শ্রবণগোচর করিয়া, জাতক্ৰোধ হইয়া, নখাশ্র
 প্রহারে তাঁহার সেই পরুষবাদপ্রবৃত্ত পঞ্চম বদন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ ঐ শির ছিন্ন
 হইবামান শঙ্করের বাম করতলে পতিত হইল । কিন্তু ঐ করতল হইতে আর কদাচিত্
 স্থলিত হইল না ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর অস্তুতকৰ্ম্ম ব্রহ্মা কোধাবিষ্ট হইয়া কবচ, কুণ্ডল ও শরধারী, পরমধীশক্তিসম্পন্ন
 পুরুষে সৃষ্টি কবিলেন ॥ ৩৯ ॥ উহার হস্তে শরাসন, কক্ষদেশে স্তব্ধ হুণ, এবং উহার
 বাহুযুগল অতীব বিশাল । সেই অবিনাশী, চতুর্ভূজ, আদিত্যসমদর্শন, বাণ ও শক্তিধর,
 পুরুষ ॥ ৪০ ॥ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিল, যে দুর্কুদে ! এখান হইতে গমন
 কর । আমি তোমারে নিপাতিত করিব না । তুমি অতিমাত্র পাপী । কোন্ ব্যক্তি পাপি-
 ঠের সংহার করিয়া থাকে ? ॥ ৪১ ॥

মহাত্মভব সেই পুরুষ এইপ্রকার বাক্য বিন্যস্ত করিলে, মহাদেব প্রথায় সমভিব্যাহারে
 বদরিকাশ্রমে সমাগত হইলেন ॥ ৪২ ॥ এই আশ্রম নরনারায়ণের আধষ্ঠানক্ষেত্র এবং হিমালয়ে
 প্রতিষ্ঠিত । সরিষরা পুণ্যসলিলা সরস্বতী যেখানে প্রবাহিতা হইতেছেন ॥ ৪৩ ॥ মহাদেব
 তথায় গমন ও ভগবান্ নারায়ণকে সন্দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ! আপনি
 পরম করুণাশীল । আমায়ে বিশিষ্টরূপ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৪৪ ॥

ধর্মনন্দন নারায়ণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে মহেশ্বর ! আপনি
 ত্রিশূল সহায়ে আমার বাম ভুজে আঘাত করুন ॥ ৪৫ ॥

মহেশ্বর নারায়ণের কথা কর্ণগোচর করিয়া, ত্রিশূল দ্বারা সবেগে তদীয় বাম বাহুতে আঘাত
 করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন সেই ত্রিশূলাভিহত প্রদেশ হইতে ধারাজয় বিনির্গত হইল । তদ্বাধ্য
 একতর দ্বারা তারিকাস্তবক-সমলঙ্কৃত গগনপদবী আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিল ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়

অগ্রাহ তপোধনঃ । অত্রিস্তস্মাৎ সমুদ্ভূতো হুর্কাসাঃ শঙ্করাংশতঃ ॥ ৪৮ ॥ তৃতীয়া ভূপতদধারা
কপালে রৌদ্রদর্শনে । তস্মাস্তস্যাঃ সমভবৎ সন্নদ্ধঃ কবচী যুবা ॥ ৪৯ ॥ শ্রামাবদাতঃ শরচাপপানি-
গর্জন্ যথা প্রাবৃষি তোয়দোহসৌ । ইধং ক্রবন্ কন্ড বিনাশয়ামি স্বক্কাচ্ছিবস্তালফলং যথৈব ॥ ৫০ ॥
তং শঙ্করোবেত্য বচো বভূষে নরং হি নারায়ণবাহজাতং । নিপাতবৈনং খলু হৃষ্টবাক্যং ব্রহ্মাঙ্গজং
সূর্য্যশতপ্রকাশম্ ॥ ৫১ ॥ ইতোবমুক্তঃ স তু শঙ্করেণ আদ্যঃ ধনুস্তাজগবং প্রসিদ্ধং ।
অগ্রাহ তুণানি তথাক্ষয়ানি যুক্রায় বীরঃ স মতিঞ্চকার ॥ ৫২ ॥ ততঃ প্রবুদ্ধৌ স্নুভুশং মহাবলৌ ব্রহ্মা
অজো বাহুবশচ শার্কঃ । দিব্যং সহস্রং পরিবৎসরাণাং ততো হরেণাপি বিরঞ্চক্রে ॥ ৫৩ ॥
জিতস্বদীযঃ পুরুষঃ পিতামহ নরেণ দিব্যাস্তুতকর্ণণা বলী । মহাপৃষৎকৈরভিপতা তাড়িত-
স্তদস্তুতক্ষেহ দিশো দগৈব ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মা তমীশং বচনং বভাষে নেহাস্ত জন্মজজিতস্ত শস্তো ।
পরাজিতাঞ্চযাতেহসৌ হৃদীয়ো নরো মদীযঃ পুরুষো মহাত্মা ॥ ৫৫ ॥ ইতোবমুক্তা বচনং 'জ্ঞানজ্ঞং
চিক্কেপ সূর্য্যো পুরুষং বিরঞ্চিঃ । নরং নরৈস্তব তদা স বিগ্রহে চিক্কেপ ধর্ম্মপ্রভবস্ত দেব ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রী বামনপুরাণে হরললিতে নরোৎপত্তিপ্রলয়ো নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ধারা ভূমিতলে পতিত হইলে, তপোধন অত্রি তাহা গ্রহণ করিলেন । তাহা হইতে মহা-
দেবের অংশে হুর্কাসা সমুদ্ভূত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তৃতীয় ধারা ভয়ঙ্করদর্শন কপালে নিপতিত
হইল । তখন তাহা হইতে কবচধারী, দাঁতদেহ যুবা পুরুষ প্রাকৃত হইল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর
সেই বিশুদ্ধশ্রামবর্ণ, ধনুস্তাজ, শরধারী পুরুষ প্রাবৃটসময়প্রাকৃত পয়োধরের স্তায়
গর্জন্‌বিসজ্জনপুরুষসব বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিল, আমি কাহার মস্তক স্বক্কাদেশ হইতে
তালফলের ত্রায়, আচ্ছিন্ন কবিধা, বিনাশ করিব, আদেশ করুন ॥ ৫০ ॥

তখন মহাদেব সমাগত হইয়া, নারাধণের বাহু হইতে প্রাকৃত সেই নরকে কহিলেন,
ভূমি সূর্য্যশতসন্নিভ হৃষ্টবাকী ব্রহ্মনন্দনকে নিপাতিত কব ॥ ৫১ ॥ শঙ্কর এইপ্রকার
আদেশ করিলে, সেই নর সর্বলোকপ্রসিদ্ধ আঙ্গব ধনু ও অক্ষয় তুণীরসমূহ গ্রহণ করিয়া
যুদ্ধের জন্য ক্রননঙ্কল হইলেন ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মাঙ্গজ সেই পুরুষ ও বাহুসমুদ্ভূত নর, উভয়েই
অতিমাত্র বলশালী এবং উভয়েই নিবতিশয় উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া, দিব্য সহস্র পরি-
বৎসর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন হব বিরঞ্চিকে কহিলেন ॥ ৫৩ ॥ পিতামহ ! দিব্য
ও অস্তুতকর্ণা নব, অতিশীত হইয়া, স্নুবিণাল শবপবম্পরা প্রহার পুরুষের, নিরতিবলবিশিষ্ট
হৃদীয় পুরুষের পতা জ্ঞত করিয়াছেন । দশ দিকে এই ব্যাপার অক্সিমাত্র বিশ্ববাহরূপে
প্রাকৃত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥ তখন পিতামহ মহেশ্বরকে বলিলেন, হে শস্তো ! মদীয় পুরুষ
অতিমাত্র মগা প্রাণ ও নিবতিশয়প্রভাববিশিষ্ট । তিনি কখন পরাজিত হন না । এবং
তাঁহার জন্মও ইহলোকে নহে, যে, হৃদীয় পুরুষ নর মনে করিলেই, তাঁহাকে পরাজিত করিতে
পারিবেন ॥ ৫৫ ॥ বিরঞ্চি মহাদেবকে এইপ্রকার কহিয়া, সেই আঙ্গজ পুরুষকে সূর্য্য এবং
নরকে ধর্ম্মনন্দন নারাধণের কলেবরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

ইতি বামনপুরাণে নরোৎপত্তিপ্রলয়নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ করতলে রুদ্রঃ কপালে দারুণে স্থিতে । সস্তাপমগমদ্বন্দ্বান্ চিত্তয়াকুলি-
ভেদ্বিঃ ॥ ১ ॥ ততঃ সমাগতা রৌদ্রা নীলাঞ্জনচয়প্রভা । সংরক্তমূৰ্দ্ধা ভীমা ব্রহ্মহত্যা হরা-
স্তিকম্ ॥ ২ ॥ তামাগতাং হরো দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিকরাগিনীম্ । কাসি সমাগতা রৌদ্রে কেনাপ্যর্ধেন
তদ্বদ ॥ ৩ ॥ কপালিনমথোবাচ ব্রহ্মহত্যা সুদারুণা । ব্রহ্মহত্যাম্মি সংপ্রাপ্তা মাং প্রতীচ্ছ
ত্রিলোচন ॥ ৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মহত্যা বিবেশ তম্ । ত্রিশূলপাণিনং রুদ্রং সম্প্রতাপিতবিপ্র-
হম্ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাভিভূতশ্চ শৰ্কে বদরিকাশ্রমম্ । আগচ্ছন্নো দদর্শাথ নরনারায়ণাবুযৌ ॥ ৬ ॥
অদৃষ্ট্বা ধৰ্ম্মতনয়ৌ চিত্তাশোকসম স্বতঃ । জগাম যমুনাং স্নাতুং সাপি শুকজগাতবৎ ॥ ৭ ॥ কালিন্দীং
শুকসলিলাং নিরীক্ষ্য বুযকে তনঃ । প্রক্ষজাং স্নাতুংগমদন্তর্জানঞ্চ সা গতা ॥ ৮ ॥ ততোহনু পুষ্করারণ্যং
মাগধারণ্যমেবচ । সৈন্ধবারণ্যমেবাসৌ গচ্ছা শ্রান্তো যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥ তথৈব নিমিষারণ্যং
ধৰ্ম্মারণ্যং তথেশ্বরঃ । স্নাতো নৈবচ সা রৌদ্রা ব্রহ্মহত্যা বামুদ্রত ॥ ১০ ॥ সরিৎসু তীর্থেষু তথাশ্রমেষু
পুণ্যেষু দেবারতনেষু সৰ্ব্বতঃ । সমাপ্ততো যোগযুতেহপি পাপান্নাপ মোক্ষং বুযভক্ষজোহসৌ ॥ ১১ ॥
ততো জগাম নির্কিঞ্চিৎ শঙ্করঃ কুরুজাঙ্গলম্ । তত্র গচ্ছা দদর্শাথ চক্রপাণিং ধগ স্ততম্ ॥ ১২ ॥
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরম্ । কুতাজলিপুটো ভূহা হরঃ স্তোত্রমুদীরযৎ ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মান! সেই দারুণ কপাল রুদ্রের করতল আশ্রয় করিয়া, অবাস্থিতি
করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণে চিত্তায় আকুলিত ও সস্তাপে সমাক্রান্ত হইল ॥ ১ ॥ ঐ সময় অতি-
মাত্রভয়ঙ্করী, বৌদ্ধমূর্তি ব্রহ্মহত্যা তদীয় অন্তরে আগমন করিল। তাহার কেশপাশ নিরতি-
শয় রক্তবর্ণ এবং আকার নীলাঞ্জনচয়সম্প্রভ ॥ ২ ॥

মহাদেব সেই অতিমাত্র কপালমূর্তি ব্রহ্মহত্যারে সমাগত অবলাকন করিয়া, জিজ্ঞাসা
করিলেন, অয়ৌদ্রকগিনি! তুমি কে, কিজন্য আগমন করিলে, বন ॥ ৩ ॥

তখন নিরতিশয়দারুণপ্রকৃতি ব্রহ্মহত্যা কপালশাণী মহাদেবকে কহিল, ত্রিলোচন!
আমি ব্রহ্মহত্যা। অপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আমারে প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মহত্যা এবংবিধবচনবিস্যাসপুংসর ত্রিশূলপাণি কদ্রে আবিষ্ট ও তজ্জন্য তদীয় দেহ
সম্প্রতাপিত হইল ॥ ৫ ॥

তখন রুদ্র ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক অভিভূত হইয়া, বদরিকাশ্রমে আগমন করিলেন। কিন্তু
নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬ ॥ সেই ধৰ্ম্মনন্দন নরনারায়ণকে সন্দর্শন না
করিয়া, তিনি চিত্তা ও শোকে সমাক্রান্ত হইয়া, স্নান করিবার অভিলাষে যমুনার আগমন
করিলেন। তৎক্ষণাৎ যমুনার জল শুক হইয়া গেল ॥ ৭ ॥ বুযকেতন কলন্দনন্দিনীয়ে শুক-
সলিলা সন্দর্শন করিয়া, স্নানান্তিলাষে প্রক্ষজাতীয়ে সমাগত হইলেন, প্রক্ষজাও অন্তর্জান করিল ॥ ৮ ॥
তখন তিনি যদৃচ্ছ ক্রমে ক্রমে ক্রমে পুষ্করারণ্যে, মগধারণ্যে ও সৈন্ধবারণ্যে গমন করিয়া, শ্রান্ত
হইয়া পড়িলেন ॥ ৯ ॥ তদবস্থায় তথা হইতে তিনি নৈমিষারণ্যে ও ধৰ্ম্মারণ্যে গমন করিয়া
স্নান করিলেন। তথাপি, সেই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে পরিহার করিল না ॥ ১০ ॥ তখন বুযভক্ষ
যোগমার্গের অনুসরণপূর্বক, সরিৎ সকলে, তীর্থসমূহে, আশ্রম সমস্তে ও পবিত্র দেবারতন-
সমূহে সৰ্ব্বতোভাবে স্নান করিয়াও, পাপ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১১ ॥

অনন্তর তিনি নির্কিঞ্চিৎ চিত্তে কুরুজাঙ্গলে সমাগত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, ধগপতি
গুরুড়ের উপরি অধিষ্ঠিত চক্রপাণিকে দর্শন করিলেন ॥ ১২ ॥ সেই শঙ্খচক্রগদাধর পুণ্ডরী-
কাক্ষকে অর্কগোচর করিয়া, কুতাজলিপুটে বক্ষ্যমাণ বিধানে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

হর উবাচ । নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গুরুভক্ষক । শঙ্খচক্রগদাপাণে বাসুদেব নমোহস্ত
তে ॥ ১৪ ॥ নমস্তে নিগুণানন্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে । জ্ঞানাজ্ঞাননিরালম্ব সর্বকালম্ব নমোহস্ত
তে ॥ ১৫ ॥ রজোযুক্ত নমস্তেহস্ত ব্রহ্মমূর্তে সনাতন । স্বয়া সর্বমিদং নাথ জগৎ সৃষ্টং চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥
স্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্তে অধোকম্ব । প্রজাপাল মহাবাহো জনার্দন নমোহস্ত তে ॥ ১৭ ॥
তমোমূর্তে অহং হেব ত্বদংশক্রোধসংভবঃ । গুণাতিযুক্তো দেবেশ সর্বব্যাপিন্নমোহস্ত তে ॥ ১৮ ॥
ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলমম্বরপাবকৌ । বায়ুবুদ্ধির্মনশ্চাপি শর্করী ত্বং নমোহস্ত তে ॥ ১৯ ॥ ধর্মো
যজ্ঞতপঃ সত্যমহিংসা শৌচমার্জবম্ । কমা দানং দয়া লক্ষ্মীব্রহ্মচর্য্যং ত্বমীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ ত্বমদ্যন্ত
চতুর্কোদান্তং বেদো বেদপারগঃ । উপবেদা ভবানীশ সর্বোহসি ত্বং নমোহস্ত তে ॥ ২১ ॥ নমো নমস্তে-
হচ্যুত চক্রপাণে নমোহস্ত তে বামন মীনমূর্তে । লোকে ভবান্ কারুণিকো মতো মে ত্রায়শ্চ মাং
কেশব পাপবন্ধাৎ ॥ ২২ ॥ যমাশুভং নাশয় বিপ্রহস্তং যদব্রহ্মহত্যাভিভবং বভূব । দধে'স্মি নষ্টোন্ম্যা-
সমীক্ষ্যকারী পুনীহি নাথোহসি নমো নমস্তে ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবং স্ততশ্চক্রধরঃ শঙ্করেণ মহায়ন্য । প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং ব্রহ্মহত্যা-
করায় হি ॥ ২৪ ॥

হরিরুবাচ । মহেশ্বর শৃণুধেমাং মম বাচং কলশনাং । ব্রহ্মহত্যাশ্রকরীং শুভদাং

তুমি দেবগণেরও রক্ষাকর্তা, তোমাকে নমস্কার । তুমি শঙ্খচক্রগদাপাণি বাসুদেব, তোমাকে
নমস্কার ॥ ১৪ ॥ তুমি গুণাতিত ও দেশকালাদির অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে নমস্কার । তুমি
সকলের বিধাতা । তর্ক দ্বারা তোমার স্বরূপ নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে, তোমারে নমস্কার ।
তুমি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাতিত । এবং অবলম্বনশূন্য হইলেও, সকলেতেই অবলম্বনস্বরূপ ।
তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ তুমি রজোগুণপ্রধান সাক্ষ ৭ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ । তোমাকে
নমস্কার । হে নাথ ! তুমিই এই স্বাবরজসমাত্মক বিধেয় সৃষ্টি করিয়াছ ॥ ১৬ ॥ তুমি
সত্ত্বগুণপ্রধান ও সকল লোকের ঈশ্বর, সাক্ষাৎ অধোকম্ব বায়ুদেবী জনার্দন এবং তুমি
প্রজাগণের পরিপালন করিয়া থাক । মহাবাহু তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ তুমি তমোগুণ-
প্রধান । এই আমি তোমার অংশে ক্রোধ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি । তুমি দেবগণের ঈশ্বর
ও বিষ্ণুরূপে বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছ । এবং তুমি সকল গুণের আধার ।
তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ হে জগন্নাথ ! তুমিই এই পৃথবী, তুমিই এই সলিল, তুমিই এই
অগ্নি, তুমিই এই আকাশ, তুমিই এই অনল এবং তুমিই বুদ্ধি, তুমিই মন, তুমিই রজনী, তোমাকে
নমস্কার ॥ ১৯ ॥ তুমিই ধর্ম, যজ্ঞ ও তপস্তা । তুমিই সত্য, অহিংসা, শৌচ ও ঋজুতা । তুমিই
কমা, দান ও দয়া । তুমিই লক্ষ্মী, ব্রহ্মচর্য্য ও সকলের ঈশ্বর ॥ ২০ ॥ তুমিই বাবতীর বেদাঙ্গ
ও বেদসমূহ । তুমিই বেদ্য ও বেদপারগ । হে ঈশ্বর ! তুমিই সমুদায় উপবেদ এবং তুমিই
সকলের স্বরূপ, তোমারে নমস্কার ॥ ২১ ॥ তুমি অচ্যুত, তোমাকে নমস্কার । তুমি চক্রপাণি,
তোমাকে নমস্কার । তুমি বামন ও মৎস্যমূর্তি । তোমাকে নমস্কার । তুমিই সংসারে একমাত্র
করুণাগুণের আধার বলিয়া, আমার বিলক্ষণ প্রীতি আছ । অতএব, কেশব ! আমাকে
এই আপত্তিত পাপবন্ধ হইতে পরিজ্ঞান কর ॥ ২২ ॥ আমার কলেবরে ব্রহ্মহত্যার অভিভবরূপ
যে অন্তত আবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিনাশ কর । আমি দগ্ধ হইলাম, বিনষ্ট হইলাম । আমি সর্বথা
অতি অবিবেচনারই কার্য্য করিয়াছি । অধুনা, তুমিই আমার রক্ষাকর্তা, আমারে পবিত্র কর ।
তজ্জন্য তোমাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা শঙ্কর এইপ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ চক্রধর ব্রহ্মহত্যার
করাভিলাষে তাঁহারে কহিলেন ॥ ২৪ ॥ মহেশ্বর ! আমার এই কলশবিশালী পুণ্যবুদ্ধিকর বাক্য শ্রবণ

পুণ্যবৰ্জিনীম্ ॥ ২৫ ॥ যোহর্নো ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোহব্যয়ঃ । প্রয়াগে বসতে নিত্যং
 যোগশায়ীতিবিশ্রুতঃ ॥ ২৬ ॥ চরণাদক্ষিণান্তস্থ বিনির্গতা সরিষয়া । বিষ্কতা বরণেত্যেবং
 সৰ্বপাপহরা শুভা ॥ ২৭ ॥ সরিষয়া দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিষ্কতা । তে উভে তু সরিচ্ছেঠে
 লোকপুণ্যে বহুবহুঃ ॥ ২৮ ॥ তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ । ত্রৈলোক্যপ্রবরং
 তীর্থং সৰ্বপাপ প্রমোচনম্ ॥ ২৯ ॥ তত্তাদৃশান্তি নগরী পুণ্যা বারাগসী শুভা । যন্তাং হি ভোগিনোহ-
 পীশ প্রয়াস্তি ভবতো লয়ম্ ॥ ৩০ ॥ বিলাসিনীনাং রসনাশ্রনেন ক্রতিশ্রয়ো ব্রাহ্মণপুঙ্গবানাম্ ।
 শুচিশ্রবঃ গুরবো নিশম্য হস্তাঘ্রিতাঃ সন্তি মুহুমুহুস্তাঃ ॥ ৩১ ॥ এতৎস্ব যোষিত্স্ব চতু-
 প্পথেষু পদান্তলজ্জাকগিতানি দৃষ্ট্য়া । যযৌ শশী বিন্ময়মেব যন্তাং কিংযিৎ প্রয়াতা স্থল-
 পদ্মিনীম্ ॥ ৩২ ॥ ভুজানি যন্তাং সুরমন্দিরাণি রুদ্রস্তি চক্ষুঃ রজনীমুখেষু । দিবাপি সূর্য্যঃ
 পবনাঘ্রিতাভির্দীর্ঘাভিরেবঃ স্পৃপতাকিকাভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ভুজাশ্চ যন্তাং শশিকান্তভিষ্ঠৌ
 প্রলোভ্যমানাঃ প্রতিবিশ্বিতেষু । আলক্য যোষিদ্ভিমলাননাক্ষেপীষুভ্রমরৈব চ পুষ্পকাস্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
 পরিশ্রমশ্চাপি পরাজিতেষু নরেষু সংমোহনখেলনেন । যন্তাং জলক্ৰীড়নসঙ্গতাস্থ ন
 জীবু শস্তৌ গৃহদীর্ঘিকাস্থ ॥ ৩৫ ॥ ন চৈব কশ্চিৎ পরমন্দিরাণি রুদ্রস্তি শস্তৌ সহ

করুন । ইহার দ্বারা আপনার ব্রহ্মহত্যার কয়, শুভসঞ্চয় ও পুণ্যের উপচয় সম্পাদিত
 হইবে ॥ ২৫ ॥ এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যিনি আমার অংশে সমুদ্ভূত, যাঁহার কয় নাই
 ও বিনাশ নাই ; যিনি প্রয়াগে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার নাম যোগশায়ী
 বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥ তদীয় দক্ষিণ চরণ হইতে বরণা নামে বিখ্যাতা সৰ্বপাপ-
 বিনাশিনী পরমমঙ্গলরূপিণী সরিষয়া বিনির্গতা হইয়াছে । এইরূপ, অসিনামে প্রসিদ্ধা
 দ্বিতীয় নদীও তাহার দক্ষিণ চরণ হইতে প্রোত্ভূত হইয়াছে । তাহার উভয়েই যাবতীয় তরঙ্গিণীর
 প্রধান । এইজন্য, লোকে তাহাদের সবিশেষ পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ এই উভয় নদীর
 মধ্যস্থিত দেশই উল্লিখিত যোগশায়ী পুরুষের অধিষ্ঠানভূমি । এই কারণে ঐ স্থান ত্রৈলোক্য
 মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত । উহার পরিচর্যা করিলে, সৰ্ব্ববিধ পাতক পরিত্যক্ত
 হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ তথায় তাহার অনুরূপ পুণ্যজননী, পরমমঙ্গলরূপিণী বারাগসী নামে নগরী
 বিরাজমান আছে । সংসারলম্পট পুরুষগণও যেখানে অবস্থিতি করিলে, সংসার হইতে এক-
 কালেই বিনির্মুক্ত হইয়া থাকে ; পুনরায় তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩০ ॥ তথায়
 ব্রাহ্মণপুঙ্গবগণের বেদপাঠধ্বনি বিলাসিনী রমণীগণের কাঞ্চীনিকণসহিত সংমিলিত হইয়া,
 প্রতিনিয়ত সমুদ্রিত হইতেছে । গুরুগণ সেই পবিত্র স্বর শ্রবণ ও উল্লিখিত বিলাসশালিনী
 কামিনীদিগকে অবলোকন করিয়া, বারংবার হাস্য করেন ॥ ৩১ ॥ তদ্রূপ চতুষ্পথসমূহে
 ললনাগণ গমন করিতে লাগিলে, তাহাদের অলঙ্করজ্ঞিত রক্তবর্ণ চরণপরম্পরা পরিদর্শনপূর্ব্বক
 জন্ম স্থলপদ্মিনী স্বমে চক্ষুমা বিন্ময়রসে আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ তথায় অত্যাচল সুরসঙ্গ
 সকল প্রতিদিন রজনীমুখে প্রভাকরকে রুদ্র করে । এবং দিবাভাগেও পবনপরিচালিত, সূদীর্ঘ
 স্নানর পতাকাসমূহের সহায়তায় তাহাকে তাদৃশ অবস্থায় নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥
 তথায় চক্ষুকাঙ্গমণিনির্ম্মিত ভিত্তিপ্রদেশে প্রতিবিশ্বিত, যোষিদ্গণের বিমল আননপদ্ম অবলোকন
 করিয়া, ভুগণ প্রকুল কুসুমজমে নিতান্ত প্রলোভিত হইয়া, পুষ্পাস্তরে আর গমন করে না ॥ ৩৪ ॥
 হে শস্তৌ ! তথায় পরম্পর সংমোহনার্থ ক্রীড়া করিয়া, পরাজিত পুরুষগণ কোনক্রমে পরিশ্রম
 বোধ করে না । যোষিদ্গণ তদ্রূপ গৃহদীর্ঘিকাসমূহে অনবরত জলক্রীড়া করিয়া, কোনকালেই
 পরিশ্রান্ত হয় না ॥ ৩৫ ॥ তথায় বায়ু ব্যতিরেকে আর কেহই পরের গৃহ রোধ করে না । এবং
 সুরত ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপে অবলাগণের প্রতি বলপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করা হয় না ।

মাক্তেন । ন চাবলানাং তরসা পরাক্রমঃ ক্রোতি যন্তাং সুরতং হি যুক্তা ॥ ৩৬ ॥
 পাশগ্রহির্গজেন্দ্রাণাং দানচ্ছেদো মদচ্যুতৌ । যন্তাং মানমদৌ পুংসাং ক্রিধাং যৌবনাগমে ॥ ৩৭ ॥
 শিরদোষাঃ সদা যেষাং কৌশিকা নেতয়ে জনাঃ । তারাগণেহকুলীনঃ মেঘে বৃত্তচ্যুতির্কিতৌ ॥ ৩৮ ॥
 ভূতিলুকা বিলাসিতৌ ভুজলপরিবারিতাঃ । চন্দ্রভূষিতদেহাশ্চ যন্তাং স্বমিব শকর ॥ ৩৯ ॥ ঈদৃশায়াং
 সুরেশান বারাগস্তাং মদাশ্রমে । বসতে ভগবান্ লোলঃ সর্বশাপহরো রবিঃ ॥ ৪০ ॥ দশাশ্বমেধং
 যৎ প্রোক্তং মদংশো যত্র কেশবঃ । তত্র গতা সুরশ্রেষ্ঠ পাপমোক্ষমবাপ্যাস ॥ ৪১ ॥ ইত্যেবমুক্তো
 গরুড়ধ্বজেন বুধধ্বজস্তং শিরসা গ্রণম্য । জগাম বগাদাকরুড়ো যথাসৌ বারাগসীং পাপবিমোচ-
 নায় ॥ ৪২ ॥ গতা স্পুণ্যাং নগরীং স্মৃতীর্থাং দৃষ্ট্বা চ লোলং স দশাশ্বমেধং । স্নাত্বা চ তীর্থেষু বিমুক্ত-
 পাপঃ স কেশবস্তষ্টু মুপাজগাম ॥ ৪৩ ॥ কেশবঃ শংকরো দৃষ্ট্বা প্রণিপত্যোদমব্রবীৎ । তৎপ্রসাদাদ্-

অর্থাৎ বায়ুই কেবল তথায় পয়ের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে ; চোর প্রভৃতি অন্য কেহ প্রবেশ
 করে না । এবং স্বয়ং পতিরাই কেবল স্মৃকৃতসময়ে জ্যৈষ্ঠের উপরি পরাক্রম প্রকাশ করে ; আর
 কেহই সেক্রপ করে না । ফলতঃ তথায় চোর ও দস্যু প্রভৃতির সম্পর্ক নাই এবং কামী
 বা তাদৃশ দুষ্প্রকৃতি লোকেরও সমাগম নাই ॥ ৩৬ ॥ তথায় গজেন্দ্রগণেরই পাশগ্রহি ও
 মদচ্যুতি সময়ে দানচ্ছেদ লক্ষিত হয় । অর্থাৎ মন্ত-গজ সকলকে বন্ধন করিবার জন্যই
 পাশগ্রহির আবশ্যকতা হইয়া থাকে ; চৌরাদিকে বন্ধন করিবার জন্য নহে । কেন না,
 তথায় চৌরাদি দুষ্ট পুরুষের সম্পর্ক নাই । এইরূপ, হস্তীগণের মদক্ষয় হইলে, দানচ্ছেদ
 অর্থাৎ মদের বিনাশ হয় । অন্য কোনরূপে দানচ্ছেদ নাই । কেন না, তথায় অনবরত দানাদি
 সংক্রিয়ার অনুরূপ ন হইয়া থাকে । পুনশ্চ, তথায় পুরুষ ও হস্তী সকলের যৌবনাবেশবশেই মান
 ও মদের আবির্ভাব হয় । অর্থাৎ তত্রত্য অধিবাসিগণ অভিমান ও গর্ষ বিবর্জিত ॥ ৩৭ ॥ তথায়
 পেচক সকলই প্রিয়দোষ, অন্যান্য ব্যক্তিগণ নহে । অর্থাৎ পেচকেরা দিবসে অন্ধ হয় ;
 রাত্রিতে বিলক্ষণ দেখিতে পায় । এইজন্য রাত্র ভাল বাসে । (দোষাশঙ্কে রাত্রি । দোষা
 অর্থাৎ রাত্রি বাহার প্রিয়, তাহার নাম প্রিয়দোষ । অন্যপক্ষে দোষশঙ্কে অভিমান ও
 মদ প্রভৃতি । এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কেহই প্রিয়দোষ নহে, অর্থাৎ অভিমানাদির
 বশ নহে, ইহাই ভাবার্থ ।) হে বিভো ! তথায় তারাগণই অকুলীন ; অর্থাৎ অভ্রাচ্চ
 আকাশে অবস্থিত ; কু অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন নহে । তথাকার অধিবাসীমাত্রেই
 সুরেশালকুলবিশিষ্ট । তথায় মেঘেই বৃত্তচ্যুতি হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত, অধিবাসীগণে
 বৃত্তচ্যুতি অর্থাৎ সদাচারধ কোনপ্রকার ব্যভিচার নাই । সকলেই স্ব স্ব ধর্মের অনু-
 সারী ॥ ৩৮ ॥ হে শকর ! তুমি যেমন ভূতিলুক অর্থাৎ ভূম্মপ্রিয়, ভুজঙ্গে পরিবেষ্টিত ও
 চন্দ্র-ভূষিত কলেবর-বিশিষ্ট ; তত্রত্য বারবিলাসিনীরাও তত্রাপ ভূতিলুক অর্থাৎ ঐশ্বর্যকামিনার
 বশবর্তিনী ; ভুজঙ্গে অর্থাৎ বিটগণে পরিবৃত্ত এবং চন্দ্রভূষিত অর্থাৎ চন্দ্র-কাস্ত-মণিমণ্ডিত-দেহ
 শালিনী ॥ ৩৯ ॥ হে সুরেশান ! এবংবিধগুণবিভববিশিষ্ট বারাগসীতে প্রতিষ্ঠিত মদীয়
 আশ্রমে ভগবান্ লোলনামক রবি সর্বদা বিরাজ করিতেছেন । তিনি সর্ববিধ পাপ হরণ করিয়া
 থাকেন ॥ ৪০ ॥ তথায় যাহাকে দশাশ্বমেধ বলে, তৎপ্রদেশে মদীয় অংশ কেশব অধিষ্ঠান
 করিতেছেন । হে সুরশ্রেষ্ঠ ! তথায় গমন করিলে, তুমি পাপমোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১ ॥

গরুড়ধ্বজ এইপ্রকার কহিলে, বুধভধ্বজ মন্তক দ্বারা তাঁহারে গ্রণাম করিয়া, পাপমোচনাতি-
 লাষে গরুড়ের ন্যায়, সবেগে বারাগসীতে সমাগত হইলেন ॥ ৪২ ॥ সেই পরমপুণ্যশালিনী ও
 সুরেশান্ততীর্থশোভিনী বারাগসীতে গমন, ভগবান্ লোল ও দশাশ্বমেধ দর্শন এবং তীর্থ সকলে
 অবগাহন করিয়া, পাপবিমুক্ত হইয়া, ভগবান্ কেশবের সন্দর্শনমানসে উক্তপ্রদেশে সমাগত হই-

জ্বীকেশ ব্রহ্মহত্যা করং গতা ॥ ৪৪ ॥ নেদং কপালং দেবেশ মদন্তং পরিমুক্তি । কারণং
বেদ্বি নৈবৈতন্তয়ে ঋং বজ্রমর্হসি ॥ ৪৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । মহাদেববচঃ শ্রুত্বা কেশবো বাক্যমব্রবীৎ । বিদ্যাতে কারণং বৎস তৎ সর্কং
কথয়ামি তে ॥ ৪৬ ॥ যোহসৌ মমাগ্রতো দিব্যো হৃদঃ পদ্মোৎপলৈর্বৃতঃ । এব তীর্থবরঃ
পুণ্যো দেবগর্ভকপুত্রিতঃ ॥ ৪৭ ॥ এতন্মিহ্ন প্রবরে পুণ্যে শ্রানং শোভনমাচর । শ্রাতমাত্মস্যা
চান্দ্যেব কপালং পরিমোক্ষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ ততঃ কপালী লোকে চ খ্যাতো ক্রতু ভবিষ্যসি ।
কপালমোচনেত্যেবঃ তীর্থক্ষেদং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তঃ সুরেশেন কেশবেন মহেশ্বরঃ । কপালমোচনে সন্নৌ
বেদোক্তবিধিনা মুনে ॥ ৫০ ॥ শ্রাতস্ত তীর্থে ত্রিপুরাস্তকস্ত পরিচ্যুতং হস্ততলাৎ কপালম্ । নাম্না
ভুববধ কপালমোচনস্ততীর্থবর্ষ্যং ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে পুলস্ত্যানারদসংবাদে হরললিতো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । এবং কপালী সজ্ঞাতো দেবর্ষে ভগবান্ হরঃ । অনেন কারতেনাসৌ দক্ষেণ
ন নিমজ্জিতঃ ॥ ১ ॥ এতন্মিহ্নস্তুরে দেবীন্দ্রঃ গোতমনন্দিনী । জয়া জগাম শৈলেন্দ্রঃ মন্দরং চাক্র-
কন্দরম্ ॥ ২ ॥ তামাগতাং সতীং দৃষ্ট্বা জয়ামেকামুবাচ হ । কিমর্থং বিজয়া নাগাজ্জয়ন্তী চাপরা-

লেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর শঙ্কর কেশবকে দর্শন করিয়া, প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন,
হে জ্বীকেশ । আপনার প্রসাদে ব্রহ্মহত্যা কর প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥ কিন্তু এই কপাল
আমার হস্ত হইতে অলিত হইতেছে না । হে দেবেশ ! ইহার কারণ কি, অবগত নহি । অত-
এব অল্পগ্রহপূর্বক কীর্তন করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৪৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ কেশব ভূতভাবন ভবানী-পতির বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া,
কহিতে লাগিলেন, বৎস ! ইহার যে কিছু কারণ আছে, তৎসমস্ত তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৬ ॥
আমার সম্মুখে ঐ যে পদ্ম ও উৎপলখণ্ডে মণ্ডিত দিব্য হৃদ লক্ষিত হইতেছে, ইহা সমুদয়
তীর্থের অগ্রগণ্য এবং পরম পবিত্র । দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই ইহার পূজা করে ॥ ৪৭ ॥
তুমি এই পরমপবিত্র তীর্থপ্রবরে স্নান বিধানে শ্রান সমাচরণ কর । শ্রান করিবামাত্র অদ্যই
এই কপাল তোমার হস্ত হইতে অলিত হইবে ॥ ৪৮ ॥ তাহা হইলে, হে ক্রতু ! তুমি কপালী
বলিয়া সকল লোকে বিখ্যাত হইবে । এবং এই তীর্থও কপালমোচন নাম পরিগ্রহ করিবে ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুরেশ্বর কেশব এইপ্রকার কহিলে, মহেশ্বর তদীয় আদিষ্ট প্রদেশে
বেদোক্ত বিধানে শ্রান করিলেন ॥ ৫০ ॥ শ্রান করিবামাত্র ত্রিপুরাস্তকের করতল হইতে
কপাল পরিচ্যুত হইল । তদবধি ভগবানের প্রসাদে সেই তীর্থক্ষেত্রে কপালমোচন নাম
পরিগ্রহ করিল ॥ ৫১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে পুলস্ত্যানারদসংবাদে হরললিত নাম তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দেবর্ষে ! এইরূপে ভগবান্ ভব কপালী হইয়াছিলেন । দক্ষ উল্লিখিত
কারণেই তাঁহারে নিমজ্জণ করিলেন না ॥ ১ ॥ এই অবসরে গোতমনন্দিনী জয়া সতীর সন্দর্শন-
মানসে স্নন্দরকন্দরমণ্ডিত শৈলেন্দ্র মন্দরে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ সতী তাঁহাকে একাকিনী
সমাগতা অবলোকন করিয়া কহিলেন, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাধিতা, ইহারা কিমন্ত আসি-

জিতা ॥ ৩ ॥ সা দেব্যা বচনং শ্রুত্বা উবাচ পরমেশ্বরী । গতানিমজ্জিতাঃ সৰ্বা মথৈ মাভ্যা-
মহন্ত তাঃ ॥ ৪ ॥ সমং পিতা গোতমেন যাজ্ঞা চৈবাপ্যহল্যায় । অহং সমাগতা দ্রষ্টুং য়ং তত্র
গমনোৎসুকা ॥ ৫ ॥ কিং যং ন ব্রজসে তত্র তথা দেবো মহেশ্বরঃ । নামজ্জিতাসি তীর্থে নৈ উৰ্ত্তা
হোন্সিদ্ভজিযাসি ॥ ৬ ॥ গতাস্ত্র যবয়ঃ সৰ্ব্বে ঋষিপিতৃস্তুত্বা পুরাঃ । মাতৃবশঃ শশাঙ্ক স-
পত্নীকো গতঃ ক্রতুশ্চ ॥ ৭ ॥ চতুর্দশলোকেষু ভক্তবো যে চরীচরাঃ । নিমজ্জিতাঃ ক্রতৌ সৰ্ব্বে
কিং বা যং ন নিমজ্জিতা ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । অয়্যায়ান্তবচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং সতী । মহ্যনাভিগ্নুতা ব্রহ্মন্ পঞ্চম-
গমস্তদা ॥ ৯ ॥ অয়া সূতাং সতীং দৃষ্ট্বা কোধশোকপরিগ্নুতা । মুঞ্চতী বারি নেত্রাভ্যাং শ্বশ্বরং
বিললাপ হ ॥ ১০ ॥ আক্রান্তধ্বনিং শ্রুত্বা শূলপাণিঃ স্রিলোচনঃ । আঃ কিমেতদিতীত্বাক্ষা
অয়াভ্যাসমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥ আগতো দদৃশে দেবীং লতামিব বনস্পতেঃ । কুষ্ঠাং পরশুনা ভূমৌ
গ্ৰধানীং পতিতাং সতীম্ ॥ ১২ ॥ দেবীং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা অয়্যাম্প্রাচ্ছ শঙ্করঃ । কিমিহং পতিতা
ভূমৌ নিকৃষ্টেব লতা সতী ॥ ১৩ ॥ সা শঙ্করবচঃ শ্রুত্বা অয়া বচনমব্রবীৎ । শ্রুত্বা মথৈ চ আবজ্ঞাং
ভগিন্তঃ পতিভিঃ সহ ॥ ১৪ ॥ আদিত্যাদিবি লোকেষু সমং শক্রাদিভিঃ শ্বরৈঃ । মাতৃবশা বিপ-
শ্বেয়মস্তদ্বঃধেন দহতী ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তচ্ছ শ্রুত্বা বচো রৌদ্রঃ রক্তঃ কোধাঙ্গুতো বভৌ । ক্রুদ্ধস্ত সৰ্ব্বেগাত্রেভ্যো
নিশ্চেক্রঃ পাকার্চিবঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ কোধাজিনেত্রস্ত গাত্ররোমোন্তবান্মুনে । গণা সিংহমুখা

লেন না ? ॥ ৩ ॥ পরমেশ্বরী অয়া দেবীর এই বচন শ্রবণগোচর করিয়া, প্রতিবচনপ্রদান-
পূর্বক কহিলেন, তাঁহার সকলেই নিমজ্জিতা হইয়া, মাতামহের যজ্ঞে পিতা গোতম ও জননী
অহল্যায় সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন । আমিও তথায় বাইবার জন্য উৎসুক হইয়া,
আপনারে দেখিতে আসিলাম ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ আপনি ও ভগবান্ মহেশ্বর, উভয়ে কি তথায়
গমন করিবেন না ? পিতা আপনাকে নিমজ্জণ করেন নাই । অতএব আপনি কি তথায় গমন
করিবেন ? ॥ ৬ ॥ সমুদায় ঋষিগণ, ঋষিপত্নীগণ, দেবগণ, তদীয় মাতৃবশগণ ও সপত্নীক শশাঙ্ক তথায়
গমন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ চতুর্দশ ভুবনমধ্যে যে সমস্ত স্বাবয়ব জন্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের
সকলেই সেই যজ্ঞে নিমজ্জিত হইয়াছে । তবে, কিজন্ত আপনারে নিমজ্জণ করা হইল না ॥ ৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অয়ার প্রমুখা এই বজ্রপাতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি কোধে অতি-
গ্নুতা হইয়া, উৎকণ্ঠা পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! অয়া সতীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া,
কোধে ও শোকে পরিগ্নুত হইয়া, নেত্রসলিলবর্ষণসহকারে শ্বশ্বরে বিলাপ করিতে লাগি-
লেন ॥ ১০ ॥ শূলপাণি ত্রিলোচন ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া, আঃ, এ কি হইল, বলিয়া, অয়ার সকাশে
সমাগত হইলেন ॥ ১১ ॥ এবং সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, দেবী সতী, কুষ্ঠারচ্ছিন্ন
লতার স্থায়, ভূমিতলে গ্ৰথ দেহে পতিত রহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ শঙ্কর দেবীকে নিপতিত নিরীক্ষণ
করিয়া, অয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতী কিজন্ত ছিন্নলতার স্থায়, ভূমিতলে আশ্রয় করিয়া-
ছেন ॥ ১৩ ॥ অয়া শঙ্করের বচন আকর্ষণ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, যজ্ঞে পিতা ইহায়ে নিমজ্জণ
না করিয়া, যে অবজ্ঞা করিয়াছেন, ইনি তাহা শ্রবণ এবং স্বয়ং পতির সহিত ভগিনীগণ ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র-
প্রমুখ অমরগণের সহিত আদিত্যগণ এবং মাতৃবশা, সকলে তথায় নিমজ্জিত হইয়া, গমন করিয়া-
ছেন, এই বৃত্তান্ত আকর্ষণ করিয়া, মনের দুঃখে দহমানা হইয়া, আপত্যাগ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, রক্ত এই ভয়ঙ্কর কথা কর্ণগোচর করিয়া, কোধে পরিগ্নুত হইয়া উঠিলেন ।
তদবস্থায় তদীয় সমুদায় শরীর হইতে পাককণিকা সকল সমুদগত হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন
কোধবশতঃ ত্রিলোচনের গাত্রলোম হইতে সিংহের স্থায়, বদনবিশিষ্ট গণ সকল প্রাঙ্কিত হইল ।

জাতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ গঠৈঃ, পরিবৃত্তান্নান্নকরাঙ্কিমসাহস্রম্ । ততঃ কনধলং
 তন্মাদবজ্র দক্ষোহবজ্রং ক্রতুম্ ॥ ১৮ ॥ ততো গণানামধিপো বীরভদ্রো মহাবলঃ । দিশি প্রত্যা-
 জ্ঞারাক্ষ তত্বে শূলধরো মুনো ॥ ১৯ ॥ জয়া ক্রোধাদগদাং গৃহ পূর্বদক্ষিণতঃ স্থিতা । মধ্যে ত্রিশূল-
 কুচ্ছক্ৰস্তত্বে ক্রুদ্ধো মহাকর্তো ॥ ২০ ॥ যুগারিবদনং দৃষ্ট্বা দেবীঃ শক্রপুরোগমাঃ । ঋষয়ো
 দেবগন্ধর্বাঃ কিমিদম্বিত্যচিস্তয়ন্ ॥ ২১ ॥ ততস্ত যনুরাদায় শরানানীবিষোপমান্ । দ্বারপাল-
 স্তদা ধর্মো বীরভদ্রমুপাজ্ঞবৎ ॥ ২২ ॥ তমাপতস্তং সহসা ধর্মং দৃষ্ট্বা গণেশ্বরঃ । করেণৈকেন
 জগ্রাহ ত্রিশূলং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ২৩ ॥ কার্মুকঞ্চ দ্বিতীয়েন তৃতীয়েনাপি মার্গণান্ । চতুর্থেন গদাং
 গৃহ ধর্মমত্যজ্ঞবদগণঃ ॥ ২৪ ॥ তত চতুর্ভুজং দৃষ্ট্বা ধর্মরাজো গণেশ্বরম্ । তদ্বাবষ্টভুজো ভূজা
 নানামুখধরোহব্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥ খড়্গচর্মগদা প্রাসপন্নধবরাঙ্কুশৈঃ । চাপমার্গণভুং তত্বে হস্তকামো
 গণেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ গণেশ্বরোহপি সংক্রুদ্ধো হস্তং ধর্মং সনাতনম্ । বর্ষ মার্গণাংস্তীক্ষ্ণান্ বধা
 প্রাবৃষি তোমদঃ ॥ ২৭ ॥ তাবতোস্তং মহাস্তানৌ শরচাপধরৌ মুনো । কধিরাক্ষপসিক্তাদৌ কিংও-
 কাবিব রেজতুঃ ॥ ২৮ ॥ মধ্যে বরাহৈর্গণনারিকেন জিতঃ সধর্মস্তরস। এসহ । পরাঙ্মুখোহষ্টভু-
 মনা মুনীন্দ্র স বীরভদ্রঃ প্রবিবেশ বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥ বজ্রবাটং প্রবিষ্টং তু বীরভদ্রং গণেশ্বরম্ ।
 দৃষ্ট্বা তু সহসা দেবা উভয়ুঃ সাযুধা মুনো ॥ ৩০ ॥ বসবোহষ্টৌ মহাভাগা নবগ্রহাঃ সূদাক্ষণাঃ । ইন্দ্রা-
 দ্যা দাদশাদিত্যাঃ ক্রত্নাদ্বেকাদশৈব হি ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ সিদ্ধগন্ধর্বপন্নগাঃ । বক্ষাঃ
 কিংপুরুষা ভূতাঃ খগাশ্চক্রধরাস্তথা ॥ ৩২ ॥ নৃপা বৈবস্বতাধঃশাদ্বিবিধা যে চ বিজ্ঞাতাঃ । সৌম-

বীরভদ্র তাহাদের সকলের অগ্রণী ॥ ১৭ ॥ তখন তিনি সেই গণসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া, মন্মথাজি
 হইতে হিমালয়ে ও তথা হইতে কনধলে, যেখানে দক্ষ বজ্র করিতেছিলেন, গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥
 অনন্তর গণাধিপতি মহাবল বীরভদ্র শূলহস্তে পশ্চিম-উত্তরদিকে প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥ এদিকে,
 জয়া ক্রোধভরে গদা গ্রহণ করিয়া, পূর্ব-দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া রহিলেন । মহাদেব ত্রিশূল
 হস্তে সেই মহাক্রতুর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২০ ॥ ঐ সময়ে ইন্দ্রঋষুধ অমরগণ, ঋষিগণ
 ও গন্ধর্বগণ যুগারিবদন বীরভদ্রকে বিলোকন করিয়া, ইহা কি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি-
 লেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর দ্বারপাল ধর্ম আশীবিষসদৃশ শর সকল ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ
 বীরভদ্রের সমীপস্থ হইলেন ॥ ২২ ॥ গণপতি বীরভদ্র ধর্মকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া,
 একতর হস্তে বজ্রপ্রতিম ত্রিশূল ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ এবং দ্বিতীয় হস্তে কার্মুক, তৃতীয় হস্তে
 শরনিকর ও চতুর্থ হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া, তাহার অভিমুখী হইল ॥ ২৪ ॥ ধর্মরাজ সেই
 ভূজচতুষ্টয়বিশিষ্ট গণপতি বীরভদ্রকে দর্শন করিয়া, বিবিধ-আয়ুধধর, অবিনাশী অষ্টভুজ মূর্তি
 পরিগ্রহপূর্বক অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে তিনি খড়্গা, গদা, চর্ম, প্রাস. পরশু,
 উৎকৃষ্ট অঙ্কুশ, ধনু ও শর ধারণ করিয়া, বীরভদ্রের সংহারবাসনায় অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৬ ॥
 তখন গণেশ্বর বীরভদ্র ও অতিমাত্র রোষাবিষ্ট ও সনাতন ধর্মের বিনাশবাসনাবশংবদ হইয়া,
 প্রাবৃটসময়প্রাকৃত পর্বোধরের ন্যায়, সূক্ষ্মাধিত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥
 মুনো ! তাহারা উভয়েই মহাপ্রভাব ও মহাপ্রাণ, উভয়েই শরচাপ ধারণ করিয়াছেন । এবং
 উভয়েই পরস্পরের বাণাঘাতে কধিরাক্ষপাক্ত কলেবরে কিংওকবৃক্ষধরের ন্যায়, শোভমান
 হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর গণনাথক বীরভদ্র যুদ্ধে যুগপৎ বল ও বেগপ্রকাশপূরঃসর উৎকৃষ্ট
 অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়া, ধর্মকে পরাভূত করিলে, তিনি বিব্রতচিত্তে পরাধু হইলেন । তখন
 বীরভদ্র বজ্রে প্রবেশ করিল ॥ ২৯ ॥ গণেশ্বর বীরভদ্রকে বজ্রবাটে প্রবেশ করিতে দেখিয়া,
 দেবগণ আয়ুধ উদাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অভ্যুধিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ অষ্টবসু, অতি
 দাক্ষণ নবগ্রহ, ইন্দ্রঋষুধ দাদশ আদিত্য, একাদশ ক্রত্ন ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণেদেবগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ,

বংশোদ্ধবাস্তাভে ভোজকীৰ্ত্তিমহীভুজঃ ॥ ৩৩ ॥ দিতিক্স দানবাস্তাভে যেহস্তে তত্র সমাগতাঃ । তে
সৰ্কেহপ্যজ্জবন্ যোজ্ঞং বীরভদ্রমুদাযুধাঃ ॥ ৩৪ ॥ তানাপতত এবান্ত বাণচাপধরো গণঃ । অভিহু-
জ্ঞাৎ বেগেন সৰ্কানেনব শরোংকটৈঃ ॥ ৩৫ ॥ তে শঙ্কবৰ্ষমতুলং গণেশায় সমুৎসৃজন্ । গণেশো-
হপি বরাট্টৈস্তাংস্চিচ্ছেদ চ বিভেদ চ ॥ ৩৬ ॥ শট্টৈঃ শট্টৈশ্চ সততং বধ্যমানা মহান্মনা । বীর-
ভদ্রেণ দেবাদ্যাস্তবহারমরোচয়ন্ ॥ ৩৭ ॥ ততো বিবেশ গণপো যজ্ঞমধ্যাং সুবিস্তৃতম্ । জুহ্বানা
ঋষয়ো বহু হবীংষ প্রতিবদ্ধতে ॥ ৩৮ ॥ ততো মহর্ষয়ো দৃষ্ট্ৱা মৃগেন্দ্রবদনং গণম্ । ভীতা হোত্রং
পরিভাজ্য জগ্মুঃ শরণমচ্যুতম্ ॥ ৩৯ ॥ তানার্ভাংস্চক্রভৃদৃষ্ট্ৱা মহর্ষীংস্তুমানসান্ । ন
ভেতবামতীত্বাক্তা সমুত্ত্বাহৌ বরাযুধাঃ ॥ ৪০ ॥ সমানমা ততঃ শার্ঙ্গং শরানানী বযোপমান্ । মুমোচ
বীরভদ্রায় কায়াবরণদারণান্ ॥ ৪১ ॥ তে তস্ত কারমাসাদ্য অমোঘা বৈ হরেঃ শরাঃ । নিপেতু-
তুৰ্বি ভগ্ন শা নাস্তিকাদিব যাচকাঃ ॥ ৪২ ॥ শরাংস্তমোঘান্ মোঘমাপন্নানীক্ষ্য কেশবঃ । দিষ্টব্য-
য়ষ্টৈর্বীরভদ্রং লচ্ছাদয়িতুমুদাতঃ ॥ ৪৩ ॥ তানজ্ঞান্ বাহুদেবেন প্রক্ষিপ্তান্ গণনায়কঃ । বারয়-
মাস শূলেন গদয়া মার্গগৈস্তথ ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্ট্ৱা বিপরাক্তজ্ঞানি গদাধিক্ষেপ মাধবঃ । ত্রিশূলেন
সমাহত্যা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৫ ॥ তাং গদাং বিকলাং দৃষ্ট্ৱা লাজলং প্রাক্ষিপদ্ধরিঃ । লাজলঞ্চ
গণেশে হপি গদয়া প্রতাবারয়ৎ ॥ ৪৬ ॥ মুসলং বীরভদ্রায় সন্ধিক্ষেপ হলাযুধাঃ । মুসলং সংহতং

গন্ধৰ্বগণ, পন্নগগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, ভূতগণ, বিহঙ্গমগণ, চক্রধরগণ ॥ ৩২ ॥ বৈবস্বতবংশোদ্ধব প্রসিদ্ধ
নৃপগণ, সোমবংশোদ্ধব নরপতিগণ, ভোজকীৰ্ত্তিনামক অন্যান্য মহীপগণ ॥ ৩৩ ॥ দিতিক্স ও দানবগণ
এবং অন্যান্য বাহারা তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই উদ্যতায়ুধ হইয়া, অতীব
উগ্রপ্রকৃতি বীরভদ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা আপতিত হইবামাত্র, শরচাপধর
বীরভদ্র সবেগে শরসমূহ সঙ্কান করিয়া, তাহাদের সকলকেই আক্রমণ করিল ॥ ৩৫ ॥ তাহারাও
সকলে তাহার উদ্দেশে অতুল শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল । তখন গণপতি বীরভদ্র বরাহবর্ষণ
সহকারে তাহাদের সকলকেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে মহাপ্রাণ ও মহাপ্রভাব বীরভদ্র নিরন্তর শর ও অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিয়া, প্রহার
করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন গণনায়ক
বীরভদ্র সুবিস্তৃত যজ্ঞমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঋষিগণ যেখানে আগ্নেতে আছতি দিতোছিলেন,
তাহা প্রতিবদ্ধ করিল ॥ ৩৮ ॥ মহর্ষিগণ সেই মৃগেন্দ্রবদন গণপতিকে লক্ষ্য করিয়া, ভয়বশতঃ
হোত্রপরিহারপূৰ্ব্বক অচ্যুতের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩৯ ॥ অচ্যুত ঋষিদিগকে অতিমাত্র অভি-
ভূত ও ভীতচিত্ত দর্শন করিয়া, ভয় নাই, বলিয়া, বরাযুধ গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান করি-
লেন ॥ ৪০ ॥ এবং শার্ঙ্গধনু আনমিত করিয়া, বীরভদ্রের উদ্দেশে শরীরাবরণবিদারণ আনী-
বিষদর্শন মার্গগণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ হরির প্রযোজিত সেই অমোঘ শরণংক্তি,
নাস্তিকের নিকট যাচক যেমন ভগ্নাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বীরভদ্রের শরীরে সংলগ্ন হইবামাত্র,
ভূমিতল আশ্রয় করিল ॥ ৪২ ॥ কেশব অব্যর্থ শর সকলকে ব্যর্থ হইতে অবলোকন করিয়া,
বীরভদ্রকে দিব্য অস্ত্রধামে প্রচ্ছাদিত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ বীরভদ্র গদা, শূল ও
শর সকল দ্বারা কেশবের প্রক্ষিপ্ত তন্তু অস্ত্র নিরাকৃত করিল ॥ ৪৪ ॥ মাধব অস্ত্র সকলকে বিনষ্ট
হইতে দেখিয়া, গদাপ্রয়োগ করিলেন । বীরভদ্র শূলের আঘাতে সেই গদা ভূতলে
নিপাতিত করিল ॥ ৪৫ ॥ হরি, সেই গদা ব্যর্থ হইল, দেখিয়া, লাজল প্রক্ষেপ করিলে, গণেশ্বর
বীরভদ্র গদার আঘাতে তাহাও ধ্বংস করিয়া ফেলিল ॥ ৪৬ ॥ তখন হলাযুধ তাহার উদ্দেশে
মুসল প্রয়োগ করিলে, বীরভদ্র শূলাঘাতে পূৰ্ব্ববৎ তাহাও সংহার করিল ।

এইরূপে মুসল সংহত ও লাজল নিবারিত হইল, দর্শন করিয়া, গন্ধৰ্বজন হরি কোথাবিষ্ট

দৃষ্ট্য়া লাভলক্ষ্য নিবারিতম্ । বীরভদ্রায় চিক্ৰেণ চক্রং ক্রোধাৎ খগধ্বজঃ ॥ ৪৭ ॥ তথাপতন্তঃ শত-
সূৰ্য্যাক্ষয়ং সূদৰ্শনং প্রেক্ষ্য গণেশ্বরস্ত । শূলং পরিত্যজ্য জগার চক্রং যথা মধুং মীনবপুঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥
চক্রে নিগীর্ণে গণনায়েকেন ক্রোধাতিরক্তোহমিতচারুনেত্রঃ । মুরারিরভোত্য গণাধিপেত্বমুৎকিণ্য
বেগাঙ্ঘ্রি নিস্পিপেষ ॥ ৪৯ ॥ হরিবাহুরবেগেন বিনিম্পিষ্টস্ত ভূতলে । সহিতঃ কুধিরোদগারৈ-
রুখাচ্চক্রং বিনির্গতম্ ॥ ৫০ ॥ ততো নিঃসৃতমালোক্য চক্রং কৈটভনাশনঃ । সমাদায় হৃষী-
কেশো বীরভদ্রং মুমোচ হ ॥ ৫১ ॥ হৃষীকেশেন মুক্তস্ত বীরভদ্রো জটাধরম্ । গদা নিবেদয়া-
মাস বাসুদেবাৎ পরাজয়ম্ ॥ ৫২ ॥ ততো জটাধরো দৃষ্ট্য়া গণেশং শোণিতাপ্লুতঃ । নিখসন্তঃ
যথা নাগং ক্রোধং চক্রে তদাব্যয়ঃ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন বীরভদ্রোহগ শস্ত্রুনা । পূৰ্ব্বোদ্ধিষ্টে
তদা স্থানে সায়ুধস্ত নিবেশিতঃ ॥ ৫৩ ॥ বীরভদ্রমথা দিশ্চ ভদ্রকালী চ শঙ্করঃ । বিবেশ ক্রোধ-
তাজ্জাক্ষো যজ্ঞবাটং ত্রিশূলভৃৎ ॥ ৫৪ ॥ ততস্ত দেবপ্রবরে জটাধরে ত্রিশূলপানৌ ত্রিপুৰাস্তকারিণি ।
দক্ষস্য যজ্ঞং বিশতি ক্ষয়করে জাতো মুনীনাং প্রবরো হি সাধবসঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসম্বাদে হরললিতো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । জটাধরং হরিদৃষ্ট্য়া ক্রোধাদারক্তলোচনম্ । তস্মাৎ স্থানাদপাক্ষ্ম
কুজ্যাম্বেহস্তহিতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥ বসবোহষ্টৌ হরং দৃষ্ট্য়া সমুপক্ৰেগতো মুনৈ । সাত্ত্ব জাতা
সায়চ্ছেষ্ঠা সীতা নাম সরস্বতী ॥ ২ ॥ একাদশ তথা কুজ্যাম্বিনেত্রা বুধকেতনাঃ । কান্বিশীকা লম্বাঃ

হইয়া, বীরভদ্রের অভিলক্ষ্য চক্র প্রযোজিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥ তখন সেই শতসূর্য্যাসন্নিত
সূদৰ্শন আপতিত হইলে, তাহা দর্শন করিয়া, গণেশ্বর শূলপ্রয়োগসহকারে, সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু যেমন
মীনবপুঃ পরিগ্রহ করিয়া, মধু নামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই চক্র নিগীর্ণ
করিল ॥ ৪৮ ॥ চক্র পবাহত হইলে, অসিতচারুনেত্র মুরারি ক্রোধবেগবশে অতিমাত্র রক্তবর্ণ
হইয়া, অভিমুখে গমন ও সবেগে বীরভদ্রকে উৎকিণ্ত করিয়া, ভূমিতলে নিষেধণ করিতে
লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ হরিবাহুর গুরু বেগে ভূমিতলে বিনিম্পিষ্ট হইলে, বীরভদ্রের মুখ হইতে
শোণিতোদগার সহকারে চক্র বিনির্গত হইল ॥ ৫০ ॥ কৈটভনাশন সেই বিনিঃসৃত চক্র দর্শন
করিয়া, তাহা গ্রহণ করত বীরভদ্রকে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন বীরভদ্র জটাধর মহাদেবের
সমীপস্থ হইয়া বাসুদেবকৃত এই পরাজয়বার্তা তদীয় গোচরে নিবেদন করিল ॥ ৫২ ॥ জটাধর
শস্ত্র বীরভদ্রকে শোণিতাপ্লুত দর্শন এবং সর্পের ন্যায়, নিখাসভারপরিহাৰে প্রবৃত্ত পৰ্য্যবলোকন
করিয়া জাতক্রোধ হইলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর তিনি রোষে অভিভূত হইয়া, বীরভদ্রকে পূৰ্ব্বো-
দ্ধিষ্ট প্রদেশে সায়ুধ সমভিব্যাহারে সন্নিবেশিত করিলেন । এবং ভদ্রকালীকেও তদ্বৎ আদেশ
করিয়া, সয়ং রোষকষায়িত লোচনে ত্রিশূল হস্তে যজ্ঞবাটে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৪ ॥ এইরূপে,
ত্রিপুৰাস্তকারী, ত্রিশূলধারী, সৰ্বলোকসংহারী, দেবপ্রবর জটাধর দক্ষের যজ্ঞে প্রবেশ করিলে,
মুনিগণ সকলেই অতিমাত্র ভীত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলস্ত্যনারদসম্বাদে হরললিত নাম চতুর্থ অধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হরি ত্রিনেত্রকে রোষকষায়িতনেত্র দর্শন করিয়া, তথা হইতে অপক্ৰান্ত
ও কুজ্যাম্বে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন ॥ ১ ॥ মুনৈ! অষ্টবসু তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সবেগে অগ্নি-
সর্পপূৰ্ব্বক সীতানামে প্রসিদ্ধা, স্রোতস্বতীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ২ ॥ বুধবাহন

অগ্নিঃ সমন্তোদ্যত শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ বিবেকশিনো চ সাধ্যাশ্চ মকুতোহনলভাস্করাঃ । সুমাসাদ্য
 পুরোডাশং তক্ষরভো মহায়ুনে ॥ ৪ ॥ চন্দ্রঃ সমং ঋক্ষগণৈঃ শিবং সমুপহৃষিতম্ । উৎপত্ত্যাক্রম
 গগনং সমধিষ্ঠানমাস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ কশ্চপাদ্যাশ্চ ঋষয়ো রূপতঃ শতক্লিয়ম্ । পুষ্পাঞ্জলিপুটো ভূত্বা
 প্রেতাঃ সংস্থিতা যুনে ॥ ৬ ॥ অসকৃদ্বদয়িতা দৃষ্ট্বা রুদ্রং বলাধিকং । শক্রাদীনাম্ সুরেশানাং
 রূপণং বিলাপ হ ॥ ৭ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন শঙ্করেন মহাত্মনা । তলপ্রহারৈরমরা বৃহবো
 ধিনিপাতিতাঃ ॥ ৮ ॥ পাদপ্রহারৈরপরে জিশ্বলেন পুরে যুনে । দৃষ্ট্বাগ্নিনা তদৈবান্তে দেবাদ্যাঃ
 প্রলয়কতাঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ পৃষা হরং বীক্ষ্য বিনিহন্ত্য সুরাসুরান্ । ক্রোধাঘাত প্রদীপ্যত্বা
 মহেশ্বরম্ ॥ ১০ ॥ তমাপত্যন্তং ভগবান্ সংনিরীক্ষ্য ত্রিলোচনঃ । বাহুভ্যাং প্রতিজ্ঞাহ করে-
 নৈকেন শঙ্করঃ ॥ ১১ ॥ করাভ্যাং প্রগৃহীত্ব শঙ্কনাং সমতোহপি হি । করাঙ্গুলিভ্যো নিশ্চে-
 ক্রস্বদ্বারাঃ সমস্ততঃ ॥ ১২ ॥ ততো বেগেন মহতা অংশুমন্তং দিবাকরম্ । জামরামাস সততঃ
 সিংহো মৃগশিশুং যথা ॥ ১৩ ॥ জামিতস্তাতিবেগেন নারদাং সমতোহপি হি । ভূজৌ হৃষিকমা-
 পন্নৌ ক্রটিতস্নায়ুবন্ধনৌ ॥ ১৪ ॥ কধিরাঙ্গুতসর্কাদমংশুমন্তঃ মহেশ্বরঃ । সন্নিরীক্ষ্যাসনৈর্জ্ঞান-
 মন্ততোহভিজগাম হ ॥ ১৫ ॥ ততস্ত পৃষা বিহসন্ দধনানি বিদর্শয়ন্ । প্রোবাচৈছেহি কপালিন
 পুনঃপুনরপীণরম্ ॥ ১৬ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন পুষ্পো বেগেন শঙ্কনা । মুষ্টিনাহতা দশনাঃ
 পাতিতা ধরনীতলে ॥ ১৭ ॥ ভগদন্তস্তথা পৃষা কধিরাভিঙ্গুতাননঃ । পপাত ভূবি নিঃসংজ্ঞো বজ্রা-

ত্বিনয়ন একাদশ। ক্রুদ্র শঙ্করকে সন্দর্শন করিয়া, পলায়নপূর্বক লুকাইয়া রহিলেন ॥ ৩ ॥ অশ্বিনী-
 কুমারসহিত বিবেদেবগণ, সাধ্যগণ, মকুদগণ, অনল ও আদিত্যগণ, ইহারা বৃষকেতনকে বিলো-
 কন করিয়া, পুরোডাশ তক্ষণ কবত, পলায়নপরায়ণ হইলেন ॥ ৪ ॥ চন্দ্র চন্দ্রশেখরকে নয়নগোচর
 করিয়া, ঋক্ষগণের সহিত উৎপতন ও আকাশে আরোহণ পূর্বক স্বকীয় স্থান আশ্রয় করিয়া
 রহিলেন ॥ ৫ ॥ কশ্চপপ্রমুখ ঋষিগণ শতক্লিয়নামক স্তম্ভ উপ করিতে করিতে, পুষ্পাঞ্জলিপুটে
 প্রণামপরায়ণ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬ ॥ দক্ষদয়িতা শক্রাদি সুরেশ্বর সমুদায়
 অপেক্ষা রুদ্রকে সমধিক বীৰ্য্যশালী দর্শন করিয়া, বাবংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥
 অনন্তর মহাত্মা শঙ্কর ক্রোধে অভিভূত হইয়া, তলপ্রহারপূরঃসর বহুসংখ্য দেবতাকে নিপাতিত
 করিলেন ॥ ৮ ॥ এবং অন্তান্তদিগকে পাদে প্রহাতি ও অপরাপর দেবগণকে শূলপ্রহারে তদবস্থা
 অবস্থাপিত করিলে, অবশিষ্ট অমরাদি অন্তান্ত ব্যক্তিবর্গ অগ্নিব সহিত তাঁহার দর্শনমাত্রেই
 প্রলয়প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

মহেশ্বর এইরূপে সুরাসুর সকলের সংহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অংশুমালী
 ভাস্কর ক্রোধবশে বাহুগল প্রসারিত করিয়া, তাঁহারে আক্রমণ করিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবান্
 ত্রিলোচন তাঁহারে আপতনোন্মুখ অবলোকন করিয়া, এক হস্তেই তাঁহার দুই বাহু গ্রহণ
 করিলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপে বাহুদ্বয়ে গৃহীত হইলে, দিবাকরের করাঙ্গুলি হইতে সমস্ততঃ
 শোণিতধার। বিনির্গলিত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ অনন্তর পশুপতি গুরুতর বেগাবিকার
 পূরঃসর, অংশুমান্ দিবাকরকে, মৃগেন্দ্র মৃগশিশুর ন্যায়, অনবরত ঘুরাইতে আবৃত্ত করিলেন ॥ ১৩ ॥
 হে নারদ ! অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলে, দিবাকরের ভূজগল ধর্ষীভাবাপন্ন ও তদীয় স্নায়ুবন্ধ-
 ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ১৪ ॥ তখন মহেশ্বর দিবাকরকে কধিরাঙ্গুলকলেবর নেত্রগোচর করিয়া, পরি-
 ত্যাগপূর্বক অন্ত্র অভিগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ তদর্শনে দিবাকর দশনবিকাসপূরঃসর হস্ত
 করিয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি কপালিন ! আগমন কর, আগমন কর । তিনি বারংবার
 এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে ॥ ১৬ ॥ শঙ্কু ক্রোধে অভিভূত হইয়া, সবেগে মুষ্টি-
 প্রহারপূরঃসর, তদীয় দশন সমুদায় ধরাতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন পৃষা ভগদন্ত হইয়া,

হত ইবাচলঃ । ১৮ ॥ ভগোহপি বীক্ষ্য পতিতং পুষাণং কুধিরোক্ষিতম্ । নেত্রাভ্যাং ঘোররূপাভ্যাং
ব্রহ্মধ্বজনৈকত ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরব্রহ্মতঃ কৃষ্ণভলেনাহত্যা চক্ষুৰী । নিপাতয়ামাস ভূবি কোভয়ন
সৰ্বদেবতাঃ ॥ ২০ ॥ ততো দিবাকরাঃ সৰ্ব্বে পুরস্কৃত্য শতক্রতুম্ । মরুভিষ্ঠ হতশৈষ্ঠ ভয়াঙ্কগ-
র্দিশো দশ ॥ ২১ ॥ প্রতিষাভেবু দেবেবু প্রহ্লাদাদ্যাদিতীশ্বরঃ । নমস্কৃত্য ততঃ সৰ্ব্বে তনুঃ
প্রাঞ্জলয়ো যুনে ॥ ২২ ॥ ততস্ত যজ্ঞবাটং ন শঙ্কয়ে ঘোরচক্ষুৰা । দদর্শ দগ্ধং কোপেন সৰ্ব্বাংশৈব
সুরাসুরান্ ॥ ২৩ ॥ ততো নিলিন্যিহে বীরাঃ প্রণেমুহ্জ্জবন্তথা । তস্মাদন্যে হরং দৃষ্ট্ৱা গতা বৈব-
স্বতকরম্ ॥ ২৪ ॥ ততোহগ্নয়দ্বিভিনেত্রৈহঃসমং সমবৈকত । দৃষ্টমাত্রাঙ্গিনেত্রৈণ ভস্মীভূতাতবন
কণাৎ ॥ ২৫ ॥ অগ্নৌ প্রণষ্টে যজ্ঞোহপি ভূত্বা দিব্যবপুর্মুগঃ । হুত্বাব বিক্লবগতিদক্ষিণাসহিতৌ-
ষরে ॥ ২৬ ॥ তমেবাহুসসারেশচাপমানম্য বেগমান্ । শরং পাশুপতং ধ্বজা কালরূপী মহে-
শ্বরঃ ॥ ২৭ ॥ অর্জুন যজ্ঞবাটান্তে জটাধর ইতি ক্রতঃ । অর্জুন গগনে শরঃ কালরূপী চ
কথ্যতে ॥ ২৮ ॥

নারদ উবাচ । কালরূপী অস্মাখ্যাতঃ শম্ভুর্গগনগোচরঃ । লক্ষণঞ্চ স্বরূপঞ্চ সৰ্বং ব্যাখ্যাতু-
মর্হসি ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । স্বরূপং ত্রিপুরব্রহ্ম বদিষ্য কালরূপিণঃ । যেনাস্বরং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাণ্ডং লোক-
হিতেঙ্গুনা ॥ ৩০ ॥ যত্রাশ্বিনী চ ভরণী কৃত্তিকাস্তর্থাংশকঃ । মেঘো রাশিঃ কুলক্ষেত্রং তচ্ছিরঃ

বজ্রবিপাটিত পর্কতের স্রায়, ভূমিতলে পতিত হইলেন । তাহার বদনমণ্ডল কুধিরপ্রবাহে পরি-
প্লুত ও চেতনাও অপহৃত হইল ॥ ১৮ ॥ তখন ভগ দিবাকরকে কুধিরাজ মুখমণ্ডলে ধরাতলে
পতিত হইতে দেখিয়া, ভয়ঙ্কর নেত্রযুগল দ্বারা মহাদেবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥
অনন্তর ত্রিপুরারি রোষভরে তলপ্রহার করিয়া, তদীয় নেত্রযুগল পৃথিবীতে পাতিত করিলে, সমু-
দায় দেবতা মাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন আদিত্যগণ সকলে শতক্রতুকে পুরস্কৃত
করিয়া, অনল ও মরুকাণের সহিত সঞ্জিলিত হইয়া, ভয়ে দশ দিকে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবগণ সকলে প্রস্থান করিলে, প্রহ্লাদপ্রমুখ দিতীশ্বরগণ মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া,
কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২২ ॥ ঐ সময়ে শঙ্কর ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর লোচনবিসারণ
পূর্বক সেই যজ্ঞবাটে সমাগত সুরাসুর সকলকেই নিঃশেষে দগ্ধ করিবার জন্ত দেখিতে লাগি-
লেন ॥ ২৩ ॥ তদবস্থ তাহাকে দর্শন করিয়া, বীরগণের মধ্যে কেহ ভয়বশতঃ লুঙ্কায়িত হইল,
কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পলায়নপরায়ণ হইল এবং কেহ কেহ বা যমসদনের আতিথ্য-
গ্রহণ করিল ॥ ২৪ ॥ তৎকালে ত্রিনেত্রের দর্শনমাত্র যজ্ঞস্থ অগ্নি সকল তৎক্ষেত্রে ভস্মীভূত
হইল ॥ ২৫ ॥ অগ্নি প্রণষ্ট হইলে, যজ্ঞও দিব্যদেহ মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণার সমভিব্যাহারে
বিক্লব-গমনে অশ্বরে অভিগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তখন কালরূপী মহেশ্বর শরাসন আনমন ও
পাশুপত শর গ্রহণ করিয়া, বেগাবিস্করণ সহকারে তাহায় অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥
তৎকালে তিনি নিজ দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধাংশ দ্বারা যজ্ঞবাটে অবস্থিতি করিলেন ।
ঐ দেহার্দ্ধের নাম জটাধর বলিয়া বিখ্যাত হইল । অপর অর্দ্ধ দ্বারা গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া
রহিলেন । উহার নাম কালরূপী, বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি শম্ভুর গগনমণ্ডলবিহারী দেহার্দ্ধকে কালরূপী নামে ব্যাখ্যা করি-
লেন । উহার স্বরূপ ও লক্ষণ সমুদায় সবিশেষ কীর্তন করুন ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি কালরূপী মহেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিব । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তিনি
লোক সকলের হিতকামনাবশংবদ হইয়া, এই কালরূপী মূর্ত্তিতে অশ্বরতল ব্যাণ্ড করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥
যাহাতে অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার অংশ সন্নিবিষ্ট আছে, সেই মঙ্গলের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মেঘরাশি

কালরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥ আগ্নেয়াংশাঙ্গরো ব্রহ্মন্ প্রোক্তাপত্যং কবের্গৃহং । সৌম্যার্জঃ বুধনামেদং
বদনং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩২ ॥ মৃগার্জমাত্রাদিত্যাংশাঙ্গরঃ সৌম্যগৃহস্থিদম্ । মিথুনং ভূজরো-
ক্তন্ত গগনস্থশূলিনঃ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যাংশশ্চ পুষ্যাঞ্চ অশ্লেষা শশিনো গৃহম্ । রাশিঃ কৰ্কটকো
নাম পার্শ্বমথবিনাশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ পিতৃ্যক্ৰান্তগদৈবত্যমুত্তরাংশশ্চ কেশরী । সূর্য্যক্ষেত্রং বিভোব্রহ্মন্
জদয়ং পরিগীয়তে ॥ ৩৫ ॥ উত্তরাংশাঙ্গরঃ পাণ্ডিচিয়ার্জং কন্তকা জিহং । সোমপুত্রস্ত সতৈতদ্-
দ্বিতীয়ং জঠরং বিভোঃ ॥ ৩৬ ॥ চিত্রাংশদ্বিতীয়ং স্বাতিবিশাখায়াংশকজয়ং । দ্বিতীয়ং শুক্রসদনং
তুলা নাভিকদাকতা ॥ ৩৭ ॥ বিশাখাংশমমুরাধা জ্যেষ্ঠা ভৌমগৃহস্থিদম্ । দ্বিতীয়ং বৃশ্চিকো রাশি-
মেচ্ কালরূপিণঃ ॥ ৩৮ ॥ মূলং পূৰ্ব্বোত্তরাংশশ্চ দেবাচার্য্যগৃহং ধনুঃ । উৰ্ব্বোয়ুগলমৌশস্ত অপ-
রার্জং প্রগীয়তে ॥ ৩৯ ॥ উত্তরাংশাঙ্গরশ্চাক্ৰং শ্রবণং মকরো মূনে । ধনিষ্ঠার্জং শনিক্ষেত্রং জাম্বুনী
পরিকীর্তিতে ॥ ৪০ ॥ ধনিষ্ঠার্জং শতভিষা প্রোষ্ঠপাদাংশকজয়ং । সৌরেঃ সন্মাপরমিদং
কুন্তো জজ্ঞে চ বিজ্ঞতে ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ঠপাদাংশমেকস্ত উত্তরা রেবতী তথা । দ্বিতীয়ং জীবসদনং
মীনস্তো চরণাবুভৌ ॥ ৪২ ॥ এবং বৃদ্ধা কালরূপং ত্রিনেত্রো যজ্ঞং ক্রোধান্নাগর্গৈরাজঘান ।
বিদ্বচ্চার্য্যো বেদনাবুদ্ধিযুক্তঃ খে সন্তুষ্টৌ তারকাভিশ্চিত্তাজঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদ উবাচ । রাশয়ঃ কথিতা ব্রহ্মসংখ্যা দ্বাদশ বৈ মম । তেষাং বিস্তরতো ক্রাহ অক্ষণান
স্বরূপতঃ ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । স্বরূপস্তব বক্ষ্যামি রাশীনাং শৃণু নারদ । যাদৃশা যত্র সঞ্চারা যস্মিন্ স্থানে

ঐ কালরূপীর মন্তক ॥ ৩১ ॥ এইরূপ, কৃত্তিকার পাদত্রয়, রোহিণী ও মৃগশিরার পূর্বার্জ যাহাতে
প্রতিষ্ঠিত, সেই বুধরাশি শুক্রাচার্য্যের গৃহ । উহাই কালরূপীর বদন ॥ ৩২ ॥ মৃগশিরার পূর্বার্জ,
আর্জা ও পুনর্বসুর তিন পাদ লইয়া মিথুন রাশি চন্দ্রাঙ্গের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র । উহাই কালরূপীর
বাহুযুগল ॥ ৩৩ ॥ পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই তিন নক্ষত্রে উপলক্ষিত কৰ্কটরাশি চন্দ্রের
গৃহ । উহাই তাঁহার পার্শ্বদ্বয় ॥ ৩৪ ॥ মঘা, পূর্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর একপাদ সমত
সিংহরাশি, যাহা সূর্য্যের গৃহ, উহাই শঙ্করের হৃদয় ॥ ৩৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! উত্তরফল্গুনীর পাদদ্বয়,
হস্তা, চিত্রার পূর্বার্জ কন্টারাশি নামে বিখ্যাত এবং সোমারাজের দ্বিতীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র, উহাই কাল-
রূপী মহেশ্বরের জঠর ॥ ৩৬ ॥ চিত্রার অপরার্জ, স্বাতি ও বিশাখার অংশত্রয় দ্বিতীয় শুক্রসদন তুলারশি
নামে বিখ্যাত । উহাই কালরূপী মহাদেবের নাভি ॥ ৩৭ ॥ বিশাখার একপাদ, অমুরাধা ও
জ্যেষ্ঠা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলের দ্বিতীয় গৃহরূপী সেই বৃশ্চিকরাশি কালরূপী মহাদেবের মেট্র ॥ ৩৮ ॥
মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার এক পাদ সম্পন্ন, বৃহস্পতির ক্ষেত্ররূপী ধনুবাশি মহেশ্বরের
উরুযুগল ॥ ৩৯ ॥ উত্তরাষাঢ়ার অংশত্রয়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্বার্জ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই
শনিক্ষেত্র মকররাশি উহার জাম্বুদ্বয় ॥ ৪০ ॥ ধনিষ্ঠার অপরার্জ, শতভিষা, প্রোষ্ঠপাদার পাদত্রয়
যাহাতে সন্নিবদ্ধ, শনির দ্বিতীয় ক্ষেত্র সেই কুন্তরাশি কালরূপী মহেশ্বরের জজ্ঞা ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ঠ-
পাদার এক পাদ, উত্তরা ও রেবতী এই সকলে সন্নিবদ্ধ, বৃহস্পতির দ্বিতীয় ক্ষেত্র মীনরাশি তাঁহার
চরণযুগল ॥ ৪২ ॥ ত্রিনেত্র এইরূপে কালরূপ ধারণ করিয়া, ক্রোধভরে শরনিকর প্রয়োগ
সহকারে যজ্ঞকে আহত করিলেন । তখন যজ্ঞ বাণবিদ্ধ ও বেদনাবুদ্ধিযুক্ত এবং তারকাগণে
ছিন্নদেহ হইয়া, আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি যে আমার নিকট দ্বাদশরাশি কীর্তন করিলেন, তাহাদের
লক্ষণ ও স্বরূপ সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ ! রাশিগণের স্বরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।

বসন্তি চ ॥ ৪৫ ॥ সঞ্চরস্থানমেবান্ত্র ধাত্তরত্নাকরাদিবু । নবশাধলসংছন্নবস্তুধারাং চ সৰ্বশঃ ॥ ৪৬ ॥
 নিত্যং চরতি কুল্লৈবু সরসাং পুলিনেবু চ । মেঘঃ সমানমূর্ত্তিচ্চ অজাবিকখনাদিবু ॥ ৪৭ ॥ বৃষঃ
 সদৃশরূপেবু চরতে গোকুলাদিবু । তন্ত্রাধিবাসভূমিচ্চ কৃষীবলধরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ জ্যোপুংসরোঃ সমং
 রূপং শয্যাসনপরিগ্রহম্ । বীণাবাদ্যধ্বমিধুনং গীতনর্ত্তনশিল্পিবু ॥ ৪৯ ॥ স্থিতং ক্রীড়ারতির্নিত্যং
 বিহারো বনিতান্ত্র চ । মিধুনং নাম বিখ্যাতং রাশির্দেধাভ্রকঃ শিবঃ ॥ ৫০ ॥ কর্কিঃ কুলীরেণ
 সমঃ সলিলস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । কেদারবাণীপুলিনবিবিক্তাবনির্যেব চ ॥ ৫১ ॥ সিংহস্ত পৰ্বতারণ্য-
 ত্তর্গকন্দরভূমিবু । বসতে ব্যাধপল্লীবু গহ্বরেবু শুহাস্ত্র চ ॥ ৫২ ॥ ত্রীহিপ্রদীপিককরা ভাবারুচা চ
 কন্তকা । চরতে জ্যৈষ্ঠস্থানে বসতে নলেবু চ ॥ ৫৩ ॥ তুলাপানিচ্চ পুরুষো বীথ্যাপণ-
 বিচারকঃ । নগরাক্ষনি শালান্ত্র বসতে তত্র নারদ ॥ ৫৪ ॥ শ্চন্দ্রবল্লীকসঞ্চারী বৃশ্চিকো বৃশ্চিকা-
 কৃতিঃ । বিষগোময়কীটাদিপাষাণাদিবু সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥ ধনুস্তরঙ্গজঘনো দীপ্য-
 মানো ধনুর্জয়ঃ । বাজিশুরাস্ত্রবিধীরঃ স্থায়ী গজরথাদিবু ॥ ৫৬ ॥ মৃগান্ত্রো মকরো নাম বৃষস্কন্ধে-
 ক্ষণো গজঃ । মকরোহর্সো নদীচারী বসতে চ মহোদধৌ ॥ ৫৭ ॥ রিক্তকুন্তচ্চ পুরুষঃ স্কন্ধচারী
 জলাপ্লুতঃ । দ্যুতশালাচরঃ কুন্তঃ স্থায়ী শৌণ্ডিকসদ্যন্ত্র ॥ ৫৮ ॥ মীনদ্বয়মথাসক্তং মীনস্তীর্থাঙ্কি-
 সঞ্চরঃ । বসতে পুণ্যদেশেবু দেবব্রাহ্মণসদ্যন্ত্র ॥ ৫৯ ॥ লক্ষণা গদিতান্ত্রভ্যং মেবাদীনাং
 মহামুনে । ন কন্তচিৎ স্বয়াখ্যেয়ং শুভমেতৎ পুরাতনম্ ॥ ৬০ ॥ ত্রৈলোক্যে তে

তাহারা যেক্রমে যে স্থানে সঞ্চরণ ও যেখানে বাস করে, তৎসমস্ত বর্ণন করিব ॥ ৪৫ ॥ ধাত্ত ও
 রত্নাদির আকরসমূহ ও নবশাধলসংছন্ন বস্তুধা, এই সকল স্থানে রাশি সঞ্চরণ করিয়া
 থাকে ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে মেঘরাশি মেঘের সদৃশ মূর্ত্তি বিশিষ্ট । এবং প্রকুল্ল সর্বোবরপুলিন
 অজাবিক খনাদিতে নিত্য সঞ্চরণ করে ॥ ৪৭ ॥ বৃষ আপনার সদৃশরূপ গোকুলাদিতে সর্বদা
 সঞ্চরণমাণ হইয়া থাকে । কৃষীবলভূমিই তাহার অধিবাসভূমি ॥ ৪৮ ॥ মিধুনরাশি দ্বী পুরুষের
 সমান মূর্ত্তি বিশিষ্ট । ইহার হস্তে বীণাবাদ্য । এবং শয্যা ও আসন ইহার পরিগ্রহ । সর্বদা
 গীত, নৃত্য ও শিল্পিগণে ইহার ॥ ৪৯ ॥ অবস্থিতি । নিত্য ক্রীড়াতেই ইহার রতি এবং বনিতা-
 গণেই ইহার বিহার । এই রাশি দেধাভ্রক । এইজন্ত মিধুন নামে বিখ্যাত । ইহা যারপরনাই
 শুভপ্রদ ॥ ৫০ ॥ কর্কটরাশি কুলীরকের সমানাকৃতি এবং সর্বদাই সলিলে সঞ্চরণ করে । তন্ত্রিল,
 কেদার, বাণী, পুলিন ও বিবিক্ত প্রদেশেও অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ সিংহরাশি পর্বত,
 অরণ্য, ত্তর্গ, কন্দরভূমি, ব্যাধপল্লী, গহ্বর ও শুহাদি প্রদেশসমূহে সঞ্চরণ করে ॥ ৫২ ॥ কীট-
 রাশি ত্রীহি ও প্রদীপহস্তে ভাবভরে ত্রীগণের রতিস্থানে সঞ্চরণ ও নড়লসমূহে অবস্থিতি করে ।
 ইহার আকৃতি কন্তার ন্যায় ॥ ৫৩ ॥ হে নারদ ! তুলা তুলাপানি পুরুষরূপে বীথী ও আপণে
 বিচরণ এবং নগরাক্ষ ও শালাসমূহে অবস্থিতি করে ॥ ৫৪ ॥ বৃশ্চিকাকৃতি বৃশ্চিক বিষ, গোময়,
 কীটাদি ও পাষাণাদিতে বাস করে ॥ ৫৫ ॥ ধনুর জঘন, তুরঙ্গের ন্যায়, হস্তে ধনু, কলেবর দীপ্য-
 মান ; অশ্ব ও শস্ত্রে জ্ঞান অতিশয় ; দেহে বলবিক্রমও অতিমাত্র এবং গজ ও রথাদিতে
 অবস্থিতি ॥ ৫৬ ॥ মকরের বদন মৃগের ন্যায়, স্কন্ধ বৃষের সদৃশ ও লোচন হস্তির তুল্য এবং
 ইহার সঞ্চরণ নদীসমূহে ও অবস্থিতি মহোদধিতে ॥ ৫৭ ॥ কুন্তরাশি রিক্তকুন্ত, পুরুষরূপী,
 স্কন্ধচারী, জলাপ্লুত এবং দ্যুতশালাসমূহে বিচরণ ও শৌণ্ডিকগৃহে অবস্থিতি করে ॥ ৫৮ ॥ মীনরাশি
 মীনদ্বয়ে সংসক্ত, তীর্থাঙ্কি ইহার বিচরণস্থান । দেব ও ব্রাহ্মণগণের গৃহ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র
 সকল ইহার অধিষ্ঠানভূমি ॥ ৫৯ ॥ হে মহামুনে ! আপনার নিকট মেবাদি রাশিগণের লক্ষণ
 সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম । এই প্রাচীন আখ্যান গোপনে রাখিতে হয় । আপনি কাহারও
 নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥ ৬০ ॥ হে দেবর্ষে ! ত্রিলোক্যে যেক্রমে বজ্রের ধ্বংস করিয়াছিলেন,

কথিতং শ্রুত্বৈব যথা ত্রিনেত্রঃ প্রমথ্য যজ্ঞম্ । পুণ্যং পুরাণং পরমং পবিত্রমাখ্যাতবান্ পাণহরঃ
শিবক ॥ ৬১ ॥

ইতি ত্রীবামনপুরাণে হরললিতো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পুণ্ডর্য উবাচ । বহুচো ব্রাহ্মণো বোহসৌ ধর্মো দিব্যবপুঃ সদা । তস্ত ভাৰ্য্যা অহিংসা চ
তস্যামজনয়ৎ সূতান্ ॥ ১ ॥ হরিং কৃষ্ণং দেবর্ষে নরনারায়ণৌ তথা । যোগাত্ম্যাসরতো নিত্যং
হরিকৃষ্ণৌ বভূবুতুঃ ॥ ২ ॥ নরনারায়ণৌ চৈব জগতো হিতকাম্যয়া । তপোভ্যাক্ত তপঃ সৌম্যৌ
পুরাণকথিসত্তমৌ ॥ ৩ ॥ প্রালেয়াঙ্গিঃ সমাগম্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে । গৃণন্তৌ তৎপুংস্র ব্রহ্মন্
গঙ্গায়্য বিপুলে তটে ॥ ৪ ॥ নরনারায়ণাভ্যাক্ত জগদেতচ্চরাচরম্ । তাপিতং তপসা ব্রহ্মন্ সংকোভং
পরমং বর্ষৌ ॥ ৫ ॥ সংস্কৃকৃন্তপসা ভাভ্যাং কোভণায় শতকৃত্বুঃ । রস্তামঙ্গরসাং শ্রেষ্ঠাং প্রেবয়ৎ
স মহাশ্রমম ॥ ৬ ॥ কনকর্পশ্চ সূতকর্ষশ্চুতাংকুরমহাযুধঃ । সমং সহচরৈশ্চৈব বসন্তেনাশু সঙ্গতঃ ॥ ৭ ॥
ততো মাধবকনকর্পৌ সা চৈবামঙ্গরসাবরা । বদর্যাশ্রমমাগম্য বিচিকীড়ুর্ধ্বথেচ্ছয়া ॥ ৮ ॥ ততো
বসন্তে সংপ্রাপ্তে কিংকরা জলনপ্রভাঃ । নিম্প্রভাঃ সততং রেজুঃ শোভয়ন্তৌ ধবাতলম্ ॥ ৯ ॥
শিশিরং নাম মাতকং বিদার্য্য নথরৈরিব । বসন্তঃ কেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে ॥ ১০ ॥ যয়া
ভূষাট্রৈশ্চ কণী নির্জিতঃ শ্বেন তেজসা । তমেবমহস্নোদৈর্ক্যসন্তঃ কুন্দকুডুমলৈঃ ॥ ১১ ॥ বনানি

আপনার নিকট তাহা বলিলাম । এই আখ্যান পবন পবিত্র ও অতিমাত্র প্রাচীন । ইহা যেকণ
পুণ্য ও শিবস্বরূপ, সেইকণ পাণ হরণ কবিয়া থাকে । আমি কীর্তন কবিলাম ॥ ৬১ ॥

ইতি ত্রীবামনপুরাণে হরললিত নাম পঞ্চম অধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি বহুচ ব্রাহ্মণ, সেই দিব্যদেহ ধর্ম স্বকীয় ভাৰ্য্যা অহিংসার গর্ভে পুত্র সকল সমুৎপাদন
করেন ॥ ১ ॥ দেবর্ষে ! তাঁহাদের নাম হরি, কৃষ্ণ, নব ও নারায়ণ । তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ
উভয়েই সর্বদা যোগচর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন । আব, নব ও নারায়ণ জগতের হিতকামনাবশংবদ
হইয়া, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন । ইহারা উভয়েই সৌম্যমূর্তি এবং উভয়েই প্রাচীন ঋষি-
সত্তম ॥ ২ ॥ ৩ ॥ তাঁহারা উভয়ে হিমালয়ে গমন ও বদরিকাশ্রমতীর্থে ভাগীরথী পবিত্র পুলিন
আশ্রয় করিয়া, তপশ্চরণপ্রসঙ্গে পরব্রহ্মেব স্তবগান আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মন্ ! তাঁহাদের
উভয়ের তপশ্চায়ে এই স্বার্ষরজদমাত্মক সমুদায় জগৎ সন্তপ্ত ও সংস্কৃত হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥
শতকৃত্বু ও তৎপ্রসঙ্গে অতিমাত্র কোভপরাগ হইয়া, তাঁহাদের কোভসম্পাদনকামনায় অঙ্গর-
শ্রেষ্ঠা রস্তারে সেই মহাশ্রমে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬ ॥ অতিমাত্র কৃষ্ণ কনকর্প চূতাক্ষিণরূপ মহা
আযুধ সহায় ও সহচর বসন্তের সহিত সংমিলিত হইয়া, আশু সেই রস্তার সহিত উপস্থিত কাঁচা
সুধনার্থ যোগদান করিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর বসন্ত, কনকর্প ও বস্তা, ইহারা বদরিকাশ্রমে আগমন
করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ ঐ সময়ে বসন্তের সমাগমে পলাশকুসুম
কিংকর বৃক্ষ সকল পত্রবিহীন হইয়া, ধবাতলের শোভা সমুৎপাদন করিয়া, বিরজিমান হইয়া
উঠিল ॥ ৯ ॥ হে মুনে ! বসন্তরূপী কেশরী পলাশ-কুসুমরূপ নথর প্রহারে শিশিররূপ মাতককে
বিদারিত করিয়া, তথায় প্রাণভূত হইল ॥ ১০ ॥ আমি ভূষারূপ হস্তীকে স্বকীয় তেজে জয় করি-
য়াছি । এই বলিয়া, বসন্ত লোম ও কুন্দমুকুলে হস্ত করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ কনিকারকুমুদের

কর্ণিকারীণাং পুষ্পিতানি বিরেজিরে । যথা নরৈষ্সপত্ন্যাণি কনকাভরণানি বৈ ॥ ১২ ॥ তেষামনু-
তথা নীপাঃ কিঙ্করা ইব রেজিরে । স্বামিসংলক্ষসংমানা ভূত্যা রাজসুতা ইব ॥ ১৩ ॥ রক্তাশোক-
বনো ভাস্তি পুষ্পিতাঃ সহসোজ্জ্বলাঃ । ভূত্যা বসন্তনৃপতেঃ সংগ্রামানুকৃত্য ইব ॥ ১৪ ॥ ভূদ-
বৃন্দা পিঞ্জরিতা রাজসুতা গহনে বনে । পুলকাভিবৃত্তা যৎ সজ্জনাঃ স্তম্বদাগমে ॥ ১৫ ॥ মঞ্জরীভি-
বিরাজন্তে নন্দীকূলেষু বেতসাং । বস্তুকামা ইবাকুল্যা কোহস্মাকং সদৃশো নগঃ ॥ ১৬ ॥ রক্তাশোক-
করা তরী দেবর্ষে কিংকরাক্ষিক । নীলাশোককটা শ্রামা বিকাশিকমলাননা ॥ ১৭ ॥ নীলেন্দী-
বরনেত্রা চ ব্রহ্মন্ বিশ্বকলন্তনী । প্রোৎকুল্লকুল্লদশনা মঞ্জরীকরশোভিতা ॥ ১৮ ॥ বন্ধুজীব-
ধরা শুভ্রসিন্দুবারনথাকুরা । পুংকোকিলবনা দিব্যা কঙ্কোলবসনা শুভা ॥ ১৯ ॥ বর্হিবৃন্দকলাপা
চ সারসস্বরনুপুরা । প্রাগ্বংশরসনা ব্রহ্মন্ মত্তহংসগতিতথা ॥ ২০ ॥ পুত্রজীব-
শুকাসলরোমরাজিবিবাজিতা । বসন্তলক্ষ্মীঃ সংপ্রাপ্তা তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে ॥ ২১ ॥
ততো নারায়ণো দৃষ্টে । আশ্রমস্তানবদ্যতাম্ । সমীক্ষ্য স দিশঃ সর্বাস্ততোহনঙ্গ-
পশ্চত ॥ ২২ ॥

নারদ উবাচ । কোহসাবনজো ব্রহ্মর্ষে তস্মিন্ বদরিকাশ্রমে । যৎ দদর্শ জগন্নাথো দেবো
নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । কন্দর্পো হর্ষতনয়ো যোহসৌ কামো নিগদ্যতে । স শঙ্করেণ সন্ধোহ-
নঙ্গনুপাগতঃ ॥ ২৪ ॥

বনপরম্পরা বিকসিত পুষ্পস্তবকে অনঙ্কত হইয়া, অতিমাত্র শোভা ধারণ করিল । তদর্শনে
বোধ হইল, নৃপতিগণের গজাদি বাহন সমস্ত ও আভরণ সমুদায় যেন শোভা পাইতেছে ॥ ১২ ॥
তাহাদের পশ্চাতে নীপ সকল, কিংকরের ন্যায়, অথবা স্বামী কর্তৃক সম্মানিত ভূত্যের ন্যায়,
কিংবা বাজপুত্রের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ রক্তাশোকের বনসমূহও সহস্রা
কুসুমিত ও বিদ্যোভিত হইয়া উঠিল । তদর্শনে বোধ হইল, বসন্ত রাজার ভূতা সকল যেন
সংগ্রাম করিয়া, শোণিতধাবায় পরিপ্লুত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ ভ্রমরনিকর পিঞ্জরিত কলেবরে
গহন বনে পুংসদসমাগমে পুলকিতদেহ সজ্জনগণের ন্যায়, বিবাজমান হইল ॥ ১৫ ॥ নন্দীপুলিন-
সমূহে বেতসলতা সকল মঞ্জরীজাল বিস্তার করিয়া শোভমান হইলে, বোধ হইল, তাহার
যেন অঞ্জলি প্রদর্শন সহকারে ইহাই বলিতে উৎসুক হইয়াছে, কোন্ বৃক্ষই বা আমাদের
সমান ॥ ১৬ ॥ হে দেবর্ষে ! এইরূপে, রক্তাশোককপ কর, কিংকরকপ পদ, নীলাশোককপ
কেশকলাপ, বিকসিত কমলরূপ বদন ॥ ১৭ ॥ নীল ইন্দীবকপ নেত্র, বিশ্বকলকপ স্তন,
প্রোৎকুল্ল কুল্লকপ দশন, মঞ্জরীকপ কব ॥ ১৮ ॥ বন্ধুজীবকপ অধব, শুভ্র সিন্দুবাররূপ
নথাকুর, পুংকোকিলেব স্বরকপ স্বব, কংকোলকপ বসন ॥ ১৯ ॥ মধুরকপ ভূষণ,
সারসের স্বরকপ নুপুর, প্রাগ্বংশকপ রসনা, মত্তহংসকপ গমন ॥ ২০ ॥ এই সকলে অঙ্গীকৃত
ও বন্ধুজীবরূপ রোমরাজি বিবাজিত বসন্তলক্ষ্মী সেই বদরিকাশ্রমে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ২১ ॥
এই সময়ে নারায়ণ আশ্রমের রমণীয়তা সন্দর্শন ও সমুদায় দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণপূর্বক অনঙ্গকে অব-
লোকন করিলেন ॥ ২২ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ । অবিদ্যামায়কপ, দেব, জগন্নাথ নারায়ণ যাহাকে বদরিকাশ্রমে
অবলোকন করিলেন, সেই অনঙ্গ কে ? ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কন্দর্প হর্ষের তনয় । উহাকেই কাম বলিয়া থাকে । এই কন্দর্পই শঙ্করের
লোচনানলে দগ্ধ হইয়া, অনঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং কামদেবোঁ দেবদেবেন শঙ্কনা । দগ্ধশ্চ কারণে কন্মিত্তদ-
ব্যাখ্যাভুমহঁসি ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । যদা দক্ষহুতা ব্রহ্মন্ সতী যাতা বমকয়ঃ । বিনাশ্ত দক্ষবজ্রং তং বিচচার
জিলোচনঃ ॥ ২৬ ॥ ততো বুধধ্বজং দৃষ্ট্বা কন্দর্পঃ কুসুমায়ুধঃ । অপত্নীকং তদাশ্লেপ উন্মাদেনাত্য-
তাড়য়ৎ ॥ ২৭ ॥ ততো চরঃ শরেশাখ উন্মাদেনাশ্ব তাড়িতঃ । বিচচার ততোমুহুতঃ কাননানি
সন্নাংসি চ ॥ ২৮ ॥ অনন্তরীং মহাদেবস্তথোন্মাদেন তাড়িতঃ । ন শর্ম লেভে দেবর্ষে বাণবিদ্ধ ইব-
ষিপঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ পপাত দেবেশঃ কালিন্দীসরিতং মুনে । নিমগ্নে শঙ্করে চাপো দগ্ধাঃ কৃষ্ণবর্ণা-
গতাঃ ॥ ৩০ ॥ তদা প্রভৃতি কালিন্দ্যাভ্রাংজননিত্তজলং । আশ্রিত্য পুণ্যতীর্থা সা কেশপাশ
ইবাবনেঃ ॥ ৩১ ॥ ততো নদীষু পুণ্যাসু সরঃসু চ সরিৎসু চ । পুলিনেযু চ রম্যেযু বাপীযু
নলিনীযু চ ॥ ৩২ ॥ পর্কতেষু চ রম্যেযু কাননেযু চ সান্নিযু । বিচরন্ স্বেচ্ছয়া নৈব শর্ম লেভে
মহেশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ কণং গায়তি দেবর্ষে কণং রোদতি শঙ্করঃ । কণং ধ্যায়তি তবজীং দক্ষকন্ঠাং
মনোরমাং ॥ ৩৪ ॥ ধ্যানা কণং স্থপিতি চ কণং স্থপায়তে হরঃ । সগ্নে তথৈদং গদতি দৃষ্ট্বা দক্ষস্ত
কস্তকাং ॥ ৩৫ ॥ নিম্বুণে তিষ্ঠ কিং মুঢ়ে তাক্ষমে মামনিন্দিতে । মুগ্ধে স্বয়া বিরহিতো দগ্ধোন্মাদি মদ-
নাগ্নিনা ॥ ৩৬ ॥ সতাং প্রকুপিতা দেবি মা কোপং কুরু শূন্যরি । পাদপ্রণামাবনতমভিভাষিতু-
মহঁসি ॥ ৩৭ ॥ অরসে দৃশ্যসে নিত্যং স্পৃশ্যসে বন্দ্যসে প্রিয়ে । আলিঙ্গ্যসে চ সততং কিমর্থং নাভি-

নারদ কহিলেন, দেবদেব শঙ্কু কি উদ্দেশে কিকারণে উহাকে দগ্ধ করেন, অনুগ্রহপূর্বক
কীর্তন করুন ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! দক্ষহুতি সতী প্রাণত্যাগ করিলে, মহাদেব দক্ষের বজ্র বিনাশ
করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ কুসুমায়ুধ কন্দর্প তদর্শনে উন্মাদনামক অস্ত্র প্রয়োগ
করিয়া, পত্নীহীন সেই বুধধ্বজকে অভিহত করিল ॥ ২৭ ॥ মহাদেব উন্মাদশরের অভিঘাতপ্রযুক্ত
আশ্ব উন্মত্ত হইয়া, কানন ও সরোবর সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তদবস্থায় সেই
সতীমূর্তি স্থতিপথে সমুদিত হওয়াতে, তিনি বাণবিদ্ধ হস্তীর ন্যায়, কোন মতেই শান্তিলাভে সমর্থ
হইলেন না ॥ ২৯ ॥ মুনে ! অনন্তর দেবেশ শঙ্কর কালিন্দীনদীতে পতিত হইলেন । তিনি
তাহাতে নিমগ্ন হইলে, তাহার জল, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ সেই অবধি কালিন্দীর সলিল
জল ও অঙ্গন সদৃশ হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ তন্নিবন্ধন, সেই পুণ্যতোয়া শ্রোতস্বতী পৃথিবীর কেশ-
পাশের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ অনন্তর মহেশ্বর পবিত্র নদী সকলে, সরোবর ও
সরিৎসমূহে, রমণীয় পুলিন ও বাপী সকলে, নলিনী ও পর্কতসমূহে এবং মনোহর কানন ও
সান্নি সকলে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোন মতেই শান্তিলাভে সমর্থ
হইলেন না ॥ ৩৩ ॥ হে দেবর্ষে ! তিনি তদবস্থায় কণক গান করেন, কণক রোদন করেন,
কণক সেই মনোহারিণী তবজী দাক্ষায়ণীর ধ্যান করেন ॥ ৩৪ ॥ ধ্যান করিয়া, কণক শয়ন
করেন, কণকাল বা স্থপ্ন দেখিয়া থাকেন । তৎকালে স্থপাবস্থায় দক্ষহুতিারে দর্শন করিয়া,
বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ অগ্নি নির্দয়ে ! আমার নিকট অবস্থিতি কর । অগ্নি মুঢ়ে ! কিজন্য
আমায় ত্যাগ করিতেছ ? অগ্নি অনিন্দিতে ! অগ্নি মুগ্ধে ! তোমার বিরহে আমি মদনানলে
দগ্ধ হইয়াছি ॥ ৩৬ ॥ দেবি ! তুমি কি সত্যই আমার প্রতি প্রকুপিতা হইয়াছ ? অগ্নি
শূন্যরি ! এক্ষণে আর কষ্ট হইও না । আমি তোমার চরণে প্রণামাবনত হইতেছি ।
আমারে সন্তুষ্ট কর ॥ ৩৭ ॥ অগ্নি প্রিয়ে ! আমি সর্বদা তোমায় দেখিতেছি, শুনিতেছি ও স্পর্শ
করিতেছি এবং সতত তোমার বন্দনা ও আলিঙ্গন করিতেছি ; তথাপি তুমি কিজন্য আমার

ভাষসে ॥ ৩৮ ॥ বিপলপত্তং জনং দৃষ্ট্বা কৃপা কন্ত ন জায়তে । বিশেষতঃ পতিং বালে নহু স্বয়তি-
নিবৃণা ॥ ৩৯ ॥ ভয়োক্তানি বচাংস্তেষাং পূৰ্ণং মম কৃশোদরি । স্বয়া বিনা ন জীবয়েৎ তদসত্যং স্বয়া
কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ এহেহি কামসন্তপ্তং পরিষজ স্নুলোচনে । নাত্থথা নন্ততে তাপঃ সত্যোনাপি শপে
প্রিয়ে ॥ ৪১ ॥ ইথাং বিলপ্য স্বপ্নান্তে এবিবুদ্ধস্ত তৎক্ষণাৎ । উৎকৃষতি তথারণো মুক্তকণ্ঠঃ পুনঃ-
পুনঃ ॥ ৪২ ॥ তং কুজমানং বিলপন্তমাস্মাৎ সমীক্ষ্য কামো বৃষকেতনং হি । বিব্যাধ চাপং তরসা
বিনাম্য সস্তাপনাস্মা স্মরণেণ ভূয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ সস্তাপনাস্ত্রেন তদা স বিদ্ধো ভূয়ঃ স সন্তপ্ততরো বভূব ।
সস্তাপয়ংচাপি জগৎ সমস্তং কৃৎকৃত্য কৃৎকৃত্য বিবাহতেষ্ম ॥ ৪৪ ॥ তং চাপি ভূয়ো মদনো জঘান
বিজৃম্বণাস্ত্রেন ততো বিজৃম্বন্তে । ততো ভূয়ঃ কামশরৈর্বিভূনো বিজৃম্বমাণঃ পরিতো ভ্রমংচ ॥ ৪৫ ॥
দদর্শ যক্ষাধিপতেস্তনুজং পাঞ্চালিকং নাম জগৎপ্রধানম্ । দৃষ্ট্বা ত্রিনেত্রো ধনদস্য পুত্রং পার্শ্বঃ
সমভ্যোত্যা বচো বভাষে । ভ্রাতৃব্য বক্ষ্যামি বচো যদদ্য তত্ত্বং কুরুষামিতবিক্রমোসি ॥ ৪৬ ॥

পাঞ্চালিক উবাচ । যত্রাথ মাং বক্ষ্যসি তৎ করিষো শ্রুত্বকরং যদ্যপি দেবসংজ্ঞকঃ । আজ্ঞাপয়-
নাত্তুলবীৰ্য্য শস্ত্রো দাসোন্মি তে ভক্তিসুতস্তথেষ ॥ ৪৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ । নাশং গতাস্যঃ বরদাশ্বিকাস্যঃ কামাগ্নিনা গুপ্তস্ববিগ্রহোন্মি । বিজৃম্বণোন্মি ।
দশরৈর্কিভিরো ধৃতিং ন বিন্দ্যামি রতিং শ্রুত্বক ॥ ৪৮ ॥ বিজৃম্বণং পুত্র তথৈব

অভিভাষণ করিতেছ না ? ॥ ৩৮ ॥ বিলপমান ব্যক্তিকে বিলোকন করিয়া, কাহার না করুণার
সঞ্চার হয় ? অয়ি বালে ! বিশেষতঃ, আমি তোমার পতি । অনবরত বিলাপ করিতেছি,
দেখিয়াও তোমার দয়। হইতেছে না । বুঝিলাম, তুমি নিশ্চয়ই অতিমাত্র দয়াহীন ॥ ৩৯ ॥
অয়ি কৃশোদরি ! তুমি পূর্বে আমারে বলিয়াছিলে যে, তোমা বাতিরেকে আমি জীবন ধারণ
করিতে পারি না । এতদিনে সেই কথা অসত্য করিলে ॥ ৪০ ॥ অয়ি স্নুলোচনে ! আইস,
আইস, আমি কামানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আমারে আলিঙ্গন কর ॥ ৪১ ॥ এইরূপে তিনি বিলাপ
করিয়া, স্বপ্নশেষে তৎক্ষণাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া, অরণ্য মধ্যে সেইরূপে মুক্তকণ্ঠে বারংবার উচ্চৈশ্বরে
পরিদেবন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ কাম দূর হইতে বৃষকেতনকে বিলপমান ও রোদনপরায়ণ
দর্শন করিয়া, শরাসন সবেগে অবলম্বনপূর্বক পুনরায় সস্তাপননামক মার্গণ দ্বারা আশুবিদ্ধ
করিল ॥ ৪৩ ॥ তিনি সস্তাপনসায়কে বিদ্ধ হইয়া, পুনরায় সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং
সমস্ত সংসার সস্তাপিত করিয়া, বারংবার কৃৎকার পরিহার সহকারে উচ্চৈশ্বরে বিলাপ করিতে
লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ মদন পুনরায় তাঁহাকে বিজৃম্বণনামক অস্ত্র দ্বারা আহত করিলে, তিনি
বিজৃম্বিত হইয়া উঠিলেন । তৎকালে কামশরে অতিমাত্র বিভূন ও বিজৃম্বমাণ হইয়া, ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ তদবস্থায় যক্ষপতির আশ্রয় জগৎপ্রধান পাঞ্চালিককে অব-
লোকন করিলেন । ত্রিলোচন ধনদেব পুত্রকে লোচনগোচর করিয়া, তদীয় পার্শ্বে অভ্যাগত
হইয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভ্রাতৃব্য ! তোমার বিক্রমের সীমা নাই । অদ্য যাহা
বলিতেছি, তাহা তোমায় করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

পাঞ্চালিক কহিল, আপনি আমাদের সকলের রক্ষাকর্তা । যাহা বলিবেন, দেবগণ
কর্তৃক শ্রুত্বকর হইলেও, করিব । হে অভুলবীৰ্য্য শস্ত্রো ! আজ্ঞা করুন, কি করিতে
হইবে । আমি আপনার দাস ও সর্বথা আপনার প্রতি ভক্তিমান ॥ ৪৭ ॥

মহেশ্বর কহিলেন, সকল লোকের বরদাশ্বিনী অশ্বিক। বিনষ্ট হওয়াতে, মদীয় দেহ মদনদহনে
অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে । তাহার উপর কামের বিজৃম্বণ ও উদ্গাদনামক শরে বিদ্ধ হওয়াতে,
কোন মতেই ধৈর্য্য ধারণ, মনঃপ্রীতি অনুভব ও শ্রুত লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥
পুত্র ! একমাত্র তুমি ভিন্ন, অন্য কোন পুরুষই কামের প্রযোজিত বিজৃম্বণ,

ভাপমুদ্রাদমুখং মদনধনুসং । নাত্তঃ পুমান্ ধার্ম্মিতুং হি শক্তে । মুক্তা ভবন্তঃ হি ততঃ
প্রতীচ্ছ ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তো বুধভক্ষণেন যক্ষঃ প্রতীচ্ছন্ স বিজৃম্ভণাদীন্ । তোষং অগা-
মাণ্ড ততঃশিশুলী তুষ্টৈস্তদৈবং বচনং বভাষে ॥ ৫০ ॥

হর উবাচ । যস্মাৎ স্বরা পুত্র সুহৃদ্বরাণি বিজৃম্ভণাদীনি প্রতীচ্ছিতানি । তস্মাদ্ধরং হাং
প্রতিপূজনায় দাস্যামি লোকস্য চ দাস্যকারী ॥ ৫১ ॥ যজ্ঞাং যদা পশ্যতি চৈত্রমাসে স্পৃশেরয়ো
চার্চ্চরতে চ ভক্ত্যা । বুদ্ধোহথ বালোহথ যুবাথ যোষিৎ সর্কে তদোন্মাদধরা ভবন্তি ॥ ৫২ ॥ গায়ন্তি
নৃত্যন্তি রমন্তি যক্ষ বাদ্যানি যজ্ঞাদপি বাদয়ন্তি । তবাংতো হাস্যবচোহভিরক্তা ভবন্তি তে যোগ-
যুতাঃ তে স্ম্যঃ ॥ ৫৩ ॥ মঠৈব নারী ভবিতাসি পূজ্যঃ পাঞ্চালিকেশঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্ । মম প্রসা-
দাধরদো নরাণাং ভবিষ্যসে পূজ্যতমোহভিগচ্ছ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যেবমুক্তো বিভূন। স যক্ষো অগাম দেশান্
সহসৈব সর্কান্ । কালংজবস্ত্রোত্তরতঃ স্পৃশ্যো দেশো হিমাজেরপি দক্ষিণস্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্
স্পৃশ্যে বিবরে নিবিষ্টো কল্পপ্রসাদাদপি পূজ্যতেহসৌ । তস্মিন্ প্রয়াতে ভগবাংস্ত্রিনেন্তো দেবোহপি
বিদ্যাং গিরিমতাগচ্ছৎ ॥ ৫৬ ॥ তত্রাপি মদনো গতা দদর্শ বুধকেতনম । দৃষ্ট্বা প্রহর্ষকামশ্চ ততঃ
প্রাহুক্রবে হরঃ ॥ ৫৭ ॥ ততো দাক্ষবনং যোরং মদনাভিস্থতো হরঃ । বিবেশ ধ্বরো যত্র সপত্নী-
কা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ তে চাপি ধ্বরঃ সর্কে দৃষ্ট্বা মুগ্ধা নতাভবন্ । ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্
ভিক্ষা মে প্রতিদীয়তাম্ ॥ ৫৯ ॥ ততস্তে মৌনিনস্তসুঃ সর্ক এব মহর্ষয়ঃ । তদাশ্রমাণি পুণ্যানি

সস্তাপন ও উন্মাদনামক উগ্র অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয় না । অতএব তুমি ঐ সকল অস্ত্র
প্রতিগ্রহ কর ॥ ৪৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বুধভক্ষক এইপ্রকার বলিলে, পাঞ্চালিক বিজৃম্ভণাদি সমুদায় অস্ত্র তৎক্ষণাৎ
প্রতিগ্রহ করিল । তখন আশুতোষ আশু সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, তৎ-
ক্ষণাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ বৎস ! যেহেতু, তুমি সুহৃদ্বর বিজৃম্ভণাদি অস্ত্র
সকল প্রতিগ্রহ করিলে, সেই হেতু, তোমাকে প্রতিপূজনার্থ বব প্রদান করিব । বাহা দ্বারা সকল
লোক তোমাব দাসত্ব করিবে ॥ ৫১ ॥ চৈত্র মাসে যে সময়ে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তোমারে
দর্শন বা স্পর্শন অথবা অর্চন করিবে, বৃদ্ধই হউক, বালকই হউক, যুবাই হউক, আর স্ত্রীই বা
হউক, তাহার। সকলেই তৎক্ষণে উন্মাদধর হইবে ॥ ৫২ ॥ এবং যত্র সহকারে তোমার সম্মুখে
গান করিবে, নৃত্য করিবে, আমোদ করিবে ও নানা প্রকার বাদ্য বাদন করিবে । এবং হাস্য-
বাক্যে অভিযুক্ত ও যোগযুক্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥ তুমি আমারই নামে পূজিত এবং পাঞ্চালিকেশ
বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইবে । অধিক কি, মদীয় প্রসাদে তুমি সকলকেই ববদান করিবে ও
সকলেই পূজ্যতিপূজ্য হইবে । এক্ষণে যথেষ্ট গমন কর ॥ ৫৪ ॥ সেই যক্ষ বিভূ মহেশ্বর
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সর্বত্র গমন করিল । কালজয়ের উত্তরে
হিমালয়ের দক্ষিণে যে পরম পবিত্র দেশ আছে ॥ ৫৫ ॥ সেই নিরতিশয় পুণ্যস্বরূপ স্থানে সে
অধিষ্ঠিত হইল । মহাদেবের প্রসাদে সকলেই তাহার পূজা করিতে লাগিল । যক্ষ প্রযাণ
করিলে, ভগবান্ দেব ত্রিলোচনও বিদ্যাপর্কতে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ মদনও তথায় গমন
করিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিল । দর্শন করিয়া, প্রহার করিবার জন্য অভিলাষী হইল । তখন
মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মদন তাঁহার অভিসরণ করিল । তদর্শনে
বুধকেতন ভয়ঙ্কর দাক্ষবনে প্রবিষ্ট হইলেন । ধ্বিগণ সম্ব পত্নীর সহিত তথায় অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৫৮ ॥
তাঁহার। মহাদেবকে দর্শন করিয়া, মন্তক দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিলেন । দেবদেব বুধকেতন
তাঁহাদগকে বহিলেন, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫৯ ॥ মহর্ষি। সকলেই মৌনী হইয়া

পরিচক্রাম নারদ ॥ ৬০ ॥ তং প্রবিষ্টং তদা দৃষ্ট্৷ ভার্গবাত্রেয়ধবিতঃ । প্রকোভমগমন্ সৰ্ব্বা-
 হীনসম্বাঃ সমস্ততঃ ॥ ৬১ ॥ ঋতে বরুহতীমেকামনস্র্যাং চ ভামিনীম্ । এতয়োৰ্ভূতপূজাসুতচ্চিত্তা-
 স্তস্থিতং মনঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ সংকোভিতাঃ সৰ্ব্বা যত্রাযাতি মহেশ্বরঃ । তত্র প্রয়াস্তি কামার্তা মদ-
 বিহ্বলিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্যক্তাশ্রমাণি শূন্তানি স্থানি তা নুনিযোষিতঃ ॥ অনুজগ্মুর্ধ্বা যন্তঃ
 করিণ্য ইব কুঞ্জরম্ ॥ ৬৪ ॥ ততস্তত্ত্ববরো দৃষ্ট্৷ ভার্গবাংগিরসো নুনে । ক্রোধাঘ্বিতাক্রবন্ সৰ্ব্বে
 লিঙ্গমাপততা ভূবি ॥ ৬৫ ॥ ততঃ পপাত দেবস্ত লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদায়য়ৎ । অন্তর্দানং জগামাধ
 ত্রিশূলী নীললোচিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ততস্তৎ পতিতং লিঙ্গং বিভেদ্য বসুধাতলম্ । রসাতলং বিবেশাথ
 এক্ষাণ্ডে চোৰ্দ্ধিতোভিনৎ ॥ ৬৭ ॥ ততশ্চচাল পৃথিবী গিরয়ঃ সরিতো নগাঃ । পাতালভুবনাঃ
 সৰ্ব্বে জঙ্গমাজঙ্গমাত্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ সংস্কৃকান্ ভুবনান্ দৃষ্ট্৷ ভূলোকাদীন্ পিতামহঃ । জগাম
 মাধবং ত্রষ্টুং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্ ॥ ৬৯ ॥ তত্র দৃষ্ট্৷ স্ববীকেশং প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ ।
 উবাচ দেব ভুবনাঃ কিমর্থং কুভিতা বিভো ॥ ৭০ ॥ অথোবাচ হরিব্রহ্মন্ শার্কো লিঙ্গে মহর্ষিভিঃ ।
 পাতিতস্তস্ত ভারতী সঞ্চাল বসুধরা ॥ ৭১ ॥ ততস্তদন্তুতমং ব্রহ্মা দেবঃ পিতামহঃ । তত্র
 গচ্ছাম দেবেশ এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ পিতামহো দেবঃ কেশবশ্চ জগৎপতিঃ ।
 আজগ্মতুস্তমুদেগং যত্র লিঙ্গস্তবস্ত তৎ ॥ ৭৩ ॥ ততোহনন্তং হরিলিঙ্গং দৃষ্ট্৷ ক্রুহ খগেশ্বরম্ ।

বহিলেন । অনন্তর মহাদেব পবিত্র আশ্রম সকলে পরিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ ভার্গব
 ও আত্রেয়ের যৌষিদ্বর্গ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সকলেই অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও সৰ্ব্বতো-
 ভাবে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন ॥ ৬১ ॥ ভামিনী অরুহতী ও অনস্র্যা এই দুই জনই কেবল প্রকৃতিস্থ
 রহিলেন । ইহারা উভয়েই তদগতচিত্তে স্বস্ত্র স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন । তৎপ্রভাবে তাহা-
 দেয় মন কিছুতেই বিচলিত হয় না ॥ ৬২ ॥ সে যাহা হউক, ঐ সকল রমণী এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া
 উঠিলেন, যে, মহাদেব যেখানে গমন করেন, সেইখানেই কামার্ত হইয়া, মদবিহ্বলচিত্তে প্রয়াণ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ এইরূপে তাহারা আশ্রম ত্যাগ ও শূন্ত করিয়া, যন্ত মাতঙ্গের অনু-
 গামিনী করিলে যথেষ্ট ক্ষায, মহাদেবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ ভার্গব ও আদ্রিস
 ঋষিগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধাঘ্বিত হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন, মহা-
 দেবের লিঙ্গ ভূমিতে পতিত হউক ॥ ৬৫ ॥ তখন মহাদেবের লিঙ্গ পতিত হইয়া, পৃথিবী বিদা-
 রিত করিল । ঐ সময়ে নীললোহিত ত্রিশূলী অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর সেই লিঙ্গ
 পতিত হইয়া, বসুধাতল বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল । তাহাতে ব্রহ্মাও উৰ্দ্ধদিকে
 বিদীর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৬৭ ॥ সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইল । পৰ্ব্বত সকল প্রকম্পিত হইতে
 লাগিল । এবং সরিৎ সকল, পাদপসমূহ ও সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাঙ্ক পাতালভূবনও
 তদবস্থায় অবস্থিত হইল ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ ভূলোকপ্রমুখ সমুদায় ভূবন সংস্কৃক সন্দর্শন করিয়া,
 ভগবান্ কেশবের সাক্ষাৎকারবাসনায় ক্ষীরোদনামক সাগরে সমাগত হইলেন ৬৯ ॥ তথায়
 স্ববীকেশকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন হে দেব ! হে বিভো ! কিজন্ত
 সমুদায় ভূবন কুভিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭০ ॥

হরি কহিলেন, মহর্ষিগণ শম্ভুর লিঙ্গ নিপাতিত করিয়াছেন । তাহাতেই সমুদায় বসুধা
 বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥ পিতামহ এই অদ্ভুততম ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, বারংবার
 বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ ! আমরা তথায় গমন করিব ॥ ৭২ ॥ অনন্তর দেব পিতামহ
 ও জগৎপতি অনার্দন উভয়ে যেখানে শম্ভুর লিঙ্গ পতিত হইয়াছিল, তথায় সমাগত হই-
 লেন ॥ ৭৩ ॥ তদনন্তর বিভু কেশব সেই অন্তরহিত লিঙ্গ অবলোকন করিয়া, খগেশ্বরে অধিরূঢ়

পাতালং প্রবিবেশাথ বিস্ময়াস্তুরিতো বিভূঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মা পদ্মবিমানেন উর্দ্ধমাক্রম্য সৰ্ব্বতঃ ।
নৈবাস্তমলভদ্রব্রহ্মা বিস্মিতং পুনরাগতঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুর্গদাথ পাতালান্ সপ্তলোকপরায়ণঃ ।
চক্রেপাণির্কিনিক্রান্তো লেভেহস্তং ন মহামুনে ॥ ৭৬ ॥ বিষ্ণুঃ পিতামহশ্চোভৌ হরলিঙ্গং সমেত্যত ।
কৃতাজলিপুটৌ ভূষা স্তোত্রং দেবৌ প্রচক্ৰতুঃ ॥ ৭৭ ॥

হরিত্রক্ষাণাবুচতুঃ । নমোস্তু তে শূলপাণে নমোস্তু বুধভধ্বজ । জীমূতবাহন কবেশর্ষ ত্রাসক
শঙ্কর ॥ ৭৮ ॥ মহেশ্বর মহেশান সুবর্ণাক্ষ বৃষাকপে । দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কালরূপ নমোস্তুতে ॥ ৭৯ ॥
স্বমাদিরশ্ম জগতস্তং মধ্যং পরমেশ্বর । ভবানন্তস্ত ভগবান্ সৰ্ব্বগস্তং নমোস্তুতে ॥ ৮০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবং সংস্কৃত্যমানস্ত তস্মিন্ দাক্ষবনে হরঃ । স্বরূপী তাবিদঃ বাক্যমুবাচ
বদতাং বরঃ ॥ ৮১ ॥

হর উবাচ । কিমর্থং দেবতানাথো পরিভূতক্রমস্থিহ । মাং স্তবতে ভৃগাশ্বহঃ কামতাপিত-
বিগ্রহম্ ॥ ৮২ ॥

দেবাবুচতুঃ । ভবতঃ পাতিতং লিঙ্গং যদেতদুবি শঙ্কর । এতৎ প্রগৃহতাং ভূয়ঃ অতো
দেব বদাবহে ॥ ৮৩ ॥

হর উবাচ । যদ্যর্চযন্তি ত্রিশা মমলিঙ্গং সুরোত্তমো । তদেতৎ প্রতিগৃহীয়াং নাত্মথেতি কথ-
ঞ্চন ॥ ৮৪ ॥ ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্থিতি কেশবঃ । ব্রহ্মা স্রগ্ধ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্ ॥ ৮৫ ॥
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্কণ্যং হরার্চনে । শাস্ত্রাণি চৈবাং মুখ্যানি নানোক্তবিদিতানি চ ॥ ৮৬ ॥

ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ তখন ব্রহ্মা পদ্মবিমান সহায়ে সমুদায়
উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করিয়া, সেই লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তে অসমর্থ ও তন্নিবন্ধন বিস্ময়যুক্ত হইয়া, প্রত্যাগত
হইলেন ॥ ৭৫ ॥ এ দিকে বিষ্ণুও পাতালে প্রবেশ ও তত্রত্য সপ্ত ভুবন পরিক্রমণ পূর্বক, অন্ত
না পাইয়া, বিনিক্রান্ত হইলেন ॥ ৭৬ ॥ হে মহামুনে ! বিষ্ণু ও পিতামহ উভয়ে হরলিঙ্গের
সমীপস্থ হইয়া, কৃতাজলিপুটে স্তব করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ হে শূলপাণে ! তোমা
নমস্কার । হে বুধভধ্বজ ! তোমা
নমস্কার । হে জীমূতবাহন ! হে সর্ষ ! হে ত্রাসক !
তোমা
নমস্কার ॥ ৭৮ ॥ হে মহেশ্বর ! হে মহেশান ! হে সুবর্ণাক্ষ ! হে বৃষাকপে ! হে
দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর ! হে কালরূপ ! তোমা
নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ হে পরমেশ্বর ! তুমি এই জগ-
তের আদি ; এবং তুমিই ইহার অন্ত ও মধ্য । তুমি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ও সর্বগ । তোমা
নমস্কার ॥ ৮০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সেই দাক্ষবনে এইরূপ সংস্কৃত্যমান হইয়া, ভগবান্ ভব স্বরূপপরিগ্রহ করিয়া,
ভাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥ হে দেবগণের নাথদ্বিতয় ! তোমরা কিজন্ত এখানে আসিয়া,
আমার স্তব করিতেছ । কামানলে আমার দেহ দহমান হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন আমি অতি-
মাত্র অস্বস্থ ও মর্যাদাজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মা ও কেশব কহিলেন, হে শঙ্কর ! আপনার এই যে লিঙ্গ ভূপতিত হইয়াছে, পুনরায়
আপনি ইহা গ্রহণ করুন । এইজন্তই আপনার স্তব করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে সুরোত্তমযুগল ! যদি দেবগণ আমার এই লিঙ্গের অর্চনা করেন,
তাহা হইলে, আমি ইহা প্রতিগ্রহ করিতে পারি ; নতুবা, কোনমতেই নহে ॥ ৮৪ ॥

তখন ভগবান্ কেশব বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কনকবৎ
পিঙ্গলবর্ণ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া ॥ ৮৫ ॥ মহাদেবের অর্চনার্থ চাতুর্কণ্য বিধান এবং
তদুপযোগী মুখ্য শাস্ত্র সকলও প্রণয়ন করিলেন । ঐ সকল শাস্ত্র বিবিধ উক্তি
পরিজ্ঞাত ॥ ৮৬ ॥

আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্তং পাণ্ডপতং মূনে । তৃতীয়ং কালদমনং চতুর্থং চ কপালিকম্ ॥ ৮৭ ॥
 শিব আসীৎ স্রয়ং শক্তির্কশিষ্টেস্ত প্রিয়ঃ স্মৃতঃ । তস্য শিষ্যো বভূবাত গোপায়ন ইতি ঋতঃ ॥ ৮৮ ॥
 মহাপাণ্ডপতশাসীভরদ্বাজস্তপোধনঃ । তস্ত শিষ্যোভবদ্রাজা ঋষয়ঃ সৌমকেশ্বরঃ ॥ ৮৯ ॥
 কালাস্যো ভগবানাসীদাপস্তংবস্তপোধনঃ । তস্ত শিষ্যো বভূবাত নার্স ক্রাথেশ্বরো মূনে ॥ ৯০ ॥
 মহাব্রতী চ ধনদস্তস্ত শিষ্যস্ত বীৰ্যবান্ । অর্ণোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপাঃ ॥ ৯১ ॥
 এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা পূজনায় শিবস্য তৎ । কৃৎস্না তু চাতুরাশ্রম্যঃ স্রমেব ভুবনং গতঃ ॥ ৯২ ॥
 গতে ব্রহ্মণি শর্কোপি উপসংহৃত্য তত্তদা । লিঙ্গং চিত্রবনে স্মৃৎ প্রাতিষ্ঠাপ্য চচার হ ॥ ৯৩ ॥
 বিচরন্তং তদা ভূয়ো মহেশং কুসুমায়ুধঃ । আরাং স্থিত্বাথতো ধর্মী সস্তাপয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৯৪ ॥
 ততস্তমথতো দৃষ্ট্বা কোধাঘাতদৃশা হরঃ । স্রমলোকয়ামাস শিখাগ্রাচরণাস্তিকম্ ॥ ৯৫ ॥
 আলোকিতজ্বিনেত্রেন মদনো দ্যুতিমানপি । প্রাদহত তদা ব্রহ্মন্ পাদাদারাত্য কঙ্কবৎ ॥ ৯৬ ॥
 প্রাদহমানো চরণৌ দৃষ্ট্বাসৌ কুসুমায়ুধঃ । উৎসসর্জ ধনুঃশ্রেষ্ঠং তজ্জগামাথ পঞ্চধা ॥ ৯৭ ॥
 বদাসীন্মুষ্টিবন্ধে তক্রম্পৃষ্ঠং মহাপ্রভম্ । স চম্পকতরুর্জাতঃ স্রুংগন্ধাটৌ মহাদ্যুতিঃ ॥ ৯৮ ॥
 নাভিস্থানং শুভাকারং বদাসীদ্বজ্রভূষিতম্ । তজ্জাতক্বেসরারণ্যং বকুলং নামতো মূনে ॥ ৯৯ ॥
 ধা চ কোটী শুভাঙ্গাসীদিজ্জনীলবিভূষিতা । জাতা সা পাটল! রম্যা ভৃঙ্গরাজিবিভূষিতা ॥ ১০০ ॥
 নাহোপরি তথা মুঠৌ স্থানং চন্দ্রমণিপ্রভম্ । পঞ্চগুণ্যভবজ্জাতী শশাককিরণোজ্জ্বলা ॥ ১০১ ॥
 উর্দ্ধং মুঠ্যা অধঃ কোট্যোঃ স্থানং বিক্রমভূষিতম্ । তস্মাদ্বহুপট্য মল্লী সজ্জাতা বিবিধা
 মূনে ॥ ১০২ ॥ পুষ্পোপগানি রম্যাণি সুরভীণি চ নারদ । জাতিযুক্তানি দেবেন স্বয়মাচ-

ঐ চাতুর্কর্ণ্যের মধ্যে প্রথম শৈব, দ্বিতীয় পাণ্ডপত, তৃতীয় কালবদন ও চতুর্থ কপালিক বলিয়া
 বিখ্যাত ॥ ৮৭ ॥ তন্মধ্যে বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র শক্তি স্রয়ঃ শৈব এবং তাহার শিষ্য গোপায়ন নামে
 প্রসিদ্ধ ॥ ৮৮ ॥ এইরূপ, তপোধন ভরদ্বাজ মহাপাণ্ডপত এবং রাজা সৌমকেশ্বর
 তাহার শিষ্য হইলেন ॥ ৮৯ ॥ তপোধন আপস্তম্ব কালবদন এবং ক্রাথেশ্বর তাহার
 শিষ্য হইলেন ॥ ৯০ ॥ আর, ধনদ কপালিক এবং তাহার শিষ্য মহাবীৰ্য্য মহাতপ। অর্ণোদর
 জাতিতে শূদ্র ছিলেন ॥ ৯১ ॥ এইরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবের পূজনার্থ চাতুরাশ্রম্য বিধান
 করিয়া, স্বকীয় ভুবনে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৯২ ॥ ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিজ লিঙ্গ
 উপসংহৃত ও চিত্রবনে সেই স্মৃৎকৃতি লিঙ্গ প্রাতিষ্ঠাপিত করিঃ, বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥
 তিনি বিচরণে প্রবৃত্ত হইলে, কুসুমশর কাম পুনরায় দূরে অবস্থিতি করিয়া, ধনুর্দ্বারপূর্বক
 তাহারে সস্তাপিত করিতে সমুদ্যত হইল ॥ ৯৪ ॥ মহাদেব তাহারে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া,
 কোধাঘাত দৃষ্টি বিসারণপূর্বক তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥ ব্রহ্মন্!
 ধুর্জটির দৃষ্টিপথে পতিতমাত্র দ্যুতিমান্ মদন তৎক্ষণাৎ আপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, ভূপের
 ন্যায়, একবারেই দগ্ধ হইয়া গেল ॥ ৯৬ ॥ হে মূনে! কুসুমায়ুধ স্বীয় চরণদ্বয় দহমান দর্শন
 করিয়া, ধনুঃশ্রেষ্ঠ পরিহার করিলে, উহা পঞ্চধা গমন করিল ॥ ৯৭ ॥ উহার মুষ্টিবন্ধে যে পরম
 প্রভাবিশিষ্ট রুম্পৃষ্ঠ ছিল, তাহা স্রুংগন্ধিসম্পন্ন পরম দ্যুতিমান চম্পক বৃক্ষ হইল ॥ ৯৮ ॥ এইরূপ,
 উহার বজ্রভূষিত সুন্দরাকৃতি নাভিস্থান বকুলবৃক্ষরূপে পরিণত হইল ॥ ৯৯ ॥ উহার
 ইজ্জনীলবিভূষিত স্রুশোভন কটীভাগ ভৃঙ্গরাজিবিরাজিত পাটল মূর্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ১০০ ॥
 উহার চন্দ্রকান্তমণিসন্নিভ অধোমুষ্টিস্থান শশাককিরণের ন্যায় উজ্জ্বল পঞ্চগুণ্যজাতীরূপে প্রাদু-
 র্ভূত হইল ॥ ১০১ ॥ উহার মুষ্টির উর্দ্ধ ও কটির অধস্থ বিক্রমভূষিত স্থান বিবিধজাতীয় বহুপট্য
 মল্লীমূর্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ১০২ ॥ এবং তদ্ব্যতীত, তাহা হইতে, স্রয়ঃ মহাদেব, বাহার ব্যবহার

যিহুস্তদা রাজ্যে প্রজ্ঞাদো নাম দানবঃ ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ শাসতি দৈত্যৈশ্চ দেবতাক্ষণপূজকে ।
 মথান্ ভূম্যাং নৃপতয়ো যজন্তে বিধিবস্তদা ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্যং তীর্থযাত্রাঞ্চ কুর্কতে ।
 বৈশ্রাশ্চ পশুবৃদ্ধিহাঃ শূদ্রাঃ শুক্লবর্ণে রতাঃ ॥ ২৪ ॥ চাতুর্কর্ণ্যঃ ততস্তত্বাবাশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মণি ।
 অবর্তত ততো দেবা বৃক্ষা যুক্তাভবনমুনে ॥ ২৫ ॥ ততস্ত চ্যবনো নাম ভার্গবেশ্চো মহাতপাঃ । জগাম
 নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ নাকুলেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং নদীং স্নাতুমবাতরৎ । অবতীর্ণঃ
 প্রজ্ঞাহ নাগঃ কেকরলোহিতঃ ॥ ২৭ ॥ গৃহীতস্তেন নাগেন সস্মার মনসা হরিম্ । সংস্রতে পুণ্ডরী-
 কাক্ষে নির্কিষোভুন্নহোরগঃ ॥ ২৮ ॥ নীতস্তেনাতিরৌদ্রেণ পন্নগেন রসাতলম্ । নির্কিষশ্চাপি তত্যাভ
 চ্যবনং ভুজগোত্তমঃ ॥ ২৯ ॥ সস্ত্যক্তমাত্রো নাগেন চ্যবনো ভার্গবোত্তমঃ । চচার নাগকন্ঠাভিঃ পূজ্য-
 মানঃ সমস্ততঃ ॥ ৩০ ॥ বিচরন্ প্রবিবেশাথ দানবানাং মহৎ পুরম্ । সম্পূজ্যমানো দৈত্যৈশ্চৈঃ প্রজ্ঞা-
 দোথ দদর্শ তম্ ॥ ৩১ ॥ ভৃগুপুত্রো মহাতেজাঃ পূজ্যাক্ষে যথাহিতঃ । সম্পূজিতোপবিষ্টেচ পৃষ্টে চানাময়ঃ
 প্রতি ॥ ৩২ ॥ স চোবাচ মহাতেজা মহাতীর্থে মহাফলং । স্নাতুমেবাগতোস্মাদা দ্রষ্টুং বৈ নাকুলে-
 শ্বরং ॥ ৩৩ ॥ নদ্যামেবাবতীর্ণোস্মি গৃহীতশ্চাহিনা বলাৎ । সমানীতোহস্মি পাতালে দৃষ্টেচাত্র ভবা-
 নপি ॥ ৩৪ ॥ এতচ্ছ্রদ্ধা চ বচনং চ্যবনস্ত দিগীশ্বরঃ । শ্রোবাচ ধর্ম্মসংযুক্তং স বা ক্যং বাক্যাকোবিদঃ ॥ ৩৫ ॥
 প্রজ্ঞাদ উবাচ । ভগবন্ কানি তীর্থানি পৃথিব্যাং কানি চাস্মরে । রসাতলে চ কানি
 স্মারতবস্তুঃ তমর্হসি ॥ ৩৬ ॥

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২২ ॥ দৈতাপতি প্রজ্ঞাদ স্বয়ং দেব ও দ্বিজাতিগণের
 পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । তাহার অধিকারে নৃপতিগণ পৃথিবীতে
 যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণগণ যথোক্ত রীতি ক্রমে তপস্যা, ধর্ম্ম ও
 তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেন । বৈশ্রাশ্চ পশুবৃদ্ধির অনুসরণ করিল । শূদ্রেরা সেবাপরায়ণ
 হইল ॥ ২৪ ॥ এইরূপে চারি বর্গই স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থিঃ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে
 প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণও বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥ ঐ সময়ে মহাতপা ভার্গবেশ্চ চ্যবন
 নাকুলেশ্বরাদৈবত নর্ম্মদাতীরে স্নান করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তথায় মহাদেবকে
 দর্শন করিয়া, স্নানার্থ নদীতে অবতীর্ণ হইলেন । অবতরণ করিবামাত্র কেকরলোহিত নাগ
 তাঁহাকে গ্রহণ করিল । তদবস্থায় তিনি মনে মনে হরির স্মরণ করিবামাত্র ঐ মহোরগ
 বিষহীন হইল ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তখন সেই ভয়ঙ্করপন্নগ তাঁহাকে রসাতলে লইয়া গেল । অনন্তর
 সেই বিষহীন ভুজগোত্তম ভার্গবকে পরিত্যাগ করিল ॥ ২৯ ॥ ভার্গবোত্তম চ্যবন
 নাগ কর্তৃক পরিত্যক্তমাত্র তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । নাগকন্ঠার চতুর্দিক হইতে
 সমাগত হইয়া, তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর তিনি বিচরণ করিতে করিতে
 দৈত্যৈশ্চৈঃ কর্তৃক বিশিষ্ট বিধানে পূজ্যমান হইয়া, দানবগণের মহাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন ।
 প্রজ্ঞাদ তাহারে দর্শন করিয়া ॥ ৩১ ॥ যথাযোগ্য বিধানে সেই মহাতেজা ভৃগুপুত্রের
 পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন । অনন্তর পূজান্তে তিনি উপবেশন করিলে, তাঁহারে অনাময়
 দ্বিজাসা করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন তিনি মহাতীর্থের মহাফল কীর্তন করিয়া কহিলেন, আমি
 অদ্য নাকুলেশ্বর তীর্থে স্নান ও তাহা দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ নদীতে
 অবতীর্ণ হইলে, সর্প আমারে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল । অনন্তর পাতালে তৎকর্তৃক আনীত
 হইলে, তোমারে অবলোকন করিলাম ॥ ৩৪ ॥

দিকপতি প্রজ্ঞাদ চ্যবনের এই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত বচনে বলিতে লাগি-
 লেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবন্ ! ধরাতলে, গগনমণ্ডলে ও পাতালেই বা কোন্ কোন্ তীর্থ আছে, অনুরূপ
 পূর্ব্বক কীর্তন করুন ॥ ৩৬ ॥

চাবন উবাচ । পৃথিব্যাং নৈমিষঃ তীর্থম্ভুতং চ পুণ্যম্ । চক্রতীর্থং মহাবাহো বসাতলা-
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ঐহ্য ভার্গববচো দৈত্যৈঃ সো মহামুনে । নৈমিষপুণ্যকাম্যোত্তমানবানি-
দমব্রতীঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রজ্ঞাদি উবাচ । উত্তীর্ণঃ গমিষ্যামঃ স্নাতুং তীর্থং হি নৈমিষং । ভ্রুকামঃ পুণ্ডরীকাকং
পীতবাসসমচূতঃ ॥ ৩৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তা দানবেন্দ্রেণ সর্বে বৈ দৈত্যাদানবঃ । চক্রদোণমতুলং নির্জগ্মুশ্চ
বসাতলাং ॥ ৪০ ॥ তে সমভোতা দৈত্যেয়া দানবাস্চ মহাবলাঃ । নৈমিষারণ্যমগম্য স্নানং চক্ৰ-
মুদাধিতঃ ॥ ৪১ ॥ ততো দ্বিতীশ্বরঃ স্রীমান্ মুগ্ধঃ স চচার হ । চবন্ স্রস্বতীং পুণ্যং দদর্শ বিম-
লোদকাম্ ॥ ৪২ ॥ তস্মাৎ স্রস্বতীশাখং শালবৃক্ষং শবৈশ্চিতম্ । দদর্শ বাণানপরাণ্ মুখে লগ্নান্
পরস্পরম্ ॥ ৪৩ ॥ ততস্তাভুতাকায়ান্ বাণান্নাগোপবীতকান্ । দৃষ্ট্বা হস্তবস্ত্রা চক্রে ক্রোধঃ
দৈত্যেশ্বরঃ কিল ॥ ৪৪ ॥ স দদর্শ ততো দূরাৎ কৃষ্ণাজিনপবিত্রমুনী । সমুন্নতজটাবারো তপস্তা-
সক্তমানসো ॥ ৪৫ ॥ তস্মৈ শ্চ পার্শ্বদ্যেদিব্যো ধনুর্ঘৌ লক্ষণা যুগে শাঙ্গমাজগবৈকৈব অক্ষয়ৌ
চ মহেশ্বরৌ ॥ ৪৬ ॥ তৌ দৃষ্ট্বামগ্নত হৃদা দাস্তিক্যাবিত দানবঃ । ততঃ প্রোবাচ বচনং তাবুভৌ
পুরুষোত্তমৌ ॥ ৪৭ ॥ কিং ভবন্ত্যং সমারকাদন্তো ধর্মবিনাশনঃ । ক তপঃ ক জটাবারঃ
কচেমৌ প্রববাসুধৌ ॥ ৪৮ ॥ অথোবাচ নর দৈত্যঃ ক তে চিত্তা দ্বিতীশ্বর । সামর্থ্যে সতি যৎ
কার্যং তৎ সম্পদ্যোত তস্মিহি ॥ ৪৯ ॥ অথোবাচ দ্বিতীশন্তো ক শক্তিষু বোধ্যরিহ । যদ্বি তিষ্ঠতি

চাবন কহিলেন হ মহাবাহো । পৃথিবীতে নৈমিষ অন্তবিক্ষেপে পুণ্য, এবং বসাতলে চক্র-
তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন হ মহামুনে । ভার্গবেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যবাজ প্রজ্ঞাদি নৈমিষ-
তীর্থে গমন করিতে উদ্যত হইয়া দৈত্যদিগকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া, নৈমিষ
তীর্থে স্নান করিতে গিয়াইব । তথায় পীতবসন, অচ্যুত পুণ্ডরীককে দর্শন করিব ॥ ৩৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেন্দ্রে এইপ্রকার কহিলে দৈত্যাদানব সকলেই অতুল উদ্যোগে প্রবৃত্ত
ও বসাতল হইতে বিনির্গত হইল ॥ ৪০ ॥ তাহাবা সকলেই মহাবল । নৈমিষারণ্যে আগমন
করিয়া হর্ষভবে স্নান করিল ॥ ৪১ ॥ অনন্তর দ্বিতীশ্বর স্রীমান্ মুগ্ধব প্রজ্ঞাদি মগ্ধাব প্রবৃত্ত হইয়া,
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে নিম্নলজ্জলশালিনী পবন পত্রে সবস্রতীবে অবলোকন কবি-
লেন ॥ ৪২ ॥ তাহাব অদূরে শবপবম্পবায় পবিত্র প্রকাণ্ড শাখাবেষ্টিত শালবৃক্ষ দেখিতে
পাইলেন । পরস্পর মুখে সংলগ্ন অগ্ন্যন্ত বাণ সকলও তাহাব দর্শনপথে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥
তিনি সেই অভুতাকৃতি, নাগোপবীতক শব সকল সন্দর্শন করিয়া, অতুল ক্রোধের বশবর্তী
হইলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তিনি দূর হইতে কৃষ্ণাজিনপবিত্র মুনিদ্বয়কে দর্শন করিলেন । তাহা-
দের জটাবার সমুন্নত, মন তপোমুঠানে সন্নিহিত ॥ ৪৫ ॥ তাহাদেব পার্শ্বদ্যে শাঙ্গ ও আজগব
নামে সুলক্ষণলক্ষিত দিব্য ধনুর্ঘ্য ও অক্ষয় ভূগীরদ্বিত্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । তাহাদিগকে
তদবস্থ দর্শন করিয়া, উভয়কেই দাস্তিক বলিয়া প্রজ্ঞাদেব প্রতীতি জন্মিল । তখন, তিনি
সেই পুরুষোত্তম নব ও নাবায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ তোমরা কি উভয়ে
ধর্মবিনাশন, দুষ্টাকৃতি প্রবৃত্ত হইয়াছ ? কেননা, তপস্তা কোথায়, জটাবার কোথায় ? আর
ঈশ্বর্য্য অতিশ্রেষ্ঠ আয়ুধদ্বয়ই বা কোথায় ? ॥ ৪৮ ॥

নর কহিলেন দ্বিতীশ্বর । তোমার চিত্তার বিষয় কি ? সামর্থ্য থাকিলে, যাহা কবা যায়,
তাহাই তাহার সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

দৈত্যৈঃ ধর্মসেতু প্রবর্তকৈঃ ॥ ৫০ ॥ নরস্তঃ প্রভুত্বাৎ অস্তিত্বাৎ শক্তির্জ্ঞানং । ন কশ্চিচ্ছ-
ক্ৰুয়াদ্ভ্যুতং নরনারায়ণৌ নৃধি ॥ ৫১ ॥ দৈত্যেশ্বরস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রতিজ্ঞামাকরোহ চ । যথা
কথঞ্চিৎপ্রবাসি নরনারায়ণৌ যথৈ ॥ ৫২ ॥ ইত্যেবমুক্ত্য রচনং মহাত্মা দিতীশ্বরঃ স্থাপ্য বলং
বনাভ্যে । বিত্ততা চাপং গুণমাবিক্রয্য তলধ্বনিং ঘোরতরঞ্চ চ ॥ ৫৩ ॥ ততো নরস্বাজগৎ
চাপমানম্য বাণ ন বহুজিতাশ্রয়ান্ । যুযোচ তান প্রতীকৈঃ পৃথকৈকশিচ্ছেদ দৈত্যান্তপনীরপুটৈঃ ॥ ৫৪ ॥
হিমান্ সমীক্যাম নরঃ পৃথকান্ দৈত্যো বধেণাশ্রিত্য যেন সংগরে । ক্রুদ্ধঃ সমানম্য মহাধনুস্ততো
যুযোচ চাত্তান্ বিবিধান্ পৃথকান্ ॥ ৫৫ ॥ একং নরো যৌ দিতীজেশ্বরশ্চ ত্রীন্ ধর্মস্বনুচতুরে ।
দিতীশঃ । নরস্ত বাণান্ প্রযুযোচ পঞ্চ বড়ৈঃ শরৈঃ । নিশিগান্ পৃথকান্ ॥ ৫৬ ॥ স চ ধিমুখো
ষিচতুশ্চ দৈত্যো নরস্ত বটত্রিংশি চ দৈত্যানুধ্যাঃ । বটপঞ্চ চাত্তৌ নব বট নরেন দ্বিসপ্ততিং দৈত্যপতিঃ
সসর্জ ॥ ৫৭ ॥ শঃ নরস্ত্রিংশি শতানি দৈত্যঃ ন ধর্মপুত্রো দশ দৈত্যরাজঃ । ততোধসংখ্যায়-
তরান্ হি বাণান্ যুযোচ তুষ্ঠৌ সুভূষণং হি কোপাৎ ॥ ৫৮ ॥ ততে নরো বাণগণৈরসংখ্যায়বাস্তবভূমি-
মধো দিশঃ ধং । স চাপি দৈত্যেশ্বরঃ পৃথকৈ চাচ্ছেদ বেগান্তপনীরপুটৈঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ পত-
জিহ্বাবীরৌ সুভূষণং নবদানবৌ । তদা বরাহমুদ্রিতাং ঘোররূপৈঃ পরম্পরাম্ ॥ ৬০ ॥ ততস্ত-
দৈত্যেন বরাহপাণনা চাপে নিযুক্তস্ত পিতামহস্যং । নরস্ত চাপে পরমায়ুধে পুনর্বীরো নারায়ণ-
মহমুগ্ধম্ ॥ ৬১ ॥ মহেশ্বররাজঃ পুরুষোত্তমেন সমং সমাহত্য নিপেততুষ্ঠৌ ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মাঙ্কে তু

তখন প্রহ্লাদ তাঁহাদের উভয়কেই কহিলেন, ধর্মসেতুপ্রবর্তক দৈত্যোন্দ্র আমি বিদ্যমান
কিতে, তোমাদের আবার সামর্থ্য কি ॥ ৫০ ॥

নর তাহাঁরে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা উভয়েই প্রচণ্ডশক্তিবিশিষ্ট । কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে
আমাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে ॥ ৫১ ॥ তখন দৈত্যেশ্বর জাতক্ৰোধ হইয়া, প্রতিজ্ঞা
করিলেন, যে কোনরূপে হউক, নরনারায়ণকে যুদ্ধে জয় করিব ॥ ৫২ ॥ এইপ্রকার বচনবিত্তাস
পুরসং মহাত্মা দিতীশ্বর বনাভ্যে সৈন্য সকলকে ব্যাহিত, শরাসন বিতত ও গুণ আবিষ্কৃত করিয়া,
ঘোরতর তলধ্বনি করিলে ॥ ৫৩ ॥ নর আজগব ধনু আনমিত কবিয়া, ভুরি ভুরি সিঁতাশ্র শর
মোচন করিতে লাগিলেন । দৈত্যপতি ক্রুদ্ধপুঞ্জ অপ্রতিম বাণ সকল প্রয়োগ করিয়া, তৎসমস্ত
ছেদন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ যুদ্ধে অপ্রতিম দৈত্যপতি শর সকল ছিন্ন করিলে, তাহা দর্শন করিয়া,
নর ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাধনু আনমিত করত, অন্তর বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥
তিনি একতর শর প্রয়োগ করিলে, প্রহ্লাদ শরদ্বয় মোচন করেন । এইরূপ তিনি শরত্রয় মোচন
করিলে, প্রহ্লাদ শরচতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন । পুনশ্চ, তিনি পঞ্চ শর প্রক্ষেপ করিলে,
প্রহ্লাদ সুশাণিত ছয় শর নিয়োগ করেন । পুনরায় সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ নব ছয় শর প্রয়োগ করিলে,
দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁহার উদ্দেশে নয় শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । নর পুনর্বাণ বটত্রিংশ শর মোচন
করিলে, দৈত্যপতি দ্বিসপ্ততি বাণ প্রয়োগ করেন ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ এবং নর একশত শর মোচন করিলে,
দৈত্যেশ্বর তিনশত ও নর ছয়শত প্রয়োগ করিলে, দৈত্যপতি দশশত বিসর্জন করেন । অনন্তর
উভয়ে অতিমাত্র রোষভরে অসংখ্যতর শর মোচন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ঐ সময়ে নর অসংখ্য
শরজালে ভূমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল ও আকাশমণ্ডল, সমুদায় আচ্ছন্ন করিলে, দৈত্যপতি বেগভরে
ভগ্ননীরপুঞ্জ শরসমূহ সন্ধান করিয়া তৎসমস্ত ছেদন করিয়া, ফেলিলেন । ৫৯ ॥ তাহাঁরা
উভয়েই অতিমাত্র বীর্যশালী । উভয়ে ঘোররূপ শর ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রপ্রয়োগ সহকারে পরস্পর
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর বরাহপাণি দৈত্যপতি শরাসনে ব্রহ্মাঙ্ক সংযোজিত
করিলে, নরও পরমায়ুধ ধনুতে উগ্র নারায়ণ সজ্জিত করিলেন ॥ ৬১ ॥ সেই পুরুষোত্তম কর্তৃক
মহেশ্বররাজ প্রযোজিত হইলে, উভয় অস্ত্র সমাহত হইয়া, যুগপৎ পতিত হইল ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মাঙ্ক

অশমিত্তে প্রহ্লাদঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ । গদাং গ্রহণং তদা । প্রচক্ষত রথোত্তমাং ॥ ৬৩ ॥ গদাপাশিঃ
সমাস্তং দৈত্যং নারায়ণস্তদা । দৃষ্ট্ৱা তৎপৃষ্ঠতলং নরং যোদ্ধুমানাঃ নয়ম্ ॥ ৬৪ ॥ ততো
দিভীশঃ সগনঃ সমাজবৎ নগাশ্ববাহুঃ তপনাং নিধানম্ । খাতং পুরাণর্ষিভূতাবিক্রমং নারায়ণং
নারদ লোকপালম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদশুদ্ধং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । শাক্ষপাণিনমাস্তুঃ দৃষ্ট্বাথে দানবেশ্বরঃ । পরিভ্রাম্য গদাং বেগান্মুচ্ছিত
সাগমভাড়াৎ ॥ ১ ॥ তাক্ষিতবাহুং গদয়া ধর্মপুত্রস্য নারদ । নেত্রাভ্যামপতহারি বহুবর্ষনিভং
ভূবি ॥ ২ ॥ মুচ্ছিত নারায়ণস্যাপি সা গদা দানবার্পিতা । জগাম শতধা ব্রহ্মন্ শৈলসঙ্গে যথা-
শনিঃ ॥ ৩ ॥ ততো নিবৃত্তা দৈত্যেন্দ্রঃ সমাস্তায় রথং ক্রতম্ । আদায় কাম্যকং বীরস্তৃণাঘাৎ
সমাদদে ॥ ৪ ॥ আনম্য চাপং বেগেন গার্কপত্রান্ শিলীমুখান্ । মৃগোচ সাধায় তদা ক্রোধাক্রী-
কৃতমানসঃ ॥ ৫ ॥ তানাপতত এবাশ্ব বাণাংশ্চ ব্রাহ্মণানিভান্ । চিচ্ছেদ বাণৈরপ্যৈর্নির্কীর্ণভেদ
চ দানবম্ ॥ ৬ ॥ ততো নারায়ণং দৈত্যো দৈত্যং নারায়ণঃ শরৈঃ । আবিধোতাং তদাক্রোভং
মর্ষভিভূতজিহ্বৈঃ ॥ ৭ ॥ ততোহধরে সংনিপাতো দেবানামভবন্মুনে । দিদৃক্ষণাং তদা
যুদ্ধং লঘুচিত্রং চ সূর্য চ ॥ ৮ ॥ ততঃ সুরাণাং হৃদুভাঃ স্ববাচস্ত মহামনাঃ । পুষ্পবর্ষমনৌপম্যং

বার্গ হইলে, প্রহ্লাদ ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, সবেগে রথ হইতে প্রকক্ষিত
হইলেন ॥ ৬৩ ॥ নারায়ণ প্রহ্লাদকে গদাহস্তে আগমন করিতে দেখিয়া, সনঃ যোদ্ধুকাম হইয়া,
নরকে তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে করিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে নারদ ! তখন দৈত্যপতি গদাহস্তে শাক্ষবাহু-
পাণি, তপোনিধি, উদারবিক্রম, লোকপতি ও পুরাণ ঋষিনামে বিখ্যাত নারায়ণের অভিমুখে
সবেগে সমাগত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদশুদ্ধং নামক সপ্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

দানবেশ্বর শাক্ষপাণি নারায়ণকে সম্মুখে সমাগত দর্শন করিয়া, সবেগে গদাঘর্ষণপূর্বক
তদীয় মস্তকে আঘাত করিল । হে নারদ ! গদা দ্বারা তাড়িত হওয়াতে, তাহার নয়নযুগল
হইতে অগ্নিবৃষ্টির নদৃশ সলিল নিপতিত হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মন্ ! শৈলশৃঙ্গে অশনি যেমন,
নারায়ণের মস্তকে দানবেশ্বের গদা তেমন, অর্পিত মাত্র শতধাও বিভক্ত হইয়া গেল ॥ ৩ ॥
তদর্শনে দৈত্যেন্দ্র নিবৃত্ত ও সত্বরে রথে অবিক্রত হইয়া, কাম্যকগ্রহণ ও ভূগীর হইতে শর উদ্ধরণ
করিলেন ॥ ৪ ॥ এবং শরাশন আনমন করিয়া, বেগাবিকরণপুরঃসর ক্রোধাক্রীকৃত মানসে
গার্কপত্র শর সকল তাহার উদ্দেশে মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ নারায়ণ আপতনসম-
য়েই সেই গার্কপত্র শরসমূহ আশু ছেদন ও অপর বাণসমূহে দৈত্যপতিকে নির্ভিন্ন করিলেন ॥ ৬ ॥
অনন্তর দৈত্য নারায়ণকে ও নারায়ণ দৈত্যকে, এইরূপে উভয়ে উভয়কে মর্ষভেদী শরসমূহে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ ঐ সময়ে তাহাদের সেই লঘু, চিত্র ও সূর্য্যভাবাপন্ন যুদ্ধ দর্শন
করিবার অভিলাষে অঙ্গরথদেশে অমরগণ সমবেত হইলেন ॥ ৮ ॥ এবং মহাশ্বিন হৃদুভি সকল
সমাক্ষরূপে নিনাদিত করিয়া, নারায়ণ ও দৈত্যের উদ্দেশে অল্পপন পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে

মুখ্যঃ সাধ্যদৈত্যৈঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ পশুংহ দৈত্যৈর্গগনেষু ভাবুভৌ । অযুধ্যোতাং
মহেশ্বরো প্রেক্ষকপ্ৰীতিবর্জনঃ ॥ ১০ ॥ ববজ্জুহুদাক্ষশস্তাবুভৌ শরবৃষ্টিভিঃ । দিশশ্চ বিদিশৈশ্চৈকাদ্রেতাঃ শরোংকটৈঃ ॥ ১১ ॥ ততো নারায়ণচাপং সমাকৃষ্য মহামুনে । বিভেদ
মার্গৈশ্চৌকৈঃ ব্রহ্মাঙ্গং সর্ষমর্ষহ ॥ ১২ ॥ তদা দৈত্যেশ্বরঃ ক্রুদ্ধচাপমানমা বেগবান্ ॥
বিভেদ জদরে বাহ্মোর্ধ্বদনে চ নরোত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ ততোস্যাভৌ দৈত্যপতিঃ কাম্বুকংমুষ্টিবন্ধনাং ।
চিচ্ছেদৈকেন বাণেন চন্দ্রাঙ্গীদারবর্জনা ॥ ১৪ ॥ অপণাত ধনুর্হিঙ্গং চাপমানার চাপরম্ ।
অধিষ্ঠাং লাঘবাং কৃত্বা ববর্ষ নিশিতান্ শরান্ ॥ ১৫ ॥ তানপ্যস্তং শরাসাধ্যাশ্চিহ্না বাটৈরবাকিরং ।
কাম্বুকং চ কুরপ্ৰেণ চিচ্ছেদ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ হিঙ্গং হিঙ্গং ধনুর্দৈত্যজুহুদগং
সমাদদে । সমাদত্তত্তদা সাধ্যো মুনে চিচ্ছেদ লাঘবাং ॥ ১৭ ॥ সংচ্ছিন্নেষু চাপেষু জগ্রাহ
দিত্তিজেশ্বরঃ । পরিঘং দাক্ষণং দীর্ঘং সর্ষলে হমঘং দৃঢ়ং ॥ ১৮ ॥ পরিগৃহ্যথ পবিঘং
ভ্রামরামাসি দানবঃ । ভ্রাম্যমাণং স চিচ্ছেদ নারাচেন মহামুনে ॥ ১৯ ॥ হিঙ্গ্রে তু পরিঘে ক্রীমান
প্রহ্লাদো দানবেশ্বরঃ । মুদগং ভ্রাম্য বেগেন প্রচিক্ষেপ নরোত্তমে ॥ ২০ ॥ তমাপতন্তং
বলবান্মার্গৈর্দশভির্মুনে । চিচ্ছেদ দণবা সাধ্যাঃ ন জিহ্নেস্তপতন্তুবি ॥ ২১ ॥ মুদগবে
বিভধে জাতে পাশমাদার বেগবান্ । প্রচিক্ষেপ নরাগ্রায তঞ্চ চিচ্ছেদ বর্ষহঃ ॥ ২২ ॥ পাশে ভিন্নে
ততো দৈত্যৈঃ শক্তিমায়া চিক্ষিপ । তঞ্চ চিচ্ছেদ বলবান্ কুবপেণ মহাতপঃ ॥ ২৩ ॥ হিঙ্গ্রে

লাগিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর দৈত্যগণও আকাশ আশ্রয় কবিয়া এই বাপাব অবলোকন কবিত্তে
প্রবৃত্ত হইলে নাবায়ণ ও প্রহ্লাদ উভয়েই মহাবলু গ্রহণ কবিয়া দণকগণের প্রীতিবর্জন পূর্বক
যুদ্ধ আৰম্ভ কবিলেন ॥ ১০ ॥ এবং শরবৃষ্টি সহকায়ে আকাশ কন্দ এবং দিক ও বিদিকসমূহ
সমাক্রম কবিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ হে মহামুনে । ঐ সময়ে নাবায়ণ শবাসন আকাশ কবিয়া,
তীক্ষ্ণমার্গণবিসর্জনপূর্বক প্রহ্লাদেব সমুদায় মন্ত্রপ্রদেহ বিদ্যাবিত কবিলেন ॥ ১২ ॥ তখন সেই
দৈত্যপতিও বোমাবিষ্ট হইয়া সবেগে শবাসন আনত কবিয়া, নবোত্তমের হৃদয় বদন ও দুই বাহু
বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩ ॥ নাবায়ণ বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত দৈত্যপতিব কাম্বুকেব মুষ্টিবন্ধ অঙ্কুরাক্রান্ত
এক শব দাবা ছিন্ন কবিয়া দিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রহ্লাদ তদবস্থ বনু দর্শন কবিয়া তৎক্ষণমাত্রে
অপব শবাসন গ্রহণ ও গযুহস্ততা প্রদর্শন সহকায়ে তাহাতে জ্যোয়োজনপূর্বক নিশিত শবসকণ
বর্ষণ কবিত্তে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ নাবায়ণ সেই শব সকলও ছেদন কবিয়া অনববত বাণবৃষ্টি
দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন ও ক্ষুব্ধপ্রহাবপূর্বক তাহা সেই কাম্বুক ও ছিন্ন কবিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬ ॥
এইরূপে তিনি বাবংবাব শবাসন ছেদন কবিলে দৈত্যপতিও পুনঃ পুনঃ অন্ত বনু গ্রহণ কবিত্তে
লাগিলেন । হে মুনে । প্রহ্লাদ যতবাবই বনু গ্রহণ কবিলেন, নাবায়ণ ততবাবই হস্তলাঘব প্রদর্শন
পূর্বক তাহা ছেদন কবিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে সমুদায় শবাসন ছিন্ন হইলে, দিত্তিজেশ্বর
সর্ষলোহমঘ, দীর্ঘ, দাক্ষণ, দৃঢ় পবিঘ গ্রহণ কবিলেন ॥ ১৮ ॥ সেই পবিঘ গ্রহণ কবিয়া যেমন
ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে নারায়ণ নারাচ দাবা তাহা ছেদন কবিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯ ॥
হে মহামুনে । পরিঘ ছিন্ন হইলে, দৈত্যেশ্বর ক্রীমান প্রহ্লাদ বেগভাবে মুদগব ভ্রামিত কবিয়া,
নারায়ণের উদ্দেশে প্রযোগ করিলেন ॥ ২০ ॥ মুনে । মহাবল নাবায়ণ সেই আপতমান
মুদগব নেত্রগোচর কবিয়া, দশ বাণে দশ ধণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তখন মুদগব ছিন্ন হইয়া,
ধরাতল আশ্রয় করিল ॥ ২১ ॥ মুদগর ব্যর্থ হইলে, পাশাঙ্গ গ্রহণ কবিয়া, নারায়ণের উপরি
প্রক্ষেপ ও সেই ধর্ম্মনন্দন নারায়ণও তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন ॥ ২২ ॥ পাশ ছিন্ন
হইলে, দৈত্যপতি শক্তি গ্রহণ কবিয়া, নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল মহাতপাঃ নারায়ণ কুরপ-
প্রয়োগে তাহাও ছিন্ন কবিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩ ॥ ঐ সকল শর ছিন্ন হইলে, দৈত্যপতি অকৃত

তেষু শস্ত্রেষু দানবোত্তমহঙ্করঃ । সমাদায় ততো বাণৈরবতস্তার নারদ ॥ ২৪ ॥ ততো নারায়ণো
দেবো দৈত্যনাথঃ জগদগুরুঃ । নার্যাচেনাঞ্চনানাথ হৃদয়েহম্বরতাপনঃ ॥ ২৫ ॥ স ভিন্নহৃদয়ো
ব্রহ্মন্ দেবেনাদ্ভুতকর্মণা । নিপপাতয়থোপস্থে তমপোবাহ সারথিঃ ॥ ২৬ ॥ স সংজ্ঞাচ্চিহ্নেণৈব
প্রতিলভ্য দিতীর্থরঃ । স্মৃদৃঢ়ং চাপমাদায় ভূয়ো যোদ্ধুংপাগতঃ ॥ ২৭ ॥ তমাগতং সন্নিরীক্ষ্য প্রত্যা-
বাচ নরাগ্রজঃ । গচ্ছ দৈত্যোক্ত বোৎস্যামঃ প্রাতঃস্নাত্বাহ্নিচমাচর ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তো দিতীগন্ত
সাধ্যোনাভুতকর্মণা । জগাম নৈমিষারণ্যং ক্রিয়াং চক্রে তদাহ্নিকীম্ ॥ ২৯ ॥ এবং যুধ্যতি-দেবে চ
প্রজ্ঞাদোধান্মরমুনে । রাত্রৌ চিন্তয়তে যুদ্ধে কথং জেয্যামি দান্তিকম্ ॥ ৩০ ॥ এবং নারায়ণে-
নাসৌ মহাযুধ্যত নাবদ । দিব্যং বর্ষসহস্রম্ দৈত্যো দেবং ন চাজয়ৎ ॥ ৩১ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে
হজিতে পুরুষোত্তমে । পীতবাসসমভ্যোত্য দানবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ কিমর্থং দেবদেবেশ
সাধ্যং নারায়ণং হরিম । বিজ্ঞেতুং নাদাশ ক্রেমি এতন্মে কারণং বদ ॥ ৩৩ ॥

পীতবাসা উবাচ । হৃর্জয়োহসৌ মহাবাহুস্বয় প্রজ্ঞাদ ধর্মজঃ । সাধ্যো বিপ্রবরো ধীমান
মুখে দেবান্মুরৈরপি ॥ ৩৪ ॥

প্রজ্ঞাদ উবাচ । বদ্যসৌ হৃর্জয়ো দেব ময়া সাধ্যো বণাজিরে । তৎ কথং যৎ প্রতিজ্ঞাতং
তদসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ তেন প্রতিজ্ঞো দেবেশ কথং জীবেত মাদৃশঃ । তস্মাৎ তবাশ্রতো
বিক্ষেপ করিষ্যে কাষশেষণম্ ॥ ৩৬ ॥

মহাবনু গ্রহণ কবিয়া শবপবম্পবা প্রায়াগপূর্কক নাবাষণকে আচ্ছন্ন কবিয়া তুলিলেন ॥ ২৪ ॥
নাবদ । তখন জগন্নাথ ভগবান নাবাষণ নাবাচ নিক্ষেপ কবিয়া, তদীয় হৃদয় অহত কবিলেন ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মন্ । এইকপে অভুতকর্ম্ম নাবাষণ হৃদয় বিদ্যাবিত কবিলে, দৈত্যপতি বথোপস্থে নিপতিত
হইলেন । তদর্শনে সারথি তাঁহাবে বণস্থল হইতে অপবাহিত কবিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর দিতিজেশ্বর
অচিবকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ কবিয়া, স্মৃদৃঢ় শবাসন গ্রহণপূর্কক পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত
হইলেন ॥ ২৭ ॥

নাবাষণ তাহাবে যুদ্ধার্থ উপাগত অবলে কন কবিয়া বলিতে লাগিলেন, দৈত্যোক্ত । প্রাতঃকাল
উপস্থিত । অতএব গমন কবিয়া, আহ্নিক সমাবান কব । পবে যুদ্ধ কব, যাইবে ॥ ২৮ ॥ বিচিত্র-
কর্ম্ম নাবাষণ এইপ্রকার বচন প্রয়োগ কবিলে, দৈত্যপতি নৈমিষারণ্যে গমন কবিয়া, আহ্নিক-
কৃত্য সংবিধান কবিলেন ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মন্ । নাবাষণ ঐকপে যুদ্ধ কবিত লাগিলে, দৈত্যপতি
চিন্তাপবাষণ হইলেন । বাত্রি উপস্থিত হইলে তাহাব হৃদয়ে এইকপ ভাবনার সঞ্চাব
হইল, কিকপে দান্তিককে জয় কবিব ॥ ৩০ ॥ নাবদ । এইকপে নাবাষণেব সহিত দিব্যবর্ষসহস্র
যুদ্ধ কবিয়াও, দৈত্যপতি কোনমতেই জয়লাভ কবিতে পাবিলেন না । অনন্তর বর্ষসহস্রপর্যাব-
সানেও নাবাষণ পবাজিত না হওয়াতে, দানববাজ ভগবান বিষ্ণুব সমীপস্থ হইয়া, কহিতে লাগি-
লেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ হে দেবদেবেশ । আমি কিকাবেণে আজিও নাবাষণকে জয় কবিতে
পাবিলাম না বলিতে আজ্ঞা দিক ॥ ৩৩ ॥

পীতবাসা কহিলেন, প্রজ্ঞাদ । ধর্ম্মনন্দন মহাবাহু নাবাষণকে জয় কবা তোমাব কার্য্য
নহে । দেবান্মুরগণও যুদ্ধে সেই শ্রীমান দ্বিজাগ্রগণ্য নাবাষণকে জয় কবিতে সমর্থ নহেন ॥ ৩৪ ॥

প্রজ্ঞাদ কহিলেন, দেব । যদি বনাজনে সেই নাবাষণকে জয় কবা আমাব সাধ্য না হয়,
তাহা হইলে, আমি যে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছি, তাহা কিকপে মিথ্যা হইবে ॥ ৩৫ ॥ হে দেবেশ ।
প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে, মাদৃশ ব্যক্তি কিকপে প্রাণধাবণে সমর্থ হইবে । এই কাবণে, হে বিক্ষো !
আপনার সমক্ষে আমি শবীৰ শোষণ কবিব ॥ ৩৬ ॥



পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তা বচনং দেবাণ্যে দানবেশ্বরঃ । শিরঃশ্রাত্তদা তদ্বৌ গৃণন্
ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥ ততো দৈত্যপতিঃ বিষ্ণুং পীতবাসাত্রবীৰ্চচঃ । গচ্ছ জেব্যাসি ভক্ত্যা তং ন
যুজ্যেত সনাতন ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । অসৌ যদ্যজয়ো দেব ত্রৈলোক্যোদপি সূত্রত । ন হ্যাতুং ত্বৎপ্রসাদেন শকাং
কিমুক্ত যোষতঃ ॥ ৩৯ ॥ মরাজিতং দেবাদেব ত্রৈলোক্যমপি সূত্রত । জিতোরং ত্বৎপ্রসাদেন শত্রুঃ
কিমুক্ত ধর্মজঃ ॥ ৪০ ॥

পীতবাসা উবাচ । মোহহং দানবশার্দূল লোকানামমুক্তকংপর্য । ধর্মপ্রবর্তনার্থায় তপশ্চর্য্যায়
সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥ তন্মাদ্যদীচ্ছসি জরস্তুমারাদয় দানব । তং পরাজেব্যাসে ভক্ত্যা তন্মাদুশ্রয়
ধর্মজম্ ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তঃ পীতবস্ত্রেণ দানবেজ্ঞো মহাস্থনা । অত্রবীৰ্চচনং দৃষ্টঃ সমাহরা-
ক্ষকং মুনে ॥ ৪৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । দৈত্যাস্ত দানবাস্টেব পরিপাল্যাস্তরাক্ষক । ময়োৎসৃষ্টমিদং বাজাং
প্রভীচ্ছ ত্বং মহীভুজ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেবমুক্তো অগ্রাহ রাজ্যং হৈরণ্যালোচনঃ । প্রহ্লাদোহপি তদা
গচ্ছন্ পুণ্যং বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৪৫ ॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং নরঞ্চ দিতিজেশ্বরঃ । কৃতাজলিপুটো
ভূত্বা ববন্ধে চরণৌ তয়োঃ ॥ ৪৬ ॥ তন্মুবাচ মহাতেজা বাক্যং নারায়ণোব্যয়ঃ । কিমর্থং প্রণতো-
সীহ সামুজ্জিতা মহাস্থর ॥ ৪৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । কস্তাং জেতুং প্রভো শত্রুঃ কস্তন্তঃ পুরুষোহধিকঃ । ত্বং হি নারায়ণোহনন্তঃ

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যপতি প্রহ্লাদ বিষ্ণুব সমক্ষে এইপ্রকার বাক্য বিজ্ঞাস কবিয়া, তৎক্ষণাৎ
শিরঃশ্রাত্তদা সনাতনব্রহ্মজপসহকারে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তদর্শনে পীতবসন বিষ্ণু
দৈত্যপতিকে কহিলেন, যাও, ভক্তি দ্বারা তাহাবে জয় কবিবে যুদ্ধ কবিয়া কখন জয় কবিতে
পারিবে না ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দেব ! ত্রিভুবনে কেহই যদিও তাহাবে জয় কবিতে সমর্থ নহে, তথাপি
তোমার রোষেব কথা কি, তোমাব প্রসাদেও ঈতিহাস আমাব সমক্ষে কখনই অবস্থিতি কবিতে
পারিবেন না ॥ ৩৯ ॥ দেবন, আমি ভবদীয় অনুগ্রহে ত্রিভুবন ও ইন্দ্রকেও জয় কবিয়াছি ।
অতএব ধর্মজনন যতই কেন সামর্থ্য সম্পন্ন হউন না, অবশ্যই তাঁহাকে জয় কবিব ॥ ৪০ ॥

পীতবাসা কহিলেন, হে দানবশার্দূল ! তামিই সেই নাৰায়ণরূপে লোক সকলেব প্রতি করুণা-
প্রকাশপুরঃসব ধর্মোব প্রবর্তনার্থ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৪১ ॥ অতএব, হে দানব ! যদি
জয় প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, তাঁহার আবাধন কব । ভক্তি দ্বারা অবশ্যই তাহাবে জয় করিতে
পারিবে । অতএব তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা পীতবাসা এইরূপ কহিলে, দানবেন্দ্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অন্ধককে
আহ্বান করিয়া, বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ হে অন্ধক ! আপনি দৈত্য ও দানবগণের পরিপালন
করুন । আমি এই রাজ্য উৎসর্গ করিলাম । হে অধীপতে ! আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৪৪ ॥
হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, রাজ্যগ্রহণ করিলে, প্রহ্লাদ পরমপবিত্র
বদরিকাশ্রমে গমন ॥ ৪৫ ॥ এবং দেব নারায়ণ ও নব উভয়কে অবলোকন করিয়া, কৃতাজলি-
পুটে উভয়েরই চরণ বন্দন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তদর্শনে অবিদ্যাবান মহাত্মা নারায়ণ তাঁহারে কহিলেন, হে মহাস্থর ! আমাকে জয়না করিয়া
কিহন্ত প্রণাম করিতেছ ? ॥ ৪৭ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে প্রভো ! কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জয় করিতে পারে ? কোন্ ব্যক্তিই

পৌতবাসা জনার্দনঃ ॥ ৪৮ ॥ হং দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিষ্ণুঃ শাস্ত্রচাপধর । হমবারো মহেশানঃ
শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ হাং যোগিনশ্চিত্তয়ন্তি চার্চয়ন্তি মনীষিনঃ । অপস্মি স্নাতকাস্থাং
চ যজন্তি হাং চ যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৫০ ॥ হমচ্যুতো হৃষীকেশচক্রপাণিধরাধরঃ । মহামীনো হয়-
শিরাস্তমেব বরকচ্ছপঃ ॥ ৫১ ॥ হিরণ্যাক্ষরিপুঃ শ্রীমান্ ভগবান্ কার্ণাশূকরঃ । মৎপিতুর্নাশ-
মকরোৰ্ভগবানপি কেশরী ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মা ত্রিনেত্রোহমররাড়হুতাশঃ শ্রেতাধিপো নীরপতিঃ সমীরঃ ।
সূর্যো মৃগাক্ষোচলজঙ্গমাদ্যো ভবান্ বিভো নাথ খগেন্দ্রকেতো ॥ ৫৩ ॥ হং পৃথ্বী জ্যোতিরাকাশ-
জলভূত্বা সহস্রশঃ । হৃদা ব্যাপ্তং জগৎ সৰ্বং কল্পাং জেয্যতি মানব ॥ ৫৪ ॥ ভক্ত্যা যদি হৃষীকেশ
তোষমেতি জগদ্দুরো । নান্তথা হং প্রশস্তোসি জেতুঃ সৰ্বগতোবারঃ ॥ ৫৫ ॥

ভগবানুবাচ । পরিতুষ্টোন্মি তে দৈত্য স্তবেনানেন স্তবত । ভক্ত্যা হনন্তয়া চাহং হৃদ্যা
দৈত্য পরাজিতঃ ॥ ৫৬ ॥ পরাজিতশ্চ পুরুষো দৈতান্ দণ্ডং প্রযচ্ছতি । দণ্ডার্থং তে প্রদান্তামি বরং
বৃণু যমিচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । নারায়ণ বরং যাচেযত্ত্বং মে দাতুমর্হসি । তন্মে পাপং লয়ং যাতু শারীরং
মানসং তথা ॥ ৫৮ ॥ বাচিকঞ্চ জগন্নাথ যত্না সহ যুধ্যতঃ । নরেন যদ্বাপ্যভবদ্বয়মেনং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫৯ ॥

নারায়ণ উবাচ । এবং ভবতু দৈত্যৈশ্চ পাপন্তে যাতু সংকরং । দ্বিতীয়ং প্রার্থয় বরন্তং
দদামি তবাস্থর ॥ ৬০ ॥

বা আপনার অপেক্ষা উৎকর্ষনম্পন্ন ? আপনি অনন্তরূপী নারায়ণ । আপনি পৌতবাসা জনার্দন ॥ ৪৮ ॥
আপনি দেব পুণ্ডরীকাক্ষ, আপনি শাস্ত্রচাপধর বিষ্ণু । আপনি অবিনাশী মহেশ্বর । আপনি
নিত্য বর্তমান পুরুষোত্তম ॥ ৪৯ ॥ যোগিগণ আপনার ধ্যান করেন ; মনীষিগণ আপনার
অর্চনা করেন ; স্নাতকগণ আপনার জপ করেন । এবং যাজ্ঞিকগণ আপনার যাজন করেন ॥ ৫০ ॥
আপনি অচ্যুত, হৃষীকেশ, চক্রপাণি ও ধরাধর । আপনি মহামৎগ, মহাকচ্ছপ ও হয়শির । ॥ ৫১ ॥
আপনি হিরণ্যাক্ষরিপু শ্রীমান্ ভগবান্ কার্ণাশূকর । আপনি আমার পিতার বিনাশকারী ভগবান্
নৃকেশরী ॥ ৫২ ॥ হে বিভো ! হে নাথ ! হে খগেন্দ্রকেতো ! আপনি ব্রহ্মা । আপনি মহাদেব :
আপনি ইন্দ্র ও অগ্নি । আপনি যম, বরুণ ও বায়ু । আপনি সূর্য ও চন্দ্র এবং আপনি স্থাবর
ও জঙ্গমাদ্য ॥ ৫৩ ॥ আপনি ক্ষিতাপ্তেজোমরুদব্যোম । আপনি সহস্র সহস্র মূর্তিতে আবি-
ভূত হইয়া, বিরাজ করিতেছেন । কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জয় করিতে পারে ? ॥ ৫৪ ॥ আপনি
হৃষীকেশ ও জগদগুরু । ভক্তি দ্বারা যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলেই, আপনাকে জয় করিতে
পারি । অতথা, আপনাকে জয় কর । কোননতেই সাধ্য নহে । আপনি সৰ্বগত ও বিনাশ-
রহিত ॥ ৫৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে স্তবত ! তোমার এই স্তব দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি । হে দৈত্য !
ভূমি এই অনন্ত ভক্তি দ্বারা আমারে জয় করিলে ॥ ৫৬ ॥ পরাজিত হইলে, তাহাকে দণ্ড
প্রদান করিতে হয় । এই কারণে আমি দণ্ডার্থ তোমাকে বর প্রদান করিব । যাহা অভিলাষ,
প্রার্থনা কর ॥ ৫৭ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি, হে নারায়ণ ! আমাকে তাহা দিতে
হইবে । হে জগন্নাথ ! আপনার সহিত ও নরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আমার যে শারীর, মানস
বাচিক পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার যেন লয় হয় । আমারে এই বর প্রদান করুন ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দৈত্যৈশ্চ ! যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা সিদ্ধ হইবে । তোমার পাপের
ক্ষয় হইবে । হে অস্থর ! অধুনা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর । তাহাও তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৬০ ॥

প্রজ্ঞাদ উবা । যা য় জায়েত মে বুদ্ধিঃ সা সা বিষ্ণো হৃদাশ্রিতা । দেবার্চনমে চ নিরতী
ব্রজিতা স্বপ্নপরা৷ ৬১ ॥

নারায়ণ উবাচ । এ ৎ ভাব্যতাস্মৈ বরমন্তং বামচ্ছান । তং বৃণাদ মহাবাহো প্রদান্যাম্য-
বিচারয়ন্ ॥ ৬২ ॥

প্রজ্ঞাদ উবাচ । সৰ্বমেব ময়া লকং স্বপ্নপ্রদাদদধোক্জ । ত্বংপাদপঙ্কজাভ্যাং হি
স্যাতিরম্ভ সঙ্গ মম ॥ ৬৩ ॥

নারায়ণ উবাচ । এবমস্তপরঞ্চাস্ত নিত্যমেবাক্ষরোবাযঃ । অগ্ররশ্চামরশ্চাপি মৎপ্রদাদা-
স্তিব্যাসি ॥ ৬৪ ॥ গচ্ছ ত্বং দৈত্যশার্দ্ধল সমাবাসং ক্রিয়ারতঃ । ন কৰ্ম্মবন্ধো ভবতো মচ্চিৎস্যা
ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥ প্রশাসয় দনুন্ দৈত্যান্ রাজ্যাং পালয় শাস্বতং । সজাতিসদৃশং দৈত্য কুরু ধৰ্ম্ম-
মবুত্তমম ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তো লোকনাথেন প্রজ্ঞাদো দেবমব্রবীৎ । কথং রাজ্যাং সমাদাসো
পরিত্যক্তং জগদ্গুরো ॥ ৬৭ ॥ তমুবাচ জগৎস্বামী গচ্ছ ত্বং নিজমাশ্রমম্ । হিতোপদেষ্টো
দৈত্যানাং দানবানাং তথা ভব ॥ ৬৮ ॥ নারায়ণেনৈবমুক্তঃ স তদা দৈত্যনাথকঃ ।
বিভূতষ্টো জগাম নগরম্বিজম্ ॥ ৬৯ ॥ দৃষ্টেঃ সভাজিতশ্চাপি দানকৈরক্কঃকন চ । নিমজ্জিতশ্চ
রাজ্যায় ন প্রৈত্যচ্ছৎ স নারদ ॥ ৭০ ॥ রাজ্যাং পরিত্যজ্য মহাস্থরেন্দ্রো অযোজয়ৎ সৎপথি দান-
বেজ্ঞান্ । ধায়ন্ স্ববন কেশবমপ্রমেয়স্তম্ভো তদা যোগবিমুক্তদেহঃ ॥ ৭১ ॥ এবং পূবা ন বদ

প্রজ্ঞাদ কহিলেন, হে বিষ্ণো । আমার যে যে বুদ্ধি উদয় হইবে, সেই সেই বুদ্ধিই
যেন তোমার আশ্রিত হয়, যেন দেবার্চনে নিরত হয় । এবং যেন ব্রজিতা ও স্বপ্নপরা
হয় ॥ ৬১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, অমর ! তাহাই হইবে । পুনরায় ইচ্ছানুসারে অস্ত্র বব প্রার্থনা কব ।
হে মহাবাহো । আমি কোনরূপ বিচার না করিষাই, তাহা প্রদান কবিব ॥ ৬২ ॥

প্রজ্ঞাদ কহিলেন, হে অধোক্জ ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায়ই লক হইয়াছে ।
আপনার পদারবিন্দেব আবাধন কবিয়াই যেন আমি সৰ্বদা প্রতিপন্ন হই ॥ ৬৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে । তদবাতীত, আবও হইবে । আমার প্রসাদে
তুমি নিত্য অক্ষয়, অব্যয়, অজব ও অমর হইবে ॥ ৬৪ ॥ অধুনা, হে দৈত্যেশ্বর । স্বকীয় নিলয়ে
গমন করিয়া, ক্রিয়াবত হও । আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে, তোমার কৰ্ম্মবন্ধসংঘটন হইবে
না ॥ ৬৫ ॥ অধুনা এই সকল দৈত্যেব শাসন কর ; শাস্বত রাজ্য পালন কব ; এবং সজাতি-
সদৃশ অনুত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কব ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, লোকনাথ নারায়ণ এইরূপ কহিলে, প্রজ্ঞাদ বলিতে লাগিলেন, হে জগদ-
গুরো ! আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি । কিরূপে তাহা সমাদান করিব ? ॥ ৬৭ ॥ জগৎস্বামী
তাহাঁরে কহিলেন, তুমি নিজ আশ্রমে গমন কর । এবং দৈত্য ও দানবগণের হিতোপদেষ্টা
হও ॥ ৬৮ ॥

নারায়ণ এইপ্রকার কহিলে, দৈত্যনাথক তাহাঁরে প্রণাম করিয়া, তুষ্ট হইয়া, নিজ নগরে
গমন করিলেন ॥ ৬৯ ॥ অন্ধক ও দানবগণ তাহাঁরে অবলোকন করিয়া, সভাজনপুংসর রাজ্য-
গ্রহণার্থ নিমজ্জন করিল । তিনি তাহাতে পরাভূত হইলেন ॥ ৭০ ॥ এইরূপে মেই মহাস্থরেন্দ্র
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দানবেজ্ঞদিগকে সৎপথে নিয়োজিত এবং সৰ্বদা অপ্রমেয়স্বরূপ কেশ-
বের স্মরণ ও মননে নিযুক্ত ও যোগবলে বিমুক্তদেহ হইয়া, অবস্থিতি করিলেন ॥ ৭১ ॥ নারদ !

দানবৈঃ সৈন্যেনোত্তমপুরুষেণ । পরাজিতশ্চাপি বিযুচ্য রাজ্যং তসৌ মনো ধাতয়ি
সন্নিবেশ্ত ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদবরপ্রদানো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । নেত্রহীনঃ কথং রাজ্যো প্রহ্লাদেনাঙ্ককো যুনে । অভিষিক্তো জানশ্চাপি
রাজধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । লক্চক্ষুরসৌ ভূয়ো হিরণ্যাক্ষেহপি জীবতি । ততোহভিষিক্তো দৈত্যেন
প্রহ্লাদেন নিজে পদে ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ । স চ রাজ্যোহভিষিক্তস্ত কিমাচবত সূত্রত । দেবাদিভিঃ সহ কথং সমাস্তে
তদদাঙ মে ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । রাজ্যোহভিষিক্তো দৈত্যেন্দ্রো হিরণ্যাক্ষদাক্ষকঃ । তপসারাদ্য দেবেশং
শূলপাণিঃ ত্রিলোচনম্ ॥ ৪ ॥ অজৈয়তমবধাৎ সুরসিদ্ধির্ষিপন্নগৈঃ । অদাহতঃ হতাশেন
অক্রেদ্যতঃ জলেন চ ॥ ৫ ॥ এবং স বরলক্শ্ব দৈত্যো রাজ্যমপালয়ৎ । শুক্রং পুরোহিতং কৃত্বা
সমাধায়েত ততোহঙ্ককঃ ॥ ৬ ॥ ততশ্চক্রে সমুদেবাগঃ দেবানামঙ্ককোহসুরঃ । আক্রম্য বসুধাং
সর্দান্ মনুজৈল্লান্ পরাজয়ৎ ॥ ৭ ॥ পরাজিত্য মহীপালান্ সহায়ার্থং নিযোজ্য চ । ততস্ত
মেক্ষশিখরং জগামাস্তুতদর্শনম্ ॥ ৮ ॥ শক্নোহপি সুরসৈন্তানি সমুদেবাজ্য মহাগজম্ । সমাক্রম্য
মরাবত্যাং গুপ্তিং কৃত্বা পুনর্ষযৌ ॥ ৯ ॥ শক্রনাং তথৈবাশ্রিতো লোকপালো মহোজসঃ ।

পূর্বকালে পুরুষোত্তম নারায়ণ দানবরাজ প্রহ্লাদকে এই প্রকারে পরাজিত করিলে, তিনি
রাজ্যত্যাগানন্তর সকলেব বিধাতা সেই নারায়ণেই যত্নচিহ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদবরপ্রদাননামক অষ্টম অধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রহ্লাদ সনাতন বাজধর্ম্ম সবিশেষ বিদিত ছিলেন । তথাপি কিকপে
নেত্রহীন অঙ্কককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিরণ্যাক্ষেব জীবিত অবস্থায় সে চক্ষু লাভ কবিয়াছিল । সেইজন্য প্রহ্লাদ
তারাকে স্বকীয় পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২ ॥

নারদ কহিলেন, হে সূত্রত ! অঙ্কক বাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, কিরূপ অরুষ্ঠান করিয়া-
ছিল ? দেবাদির সহিতই বা সে কিকপ বাবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে । আশু আমার নিকট কীর্তন
করুন ॥ ৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যেন্দ্র অঙ্কক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, তপশ্চরণ সহকারে দেবগণেরও
ঈশ্বর, শূলপাণি ত্রিলোচনের আবাবনা করিয়া ॥ ৪ ॥ সুর, সিদ্ধ, ঋষি ও পন্নগগণ কর্তৃক অজৈ-
য়ত ও অবধাৎ, হতাশন কর্তৃক অদাহত ও সলিল কর্তৃক অক্রেদ্যত ॥ ৫ ॥ রূপ বর লাভ করত, রাজ্য-
পালন এবং শুক্রে পৌরহিত্যে নিযোজিত কবিয়া, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে বাস করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥
অনন্তর সে দেবগণের বিরুদ্ধে সমুপিত হইয়া, বসুধা আক্রমণ করিয়া, সমুদায় রাজ্যে পরাজিত
করিল ॥ ৭ ॥ রাজাদিগকে পরাজিত ও সহায়ার্থ নিযোজিত করিয়া, বিচিত্রদর্শন মেক্ষশিখরে
সমাগত হইল ॥ ৮ ॥ এদিকে ইন্দ্র ও সুরসৈন্ত সকলকে সমুদযোজিত ও ঐরাবতে আরোহণ ও
অমরাবতীর গুপ্তিবিধান করিয়া, তথায় গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ অত্যান্য মহাতেজস্বী লোকপাল

আকৃষ্ণ বাহনং স্বঃ স্বঃ স্বাবুধানি বহুর্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥ দেবসেনাপি চ সমং শক্রেণাস্তু রুচকর্ণণা ।
নির্জগামাতিবেগেন গজবাজিরথাদিভিঃ ॥ ১১ ॥ অগ্রেতো দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃষ্ঠতশ্চ ত্রিঃলোচনঃ ।
মধ্যেহষ্ঠৌ বসবো বিধে সাধ্যাশ্বিনকৃতাং গণৈঃ । যক্ষবিদ্যাধরাদ্যাশ্চ স্বঃ স্বঃ বাহনমাস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ । রুদ্রাদীনাং বদন্তেহ বাহনানি চ সর্কশঃ । এতৈককস্তাপি ধর্মজ্ঞ পরং কোতু-
হলং মম ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু কথয়িষ্যামি সর্কেষামপি নারদ । বাহনানি সমাসেন এতৈককস্তাস্থ-
পূর্কশঃ ॥ ১৪ ॥ দম্বহস্ততলোৎপন্নঃ মহাসত্ত্বঃ মহাগজম্ । শ্বেতবর্ণঃ মহাবীৰ্য্যঃ দেবরাজস্য
বাহনম্ ॥ ১৫ ॥ রুদ্রৌজঃসম্ভবঃ ভীমঃ কৃষ্ণবর্ণঃ মনোজবম্ । পৌণ্ড্রকং নাম মহিষঃ ধর্মরাজস্য
নারদ ॥ ১৬ ॥ রুদ্রকর্ণমলোদ্ভূতঃ শ্রামঃ জলধিসংজ্ঞকম্ । শিশুমারঃ দিবাগতিঃ বাহনঃ
বরুণস্য চ ॥ ১৭ ॥ রৌদ্রঃ শকটচক্রাকঃ শৈলাকারঃ নরোত্তমম্ । অশ্বিকাশ্বাদসমুদ্ভূতঃ বাহনঃ
ধনদস্য তু ॥ ১৮ ॥ একাদশানাং রুদ্রাণাং বাহনানি মহামুনে ॥ ১৯ ॥ শ্বেতানি সৌরভেয়ানি
ব্রহ্মাণ্যশ্বজবানি চ ॥ ২০ ॥ রথঃ চন্দ্রমসশ্চাৰ্জুনহস্তঃ হংসবাহনম্ । হর্যোষ্ট্ররথবাহাশ্চ
আদিত্যা মুনিসম্ভব ॥ ২১ ॥ কুঞ্জরস্থাশ্চ বসবো যক্ষাশ্চ নরবাহনাঃ । কিন্নরা ভূজগাক্রুড়া হরাক্রটৌ
তথাস্থিনৌ ॥ ২২ ॥ সারঙ্গাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মারুতো ঘোরদর্শনাঃ । লকারুতাশ্চ কবরো গন্ধর্বাশ্চ
পদাতিনঃ ॥ ২৩ ॥ আকৃষ্ণ বাহনান্তেবঃ শানিন্দ্রান্নমরোত্তমাঃ । সপ্তাশ্ব নির্যযুহৃষ্টা
যুদ্ধায় স্তুমহৌজসঃ ॥ ২৪ ॥

সকল স্বপ্ন বাহনে আবোহণ করিয়া, আয়ুধগ্রহণপূর্বক তাহাঁব পশ্চাতে বহির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥
অনন্তর গজ, বাজী ও রথাদি সমেত দেবসৈন্য বিচিত্রকন্ধ্যা ইন্দ্রের সমভিবাহাবে অতীব বেগভরে
নির্গমন করিল ॥ ১১ ॥ তাহাদের অগ্রে দ্বাদশ আদিত্য, পৃষ্ঠে ত্রিলোচন, মধ্যভাগে অষ্টবসু,
বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, অশ্বী ও মরুদগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরাদি অগ্গাণ্য অমবগণ, সকলে স্বপ্ন
বাহনে অধিষ্ঠান পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ ! রুদ্রাদির বাহন - কলেব সবিস্তার বর্ণন করুন । এতৈকক্রমে
শুনিবার জন্ত আমার অতিমাত্র কোতুহল উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ ! শ্রবণ কর, আমি সকলেরই এতৈকক্রমে আনুপূর্বিক বিধানে
সংক্ষেপে বাহন সমস্ত বর্ণন করিব ॥ ১৪ ॥ দেবরাজের বাহন মহাগজ ঐরাবত । ঐ ঐরাবত
মহাবীৰ্য্য ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন, দম্বুর হস্ততল হইতে সমুৎপন্ন এবং শ্বেতবর্ণসম্পন্ন ॥ ১৫ ॥
ধর্মরাজের বাহন পৌণ্ড্রকনামক মহিষ । ঐ মহিষ রুদ্রের তেজোঃশে সমুদ্ভূত, অতীব ভয়ঙ্কর,
মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ ॥ ১৬ ॥ বরুণের বাহন দিবাগতি, শ্রামবর্ণ শিশুমার ।
রুদ্রের কর্ণমল হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছে । উহার নাম জলপি ॥ ১৭ ॥ ধনদের বাহন অশ্বি-
কার পাদসমুদ্ভূত নরোত্তম । উহার আকৃতি শৈলের ন্যায় এবং উহার লোচন শকটচক্রের ন্যায় ।
উহার প্রকৃতিও অতীব ভয়ঙ্কর ॥ ১৮ ॥ মহামুনে ! একাদশ রুদ্রের বাহন সমস্ত সুরভির
অংশে সমুৎপন্ন বৃষ সকল । ইহার। শ্বেতবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর বেগবিশিষ্ট ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রমার রথ
অর্জুনহস্ত । উহার বাহন হংস । মুনিসম্ভব ! অশ্ব, উষ্ট্র, ও রথ সকল আদিত্যগণের বাহন ॥ ২০ ॥
বসুগণের বাহন কুঞ্জর, যক্ষগণের বাহন নর, কিন্নরগণের বাহন সর্প, এবং অগ্নিনীকুমারের বাহন
ভূরজম্ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মন্ ! মরুদগণের বাহন সারঙ্গ । কবিগণের বাহন শুক এবং গন্ধর্কের।
পদাতিক ॥ ২২ ॥ স্তুমহাতেজাঃ অমরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া,
বর্ষগরিধানপূর্বক হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন ॥ ২৩ ॥

নারদ উবাচ । গদিতানি সুরাদীনাং বাহনানি ত্রয়া যুনে । দৈত্যানাং বাহনান্তেব যথা-
যুক্তমহঁসি ॥ ২৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু দানবাদীনাং বাহনানি দ্বিজোত্তম । কপরিষ্যামি ত্বয়েন যথাবচ্ছ্রীতু-
মহঁসি ॥ ২৫ ॥ অক্ষকস্য রথো দিব্যো যুক্তঃ পরমবাজিভিঃ । কৃষ্ণবর্ণঃ সহস্রাবল্লিনখপরি-
মাণবান্ ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদস্য রথো দিব্যশ্চক্রবর্ণৈর্হর্যোত্তমৈঃ । উচ্চমানস্তথাষ্টাভিঃ শ্বেতকৃষ্ণময়ঃ
গুভঃ ॥ ২৭ ॥ বিরোচনস্য চ গজঃ কুজস্তস্য তুঙ্গমঃ । জস্তস্য তু রথো দিব্যো হঠৈঃ কাঞ্চন-
সন্নিভৈঃ ॥ ২৮ ॥ শঙ্ককর্ণস্য তুরগো হয়গ্রীবস্য কুঞ্জরঃ । রথো ময়স্য বিখ্যাতো হৃন্দুভৈশ্চ
মহোরগঃ ॥ ২৯ ॥ শম্বরস্য বিমানোভূদয়ঃশঙ্কোমৃগাধিপঃ । বলিবৃত্তো চ বলিনো গদাযুসল-
ধারিণৌ ॥ ৩০ ॥ পদ্ভ্যাং দৈবভূতৈস্জানি অভিদ্রবিতুমদাতৌ । ততো রণোভূতুমূলঃ সঙ্কলোহতি-
ভয়ঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥ রজসা সংবৃত্তো লোকে পিঙ্গবর্ণেন নারদ । নাজ্জাসীচ্চ পিতা পুত্রঃ ন পুত্রঃ
পিতরং তথা ॥ ৩২ ॥ স্যানেবাঞ্চে নিজম্বুর্কৈ পয়ানন্তে চ সূত্রত । অভিজ্ঞতো মহাবেগে
রথোপরি রথস্তদা ॥ ৩৩ ॥ গজো মত্তগজেন্দ্রঃ চ সাদী সাদিনময়গাং । পদাতিরপি সংক্রুদ্ধঃ
পদাতিনমথোদ্বগম ॥ ৩৪ ॥ পরস্পরং চ প্রতাপব্রতে বিজয়কাঙ্ক্ষণঃ । ততস্ত্ব সংকুলে তস্মিন
যুদ্ধে দৈবাসুরে যুনে ॥ ৩৫ ॥ প্রাবর্তত নদী ঘোরা শম্বরস্তী রণে রজঃ । অশ্রুজ্ঞেয়া রথাবর্তা
যোধসংঘট্টবাহিনী ॥ ৩৬ ॥ গজকুস্তমহাকূর্ম্ম শরমেনা হরতায় । তীব্রাশ্রাসমকরা মহানিগ্রাহ-
বাহিনী ॥ ৩৭ ॥ অস্ত্রশৈবালসকীর্ণা পতাকাফেনমালিনী । গৃধ্রকক্ষমহাহংসা শ্যোনচক্র'হ্মমণ্ডিতা ॥ ৩৮ ॥

নারদ কহিলেন, যুনে ! আপনি সুরাদির বাহন সমস্ত কীর্তন করিলেন । এক্ষণে দৈতা-
গণের বাহন সকল যথাবৎ বর্ণন করুন ॥ ২৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! দানবাদির বাহন সমস্ত শ্রবণ কর । আমি তত্ত্বতঃ
যথাবৎ কীর্তন করিব ॥ ২৫ ॥ অক্ষকের বগ অলৌকিকস্বরূপ ও উৎকৃষ্ট অশ্বগণে পরিচালিত ;
কৃষ্ণবর্ণ ও সহস্র অরসম্পন্ন এবং উহার পরিমাণ ত্রিনশ্ব ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদের দিবা রথ চক্রবর্ণ, অষ্ট-
সংখ্যক হর্যোত্তম কর্তৃক উচ্চমান, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণময় ও পরম সুন্দর ॥ ২৭ ॥ বিরোচনের বাহন
গজ, কুজস্তুর বাহন অশ্ব, জস্তুর বাহন রথ, উহার অশ্ব সকল কনকবর্ণ ॥ ২৮ ॥ শঙ্ককর্ণের
বাহন তুরগ, হয়গ্রীবের বাহন মাতঙ্গ, ময়ের বাহন বিখ্যাত রথ, হৃন্দুভির বাহন মহোরগ ॥ ২৯ ॥
শম্বরের বাহন বিমান, অযঃশঙ্কর বাহন মৃগাধিপ এবং মহাবল বলি ও বৃত্ত ইহার। গদা ও যুসল-
ধারী ॥ ৩০ ॥ ইহার। পদব্রজেই গমন করিয়া, দেবসেনার অভিদ্রবে উদ্যত হইল ।

অনন্তর অতীব ভয়ঙ্কর, তুমুল ও সংকুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ॥ ৩১ ॥ পিঙ্গবর্ণ ধূলিপটলে
সমুদায় লোক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । তৎপ্রভাবে পিতা পুত্রকে ও পুত্রও পিতাকে চিনিতে
পারিল না ॥ ৩২ ॥ হে সূত্রত ! অন্টাশ্বেবাও স্বপক্ষীয়দিগকেই নিহত করিতে লাগিল । অপরের
পরপক্ষীয় সকলের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইল । রথোপরি রথ মহাবেগে অভিজ্ঞত হইতে
লাগিল ॥ ৩৩ ॥ ঐ সময়ে গজ গজেন্দ্রের ও সাদী সাদীর অনুগমন করিলে, পদাতিও ক্রুদ্ধ
হইয়া, রণোৎকট পদাতিরে আক্রমণ করিল ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে সকলে পরস্পর জয়াভিলাষপরবশ
হইয়া, পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল । হে যুনে ! তখন সেই দেবাসুরযুদ্ধ সঙ্কুল হইয়া
উঠিলে, ভয়ঙ্কর নদী সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিপটল নিরাকৃত করিয়া, প্রবাহিত হইল । শোণিত
উহার জল ও রথ সকল উহার আবর্ত, যোধ সকল উহাতে ভাসমান হইল ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ গজকুস্ত
উহার মহাকূর্ম্ম, শর সকল উহার মৎস্য ; উহা পার হওয়া দুঃসাধ্য । তীব্রাশ্রাস উহার মকর
ও মহাধৃগা উহার গ্রাহরূপে প্রবাহিত হইল ॥ ৩৭ ॥ ঐ নদী অস্ত্ররূপ শৈবালে সমাচ্ছন্ন, পতাকা-
রূপ কেশরাশিতে পরিপূর্ণ, গৃধ্র ও কংকরূপ মহাহংসে অধ্যুষিত, শ্যোনরূপ চক্রবাকে মণ্ডিত ॥ ৩৮ ॥

বয়সকাদম্বা গোম যুখাপদাকুলা । পিশাচমুনিসকীর্ণা হস্তরা প্রাকৃতৈর্জটনৈঃ ॥ ৩৯ ॥
 রথপ্লবৈঃ সন্তরস্তঃ শূরাস্তাং প্রজগাহিরে । আগুল্ফাদবমজ্জস্তঃ স্তম্ভরস্তঃ পরম্পরম্ । সমুত্তরস্তো
 যোগেন যোধ্যা জয়ধনেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ ততস্ত রৌদ্রে সুরদৈত্যাসাদনে মহাববে ভীকৃভরকরৈহথ ।
 রক্ষাংসি যক্ষাশ্চ স্তম্ভরস্তঃ পিশাচবৃথাভিরেমিরে চ ॥ ৪১ ॥ পিবন্ত্যহংগাঢ়তরং ভটানামা-
 লিঙ্গা মাংসানি চ ভক্ষরন্তি । বসাবিলুপন্তি চ বিক্ষুরন্তি গর্জন্ত্যখান্যোন্যমথো বয়াংসি ॥ ৪২ ॥
 মুঞ্চন্তি ফেৎকাররবান্ শিবাশ্চ ক্রন্দন্তি যোধ্যা ভূবি বেদমার্ত্তাঃ । শত্রুপ্রতপ্তানি পিষন্তি চানো যুদ্ধে
 প্ৰশান্তপ্রতিমবভূব ॥ ৪৩ ॥ তস্মিন্ শিবাঘোরতরে প্রবৃন্তে সুরাস্তরাণাং স্তম্ভরকরে হি । যুদ্ধে
 বভৌ প্রাণপণোপবিদ্ধং দ্বন্দ্বেন্দিশাস্ত্রজগচ্ছুরোদরম্ ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যচক্ষোস্তনয়ো রণেছকো রথে
 স্থিতো বাজিসহস্রযোজিতে । মন্ত্রেভপৃষ্ঠস্থিতমুণ্ডেভজসং সমেয়িবান্ দেবপতিং শতক্রতুম্ ॥ ৪৫ ॥
 তমাপতন্তুং মহিষাধিকটং যমং প্রতিচ্ছন্ বনবান্ধিতীশঃ । প্রহ্লাদনামা তুরগাষ্টযুক্তং রথং সমা-
 স্তায় সমুদাতম্ভঃ ॥ ৪৬ ॥ বিরোচনশ্চাপি জলেশ্বরস্তগাং জন্তুস্তথাগাক্ষনদম্বলাটাম্ । বায়ুং সম-
 ত্যাচ্ছতদধরোহথ ময়ো হতাশং যুযুধে মুনীন্দ্র ॥ ৪৭ ॥ অন্তা হযগ্রীবমুখা মহাবল্য দিতেস্তনুজা
 দহুপুঙ্গবাস্চ । সুরান্ হতাশার্কবস্ত্রপেখরান্ দ্বন্দ্বং সমাসাদ্য মহাবল্যাবিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ গর্জন্ত্য-
 থান্মোন্তমুপেতা যুদ্ধে চাপানি কৰ্ষন্ত্যতিবেগিতাশ্চ । মুঞ্চন্তি নারাচগণান্ সহস্রশ আগচ্ছ হে
 তিষ্ঠসি কিস্মিতেষি ॥ ৪৯ ॥ শবৈস্ত তীক্কুরভিতাপযন্তো মন্দাকিনীবেগনিভাঃ বহন্তীং । প্রাব-

বায়সকপ কাদম্ব ও গোমায়ুকপ খাপদপবম্পবায় পবিব্যাপ্ত, ও পিশাচগণে পবিবেষ্টিত ।
 সামান্য লোকে উহা উত্তরণ কবিত্তে সমর্থ নহে । ৩৯ ॥ শুব সকল বথকপ ভেলা সহায়ে সন্তরণ
 করিয়া, উহা পার হইতে লাগিল । তাহার আগুল্ফ মগ্ন হইয়া গেল । তদবস্থায় পবম্পবকে
 নিপাতিত কবিত্তে লাগিল । যোধগণ জয়কপ-ধনসংগ্রহ বাসনায় সবেগে উহাব সমুত্তরণে
 প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪০ ॥ এইকপে ভীকগণেব ভয়জনন, সুরদৈত্যাবিনাশন, অতীব ভীষণ মহাযুদ্ধ
 প্রবর্তিত হইলে, বাক্সগণ ও যক্ষগণ অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট এবং পিশাচগণ নিবতিশয আমোদবিশিষ্ট
 হইল ॥ ৪১ ॥ মাংসাশী বায়সগণ যোধগণেব শোণিত গাঢ়তর পান, আলিঙ্গন করিয়া মাংস
 ভক্ষণ, বসাবিলুপ্তন এবং পবম্পব গর্জন ও বিক্ষুরণ করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ শিবা সকল
 ফেৎকারশব্দ বিসর্জন এবং যোধগণ ভূপতিত ও বেদনায় অতিমাত্র অভিভূত হইয়া ক্রন্দন আবম্ভ
 কবিলে, সেই যুদ্ধভূমি শ্মশানভূমিব সাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ৪৩ ॥ শিবাগণেব সান্নিধ্যবশতঃ
 অতিমাত্র ঘোরভাবাপন্ন ও নিবতিশয ভয়ঙ্কর সেই দেবাস্তরযুদ্ধে দ্বন্দ্বরূপ-শাস্ত্রজ্ঞ বীরগণ পরম্পব
 প্রাণকপ পণ রাখিয়া, দ্বন্দ্বযুদ্ধকপ দ্যুতক্রীড়াষ প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৪ ॥ তখন হিরণ্যাক্ষের আয়ুজ
 অন্ধক বাজিসহস্রযোজিত রথে আবোহণ করিয়া, মন্ত্র মাতঙ্গের পৃষ্ঠাধিকট, তীব্রতেজা দেবরাজ
 ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত গমন কবিল ॥ ৪৫ ॥ এদিকে ধর্ম্মরাজ যম মহিষে আরোহণ
 করিয়া, সমাপতিত হইলে, দিতীশ্বর মহাবল প্রহ্লাদ তুরগাষ্টযুক্ত রথে অধিরূঢ় ও সমাগ্রবিধানে
 উদ্যতানু হইয়া, তাঁহারে যুদ্ধার্থ প্রতিগ্রহ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন বিরোচন বরুণের, জন্তু
 মহাবল কুবেরের, শতসংখ্যক বায়ুর, এবং যম অগ্নির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥ হযগ্রীব-
 প্রমুখ অন্যান্ত মহাবল দৈত্য ও দহুপুঙ্গবগণ অনল, সূর্য্য, অগ্নি বসু, ও উরগেশ্বরদিগের সহিত
 দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥ তাহার পরম্পর সমুপেত হইয়া, গর্জন, অতিমাত্র বেগতরে
 পরস্পর আকর্ষণ, নারাচ সকল মোচন এবং আগমন কর, কিজন্য অবস্থিতি করিতেছ, তোমার
 কি ভয় হইতেছে, এইপ্রকার বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ এবং স্মৃতিশ্রু শরণপরম্পরায়
 সমাপিত ও অমোঘ অস্ত্রসমূহে অভিভূত করিয়া, মন্দাকিনীর জায় সবেগে প্রবহমান ভয়ঙ্কর

ভয়দাং নদীঞ্চ হৃষ্টৈরমোঘৈরতিত'ড়ম্বঃ ॥ ৫০ ॥ ত্রৈলোক্যাকাঙ্ক্ষিতিক্রোধবেগৈঃ
স্বাস্থ্যৈর্নারদ সংপ্রবৃদ্ধৈঃ । পিশাচরক্ষোগণপুষ্টিবর্দ্ধনীমুতর্জু মিচ্ছন্তিঃ স্ফুটনদী বভৌ ॥ ৫১ ॥
বাদান্তি তুর্ঘ্যানি স্বাস্থ্যরাণাঃ পশ্যন্তি খন্ডা মুনিমিহসজ্জাঃ । নরন্তি তানঙ্গরসো রণাশ্রাৎ হতা রণে-
বেহতিমুখাস্ত'শূরাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবাস্থরযুদ্ধঃ নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ প্রবৃতে সংগ্রামে ভীষণাং ভয়বর্দ্ধনে । সহস্রাঙ্কো মহাচাপমাদায়
ব্যসৃজচ্ছরান্ ॥ ১ ॥ অন্ধকেহ'প মহাবেগঃ ধনুরাক্রবা ভায়বান্ । পুরন্দরাথ চিক্ষেপ শরান্ বহিণ-
বাসনঃ ॥ ২ ॥ তাবলোভাৎ স্মৃতীক্ষাণ্ডৈঃ শটৈঃ সন্নতপর্কভিঃ । কক্সপুটৈশ্চমহাবেগৈরাঙ্গরতুক-
ভাবপি ॥ ৩ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধঃ শতমগঃ কুলিগজ্জামা পাণিনা । চিক্ষেপ দৈভারাশ্রায় তং দদর্শ তথা-
ক্ষকঃ ॥ ৪ ॥ আজঘান চ বাণৌবৈরস্তৈঃ শট্টৈঃ স নারদ । তান্ ভয়দাঃ তদা চক্রে নগানিব
হতশনঃ ॥ ৫ ॥ ততোতিবেগেণ বজ্র'দৃষ্টা বলবতায়রঃ সম প্রুতা রথাত্তেহৌ ভূবি বাহুসহায়-
বান্ ॥ ৬ ॥ রথং সারথিনা সার্কং সান্বধজসকুবরম্ । ভস্ম কৃত্বাণ কুলিশমন্ধকং সমুপাযগৌ ॥ ৭ ॥
তমাপতন্তঃ বেগেন মুষ্টিনাহতা ভূতলে । পাত্যামাস বলবান্ জগজ্জট তদাক্রমঃ ॥ ৮ ॥ তং
গর্জমানং বীক্ষ্যথ বানবঃ সঃকৈর্দৃঢ়ম্ । ববর্ষ তান্ বাব'রতুমভায়াস্তঃ শত্রুক্রতুম্ ॥ ৯ ॥

নদী প্রবর্তিত করিল ॥ ৫০ ॥ হে নারদ ! উগ্রবেগবিশিষ্টে স্ব' ও অস্থরগণ ত্রৈলোক্যানাভের
অভিলাষে অতিমাত্র উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া, পিশাচ ও রাক্ষসগণের পুষ্টিবর্দ্ধনী শোণিত-
শ্রোতসিনী উত্তরণে উদাত হইলে, তাহার পরমশোভা প্রাচুর্ভূত হইল ॥ ৫১ ॥ ঐ সময়ে
তাহাদের বাদিত সকল মিনাদিত হইলে, মুনি ও সিদ্ধসমূহ পশ্চিতিতে তাহা দেখিতে লাগিলেন ।
যে সকল শূর সম্মুখসংগ্রামে নিহত হইল, অপ্সারোগণ তাহাদিগকে রণাশ্র হইতে প্রর্গে লইয়া
ধাইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবাস্থরযুদ্ধনামক নবম অধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর ভীষণগণের ভয়বর্দ্ধন সংগ্রাম সংপ্রবৃত্ত হইলে, সহস্রাঙ্ক সুবিশাল
শরাসন গ্রহণ করিয়া, শরসমূহ সমুৎসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তদর্শনে অন্ধক ভয়ঙ্কর
ধনু আকর্ষণ করিয়া, মহাবেগে বহিপত্র বাণ সকল ইন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল ॥ ২ ॥ তাহার
উভয়ে উভয়েই সন্নতপর্ক, স্মৃতীক্ষাণ্ড, স্বর্ণপুঞ্জাগম্পর, সাতিশয়বেগবিশিষ্ট শর সকল দ্বারা আঘাত
করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ তখন শতক্রতু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত দ্বারা বজ্র আমিত করিয়া, তাহার
প্রতি প্রয়োগ করিলেন । অন্ধক তাহা অবলোকন করিয়া, ॥ ৪ ॥ ভয়ঙ্কর অগ্র, শত্রু ও শর সকল
সন্ধানপূর্বক তাহার উপরি আঘাত করিলে, পাবক যেমন পাদপপরম্পর পরিদগ্ধ করে, তদ্রূপ
সেই বজ্র তৎসমস্ত ভস্মসাৎ করিল ॥ ৫ ॥ বলবদ্বরীষ্ঠ অন্ধক অতিবেগবান্ বজ্রাঘ্র বিলোকন
করিয়া, রথ হইতে সমাপ্রুত হইয়া, পৃথিবীতে বাহুসহায়ে দণ্ডায়মান হইল ॥ ৬ ॥ তখন সেই
বজ্র অশ্ব, শ্বজ, কুবর ও সারথির সহিত তদীয় রথ ভূতশ্মীভূত করিয়া, তাহার সমীপে গমন
করিল ॥ ৭ ॥ অন্ধক সবেগে আপতমান বজ্রকে মুষ্টিপ্রহারে ভূতলশায়ী করিয়া, গর্জ্জন করিতে
লাগিল ॥ ৮ ॥ দেবরাজ তাহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া, সে যেমন তাঁহাকে পর্যুদস্ত করিবার
জন্য অভিমুখীন হইতে লাগিল, তৎকরণে তাহার উপরি দৃঢ়রূপে সার্ক সকল বর্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥

আজ্ঞান তলেনেভং কুন্তমখ্যে তদা কঃম্ । জাহুনা চ সমাহতা বিবাণং প্রবভু চ ॥ ১০ ॥ বাম-
মন্ত তথা পার্শ্বং সমাহত্যাঙ্ককল্পরন্ । গজেন্দ্রং পাতয়ামাস প্রহাটৈর্জর্জরীকৃতম্ ॥ ১১ ॥ গজ-
েন্দ্রং পতমানাচ্চ অংগত্য শতক্রতুঃ । পানিনা বজ্রমাদার প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ১২ ॥ পরাভ-
মুখে সহস্রাঙ্কে তদৈবতবলং মহৎ । পাতয়ামাস দৈত্যোজ্জ্বলঃ পাদমুষ্টিতলাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ ততো
বৈবসতো দণ্ডং পড়িত্রায়া দ্বিজোত্তম । সমভাধাবৎ প্রজ্জ্বলিতঃ হৃদ্যকামঃ সুরোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
তমাপতন্তঃ বাণৌষৈব বর্ষ বিনমন্ মুহঃ । হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রশ্চাপমানম্য বেগদান্ ॥ ১৫ ॥
তাং বাণবৃষ্টিমতুলাং দণ্ডেনাহত্যা ভাস্করিঃ । শান্তিরিত্যেচিক্বেপ দণ্ডং লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৬ ॥
ন বায়ুপথমাস্ত্রায় ধর্ম্ববাজকবে স্থিতঃ । অজ্জাল কালাগ্নিনিভোষদধুঃ জগজ্জয়ম্ ॥ ১৭ ॥ আজন্ম-
মানমারাত্তং দণ্ডং দৃষ্ট্বা দিতেঃ সূতঃ । প্রাক্রোশন্তি হতঃ কষ্টে প্রজ্জ্বলিতো যমেন চি ॥ ১৮ ॥
তমাক্রন্দিতম'কর্ণা হিরণ্যাক্ষসুতোজ্জ্বলকঃ । প্রোবাচ মা ভৈষ্টে মরি স্থিতে কোষঃ সুরাধমঃ ॥ ১৯ ॥
ইতোবমুক্ত্বা বচনং বেগেনাভিসমাব চ । অগ্রাহ পানিনা দণ্ডং সমাহন্তেন নারদ ॥ ২০ ॥ তমা-
দার ততো বেগাদভ্রাময়ামাস চাক্ষুঃ । জগজ্জ চ মহান দং যথা প্রাবৃষি তোষদঃ ॥ ২১ ॥ প্রজ্জ্বলিতঃ
রক্ষিতঃ দৃষ্ট্বা দণ্ডাট্টৈস্তোষণং বন । সাধুবাদং তদা চক্রে তদানববৃথপঃ ॥ ২২ ॥ ভ্রাময়ন্তঃ
মহাদণ্ডং দৃষ্ট্বা তানুশ্রুতো মুনে । হঃসহ ও দুর্জয় মনে কবিত্বা অস্ত্রকানমগাদযমঃ ॥ ২৩ ॥ অস্ত্রগিতে
ধর্ম্মরাজে প্রজ্জ্বলিতো মহামুনে । দারদ্রায়াস বব্বন্ দেবসৈন্তং সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥ বক্রণঃ
শিওমারো বক্রা প ণৈর্মহাসুরন্ । গদয়া দারদ্রামাস তমত্য গাধিরোচনঃ ॥ ২৫ ॥ তোমরৈ-

তখন অন্ধক তল দ্বাৰা এবাবতকে কুন্তমখ্যে আহত ও জাহ্নু দ্বাৰা তদীয় কব সমাহত কবিত্বা, তদীয়
সুবিশাল দন্ত ভগ্ন কবিত্বা দিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর দ্বাসহকাৰে তাহাব বামপার্শ্বে আঘাত কবিত্বা,
বারংবার প্রহাবপুংসব তাহাবে জর্জরীকৃত ও ভূমিতলে নিপাতিত কবিল ॥ ১১ ॥ ইহানত
পতমান হইলে, তাহা হইতে শতক্রতু অবগবনপর্কক হস্ত দ্বাৰা বজ্র গ্রহণ কবিত্বা,
অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥ সহস্রাঙ্ক পবাশ্রুত হইলে, দৈত্যপতি অন্ধক পাদ
মুষ্টি ও তলাদি প্রহাবে সুবিশাল দেবসৈন্ত নিপাতিত কবিত্বা লাগিলেন ॥ ১৩ ॥
হে দ্বিজোত্তম । তদর্শনে ধর্ম্মবাজ যম দণ্ড পবিভ্রামিত কবিত্বা, প্রজ্জ্বলিত বধবাসনায় সবেগে
ধাবমান হইলেন ॥ ১৪ ॥ হিরণ্যকশিপুব পুত্রঃ বেগদান প্রজ্জ্বলিত শবাসন আনমন কবিত্বা, আপ-
তনোন্মুখ ধর্ম্মবাজেব উপবি 'বাস্ত্রায় বাণসকল বনন কবিত্বা লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ভাস্করনন্দন
যম দণ্ড দ্বাৰা সেই অতুল বাণবৃষ্টি নিবাকৃত কবিত্বা, সেই সর্কলোকভয়ঙ্কর দণ্ড প্রজ্জ্বলিত প্রতি
নিক্ষেপ কবিলেন ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মরাজের কবস্থিত সেই দণ্ড বায়ুপথ আশ্রয় কবিত্বা, কালাগ্নির
ন্যায, ত্রিভুবন দহন করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥ তদবস্থায় ঐ দণ্ডকে আগ-
মন করিতে দেখিয়া, অম্বরগণ এই বলিয়া, চীৎকার কবিত্বা লাগিল, হায়, কি কষ্ট, প্রজ্জ্বলিত
যম কর্তৃক নিহৃত হইলেন ॥ ১৮ ॥ হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক এইরূপ আক্রন্দন আকর্ষণ কবিত্বা,
বলিতে লাগিলেন, ভয় নাই । আমি থাকিতে, এই স্তম্ভাযম কিছুই কবিত্বা পারিবে না ॥ ১৯ ॥
এই বলিয়া সে বেগভাবে অভিসরণ ও সমাহন্তে উদ্ভিখিত দণ্ড গ্রহণ কবিল ॥ ২০ ॥ গ্রহণ কবি-
য়াই, সবেগে ভ্রমণ করাইয়া, প্রাবৃটকালীন পযোধের ন্যায, গভীৰসবে গর্জন কবিত্বা
উঠিল ॥ ২১ ॥ দৈত্য ও দানববৃথপ সকল তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ হে মুনে ।
ভানুনন্দন যম দণ্ডকে ভ্রমণ করাইতে দেখিয়া, অন্ধককে হঃসহ ও দুর্জয় মনে কবিত্বা, তৎকথ্য
অস্ত্রকান করিলেন ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মবাজ অস্ত্রহিত হইলে, মহাবল প্রজ্জ্বলিত দেববল দলন করিতে
লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ তদর্শনে বক্রণ শিওমারে আরোহণ কবিত্বা, মহাসুর সকলকে গদাঘাতে
বিদারিত কবিত্বা প্রবৃত্ত হইলে, বিরোচন তাঁহার প্রতিমুখীন হইল ॥ ২৫ ॥ এবং বজ্রসম্পর্ক-

কর্ষজংস্পর্শৈঃ শক্তিভির্দ্বারগৈরপি । অলেশং তাড়য়ামাস মুক্তগৈর্কর্ষজপরিভৈঃ ॥ ২৬ ॥ তং ততো
 গদয়াভোত্য পাতয়িত্ব ধরাতলে । অভিক্রত্য ববক্রান্ত পাশৈর্মুক্তগজং বলী ॥ ২৭ ॥ তান্ পাশান্
 শতধা চক্রে বেগাচ্চ দনুজেশ্বরঃ । বক্রগঞ্চ সমভোত্য মধ্যে জগ্রাহ নারদ ॥ ২৮ ॥ ততো দস্তী চ
 দণ্ডাভ্যাং প্রচিক্কেপ কথাবায়ঃ । মর্ম্ম চ তপা পদভ্যাং সগদং সলিলেশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥ তং বধ্যমানঃ
 বীক্ষ্যথ শশাঙ্কঃ শিশিরাংশুম ন । অভোত্য তাড়য়ামাস মার্গনৈঃ কারদারৈঃ ॥ ৩০ ॥ সংমর্দ্য-
 মানঃ শিশিরাংশুজালৈরবাণ পীড়াং পরমাং গজেন্দ্রঃ । ক্লিষ্টে বেগাৎ পরসামধীশঃ মুহুমূহঃ
 পাদতলৈর্মর্ম্ম ॥ ৩১ ॥ সংমর্দ্যমানো বক্রণো গজেন্দ্রঃ পদ্ভ্যাং স্মৃগাটং অগৃহে মর্ম্মবে । পাদেবু
 ভূমিঃ করধোঃ স্পৃশংস্ত মূর্দ্ধানমূলান্য বলান্মহায়া ॥ ৩২ ॥ গৃহ্যাস্থগীভিশ্চ গজস্ত পুচ্ছং
 কুত্রেহ বন্ধং ভুজগেশ্বরেণ । উৎপাট্য চিক্কেপ বিবোচনং হি সক্রুরং খে সনিষত্ত বাহম্ ॥ ৩৩ ॥
 ক্লিপ্তো জলেশেন বিরোচনস্ত সৃঞ্জরো ভূমিতলে পপাত । বর্গং সমদ্বারগনহর্ম্মাভূমি পুং স্রুকে-
 শোরিব ভাস্করেন ॥ ৩৪ ॥ ততো জলেশঃ সগদঃ সপাশঃ সমভ্যধাবদিতিক্রিয়ম্ । ততঃ
 সমাক্রন্দমনুত্তমং হি মুক্তং হি দৈতৈর্গনরাবতুল্যং ॥ ৩৫ ॥ হাহা হতোহনো বক্রেন বীরো
 বিরোচনো দানবৈসন্তপালঃ । প্রক্লাদ হে অন্তকুজস্তদায়া রক্ষধর্ম্মভোত্য সহস্রকেন ॥ ৩৬ ॥
 অহো মহাত্মা বলবান্জলেশঃ সঙ্কূর্ণযদৈতত্তাভট'ন্ সব'হনান্ । পাশেন বন্ধা গদয়া নিহন্তি বথা
 পশুন্ বাজিম'থ মহেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥ ক্রত্বাথ শকঃ দিত্তৈঃ সমীরিতং অন্তপ্রধানা দিত্তিজৈশ্চরাস্ততঃ ।
 সমভ্যধাবংস্তুরিতা জলেশ্বরং বথা পতন্ত্য জলিতং হতশনম্ ॥ ৩৮ ॥ তানাগতানি প্রদমীক্য দেবঃ

বিশিষ্ট তোমর, শক্তি, বাণ ও অশনি সদৃশ মুক্তারনিকর প্রহারপুংসব তাঁহায়ে তাড়না করিতে
 লাগিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর সেই মহাত্মা বক্রণ অভিপতিত হইয়া, গদাঘাতে তাহায়ে ভূতলে পাতিত
 করিয়া, অভিদ্রবণপূর্ব্বক পাশ দ্বারা আশু তদীয় বাহন মত্ত গজকে বন্ধন করিলেন ॥ ২৭ ॥ দনুজেশ্বর
 বেগাবিকারপুংসব সেই সমস্ত পাশ শত'ও ও সহবে সম্মুখীন হইয়া, বক্রণেব কটিদেশ ধারণ
 করিল ॥ ২৮ ॥ তখন তদীয় হস্তীও দনুগণ সহায়ে গদা সহিত বক্রণকে প্রক্লিপ্ত ও পাদদ্বিত্য
 প্রভাবে মর্দন কবিত্তে লাগিল ॥ ২৯ ॥ শিশিরাংশুমান শশাঙ্ক বক্রণকে বধ্যমান অবলোকন
 করিয়া, অভাগত হইয়া, শবীববিদ্যাবণ মার্গগণ দ্বারা তাহায়ে এড়ান কবিত্তে প্ররত্ত হই-
 লেন ॥ ৩০ ॥ সেই গজেন্দ্র তদীয় শিশিরাংশুজালে সংমর্দিত হইয় পবন পীড়া অনুভব ও
 ক্রেশ উপলব্ধি করত, বেগভাবে বাবসাব পদতলপ্রভাবে তাঁহায়ে বিদলিত কবিত্তে লাগিল ॥ ৩১ ॥
 হে মর্ম্মবে । বক্রণ অতিমাত্র মর্দিত হইয়া, গজেন্দ্রেব পাদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন । অনন্তর
 পদ ও হস্তে ভূমি স্পর্শ ও সবেগে মস্তক উন্নাসিত করিয়া ॥ ৩২ ॥ অঙ্গুলি দ্বারা গজের পুচ্ছ গ্রহণ
 ও পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহায়ে উৎপাটিত এবং তৎসহকায়ে বিবোচনকে নিষত্তা, বাহন ও
 হস্তীর সহিত আকাশে উৎক্লিপ্ত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বিরোচন বক্রণ কর্তৃক উৎপাতিত হইয়,
 ভাস্করকর্তৃক স্রুকেশির পুর যেমন বজ্র, অর্গল ও হর্ম্ম্যের সহিত ধরাতল আশ্রয় করিয়াছিল, তক্রপ কুঞ্জরেব
 সহিত ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৩৪ ॥ তদ্বর্ণনে জলেশ্বর গদা ও পাশ হস্তে তাহায়ে সংহার করিবার জন্য
 সবেগে ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ মেঘগন্তীর নির্দোষে অতিমাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥
 এবং হাহাকার সহকায়ে বলিতে লাগিল, দানববৈসন্তপতি বীর বিরোচন বক্রণ কর্তৃক হত হইলেন ।
 অতএব হে প্রক্লাদ ! হে জংভ ! হে কুজস্তপ্রমুখা অশুরগণ ! তোমরা সকলে অন্ধচর সহিত অভাগত
 হইয়া, উহায়ে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥ হায়, মহাত্মা বলবান্ বক্রণ বাহনসহিত দৈত্যসৈন্য চূর্ণিত করিয়া,
 পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, অশ্বমেধযজ্ঞে ইন্দ্র পশুর দ্বারা, সংহার করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ অন্তপ্রধানাদি
 দৈত্যগণগণ দৈত্যগণের সমীরিত উল্লিখিত আক্রন্দনশব্দিত অত্রিগোচরীকৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ
 ঝড়িতপদে, প্রক্লিপ্ত পাবে গতমান পতঙ্গপ্রচয়ের ন্যায়, জলেশ্বরের সম্মুখে ধাবমান হইল ॥ ৩৮ ॥

ঐহিকাদিমুৎসৃজ্য বিতত্য পাশম্ । গদাং সমুদ্রোন্মাদা অলেখরস্তদুদ্রাব তাং জন্তুধামরাণীন্ ॥৩৯॥
 জন্তুর্বাশেন তথা বিহতা তারন্তলেমাশনিসংনিভেন । পাদেন বৃত্রং তরসা কুজন্তুং নিপাতরা-
 মীর্শ্বলকমুট্য ॥ ৪০ ॥ তেনাঙ্গিতা দেববরেণ দৈত্যৈঃ সস্ত্রাদ্রবন্ দিস্থ বিমুক্তশস্ত্রাঃ । ততোহ-
 ক্ককঃ স্তব্রিতোহুতাপেরাদ্রণার বোদ্ধুং জলনারকেন ॥ ৪১ ॥ তমাপতন্তুং গদয়া জঘাম পাশেন
 বদ্ধা বক্রণোহস্ত্রেশম্ । তং পাশমাবিদ্ধা গদাং প্রগৃহ্য চিক্বেপ দৈত্যৈঃ স অলেখরান্ ॥ ৪২ ॥
 তমাপতন্তুং প্রসমীক্ষ্য পাশং গদাঞ্চ দাক্ষারণিনন্দনস্ত । বিদেশ বেগাং পরসাং নিধানং ততো-
 ক্ককো দেববলং মমর্দ ॥ ৪৩ ॥ ততো হতাশঃ স্তব্রজ্ঞসৈন্তং দদাহ বোম্বাং পবনাবধূতঃ । তম-
 ভায়াদানববিশ্বকর্মা ময়ো মহাবাহুরুদগ্রবীৰ্য্যঃ ॥ ৪৪ ॥ তমাপতন্তুং সহ শংবরেণ সমীক্ষ্য বহ্নিঃ
 পবনেন সাক্ষম্ । শক্ত্যা ময়ং শম্বরমেতা কঠে সস্ত্রাদ্রা জগ্রাহ বলান্মহর্ষে ॥ ৪৫ ॥ শক্ত্যা
 সাকোপনরূপে বিদারিতে সংখিন্নদেহো ভূপতং পৃথিব্যাম । ময়ঃ প্রজ্জ্বল চ শম্বরোহপি কঠে বিলগ্নে
 জলানে প্রদীপ্তে ॥ ৪৬ ॥ স দহমানো দিতিজোহগ্নিনাথ স্তবিস্তরং ঘোররবং কুরাব । সিংহাভি-
 পন্নো বিপিনে বৈথিব মত্তো গজঃ ক্রন্দতি বেদনার্ত্তঃ ॥ ৪৭ ॥ তং শঙ্কমাকর্ণ্য চ শম্বরস্ত দৈত্যেশ্বরঃ
 ক্রোধবিরক্তদৃষ্টিঃ । আঃ কিঙ্কিমেতন্নু কেয় যুদ্ধে জিতো ময়ঃ শম্বরদানবশ্চ ॥ ৪৮ ॥ ততো'কবন
 দৈত্যভটা দিতীশং প্রদহতেনেন হতাশনেন । বন্ধন চাভোভ্য ন শকাতে ভো হতাশনো ন'বধিতুং
 রণাঞ্চে ॥ ৪৯ ॥ ইথং স দৈতৈতোরভিনোদিতস্ত্ব দিব্যাচক্ষোঃস্বনয়ো মহর্ষে । উদামা বেগাং

দেব বক্রণ তাহাদিগকে আপতিত অবলোকন করিয়া বিবোচনকে বিসর্জন ও পাশ বিতনন
 পূর্বক, গদাঘূর্নন সহকারে সেই সকল শস্ত্রের উদ্দেশে অভিধৃত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ এবং পাশ
 দ্বারা জন্তুকে আহত, বক্রসদৃশ তলপ্রভাবে তারকে প্রতিহত, সবেগে পদাঘাতপার্ষক বৃত্রকে নিপা-
 তিত ও সবলে মুঠ্যাঘাতপূরঃসব কুজন্তুকে এবাশায়িত করিলেন ॥ ৪০ ॥ দৈত্যগণ দেবপ্রব
 বক্রণ কর্তৃক অর্দ্ধিত হইয়া, শং পরিহারপূর্বঃসব শক্তিকে পলায়মান হইল । তদর্শনে অন্ধক অতিমাত্র
 হ্রস্ব সহকারে তাঁহার সঙ্কিত যুদ্ধ বরিবার ওন্য অভাগমন করিল ॥ ৪১ ॥ বক্রণ অস্ত্রেরধ্ব
 অন্ধককে আপতিত অবলোকন ও পাশ দ্বার বন্ধন করিয়া, গদা দ্বারা আহত করিলেন । অস্ত্র
 পতি তদীয় পাশ আবিদ্ধ ও গদা গ্রহণ করিয়া, তাহা এই উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিল ॥ ৪২ ॥ দাক্ষ-
 যণীনন্দন বক্রণ গদা ও পাশকে আপতিত অবলোকন করিয়া, সবেগে নাগরগভ প্রবিষ্ট হইলেন ।
 তখন অন্ধক অমরসৈন্য মর্দন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তদর্শনে হতাশন পবন সহায়ে পচি-
 চালিত হইয়া, অমরসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে আগ্রহ করিলে, দানবগণের বিশ্বকর্মা, উদগ্রবীষা,
 মহাবাহু ময় তাহার অভিমুখীন হইল ॥ ৪৪ ॥ শম্বরের সহিত সংমিলিত হইয়া, তাহাকে আসিতে
 দেখিয়া, রহি বায়ুর সহিত সমবেত হইয়া, শক্তিপ্রহারপূর্বঃসব তাহাদের উভয়ের কঠ আহত
 করিয়া, উভয়কেই সবলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ সঙ্কোপে প্রযোজিত শক্তি দ্বারা বর্ম্ম বিদারিত
 হইলে, ময় নির্ভিন্ন কলেবরে ধবাতলে পতিত হইল । কঠে প্রদীপ্ত পাবক সংলগ্ন হওয়াতে, ময়
 ও শম্বর উভয়েই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ দিতিজ ময় হতাশন কর্তৃক সবেগে দহমান
 হইয়া, অরুণ্যমধ্যে কেশরী কর্তৃক অভিপন্ন বেদনার্ত্ত মাতঙ্গের স্থায়, স্তবিস্তর ঘোররবে শব্দ করিতে
 লাগিল ॥ ৪৭ ॥ শম্বরের সেই আক্রান্ত শ্রবণ করিয়া, দৈত্যপতি অন্ধক ক্রোধবিরক্ত লোচনে
 বলিতে লাগিল, আঃ কি কারণে এরূপ শব্দ সমুদ্ভূত হইল । কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধে ময় ও
 শম্বরকে পরাজয় করিল ॥ ৪৮ ॥ তখন দৈত্যযোদ্ধগণ তাহা বলিতে লাগিল, হতাশন উভয়কে
 দগ্ধ করিতেছে । আপনি অভিপুত হইয়া, উহাদের রক্ষা করুন । কেহই রণাঞ্চে হতাশনকে
 নিরাসন করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৯ ॥ মহর্ষে ! হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক তাহাদের এবং রিধ

পুষ্টিং হুতাশং সমাজবতিষ্ঠ ইতি কবন্ হি ॥ ৫০ ॥ অহাঙ্কিত্যপি বহোব্যায়ামা সংক্রান্তি-
 ত্বিতো হি দৈত্যম্ । উপাট্য ভূম্যাক বিনিম্পেব ততোইহকঃ পার্বকমাসাদ ॥ ৫১ ॥
 সমাজবানিধি হুতাশনং হি বহীষধেনাথ বহীষ্মধৌ । সমাহর্তাশ্রিঃ পরিদ্রুচ্য শব্দভাষকং
 সছরিতোভ্যাবৎ ॥ ৫২ ॥ তমাপতন্তঃপরিধেয়ঃ সঃ সমাহনেন্ন কিং উল্লিঙ্ককোপি । স তাড়িতো-
 গ্নিকিত্তিভেধেণ ভয়াৎ অহুদ্রাবি বণাজিরং হি ॥ ৫৩ ॥ ততোইহকো মাকতচক্রতাকরান্
 সাধ্যান্নিকটাস্থিবহ্নিহোরগান্ । যান্যাক্ষরে শ্রুতে পরাক্রমী পরাধুখাঃ স্তান্ কুতবন্ শ্র-
 জিরাৎ ॥ ৫৪ ॥ ততো বিজিত্যাময়সৈন্তমুখং সেন্যং সক্রতং সবমং সসোমম্ । সম্পূজ্যমানো দক্ষপুণ্ডরীক-
 তল্লিঙ্ককো ভূমিমুণীজগাম ॥ ৫৫ ॥ আনাত্য ভূমিকরদগ্নিরেন্দ্রান্ কৃষা বর্ষে স্বাপ্য চরাচরকৈ । অগং
 সমস্তং এবিবেশ ধীমান্ পাতালমধ্যঃ পুরমশ্বকীস্বম্ ॥ ৫৬ ॥ তত্র হিতস্তাপি মহান্দ্রুস্তাপিক-
 বিদ্যাধরসিদ্ধসজ্জাঃ । সহস্ররোতিঃ পরিচারণায় পাতালমভ্যেতা সমাবসন্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবিজয়ো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যদেতদ্ববর্তী প্রোক্তং শ্রুকেণিপুরমধ্যমং । পাতিতং ভূবি স্বর্ঘ্যেণ তদাচক্
 দ্বিজোত্তম ॥ ১ ॥ শ্রুকেণীতি চ কশ্চালো কেন দত্তবরশ্চ সঃ । কিমর্থং পাতিতো ভূম্যাকাশাভা-
 স্করেণ হি ॥ ২ ॥

প্রবণাপবতন্ত হইয়া, সবেগে পবিষ উদ্যত কবিয়া, তিষ্ঠ, এইপ্রকার বাচ্য প্রয়োগসহকারে
 হুতাশনের আক্রমণার্থ গমন কবিল ॥ ৫০ ॥ অব্যায়ামা হুতাশন তদীয় বচন আকর্ষণ কবিয়া,
 অতিমাত্র বোঝাবিষ্টচিত্তে ছরাপ্রদর্শনপূর্বক দৈত্যকে উপাটিত ও ভূমিতলে বিনিম্পিত
 কবিলেন । তখন অন্ধক পাবকে আক্রমণ পূর্বক ॥ ৫১ ॥ বহীষুধ দ্বাৰা তদীয় বরাজ মধ্যে গুরুতব
 আঘাত করিল । হুতাশন আহত হইয়া, শব্দকে বিসর্জন কবিয়া, সত্বরে অন্ধকের অভিমুখে
 ধাবমান হইলেন ॥ ৫২ ॥ অন্ধক তাহাকে অভিধাবনে উদ্যত দেখিয়া, পুনরায় তদীয় মস্তকে
 পবিধেব আঘাত কবিলে, তিনি তৎকর্তৃক ঐকপে তাড়িত হইয়া, ভববশতঃ বণাজন হইতে
 বহির্দেগে প্রদ্রবমান হইলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন অন্ধক মাকত, চক্র, ভাস্কব, সাধ্য, বসু ও মহোরগ
 সমস্ত এবং অশ্বিনীকুমাবদ্বয়, ইহাদেব মধ্যে যে যে ব্যক্তিকে পরাক্রমপ্রকাশপুংসর শব্দসমূহ সহাবে
 স্পর্শ কবিতো লাগিল, তাহাদেব সকলকেই বণাজির হইতে পরাধুখ করিল ॥ ৫৪ ॥ অনন্তব
 ইন্দ্র, ক্রতু, যম, সোম, ইহাদেব সহিতঃ সমুদায় উৎকটবীৰ্য্য স্ববসৈন্ত পূর্ণদস্ত কবিয়া, যাবতীয়
 অসুরগণ কর্তৃক সম্পূজ্যমান হইয়া, ভূমিতলে সমাগত হইল ॥ ৫৫ ॥ তথা য গমন কবিয়া,
 নরপতিদিগকে করদীকৃত ও চরাচর বিশ্ব স্ববশে সংস্থাপিত কবত, আপনার অশ্বকনামক অভ্যু-
 কৃষ্ট পাতালপুংপ্রবিষ্ট হইল ॥ ৫৬ ॥ সেই পুবে অবস্থিতি কবিলে, গন্ধর্ব, বিদ্যাধব ও সিদ্ধ-
 সংঘ অঙ্গরোগণের সহিত তদীয় পরিচারণাঃ পাতালে অভ্যাগত হইয়া, বাস করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবিজয় নামক দশম অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজবর্ষ্য । আপনি বলিলেন, ভগবান্ ভাস্কর শ্রুকেণী মগরীকে অস্বর
 হইতে পৃথিবীতে পাতিত কবিয়াছিলেন । তদবস্থান্ত কীর্তন করুন ॥ ১ ॥ শ্রুকেণী কে, কে
 তাহারে বর প্রদান করেন ; ভাস্করই বা কিজন্ত আকাশ হইতে তদীয় পুরী পৃথিবীতে কবিয়া-
 ছিলেন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু বাবহিতো ভূষা কথামেতাং পুরাতনীনু । যথা কৃতাং ময়া পূৰ্বে কথ্যমানাং
মহায়ুনে ॥ ৩ ॥ আদ্যোনিশাচরগণৈর্বিহৃত্যংকেশীতি বিহৃতঃ । তন্তু পুত্রো ভগ্নজ্যেষ্ঠঃ শ্রুকেশির-
জরায়ুনে ॥ ৪ ॥ ভক্ত ভূতভেদশানঃ পুরমাকানচাশি বৎ । আদ্যজৈরহুগুণি শক্তভিত্তাপ্য-
বধ্যতাম্ ॥ ৫ ॥ ন চাপিগণিতমায়ং আপ্য বরং গগনগং পুংসু । যেষে নিশাচরৈঃ সার্বং সূতা ধর্ম-
পরিহিতাঃ ॥ ৬ ॥ ন কদাচিদগতোদরগ্যঃ মাপধংদানবেশ্বরঃ । তজ্জাশ্রমাংস্ত দদুশে ঋষীণাং
জানিতাশ্রমাম্ ॥ ৭ ॥ মহর্ষীশ তদা বৃষ্টে, এগিপত্যভিহাদ্য চ । প্রত্যাচাচ ঋষীন্ সর্কানু কৃত্বান-
পরিহিতাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রুকেশিকবাচ । এই নিচ্ছামি তবতঃ সংশয়ং বৎ যদি বিহৃতঃ । কথয়ন্তু তবতো মে নটৈবং
কথ্যমানম্ ॥ ৯ ॥ কিং বিজ্ঞেয়ঃ পরে লোকে কিমুচেৎ বিজ্যোত্তমাঃ । কেন পূজ্যস্তথা
সংস্র কেনাসৌ শ্রুতমেধতে ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইখং শ্রুকেশিবচনং নিশম্য পরমর্ষরঃ । প্রোচুর্কিহুস্ত শ্রেয়োঋষিমহ লোকে
পরজ চ ॥ ১১ ॥

ঋষয় উচুঃ । অরতাং কথয়িষ্যামস্তব ব্রাহ্মণপুত্রব । যদ্বি শ্রেয়ো ভবেদীয় ইহচামুজ চাব্যয় ॥ ১২ ॥
শ্রেয়ো ধর্মঃ পরে লোকে ইহ চ কণদাচর । তন্মিন্ সমাশ্রিতে সংস্র পূজ্যস্তেন শ্রুতী ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রুকেশিকবাচ । কিংলক্ষণে ভবেদ্বর্ষঃ কিমাচরগসংক্রিয়ঃ । যমাশ্রিত্য ন সীদতি দেবাদ্যাশ্চ
তদুচ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

ঋষয় উচুঃ । দেবানাং পরমো ধর্মঃ সদা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । শাখ্যায়তনবেদিখং বিষ্ণু-

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহায়ুনে । আমি পূর্বে এই পুরাতনী কথা কীর্তনসময়ে যেকপ শ্রবণ
করিয়াছিলাম, বলিতেছি, অবধান সহকারে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ নিশাচরগণের বিহৃত্যংকেশী নামে যে
অধিপতি ছিল, শ্রুকেশী তাহার ভগ্নজ্যেষ্ঠ পুত্র কপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ ভগবান্ দৈশান
তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, বিমানচারণী নগরী এবং শক্তগণ কর্তৃক অজেয় ও অবধ্য প্রদান
করেন ॥ ৫ ॥ শ্রুকেশী শঙ্করের প্রসাদে আকাশগামী পুর প্রাপ্ত হইয়া, সর্কদা ধর্মপথে অবস্থান
পূর্বক নিশাচরগণের সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ একদা সে মগধারণ্যে গমন করিয়া,
তথায় ভাবিতাত্মা ঋষিগণের আশ্রমসমূহ সন্ধান করিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর মহর্ষিদিগকে দর্শন ও
এগিপাত পূর্বক অভিবাদন করিয়া, আসনপরিগ্রহানন্তর তাঁহাদের সকাশে নিবেদন করিল ॥ ৮ ॥
আমার স্বদেহে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । আপনারা
বলুন । আমি জ্ঞাপন করিতেছি ॥ ৯ ॥ হে বিজ্যোত্তমবর্গ ! পরলোকে ও ইহলোকে শ্রেয়ঃ
কি ? সাধুগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই বা পূজনীয় ? কোন ব্যক্তিই বা শ্রুত্রে বর্ধিত হইয়া
থাকে ? ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রুকেশির এবংবিধ বচনরচনা শ্রবণগোচর করিয়া, মহর্ষিরা ইহলৌকিক
ও পারলৌকিক শ্রেয়োবিষয় সবিশেষ বিচারপূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১১ ॥ হে বীর !
হে অব্যয় ! হে ব্রাহ্মসকেশরিন্ ! ইহলোকে ও পরলোকে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা তোমাতে বলিতেছি,
শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ হে কণদাচর ! পরলোকে ও ইহলোকে উভয়ত্র একমাত্র ধর্মই শ্রেয়ঃ । এই
ধর্ম আশ্রয় করিলেই, সাধুসমাজে পূজনীয় ও শ্রুত্রে সংবর্ধিত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

শ্রুকেশি কহিল, ধর্মের লক্ষণ কি ? কিরূপে সংক্রিয়াকেই বা ধর্ম বলে ? যাহার আশ্রয়
করিলে, দেবাদিরা সর্বসম্মত হন না, তাহা কীর্তন করুন ॥ ১৪ ॥ ঋষিগণ কহিলেন, সর্কদা
যজ্ঞাদিক্রিয়াই দেবগণের পরম ধর্ম । তদ্ব্যতীত, শাখ্যায়তনবেদিতা ও বিষ্ণুপূজাও তাঁহাদের

পূজা ইতি ঋতিঃ ॥ ১৫ ॥ দৈত্যানাং বাহুশালিঃ মাৎসর্য্যং যুদ্ধসংক্রিয়াঃ । বন্দনঃ নীতিশাস্ত্রাণাং
 হরভক্তিরদাযতা ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম্মো যোগসিদ্ধিরমৃতম্ । স্বাধ্যায়ো একবিজ্ঞানঃ
 ভক্তিরিকো হরে তথা ॥ ১৭ ॥ উৎকৃষ্টোপাসনং জেরং নৃত্যবাদ্যেব বেদিতা । সরস্বত্যাং
 বিরা ভক্তির্গুরুর্কো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১৮ ॥ বিদ্যাধারিষমতুলঃ বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ । বিদ্যা-
 ধরাণাং ধর্ম্মোহয়ং ভবান্তাঃ ভক্তিরেব চ ॥ ১৯ ॥ গাছর্কবিদ্যাবেদিষ্যঃ ভক্তির্ভানৌ তথাহিরা ।
 কৌশল্যঃ সর্কশিল্পানাং ধর্ম্মঃ কিংপুরুষেঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মচর্য্যমমানিষ্যঃ যোগাভ্যাসমতিদৃঢ়া ।
 সর্কত্র কামচারিষ্যঃ ধর্ম্মোহয়ং পৈত্রিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং সদা সত্যং জপ্যং জ্ঞানং চ রাক্ষস ।
 নিয়মো ধর্ম্মবেদিষ্যার্হো ধর্ম্মঃ প্রচকতে ॥ ২২ ॥ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্য্যং চ দানং যজ্ঞনমেব চ । অকার্পণ্য-
 মনারাসো দরাহিংসাকমাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ জিতেল্লিষ্যঃ শৌচং চ মাদল্যঃ ভক্তিরচ্যতে । শঙ্করে
 ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোহয়ং মানবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥ ধনাধিপত্যং ভোগাশ্চ স্বাধ্যায়ঃ শঙ্করার্চনম্ ।
 অহঙ্কারমশৌভীর্ধ্যং ধর্ম্মোহয়ং গুহ্যকেষিতি ॥ ২৫ ॥ পরদারমর্ষণিষ্যঃ পারক্যার্হে চ লোমুপাঃ ।
 স্বাধ্যায়স্বাক্ষকে ভক্তির্ধর্ম্মোহয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ অবিবেকস্তথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা ।
 পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদা চামিবগ্নুতা ॥ ২৭ ॥ যোনয়ো দাদশৈবৈতান্তান্ত্র ধর্ম্মাশ্চ রাক্ষস ।
 ব্রহ্মণা কথিতাঃ পুণ্যাঃ দাদশৈব গতিপ্রদাঃ ॥ ২৮ ॥

স্বকেশিকবাচ । ভবভক্তিকথা যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রতঃ দাদশাব্যয়াঃ । তত্র যে মানবা ধর্ম্মস্তান্ কুরো
 বক্তুমর্হথ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্ম উচুঃ । শৃণু মহমুজাদীনঃ ধর্ম্মাংস্ত কণদাচর । যে বসন্তি মহীপৃষ্ঠে নরা কীপেব
 সপ্তম ॥ ৩০ ॥ যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরায়তা । অলোপরি মহীয়ঃ হি নোরিবাভে

ধর্ম্ম বলিয়া, ক্রয়মাণ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ দৈত্যগণের ধর্ম্ম বাহুশালি, মাৎসর্য্য, যুদ্ধসংক্রিয়া, নীতিশাস্ত্রের পরিচর্যা ও হরভক্তি ॥ ১৬ ॥ অমৃতম যোগসিদ্ধি, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান, বিষ্ণু ও হর উভয়ের প্রতিভক্তি, এই সকল সিদ্ধগণের ধর্ম্ম বলিয়া, উদাস্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ গাছর্কগণের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট উপাসন, নৃত্যবাদ্যবেদিতা ও সরস্বতীর প্রতি অচলা ভক্তি ॥ ১৮ ॥ বিদ্যা-বিষয়ে তুলনারাহিত্য, বিজ্ঞান, পৌরুষবুদ্ধি ও ভবানীর প্রতি ভক্তি, এই সকল বিদ্যাধরগণের ধর্ম্ম ॥ ১৯ ॥ গাছর্কবিদ্যাবেদিতা, ভাস্করে অবিচলিত ভক্তি, সর্কবিধ শিল্পে কুশলিতা, এই কয়টি কিংপুরুষগণের ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান, যোগাভ্যাসে অবিচলিত আসক্তি, সর্কত্র কামচারিতা, এই কয়টি পিতৃগণের ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥ হে রাক্ষস ! সর্কদা ব্রহ্মচারিষ্য, সত্য, জপ্য, জ্ঞান, নিয়ম ও ধর্ম্মবেদিতা, এই সকল ঋষিগণের ধর্ম্ম ॥ ২২ ॥ স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজ্ঞ, অকার্পণ্য, অনারাস, দয়া, অহিংসা ও ক্রমাদি ॥ ২৩ ॥ জিতেল্লিষ্য, শৌচ, মাদল্য, শঙ্কর ভাস্কর ও দেবীর প্রতি ভক্তি, এই সকল মানবগণের ধর্ম্ম ॥ ২৪ ॥ ধনাধিপত্য, ভোগ, স্বাধ্যায়, শঙ্করের উপাসনা, অহঙ্কার ও অশৌভীর্ধ্য, এই কয়টি গুহ্যকগণের ধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥ পরদারমর্ষণ, পরকীয় অর্থগ্নুতা, স্বাধ্যায় ও শিবভক্তি রাক্ষসগণের ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ অবিবেক, অজ্ঞান, শৌচহানি, সত্য-পরিহার ও সর্কদা আমিবগ্নুতা পিশাচগণের ধর্ম্ম ॥ ২৭ ॥ হে নিশাচর ! পিতামহ ব্রহ্মা এই দাদশ যোনির পরমপবিত্রতাসাধক ও গতিপ্রদ দাদশপ্রকার ধর্ম্ম উক্তরূপে কীর্তন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

স্বকেশি কহিল, আপনারা যে দাদশবিধ শাস্ত্রতঃ ও সনাতন ধর্ম্ম কীর্তন করিলেন, তদ্বধ্যে মহাব্যাগণের ধর্ম্ম পুনরায় বর্ণন করুন ॥ ২৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে কণদাচর ! যাহারা সপ্তদ্বীপে মহীপৃষ্ঠে বাস করে, সেই মহাব্যাধির ধর্ম্ম শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥ নদীর জলে নৌকা যেমন, এই পৃথিবীও তেমন অলোপরি অবস্থিতি করি,

সুকেশিকবাচ । কিমর্থং পুষ্করদ্বীপো ভবন্তিঃ সমুদ্রান্ততঃ । তুর্দর্শঃ শৌচরহিতো ঘোরঃ কৰ্ম্মার্থ-
নাশকৃৎ ॥ ৪৭ ॥

ঋষিঃ উচুঃ । তন্নিম্নিশাচর দ্বীপে নরকাঃ সন্তি দাক্ষিণ্যঃ । ৪৮ ॥ ঘোরদর্শনঃ ॥ ৪৮ ॥

সুকেশিকবাচঃ । কিমন্ত্যেতানি 'ভৌজাণি নরকানি তপোধনানাঃ' । কিমন্ত্যেতানি 'মার্গৈর্গণকা চ
তেষু স্বরূপতা' ॥ ৪৯ ॥

ঋষিঃ উচুঃ । পুষ্করঃ সাক্ষাৎ প্রমাণং লক্ষণং তথা । সর্বকৰ্ম্মাণ্যেব বোববাদীমিহ সংখ্যায়ৈক-
বিংশতিঃ ॥ ৫০ ॥ ত্রৈলোক্যে বোজমানঃ জলিতাকারবিস্তৃতে । বৌববো নামি নরকঃ প্রথমঃ স্রি-
কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫১ ॥ তপ্ততাম্রময়ী ভূমিরধস্তা হিতাপিতা । দ্বিতীয়ো 'দ্বিগুণস্তান্মহা বৌবব-
উচ্যতে ॥ ৫২ ॥ ততোহসি বিস্তৃতশাশ্বতামিশ্রো নরকঃ স্রুতঃ । অন্ধতামিশ্রকো নামি চতুর্থো
দ্বিগুণঃ পরঃ ॥ ৫৩ ॥ ততস্ত কালসূত্রেনৈক পঞ্চমঃ 'পরিগীরতে । অপ্রতিষ্ঠঃ নরকঃ স্রুতঃ
সপ্তমঃ ॥ ৫৪ ॥ অসিপত্রবনকাকৃতঃ সহস্রাণি দ্বিসপ্ততিঃ । বোজমানাং পরিখ্যাতমষ্টমঃ নরকো-
ত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥ নবমঃ তপ্তকুন্তঃ দশমঃ কূটশাল্মলিঃ । কল্পপত্রস্তম্ভৈবোক্তস্তদ্বাচঃ স্বানভোজনঃ ॥ ৫৬ ॥
সদংশো লোহপিণ্ডঃ কবচসিকতা তথা । ঘোরা কারনদী চাত্তা তথাচ কুমিভোজনং ॥ তথাষ্টা-
দশমী প্রোক্তা যোবা বৈতরণী নদী ॥ ৫৭ ॥ তথাপরঃ শোণিতপুষ্পভোজনঃ ক্ষুরাধ্বাধো নিশিত-
চক্রকঃ । সংশোধণো নাম তথাপি চান্তে প্রোক্তান্তবৈতে নরকাঃ সুকেশিন্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুষ্করদ্বীপবর্ণনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুকেশি কহিল, আপনাব। কিজন্ত পুষ্করদ্বীপকে তুর্দর্শ, শৌচবিহিত ও ঘোবভাবাপন্ন এবং
কৰ্ম্মার্থবিনাশকৃৎ বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে নিশাচর । এই পুষ্করদ্বীপে বৌববপ্রমুখ দাক্ষণ নবক সকল প্রতিষ্ঠিত
আছে । সেইজন্ত উহাকে ঘোরদর্শন ও বোদ্র বলিয়া, বর্ণন কবা হইল ॥ ৪৮ ॥

সুকেশি কহিল, হে তপোধনবর্ণ । এই দাক্ষণ নবক সকলের সংখ্যা কত ? তাহাদেব পবি-
মাণই বা কত পথ ? এবং তাহাদেব স্বরূপই বা কীদৃশ ॥ ৪৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে বাক্ষসপ্রবব । তাহাদেব লক্ষণ ও প্রমাণ শ্রবণ কব । এই বৌববাদি
নরক সকলের সংখ্যা সমুদায়ে একবিংশতি ॥ ৫০ ॥ তন্মধ্যে বৌববনামক প্রথম নবক । উহা
দ্বিসহস্রযোজন জলিতাকারবিস্তৃত ভূতালে সন্নিবদ্ধ ॥ ৫১ ॥ উহাব অধস্ত ভূমি তপ্ততাম্রময়ী ও সূর্য্যদগ্ন
বহি দ্বাবা সংতাপিত । দ্বিতীয় নবক মহাবৌবব বৌববেব দ্বিগুণ ॥ ৫২ ॥ তামিশ্র নামে বিখ্যাত
নবক তাহা অপেক্ষাও বিস্তৃত । চতুর্থ নবক অন্ধতামিশ্র ইহাব দ্বিগুণ ॥ ৫৩ ॥ ইহার পর পঞ্চম
নরক কালসূত্রনামে নির্দিষ্ট । তদনন্তব অপ্রতিষ্ঠ ও অপ্রতিষ্ঠেব পব সপ্তম নবক ঘটীয়ন্ত ॥ ৫৪ ॥
ইহার পর অসিপত্র নবক দ্বিসপ্ততিসহস্র যোজন বিস্তৃত । ইহা সংখ্যায় অষ্টম ॥ ৫৫ ॥ নবম
তপ্তকুন্ত, দশম কূট শাল্মলি, একাদশ কবপত্র ও দ্বাদশ নরক স্বানভোজননামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৬ ॥
ইহার পব যথাক্রমে 'সদংশ' লোহপিণ্ড, কবচসিকতা, তদ্বৎ কারনদী, কুমিভোজন এবং
ঘোরা বৈতরণী নদী অষ্টাদশ নরক বলিয়া নির্দিষ্ট ॥ ৫৭ ॥ ইহার পর শোণিতপুষ্পভোজন,
ক্ষুরাধ্বাধি ও নিশিতচক্রক এবং সংশোধননামক নবক । হে সুকেশিন্ ! তোমার নিকট নরক
সকল কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুষ্করদ্বীপ বর্ণনং নামৈকাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

স্বাদশোধ্যায়ঃ ।

স্বকেশিকবাচ । কর্মণা নরকানেনান্ কেন গচ্ছন্তি বৈ কথং । এতদ্বদন্ত বিপ্রেশ্বরাঃ পরং
কৌতুহলং মম ॥ ১ ॥

ঋষয় উচুঃ । কর্মণা যেন যেনেহ বাস্তি শালকটংকটং । স্বকর্মকলভোগার্থং নরকাস্থে
সুপুংসভান্ ॥ ২ ॥ দেববেদবিজাতীনাং যৈর্নিকা সত্যতত্ত্বতা । যে পুরাণেতিহাসার্থীরাভিনন্দন্তি
প্রাপিনঃ ॥ ৩ ॥ গুরুমিত্যাকরা যে চ মথবিস্করাস্তে যে । দাতুর্নিবারকা যে চ তেবু তে নিপন্তি হি ॥ ৪ ॥
স্বহৃদশ্রুতিগৌরব্যামিভূত্যাপিতানুতৈঃ । বাজ্যাধ্যাপকরোচৈব কৃতো ভেদোষমৈর্শিখঃ ॥ ৫ ॥
কৃত্যমেকস্ত দদ্যা চ দদন্ত্যস্ত যেষধমাঃ । করপত্রেন পাট্যন্তে তে দ্বিধা সমকিংকরৈঃ ॥ ৬ ॥
পরোপভূপিজনকা চন্দনোশীরহারিণঃ । বালবালনহর্তারঃ করন্তসিকতাস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ নিম-
জ্জিতোহস্ততো ভুত্বৈব প্রাচে দৈবেধ পৈতৃকে । স দ্বিধাকুপ্যতে মর্ত্যস্তীকৃতুতৈঃ খগোস্তমঃ ॥ ৮ ॥
মর্গাণি বস্ত সাধুনাভদন্ বাগ্ভির্নিকৃত্ততি । তন্তোপরি ভুদন্তস্ত ভুতৈস্তিষ্ঠন্তি পত্রিণঃ ॥ ৯ ॥ যঃ
করোতি চ পৈতৃকং সাধুনামভধামতঃ । বজ্রতুণ্ডনিভা দ্বিস্যামাকর্ষন্তেহস্ত বারসাঃ ॥ ১০ ॥ পিতৃ-
স্মৃতিগুরুণাঞ্চ বেহবজ্রাক্রুরকৃত্যতাঃ । মজ্জন্তি পুংসবিপ্লবে স্বকপ্রতিষ্ঠে অধোমুখাঃ ॥ ১১ ॥ দেবতা-
তিথিতুতোবু ভুতেশত্যাগতেবু চ । অতুস্তবৎসু যেহশ্রুতি বালপিত্রগ্নিমাভু ॥ ১২ ॥ হুটীস্ব-
পুংসনির্বাণভুজতে স্বধমাইমে । সূচীমুখাশ্চ জারন্তে ত্ববার্তা গিরিবিপ্রহাঃ ॥ ১৩ ॥ একপত্ন্যুপ-
বিষ্টানাং বিবসং ভোজয়ন্তি যে । বিভূভোজনং রাক্ষসেন্দ্র-নরকং তে ব্রজন্তি চ ॥ ১৪ ॥ একসার্থ-

স্বকেশি কহিল, হে বিপ্রেশ্বরগণ! কি কর্ম করিলে, কিরূপে এই সকল নরকে গমন করিতে
হয়, কীর্তন করুন। শুনিবার জন্য আমি একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইরাছি ॥ ১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, যে যে কর্ম করিলে, তাহার ফলভোগার্থ এই সকল নরকলাভ হয়, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ যে সকল পাপাত্মা দেবদেব ও বিজ্ঞাতিগণের নিরন্তর নিন্দা করে,
পুরাণ ও ইতিহাসার্থের অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে ॥ ৩ ॥ গুরুগণের নিন্দা করে, যজ্ঞ সকলের
বিস্তার করে, এবং দাতার প্রতিবেধ করে, তাহারাই এই সমস্ত নরকে নিখতিত হয়। বাহারা
সুহৃৎ, পতি, সোদর, প্রভৃ, ভৃত্য, পিতা, পুত্র, যজ্ঞ ও অধ্যাপক। ইহাদেয় কোনরূপ প্রভেদ
করে না ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ যে সকল অধম পুরুষ দত্ত কৃত্যকে পুনরায় অন্যদীয় হস্তে সমর্পণ করে,
সমকিংকরের। তাহাদিগকে করপত্রে দ্বিধা পাটিত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ঋষের সন্তান উৎপাদন,
চন্দন ও উশীর হরণ এবং বালবালন আত্মসাৎ করিলে, করন্তসিকতানরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৭ ॥
দেব অথবা পৈতৃকপ্রাচ্যে নিমজ্জিত হইয়া, অন্যত্র ভোজন করিলে, তীক্ষ্ণতুণ্ড বিহীন সকল তাহাকে
দ্বিধা আকর্ষিত করে ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি সাধুগণের মর্মভেদী বাক্য প্রয়োগপূর্বক তাহাদিগের স্বদর-
ব্যথা সমুদ্ভাবন করে, পক্ষী সকল তুণ্ড দ্বারা ভোজনপূর্বক তাহার উপরি অবস্থিতি করিয়া
থাকে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি অন্ত্যায়মতি হইয়া, সাধুগণের প্রতি পিণ্ডন ব্যবহার করে, বজ্রবৎ হুতুণ্ড
বারসগণ তাহার দ্বিস্য আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ বাহারা উদ্ধত হইয়া, পিতা,
মাতা ও গুরুজনবর্গের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে, তাহার। স্বকপ্রতিষ্ঠে অধোমুখে পুংস, বিষ্টা
ও মুক্ত মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, অভ্যাগত ব্যক্তি সমূহ এবং
বালক, পিতা, অগ্নি ও মাতা; অতুস্ত থাকিতে, ভোজন করিলে ॥ ১২ ॥ হুটীস্ব ও
পুংসতর্কণ করিতে হয়; অধিকত, তাহার। সূচীমুখ ও পূর্বতাকৃতি হইয়া, জরপ্রহরণপূর্বক
জ্বলন্ত অতিমাত্র ক্রেশ অমৃতব করে ॥ ১৩ ॥ বাহারা এক সংজ্ঞিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিকে
বিবস ভোজন করায়, তাহার। বিভূভোজননামক নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ বাহারা

ঐরাভাশ্চ পতন্ত্চাধিনঃ নরাঃ । অসংবিত্ত্য ভুঞ্জতি তে বাতি স্নেহভোজনং ॥ ১৫ ॥ গো-
 ব্রাহ্মণায়ঃ স্পৃষ্টা বৈকল্লিষ্টৈশ্চ কামতঃ । কিপ্যন্তে হি করীতেবাং তপ্তকুন্তে স্নদাক্রণে ॥ ১৬ ॥
 সূর্য্যোদ্যাতরকা স্পৃষ্টা বৈকল্লিষ্টৈশ্চ কামতঃ । তেবাং নেত্রগতো বহির্ভূম্যন্তে যমকিকটৈঃ ॥ ১৭ ॥
 মিজজায়াথ অননী জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা ননা । জামরো গুরবো বৃদ্ধা ঐঃ সংস্পৃষ্টাঃ পদা নৃভিঃ ॥ ১৮ ॥
 বজ্রাংস্তরন্তে নিগড়ৈর্লোহৈর্কলিপ্রতাপিতৈঃ । কিপ্যন্তে রৌরবে ঘোরে হ্যাজাহ্নপরিদাহিনঃ ॥ ১৯ ॥
 পারসং কুশরং মাংসং বৃথা ভুজ্যানি বৈনরৈঃ । তেবামরোওড়াস্তপ্তাঃ কিপ্যন্তে বদনেহুঁতাঃ ॥ ২০ ॥
 গুরুদেববিজাভীনাং বেদানীক নরাধমৈঃ । নিকানিশং ক্রতা বৈত পাপানামতিকূর্ষতাং ॥ ২১ ॥
 তেবাং লোহময়াঃ কীলা বহুবর্ণাঃ পুনঃ পুনঃ । শ্রবণেবু নিধন্তে ধর্ম্মরাজন্ত কিঙ্কটৈঃ ॥ ২২ ॥
 ঐপাদেবকুলারাম বিপ্রবেশসভামঠানি । বাপীকূপতড়াগাংশ্চ ভংক্তা বিধঃসরসি যে ॥ ২৩ ॥
 তেবাং বিনপতাকর্ম্ম দেহতঃ ক্রিয়তে পৃথক্ । কর্ত্তরীতিঃ স্মৃতীকৃতিঃ স্মরোজ্জৈবমকিকটৈঃ ॥ ২৪ ॥
 গোব্রাহ্মণাধিকমগ্নিক যে হি মেহন্তি মানবাঃ । তেবাং গুদেভাশ্চাত্ত্রানি বিনিভুজতি বারসাঃ ॥ ২৫ ॥
 নৃপোষণপরো যন্ত পরিত্যজতি মানবঃ । পুত্রভৃত্যকলজ্ঞানি বহুবর্গমকিঞ্চনম্ । ছুর্ভিক্ষে
 সজ্জমে চাপি স নৃযোনৌ নিপাত্যতে ॥ ২৬ ॥ শরণাগতং যেত্যজতি যে চ বন্ধনপালকাঃ । পতন্তি
 বহ্নীপীঠে তে ভাত্যমানান্ত কিঙ্কটৈঃ ॥ ২৭ ॥ ক্রেশরস্তু হি বিপ্রাদীন্ বাজ্যকর্ম্মসু পাপিনঃ । তে
 পেযান্তে শিলায়াং বৈ শোবাতেপি চ শোবকৈঃ ॥ ২৮ ॥ ভ্রাসাপহারিণঃ পাপা বিধান্তে নিগড়ৈ-
 রপি । কুংকামাঃ শুকতাঘোষ্ঠাঃ পাত্যন্তে বৃশ্চিকাশনে ॥ ২৯ ॥ পর্কসৈমধুনিঃ পাপাঃ পরদার-

একসার্থ ঐহানপূর্ব্ব পুরস্পর ভাগ না করিয়া, ভোগ করে, তাহার। স্নেহভোজন নরকে নিপী-
 তিত হয় ॥ ১৫ ॥ যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থার ইচ্ছা করিয়া, গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করে, স্নদাক্রণ
 তপ্তকুণ্ডে তাহাদের হস্ত ন্যস্ত করা হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ যাহারা ইচ্ছা করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থার
 সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা সন্দর্শন করে, যমকিকটগণ তাহাদের নেত্রমধ্যে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক তাহা
 ঐজলিত করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ যাহারা মিজজায়া, অননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতা, ননা, জামি,
 গুরু ও বৃদ্ধবর্গ ইহাদিগকে পদ দ্বারা স্পর্শ করে ॥ ১৮ ॥ অগ্নিতে অতিমাত্র সস্তাপিত লোহনিগড় দ্বারা
 তাহাদের পদ বন্ধ করিয়া, তরঙ্গর নরকে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের জাহ্ন পর্ব্বান্ত দহ হইয়া
 থাকে ॥ ১৯ ॥ যাহারা পারস, কুশর ও মাংস বৃথা ভোজন করে, তাহাদের বদনমধ্যে বিচিঞ্জাকৃতি,
 তপ্ত লোহওড় সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ যাহারা সর্কদা গুরু, দেব, বিজাতি ও বেদ সকলের
 নিন্দা শ্রবণ করে, সেই পাপকর্ম্ম নরাধমদিগের ॥ ২১ ॥ কর্ণমধ্যে ধর্ম্মরাজের কিঙ্কটগণ অগ্নিবর্ণ
 লোহময় কীলক সমস্ত বারবার নিধনিত করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ যাহারা ঐপা, দেবকুলারাম,
 বিপ্রবেশ, সভামঠ, বাপী, কূপ, তড়াগ এই সকল ভগ্ন করিয়া, নষ্ট করে ॥ ২৩ ॥ অতীর্ষ তরঙ্গের
 যমকিকট সকল স্মৃতীকৃত কর্ত্তরী দ্বারা তাহাদের দেহ হইতে চর্ম্ম পৃথক ও তন্নিবন্ধন তাহারা
 বিলাপ করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও অর্ক, ইহাদের অভিমুখে মূত্র ত্যাগ
 করে, বারস সকল তাহাদের গুহদ্বার দিয়া, ভ্রজ বাহির করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি আশ্র-
 পোষণপরায়ণ হইয়া, অকিঞ্চন পুত্র, ভৃত্য, কলজ্ঞ ও বহুবর্গকে ছুর্ভিক্ষ ও সংজ্ঞমসময়ে পরিহার
 করে, তাহার। কুঁকুরযোনিতে নিপাতিত হয় ॥ ২৬ ॥ যাহারা শরণাগতের পরিত্যাগ ও বন্ধন
 পালন করে, তাহার। যমকিকট কর্ত্তক ভাঙিত হইয়া, বহ্নীপীঠে নিপতিত হয় ॥ ২৭ ॥ যে সকল
 পাপী, ব্রাহ্মণাদিকে বাজ্যকর্ম্ম ক্রেশ প্রদান করে তাহাদিগকে শিলায় নিষ্পিষ্ট ও শোবক দ্বারা
 শোষিত করা হয় ॥ ২৮ ॥ ভ্রাসাপহারণ করিলে, নিগড় দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে ; এবং কুঁধার
 অতিমাত্র কূপ, শুকতালু ও শুককর্থে বৃশ্চিকাশনে নিপাতিত হয় ॥ ২৯ ॥ যাহারা পর্কসমর্থে

জলজেষু পদ্মং পুরানিমুখ্যেযু হস্তাভিভক্তঃ । ক্ষেত্রেষু যদং কুরুজাদসম্বরং তীর্থেষু যদং অবরং
 পৃথুদকং ॥ ৪৫ ॥ সরোবরেষু চৈবোত্তমমানসং যথা বনেষু পুণ্যেযু হি নন্দনং যথা । লোকেষু যদং
 সজনং বিরঞ্জেঃ সত্যং যথা ধর্মবিধিক্রিয়াসু ॥ ৪৬ ॥ যথাস্থমেধঃ অবরং ক্রতুনাং পূজো যথা স্পর্শ-
 বতাস্মরিষ্ঠঃ । তপোবনানামপি কুন্তয়োনিঃ ক্রান্তিকর্য্যং যদদিহাগমেষু ॥ ৪৭ ॥ মুখ্যং পুরাণেষু যদৈব
 মৎস্যং স্বাস্ত্যবোক্তিত্বপি সংহিতাসু । মম্বুঃ স্মৃতীনাং অবরো যদৈব তিথীষু দর্শো বিবুধেষু
 বাসবঃ ॥ ৪৮ ॥ তেজস্বিনাঞ্চ অবরোক উত্তমং যদৈব চৈব জলধিষু দেবু । ভবানুযথা রাক্ষসসন্তমেযু
 পাপেষু নাগপাশিভির্জেষু যদং ॥ ৪৯ ॥ যদৈব শালিষিপদেষু বিজ্ঞানভূষণে গোক্ষয়শ্চ স্নেহঃ ।
 পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রক্তাশ্রমিণাং গৃহস্থঃ ॥ ৫০ ॥ কুশস্থলী শ্রেষ্ঠতমা পুণ্ড্রেষু সর্কেষু
 চ সঙ্গদেপটী । কলেশু চূড়তা মুকুলেশ্বরশাকঃ সর্কেষু যদং ॥ ৫১ ॥ মূলেষু কন্দঃ
 অবরো যদৈবোক্তো রক্তবিধকীর্ণঃ কন্দাচরেষু । খেত্রেষু যদং অবরো যদৈব কাপাসিকং প্রাবরণে হি
 যদং ॥ ৫২ ॥ কল্যানে মুখ্যং গণিতজ্ঞতা চ বিজ্ঞানমুখ্যং তু যথেষজ্ঞানং । শাকেষু
 যদং যদপি কাচমাচী রসেযু মুখ্যং লবণং যদৈব ॥ ৫৩ ॥ কলেশু তালো নলিনীষু পদ্মা
 বনৌকজেষু চ যদং ॥ ৫৪ ॥ মহীকহেষু যথা বটশ্চ যথা হরো জ্ঞানবতাস্মরিষ্ঠঃ ॥ ৫৫ ॥ যথা
 সতীনাং হিমবৎস্থতাং হি যথাস্মৃতীনাং কপিলা বরিষ্ঠা । যথা ব্রহ্মণামপি নীলবর্ণভূতৈব
 সর্কেষুপি চূঃসহেযু ॥ ৫৬ ॥ চূর্গেষু রৌদ্রেযু নিশাচরেশ যথা নদী বৈতরণীপ্রধানা ।
 পাণীয়াসু যদদিহ কৃতম্বুঃ সর্কেষু পাপেষু নিশাচরেষু ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মগোমাদিষু নিষ্কৃতির্হি

যেমন পঞ্চভূতের মধ্যে প্রধান ॥ ৪৪ ॥ অথবা, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা, জলজ সকলের
 মধ্যে পদ্ম ও দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে হস্তচরণভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ ; অথবা ক্ষেত্রের মধ্যে কুরুজাদর্শ,
 তীর্থের মধ্যে পৃথুদক ॥ ৪৫ ॥ সরোবরের মধ্যে উত্তম মানস, পুণ্যারণ্যের মধ্যে নন্দন, ভুবনের
 মধ্যে বিরিক্সজন ও ধর্মবিধিক্রিয়ার মধ্যে সত্য যেমন প্রধান ॥ ৪৬ ॥ অথবা, যজ্ঞের মধ্যে
 অশ্বমেধ, স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র, তপোধনের মধ্যে অগস্ত্য ও আগমের মধ্যে ক্রতি
 যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭ ॥ অথবা পুরাণের মধ্যে মৎস্যপুরাণ, সংহিতার মধ্যে স্বাস্ত্যবোক্তি, স্মৃতির
 মধ্যে মম্বু, তিথির মধ্যে অমাবস্তা ও দেবতার মধ্যে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥ অথবা সূর্য্য
 যেমন তেজস্বীগণের প্রধান, চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণের অগ্রগণ্য, জলধি যেমন হস্ত
 সকলের বরিষ্ঠ, ভূমি যেমন রাক্ষসসন্তমগণের প্রবর্তাবাপন্ন, নাগপাশ যেমন পাশ সকলের
 অগ্রমস্তরক্স যেমন স্তিমিতের অগ্রগণ্য ॥ ৪৯ ॥ অথবা ধাত্বের মধ্যে শালি, শিপদের মধ্যে
 কাঞ্চণ, চক্ষুশ্বদের মধ্যে গো ও সিংহ, পুষ্পের মধ্যে জাতী, নগরীর মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রক্তা,
 অশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৫০ ॥ অথবা পুরের মধ্যে কুশস্থলী, দেশের মধ্যে সঙ্গদেশ,
 কল্যানে মধ্যে চূড়, মুকুলের মধ্যে অশোক ও ওষধিগণের মধ্যে পথ্য্য যেমন বরিষ্ঠ ॥ ৫১ ॥ অথবা
 মূলের মধ্যে কন্দ, ব্যাধির মধ্যে অকীর্ণ ব্যাধি, খেতের মধ্যে যুগ্ম ও প্রাবরণের মধ্যে কাপাসিক
 যেমন প্রধান ॥ ৫২ ॥ অথবা কল্যানে মধ্যে গণিতজ্ঞতা যেমন শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রজাল যেমন বিজ্ঞানের
 মধ্যে মুখ্য, শাকের মধ্যে কাকমাচী যেমন প্রধান, রসের মধ্যে লবণ যেমন বরিষ্ঠ ॥ ৫৩ ॥ অথবা,
 কল্যানে মধ্যে তাল, নলিনীর মধ্যে পদ্মা, বনবাসীর মধ্যে রাক্ষস, মহীকহের মধ্যে বট ও
 জ্ঞানবান্গণের মধ্যে হর যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৪ ॥ অথবা হিমালয়নন্দিনী যেমন সতীর প্রধান,
 কপিলা যেমন অক্সনীর অগ্রগণ্য ও নীলবর্ণ ব্রহ্ম যেমন ব্রহ্মভগণের প্রধান, চূঃসহ ॥ ৫৫ ॥ চূর্গম ও
 রৌদ্র বস্ত্র সমুদায়ের মধ্যে বৈতরণী নদী যেমন মুখ্যভাবাপন্ন । হে নিশাচরেষু ! সমুদায়
 পাপ ও পাণীরানের মধ্যে কৃতম্বু ও তেমন অগ্রগণ্য ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্ম ও গোমাদির বরং নিষ্কৃতি

বিদ্যোক্ত নৈবান্ত তু হৃষ্টচারিণঃ । ন নিষ্কান্তাণ কৃতম্বুভেঃ স্তব্ধকৃতং নাশরতোহক
কোটিতিঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে কর্ণবিপাকো নামাষাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অরোদশোহধ্যায়ঃ ।

শুকেশিকবাচ । ভবন্তি কদিতা যোরা পুষ্করদীপসংস্থিতিঃ । অদ্বীপস্ত সংস্থানং কথয়ন্তু
মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

অবয় উচুঃ । অদ্বীপস্ত সংস্থানং কথ্যমানং নিশাময় । নবভেদং সুবিশীর্ণং বর্ণমোককল-
প্রদং ॥ ২ ॥ মধ্যে ত্রিলাবতো বর্ষো ভদ্রান্তঃ পূর্বতো জহঃ । পূর্বদক্ষিণতো বর্ষো হিরণ্মান
রাক্ষসেশ্বর ॥ ৩ ॥ ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরির্কক্ষিণপশ্চিমে । পশ্চিমে কেতুমালস্ত চম্পকঃ
পশ্চিমোত্তরে ॥ ৪ ॥ উত্তরেণ কুরৌর্কিবঃ কল্পবৃকসমাবৃতঃ । পূর্বমুত্তরতো রম্যো বর্ষঃ কিংপুরুবঃ
স্বতঃ ॥ ৫ ॥ পূণ্য্য রম্যা নটবটবৈতে বর্ষাঃ সালকটংকট । ইলাবতাদ্যাষ্টবর্ষং মুঠেভ্যু ভারতং ॥ ৬ ॥
ন তেষন্তি বৃগাবহা অরাসূতৃতরং ন চ । তেষাং স্বভাবিকী সিদ্ধিঃ স্তব্ধপ্রায়া হবন্ততঃ ॥ ৭ ॥
বিপর্ধ্যয়ো ন তেষন্তি নোত্তমাধমমধ্যমাঃ । বদেতস্তান্নতং বর্ষং নবদীপং নিশাচর ॥ ৮ ॥ সাগরাত-
তরিতাঃ সর্কে অগম্যাশ্চ পরম্পরং । ইন্দ্রদীপঃ কশেরুণাস্ত্রাশ্রপর্ণো গতস্তিমান্ ॥ ৯ ॥ নাগদীপঃ
কটাহস্ত সিংহলো বাকপ্তথা । অরস্ত নবমস্তেবাং দীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ১০ ॥ কুমারাদ্যাঃ
পরিখ্যাতো দীপোয়ং দক্ষিণোত্তরঃ । পূর্বে কিরাতা বস্ত্রান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্বতাঃ ॥ ১১ ॥
দক্ষাদক্ষিণতো বীর তুরফাশ্চপি চোত্তরে । ত্রাশ্বণাঃ কজিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চ তয়বাসিনঃ ॥ ১২ ॥

নাহে, সেই হৃষ্টচারীর কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই । বলিতে কি, অককোটিতেও স্তব্ধকৃত-
বিনাশকারী কৃতম্বুভির মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৫৭ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে কর্ণবিপাক নামক দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

শুকেশি কহিল, আপনারা ভরতর পুষ্করদীপসংস্থিতি বর্ণন করিলেন । অধুনা, অদ্বীপের
সংস্থান কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

ঋষিরা কহিলেন, অদ্বীপের সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই দীপ নয় ভাগে বিভিন্ন,
অতীব বিশীর্ণ এবং বর্ণ ও অপবর্ণ কল প্রদান করে ॥ ২ ॥ উহার মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ, পূর্বে
পরম বিচিৎ ভদ্রাস্যবর্ষ, হে রাক্ষসেশ্বর ! পূর্ব দক্ষিণে হিরণ্যাম্ববর্ষ ॥ ৩ ॥ দক্ষিণে ভারতবর্ষ,
দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, পশ্চিমোত্তরে চম্পকবর্ষ ॥ ৪ ॥ উত্তরে কল্পবৃকসে
পরিবৃত কুরুবর্ষ, পূর্বোত্তরে রমণীয় কিংপুরুবর্ষ ॥ ৫ ॥ এই নয় বর্ষই পরম পবিত্র ও বনোহর ।
ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে ইলাবৃতাদি অষ্টবর্ষে ॥ ৬ ॥ বৃগাবহা এবং অরা ও সূতৃতর নাই । স্বভাবতই
বিনাশকে স্তব্ধপ্রায় সিদ্ধিসংঘটন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ তথায় কোনরূপ বিপর্ধ্যয় নাই এবং উত্তম,
ও অধমেরও সম্পর্ক নাই । সকলেই তথায় সমান । হে নিশাচর ! এই ভারতবর্ষ নয়টি দীপে
বিভিন্ন ॥ ৮ ॥ এই সকল দীপ পরস্পর সাগরাতরিত ও অগম্য । উহাদের নাম বখা, ইন্দ্রদীপ,
কশেরুণ, ভাস্রপর্ণ, গতস্তিমান্ ॥ ৯ ॥ নাগদীপ, কটাহ, সিংহল, বাকপ ও অরস্ত ॥ ১০ ॥ কুমার
নামে বিখ্যাত দীপ ইহার দক্ষিণোত্তরবিভাগে প্রতিষ্ঠিত । ইহার পূর্বে কিরাত, পশ্চিমে
যবন ॥ ১১ ॥ দক্ষিণে অক ও উত্তরে তুরফ রাজ্য । ত্রাশ্বণ, কজির, বৈশ্ণ ও শূদ্র সকল ইহার

ইজ্যাবৃদ্ধবর্ণিত্যৈঃ কৰ্মভিঃ কৃতপাবনাঃ । তেষাং সংব্যবহারশ্চ এভিঃ কৰ্মভিরিহ্যতে ॥ ১০ ॥
 স্বর্ণপবৰ্ণপ্রাপ্তিঞ্চ পুণ্যং পাপং তথৈব চ । মহেন্দ্রো মলয়ঃ সত্ৰঃ শক্তিমান্বকপৰ্জতঃ ॥ ১১ ॥
 বিদ্যাস্ত প্যরিবাজস্ত সপ্তাজ কুলপৰ্জতাঃ । তথাস্তে শতসাহস্রা তুংরা মধ্যবাসিনঃ ॥ ১৫ ॥ বিস্তা-
 রোচ্ছ্যারিণো রম্যা বিপুলাঃ শুভদানবঃ । কোলাহলশ্চ বৈজ্রাজো মন্দরো হৃৎকরাচলঃ ॥ ১৬ ॥
 বাতধূমো বৈছ্যাতশ্চ মৈনাকঃ সরসস্তথা । তুংগগ্রহো নাগগিরিস্তথা গোবৰ্দ্ধনাচলঃ ॥ ১৭ ॥ উজ্জয়ন্তঃ
 পুষ্পগিরিবুদো রৈবতস্তথা । ঋষ্যমুকঃ সগোমস্তচ্চিকুটঃ কৃতম্বরঃ ॥ ১৮ ॥ জীপৰ্জতঃ কোক-
 পকঃ শতশোহন্তেহপি পৰ্জতাঃ । তৈর্কিমিশ্রা জনপদা শ্রেচ্ছাচার্য্যাস্ত ভাগশঃ ॥ ১৯ ॥ তৈঃ পীরন্তে
 সরিছেতা য়াঃ সম্যক ভা নিশাময় । সরস্বতী পকরূপা কালিন্দী চ হিরণ্যতী ॥ ২০ ॥ শতজ্জচ্ছিক-
 কা নীলা বিতন্তেরাবতী কুহুঃ । মধুরা হাররাবী চ উশীরা ধাতুকী রসা ॥ ২১ ॥ গোমতী ধূতপাপা চ
 বাহদা সা দৃষদতী । নিঃস্বরা গণ্ডকী চিত্রা কৈশিকী চ বধূসরা ॥ ২২ ॥ সরযুশ্চ সলোহিত্যা হিমবৎ
 পাদনিঃসৃত্যঃ । বেদস্বতীর্কেদসিনী বৃজয়ী সিদ্ধুরেব চ ॥ ২৩ ॥ পর্ণাশা নন্দিনী চৈব পাবনী চ
 মহী তথা । শরা চর্মণ্যতী লুপী বিদিশা বেণুমত্যপি ॥ ২৪ ॥ চিত্রা হোমবতী রম্যা পারিবাভোজবাঃ
 স্রুতাঃ । শোণো মহানদী চৈব নর্মদা সুরসা ক্রিয়া ॥ ২৫ ॥ মন্দাকিনী দশাৰ্ণা চ চিত্রকূটাহি-
 দেবিকা । চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া শিশাটিকা ॥ ২৬ ॥ তথাস্তা পিঙ্গলশ্ৰেণী বিপাশা
 বজ্রলাবতী । সৎসন্তজা শুভিমতী চক্রিনী ত্রিদিবা বসুঃ ॥ ২৭ ॥ ঋকপাদপ্রস্রুতা চ তথান্যা বল-
 বাহিনী । শিবা পরোক্ষী নির্ঝিছ্যা ভাপী সনিবধাবতী ॥ ২৮ ॥ বর্ণা বৈতরনী চৈব সিনী বাহুঃ
 কুঁমুদতী । তোয়া রেবা মহাগৌরী হৃৎকরা বাসিনা তথা ॥ ২৯ ॥ বিদ্যাপাদপ্রস্রুতাশ্চ নদ্যাঃ পুণ্যজনাঃ

অত্যন্তরে বাস করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ যজ্ঞ, বুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি কৰ্মপরম্পরা দ্বারাই ইহাদের সংব্যবহার
 সম্পন্ন হয় ॥ ১৩ ॥ এবং স্বর্ণ, অগবর্ণ ও পাপপুণ্যও সংসাধিত হইয়া থাকে । মহেন্দ্র, মলয়, সত্ৰ, শক্তি-
 মান, ঋক ॥ ১৪ ॥ বিদ্যা, পারিবাভ, এই কয়টি ইহার কুলপৰ্জত । তদ্ব্যতীত, অস্ত শত সহস্র
 পৰ্জত ইহার মধ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৫ ॥ তাহার। সকলেই বিস্তৃত, উচ্ছিত, রমণীয়,
 বিপুল ও সুরম্য সান্নিবিষ্ট । কোলাহল, বৈজ্রাজ, মন্দর, হৃৎকর ॥ ১৬ ॥ বাতধূম, বৈছ্যাত,
 মৈনাক, সরস্বতী, তুংগগ্রহ, নাগগিরি, গোবর্জন ॥ ১৭ ॥ উজ্জয়ন্ত, পুষ্পগিরি, অর্কুদ, রৈবত, ঋষ্য-
 মুক, গোমত, চিত্রকূট, কৃতম্বর ॥ ১৮ ॥ জীপৰ্জত, কোকপক এবং অস্তান্ত শতসহস্র পৰ্জত ইহাতে
 সন্নিবিষ্ট আছে । আৰ্য্য ও শ্রেচ্ছদেশ সকল ইহাদের সহিত বিভাগক্রমে মিলিত হইয়া আছে ॥ ১৯ ॥
 অজত্য অধিবাসীরা যে সকল সরিৎস্রার সলিল পান করে, সমাগ্ররূপে তাহাদের বৃত্তান্ত প্রবণ
 কর । সরস্বতী, পকরূপা, কালিন্দী, হিরণ্যতী ॥ ২০ ॥ শতজ্জ, চক্রিকা, নীলা, বিতন্তা, ইরাবতী,
 কুহু, মধুরা, হাররাবী, উশীরা, ধাতুকী, রসা ॥ ২১ ॥ গোমতী, ধূতপাপা, বাহদা, পৃষদতী,
 নিঃস্বরা, গণ্ডকী, চিত্রা, কৌশিকী, বধূসরা ॥ ২২ ॥ সরযু ও লোহিত্যা, এই সকল নদী হিমালয়ের
 পাদদেশে হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে । বেদস্বতী, বেদকিনী, বৃজয়ী, সিদ্ধুশা ॥ ২৩ ॥ পর্ণা,
 নন্দিনী, পাবনী, মহী, শরা, চর্মণ্যতী, লুপী, বিদিশা, বেণুমতী ॥ ২৪ ॥ চিত্রা ওমবতী এই
 সকল নদী পারিবাভ পৰ্জত হইতে প্রস্রুত হইয়াছে । শোণ, মহানদী, নর্মদা, সুরসা, ক্রিয়া ॥ ২৫ ॥
 মন্দাকিনী, দশাৰ্ণা, চিত্রকূট, অহির্দেবিকা, চিত্রোৎপলা, তমসা, করতোয়া, শিশাটিকা ॥ ২৬ ॥
 পিঙ্গলশ্ৰেণী, বিপাশা, বজ্রলাবতী, সৎসন্তজা, শুভিমতী, চক্রিনী, ত্রিদিবা, বসু ॥ ২৭ ॥ বলবাহিনী
 এই সকল নদী ঋকপাদপ্রস্রুত বলিরা অধিত আছে । শিবা, পরোক্ষী, নির্ঝিছ্যা, ভাপী,
 নিবধাবতী ॥ ২৮ ॥ বর্ণা, বৈতরনী, সিনীবাহু, কুঁমুদতী, তোয়া, রেবা, মহাগৌরী, হৃৎকরা,
 বাসিনা ॥ ২৯ ॥ এই সকল নদী বিদ্যাপৰ্জতের পাদদেশপ্রস্রুত । ইহাদের জল পরমপবিত্র

ভভাঃ । গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী সরিষভী ॥ ৩০ ॥ বিশমজী স্তম্ভরোগা বাহা কাবেরিরেব চ ।
 হুঙ্কোদা নলিনী চৈব বারিসেনী কলস্বনা ॥ ৩১ ॥ এতানি মহানদীঃ সতপূৰ্ব্বৈঃ ।
 কৃতমালা ভীমপর্বা বহুলা চৌপলাবতী ॥ ৩২ ॥ ওনী চৈব সূদামা চ শক্তিযুগলবাহিনী ।
 সকাঃ পুণ্যাঃ সুরভীঃ পানিপ্রসঙ্গমাত্মকা ॥ ৩৩ ॥ অগতো মাতরঃ সকাঃ সকাঃ সাগরমোহিতঃ ।
 অভাঃ সহস্রশক্তি কুজা নদ্যা হি রাক্ষস ॥ ৩৪ ॥ সনাকালবহীচান্যাঃ আবুটকালবহীচনা ।
 এতানি মহোদধী দেশাঃ পিবন্তি যৈচ্ছয়া ভভাঃ ॥ ৩৫ ॥ যন্তাঃ কুশুদ্রাঃ কিলকুণ্ডলাশ্চ পঞ্চালকাস্চ
 সহ কৌশিকৈশ্চ । বকাঃ শাকা বর্করকৌরবাশ্চ কলিঙ্গবল্লভজনাভধৈতে ॥ ৩৬ ॥ মরুকা মধ্য
 দেশা বা অতীরাঃ শাঠ্যধানকাঃ । বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ অতীরাঃ কামতোবদাঃ ॥ ৩৭ ॥ অপর্যা-
 ভীন্তবা শূদ্রাঃ পল্লবাস্চ সখেটকাঃ । গাঙ্কারা যবনাস্চৈব সিন্ধুনৌবীরভদ্রকাঃ ॥ ৩৮ ॥ শাতব্রবা
 ললিখাস্চ পারাবতসম্বকাঃ । মার্টরোদকধারাস্চ কৈকেয়া দশমাস্থকা ॥ ৩৯ ॥ কজিয়াঃ
 প্রতিবেশাস্চ তথা শূদ্রকুলানি । কাষোজা দ্রবদাশ্চৈব বর্করাস্চালুকিকাঃ ॥ ৪০ ॥ বেণাশ্চৈব
 তুবারাশ্চ বহুলা বাহতোদরাঃ । আত্রেয়াঃ সতরুধাভাঃ অহল্যাস্চ দ্রপেরকাঃ ॥ ৪১ ॥ লক্ষ্যকাত্তা
 বহুরিমাশ্চ ডিকাস্তরৈঃ সহ । অলসাস্চালিত্তাস্চ কিরাটানাক্ জাতরঃ ॥ ৪২ ॥ জামসাঃ
 কর্ণমাস্চ স্তম্ভা গণকাস্থকা । কুলতাঃ কুহিকাশ্চ গাণ্ডর্ণপাদাঃ সঙ্কুটাঃ ॥ ৪৩ ॥ মাণ্ডব্যাঃ
 পাণবীয়াশ্চ উত্তরাপথবাসিনঃ । অঙ্গা বঙ্গা মঙ্গা রবাঃ সন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ ॥ ৪৪ ॥ তথা এবদা
 বাজেরা মাংসাদা বলদাস্তিকাঃ । ব্রহ্মোত্তরাঃ প্রাবিজরা ভার্গবাজেরমর্ষকাঃ ॥ ৪৫ ॥ আগ্নেয়াতিথীঃ
 পুষ্পাশ্চ বিদেহাস্তালিগুকাঃ । মালা মগধমানন্দাঃ প্রাচ্যা জনপদা ভূমে ॥ ৪৬ ॥ পুণ্ড্রাশ্চ
 কেরলাশ্চৈব চৌড়াঃ কুল্যাস্চ রাক্ষস । জাম্বকা মূষিকাদাশ্চ কুমারাদা মহাশকাঃ ॥ ৪৭ ॥ মহারাষ্ট্রা

৩ প্রশস্তভাবাপন্ন । গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণী, সরিষভী ॥ ৩০ ॥ বিশমজী, স্তম্ভরোগা, বাহা, কাবেরী, হুঙ্কোদা, নলিনী, বারিসেনা কলস্বনা ॥ ৩১ ॥ এই সকল মহানদী সতপূর্ব্বতের
 প্রাদেশে হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে । কৃতমালা, ভীমপর্বা, বহুলা, চৌপলাবতী ॥ ৩২ ॥ ওনী, সূদামা, এই সকল নদী শক্তিযুগলবাহিনী
 সকলেই পাপ প্রশমন করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ অগতো জননী, অভা, সনাকাল, সতপূর্ব্ব, এই সকলেই
 সাগরের বনিতা । এহ রাক্ষস, এতদ্ব্যজীত, সহস্র সহস্র কুদ্র নদী ইহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৪ ॥
 ইহাদের মধ্যে কেহ সনাকালপ্রবাহিত, কেহ বা বর্করকালেই প্রবাহিত হইয়া থাকে । দেশোত্তর
 ব্যক্তিগণ যেচ্ছায়াসারে এই সকল পবিত্র নদীর স্নান করে ॥ ৩৫ ॥

মধ্যদেশে বহুমাণ জাতি সকল বাস করে । যথা, কুশুদ্র, কুণ্ডলা, পঞ্চাল, কৌশিক, বক, শক, বর্কর, কৌরব, কলিঙ্গ, দ্রাব, জঙ্গ, মরু, অতীরা, শাঠ্যধানক, বাহ্লীক, বাটধান, কামতোবদ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ অপর্যাভে, শূদ্র, পল্লব খেটক, গাঙ্কার, যবন, সিন্ধু, নৌবীর, ভদ্রক, শাতব্রব, ললিখ, পারাবত, মূষক, মার্টর, উদকধার, কৈকেয় ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ কজিয়া, বৈবু, বিবিধ শূদ্রকুল, কাষোজ, দ্রবদ, বর্কর, অলুকালুকিক ॥ ৪০ ॥ বেণা, তুবার, দ্রব, আত্রেয়, ভরথাক, অহল্য, দ্রপেরক বাহ্যপ্রদেশে বাস করে ॥ ৪১ ॥ লক্ষ্যক, ভাঙ্কারা, ডিক, তঙ্গ, অলস, আলিত্ত, কিরাট ॥ ৪২ ॥ জামস, কর্ণমার্গ, স্তম্ভা, গণক, কুলত, কুহিক, গাণ্ডর্ণপাদ, সঙ্কুটা ॥ ৪৩ ॥ মাণ্ডব্য ও পাণবীর ইহার উত্তরাপথনিবাসী । অঙ্গ, বঙ্গ, মঙ্গ, রবা, সন্তর্গিরি ও বহির্গিরিতে বাস করে ॥ ৪৪ ॥

প্রাবজ, বাজেরা, মাংসাদ, বলদাস্তক, ব্রহ্মোত্তর, প্রামবজ, ভার্গব, অঙ্গের, মর্ষক ॥ ৪৫ ॥ আগ্নেয়াতিথ, পুষ্প, বিদেহ, ডামলিগু, মালা, মগধ, মানন্দ ইহার প্রাচ্য জনপদে বাস করে ॥ ৪৬ ॥

পুণ্ড্র, কেরল, চৌড়া, কুল্য, জাম্বক, মূষিকাদ, কুমার, মহাশক ॥ ৪৭ ॥ মহারাষ্ট্র

মাহিষিকঃ কলিঙ্গাঃ চৈব নক্ষত্রাঃ । আভীরঃ সহবৈসক্যি আরণ্যঃ শবরীশ্চ যে ॥ ৪৮ ॥ পুলিন্দা
 বিজ্যাশৈলেয়া বেদভোদগুটৈঃ সহ । পৌরিকাঃ সারিকাশ্চৈব অনকা ভোগবর্কিনাঃ ॥ ৪৯ ॥
 নৈমিক্যঃ কুন্দলঃ আন্ধ্রঃ উচ্ছিদ্রঃ নলকারকাঃ । দাক্ষিণাত্যে জনপদাশ্চিহ্নমে শালকটকট ॥ ৫০ ॥
 শূঙ্গীরক্কবীরিধানা হুগাশ্চালীকটৈঃ সহ । শূঙ্গীরাস্তাসিনীলান্ তাপসান্ তামসান্ ৫১ ॥ কার-
 ক্কর্যঃ ভূমিনো নাসিকান্তঃ শূঙ্গীরদঃ । দাক্কক্কঃ শূঙ্গীরদঃ সহ সারিক্যৈতরশি ॥ ৫২ ॥ বাৎ-
 সীয়ান্ শূঙ্গীরদান্ আবন্ত্যান্ চৈব সহ । ইত্যেতে পশ্চিমামাশাং স্থিতা জনপদা জনাঃ ॥ ৫৩ ॥
 কাঙ্কব্যাশ্চকলব্যাস্চ মেকলশ্চৈব কলৈঃ সহ । উত্তমণ্য দশাণাশ্চগোপ্তাঃ কিকরবৈঃ সহ ॥ ৫৪ ॥
 তোশলশ্চশোকলশ্চৈব ত্রৈপুৰাঃ খেলিশাশ্চৈব । তুরগাশ্চৈবরাশ্চৈব বহেলশ্চ নৈবধৈঃ সহ ॥ ৫৫ ॥
 অনুপাশ্চতুিকেরাশ্চ বীতিহোত্রাশ্চৈব সহ । শূঙ্গীরদঃ বিজ্যামূলহাশ্চিহ্নমে জনপদাঃ শূতাঃ ॥ ৫৬ ॥ আদ্যা-
 দেশানি অবক্যমঃ পশ্চিমাশ্চৈব নৈবধৈঃ । নিরাহারঃ হংসমার্গা কুপথাস্তম্ভাঃ খশাঃ ॥ ৫৭ ॥ কু-
 থাবরগণশ্চৈব উর্ণাশ্চৈব শূঙ্গীরদাঃ । ত্রিগুণাশ্চ কিরাতশ্চৈব তোমরাঃ শশিখাদ্রিকাঃ ॥ ৫৮ ॥ ইম-
 তবোক্তা বিবরাঃ শুবিস্তরাদীপে কুমারে রজনীচরৈঃ । এতেষু দেশেষু চ দেশধর্ম্মান্ সংকীৰ্ত্ত্য-
 মানান্ শূঙ্গীরদাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ব্রাহ্মণপুরাণে ভুবনকোশবর্ণনে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । অহিংসা সত্যমস্তেয়ং দানং ক্রোধহিংস্রমঃ শমঃ । অকার্পণ্যঞ্চ শৌচঞ্চ তপশ্চ
 রজনীচর ॥ ১ ॥ দশাংগো রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোহসৌ মার্কবর্ণিকঃ । ব্রাহ্মণস্তাপি বিহিতা চাতুরা-
 শ্রম্যাকল্পনা ॥ ২ ॥

মাহিষিক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈসক্য, আরণ্য, শবর ॥ ৪৮ ॥ পুলিন্দ, বিজ্যাশৈলেহ, বেদভোদগুট
 পৌরিক, সারিক, অনমক, ভোগবর্কিন ॥ ৪৯ ॥ নৈমিক, কুন্দল, আন্ধ্র, উচ্ছিদ্র, নলকারক
 ইহার দাক্ষিণাত্য জনপদে বাস করে ॥ ৫০ ॥

শূঙ্গীরক, বীরিধান, হুগ, আলীকট, শূঙ্গীর, আসিনীল, তাপস, তামস ॥ ৫১ ॥ কারক্কর, ভূমিন,
 নাসিকান্ত, শূঙ্গীরদ, দাক্কক্ক, শূঙ্গীরদ, সারিক্য ॥ ৫২ ॥ বাৎসীয়, শূঙ্গীরদ, আবন্ত্য, আর্কুদ
 ইহার পশ্চিমদিকে বাস করে ॥ ৫৩ ॥

কাঙ্ক্য, ঐকলব্য, মেকল, উৎকল, উত্তমণ, দশাণ, গোপ্ত, কিকরব ॥ ৫৪ ॥ তোশল, শোকল,
 ত্রৈপুৰ, খেলিশ, তুরগ, তুঙ্গর, বহেল, নৈবধ ॥ ৫৫ ॥ অনুপ, তুতিকের, বীতিহোত্র, অবভী
 ইহার বিজ্যামূলহ জনপদে সকলে বাস করে ॥ ৫৬ ॥

অধুনা পশ্চিমাশ্রিত আদ্য দেশ সকল কীর্তন করিব । যথা, নিরাহার, হংসমার্গ, কুপথ, তম্ভা,
 কুল ॥ ৫৭ ॥ কুথপ্রাবরণ, উর্ণাপ্রুষ্ঠ, শূঙ্গীরদ, ত্রিগুণ, কিরাত, তোমর, শশিখাদ্রিক ॥ ৫৮ ॥ হে
 রজনীচরৈঃ ! কুমারদীপহ এই সকল দেশও তোমার নিকট শুবিস্তরক্রমে বর্ণন করিলাম ।
 এই সকল দেশে যে সকল দেশধর্ম্ম প্রচলিত, তাহাও তত্ততঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥

ইতি ব্রাহ্মণপুরাণে ভুবনকোশবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষি কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! অহিংসা, সত্য, স্তেয়, দান, ক্রোধ, হিংস্র, শম, অকার্পণ্য,
 শৌচ, অপভ্র ॥ ১ ॥ এই দশবিধ ধর্ম্ম, সকল বর্ণেরই অনুষ্ঠেয় । ব্রাহ্মণের চাতুরাশ্রম্যাকল্পনা বিহিত
 এইরূপে ॥ ২ ॥

শুকেশিকবাচ । বিপ্রাণাং চাতুরাশ্রম্য বিস্তারস্বৈ তপোধনাঃ । স্মাচক্ষণং ন মে তৃপ্তিঃ
পুণ্ড্রঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩ ॥

ঋষির উচুঃ । কৃতোপনয়নঃ সম্যগ্ভ্রমচারী তরো বসেৎ । তত্র ধর্মোক্ত বক্তং যং কথ্যমানং
নিশাময় ॥ ৪ ॥ বাধ্যারোহণাশ্রিতশ্চ বা স্নানং তিষ্কাটনং তথা । তরোনিবেদ্য তচ্চাদ্যমহু-
জ্ঞানেন সর্কধা ॥ ৫ ॥ তরোঃ কর্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্শ্রীতুপপাদনং । তেনাহুতঃ পঠ্যেটকব
তৎপরে নাক্তমানসঃ ॥ ৬ ॥ একং যৌ সকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য তরোমুখাৎ । অহুজ্ঞাতো
বরং দদ্যাদ্রবেদকিণাং ততঃ ॥ ৭ ॥ গৃহস্থশ্রমকামস্ত গার্হস্থ্যশ্রমমাবসেৎ । বানপ্রস্থশ্রমং
বাপি চতুর্থং বেদ্যশ্রমনঃ ॥ ৮ ॥ তত্শ্রেয় চ তরোর্গেহে বিজে । নিষ্ঠামবাগ্নুয়াৎ । তরোরতাবে
তৎপুজে তচ্ছিব্যে কংসুতাং বিনা ॥ ৯ ॥ শূদ্রবিরতিমানো ব্রহ্মচর্যাশ্রমং বসেৎ । এবং
অরতি যুত্বাং ন বিজঃ সালকটকট ॥ ১০ ॥ উপাবৃত্ততত্তত্শ্রাদ্ধস্থাপনকামায়া । অসমানার্ধ-
কুলজা কন্তোহায়া নিশাচর ॥ ১১ ॥ স্বকর্মণা ধনং লভ্য পিতৃদেবাতিথীনপি । সম্যগ্ভ্রমচারে-
তক্য় সদাচাররতো বিজঃ ॥ ১২ ॥

শুকেশিকবাচ । সদাচারেতি গদিতং স্মৃতিভির্মম শ্রবতাঃ । লক্ষণং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়-
ন্তদ্য মে ॥ ১৩ ॥

ঋষির উচুঃ । সদাচারো ন সাদৃত্যং যো স্মৃতিভিরাচারঃ । লক্ষণং তন্ত বক্ষ্যামন্তচ্ছৃণু নিশা-
চর ॥ ১৪ ॥ গৃহস্থেন সদা কর্মমাচারপরিপালনং । নহাচারবিহীনস্ত ভদ্রমজ পরত চ ॥ ১৫ ॥

শুকেশি কহিল, হে তপোবনবর্গ । ব্রাহ্মণের চাতুরাশ্রম্য বিস্তারক্রমে বর্ণন করুন । শ্রবণ
করিয়া কোন মতেই আমার তৃপ্তির সঞ্চার হইতেছে না ॥ ৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, ব্রাহ্মণ উপনয়নসংস্কার সমাধানান্তে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, গুরুকূলে
বাস করিবেন । তথার তাঁহার বেদেকার ধর্ম্মাহুতান করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥
বাধ্যার, অগ্নিশ্রবা, স্নান, তিষ্কার্ণ পর্যটন ও গুরুকে নিবেদন করিয়া, তৎকর্তৃক সর্কধা অহুজ্ঞাত
হইয়া, তাহা ভোজন করিবে ॥ ৫ ॥ গুরুর কার্যে উচ্ছোগপরায়ণ হইবে । সম্যক্ভাবে তাঁহার
প্রীতি সম্পাদন করিবে । তৎকর্তৃক আহুত হইয়া পাঠ করিবে । তৎপর হইয়া অনন্য মানসে
অবস্থিতি করিবে ॥ ৬ ॥ এক, দুই অথবা সমুদার বেদ গুরুর প্রমুখাৎ প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক অহুজ্ঞাত
হইয়া, তাঁহারে উৎকৃষ্ট দক্ষিণা দান করিয়া ॥ ৭ ॥ গৃহস্থশ্রমকামনায় গার্হস্থ্য আশ্রমে বাস
করিবে । অথবা, আপনার ইচ্ছানুসারে বানপ্রস্থ কিংবা চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ৮ ॥
সেই গুরুগৃহেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে । গুরুর অভাবে তৎপুজে ও পুত্রের অভাবে তদীয় শিষ্যে ॥ ৯ ॥
শ্রবণপরায়ণ হইয়া, অভিমানবর্জনপূর্বক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস করিবে । হে ব্রাহ্মণ ! এইরূপ
অহুতান করিলে, মৃত্যুভয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ অনন্তর গুরুকুল হইতেই উপাবৃত্ত হইয়া, গার্হস্থ্য-
শ্রমকামনায় অসমানা আর্ধকুলজাতা কন্যা উদ্বাহন করিয়া ॥ ১১ ॥ হে নিশাচর ! স্বকর্মসহায়ে
ধনসংগ্রহপূর্বক ভক্তি ও সদাচারনিরত হইয়া, সম্যক্ রূপে পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের
প্রীতি সংবিধান করিবে ॥ ১২ ॥

শুকেশি কহিল, হে শ্রবত তপোধনবর্গ ! আপনারা আমার নিকট যে সদাচারের নাম করি-
লেন, তাহার লক্ষণ শ্রবণ করিবার জন্য আমার উৎসুক্য উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এখনই
তাঁহা কীর্তন করুন ॥ ১৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, আমরা আদরসহকারে তোমার নিকট যে সদাচারের নির্দেশ করিলাম,
হে নিশাচর ! তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ গৃহস্থ সর্কধা আচার পরিপালন
করিবেন । কেননা, আচারভ্রষ্টের ইহলোকে ও পরলোকে কুজাপি ভদ্রহতা নাই ॥ ১৫ ॥ যে

যজ্ঞদানতপাংশীহ পুরুষস্ত ন ভুতয়ে । ভবন্তি বঃ সমুদ্রজ্য সদাচারং এবর্ততে ॥ ১৬ ॥ ছরাচারো
হি পুরুষো নেহ নানুজ নকুভে । কার্ষ্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হস্ত্যলক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥ ভুক্ত যত্নপং
বক্যামঃ সদাচারস্য রাক্ষস । শূণ্ডৈকমনাশ্চক যদি শ্রেয়ো হি বাৎসসি ॥ ১৮ ॥ ধর্মোক্ত মূলঃ
ধনমুক্ত শাখাঃ পুষ্পক কামঃ কলমুক্ত মোক্ষঃ । অসৌ সদাচারতরুঃ শ্রুকেশিনু সংলেবিতো বেন
ন পুণ্যভোক্তা ॥ ১৯ ॥ ত্রাস্তে মুহূর্তে প্রথমং বিবুদ্ধেন হৃদয়ে দেববরান্ মহর্ষান্ । প্রাভাতিকং
মঙ্গলমেব বাচ্যং বহুভবান্ দেবপতিম্বিনেত্রঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুকেশিকবাচ । কিং তদ্বক্তং শ্রুপ্রভাতং শরীরেণ মহাত্মনা । প্রভাতে যৎ পঠশ্রবণ্যে বুধ্যতে
পাপবন্ধনাৎ ॥ ২১ ॥

ধর্ম উচুঃ । অগস্ত্যঃ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শ্রুপ্রভাতং হরোদিতং । ক্রবা শ্রবণা পঠিষ্য চ সর্বপাটৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা মুরারিষিপুরাত্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিস্থতো বৃধস্ত । শুক্রস্ত শুক্রঃ সহ
ভানুজেন কুর্কস্ত সর্কে মম শ্রুপ্রভাতং ॥ ২৩ ॥ ভৃগুর্কশিষ্ঠঃ ক্রতুর্জিহ্বাশ্চ মূনিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ
সগৌতমঃ । রৈভ্যো মরীচিচ্যবনো রিভুশ্চ কুর্কস্ত সর্কে মম শ্রুপ্রভাতং ॥ ২৪ ॥ সনৎকুমারঃ
সনকঃ সনন্দনঃ সনাতনো ধাম্মুরিপিঙ্গলো চ । সপ্তবরাঃ সপ্তরসাতল্যশ্চ কুর্কস্ত সর্কে মম শ্রু-
প্রভাতং ॥ ২৫ ॥ পৃথ্বী সগন্ধা সরসাত্তথাপঃ সম্পর্শবায়ুর্জলনং শ্রুভেজাঃ । নভঃ সশব্দঃ মহতা
সঠৈব বচ্ছস্ত সর্কে মম শ্রুপ্রভাতং ॥ ২৬ ॥ সপ্তার্ণবাঃ সপ্তকুলাচলাশ্চ সপ্তবরোদীপুবরাস্তসপ্ত ।
ভূরাদয়ঃ সপ্ত তথৈব লোকা বচ্ছস্ত সর্কে মম শ্রুপ্রভাতং ॥ ২৭ ॥ ইথং প্রভাতে পরম্পরিভ্যঃ পঠেৎ

ব্যক্তি সদাচার সমুৎপাদন করিয়া, সংসারযাত্রানির্কর্ষে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সেই
পুরুষের মঙ্গলসম্পাদনে সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ ছরাচার পুরুষ ইহলোক পরলোক কুজাপি শ্রুণী
হয় না । অতএব সদাচারে যত্নপরায়ণ হইবে । কেননা, আচার অলক্ষণ বিনষ্ট করিয়া
থাকে ॥ ১৭ ॥ হে নিশাচর ! সেই সদাচারের লক্ষণ কীর্তন করিব । যদি শ্রেয়োলাভের
অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে একমনে শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ ধর্ম এই সদাচারের মূল, ধন ইহার
শাখা, কাম ইহার পুষ্প, মোক্ষ ইহার ফল । হে শ্রুকেশিনু ! এই সদাচাররূপ বৃক্ষ যে ব্যক্তি সেবা
করে, সেই পুণ্যভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ ত্রাস্তেমুহূর্তে জাগরিত হইয়া, প্রথমে প্রধান প্রধান
দেবতা ও ঋষিগণের ধ্যান করিবে । পরে দেবপতি ত্রিলোচন যাহা বলিয়াছেন, সেই প্রাভাতিক
মঙ্গল পাঠ করিবে ॥ ২০ ॥

শ্রুকেশি কহিল, মহাত্মা শরীর যে শ্রুপ্রভাত কীর্তন করিয়াছেন, যাহা প্রভাতে পাঠ করিলে,
লোকের পাপবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহা কীদৃশ ? ॥ ২১ ॥

ধর্মিরা কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! মহাদেবের কথিত শ্রুপ্রভাত শ্রবণ কর । উহা শুনিলে,
শ্রবিলে ও পাঠ করিলে, সমুদায় পাপমোচন হয় ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা, মুরারি, ত্রিপুরাত্তকারী, ভানু,
শশী, ভূমিস্থত, বৃধ, শুক্র, শুক্র, ভানুজ সকলে আমার শ্রুপ্রভাত বিধান করুন ॥ ২৩ ॥ ভৃগু,
বশিষ্ঠ, ক্রতু, অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, গৌতম, রৈভ্য, মরীচি, চ্যবন, রিভু, ইহার। সকলে
শ্রুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৪ ॥ সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, আশুরি, পিঙ্গল, সপ্ত
বর, সপ্ত রসাতল, সকলে আমার শ্রুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৫ ॥ গন্ধসহিত পৃথিবী,
রসসহিত জল, স্পর্শসহিত বায়ু, তেজ সহিত অগ্নি, শব্দসহিত আকাশ ও মহত্ত্ব, সকলে আমার
শ্রুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৬ ॥ সপ্ত সাগর, সপ্ত কুলপর্বত, সপ্ত ঋষি, সপ্ত দীপশ্রেষ্ঠ, ভূরাদি
সপ্ত লোক, সকলে আমার শ্রুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে প্রভাতে এই পরমপবিত্র

স্বপ্নে বা প্রযুক্ত্যাক্রমে ভক্ত্যা । হৃৎস্পন্দনাশৌনস্ব সুপ্রভাতঃ ভবেচ্চ সত্যঃ ভগবৎপ্রসাদাৎ ॥ ২৮ ॥ ততঃ
সমুখ্যায় বিচিহ্নয়েত ধর্ম্যঃ তৎপূর্ণকৃৎ বিহার্য শূন্যায় ॥ উখ্যায় পশ্চাদ্ভ্রমিত্বাদীষ্য পশ্চেষ্টদোঃসর্গবিধিঃ
হি কথ্যঃ ॥ ২৯ ॥ ন দেবগোব্রাহ্মণবহির্মার্গে ন রাজমার্গে ন চতুশ্চৈত ॥ কুর্বাদিধোঃসর্গমপাহি
যোঃ পূর্বান্শরায়ৈব সমাশ্রিতো গাং ॥ ৩০ ॥ ততঃ শৌচার্থমুপাহরেৎ দক্ষুর্দে অরং ॥ পাদিত্তমি
দশৈব ॥ তথোভয়োঃ সপ্ত তথৈব পাদয়োঃ লিঙ্গে তথৈকং মুদয়াহরেত ॥ ৩১ ॥ নানির্জনানির্জন
মুখকম্বু ॥ বিলাস্ শৌচচরণাগতাশ্চৈঃ ॥ বাল্লুকমুচৈব হি শুদ্ধয়ে সদা ॥ আহি ॥ সদাচারবিদ্যা
নরেন ॥ ৩২ ॥ উদমুখঃ প্রাথম্যেনোপি বিধান্ প্রকাল্য পাদৌ ভূবি সন্নিবিষ্টঃ ॥ সমাচমেদন্তির্যকৈনি-
লাভিষ্মৎ দ্বিয়ার্যকৌ পরিস্রজ্য চ দ্বিঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ স্পৃশেৎ খানি শিরঃ করেণ সঙ্কামুপাসিত ততঃ
ক্রমেণ ॥ কেশাংশ্চ সংশোধ্য চ দন্তধাবনং কৃৎ ॥ তপা দর্পণদর্শনক ॥ ৩৪ ॥ কৃৎ শিরঃস্নান-
মধ্যাহ্নিকং বা সপুজ্য তোয়েন পিতুন সদেবান ॥ হোমক কৃৎ লভনং ॥ শুভানাং কৃৎ বহির্নি-
র্গমনং প্রস্তুতং ॥ ৩৫ ॥ দুর্বাদুধিসুপির্থোদকুস্তং ॥ বেহুং সবৎসাং বৃষভং সুবর্ণং ॥ ৩৬ ॥ অর্ঘ্যবৃক্ষক
সমালভেত ততঃ ॥ কাব্যো নিভুজ্যতিধর্ম্যঃ ॥ ৩৭ ॥ দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্যমগ্ন্যং ॥ যোগোজধর্ম্যং নতি
সংত্যাজেত ॥ তেনার্থসিদ্ধিং সমুপাচরেত নাসৎপ্রলাপন চ সত্যহীনং ॥ ৩৮ ॥ ন নিষ্ঠুরং নাগমিশা-
হীনং ব্যাক্যং ॥ বদেৎ সাধুজনেন যেন ॥ নিলোভ্য ভবেদৈব চ ধর্ম্যভৈলী সত ॥ ন চাসিৎ
নরেন কুর্বাদি ॥ ৩৯ ॥ সঙ্কামু বর্জ্যং স্মরতঃ দ্বিবা চ সঙ্কামু বোনিষু পরাবলাসু ॥ সঙ্কামু

সুপ্রভাত পাঠ করিবে, স্মরণ করিবে ও ভক্তিসংকারে শ্রবণ করিবে । তাহা হইলে, হে অনঘ !
ভগবৎপ্রসাদে সত্যই হৃৎস্পন্দনাশ ও সুপ্রভাত সমাহিত হইবে ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সমুখিত হইয়া,
শূন্যায় ভ্যাগ করিয়া, যথাক্রমে ধর্ম্য ও অর্থচিন্তা করিবে । পরে উখান করিয়া, হরি বলিয়া,
উৎসর্গবিধিবিধানার্থ গমন করিবে ॥ ২৯ ॥ দেব, গো, ব্রাহ্মণ ও বহির্মার্গে, অথবা রাজপথে,
কিংবা চতুশ্চাপথে, অথবা গোষ্ঠে, কিংবা পূর্ব ও পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়া, পুরীষ ত্যাগ করিবে
না ॥ ৩০ ॥ অনন্তর শৌচার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, গুহে তিনবার, বামপাণিতে দশবার, উভয়
পাণিতে ও পাদদ্বয়ে সপ্তসপ্তবার, লিঙ্গে একবার আহরণ করিবে ॥ ৩১ ॥ হে নিশাচর ! অল-
মধ্য হইতে, মুখকের গর্ভ হইতে, শৌচাচরণার্থ অপর কর্তৃক গৃহীত মৃত্তিকার অবশেষ হইতে
মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না । সদাচারবিৎ ব্যক্তি কেবল উচ্চ বল্লুক মৃত্তিকাই শুদ্ধির জন্য গ্রহণ
করিবেন ॥ ৩২ ॥ উত্তরমুখঃ অথবা প্রাথম্য হইয়া, বিধান ব্যক্তি পাদপ্রকালন ও ভূমিতে
উপবেশন করিয়া, ফেণরহিত সলিল দ্বারা প্রথমে দুইবার ও পরে তিনবার মুখ মার্জনসংকারে
সম্যক বিধানে আচমন করিবে ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর কর দ্বারা মস্তকস্পর্শ ও যথাক্রমে সঙ্কামু উপাসনা
করিয়া, কেশসংশোধনান্তে দন্তধাবন, দর্পণদর্শন ॥ ৩৪ ॥ শিরস্নান অথবা স্বর্কান্নিক স্নান, সলিল
দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের বিশিষ্টরূপে পূজা, হোম ও শুভালভনপূর্বক বহির্নির্গমন করিবে ॥ ৩৫ ॥
তৎকালে দুর্কা, দধি, সপি, উদককুস্ত, সবৎসা, বেহু, বৃষভ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা, গোময়, মৃত্তিক,
অকৃত, লাজ, মধু, ব্রাহ্মণকস্তা ॥ ৩৬ ॥ শ্বেতবর্ণ সুন্দর পুষ্প, হুতাশন, চন্দন, অর্কবিষ, অগ্ন্যধ্বজ,
এই সকল সমালভন করিয়া, নিজ জাতিধর্মের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৭ ॥ দেশানুশিষ্ট কুলধর্ম
ও যোগোজধর্ম পরিত্যাগ করিবে না । তদ্বারা অভীষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবে । অসৎ প্রলাপ
প্রয়োগ করিবে না । সত্যহীন ॥ ৩৮ ॥ ব্যাক্য উচ্চারণ করিবে না । নিষ্ঠুর কথা যথেষ্ট আনয়ন
করিবে না । আগমশাস্ত্রহীন বচন বদন হইতে বিনিঃসৃত করিবে না । লোকসমাজে নিম্না-
নুষ্ঠান করিবে না ॥ ৩৯ ॥ সঙ্কামুসময়ে ৩ দিবসে শ্রীষক করিবে না । সকল বোনিতে ও
পরকার রমনীতে গমন করিবে না । স্বকীয় রজস্বলা স্ত্রীতে মিথুনধর্মের অনুসরণ করিবে না ;

বোনিষপরাবলাস্ত্ৰ ব্রজবলাদেব অলেন্ বীর । ৪০ ॥ বৃথাটনঃ বৃথা দানঃ বৃথা চ পণ্ডমারিণঃ ।
ন কৰ্ত্তব্যঃ পূৰ্ণহেন বৃথা দারপরিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥ বৃথাটনারিত্যহানিবৃথা দামিধানকরঃ । বৃথাপণ্ডঃ
প্রাপ্তোতি পাতকঃ নরকার্ণিবৎ ॥ ৪২ ॥ সন্ততিঃ হামিরজাভ্যা বর্গসঙ্করতো ভগ্নঃ । ভেদব্যক ভবেত্তৈক
বৃথাদারপরিগ্রহাৎ ॥ ৪৩ ॥ পরস্মৈ পরদারেবু ন কৰ্ম্মা বুদ্ধিকৃতমৈঃ । পরস্মৈ নরকার্ণিব পরদারাস্ত
বৃতবেব ॥ ৪৪ ॥ নৈকেঃ পরদ্বিরঃ নগ্নাঃ সন্ত বৈত তদ্বরান্ । উদক্য দর্শনঃ স্পর্শঃ সন্তাবৎ
চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ নৈকাসনে তথাহুয়ঃ সৌদৰ্য্য পরজায়বা । তথা সাপত্নমাতৃশ্চ তথা
স্বহৃদিতৃষণি ॥ ৪৬ ॥ নচ স্মারীতি বৈ নগ্নৌ ন শায়ীত কদাচন । দিগ্ধাসমৌহপি ন তথা পরিভ্রমণ-
মিবাতে ॥ ৪৭ ॥ ভিগ্নাঃ শয্যাননভাজনাদীন্ ভট্টরতঃ সংপরিবর্জয়েত্তান্ । নন্দাস্ত
নাভ্যঙ্গুশাচরেত কৌরকঃ রিক্তাস্ত্ৰ জরাস্ত্ৰ মাংসং ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণাস্ত্ৰ যৌবিলং পরিবর্জনীয়া
ভজাস্ত্ৰ সর্কশি সমাচরেচ্চ । নাভ্যঙ্গবর্কেন চ ভূমিপুত্রে কৌরকঃ শুক্রে রবিজে চ মাংসং ॥ ৪৯ ॥
বুধেবু যৌবিল সমাচরেত শেবেবু সর্কশি সর্দৈব কুৰ্য্যৎ । চিজাস্ত্ৰ হস্তে শ্রবণেন তৈলং কৌরকঃ
বিশাখাভিজিৎসু বর্জ্যং ॥ ৫০ ॥ মূলে মৃগে ভাদ্রপদাস্ত্ৰ মাংসং যৌবিলশাক্তিকভোক্তরাস্ত্ৰ ।
সর্দৈব বর্জ্যং শয়নে উদকশিরস্তথা প্রতীচ্যঃ ব্রজনীচরেশ ॥ ৫১ ॥ শুক্রীত নৈবেহ চ দক্ষিণামুখৌ-
ন চ প্রতীচীমতিভোজনীয়ং । দেবালয়কৈতয়তরুঞ্চত্পথং বিদ্যাধিকংপি শুক্রং প্রদক্ষিণং ॥ ৫২ ॥
মাল্যান্নপানং বসনানি বস্ত্রতো যতানি চাষ্টৈর্নহি ধারয়েদ্বিধঃ । স্মারাজিহ্বঃস্নানুতরা চ নিত্যং

জলমধ্যে রতিক্রিয়া করিবে না ॥ ৪০ ॥ বৃথা পর্যটন করিবে না ; বৃথা দান করিবে না ; বৃথা
পণ্ডহত্যা করিবে না ; বৃথা দার পরিগ্রহ করিবে না ॥ ৪১ ॥ বৃথা পর্যটন করিলে, নিত্যহানি
হয় ; বৃথা দান করিলে, ধনের ক্ষয় হয় ; বৃথা পণ্ডহত্যা করিলে, নরকার্ণ পাতক সংগ্রহ
হয় ॥ ৪২ ॥ বৃথা দারপরিগ্রহ করিলে, সন্ততির হানি ও বর্গসঙ্কর সংঘটিত হয় । তদ্ব্যত
লোকের নিকট ভয়শ্রুত হইতে হয় ॥ ৪৩ ॥

সাধু ব্যক্তির। পরস্ম ও পরজীতে বুদ্ধি নিয়োগ করিবে না । কেননা, পরস্ম গ্রহণ করিলে,
নরক ও পরদার মর্শন করিলে, মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ নগ্নাবস্থায় পরজীকে দর্শন করিবে
না । তদ্ব্যতঃ সহিত সংভাবণ করিবে না । উদক্যার দর্শন, স্পর্শ ও তাহার সহিত আলাপ
করিবে না ॥ ৪৫ ॥ সৌদৰ্য্যবৃথা পরজীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না । সাপত্ন মাতা
ও স্বহৃদিতার সহিতও একাসন আশ্রয় করিবে না ॥ ৪৬ ॥ নগ্ন হইয়া কখন স্নান করিবে না ও
শয়ন করিবে না । দিগবস্ত্র হইয়া, কদাচ পরিভ্রমণ করিবে না ॥ ৪৭ ॥ ভগ্ন আসন, ভগ্ন শয্যা
ও ভগ্ন পাডাদি কোন মতেই ব্যবহার করিবে না । নন্দাতে অভ্যঙ্গবিধান করিবে না । রিক্তাতে
কৌরকার্ণ করিবে না । জরাতে মাংস ভক্ষণ করিবে না ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণিমাতে জীসঙ্গ করিবে
না । ভজাতেই সমুদার কার্য বিধান করিবে । রবিবারে অভ্যঙ্গ বর্জন করিবে । মঙ্গলবারে
কৌরকার্ণ পরিভ্যাগ করিবে । শুক্রবারে ও শনিবারে মাংস ভক্ষণ পরিহার করিবে ॥ ৪৯ ॥
বুধবারে জীসঙ্গ বিসর্জন করিবে । অবশিষ্ট বার সকলে সকল কার্য সংবিধান করিবে । চিজা,
হস্তা ও শ্রাবণায় তৈল ব্যবহার করিবে না । বিশাখা ও অভিজিতে কৌরকার্ণ করিবে না ॥ ৫০ ॥
মূল, মৃগ ও ভাদ্রপদাতে মাংস ভক্ষণ করিবে না । মঘা, কৃত্তিকা ও উত্তরা সকলে জীসঙ্গ করিবে না ।
উত্তরশিরা হইয়া কখনই শয়ন করিবে না । প্রতীচীদিকেও কদাচ শয্যা গ্রহণ করিবে না ॥ ৫১ ॥
হে ব্রজনীচরেশ ! দক্ষিণামুখ হইয়া, ভোজন করিবে না । প্রতীচীদিকেও কখন ভক্ষণ করিবে
না । দেবালয়, চৈতয়তরু, চতুপথ, আপন অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ ও শুক্র, হুইহাদিগকে
প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না ॥ ৫২ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখন অস্ত্রের পরিভুক্ত মাল্য, অন্ন,
পান ও বসন ব্যবহার করিবে না । প্রতিদিন মন্তকাবগাহন না করিয়া স্নান করিবে না । মহা-

নিষ্কারণে নৈব মহানিশাস্ত ॥ ৫৩ ॥ গ্রহোপরাগে স্বজনাপঘাত্তে যুক্তা চ জন্মক্লেশগত শশাংকৈঃ ।
নাভ্যভিক্কারমুপশুশ্রুত স্নাতো ব কেশ্যবিধুনীক চাপি ॥ ৫৪ ॥ স্নাত্যপি নৈবায়ং ব্রহ্মণ্যিহ চ
কাকো বিম্বজ্যাক্রনীচরেশ । বহুৎ হ্রস্বেশ্বর স্বরাজবেদ্য স্বসংহিতেশ্বর জনৈশ্চ নিত্য ॥ ৫৫ ॥
অন্যেহান্যে স্তায়পরা বিমৎসরাঃ কুবীরণা হৌবধিভাতরক্ষ । ন তেষু দেশেষু বহুত্ব বুদ্ধিমান
সদা ভূগো নওকচিৎপতঃ ॥ ৫৬ ॥ অনোপি নিত্যোদিতবহুবৈবঃ স্ফাঙ্গিগীযুক্ত নিশাচরেষু ॥ ৫৭ ॥
বহু বর্জ্যঃ মহাবাহো সদা ধর্মস্থিটৈকনরৈঃ । যতোজ্যক সুসুস্থিঃ কথ্যবিদ্যামুদে বয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ভোজ্যময়ঃ পুণ্ড্রিকঃ স্নেহাজঃ চিরযুক্তঃ । স্নেহা ব্রীহীঃ স্কন্ধা বিকারাঃ পুণ্ড্রসুতথ্য ॥ ৫৯ ॥
শশকঃ শলকঃ গোধা সমেধা মৎসকচ্চপৌ । বহুবিদলকাদীনি ভোজ্যানি মহুরত্রবী ॥ ৬০ ॥
মণিঃ শব্দালালানামুদয়ভাঙ্গল চ । শৈলদাক্ষ্যনাং তৃণমূলোবধাত্তপি ॥ ৬১ ॥
তৃণান্যাক সংহতানাক বাসনাঃ বহুলানামশেষাৎ মনুনা কুছিরিষ্যতে ॥ ৬২ ॥ স্নেহানামাথোদয়
তিলককেন চাবিকঃ । কাপাসিকানাং বহুনাং ভূমিঃ স্তাবহিরমুনা ॥ ৬৩ ॥
শুলাণাং তক্ষণাকুছিরিষ্যতে । পুনঃপাকেন ভূতানাং মুগধানাক মেধ্যতা ॥ ৬৪ ॥
ভৈকঃ কাকহস্তঃ পণ্ড্য যোরিযুক্তঃ তথ্য । রথ্যাগতমবিজাতঃ দাসবর্গেণ বৎসকৃতঃ ॥ ৬৫ ॥
বাক্য-
পুতঃ চিরানীতমনেকান্তরিতঃ লঘু । চেষ্টিতঃ বালবুদ্ধানাং বালস্ত কু মুখঃ শুচি ॥ ৬৬ ॥
কর্ম্মজাদারগালাস্ত তনয়মুতা স্মিরঃ । বাগ্বিক্রমো বিজ্ঞেজ্ঞাণাং সন্তপ্তাশ্চাবিবিনবঃ ॥ ৬৭ ॥
ভূমির্বিজ্ঞেজ্ঞাতে খাত্তদাহমার্জ্জনগোকটৈঃ । লেপাহ্নেধনাং সেকাদেশসংমার্জ্জনার্জনাং ॥ ৬৮ ॥

নিশা ॥ ৫৩ ॥ গ্রহোপঘাত, স্বজনাপঘাত, জন্মক্লেশগত শশাংক, এই সকল ব্যতিরিক্ত নিষ্কা-
রণ জ্ঞান করিবে না । অনভ্যজিত শরীর স্পর্শ করিবে না । জ্ঞান করিয়া কেশ বিধুনিত করিবে
না ॥ ৫৪ ॥ জ্ঞান করিয়া, বস্ত্র বা হস্ত দ্বারাও গাত্র মার্জন করিবে না । হে রজনীচরেশ ।
সুসংহিত লোক সকল অধ্যুষিত সুরাজক জনপদে নিত্য বাস করিবে ॥ ৫৫ ॥ যেখানকার
অধিবাসীরা কোথহীন, মৎসরহীন ও স্তায়পরায়ণ এবং যেখানে কুবীল ও ঔষধজাতি লক্ষিত
হয়, তাদৃশ প্রদেশে বাসস্থান সন্নিধান করিবে । যেখানকার রাজা শক্তিহীন ও সর্বদা নওকচি,
তাদৃশ দেশ পরিহার করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে নিশাচরেষু ! যেখানকার নিবাসীরাও নিত্য উদ্রত
ও বহুবৈব এবং সর্বদা জিগীষাপন্নতর, তাদৃশ জনপদ বিসর্জন করিবে ॥ ৫৭ ॥

হে মহাবাহো ! ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সর্বদা যাহা বর্জন ও যাহা ভোজন করা কর্তব্য, বলিয়া,
উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, অধুনা তাহা কীর্জন করিব ॥ ৫৮ ॥ পুণ্ড্রিক ও চিরসংভূত অন্ন স্নেহাজ করিয়া
ভোজন করিবে । স্নেহহীন ব্রীহী ও স্কন্ধ পয়োবিকার ॥ ৫৯ ॥ শশক, শলক, গোধা মৎস
ও কচ্চপ, এবং বিদলক প্রভৃতি দ্রব্য সকল ভক্ষণীয় বলিয়া মনু নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥ মণি,
বস্ত্র, প্রবাল, মুক্তাকল, শৈলনির্মিত ও দারুনির্মিত বস্তু সকল, তৃণ, মূল ও ঔষধ সমস্ত ॥ ৬১ ॥
শূর্ণধাতু, তৃণ, সংহত বস্ত্র ও বহুল এই সকল দ্রব্য জল দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ স্নেহ
পদার্থ সকল উষ্ণ করিলে, আবিক তিলক দ্বারা এবং কাপাসের বস্ত্রমাত্রেই সলিল সংযোগে শুদ্ধি
লাভ করে ॥ ৬৩ ॥ গোদন্ত, অস্থি ও শৃঙ্গ তক্ষণ করিলে এবং মুগর ভাও সকল পুনঃ পাক করিলে,
শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ ভিক্ষার, কাকহস্ত, বারাক্তনার মুখ, রথ্যাবগত, অবিজাত, দাসবর্গকর্তৃক
বিহিত ॥ ৬৫ ॥ বাক্যপুত, চিরানীত, অনেকাভূত, লঘু, বাল ও বুদ্ধগণের চেষ্টিত এবং বালকের
মুখ, যতাবতই শুদ্ধ ॥ ৬৬ ॥ কর্ম্মজাদারগহ, তনয় শিশু, স্ত্রী, বিজ্ঞেজ্ঞগণের বাগ্বিক্রম,
সন্তপ্ত জলবিন্দু, এই সকলও যতাবতই শুদ্ধিসম্পন্ন ॥ ৬৭ ॥ ধনন, দাঁড়ন, মার্জন, গোপসিক্তমণ,
লেপন, উল্লেখন, সেচন, বেষ্মসংমার্জন ও আর্চন এই সকল উপায়ে ভূমির রেখাত্মা সুশুদ্ধ

কেশকীটাবপরেহরে গোম্মাতে মক্ষিকাধিতে । মৃদুভুত্মকায়াণি একেপ্তব্যানি শুদ্ধয়ে ॥ ৬৯ ॥
 উত্থরাণাং চারেম কারেণ ত্রপুসীসরোঃ । ভস্মাভিষ্টৈব কাংস্তানি শুদ্ধিঃ প্রাপ্যে ত্রবস্য চ ॥ ৭০ ॥
 অমেধ্যাক্তস্য বৃত্তোন্নৈর্গন্ধাপহরণেন চ । অষ্টৈকমপি তদুদ্যৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপহারিতঃ ॥ ৭১ ॥
 মাতুঃ প্রস্রবণে বৎসঃ শকুনিঃ কলপাতনে । গর্দভো ভারবাহিষে বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৭২ ॥
 রথ্যাকর্মমত্তোয়ানি গাযঃ পথি তৃণাসি চ । মাক্ষতেনৈব শুদ্ধ্যন্তি পক্ষৈষ্টকচিত্তানি চ ॥ ৭৩ ॥
 পক্ষদ্রোণাচকস্যান্নমমেধ্যাক্তিগুণং ভবেৎ । অগ্রমুদ্যৈ সংত্যাগ্য শেবস্য প্রোক্ষণং শূন্যং ॥ ৭৪ ॥
 উপবাসং ত্রিরাত্রং বা দ্বির্ভারম্ভ ভোজনে । অজ্ঞাতে জ্ঞাতপূর্বে বা নৈব শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥
 উদ্যায়ান্নাতনগাংস্ত স্মৃতিকাত্যাবসায়িনঃ । স্পৃষ্টা স্মরীত শৌচার্থং শুভৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৭৬ ॥
 সন্নেহমহি সৎস্পৃষ্ট সবাণা জলমাবিশেৎ । আচম্যেব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যাকর্মীক্য চ ॥ ৭৭ ॥
 ন লজ্যয়েন্নয়ঃ নাস্ক শরীরোদ্বর্তনানি চ । গৃহাচ্ছিষ্টবিন্মূত্রপাদান্তঃসি কিপেদহিঃ ॥ ৭৮ ॥
 পঞ্চপিণ্ডমুদ্যৈতান্নান্নায়ান্ন পরস্মিনপি । স্মরীত দেবধাতেষু সরঃসু চ সরিৎসু চ ॥ ৭৯ ॥ উদ্যায়-
 নাদৌ বিকালেষু প্রোজ্যন্তিষ্ঠেৎ কদাচন । নালপেজ্জনবিধিষ্টে বীরহীনাং তথা ত্রিরাত্রং ॥ ৮০ ॥
 দেবতাপিতৃমচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসত্রাদিনিবন্ধকৈঃ । কৃদ্বা তু স্পর্শমালাপং শুদ্ধ্যতের্বিলোকনাৎ ॥ ৮১ ॥
 অভোজ্যঃ স্মৃতিকাঃ বণ্টো মার্কজায়াধু চ কুটুটাঃ । পতিতাপবিদ্ধনগাংস্ত চণ্ডালাদ্যাধমাংস্ত যে ॥ ৮২ ॥
 স্মকেশিকবাচ । ভবন্তিঃ কীর্তিতা ভোজ্যা য এতে স্মৃতিকাদয়ঃ । অমীষাং প্রোতুমিচ্ছামি
 তত্ততো লক্ষণানি হি ॥ ৮৩ ॥

হয় ॥ ৬৮ ॥ কেশ ও কীটাবপন্ন, গোম্মাত ও মক্ষিকাধিত অন্ন শুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা, জল, ভস্ম
 ও কার প্রক্ষেপ করিবে ॥ ৬৯ ॥ অন্ন দ্বারা উত্থর, কার দ্বারা ত্রপু ও সীস, ভস্ম ও জল দ্বারা
 কাংস শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধাপহরণ করিলে, অমেধ্যাক্ত বস্তুর
 শুদ্ধি হয় । অন্যান্য দ্রব্যেরও ঐরূপে শুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ পথ, কর্ম, জল, গো, পথি, তৃণ
 ও পক্ষ ইষ্টক দ্বারা নির্মিত গৃহ বায়ু দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে ॥ ৭২ ॥ মাতার প্রস্রবণে বৎস,
 কলপাতনে শকুনি, ভারবাহনে গর্দভ এবং মৃগগ্রহণে কুকুর শুচি বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৭৩ ॥
 পক্ষ দ্রোণাচকের অন্ন অমেধ্যাক্ত হইলে, তাহার অগ্রভাগ উদ্ধৃত করিয়া, ত্যাগ করিবে । অনন্তর
 শেবাংশ খুইয়া লইলেই, শুদ্ধ হয় ॥ ৭৪ ॥ দূষিত অন্ন ভোজন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে ।
 তাহা হইলে, শুদ্ধ হইবে । অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে ভোজন করিলে, শুদ্ধিবিধান করিতে হয়
 না ॥ ৭৫ ॥ রজস্বলা, স্নাতলগ্ন, স্মৃতিকা, অন্ত্যাবসায়ী ও মৃতহারী, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে,
 শৌচার্থ স্নান করিবে ॥ ৭৬ ॥ সন্নেহ অহি স্পর্শ করিলে, সবস্ত্রে জলপ্রবেশ এবং নিঃস্নেহ অহি
 স্পর্শ করিলে, আচমন ও গো আলভন করিয়া, সূর্য্যসন্সর্শন করিবে ॥ ৭৭ ॥ অস্কৃৎ ও
 শরীরোদ্বর্তন লাঘন করিতে নাই । বিষ্ঠা, মূত্র ও পাদসলিল এবং উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহের বাহিরে
 নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৮ ॥ পঞ্চপিণ্ডের উদ্ধার না করিয়া, পর-সলিলে স্নান করিবে না । দেবধাত,
 সরোবর ও সরিৎসমূহে স্নান করিবে ॥ ৭৯ ॥ প্রোজ্য ব্যক্তি বিকালে উদ্যানাদিতে কদাচ অব-
 স্থিতি করিবে না । লোক সমাজে নিম্নিত ব্যক্তির সহিত আলাপ ও অর্বাচী দ্বীর সহিত সম্ভাষণ
 করিবে না ॥ ৮০ ॥ বাহ্য দেবস্ব, পিতৃগণ, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সত্রাদির নিন্দা করে, তীর্থাঙ্গির
 সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে, সূর্য্যসন্সর্শন করিয়া, শুদ্ধিলাভন করিবে ॥ ৮১ ॥
 স্মৃতিকা, স্পৃষ্ট, মার্কজা, আখু, কুটুটা, পতিত, অপবিদ্ধ ও চণ্ডালাদি অধমবর্গ, ইহারা অভোজ্য ॥ ৮২ ॥

স্মকেশি কহিল, আপনারা যে স্মৃতিকা প্রভৃতিকে অভোজ্য বলিয়া, কীর্তন করিলেন, ইহাদের
 লক্ষণ কি, তত্ততঃ প্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৮৩ ॥

অথবা উচুঃ । আত্মনী আত্মপৈতবঃ স্যাজ্জৈবমানসজো । তাবুভৌ হৃতিকোভ্যাত্তৌ তয়ো-
 রয়ঃ বিগর্হিতঃ ॥ ৮৪ ॥ ন ভূহোভ্যুচ্চিতে কালে ন স্যতি ন সন্নাতি চ । পিতৃদেবার্চনাধীনঃ
 ন বধ্যঃ পরিবীৰ্য্যতে ॥ ৮৫ ॥ দস্তারঃ অপভে কৃচ্ছতপ্যতে পঠতে তথা । ন পরজার্ঘ্যহ্যাত্তো
 যাক্ষারঃ পৃথিবীকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৮৬ ॥ বিভবে সতি নৈরাতি ন সন্নাতি ভূহোতি ন । তমাহমাত্মদন্তাঃ
 কৃচ্ছ । কৃচ্ছ ৭ ভূহোতি ॥ ৮৭ ॥ সন্নাপজান্নাঃ বঃ সত্যঃ পক্ষপাতঃ সন্নাশয়েৎ ॥ তমাহমাত্মদন্তাঃ
 দেবাত্তাপারঃ বিগর্হিতম্ ॥ ৮৮ ॥ যদ্ব্যং বঃ সমুৎসর্জ্য পরদ্ব্যং সন্নাশয়েৎ ॥ সন্নাপদ্বি ন বিদ্বতিঃ
 পতিতঃ পরিবীৰ্য্যতে ॥ ৮৯ ॥ দেবত্যাগী পিতৃত্যাগী ওরুত্যাগী তদৈবতঃ । গোব্রাহ্মণদ্ব্য-
 কৃচ্ছপবিদ্বঃ একীকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৯০ ॥ বেবাঃ কুলে ন বেদোতি ন শাস্ত্রং নৈবতঃ ব্রতং । তে নরাঃ কীৰ্ত্তিতাঃ
 সন্তিভ্যেবাসয়ঃ বিগর্হিতঃ ॥ ৯১ ॥ আশার্চনানামদাতা চ দাতৃশ্চ প্রতিবেদকঃ । পরণাপত্তং বস্ত্রা-
 ত্তি স চণ্ডালোহধমো জনঃ ॥ ৯২ ॥ যো বাক্যৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভির্জ্ঞানৈরপি । কুণ্ডালী যচ্চ
 তস্তাঃ ভূতঃ । চাক্ষারঃ চরেৎ ॥ ৯৩ ॥ যো নিত্যকৰ্ম্মণো হানিঃ কুৰ্য্যত্মৈমিত্তিকস্ত চ । ভূতঃ স
 তস্ত ত্ত্যক্ত জিরাভ্রোপোষিতো নয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ নিত্যস্ত কৰ্ম্মণো হানিঃ কেবলং মৃতজন্মম্ । ন তু
 নৈমিত্তিকোচ্ছেষঃ কৰ্ত্তর্যো হি কথঞ্চন ॥ ৯৫ ॥ ভাতে পুত্রে পিতৃঃ স্তানং স্টেলন্ত বিধীয়তে ।
 মূতে চ সৰ্ব্বরক্ষা নামিত্যাহ ভগবান্ ভূতঃ ॥ ৯৬ ॥ প্রোক্তায় সলিলং দেয়ং বহির্দ্বা তু গোব্রাহ্মণৈঃ ।
 প্রথমেহি চতুর্থে বা সপ্তমে বাহিসকরঃ ॥ ৯৭ ॥ উক্তং সঞ্চরনাত্তৈবামজম্পর্শো বিধীয়তে । সো-

অথবা কহিলেন, আত্মনী ও আত্মপ শেবদ্ব প্রাপ্ত হইলেই, হৃতিকা নামে অভিহিত হয় ।
 তাহাদের অন্ন অতি দুঃখপিত ॥ ৮৪ ॥ যে ব্যক্তি সমুচ্চ্যত সময়ে হোম করে না, স্নান করে না
 ও দান করে না এবং পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করে না, তাহাকে বচ বলে ॥ ৮৫ ॥ যে
 ব্যক্তি দস্তার্ষ জপ করে, উপাসনা করে ও পাঠ করে এবং পরজার্ঘ উদ্যোগ করে না, তাহাকেই
 মাক্ষার বলিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ যে ব্যক্তি বিভবসম্বোধ ভক্ষণ করে না, দান করে না ও হোম
 করে না, তাহাকেই আখু বলিয়া থাকে । তাহার অন্ন ভোজন করিলে, অতি কষ্টেই শুদ্ধিলাভ
 হয় ॥ ৮৭ ॥ যে সত্য সভাতে ব্যক্তিদ্বিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে, দেবগণ তাহাকেই
 কৃচ্ছট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার অন্নও বিগর্হিত ॥ ৮৮ ॥ যে ব্যক্তি আপদভিন্ন
 অন্ত সময়েও যদ্ব্যং সমুৎসর্জন করিয়া, পরদ্ব্যং আশ্রয় করে, বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ তাহাকেও পতিত
 নামে অভিহিত করেন ॥ ৮৯ ॥ যে ব্যক্তি দেবত্যাগী, পিতৃত্যাগী ও ওরুত্যাগী এবং গোহত্যা,
 ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যার প্রবৃত্ত, তাহাকেই অপবিদ্ব বলে ॥ ৯০ ॥ তাহাদের বংশে বেদ নাই,
 শাস্ত্র নাই ও ব্রত নাই, তাহাদিগকেই নয় বলিয়া সাধুগণ নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাদের অন্নও
 অতি দুঃখপিত ॥ ৯১ ॥ যে ব্যক্তি আশা দিয়া দান করে না ও দাতার প্রতিবেদ করে, এবং
 যে ব্যক্তি পরণাপত্তের পরিহার করিয়া থাকে, তাহাকে চণ্ডাল ও অধম বলিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
 বাক্যবগণ, সাধুগণ ও আত্মগণ কৰ্ত্তক পরিত্যক্ত এবং যে ব্যক্তি কুণ্ডালী, তাহার অন্ন ভোজন
 করিয়া, চাক্ষারণ বিধান করিবে ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্যের হানি করে,
 তাহার অন্ন ভোজন করিলে, জিরাভ্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ৯৪ ॥ কেবল মৃত্যু ও অন্য
 এই উক্ত মৃত্যুর নিত্য কৰ্ম্মের হানি হইয়া থাকে । নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের কোন ক্রমেই উচ্ছেদ
 করিবে না ॥ ৯৫ ॥ পুত্র অগ্নিলে, পিতা সন্নাশ্রয় করিবেন । মৃত্যু হইলে, সমুদায় বাক্যবগণের
 ঐরূপ অন্নভোজন করিয়া বিশেষ । ভূত এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥ গোব্রাহ্মণ বহির্দ্বা
 প্রোক্তকর করিয়া, তাহার উচ্চেষে সলিল প্রদান করিবে ॥ প্রথম, চতুর্থ বা সপ্তম দিনে
 অহিসকরন করিবে ॥ ৯৭ ॥ সঞ্চরনের পর তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বাইতে পারেন । অতঃ

কৃষ্ণৈকম্ ক্রিয়া কার্যম্ অষ্টৈকম্ সপিওকৈঃ ১৯৮ ॥ বিবোধকনশত্রাধুর্বাঙ্গিণাতবুজ্জুচঃ । বাসে
 প্রাণসংক্রান্তে দেশান্তরগতে ক্রমা ১৯৯ ॥ সদ্যঃ শৌচং ভবেদীর তচ্চাপ্যুভয়ং চতুর্কিধং । গর্ভ-
 স্রাবে তদ্রোবোক্তং পূর্বকালে ন বৈ চরেৎ ১০০ ॥ ব্রাহ্মণানামহোন্নাতঃ কজ্রিগণাঃ সিন্ধবঃ ।
 বভ্রাক্ষৈকব বৈজ্ঞান্যঃ শূদ্রাণাং বাদশাহিকং ১০১ ॥ দশবাদশমাসার্জ্যাসমংষ্ট্যাদিনৈর্গঠৈঃ ।
 দ্যঃ দ্যঃ কর্মক্রিয়াঃ কুর্হুঃ সর্কে রণা বধাক্রমঃ ১০২ ॥ প্রেতমুদিত্ত কর্তব্যমেকোদ্বিষ্টে বিধা-
 নতঃ । সপিওকরং কার্যং প্রেত আবৎসরান্নরৈঃ ১০৩ ॥ ততঃ পিতৃদ্যমাপন্নৈর্দর্শপূর্ণাদিত্তির্দ্বিষ্টৈঃ
 প্রীণনস্ত কর্তব্যং বধাক্রমঃ নিদ্রশনাৎ ১০৪ ॥ পিতৃদ্যমঃ সমুদিত্ত ভূমিদানাদিকং বরং ।
 কুর্যাদেবনাস্ত স্ত্রীতাঃ পিতৃকো বাক্তি রাক্ষস ১০৫ ॥ বদবদিত্তমঃ কিঞ্চিদ্বচনং দ্রবিতং গৃহে ।
 তত্তদুৎপত্তে দেবদেবোদ্রবিতম্ ১০৬ ॥ অশ্রুতব্যাক্রমো নিকট বেদান্ত বিদ্বা সন । ধর্ম্মতো
 ধনমাহার্যং বটব্যকাপি শক্তিতঃ ১০৭ ॥ বচাপি কুর্তোনায়া ভুওলামেতিহীকস । উৎ-
 কর্তব্যমশংকেন মদ্র গোপ্যং মহাজনে ১০৮ ॥ এবম্ভাচরতো লোকে পুরুষস্ত গৃহে সতঃ ।
 ধর্ম্মার্থকামসংপ্রাপ্তিঃ পরজৈহ চ শোভনা ১০৯ ॥ এব ভূক্ষেপতঃ প্রোক্তো গৃহহাশ্রম উত্তমঃ ।
 বানপ্রহাশ্রমং ধর্ম্মং এবক্যামোহবধার্যতাং ১১০ ॥ অপত্যসন্ততিঃ দৃষ্টা প্রোক্তা দেহস্ত চানতিং ।
 বানপ্রহাশ্রমং গচ্ছদাশ্রমঃ শুদ্ধিকারণং ১১১ ॥ তজ্জারণ্যোপভোগশ্চ তপোভিচ্চান্দর্শনং ।
 ভূমৌ শব্যা ব্রহ্মচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়াঃ ১১২ ॥ হোমজিববগ্নানং জটাবকলধারণং । বস্ত্র-

সপিওক ও সমানোদক ব্যক্তিব্যক্তি ক্রিয়া করিবে ॥ ১৯৮ ॥ বিষ, উদ্বন্ধন, শত্রু, সলিল, অনল ও
 পতন এই সকলে মৃত্যু হইলে, অথবা বালক, প্রব্রজিত, সন্ন্যাসী ও দেশান্তরগত অবস্থায়
 পরলোক হইলে ॥ ১৯৯ ॥ সদ্যই শৌচ হইয়া থাকে । হে বীর ! সেই শৌচ চতুর্কিধ । গর্ভস্রাবেও
 ঐরূপ সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥ অশৌচে ব্রাহ্মণগণের অহোন্নাত, কজ্রিগণের দিনজব,
 বৈজ্ঞগণের ছয় রাত্রি ও শূদ্রগণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধিলাভ হয় ॥ ১০১ ॥ দশদিন, দ্বাদশদিন,
 অর্জ্যমাস ও একমাস এইরূপ সংখ্যায় দিন গত হইলে, সমুদায় বর্ণঃ বধাক্রমে স্ব স্ব কর্মক্রিয়ায় প্রবৃত্ত
 হইবে ॥ ১০২ ॥ প্রেতের উদ্দেশ্যে বিহিত বিধানে একোদ্বিষ্ট প্রাঙ্ক করিবে । এক বৎসর
 অতীত হইলে, সপিওকরণে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৩ ॥ অনন্তর সেই প্রেতের পিতৃদ্যপ্রাপ্তি হইলে,
 দর্শ ও পূর্ণাদি দিনসমূহে ক্রতিনিদর্শন অনুসারে তাহার প্রীতি সমুদ্ভাবন করিবে ॥ ১০৪ ॥ ঐরূপ
 পিতৃদ্যপ্রাপ্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভূমিদানাদি করিবে । তাহা হইলে, তাহার পিতৃপুরুষগণ
 প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥ কীর্তিত অবস্থায় যে যে দ্রব্য ঐ ব্যক্তির ইষ্টতম বা পরম
 প্রীতির বিষয় ছিল, তাহার অক্ষয় ইচ্ছা করিয়া, গুণবান ব্যক্তিকে তত্তৎ দ্রব্য দান করিবে ॥ ১০৬ ॥
 বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বদা তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে । ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধন অর্জন ও শক্তি অন্বে-
 সারে বজ্রন করিবে ॥ ১০৭ ॥ হে নিশাচর ! যাহা করিলে, আত্মা ভুওলা প্রাপ্ত হইয়া এবং
 যাহা মহাজনের নিকট বুকুইতেও হয় না, একপ কার্য অশক্তিতে বিধান করিবে ॥ ১০৮ ॥
 এইরূপ অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ ইহলোক ও পরলোক উত্তরতাই সম্যক্ রূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম
 সংপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥ উদ্দেশ্যতঃ, এই উৎকৃষ্ট গৃহহাশ্রম বর্ণন করিয়া । অশ্রমা,
 বানপ্রহাশ্রম কীর্তন করিব, অক্ষয়ধারণ কর ১১০ ॥ প্রোক্ত ব্যক্তি অপত্যসন্ততি দর্শন ও দেহের
 অবনতি অবলোকন করিয়া, আত্মার শুদ্ধিবিধানার্থ বানপ্রহাশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ১১১ ॥
 তজ্জারণ্য উপভোগ ও তপস্করণ দ্বারা আত্মদর্শন করিবে, ভূমিতে শয়ন করিবে, ব্রহ্মচারিব্রত
 অনুসরণ করিবে, পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের ক্রিয়া করিবে ॥ ১১২ ॥ হোম করিবে,

দেহনিরেক্ষিতং বানপ্রস্থবিধিঃ ॥ ১১৩ ॥ সর্বসঙ্গপরিভ্যাগো ব্রহ্মচর্যমনিষ্ঠা । দ্বিতেস্ত্রি-
ত্বাবাসে নৈকশ্রবণতে চিরং ॥ ১১৪ ॥ অনারম্ভস্তথাহারো ভিক্ষারং নাভিকোণিতা । অশ্র-
মজ্ঞানবোধেচ্ছা তথাচান্নাববোধনং ॥ ১১৫ ॥ চতুর্থে ভাশ্রমে ধর্মোক্তোক্তাভিঃ পরিকীর্ণিতাঃ ।
কর্মকোণি-চাত্তানি নিশাময় নিশাচর ॥ ১১৬ ॥ গার্হস্থ্যে ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থে ত্রয়োক্তমাঃ ।
কর্মকোণি-গদিতো ব আচারো বিজ্ঞ হি ॥ ১১৭ ॥ বৈধানসং ও গার্হস্থ্যমশ্রমধিতরং বিশঃ ।
গার্হস্থ্যমশ্রমং কেকঃ পুত্রস্ত কণদাচর ॥ ১১৮ ॥ তানি বর্ণাশ্রমোক্তানি ধর্মগীহ ন হাপয়েৎ ।
বধর্মকণপাক্তবিধাক্ষায়েণা বিজ্ঞয়ী ॥ ১১৯ ॥ সত্যপরিতি তত্তোমৌ পরিহুপ্যতি ভাকরঃ ।
কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবুদ্ধয়ে । ভাহুর্কৈ বতন্তে' উক্ত নরস্ত কণদাচর ॥ ১২০ ॥ তন্মোৎ
বধর্মং ন হি সত্যজ্ঞেস্ত ন হাপয়েচ্চাপি হি চান্নবংশং । যঃ সত্যজ্ঞেচ্চাপি নিজং হি ধর্মং তন্মৈ
ঐকুণ্যেত্যবিবাকরস্ত ॥ ১২১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তো হুমিনা শ্রুতেশী প্রথম্য তান্ ব্রহ্মনিধীমহবীন্ । অগাম যোৎ-
পত্তা পুরং স্বকীরং মুহুর্হর্ষমবশ্যমাণঃ ॥ ১২২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে শ্রুতেশুশাসনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ শ্রুতেশী দেবর্ষে গতা পুরমহুতমঃ । সমাহুয়াব্রবীৎ সর্বান ব্রাহ্মসান্ ধার্মিকং
বচঃ ॥ ১ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ঃ শৌচমিস্ত্রিয়সংযমঃ । দানং দয়া চ ক্ষান্তিঃ চ ব্রহ্মচর্য্যমমা-

জিসক্য জ্ঞান করিবে ; অটাবহল ধারণ ক রিবে, এবং ইন্দ্রদীকলজনিত তৈলাদি ব্যবহার
করিবে । ইহারই নাম বানপ্রস্থবিধি ॥ ১১৩ ॥

সর্বসঙ্গপরিভ্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অনভিমান, দ্বিতেস্ত্রিষত্, এক আবাসে বহু কাল বাস না
করী ॥ ১১৪ ॥ আরম্ভত্যাগ, ভিক্ষার আহরণ, কোপবিসর্জন, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা, আত্মাব-
বোধন ॥ ১১৫ ॥ এই সকল, চতুর্ধ আশ্রমের ধর্ম তোমার নিকট বলিলাম । নিশাচর ! অবুনা,
অভবিধ বর্ণধর্ম প্রবণ কর ॥ ১১৬ ॥ গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম কত্রিরেরও
বিহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥ বৈধানসং ও গার্হস্থ্য এই বিবিধ আশ্রম বৈশ্বের
বিহিত । শূত্রের একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমই অবলম্বনীয় ॥ ১১৮ ॥ সর্ববর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম কোন
মতেই পরিভ্যাগ করিবে না । যে বিজ্ঞ বধর্মের কপণ করিয়া, অভবিধ বিধানেরে অরী ॥ ১১৯ ॥
সত্যপিত করে, ভগবান্ ভাকর তাহার প্রতি অতিমাত্র রোষপ্রকাশ করিয়া থাকেন । হে কণদাচর !
এইরূপে তিনি কুপিত হইয়া, তাহার কুলনাশ ও দেহরোগবিবুদ্ধির অস্ত্র ব্রহ্মবান হন ॥ ১২০ ॥
এই করিণে বধর্ম ত্যাগ করিবে না ও আত্মবংশের কপণ করিবে না । যে ব্যক্তি বধর্ম ত্যাগ
করে, দিকাকর তাহার প্রতি রোষপরবশ হন ॥ ১২১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রুতেশী এইরূপ উক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্মনিধি মহাবিহিগকে প্রণাম করিয়া,
উৎপতনপূর্ব্বক স্বকীর পুরে গমন করিল । যাইবার সময় 'যায়ংবার' ধর্মেরই আলোচনা
করিতে লাগিল ॥ ১২২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে শ্রুতেশুশাসননামক চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই দেবর্ষে ! অনন্তর শ্রুতেশী অহুতম পুরে গমন করিয়া, সর্বসঙ্গ-
অভিমান করিয়া, বধর্মকণত বচমে বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ অহিংসা, সত্য, স্তেয়, শৌচ, ইস্ত্রি-

‘নিত্যং’ ইত্যু- ‘ততঃ সত্য। চ মধুর। বাস্তবিকঃ মহাকীর্তিঃ । সদাচারনিবেশিতঃ পরলোকপ্রদান-
করীঃ ॥ ৩ ॥ ইত্যু- ‘নরো মহৎ, ধর্ম্মদাতাঃ পুরীতনঃ । - সোহহমোজাপরে সর্বান ক্রিয়তামবি-
কল্পতঃ ॥ ৪ ॥’

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ সূর্যকশিষচনাং সর্ব এব নিশাচরাঃ । জয়োদশাংশতো ধর্ম্মকর্তৃ-
বুদ্ভিতমানসাঃ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রবৃষ্টিং স্তম্ভরামগচ্ছন্ত নিশাচরাঃ । পুত্রপৌত্রার্থসংযুক্তাঃ সদাচার-
সমবিতাঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ তেজসা তেজাং রাকসানাং মহাত্মনাং । গন্তং মাশকুৎস্বং সূর্যো নক-
জাশিচ চন্দ্রমাঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ স্তম্ভবনং ব্রহ্মনিশাচরপুংসু বিভো । দিবা সূর্যাস্ত সন্ধ্যং কণদারীক
চন্দ্রবৎ ॥ ৮ ॥ ন জায়তে গতির্ব্যোমি ডাক্ষরস্ত ততোহরে । শশাঙ্কমিব তেজস্বাদমন্তস্ত পুরৌ-
স্তমঃ ॥ ৯ ॥ স্যং বিকাশং বিকৃষ্ণতি নিশামিতি ব্যচিহ্নয়ন্ । কমলাকরে চ কমলা মিত্রমিত্যভি-
গম্য হি । রাজৌ বিকসিতা ব্রহ্মন্ ভিত্তিঃ দাতুমীপিতাম্ ॥ ১০ ॥ কোশিকা রাজিনময়ং বুদ্ধানি-
রগমন্ কিল । তান্ বায়সান্তলা জায়া দিবা নিব্রুতি কোশিকান্ ॥ ১১ ॥ স্নাতকাষ্টাপগাশ্বেব পান-
জপ্যপরাশরণাঃ । আকণ্ঠমগ্নাভিষ্ঠন্তি রাজিঃ জায়াহবাসরং ॥ ১২ ॥ ন বায়ুদ্যস্ত চক্রাস্তিঙ্গা
বৈ পূরদর্শনে । যন্তমানাস্ত দিবসমিদমুচ্চৈকবন্তি চ ॥ ১৩ ॥ নুনং কাস্তাবিহীনেনৈ কৈন
চিচ্চক্রপত্রিণা । উৎসৃষ্টং জীবিতং শূণ্ডে কুৎসৃত্য সরিতস্তটে ॥ ১৪ ॥ ততোহনুকুপয়াবিষ্টো বিবদাং-
স্তৌব্রশ্মিতিঃ । সস্তাপয়ন্ অগং সর্বং নাস্তমেতি কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥ অশ্বে বদন্তি চক্রাস্তা নুনং কশ্চিন-
মুতোহভবৎ । তৎকাস্তয়া তপস্তপ্তং ভর্তৃশোকাক্তয়া ততঃ ॥ ১৬ ॥ আরাধিতস্ত ভগবাংস্তপসা

সংযম, দান, দয়া, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য অনভিমান ॥ ২ ॥ শ্রিয় সত্য মধুর বাক্য, নিত্য সংকার্য্যে
আসক্তি ও সদাচারনিবেশন এই কয়টি পরলোক প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ মুনিগণ আমাকে
এইরূপ আদ্য ও পুরাতন ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন । এইজন্য আমি তোমাদের সকলকেই
আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা কোনরূপ বিকল্প না করিয়া, উক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর সূর্যকশির আদেশানুসারে সমুদায় নিশাচর বুদ্ধিত মানসে উক্ত
অপেক্ষা জয়োদশাংশাধিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ তৎপ্রযুক্ত তাহারা নিত্য অন্তর্ভূত
হইয়া উঠিল । ঐরূপে সদাচারসমবিত হওয়াতে, তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিরাও অল্পকাল সম্বন্ধিলাভ
করিল ॥ ৬ ॥ চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সকল সেই সকল মহাত্মা রাক্ষসের তেজঃপ্রভাবে আর
গমন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৭ ॥ হে ব্রহ্মন্ । ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন ও নিশাচরগণের
সেই নগরী দিবসে সূর্য্যোদয় ও রাজিতে চন্দ্রবৎ হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ তদ্বিবর্জন আকাশে আর
ডাকরের জ্যোতিঃ পরিজাত হয় না । তেজঃস্বিতা প্রযুক্ত সেই পুরোত্তম শশাঙ্কের দ্বারা প্রতীক্ষিত
হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মনীযোগে চন্দ্রের কিরণ আর কৃষ্টিপ্রাপ্তি হয় না । লোক সকল
তদ্বিবর্জন নিত্য চিহ্নাঙ্কিত হইল । কমলাকরে কমল সকল সূর্য্যবোধে চন্দ্রের আভিগমন
করিয়া, রাজিতে অতীপিত বিকৃষ্ণ প্রদান করিবার জন্য বিকসিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ নৈচক
সকল দিবসে রাজিকাল মনে করিয়া, নির্গমনে প্রবৃত্ত হইল । বায়সংগর্ভ জানিতে পারিয়া,
তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ স্নান ও অপসারণ স্নাতকগণ দিবসকে রাজি
মনে করিয়া, নদীতে অকণ্ঠমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ চক্রবাক সকল সেই পূরদর্শনে আর
পরেপরে বিদ্যোজিত হইল না । দিবস মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বসিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ কোন
চক্রবাক স্নিকরই শ্রিয়াকিরোজিত হইয়া, সরিতটে কবকীরপূরঃসর শূণ্ডে প্রাণ উৎসর্জন করি-
য়াছে ॥ ১৪ ॥ তৎকালে ভগবান্ বিবদান্ কুপাবান্ হইয়া, অধরকরঃশকরীবিভারপূরঃসর সমস্ত
সৈন্যে সন্তপ্যমান করিয়া, কোনমতেই অধরগমন করিতেছেন না ॥ ১৫ ॥ অতীতরাও বসিতে
লাগিল, নিশ্চয়ই কোন চক্রবাক মরিয়া গিয়াছে । তদীর কাঁটা বামিনীকে অভিহৃত হইয়া,

অতো বিজ্ঞানকঃ চক্ষু উদিতঃ প্রতাপমানঃ ॥ ৩১ ॥ এবং সজ্জাযুক্তঃ ক্রম হৃষ্যো বাক্যানি নারদ ।
 সমস্তং কিমেতন্নি মোক্ষো বক্তি শুভাশুভঃ ॥ ৩২ ॥ এবং সঙ্কিত্য ভগবান্ দধৌ ধ্যানং দিবাকরঃ ।
 আসমস্তাঙ্গপদং ত্রৈলোক্যং রজনীচরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ ভগবান্ জাহা তেজসোহপ্যসহিকৃত্য ।
 নিশাচরায় বুদ্ধিঃ তামহিষরাজ যোগবিৎ ॥ ৩৪ ॥ ততো জাহা চ তান্ সর্সান্ সদাচাররতান্
 শুচীন । - দেবব্রাহ্মণপুণ্ড্রাশ্ব সংসক্তাশ্বসংযুক্তান্ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ রক্ষঃকয়কৃতিমিরদ্বিপকেশরী ।
 মহাংশুনধরঃ স্বর্যাস্তমিতমহিষরাজ ॥ ৩৬ ॥ জাতবাংস্ত ততঃস্থিতঃ রাক্ষসানান্দিবস্পতিঃ ।
 স্বধর্মবিচ্যুতির্নাম সর্গধর্মবিচ্যুতকৃৎ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন ভাহুনা রিপুভেদিনা ।
 রাক্ষসপুং তরুণৈঃ যুগ্মৈঃ ॥ ৩৮ ॥ স ভাহুনা তদা দৃষ্টঃ ক্রোধাধাতেন চক্ষুবা । নিপপাতাস্বরা-
 ত্ত্বৈঃ ক্ষীণপুণ্য ইব প্রহঃ ॥ ৩৯ ॥ এতদেতৎ সমালোক্য পুং শালকটংকটঃ । নমো হরায় শর্কায়
 ইদমুচ্চৈরদীরয়ৎ ॥ ৪০ ॥ তদাকলিতমাকর্ষ্য চারণা গগনেচরাঃ । হাহেতিচুক্রুণ্ডঃ সর্পে হরভক্তঃ
 পতত্যসৌ ॥ ৪১ ॥ তচ্চারণবচঃ শর্কঃ শ্রুতবান্ সর্পগোব্যরঃ । শ্রুত্বা সঙ্কিত্যামাস কেনাসৌ
 পাত্যতে ভুবি ॥ ৪২ ॥ জাতবান্ দেবপতিনা সহস্রকিরণেন তৎ । পাতিতং রাক্ষসপুং ততঃ
 ক্রুদ্ধসিলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥ ক্রুদ্ধঃ ভগবান্ শত্ৰুভাহুমস্তমপশ্রুত । দৃষ্টমাত্রমিনেজ্ঞে নিপপাত
 ততোহস্বরাৎ ॥ ৪৪ ॥ গগনাৎ স পরিভ্রষ্টঃ পথি বায়ুনিবেষিতে । বদচ্ছয়া নিপতিতো বহুমুক্তো
 যথোপলঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো বায়ুপথায়ুক্তঃ কিং শুকোজ্জলবিপ্রহঃ । নিপপাতাস্তরিকাং স বৃতঃ

যাইতেছে, চক্ষু সপ্রতাপে সমুদিত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ নারদ ! তাহার। পরস্পর এইকপ সজ্জা-
 বণে প্রবৃত্ত হইলে, দিবাকর তাহাদের বচনপরস্পরা কর্ণগোচর করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন,
 লোক সকল কিভাবে এবং বিধ শুভাশুভ সম্ভাবণে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ প্রতাপের এইপ্রকার
 চিন্তার অনুসরণপ্রসঙ্গে ধ্যানপর্বাষণ হইলেন । তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞানগোচর হইল, সমুদায়
 জগৎ আসমস্তাৎ নিশাকরগণে আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর যোগবিৎ ভগবান্ ভাস্কর
 নিশাচরের সেই তুর্ল্লিবহ তেজ ও বুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ চিন্তা-
 বলে জানিতে পারিলেন, সমুদায় রাক্ষসই সদাচাররত, শৌচবিশিষ্ট, দেবব্রাহ্মণপুণ্ড্রাশ্ব সংসক্ত ও
 ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ তখন তিমিররূপ মাতঙ্গের কেশরী, মহাংশুরূপ-নধরবিশিষ্ট দিবাকর
 রাক্ষসগণের কয়সাধনে সমুদ্যত হইয়া, তাহাদের বিঘাত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর
 সকল ধর্মের বিঘাতকারী স্বধর্মবিচ্যুতিকেই রাক্ষসগণের হিঙ্গ্র অবগত হইয়া ॥ ৩৭ ॥ সেই রিপুভেদ-
 কারী ভাহুমান্ ক্রোধে অভিভূত হইয়া উঠিলেন । তৎপ্রযুক্ত রাক্ষসগণের সেই পুং ভীত ও
 যুগ্মৈঃ বিনষ্ট হইল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর ভাহুমান্ ক্রোধাধাত লোচনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সর্পে ও
 ক্ষীণপুণ্য প্রহর জ্বালা, অস্বরভট্ট ও নিপতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ ঐ সময়ে সেই সর্পে তদবস্থ নগরী
 দূর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হর ও শর্ককে নমস্কার ॥ ৪০ ॥ গগনবিহারী চারণগণ
 সেই আকলিত শব্দ করিয়া, এই বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, মহাদেবের ভক্ত নিপতিত
 হইতেছে ॥ ৪১ ॥

সর্পগামী জবিনাসী শত্ৰু চারণগণের বচন আকর্ষণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন
 ব্যক্তি সর্পেপুত্রকে হুমিহনে নিপতিত করিতেছে ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, যখন জানিতে পারিলেন,
 দেবপতি সহস্রকিরণ স্বর্য রাক্ষসপুং পাতিত করিয়াছেন, তখন জিলোচন জাতক্রোধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥
 জাতক্রোধ হইয়া, ভগবান্ পুং ভাহুরের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন । দৃষ্টি সঞ্চালন করিবা-
 মাত্র ভাহুর আক্রান্ত হইতে নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তিনি গগন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া,
 বায়ুনিবেষিত পথিযুগ্মৈঃ কয়স্বক উপলব্ধি জ্বালা, বদচ্ছাক্রমে পতিত ॥ ৪৫ ॥ সেই বায়ুপথ হইতে
 মুক্ত হইয়া, কিংকটের জ্বালা উজ্জল কলেবরে অন্তরীক হইতে ধনাতল আহরণ করিলেন ।

কিংনরচারণৈঃ ॥ ৪৬ ॥ অংগভিক্ষেষ্টিতো ভানুঃ প্রবিভাতাশ্রয়াৎ পতন্ । অর্দ্ধং পকং যথা
 তালান্ ফলং কপিভিরাবৃতং ॥ ৪৭ ॥ নিপতন্ত হরিক্ষেত্রে যদি শ্রেয়োভিবাঙ্কসি । ততোহব্রবীৎ
 পতন্তেব বিবস্যাংস্তাংস্তপোধনান্ ॥ ৪৮ ॥ কিং তৎ ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং বদধ্বং শীঘ্রমেব মে ।
 তমুচুর্মুনয়ঃ সূর্য্যং শৃণু ক্ষেত্রং মহাকলং ॥ ৪৯ ॥ সাংপ্রতস্থাস্থদেবস্য ভাবিতং শঙ্করস্য চ ।
 যোগশারিনমারভ্যাং কেশবদর্শনং । এতৎ ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং নাম্না বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা ভগবান্ ভানুর্ভবনেত্রাভিতাপিতঃ । বরণায়ান্তথৈবাস্যাস্তস্তরে নিপপাত হ ॥ ৫১ ॥ ততঃ
 প্রদহতিভানৌ নিমজ্জ্যাস্যাং লুলুপ্তবিঃ । বরণায়াম্ সমভ্যেত্য নিমজ্জতি যথেষ্টয়া ॥ ৫২ ॥ ভূয়ো-
 সীশ্বরগাং ভূয়ো ভূয়োপি বরণামসীম্ । লুলুপ্তেনেত্রবহ্যার্ভো ভ্রমতেহলাতচক্রেব ॥ ৫৩ ॥ এতশ্চিন্ন-
 স্তরে ব্রহ্মস্বয়ো যক্ষরাক্ষসঃ । নাগা বিদ্যাধরাশ্চাপি পক্ষিণোহঙ্গরসন্তথা ॥ ৫৪ ॥ যাবন্তো
 ভানুররথে ভূতপ্রোক্তাদয়ঃ স্থিতাঃ । তাবন্তো ব্রহ্মসদনং গতা বেদয়িতুং যুনে ॥ ৫৫ ॥ ততো
 ব্রহ্মা সুরপতিঃ সুরৈঃ সার্কঃ সমভ্যয়াৎ । রমাং মহেশ্বরবাসং মন্দরং রবিকারগাং ॥ ৫৬ ॥ গতা
 দৃষ্ট্বা চ দেবেশং শঙ্করং শূলপাণিনং । প্রসাদ্য ভানুরার্থায় বারাণস্যামুপানয়ৎ ॥ ৫৭ ॥ ততো
 দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শঙ্করঃ । কৃত্বা নামাস্য লোলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ ॥ ৫৮ ॥ আরোপিতে
 দিনকরে ব্রহ্মাভ্যেত্য স্নকেশিনং । সবার্দ্ধবং সনগরং পুনরারোপয়দ্দ্বিবি ॥ ৫৯ ॥ সমারোপ্য
 স্নকেশিক পরিষজ্য চ শঙ্করঃ । প্রণম্য কেশবং দেবং বৈরাজং স্বগৃহং গতঃ ॥ ৬০ ॥ এবং পুরা

কিন্নর ও চারণগণ তাঁহারে বেষ্টন করিয়া রহিল ॥ ৪৬ ॥ তদবস্থায় অশ্বর হইতে পতনসময়ে
 অংগবেষ্টিত ভানুমান্ পরম প্রতিভা বিস্তার করিলেন । বোধ হইল, অর্দ্ধপক তালফল যেন
 বানরগণে বেষ্টিত হইয়া, তালবৃক্ষ হইতে পতিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥

তৎকালে ভপশ্বিগণ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদি শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকে,
 তাহা হইলে, হরিক্ষেত্রে নিপতিত হও । বিবস্যান্ পতনসময়ে সেই সকল ঋষিকে কহিলেন ॥ ৪৮ ॥
 সেই পরমপবিত্র হরিক্ষেত্র কিংস্বরূপ, শীঘ্র আমাং বনুন । ঋষিগণ কহিলেন, সূর্য্য ! মহাকল-
 জনক হরিক্ষেত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৪৯ ॥ ঐ হরিক্ষেত্র মহাদেবের পরম পূজিত ক্ষেত্ররূপে
 পরিণত হইয়াছে । তথায় যোগশায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া, কেশবের পর্য্যস্ত দর্শন হইয়া থাকে ।
 হরির এই পবিত্র ক্ষেত্রের নাম বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥ ভবনেত্রাভিতাপিত ভগবান্ ভানুমান্
 এই কথা শ্রবণ করিয়া, বরণা ও অসি এই উভয় নদীর অন্তরালে পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ ভানু-
 মান্ নিতান্ত দহমান হইতেছিলেন । তচ্ছ্রদ্ধা তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, লুলুপ্ত হইতে লাগিলেন ।
 তিনি একবার বরণায় সমভ্যেত হইয়া, বদৃচ্ছাক্রমে নিমগ্ন হন ; পুনরায় অসীতে ও পুনরায়
 বরণাতে এবং পুনরায় বরণা হইতে অসীতে ও অসী হইতে বরণাতে গমন করিয়া লুলিত হইয়া
 থাকেন । ত্রিনেত্রের নেত্রানলে একান্ত অভিভূত হওয়াতে, অলাতচক্রেয় জ্বালা, ঐরূপে ভ্রমণ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্ম ! এই অবসরে ঋষিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, নাগগণ, বিদ্যা-
 ধরগণ, পক্ষিগণ, অঙ্গরোগণ ॥ ৫৪ ॥ ও সূর্য্যের রথস্থিত যাবতীয় ভূতপ্রোক্তাদিগণ এই বৃত্তান্ত
 নিবেদন করিবার মানসে ব্রহ্মসদনে গমন করিল ॥ ৫৫ ॥ তখন সুরপতি ব্রহ্মা সুরগণের সহিত
 সংমিলিত হইয়া, সূর্য্যের জন্য মহেশ্বরের রমণীয় আবাসস্থান মন্দরপর্ব্বতে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৫৬ ॥
 তথায় গমন ও দেবদেব শূলপাণি শঙ্করকে সন্দর্শন করিয়া, প্রসন্ন করত, ভানুরের নিমিত্ত
 বারাণসীতে উপস্থাপিত করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন শূলপাণি পাণি দ্বারা প্রভাকরকে পুনরায় এই
 ও তাঁহার লোল, এই নামকরণপূর্ব্বক, রথে আরোপিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥ দিনকর রথে আরো-
 পিত হইলে, ব্রহ্মা স্নকেশির সমীপস্থ হইয়া, তাঁহারে বার্দ্ধব ও সনগরের সহিত আকাশে অবস্থাপিত
 করিলেন । এইরূপে স্নকেশিকে সমারোপণ ও আলিঙ্গন করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর বৈরাজরূপী দেব

নারদ ভাস্করেণ পুরং শ্বকেশেভূবি সন্নিপাতিতং । দিবাকরো ভূমিতলে ভবেন ক্ষিপ্তস্ত দৃষ্টা-
নলসংপ্রদগ্ধঃ ॥ ৬১ ॥ আরোপিতো ভূমিতলাস্তবেন ভূয়োপি ভানুঃ প্রতিভাসনায় । স্বয়ং-
ভূবা চাপি নিশাচরেন্দ্রস্বারোপিতঃ খে সপুংঃ সবন্ধুঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্বকেশিচরিতে লোলার্কজননং নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ । যানেতান্ ভগবানাহ কামিভিঃ শশিনং প্রতি । আরাধনায় দেবাভ্যাং
হরীশাভ্যাং বদস্ব তান্ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু কামিভিঃ প্রোক্তান্ ব্রতান্ পুণ্যান্ কলিপ্রিয় । আরাধনায় শর্কস্যা
কেশবস্য চ ধীমতঃ ॥ ২ ॥ যদাষাঢ়ীং রবিঃ প্রাপ্য ব্রজতে চোত্তরায়ণং । তদা স্থপিতি দেবেশো
ভোগিভোগে শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥ প্রতিশুপ্তে বিভৌ তস্মিন্ দেবা গন্ধর্বগুহকাঃ । দেবানাং
মাতরশ্চাপি প্রসুপ্তাশ্চাপানুক্ৰমাৎ ॥ ৪ ॥

নারদ উবাচ । কথয়স্ব সুরাদীনাং শয়নে বিধিযুক্তমং । সর্বাননুক্ৰমেণৈব পুরস্তৃতা জনার্দনঃ ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । মিথুনাভিমুখে সূর্য্যে শুক্লপক্ষে তপোধন । একাদশ্যাং জগৎসামী শয়নং
পরিকল্পতে ॥ ৬ ॥ শেবাহিভোগপর্য্যন্তং কৃত্বা সম্পূজ্য কেশবং । কৃত্বা পবিত্রকং চৈব সম্যক
সম্পূজয়েদ্বিজান্ ॥ ৭ ॥ অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেশাশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ । লব্ধ্বা পীতাম্বরধরঃ
স্বস্থো নিদ্রাং সমানয়ন্ ॥ ৮ ॥ ত্রয়োদশ্যাং ততঃ কামঃ স্থপতে শয়নে শুভে । কদম্বানাং সুগন্ধানাং

কেশবকে প্রণাম করত, স্বর্গহে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ ৬০ ॥ হে নারদ ! পূর্বে প্রভাকর
উক্ত প্রকারে শ্বকেশির নগরীকে পৃথিবীতে সন্নিপাতিত করিয়াছিলেন । ভগবান্ শস্তু তদ্বর্ণনে
তাঁহারে নেত্রানলে দগ্ধ করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত ॥ ৬১ ॥ এবং পুনরায় তথা হইতে
আলোকদান নিমিত্ত তাঁহারে অম্বরপ্রদেশে আরোপিত করেন । ব্রহ্মাও নিশাচরেন্দ্র শ্বকেশিকে
পুর ও বাহুবগণের সহিত আকাশে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্বকেশিচরিতে লোলার্কজনননামক পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি যে বলিলেন, কামিগণ ভগবান্ কেশব ও মহাদেবের আরাধনার্থ
শশির নিকট বিবিধ ব্রত কীর্তন করিয়াছিল, তৎসমস্ত বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে কলিপ্রিয় ! কামিগণ মহাদেবের ও বাসুদেবের উপাসনার্থ যে সকল
পরমপবিত্র ব্রত কীর্তন করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ভাস্কর আষাঢ়ীতে
সংক্রমণপূর্ব্বক উত্তরায়ণ গমন করিলে, দেবদেব বাসুদেব ভোগিভোগে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥
তিনি প্রতিশুপ্ত হইলে, দেব, গন্ধর্ব ও গুহকগণ এবং দেবগণের মাতৃগণ, সকলে অনুক্রম প্রসুপ্ত
হন ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, জনার্দনপ্রমুখ সুরাদির শয়নবিধি অনুক্রমে যথাযথ কীর্তন করুন ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে তপোধন ! সূর্য্য শুক্লপক্ষে মিথুনাভিমুখে হইলে, জগৎসামী জনার্দন
একাদশীতে শয়ন পরিকল্পনা করেন ॥ ৬ ॥ তৎকালে, অনন্তের ফণরূপ পর্য্যন্ত নির্মাণ ও কেশ-
বের সম্যকরূপ পূজা করিয়া, পবিত্রকবিধানানন্তর যথাবিধানে দ্বিজগণের অর্চনা করিবে ॥ ৭ ॥
দ্বাদশীতে প্রযত ও শুচি হইয়া, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, পীতাম্বরপরিধানপূর্ব্বক স্বস্থিতিতে
নিদ্রা বাইবে ॥ ৮ ॥ অনন্তর কাম ত্রয়োদশীতিথিতে সুগন্ধি কদম্বকুসুমের পরিকল্পিত সুন্দর

কুশুম্ভৈঃ পরিকল্পিতে ॥ ৯ ॥ চতুর্দশ্যাং ততো যক্ষাঃ স্বপন্তি সুখশীতলে । সৌবর্ণপঙ্কজকূতে
 সুখাস্তীর্ণোপধানকে ॥ ১০ ॥ পূর্ণমাস্তামুমানাথঃ স্বপতে চন্দ্রসংস্তুয়ে । বৈরাগ্যে চ জটাতারং
 সমুদ্রস্থ্যাত্তচন্দ্রণা ॥ ১১ ॥ ততো দিবাকরো রাশিং সংপ্রযাতি চ বর্কটং । ততোহমরাগাং
 রজনী ভবতে দক্ষিণায়নং ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মা তথা প্রতিপদি নীলোৎপলময়েনঘ । তস্মৈ স্বপিত্তি লোকানাং
 দর্শয়ন্ মার্গমুত্তমং ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্মা দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং গিবেঃ স্তুতা । বিনায়কচতুর্থ্যাং
 তু পঞ্চম্যামপি ধর্ম্মরাট্ ॥ ১৪ ॥ ঋতঃ প্রস্বপিত্তি সপ্তম্যাং ভগবান্ রবিঃ । কাত্যায়নী
 তথাষ্টম্যাং নবম্যাং কমলালয়া ॥ ১৫ ॥ দশম্যাং ভূজগেল্লাশ্চ স্বপন্তে বায়ুভোজনাঃ । একাদশ্যাং
 তু কৃষ্ণায়াং সাধ্যাং ব্রহ্মন্ স্বপন্তি চ ॥ ১৬ ॥ এষ ক্রমন্তে গদিতো নভাদৌ স্বপতাং মুনে । স্বপৎ-
 স্তু তত্র দেবেষু প্রাবৃট্ কালঃ সমাধয়ো ॥ ১৭ ॥ বকাঃ সমং বলাকাভিরারোহান্ত নগোত্তমান্ ।
 বায়সাশ্চাপি কুর্কন্তি নীড়ানি ঋষিপুঙ্গব ॥ ১৮ ॥ বায়সাশ্চ স্বপন্ত্যেবমুভৌ গর্ভভয়ালসাঃ । যস্য্যাং
 তিথৌ প্রস্বপিত্তি বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ॥ ১৯ ॥ দ্বিতীয়া সা শুভা পুণ্যা স্পৃশ্যা শয়নোদিতা ।
 তস্যাস্তিথাবর্চয়িত্বা ত্রীবৎসাক্ষং চতুর্ভুজং ॥ ২০ ॥ পর্য্যঙ্কঃ সমং লক্ষ্ম্যা গন্ধপুষ্পাদিতিমুনে ।
 ততো দেবায় শয্যায়াং ফলানি প্রাক্ষিপেৎ সুধীঃ ॥ সুরভীণি নিবেদ্যেখং বিজ্ঞাপেয়া
 মধুসূদনঃ ॥ ২১ ॥ যথা হি লক্ষ্ম্যা ন বিযুজ্যসে ত্বং ত্রিবিক্রমানস্ত জগন্নিবাস । তথা ত্বশূন্তঃ
 শয়নঃ সदैব হৃদ্মাকমেবেহ তব প্রসাদাৎ ॥ ২২ ॥ যথা ত্বশূন্তস্তব দেবলক্শং সমং হি লক্ষ্ম্যা
 শয়নং সুরেশ । সত্যেন তেনামিতবীৰ্য্য বিকো গার্হস্থ্যনাশো ন মমাস্ত দেব ॥ ২৩ ॥

শয্যায় শয়ন করে ॥ ৯ ॥ যক্ষগণ চতুর্দশীতে সৌবর্ণপদ্মবিনির্মিত, সুখাস্তীর্ণ উপধানবিশিষ্ট,
 সুখশীতল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ পূর্ণমাসীতে উমাধর্ম্মতি মহেশ্বর অন্ত চন্দ্র দ্বারা
 জটাতার গ্রথিত করিয়া, ব্যাঘ্রচন্দ্রনির্মিত সংস্কর আশ্রয় করত শয়ন করেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর
 দিবাকর কর্কটরাশিতে সংপ্রয়াণ করিলে, অমরগণের রাজস্বরূপ দক্ষিণায়ন প্রবর্তিত হয় ॥ ১২ ॥
 হে অনঘ ব্রহ্মা প্রতিপত্তিথিতে লোক সকলকে উৎকৃষ্ট পদ্মা প্রদর্শন করত, নীলোৎপলময়
 শয্যায় শয়ন করেন ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্মা দ্বিতীয়াতে ও গিরিনন্দিনী তৃতীয়াতিথিতে এবং বিনায়ক
 চতুর্থীতে ও ধর্ম্মরাজ পঞ্চমীতে ॥ ১৪ ॥ ঋত বর্ষীতে ও ভগবান্ ভানুমান্ সপ্তমীতে শয়ন করিয়া,
 থাকেন । কাত্যায়নী অষ্টমীতে, কমলালয়া নবমীতে ॥ ১৫ ॥ এবং বায়ুভোজী ভূজগেল্লেরা
 দশমীতে শয়ন করে । হে ব্রহ্মন্ ! সাধ্যগণ কৃষ্ণাভ্যোদশীতে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥
 হে মুনে ! নভাদিতে উক্তরূপ ক্রমানুসারে ততৎ দেবতা যেক্রমে শয়ন করেন, তাহা কীর্তন
 করিলাম । তাহার শয়ন করিলে, প্রাবৃট সময় সমুপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥ তখন বলাকা সহিত
 বক সকল নগোত্তমসমূহে আরোহণ ও বায়স সকলও কুলায় নির্মাণ করে ॥ ১৮ ॥ তাহার
 এই ঋতুতে গর্ভভারে অলসভাবাপন্ন হইয়া, শয়ন করিয়া থাকে । প্রজাপতি বিশ্বকর্মা যে
 তিথিতে শয়ন করেন ॥ ১৯ ॥ তাহার নাম দ্বিতীয়া । ঐ তিথি অতিমাত্রপবিত্রভাবাপন্ন, পরম
 পুণ্যজনক ও নিরতিশয় মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে । ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর সহিত পর্য্যঙ্কে প্রতি-
 ঠিত ত্রীবৎসাক্ষ চতুর্ভুজ নারায়ণকে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে অর্চনা করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে শয্যায়
 ফল সকল প্রক্ষেপ করিবে । তৎকালে সুরভি ফল সকল নিবেদন করিয়া, মধুসূদনের নিকট
 এইরূপে পরিজ্ঞাপন করিবে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ হে ত্রিবিক্রম ! হে অনন্ত ! হে জগন্নিবাস ! লক্ষ্মীর
 সহিত তুমি যেমন কখনই বিযোজিত হও না, সেইরূপ তোমার প্রসাদে আমাদের এই শয়নও
 যেন কোনকালে শূন্য না হয় ॥ ২২ ॥ হে দেব ! হে সুরেশ ! লক্ষ্মীর সহিত তোমার শয়ন
 যেমন শূন্য হয় না, হে অমিতবীৰ্য্য ! হে বিকো ! সেই সত্যবিলে আমাদের গার্হস্থ্য যেন বিনষ্ট

ইত্যাচ্চার্য্য চ দেবেশঃ প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ। নক্তং ভূজীত দেবর্ষে তৈলক্ষারবিবর্জিতং ॥ ২৪ ॥
 দ্বিতীয়েহি দ্বিজাধ্যায় ফলং দদ্যাচ্চিচ্চকণঃ। লক্ষ্মীধরঃ প্রীয়তাং মে ইত্যাচ্চার্য্য নিবেদয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 অনেন তু বিধানেন চাতুর্শাস্ত্রঃ ব্রতকয়েৎ। যাবদ্বৃশ্চিকরাশিস্থঃ প্রতিভাতি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥
 ততো বিবৃদ্ধস্তি সুরাঃ ক্রমশঃ ক্রমশো যুনে। তুলাস্থে তু হরিঃ পূর্বং কামঃ পশ্চাদ্বিবৃদ্ধ্যতে ॥ ২৭ ॥
 তত্র দানং দ্বিতীয়ায়াঃ মূর্তিলক্ষ্মীধরস্ত চ। শয্যা চান্তরণোপেতা যথাবিভবমায়নঃ ॥ ২৮ ॥ এব
 ব্রতস্ত প্রথমঃ প্রোক্তস্তব মহামুনে। যন্নিঃশীর্ণে বিয়োগস্ত ন ভবেদিহ কশ্চ চিৎ ॥ ২৯ ॥ নভস্তে
 মাসি চ তথা বা সা কৃষ্ণাষ্টমী শুভা। যুক্তা মৃগশিরেণৈব সা তু কালাষ্টমী স্মৃতা ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ
 সর্কেষু লিঙ্গেষু তিষ্ঠৌ স্থপিতি শঙ্করঃ। বসতে সন্নিধানে তু তত্র পূজাক্ষয়া স্মৃতা ॥ ৩১ ॥ তত্র
 স্মারীত বৈ বিদ্বান গোমূত্রেণ জলেন চ। স্নাতঃ সম্পূজয়েৎ পুষ্পৈর্ভূতৈঃ ত্রিলোচনং ॥ ৩২ ॥
 ধূপং কেশরনির্ঘাসনৈবেদ্যং মধুসর্পিষী। প্রীয়তাং মে বিরূপাক্ষ ইত্যাচ্চার্য্য চ দক্ষিণাং ॥ ৩৩ ॥
 বিপ্রায় দদ্যাত্নৈবেদ্যং সহিরণ্যং দ্বিজোত্তম। তদদাশ্বযুজে মাসি উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 নবম্যাং গোময়স্নানং কুর্ধ্যাৎ পূজাস্ত পঞ্চজৈঃ। ধূপয়েৎ সর্জনির্ঘাসনৈবেদ্যং মধুমোদকৈঃ ॥ ৩৫ ॥
 কৃষ্ণোপবাসমষ্টম্যাং নবম্যাং স্নানমাচরেৎ। প্রীয়তাং মে হিরণ্যাক্ষো দক্ষিণা সতিল স্মৃতা ॥ ৩৬ ॥
 কার্ত্তিকে পয়সা স্নানঙ্করবীরেণ চার্চনং। ধূপং শ্রীবাসনির্ঘাসং নৈবেদ্যং মধুপায়সং ॥ ৩৭ ॥
 সনৈবেদ্যঞ্চ রজতং দাতব্যং দানমগ্রজে। প্রীয়তাং ভগবান্ স্থাপুরিতিবাচ্যমনিষ্ঠুরং ॥ ৩৮ ॥
 কৃষ্ণোপবাসমষ্টম্যাং নবম্যাং স্নানমাচরেৎ। মাসি মার্গশি্রে স্নানং কুর্দ্রার্চা দধিজা স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥

না হয় ॥ ২৩ ॥ পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনানিবেদন ও তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া, রাত্রিতে তৈল ও
 ক্ষার বর্জিত ভোজন করিবে ॥ ২৪ ॥ দ্বিতীয় দিবসে সাধু ব্রাহ্মণকে ফল প্রদান করিবে।
 তৎকালে, শ্রীধর প্রীত হউন, বলিয়া, ফল নিবেদন করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥ সূর্য্য যাবৎ বৃশ্চিক-
 রাশিতে অবস্থিতি করিয়া, প্রতিভাত না হন, তাবৎ উক্ত বিধানে চাতুর্শাস্ত্র ব্রতচরণ
 করিবে ॥ ২৬ ॥ হে যুনে! অনন্তর উল্লিখিত দেবগণ ক্রমশঃ ক্রমশঃ আগরিত হইয়া থাকেন।
 তন্মধ্যে, রবি তুলাস্থ হইলে, হরি প্রথমে উত্থান করেন; পশ্চাৎ কাম উত্থিত হন ॥ ২৭ ॥ ঐ
 সময়ে দ্বিতীয়াতে আপনার বিভবানুরূপে আন্তরণ সহিত শয্যা ও লক্ষ্মীধরমূর্ত্তি দান করিবে ॥ ২৮ ॥
 হে মহামুনে! এই প্রথম ব্রত তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। যাহার অনুষ্ঠান করিলে,
 ইহলোকে কোনরূপে কোন বিষয়েরই বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব করিতে হয় না ॥ ২৯ ॥ নভস্ত
 মাসে মৃগশিরাযুক্ত পবিত্র কৃষ্ণাষ্টমী কালাষ্টমী বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩০ ॥ ঐ তিথিতে ভগবান্
 ভব সমুদায় লিঙ্গেই শয়ন এবং সন্নিহিত হইয়া, অধিষ্ঠান করেন। ঐ সময়ে পূজা করিলে, তাহা
 অক্ষয় হয় ॥ ৩১ ॥ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐ তিথিতে গোমূত্রে ও জলে স্নান করিবে। স্নান করিয়া,
 ধর্ত্তর পুষ্পে শঙ্করের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৩২ ॥ ধূপ, কেশরনির্ঘাস, নৈবেদ্য, মধু ও স্মৃত
 এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা সহিত, হে বিরূপাক্ষ! প্রীত হও ॥ ৩৩ ॥ বলিয়া, ব্রাহ্মণকে দান করিবে।
 তাহার সহিত হিরণ্যও দিবে। হে দ্বিজোত্তম! তদ্বৎ, অশ্বযুজ্যমাসে উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয়
 হইয়া ॥ ৩৪ ॥ নবমীতে গোময় স্নান ও পঞ্চজ দ্বারা পূজা করিবে; সর্জনির্ঘাসের ধূপ দিবে,
 মধু ও মোদক সহিত নৈবেদ্য অর্পণ করিবে ॥ ৩৫ ॥ অষ্টমীতে উপবাস করিয়া, নবমীতে স্নান
 করিতে হইবে। তৎকালে, হে হিরণ্যাক্ষ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, বলিয়া, সতিল দক্ষিণা
 দিবে ॥ ৩৬ ॥ কার্ত্তিক মাসে পয়ঃস্নান করিয়া, করবীর কুম্ভ দ্বারা অর্চনা, শ্রীবাসনির্ঘাস
 ধূপ ও মধুপায়সসহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ স্থাপু আমার প্রতি
 প্রীতিমান্ হউন, এই প্রকার অনিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নৈবেদ্য সহিত রজত ব্রাহ্মণকে
 সম্প্রদান করিবে ॥ ৩৮ ॥ অষ্টমীতে উপবাস করিয়া, নবমীতে স্নান করিবে। মার্গশীর্ধমাসে

ধূপং ত্রীবৃক্ষনিৰ্ঘাসং নৈবেদ্যং মধুনোদনং । সন্নিবেদ্যারক্তশালির্দক্ষিণা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
 নমোস্তু প্রীয়তাং শৰ্কস্বিত্তি বাচ্যঞ্চ পণ্ডিতৈঃ । পৌষে স্নানঞ্চ হবিষা পূজা স্যাত্তগৈর্যঃ শুভৈঃ ॥ ৪১ ॥
 ধূপো মধুকনিৰ্ঘাসো নৈবেদ্যং মধুস্কৃতকৈঃ । সমুদ্রা দক্ষিণা প্রোক্তা প্রীণনার্জ জগদগুরোঃ ॥ ৪২ ॥
 বাচ্যং নমস্তে দেবেশ ত্র্যম্বকেতি প্রকীৰ্ত্তয়েৎ । মাঘে কুশোদকস্নানং কুমুদেন শিবার্চনং ॥ ৪৩ ॥
 ধূপং কদম্বনিৰ্ঘাসো নৈবেদ্যং সতিলোদনং । পরোভক্তং নৈবেদ্যং সৰুক্ষং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
 প্রীয়তাং যে মহাদেব উমাপতিরিতীরয়েৎ । এবমেব সমুদ্ভিষ্টং বড়্ভিষ্মাটৈস্তু পারণং ॥ পারণান্তে
 ত্রিনেত্রয়া স্নাপনকারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ গোবোচনাযুক্তগুড়েন চৈব দেবং সমালভ্য চ পূজ-
 য়েস্ত । প্রীত্ব দীনোন্মি ভবন্তমীশং মছোকনাশং শকুরুষ যোগ্যং ॥ ৪৬ ॥ ততস্ত ফাল্গুনে মাসি
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং যতত্রতৈঃ । উপবাসং সমুদ্ভিষ্টং কর্তব্যং দ্বিজসত্তম ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীয়েহি ততঃ স্নানং
 পঞ্চগব্যান কারয়েৎ । পূজয়েৎ কুন্দকুম্মমৈধূপয়েচ্চন্দনে চ ॥ ৪৮ ॥ নৈবেদ্যং সমুদ্রং দদ্যাভ্য-
 ত্র্যপাত্রে গুড়োদনং । দক্ষিণাঞ্চ দ্বিজাতিভ্যো নৈবেদ্যো সহিতাং মুনে ॥ ৪৯ ॥ বাসোমুগং প্রীণ-
 য়েচ্চ কৰ্ণমুচ্চাৰ্ঘ্য নামতঃ । চৈত্রে চোত্মবরজলৈঃ স্নানং মন্দারকার্চনং ॥ ৫০ ॥ গুগ্গুলং মহি-
 ষাখাঞ্চ স্নতাক্তং ধূপয়েদ্ধূধঃ । সমোদকং তথা সর্পিঃ প্রীণনং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৫১ ॥ দক্ষিণা চ
 সনৈবেদ্য। মৃগাজিনমুদাদিতঃ । নাগেশ্বর নমস্তেস্ত ইদমুচ্চাৰ্ঘ্য নারদ ॥ ৫২ ॥ প্রীণনেন্দেবনাথায়
 কুৰ্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমুদ্রিতঃ । বৈশাখে স্নানমুদ্ভিষ্টং স্নগন্ধিকুম্মমাস্তসা ॥ ৫৩ ॥ পূজনং শকরস্তোত্রঞ্চ কৃত-
 মঞ্জরিভির্বিভোঃ । ধূপং সৰ্জ্জশ্চ নিৰ্ঘাসো নৈবেদ্যং সফলং যতঃ ॥ ৫৪ ॥ নামজপামপীশস্য

স্নান করিলে, মহাদেবের অর্চনা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ ত্রীবৃক্ষ-
 নির্ঘাস ধূপ, নৈবেদ্য, মধু ও ওদন এবং দক্ষিণাস্বরূপ রক্তশালি সন্নিবেদন করিয়া ॥ ৪০ ॥ পণ্ডিত-
 গণ দ্বারা, ভগবান্ স্নান প্রীত হউন, এইরূপ নির্ধাচিত করিবে। পৌষমাসে হবিঃস্নান করিয়া,
 বিশুদ্ধ তগব কুম্মে পূজা করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥ মধুকনিৰ্ঘাস ধূপ, নৈবেদ্য, মধুস্কৃত ও
 জগদগুরুর প্রীণনার্গ মুদ্রাসহিত দক্ষিণা প্রদান ॥ ৪২ ॥ এবং হে দেবেশ! হে ত্রিলোচন,
 তোমাতে নমস্কার, এইরূপ নির্ধাচন করিবে। মাঘমাসে কুশোদকে স্নান ও কুমুদকুম্মে শিবের
 অর্চনা ॥ ৪৩ ॥ এবং কদম্বনিৰ্ঘাস ধূপ, তিলোদন সহিত নৈবেদ্য প্রদান করিয়া ॥ ৪৪ ॥ উমা-
 পতি মহাদেব! প্রীত হউন, এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ ছয় মাসেব পারণ সমুদ্ভিষ্ট হইয়াছে।
 পারণান্তে যথাক্রমে ত্রিনেত্রের স্নানক্রিয়া সমাহিত করিবে ॥ ৪৫ ॥ গোবোচনার সহিত অঙ্কুর
 দ্বারা মহাদেবের সমালভনপূর্বক পূজা করিতে হইবে। তৎকালে এইরূপ বলিবে, আমি দীন,
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এবং আমার শোক বিনাশ করুন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর ফাল্গুন মাসের
 কৃষ্ণাষ্টমীতে যতত্রতগণের আদিষ্টবিধানে উপবাস করিবে ॥ ৪৭ ॥ হে দ্বিজসত্তম! দ্বিতীয় দিবসে
 পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া, কুন্দকুম্ম দ্বারা পূজা এবং চন্দনের ধূপ ॥ ৪৮ ॥ সমুদ্র নৈবেদ্য ও
 ত্র্যপাত্রে গুড়োদন প্রদান করিতে হইবে। হে মুনে! দ্বিজাতিদিগকে নৈবেদ্য সহিত
 দক্ষিণা ॥ ৪৯ ॥ ও বাসোমুগ প্রদান করিবে। এবং রুদ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া, তদীয় প্রীতিসাধনে
 প্রবৃত্ত হইবে। চৈত্রমাসে উত্মবরজলে স্নান করাইয়া, মন্দারকুম্মে অর্চনা ॥ ৫০ ॥ মহিষনামক
 গুগ্গুল স্নতাক্ত করিয়া, তদ্বারা ধূপকার্য্য সমাধান, এবং প্রীণনস্বরূপ সমোদক সর্পি প্রদান
 করিবে ॥ ৫১ ॥ মৃগাজিন নৈবেদ্য সহিত দক্ষিণা নির্দিষ্ট হইয়াছে। হে নাগেশ্বর! তোমাতে
 নমস্কার, এইরূপ উচ্চারণপূর্বক ॥ ৫২ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে দেবনাথের প্রীতি সমুৎপাদন করিবে।
 বৈশাখমাসে স্নগন্ধিকুম্মসলিলে স্নান করাইতে হইবে ॥ ৫৩ ॥ চূতমঞ্জরী দ্বারা সেই বিভু
 মহাদেবের পূজা করিবে। সৰ্জ্জনৈৰ্ঘাসের ধূপ, স্নত ও ফল সহিত নৈবেদ্য করিবে ॥ ৫৪ ॥

শালয়েতি বিপশ্চিতা । জলকুস্তাজনৈবেদ্যান ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ স বজ্রাঃশৈচব
সান্নাদ্যাংস্তচ্চিভৈস্তত্ৱপরাযণৈঃ । জ্যৈষ্ঠে স্নানকামলকৈঃ পূজার্ককুসুমৈস্তথা ॥ ৫৬ ॥ পূজয়ে-
ক্ৰদ্রনেত্রকং বৃষাকং বৃষ্টিকারকং । সঙ্কুংশ্চ সস্বতান্দেবে দধাজান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ উপা-
নদযুগলং ছত্রং দানং দদ্যাচ্চ ভক্তিমান্ । নমস্তে ভগনেত্রয় পূষণে দশননাশন ॥ ৫৮ ॥ ইদমুচ্চা-
য়েত্তু ক্রীণনায় জগৎপতেঃ । আষাঢ়ে স্নানমুদিতং ত্রীকটৈলরচনং তথা ॥ ৫৯ ॥ ধতুরকুসুমৈঃ
শুক্লৈর্ধূপয়েৎ সল্লিকে তথা । নৈবেদ্যং সস্বতপূপাঃ দক্ষিণা সস্বতা যবাঃ ॥ ৬০ ॥ নমস্তে দক্ষ-
যজ্ঞয় ইদমুচ্চৈরুদীরয়েৎ । শ্রাবণে ভৃঙ্গরাজেন স্নানং কৃৎসার্কয়েচ্ছরং ॥ ৬১ ॥ ত্রীবৃক্ষপত্রৈঃ সফটৈল-
ধূপং দদ্যাত্তথাশুক্লং । নৈবেদ্যং সস্বতং দদ্যাদধিপূর্ক্যাংশ্চ মোদকান্ ॥ ৬২ ॥ দধোদনং স-
কুশরং য যধানাঃ শশকুলীঃ । দক্ষিণাং শ্বেতবৃষভং ধেনুঞ্চ কপিলাং শুভাং ॥ ৬৩ ॥ কনকং
রক্তবসনং প্রদদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় হি । গদাধরেতি জপ্তব্যং নাম শস্তোশ্চ পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৪ ॥ অমীতিঃ
বহুভিরপটৈরক্ষ্যাতৈঃ পারণমুত্তমং । এবং সংবৎসরং পূর্ণং সম্পূজ্য বৃষভধ্বজং ॥ ৬৫ ॥ অক্ষয়-
লভতে লোকান্ মহেশ্বরবচো যথা । ইদমুক্তং ব্রতং পুণ্যং সর্বপাপহরং শুভং । সযং ক্রদ্রেন
দেবর্ষে তত্তথা ন তদন্থথা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অশুশ্রয়নদ্বিতীয়া কালাগ্রৈমীব্রতবর্ণনং নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । মাসি চাশ্বিনী ব্রহ্মান যদা পদ্যং প্রজাপতেঃ । নাভ্যা নির্ঘাতি হি তদা
দেবোদ্যানাগ্রপাভবন্ ॥ ১ ॥ কন্দর্পস্য করাগ্রে তু কদম্বচারুদর্শনঃ । তেন তস্য পরা প্রীতিঃ

শালঘ্ন বলিয়া, তদীয় নাম জপ, ব্রাহ্মণকে নৈবেদ্যসহিত জলকুস্ত সকল দান ॥ ৫৫ ॥ এবং
তৎপরাযণ ও তচ্চিভ হইয়া, বজ্র ও অস্ত্রাদিও প্রদান করিবে । জ্যৈষ্ঠমাসে আমলক দ্বারা স্নান
করাইয়া, অর্কপুষ্পে পূজা ॥ ৫৬ ॥ স্নত ও দধিমিশ্রিত সঙ্কু নিবেদন ॥ ৫৭ ॥ এবং ভক্তিমান্ হইয়া
উপানদযুগল, ও ছত্র দান করিবে ॥ ৫৮ ॥ তৎকালে জগৎপতির পবিত্রোষণ জন্য এইকপ বলিতে
হইবে, হে ভগনেত্রয় ! হে পূষাদস্তবিনাশন । তোমারে নমস্কার । আষাঢ়মাসে ত্রীফল
দ্বারা স্নান করাইয়া শুক্লবর্ণ ধতুরকুসুমে অর্চনা এবং স্নত ও ধূপসহ নৈবেদ্য ও স্নতসহিত যব
দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ তৎকালে উচ্চৈঃসবে এইকপ বলিবে, হে
দক্ষযজ্ঞয় ! তোমারে নমস্কার । শ্রাবণে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা স্নান করাইয়া ফলসহিত ত্রীবৃক্ষপত্রে
হরের পূজা ও অঙ্কুধূপ প্রদান, সস্বত নৈবেদ্য ও দধিপূর্ক মোদক নিবেদন করিবে ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥
এবং দধোদন, কুশর, মাষধান ও শশকুলী প্রদানপূর্বক শ্বেতবৃষ ও পবিত্র কপিলাধেনু দক্ষিণা
দিবে ॥ ৬৩ ॥ এবং ব্রাহ্মণকে কনক ও রক্তবসন দান করিয়া শঙ্খু ব গদাধর নাম জপ
করিবে ॥ ৬৪ ॥ উক্তবিধ ছয় মাসে বিহিত বিধানে পারণ করিতে হইবে । এইরূপে পূর্ণ সংবৎসর
বৃষভধ্বজের পূজাবিধি যথাবিধি সম্পাদন করিলে ॥ ৬৫ ॥ সযং মহেশ্বরের বচনানুসারে অক্ষয়-
লোক সকল লাভ হয় । হে দেবর্ষে ! সযং ক্রদ্র উক্তবিধ সর্বপাপহর শুভব্রত কীর্তন করিয়াছেন ;
স্মতরাং, ইহার অনুষ্ঠান করিলে অনুরূপ ফললাভে কোনকপ বাতিচার লক্ষিত হয় না ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কালাগ্রৈমীবর্ণনং নামক ষোড়শ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন ! আশ্বিনমাসে যে সময়ে প্রজাপতির নাভি হইতে পদ্য প্রোচ্ছত
হয়, তৎকালে দেবোদ্যান সকল সমুত্ত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ কন্দর্পের করাগ্রে চারুদর্শন কদম্ব

কদম্বেন বিবর্জতে ॥ ২ ॥ যক্ষাণামধিপস্যাপি মণিভদ্রস্য নারদ । বটবৃক্ষঃ সমভবন্তস্মিংশস্য রতিঃ
সদা ॥ ৩ ॥ মহেশ্বরস্য হৃদয়ে ধনুর্বিটপঃ শুভঃ । স জাতঃ স চ শর্কস্য রতিকৃতস্য নিতাশঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মণো মধ্যতো দেহাজ্জাতো মরকতপ্রভঃ । খদিরঃ কণ্টকী প্রেয়ানভবদ্বিধকর্মণঃ ॥ ৫ ॥ গিরি-
জায়াঃ করতলে কুন্দগুণ্ডায়ত । গণাধিপস্য কুন্তস্থো রাজতে সিদ্ধুবারকঃ ॥ ৬ ॥ যমস্য
দক্ষিণে পার্শ্বে পালাশো দক্ষিণোত্তরে । কৃষ্ণোদ্বয়কো রৌদ্রো জাতঃ ক্ষোভকরোব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
স্কন্দস্য বজ্রজীবশ্চ রবেদ্বয়ং এব চ । কাত্যায়ন্যাঃ শমী জাতা বিম্বো লক্ষ্ম্যাঃ করেহতবৎ ॥ ৮ ॥
নাগানাং প্রভূতো ব্রহ্মশরস্ত্রয়ো ব্যজায়ত । বাসুকেক্ষিত্বতে পুচ্ছে পৃষ্ঠে দূর্ক্য সিতাসিতা ॥ ৯ ॥
সাধ্যানাং হৃদয়ে জাতো বৃক্ষো হরিতচন্দনঃ । এবং জাতেষু সর্কেষু তেন তত্র রতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
তত্র রম্যে শুভে কালে যা শুক্লেকাদশী ভবেৎ । তস্যাং সম্পূজ্যৈর্দ্বিধুং তেনাথগোহয়মুর্জ্জতে ॥ ১১ ॥
পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্কাপি গন্ধবর্ণরসান্বিতৈঃ । ঔষধীভিঃ চ মুখ্যাভির্ধাবৎ স্যাচ্ছরদাগমঃ ॥ ১২ ॥
স্বতন্ত্রিলা ত্রীহিযবা হিরণ্যং কনকাদি যৎ । মণিমুক্তাপ্রবালানি বজ্রানি বিবিধানি চ ॥ ১৩ ॥
রসানি স্বাদুকটুগন্ধকষায়লবণানি চ । তিক্তানি চ নিবেদ্যানি তাম্রখণ্ডানি বাণি চ ॥ ১৪ ॥
তৎপূজার্থং প্রদাতব্যং কেশবায মহাত্মনে । যাবৎ সংবৎসরং পূর্ণমখণ্ডং ভবতে গৃহে ॥ ১৫ ॥ কৃতো-
পবাসো দেবর্ষে দ্বিতীয়েহনি সংঘতঃ । স্নানেন যেন স্নাযীত তেনাথগং হি বৎসরং ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধার্থ-
কৈস্তিলৈর্কাপি তেনৈবোদ্বর্তনং স্মৃতং । হবিষা পদ্মনাতস্য স্নানমেবং সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ হোমস্তে-
নৈব গদিতো দানে শক্তির্নিজা দ্বিজ । পূজযেষাথ কুসুমৈঃ পাদাদায়ভ্য কেশবঃ ॥ ১৮ ॥ ধূপয়েদ্বি-

আবির্ভাব হয় । সেইজন্যই সেই কদম্ব দ্বারা তাহার পরম প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥
নারদ ! যক্ষগণের অধিপতি মণিভদ্রেরও করাগ্রে বটবৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয় । সেইজন্য তাহাতে
তাহার নিত্য আসক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ মহেশ্বরের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ধনুর পাদপ
সমুদ্ভূত হয় । সেইজন্য উহাতে তাহার নিত্য অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মার
মধ্যদেহ হইতে মরকতপ্রভ, খদির ও বিশ্বকর্মা ব শরীরমধ্য হইতে সুন্দরকণ্টকী তরু প্রাদুর্ভূত
হয় ॥ ৫ ॥ গিরিনন্দিনীর করতলে কুন্দগুণ্ডা উপন্ন হইয়াছিল । গণপতির কুন্তদেশে সিদ্ধু-
বারক বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ যমের দক্ষিণপার্শ্বে পালাশ ও দক্ষিণোত্তর পার্শ্বে
সকলের ক্ষোভকর ও ভয়ঙ্কর অবিলাপী কৃষ্ণ উম্মুর প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৭ ॥ স্কন্দের করদেশে
বজ্রজীব, রবির হস্তে অশ্বখ, কাত্যায়নীর কবে শমী ও লক্ষ্মীর হস্তে বিম্ববৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মন্ ! নাগগণের প্রভু হইতে শরস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । বাসুকির বিস্তৃত পৃষ্ঠ ও পুচ্ছদেশে
সিত ও অসিত দূর্ক্য জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯ ॥ সাধ্যগণের হৃদয়ে হরিত চন্দন সমুৎপন্ন হইয়াছে ।
এইরূপে তত্ত্বদ্রব্য সকল উদ্ভূত হওয়াতে, তত্ত্বৎ দেবতার রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥
সেই রমণীয় শুভকালে শুক্ল একাদশী অবতরণ করিলে, তাহাতে বিষ্ণুর বিহিতবিধানে পূজা
করিবে । ভাহা হইলে তিনি অখণ্ড ও উর্জ্জিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥ যাবৎ শরদাগম গন্ধ,
বর্ণ ও রসসম্পন্ন পত্র, পুষ্প ও ফল, প্রধান অধান ঔষধি ॥ ১২ ॥ স্বত, তিল, ত্রীহি, যব, হিরণ্য ও
কনকাদি মণি, মুক্তা, প্রবাল, বিবিধ বস্ত্র ॥ ১৩ ॥ স্বাদু কটু অম্ল কষায় লবণ ও তিক্ত রস
ইত্যাদি নিবেদ্য যাবতীয় বস্তু অখণ্ডিত করিয়া ॥ ১৪ ॥ তৎপূজার্থ সেই মহাত্মা কেশবের উদ্দেশে
প্রদান করিবে । এইরূপে যাবৎ সংবৎসর অখণ্ডভাবে পূর্ণ হইলে ॥ ১৫ ॥ হে দেবর্ষে ! উপবাস করিয়া,
দ্বিতীয় দিনে সংঘত হইয়া, যেরূপ স্নানীয় দ্বারা স্নান করিবে, তাহাতেই বৎসর অখণ্ড হইবে ॥ ১৬ ॥
সিদ্ধার্থ ও তিল দ্বারা স্নান ও তাহারই উদ্বর্তন করিবে । হবিঃ দ্বারা হরিকে এইরূপে স্নান
করাইতে হইবে ॥ ১৭ ॥ হে দ্বিজ ! হবিঃ দ্বারাই হোম করিবে । নিজশক্তি অনুসারেই দান
বিহিত হইয়াছে । পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, কেশবকে কুসুম দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৮ ॥

বিধং ধূপং যেন স্যাৎসরং পরং । হিরণ্যব্রতবাসোভিঃ পূজয়েচ্চ জগদ্গুরুং ॥ ১৯ ॥ রাগধাওব-
চোষ্যাণি হবিষ্যাণি নিবেদয়েৎ । ততঃ সংপূজ্য দেবেশং পদ্মনাভং জগদ্গুরুং ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞা-
পয়েন্মুনিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণানেন ব্রহ্মব্রত । নমোহস্ত তে পদ্মনাভ পদ্মাধব মহাত্মাতে ॥ ২১ ॥ ধর্মার্থকাম-
মোক্ষা মে হৃথগুণাঃ সন্ত কেশব । বিকাসিপদ্মপত্রাঙ্কঃ স্বধাথগৌহসি সর্বতঃ ॥ ২২ ॥ তেন সত্যেন
ধর্মাদ্যাস্বখণ্ডাঃ সন্ত কেশব । এবং সংবৎসরং পূর্ণং সোপবাসৌ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥ অথগুণ-
পারয়েদ্ব্রহ্মন্ তং ব্রতং সর্ববস্তু । অস্মিন্শ্চীর্ণে হি ব্যক্তং পরিভূষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৪ ॥ ধর্মার্থ-
কামমোক্ষাদ্যাস্বকরাঃ সন্তবন্তি হি । এতানি তে ময়োক্তানি ব্রতান্যুক্তানি কামিভিঃ ॥ ২৫ ॥
প্রবক্ষ্যাম্যধুনা হেতুদৈক্ষবং পঞ্জরং শুভং । নমো নমস্তে দেবেশ চক্রং গৃহ্য সুদর্শনং ॥ ২৬ ॥ প্রীচ্যাং
রক্ষস মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ । গদাং কৌমুদকীং গৃহ্য পদ্মনাভামিতত্মাতে ॥ ২৭ ॥ যাম্যাং
রক্ষস মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ । পদ্মাদায় সগদং নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ২৮ ॥ প্রতীচ্যাং
রক্ষ মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ । মুসলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং ॥ ২৯ ॥ উত্তরচ্যাং
জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ । শার্ঙ্গমাদায় চ ধনুঃশ্রং নারায়ণং হরে ॥ ৩০ ॥ নমস্তে রক্ষ
রক্ষোয় ঈশান্যং শরণং গতঃ । পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খমনুবোধ্য চ পঙ্কজং ॥ ৩১ ॥ অগ্ৰহ রক্ষ মাং
বিক্ষো আগ্নেয়্যাং যজ্ঞস্বকর । বর্ষ সূর্য্যশতং গৃহ্য খড়্গং চর্ম্মসমেত খড়্গং ॥ ৩২ ॥ নৈঋত্য্যাং মাং চ
রক্ষস দিব্যমূর্ত্তে নৃকেশরিন্ । বৈজয়ন্তীং অগ্ৰহ হং শ্রীবৎসং কণ্ঠভূষণং ॥ ৩৩ ॥ বায়ব্যাং রক্ষ মাং

বিবিধ ধূপে ধূপিঃ করিষ্য, হিরণ্য, রত্ন ও বস্ত্র প্রদানসহকারে জগদ্গুরু জনার্দ্রনের পূজা করিতে
হইবে ॥ ১৯ ॥ বাগ খাওব চোষা ও হবিষ্য নিবেদন করিবে । অনন্তর জগদ্গুরু দেবেশ
পদ্মনাভের পূজা করিষ্য ॥ ২০ ॥ হে ব্রহ্মব্রত ! হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বক্ষ্যাম্যে মন্ত্রে বিজ্ঞাপন
করিবে, হে পদ্মনাভ ! হে পদ্মাধব ! হে মহাত্মাতে ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ হে কেশব !
হে বিকসিতপদ্মপলাশলোচন ! তুমি সর্বতোভাবে অখণ্ডরূপ ॥ ২২ ॥ সেই সত্যবলে, হে কেশব !
আমার ধর্মাদিও অখণ্ড হউক । এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ॥ ২৩ ॥
সকল বস্তুরে সেই ব্রত অখণ্ডরূপে পারিত করিবে । ইহার অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত দেবতাই
অকপটে পরিভূষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদিও অক্ষয় হয় । কামিগণের
কথিত এই সকল ব্রত তোমার নিকট কহিলাম ॥ ২৫ ॥

অধুনা পরমপবিত্র বৈষ্ণবপঞ্জর কীর্তন করিব । হে দেবেশ ! তোমারে নমস্কার, নমস্কার ।
সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিষ্য ॥ ২৬ ॥ আমাকে প্রীচী দিকে রক্ষা কর । হে বিক্ষো ! আমি
তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম । হে পদ্মনাভ ! হে অমিতত্মাতে ! কৌমুদকী গদা গ্রহণ
করিষ্য ॥ ২৭ ॥ যাম্য দিকে আমাকে রক্ষা কর । হে বিক্ষো ! আমি তোমার শরণ গ্রহণ
করিলাম । হে পুরুষোত্তম ! তোমারে নমস্কার । গদার সহিত পদ্ম গ্রহণ করিষ্য ॥ ২৮ ॥
প্রতীচী দিকে আমাকে রক্ষা কর । হে বিক্ষো ! আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ।
হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! সুশাণিত মুসল গ্রহণ করিষ্য ॥ ২৯ ॥ উত্তর দিকে রক্ষা কর । হে জগন্নাথ !
আমি তোমার শরণাগত । হে হরে ! শার্ঙ্গধনু ও নারায়ণ অস্ত্র গ্রহণ করিষ্য ॥ ৩০ ॥
ঈশান দিকে আমাকে রক্ষা কর । হে রক্ষোয় ! তোমাকে নমস্কার । আমি তোমার শরণাগত ।
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ ও পদ্ম অনুবোধিত ॥ ৩১ ॥ ও গ্রহণ করিষ্য, হে বিক্ষো ! হে যজ্ঞস্বকর ।
আগ্নেয়ী দিকে আমাকে রক্ষা কর । সূর্য্যশতসমপ্রভ বর্ষ ও চর্ম্মসমেত খড়্গ গ্রহণ করিষ্য ॥ ৩২ ॥
হে দিব্যমূর্ত্তে ! হে নৃকেশরিন্ ! আমাকে নৈঋতদিকে রক্ষা কর । বৈজয়ন্তী ও কণ্ঠভূষণ
শ্রীবৎস গ্রহণ করিষ্য ॥ ৩৩ ॥ বায়বী দিকে আমাকে রক্ষা কর । হে অশ্বশীর্ষ ! হে দেব !

দেব অশ্বশীর্ষ নমোস্ত তে । বৈনতেয়ং সমাক্রুত্ব অন্তরিক্ষে জনার্দন ॥ ৩৪ ॥ মাং ত্বং রক্ষাজিত
সদা নমস্তে অপরাজিত । বিশালাক্ষং সমাক্রুত্ব রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে ॥ ৩৫ ॥ অকূপার নমস্তভাং
মহামীন নমোস্ত তে । করশীর্ষাভিসু সর্কেষু তথাষ্টবাহুপঞ্জরং ॥ ৩৬ ॥ কৃতা রক্ষ মাং দেব
নমস্তে পুরুষোত্তম । এতদুক্তং ভগবতা বৈষ্ণবং পঞ্জরং মহৎ ॥ ৩৭ ॥ পুরা রক্ষার্থমীশেন কাত্যা-
য়নী দ্বিজোত্তম । নাশধামাস সা যত্র দানবঃ মহিষাসুরং । নমরঃ রক্তবীজঞ্চ তথাত্মান্ অসুর-
কণ্টকান্ ॥ ৩৮ ॥

নারদ উবাচ । কশ্যাসৌ মহিষো নাম রক্তবীজাদয়শ্চ কে । কাসৌ কাত্যায়নী নাম যা জয়ে
মহিষাসুরং ॥ ৩৯ ॥ নমরঃ রক্তবীজঞ্চ তথাত্মান্ অসুরকণ্টকান্ । কশ্যাসৌ মহিষো নাম কাস্তে
জাতিশ্চ কশ্য সঃ ॥ ৪০ ॥ কশ্যাসৌ রক্তবীজাখ্যো নমরঃ কশ্য চান্নজঃ । এতদ্বিস্তরতস্তাত যথা-
বর্ণনুমহীসি ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রুত্বাং সংপ্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশিনীং । সর্বদা বরদা দুর্গা যেহং
কাত্যায়নী যুনে ॥ ৪২ ॥ পুরাসুরবরো রৌদ্রো জগৎকোভকরাবুভৌ । রক্তশৈব করন্তশ্চ দ্বা-
বাস্তাং স্মমহাবলৌ ॥ ৪৩ ॥ তাবপুত্রৌ চ দেবর্ষে পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ । বহুবর্ষগণানৈকতো
স্থিতৌ পঞ্চনদে জলে ॥ ৪৪ ॥ তত্রৈকো জলমধ্যস্থো দ্বিতীয়োহপ্যগ্নিপঞ্চমঃ । করন্তশ্চৈব রক্তশ্চ
যক্ষং মালবটং প্রাতি ॥ ৪৫ ॥ একং নিমগ্নং সলিলে গ্রাহকূপেণ বাসবঃ । চরণাভ্যাং সমাদায় নি-
জধান যথেষ্টয়া ॥ ৪৬ ॥ ততো ভ্রাতরিন নষ্টে চ রক্তঃ কোপপরিপ্লুতঃ । বহ্নৌ সশীর্ষং সংচ্ছদ্য
হোতুমৈচ্ছন্নহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ প্রগৃহ্য কেশেযু খড়্গঞ্চ রবিসঞ্চিতঃ । হেতুকামো নিজং শীঘ্রং

তোমাং নমস্কার । হে জনার্দন ! অন্তরীক্ষে গরুড়ের উপরি আরোহণ করিয়া ॥ ৩৪ ॥ আমাং
সর্বদা রক্ষা কর । হে অজিত ! হে অপরাজিত ! তোমাং নমস্কার । বিশালাক্ষে আরোহণ
করিয়া আমাং রসাতলে রক্ষা কর ॥ ৩৫ ॥ হে অকূপার ! তোমাং নমস্কার । হে মহামীন !
তোমাং নমস্কার । অষ্ট-বাহু-পঞ্জর বিধান করিয়া, কর, শীর্ষ ও পদ সমুদায়ে আমাং রক্ষা কর ।
হে দেব ! হে পুরুষোত্তম ! তোমাং নমস্কার । স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব পূর্বে রক্ষণার্থ কাত্যা-
য়নীকে এই মণ্ডপে বসপঞ্জর বলিয়াছিলেন । হে দ্বিজোত্তম ! তাহাতে সেই কাত্যায়নী মহিষা-
সুরকে বিনাশ এবং নমর, রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরকণ্টক সকলেরও সংহার করেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

নারদ কহিলেন, সেই মহিষাসুর কে ? নমর ও রক্তবীজাদি সেই অসুর সকলই বা কে ?
যিনি মহিষাসুরকে বধ করেন, এবং নমর, রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরকণ্টকের সংহার করেন,
সেই কাত্যায়নীই বা কে ? সেই মহিষাসুর কোথায় ছিল, কাহারই বা ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিল ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ সেই রক্তবীজই কে, ও কাহার আত্মজ ? এই সমস্ত বিস্তারক্রমে যথাবৎ
বর্ণন করুন ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই পাপপ্রণাশিনী কথা কীর্তন করিব । যিনি
কাত্যায়নী, তিনিই সর্বদা ও বরদা দুর্গা ॥ ৪২ ॥ পূর্বকালে রক্ত ও করন্তনামে দুই দৈত্য ছিল ।
তাহারা উভয়েই অতিমাত্র মহাবল, উভয়েই জগৎকোভকর এবং উভয়েই রৌদ্রপ্রকৃতি ॥ ৪৩ ॥
হে দেবর্ষে ! তাহাদের মধ্যে কাহারই পুত্র হয় নাই । এইজন্য উভয়েই পঞ্চনদসলিলে অব-
গাহন করিয়া, পুত্রার্থ বহুবর্ষগণ তপশ্চরণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে একজন জলে থাকিয়া এবং
আর এক জন পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থ হইয়া, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল । উভয়েই মালবট যক্ষের প্রতি
চিত্ত সমাধান করিল ॥ ৪৫ ॥ দেবরাজ গ্রাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, সলিলে নিমগ্ন এক জনের
পদদ্বয় ধারণপূর্বক যথেষ্ট নিপাতিত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে, মহাবল রক্ত কোপে
পরিপ্লুত হইয়া, স্বকীয় শির ছেদন করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দানার্থ উদ্যত হইল ॥ ৪৭ ॥ এবং

বহ্নিনা প্রতিবেদিতঃ ॥ ৪৮ ॥ উক্শচ মা দৈত্যাঃ নাশয়ান্নানমাননা । তন্তরা পরাধাপি স্ববধা-
 প্যাত্তুস্তরা ॥ ৪৯ ॥ যচ্চ প্রার্থয়সে বীর তদদামি যথোপিতং । মা স্মিরস মুহুস্তোহ নহৌ ভবতি
 বৈ কথা ॥ ৫০ ॥ ততোব্রতীদ্রো রন্তো বরকেনো দদাসি হি । ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্ত যো ভুতৈ-
 জসাদিকঃ ॥ ৫১ ॥ স্বেযো দৈবতৈঃ সর্গৈঃ যুধি দৈতৈশ্চ পাবক । মহাবলো বায়ুবব ক মরুপো
 কৃতান্তবিৎ ॥ ৫২ ॥ তং গোবাচ কবিব্রহ্মন্ বাচমেবঃ ভবিষ্যতি । যন্তাক্রিতং সমালম্ব্য করিষ্যতি
 ত'তাহম্ববঃ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যেবমুক্তো দেবেন বহ্নিনা দানবো যযৌ দ্রষ্টুং মালবটং যক্ষং যৈকশ্চ
 পরিবারিতং ॥ ৫৪ ॥ তেষাং পদানিধিস্তত্র বসতে নাত্তচেতনঃ । গজাশ্চ মহিষাশ্চ শা গাবোজ্জাবি-
 পরিপ্লুতাঃ ॥ ৫৫ ॥ তান্ দৃষ্টেব তদা চক্রে ভাবং দানবপার্শ্বিণঃ । মহিষাঃ ভাবনুজায়াং ত্রিহা-
 যণ্যাং তপোধন ॥ ৫৬ ॥ সা সমাগচ্চ দৈত্যোজ্জ্বলং কাময়ন্তী তরস্বিনী । স চাপি গমনং চক্রে ভবি-
 তব্যপ্রণোদিতঃ ॥ ৫৭ ॥ তনাং সমভবদার্ডস্তাং প্রগৃহ্য দানবঃ । পাতালং প্রবিবেশাপ ততঃ
 স্বভবনং গতঃ ॥ ৫৮ ॥ পৃষ্টশ্চ দানবৈঃ সর্গৈঃ পরিতাক্ষশ্চ বকুভিঃ । অকার্য্যকারী ইত্যেবং
 ভূয়ো মালবটং গতঃ ॥ ৫৯ ॥ সাপি তেনৈব পতিনা মহিষী চাক্রদর্শনা । সমং জগাম তৎপুণ্যং
 যক্ষমণ্ডলমুত্তমং ॥ ৬০ ॥ ততস্তৎ বনতন্ত্রনা শ্রামা দাবুবনে মূনে । অজীজনৎ স্মৃতাং গুহ্রং মহিষং
 কামকপিণং ॥ ৬১ ॥ এতান্নতুমতীং জাতাং মহিষোহন্তো দদর্শ তং । সা দাতাগাদৈতাবরং রক্ষন্তী
 শীলমান্ননঃ ॥ ৬২ ॥ তমুন্মাদিতনানক মহিষং বীক্ষ্য দানবঃ । খজাং নিষ্কষ্য তুরসা মহিষন্তমুপা-

স্বধামপ্রভ খজা গ্রহণ করিয়া, নিম্নমস্তকচ্ছেদনে অভিলাষী হইলে, অগ্নি প্রতিবেদন করিয়া ॥ ৪৮ ॥

বলিতে লাগিলেন, যে দৈত্যশ্রেষ্ঠ । আপনি আপনাকে বধ করিও না । অপরে হত্যা করিলে, তাহা যেমন দুঃখের কথা, তদ্ব্যতীত তাহা অপেক্ষাও অধিক দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে বীর ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, আমি তোমার সেই প্রার্থনানুযায়ী প্রদান করিব । অতএব মরিও না । মরিলে, তাহার কন্যাপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

তখন রন্ত কহিল, যদি আমারে বরদান কবিবেন, তাহা হইলে, আমার যেন আপনার অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুল জন্ম গ্রহণ কবে ॥ ৫১ ॥ হে পাবক ! সনুদায় দেবগণ ও দৈত্যগণও যেন তাহারে জয় করিতে না পারে । ঐ পুল যেন মহাবল, বায়ুর আয় কামরূপী ও কৃতান্তবিৎ হয় ॥ ৫২ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! অগ্নি তাহারে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে । যে দ্রীতে তুমি চিত্ত সমালম্বন করিবে, সেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

দেব বহ্নি এইরূপ কহিলে, রন্ত যক্ষগণে পরিবেষ্টিত মালবট যক্ষকে দর্শন করিবার অত্ম গমন করিল ॥ ৫৪ ॥ তথায় তাহাদের পদানিধি অনন্ত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে । তদ্ব্যতীত, গজ, মহিষ, অশ্ব, গো, অজ ও মেঘ এই সকলও তথায় রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥ দানবরাজ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে ভাবযুক্ত ত্রিহাযণী মহিষীতে চিত্ত সমালম্বন করিল ॥ ৫৬ ॥ তখন সেই মহিষী তরস্বিনী ও কামপরায়ণা হইয়া, দৈত্যোজ্জ্বল সমীপে গমন করিল । দৈত্যপতিও ভবিতব্যপ্রণোদিত হইয়া, তাহাষ্টে সঙ্গত হইল ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর মহিষীর গর্ভ হইলে রন্ত তাহারে গ্রহণ করিয়া, পাতালে প্রবেশ ও স্বভবনে গমন করিল ॥ ৫৮ ॥ এবং বান্ধবগণ কুকার্য্যকারী বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, পুনরায় মালবট যক্ষের সমীপে সমাগত হইল ॥ ৫৯ ॥ সেই চাক্রদর্শনা মহিষীও পতির সহিত পরমপবিত্র ও উৎকর্ষশালী উল্লিখিত যক্ষমণ্ডলে গমন করিল ॥ ৬০ ॥ অনন্তর দৈত্য বনমধ্যে বাস করিলে, মহিষী তথায় কামরূপী গুহ্রবর্ণ মহিষপুত্র প্রসব করিল ॥ ৬১ ॥ সেই মহিষী কৃতুমতী অবস্থায় অত্ম মহিষের দর্শনবিষয়ে পতিতা হইলে, আশ্বশীলরক্ষা স্বামির সকাশে সমাগত হইল ॥ ৬২ ॥ রন্ত সেই উন্মিত নাসা

ব্রহ্ম ॥ ৬৩ ॥ তেনাপি দৈত্যাস্ত্রীক্ৰাত্যাং শূদ্রাভ্যাং হৃদি তাড়িতঃ । নির্ভীক্ৰমদয়ো ভূমৌ পপাত
চ মমার চ ॥ ৬৪ ॥ সূতে ভর্তৃরি সা স্ত্রীমা যক্ষ গাং শরণং গতা । রক্ষিতা গুহ্যৈকঃ সার্কং নিবাস
মহিষং ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো নিবারিতো যক্ষৈর্যারিস্মদনাতুরঃ । নিপপাত সরো দিব্যং ততো
দৈত্যোত্তবনমৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ নমরো নাম বিখ্যাতো মহাবলপরাক্রমঃ । যক্ষানাশ্রিত্য তসৌ সা কাল-
জমরতী বনে ॥ ৬৭ ॥ স চ দৈত্যোখরো যক্ষৈর্ম্মালবটপুংসরৈঃ । চিতামারোপিতঃ সা চ
স্রীমা তক্ষাকৃৎ পতিং ॥ ৬৮ ॥ ততোগ্নিমধ্যাহ্নতসৌ পুরুষো রৌদ্রদর্শনঃ । বাস্ত্রবয়ং স তান্ যক্ষান্
খড়্গপাণিভয়ঙ্করঃ ॥ ৬৯ ॥ ততো হতাস্ত মহিষাঃ সৰ্ব্বে এব মহাস্থনা । বিনা সংরক্ষিতারং হি
মহিষং রন্তনন্দনং ॥ ৭০ ॥ স নামঃ সূতো দৈত্যো রক্তবীজো মহামুনে । যোহিজয়ং সৰ্ব্বতো
দেবান্ সেল্লক্ৰত্মাকৃতান্ ॥ ৭১ ॥ এবংপ্রভাবো দম্বপুঙ্গবোহসৌ তেজোদিকন্তু বভৌ হয়ারিঃ ।
রাজ্যোহভিষিক্তশ্চ মহাসুরৈল্লক্কিনির্জিতৈঃ শম্বরতারকাদৈঃ ॥ ৭২ ॥ অশকু বন্তিঃ সহিতৈশ্চ
দেবৈঃ সলোকপাটৈঃ সততশ্চান্দ্রৈঃ । স্থানানি মুক্তানি শশীলভান্দ্রৈরন্তমশ্চ দূরে প্রতি-
যোজিতঞ্চ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরোৎপত্তি নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততস্ত দেবা মহিষেণ নির্জিতাঃ স্থানানি সমুজ্জ্বলসবাহনবুধাঃ । জগতঃ
পুরস্কৃত্য পিতামহং তে দ্রষ্টুং গদাচক্রধরং শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ১ ॥ গদাধিপশ্চংশ মিথঃ সুরোত্তমৌ

সম্পন্ন মহিষকে দর্শন করিয়া, খড়্গানিকর্ষণপূর্ব্বক সবেগে তাহার সম্মুখে গমন করিল ॥ ৬৩ ॥
তখন মহিষ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা তদীয় হৃদয় আক্ৰান্ত করিল । তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইলে,
দৈত্য ভূমিতে পড়িল, আর মরিয়া গেল ॥ ৬৪ ॥ স্বামীর মৃত্যু হইলে, সেই মহিষী যক্ষগণের
শরণাগত হইল । গুহ্যকৈরী ঐ মহিষকে নিবারিত করিয়া, তাহারে রক্ষা করিল ॥ ৬৫ ॥ যক্ষগণ
নিবারণ করিলে, সেই মহিষ মদনাতুর হইয়া, দিব্য সরোবরে নিপতিত হইল । তাহাতে নমর-
নামে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল । এদিকে সেই মহিষী যক্ষগণের
আশ্রয়ে থাকিয়া, অরণ্যমধ্যে কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ৬৬-৬৭ ॥ অনন্তর মালবটপ্রমুখ
যক্ষগণ রন্তকে চিতায় আরোপিত করিলে, সেই মহিষীও স্বামীর সহমৃত্যু হইল ॥ ৬৮ ॥ তখন
অগ্নিমধ্যাহ্নতসৌ পুরুষ উগিত হইয়া, যক্ষদিগকে বিদ্যাবিত করিতে
লাগিল ॥ ৬৯ ॥ সেই মহাত্মা সমুদায় মহিষকেই বিনাশ করিল । কেবল রন্তনন্দন মহিষকে
সংহার করিল না ॥ ৭০ ॥ হে মহামুনে ! তাঁহার নাম রক্তবীজ বলিয়া বিখ্যাত । এই রক্তবীজ
সমুদায় দেবগণ এবং ইন্দ্র, ক্রতু, সূর্য্য ও মরুতগণ সকলকেই জয় করিয়াছিল ॥ ৭১ ॥ এবংবিধ-
প্রভাববিশিষ্ট দম্বপুঙ্গব মহিষ সমধিকতেজঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল । এবং শম্বর ও
তারকাদ্য মহাসুরৈল্লক্কিনির্জিত করিলে, তাহার। তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৭২ ॥
তাহার। লোকপালসহিত দেবগণ এবং ভান্দ্র ও হতাসনের সহিত মিলিত হইয়াও, তাহার।
পরাস্ত করিতে পারিল না । তল্লজ, শশী, ইন্দ্র ও ভান্দ্রর স্বস্থান পবিত্যাগ করিলেন । অন্ধ-
কারও দূরে প্রত্যোজিত হইল ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরোৎপত্তি নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর অমরগণ মহিষকর্তৃক বিনির্জিত হইয়া, সশস্ত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া,
বাহন ও আয়ুধ সহিত, পিতামহকে পুরস্কৃত করত, গদাচক্রধর শ্রীপতির সন্দর্শনার্থ গমন করি-

স্থিতৌ ধগেজ্ঞাসনশকরৌ হি । দৃষ্টৌ প্রণম্যৈব চ সিদ্ধিসাধকৌ ত্বেদং স্তম্ভাহিষারিচেষ্টিতং ॥ ২ ॥
 ঐভোঋষির্ষ্যেন্দ্রনিলাগ্নিবেদসাজ্জলেশশক্রাদিস্মরাধিকারান্ । আক্রম্য নাশান্তু নিরাকৃতা বয়ং কৃত-
 বনিস্থা মহিষাসুরেণ ॥ ৩ ॥ এতদ্ব্যবস্তৌ শরণাগতানাং শ্রদ্ধা বচো ক্রতু হিতং স্মরণাং । ন চেদ্-
 ব্রজ্যমোদ্য রসাতলং হি সংকাল্যমানা যুধি দানবেন ॥ ৪ ॥ ইথং যুরারিঃ সহ শক্রেণ শ্রদ্ধা
 বচো বিপ্লুতচেতসাং হি । দৃষ্টৌ চক্রে সহসৈব কোপং কালাগ্নিকল্পে হরিরব্যাসাত্মা ॥ ৫ ॥ ততো-
 ইকু কোপান্মধুসূদনস্য শশঙ্করস্তাপি পিতামহস্ত । তথৈব শক্রাদিষু দৈবতেষু মহর্ষি তেজো বদ-
 নাধিনিঃসৃতং ॥ ৬ ॥ তচ্চৈকতাং পর্কতকূটসন্নিভং জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে যুনে । কাত্যায়নস্তা-
 ঐতিমেন তেজসা মহর্ষিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ ॥ ৭ ॥ তেনর্ষিস্থষ্টেন চ তেজসাবৃতং জলং প্রকাশার্ক-
 সহস্রতুলাং । তস্মাচ্চ জাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিভুদ্ধদেহা ॥ ৮ ॥ মহেশ্বরাদিত্য-
 মথো বভূব নেত্রত্রয়ং পাবকতেজসা চ । যাম্যেন কেশা হরিতেজসা চ ভূজাস্তথাষ্টাদশ সংজ্ঞ-
 ক্ষিণে ॥ ৯ ॥ সৌম্যেন সূর্যঃ স্তনয়োঃ স্মসংহিতং মধ্যঃ তথৈজ্ঞেয় চ তেজসাভবৎ । উরুজজ্ঞে-
 চ নিতমসংযুতো জাতৌ জলেশস্ত তু তেজসা হি ॥ ১০ ॥ পাদৌ চ লোকপ্রপিতামহস্ত পদ্মা-
 তিকোশপ্রতিমৌ বভূবতুঃ । দিবাকরাণামপি তেজসাস্থলীঃ করাস্থলীর্দাসবতেজসা চ ॥ ১১ ॥
 প্রজাপতীনাং দশনা চ তেজসাখ্যাক্ষেণ নাসাশ্রবণৌ চ মাকৃতাং । সাধ্যেন চ ক্রুশুগলং সূকান্তি-
 মং কন্দর্পবাণাসনসন্নিভং বভৌ ॥ ১২ ॥ তচ্চাপি তেজোভিমুখমং মহন্নাম্ । পৃথিব্যামভবৎ

লেন ॥ ১ ॥ গমন করিয়া দেখিলেন, বিষ্ণু ও শঙ্কর উভয়ে পরস্পর আসীন আছেন । সেই
 সিদ্ধিসাধক সুরোস্তম্ভগুলকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া, তাঁহারা মহিষাসুরের সেই আচেষ্টিত
 তাইাদের গোচরে নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥ করিলেন, মহিষাসুর অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, চন্দ্র,
 অনিল, অনল, বেধা, বরুণ ও ইন্দ্রাদির অধিকার আক্রমণ করিয়া, আমাদের সকলকেই আকাশ
 হইতে নিরাকৃত ও বরাতলে ব্যবস্থিত করিয়াছে ॥ ৩ ॥ এই কারণে আমরা আপনাদের শরণাগত
 হইয়াছি । আমাদের এই নিবেদন আকর্ষণ করিয়া, তাহাতে হিত হয়, তাহা কীর্তন করুন ।
 নতুবা, অদ্য যুদ্ধে মহিষাসুরকর্তৃক সংকাল্যমান হইয়া, আমাদেরকে বরাতলে যাইতে হইবে ॥ ৪ ॥
 অব্যয়াত্মা মুরনিসূদন হরি, শঙ্করের সহিত বিহ্বলচিত্ত দেবগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ ও তাক্সা-
 দিগকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের বশীভূত ও কালাগ্নিসদৃশ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥
 অনন্তর কোপবশে মধুসূদন, শঙ্কর, পিতামহ ও ইন্দ্রাদি অমরগণ সকলেরই বদনমণ্ডল হইতে
 তেজঃ বিনিঃসৃত হইল ॥ ৬ ॥ সেই তেজঃ একত্র মিলিত ও পর্কতকূটসন্নিভ হইয়া, মহর্ষি
 কাত্যায়নের প্রবর আশ্রমপদে গমন করিল । তখন মহর্ষি অপ্রতিম তেজঃ আবিষ্কার করিয়া,
 তদ্বারা সেই তেজকে উপাকৃত করিলেন ॥ ৭ ॥ এইরূপে ঋষির আবিষ্কৃত তেজে আবৃত হও-
 যাতে, ঐ তেজঃ পরমপ্রদীপ্তপ্রভাসম্পন্ন সহস্র সহস্র সূর্য্যের নদৃশ হইয়া উঠিল । তখন তাহা
 হইতে যোগবিভুদ্ধদেহা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ মহেশ্বরের মুখ হইতে
 তাহার মুখ কল্পিত হইল, পাবকের তেজ দ্বারা তাহার নেত্রত্রয় প্রাভূত হইল ; যমের তেজে
 তাহার কেশকলাপ সম্ভাবিত হইল ; হরির তেজে তাহার অষ্টাদশ ভুজ সমুদ্ভূত হইল ॥ ৯ ॥
 সৌমের তেজে তাহার স্মসংহত স্তনযুগ্ম আবিভূত হইল ; ইন্দ্রের তেজে তাহার মধ্যদেশ সমুদ্ভাবিত
 হইল ; বরুণের তেজে তাহার পীবর উরু, জজ্ঞা ও নিতমস আবিষ্কৃত হইল ॥ ১০ ॥ লোকপ্রপিতা-
 মহ ব্রহ্মার তেজে উহার পদ্মকোষপ্রতিম পদযুগল সমুদ্ভূত হইল ; দিবাকরের তেজে উহার
 অস্থলী ও বাসবের তেজে তাহার করাস্থলী প্রাভূত হইল ॥ ১১ ॥ প্রজাপতিগণের তেজে
 উহার দশনপংক্তি, যজ্ঞের তেজে উহার নাসিকা, মাকৃতের তেজে উহার শ্রবণযুগল সাধ্যগণের
 তেজে উহার সূকান্তিসম্পন্ন ও কন্দর্পের শরাসনসন্নিভ ক্রুশুগ্ম আবিষ্কৃত হইল ॥ ১২ ॥ সেই উৎকৃষ্ট

প্রসিদ্ধা । কাত্যায়নীং হোম তদা বর্তো সা নারাদ চ তেনৈব অগ্ন্যগ্নিসিদ্ধা ॥ ১৩ ॥ বরদ ত্রিশূলং
বরদ ত্রিশূলী চক্রং মুরারিক্ষকণশ্চ শঙ্খঃ । শক্তিঃ হুতাশঃ খননশ্চ চাপঃ তুণঃ তপাকব্যাশরৌ
বিবদ্বান্ ॥ ১৪ ॥ বজ্রং তথেষ্ট্রঃ সহ ঘণ্টয়া চ যমোথ দণ্ডঃ খনদৌ গদাঞ্চ । ব্রহ্মাকমালং স্কম-
ওলুঞ্চ কালোসিমুদ্রঃ সহ চন্দ্রণা চ ॥ ১৫ ॥ হারঞ্চ সৈমং সহ চামরেন মালং সমুজ্জো হিমবান্
মৃগেন্দ্রঃ । চূড়ামণিঃ কুণ্ডলঃ ধ্বজঃ প্রাচীন্ কুঠারঃ সুরশিরস্কর্তা ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্করাজো রজতামূলিপ্তঃ
পানস্ত পূর্ণং সদৃশঞ্চ ভাজনম্ । ভুজগহারং ভুজগেশ্বরোহপি অগ্নানপুষ্পামৃতবঃ স্রজক ॥ ১৭ ॥ তদাতি-
ভুটানুরসস্তমা সা ভট্ট উহাসং মুমুচে ত্রিনেত্রা । তাস্তষ্টবুর্দেববরাঃ সহৈষ্ট্রাঃ সবিষ্ণুর্কৃত্যে-
নিনাগ্নিভাস্করাঃ ॥ ১৮ ॥ নামাস্ত দৈতৈব্য সুরপুত্রৈর্ভারৈর্বা স'স্থতা যোগবিন্দুদেহা । নিস্ত্রী-
বরূপেণ মহীং বিততা তস্যা ত্রপা ক্ষুদ্রযদা চ কান্তিঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধা স্মৃতিঃ পুষ্টিরুধো ক্ষমা চ ছায়া চ
শক্তিঃ কমলালযা চ । মেধা স্মৃতিঃ কান্তিরথেষ্ট্র মার্যা নমোস্ত দৈতৈব্য ভবিতব্যতাট্যৈ ॥ ২০ ॥ ততঃ
স্ততা দেববরৈর্মৃগেন্দ্রমাক্ষিক দেবী প্রগতা বনাঢ্যম্ । বিদ্যাং মহাপর্কতমুচ্চশৃঙ্গকায়ং নিম্নতরঙ্গ-
গন্ত্যঃ ॥ ২১ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থমজিৎ ভগবানগন্ত্যস্তং নিম্নশৃঙ্গং কৃতবান্নহর্ষিঃ । কট্যে কৃতে কেন চ
কারণেন এতদদদ মলসম্ববুতে ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পুরা হি বিদ্ব্যান দিবাকরস্ত গতির্নিকন্ধা গগনেচরস্ত । রবিস্ততঃ কুন্তভবং
সমেত্য হোমাবসানে বচনং বভাষে ॥ ২৩ ॥ সমাগতোহং দ্বিধ দরতত্রাকুরূপ বিদ্বোকরণং মুনীন্দ্র ।

ও বিপুল তেজোরামি পৃথিবীতে কাত্যায়নী নামে গনিক্লিভ করিল । এইরূপে কাত্যায়নী
স্বনামে অগ্ন্যগ্নিসিদ্ধা হইয়া, নিরতিশয় বিবাহমান । হইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ বরদ ত্রিশূলী
তাহারে ত্রিশূল, চক্রী চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশ শক্তি, বায়ু ধনু ও তুণ, বিবদ্বান্ অক্ষয় শরযুগল ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্র ঘণ্টাসহিত বজ্র, যম দণ্ড, কুবের গদা, ব্রহ্মা অক্ষমাল । ও কমওলু, কাল উগ্র অসি ও
চন্দ্র ॥ ১৫ ॥ চন্দ্র হার ও চামর, সমুদ্র মাল্য, হিমালয় মৃগেন্দ্র, বিশ্বকর্মা চূড়ামণি, কুণ্ডল, অর্জুচক্র
ও কুঠার ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্করাজ রজতামূলিপ্ত ও পানপূর্ণ সদৃশ ভাজন, ভুজগপতি ভুজগহাব ও
ঋতুগণ তাঁহারে অগ্নানকুমুদশালিনী মাল্য প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন সেই স্তবসস্তমা
ত্রিনয়না কাত্যায়নী অতিমাত্র তুষ্টা হইয়া, অট্টাট্টহাস্য মোচন করিলে, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, চন্দ্র, অনিল,
অনল ও ভাস্কর সহিত প্রধান প্রধান অমরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ সুরগণের
আরাধিতা দেবীকে নমস্কার । যোগবলে বিদ্বাক্ষরীবধারিণী যে দেবী নিদাকপে, তপাকপে,
ত্রপাকপে, ক্ষুধাকপে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন, যিনি তথ সমুদ্ভাবন করেন,
যিনি কান্তিস্বরূপ ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধাস্বরূপ ও স্মৃতিস্বরূপ ; যিনি পুষ্টিস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ ও ছায়াস্বরূপ ;
যিনি শক্তিস্বরূপ ও সয়ঃ লক্ষ্মীস্বরূপ ; যিনি মেধাস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও ভবিতব্যতাস্বরূপ, সেই
দেবীকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ প্রধান প্রধান দেববর্গ এইরূপে স্তব করিলে, দেবী কাত্যায়নী সিংহে
আরোহণ করিয়া, কাননসমূহে সমাচ্ছন্ন অত্যাচন্দ্রম্পন্ন বিদ্যানামক মহাপর্কতে গমন করিলেন ।
অগন্ত্য ঐ পর্কতকে নিম্নতব করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, মহর্ষি অগন্ত্য কিজন্ত বিদ্যাকে নিম্নশৃঙ্গ করিয়াছেন ? কি কারণে কাহার
জন্ত সেই ভগবান্ ঐরূপ করেন, হে অমলসম্ববুতে ! আমার নিম্নট তাঁহা কীর্তন করুন ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্বকালে বিদ্যা গগনচারী ভাস্করের গতি নিরোধ করিয়াছিল । তখন
ঐভাস্কর হোমাবসানে মর্ষি অগন্ত্যর সন্নিহিত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥
হে দ্বিধ ! আমি অতি দূর হইতে আপনার সকাশে আসিয়াছি । হে মুনি । আপনাকে

দদম্ দানং মম যশসীষিতঞ্চরামি যেন ত্রিদিবেষু নিবৃত্তঃ ॥২৪॥ ইতং দিবাকরবচো গুণসংপ্রয়োগি-
 শ্রদ্ধা তদা কলশো বচনং বভাবে । দানং দদামি কব যশসনসত্ত্বভীষ্টার্থী প্রযাতি বিমুখো মম
 কশ্চিদেব ॥ ২৫ ॥ শ্রদ্ধা বচোঃসমুতময়ঃ কলশোত্তবস্ত প্রাহ প্রভুঃ করতলং বিনিধায় মুৰ্দ্ধি । একো-
 দ্য মে গিরিবরঃ প্রকৃণক্তি মার্গং বিক্যাস্ত নিম্নকরণে ভগবন্ যতম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি রবিবচনাদথাহ
 কুন্তজন্ম। কৃতমিতি বিদ্ধি ময়া হি নীচশৃঙ্গঃ । তব কিরণজিতো ভবিষ্যতি মহীধো মম চরণসমাপ্তি-
 তস্ত কা বাথা তে ॥২৭॥ ইত্যেবমুক্ত্বা কলশোত্তবস্ত সূর্য্যং হি সংস্তুয় বিনম্রভক্ত্য । অগাম সন্ত্যজ্য
 হি দণ্ডকস্থ বিক্যাচনং বুদ্ধবপুর্ষমর্ষিঃ ॥ ২৮ ॥ গতা বচঃ প্রাহ মুনির্ষহীধঃ যাম্যো মহাতীর্থবরঃ
 স্পৃশ্যং । বুদ্ধোহস্ম্যাংকৃষ্ণ তবাধিরোচুস্তস্য স্তব শ্রীচতঃপ্রাস্ত সদাঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যেবমুক্তো মুনি-
 সত্তমেন স নীচশৃঙ্গভবন্যহীধঃ । সমাক্রমশ্চাপি মহর্ষিমুখঃ প্রে লজ্জয়া বিক্যাস্তিদমাহ শৈলং ॥৩০॥
 যাবন্ন ভূয়ো নিজমাত্রজামি মহাশ্রমং ধৌতবপুঃ স্মতীর্থীৎ । ত্বা ন তাবত্ত্বিহ বর্দ্ধিতব্যং ন চেদ্বিশস্তে-
 হমবজ্জয়া তে ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবাজগাম দিশং স যাম্যং সহসান্তরিকম্ । আক্রম্য তহৌ
 সহিতান্তদোশাং কালে ব্রজামাত্র যদা মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩২ ॥ তত্রাশ্রমং রম্যতরং হি কৃতা সংকল্পজাহ্ন-
 নদতোরণাস্তং । তত্রাথ নিষ্কিপ্য বিদর্ভপুত্রীং সমাশ্রমং সৌম্যমুপাজগাম ॥ ৩৩ ॥ ঋতাবৃত্তৌ
 পর্ষকার্যেযু নিত্যং তমংবরে ত্রাশ্রমমাবসৎ সঃ । শেষং হি কালং স হি দণ্ডকস্থপশ্চচারামিত-

বিশ্বের উদ্ধার করিতে হইবে। আমি যাহা মানস করিয়াছি, তাহা প্রদান করুন। তাহা
 হইলে, নিবৃত্ত হইয়া, ত্রিদিবে বিচরণ করিতে পারিব ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য দিবাকরের এইরূপ গুণযোগসঙ্গত বচন আকর্ষণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন,
 তোমার অন্তরের অভীষ্ট দান প্রদান করিব। কোন অর্থীই আমার নিকট কখন বিমুখ হইয়া
 গমন করে না ॥ ২৫ ॥

প্রভু দিবাকর কলসযোনির এইরূপ সমুতময় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, করতলে মস্তক
 নিধানপূর্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সম্প্রতি গিবিবব বিক্য মদীয় মার্গরোধ করিতেছে।
 অতএব হে ভগবন্ ! ত হার নিম্নকরণে যত্ববান্ হও ॥ ২৬ ॥

কুন্তজন্ম। অগস্ত্য ৩বির এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি বিক্যের শৃঙ্গ খস্বীকৃত করিয়াছি,
 তুমি এইরূপ জ্ঞান কর : বিক্য তোমার কি গুণে পরাজিত হইবে। তুমি যখন আমার চরণে
 সমাপ্তিত হইছ, তখন তোমার বাথা কি ॥ ২৭ ॥ কুন্তযোনি এইরূপ কহিয়া, বিনম্র ভক্তি-
 সহকারে সূর্য্যের সম্যক রূপ স্তব ও দণ্ডককানন ত্যাগ কহিয়া, বর্দ্ধিতদেহ বিক্যাচলে গমন করি-
 লেন ॥ ২৮ ॥ গমন করিয়া, তাহারে কহিলেন, দক্ষিণ দিকে পরমপবিত্র মহাতীর্থ সকলের
 মধ্যে প্রধান তীর্থ আছে। আমি বুদ্ধ ও তজ্জন্ম তোমাতে আরোহণ কবিতে অশক্ত হইয়াছি।
 অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তে নীচতর হও ॥ ২৯ ॥

মুনিসত্তম অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, বিক্য আপনার শৃঙ্গ খস্বীকৃত করিল। তখন মহর্ষিমুখ্য
 অগস্ত্য তাহাতে আরোহণ ও তাহারে লজ্জন করিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ আমি সেই
 পবিত্র তীর্থ হইতে ধৌতদেহ হইয়া, যাবৎ স্বকীয় মহাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন না করিতেছি, তাবৎ
 তুমি আর বর্দ্ধিত হইও না। আমার কথায় অবজ্ঞা করিলে, তোমাতে বিনাশ করিব ॥ ৩১ ॥
 ভগবান্ অগস্ত্য এই বলিয়াই, দক্ষিণদিকে তৎক্ষণাৎ অন্তরিক্ষে গমন করিলেন। কালসহকারে
 মহর্ষির আগমনপ্রত্যাশায় বিক্য সেই দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিল ॥৩২॥
 এদিকে, মহর্ষি আকাশে বিশুদ্ধস্বর্ণ তোরণাস্ত রমণীয় আশ্রম নির্মাণ ও তাহাতে বিদর্ভপুত্রীকে
 নিক্ষেপ করিয়া, আপনার মনোহর আশ্রমপদে উপাগত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ঋতুপৰ্য্যয়ে পর্ষকার্য
 সময়ে নিত্য সেই অন্বরস্ব আশ্রমে গমন করিয়া, বাস করেন। অবশিষ্ট সময়ে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি

কান্তিমান্বনিঃ ॥ ৩৪ ॥ বিক্ষোপি-দৃষ্টে গগনে মহাশ্রমং বৃদ্ধিং ন বাত্যেব ভয়ান্নহর্ষেঃ । নাসৌ
নিবৃন্তেতি মতিং বিধায় স সংস্থিতো নীচতরাশ্রুতঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্যোর্দ্ধিশ্চৈ মুনিসংসৃতঃ সা হুর্গা
স্থিতা দানবনাশনার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ দেবাস্চ সিদ্ধাস্চ মহোরগাস্চ বিদ্যাধরা ভূতগণাস্চ সর্বে । সর্বা-
ঙ্গরোভিঃ প্রতিরাময়ন্তঃ কাত্যায়নং তস্মুরপেতশোকাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ ততস্ত তাত তত্র তদা বসন্তীং কাত্যায়নীং শৈলবরসা শৃঙ্গে । অপকৃত্যং
দানবসন্তমৌ ধৌ চণ্ডশ্চ মুণ্ডশ্চ তপস্বিনীং ভূশম্ ॥ ১ ॥ দৃষ্টে ব শৈলাদবতৌর্ধ্য শীল্যমাদ্রগুঃ
স্বং ভবনং সুরারী । দৃষ্টে চতুস্তৌ মহিষাসুরস্য দূতাবিদং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বিতিশম্ ॥ ২ ॥ অস্মে ভবান্
কিঞ্চসুরেন্দ্রে সাংপ্রতমাগচ্ছ পশ্চাম চ তত্র বিদ্যাম্ । তত্রাস্তি দেবী স্মমহানুভাবা কণ্ঠা সুরূপা
সুরসুন্দরীগণং ॥ ৩ ॥ জিতস্তুরা তোরধরোহলকৈর্হি জিতঃ শশাঙ্কো বদনেন তস্যা । নেত্রৈজ্জিভি-
জীণি হতাশনানি জিতানি কঠেন জিতস্ত শঙ্খঃ ॥ ৪ ॥ স্তনৌ স্রবুভাবথ নিরুচুর্কৌ স্থিতৌ
বিজিতৌব গজসা কুণ্ডৌ । ঘাঃ সর্ষজেতারমিতি প্রতর্কা কুচৌ সুরৈণৈব কুতো সূহর্গৌ ॥ ৫ ॥
পীনাঃ শশঙ্কাঃ পরিষোপমাশ্চ ভূজাস্থথাষ্টাদশ ভাস্তি তস্যাঃ । পরাক্রমং বৈ ভবতো বিদিত্বা কামেন
যজ্ঞা ইব তে কৃতাস্ত ॥ ৬ ॥ মধ্যাঞ্চ তস্যাজ্জিবলীতরঙ্গং বিভাতি দৈত্যোজ্জ সুরোমরাজি । ভয়াভ-

করিয়া, তপশ্চরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে বিদ্যা সেই গগনস্থ আশ্রম অবলোকন করিয়া
তদীয় ভয়ে আর বর্জিত হইতে পারিল না । এবং মহর্ষি আর প্রত্যাগত হইবেন না, মনে করিয়া,
আপনার অগ্রশৃঙ্গ অতিমাত্র নতভাবে পন্ন করত, অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ হে মহর্ষে !
এইরূপে অমিতকান্তিমান্ অগস্ত্যা মহাচলেচ্ছ বিদ্যাকে নীচশৃঙ্গ করিয়াছিলেন । সেই কাত্যায়নী
হুর্গা দানবদলদলনর্থ তাহারই অগ্রশৃঙ্গে অধিষ্ঠিতা হইলেন । মুনিগণ তাহার স্তব করিতে লাগি-
লেন ॥ ৩৬ ॥ দেবগণ, সিদ্ধগণ, মহোরগগণ, বিদ্যাধরগণ ও ভূতগণ সকলে অঙ্গরোগণের সহিত
সংমিলিত হইয়া, মহর্ষি কাত্যায়নের প্রতিরামণ সহকায়ে শাক পরিহাব করিয়া বাস করিতে
লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দেবী কাত্যায়নী হুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বিদ্যাগিবির শৃঙ্গদেশ আশ্রয়পূর্বক
অবস্থিতি করিলে, চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই দৈত্যপ্রধান তাহারে অবলোকন করিল । অবলোকন
করিয়া, আশু তথা হইতে অবতরণপূর্বক সম্ভবনে সমাগত হইল ॥ ১ ॥ তাহার উভয়ে মহিষাসুরের
দূত । তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ হে অসুরেন্দ্রে ! আপনি কি
অধুনা সস্থ আছেন ? আসুন, বিদ্যাচল দর্শন করিবেন । তথায় সুরসুন্দরীগণের সুরূপা কণ্ঠা
স্মমহানুভাবা দেবী বাস করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ঐ তদ্বী কেশপাশ দ্বারা মেঘাবলী, বদন দ্বারা চন্দ্র,
নেত্রদ্বয় দ্বারা হতাশনদ্বয় ও কণ্ঠ দ্বারা শঙ্খ পরাভূত করিয়াছে ॥ ৪ ॥ তাহার স্তনযুগল স্রবুভাও
নতচুর্ককে সমলঙ্কৃত । এবং হস্তীকুণ্ডকে জয় করিয়া, বিরাজ করিতেছে । এইরূপে তাহাকে
সর্ষজয়িনী চিন্তা করিয়া, স্মর তদীয় কুচযুগকে স্রুদৃঢ় হুর্গস্বরূপ করিয়াছে ॥ ৫ ॥ তাহার অষ্টাদশ
ভূজ পরিঘের স্থায় ও শঙ্খসমন্বিত । এবং অতিশয় প্রতিভাবিশিষ্ট । আপনার পরাক্রম গরি-
জাত হইয়া, কাম তাহাদিগকে বহ্নস্বরূপ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ তাহার মধ্যদেশ জিবলিতরঙ্গে

বারোহণকাতরস্য কামেন সোপানমিব প্রযুক্তং ॥ ৭ ॥ সা রোমরাজী নিতরাং হি তস্য বিরা-
জতে পীনকুচাবলগা । আরোহণে বহুরকাতরস্য সেনপ্রবাহোশ্বর মন্থথস্য ॥ ৮ ॥ নাভি-
গভীরা নি তরাং বিভাতি প্রদক্ষিণায়াঃ পরিবর্তমানা । তসৌব লাবণ্যগৃহস্য বুদ্ধা কন্দর্পরাজা
স্বয়মেবদত্তা ॥ ৯ ॥ বিভাতি রম্যং জঘনং যুগাক্ষাঃ সমং ততো মেখলয়াবযুষ্ঠং । মন্ত্রে হহং
কামনরাধিপত্য প্রাকারগুহং নগরং সূচুর্গং ॥ ১০ ॥ বৃদ্ধারোমৌ চ বৃদ্ধ কুমার্যাঃ শোভেত উরু
সমবুভমৌ হি । আবাসনার্থং মকরধ্বজেন জনসা দেশাবিব সন্নিবিষ্টৌ ॥ ১১ ॥ তজ্জাযুগলং
মহিষাসুরেন্দ্র কৃত্যন্তং ভাতি তথৈব তস্যাঃ । সৃষ্টা বিধাতা হি নিরুপণায় শাস্তস্তথা হস্ততলৌ
দদৌ হি ॥ ১২ ॥ জ্যেষ্ঠে সূবুভেপি চ রোমহীনে শুভে চ দৈত্যেশ্বর তে তদীযে । আগম্য লোকানিব
নির্মিতৌ গৈঃ স্থপং বিজিতৌব কৃতে বয়ে হি । পাদৌ চ তস্যাঃ কমলোদরাভৌ প্রবৃত্ততন্তৌ হি
কৃতৌ বিধাতা । অজ্ঞাযি তস্য নখরত্মমালা নক্ষত্রমালা গগনে যথৈব ॥ ১৩ ॥ এবংস্বরূপা দম্ব-
নাথ কন্যা মহোগ্রশস্ত্রাণি চ ধারয়ন্তী । দৃষ্টা যথেষ্টং ন চ বেগি কাসা স্মৃতা তথা কস্যাচিদেব
বালা ॥ ১৪ ॥ তদুত্তলে ব্রহ্মবুভমং স্থিতং সর্গং পরিত্যজ্য মহাসুরেন্দ্র । গহং বিদ্বাং স্বয়মেব পশু
কুরুষ যন্তেতিমতং কমন ॥ ১৫ ॥ শ্রুত্বৈব তাভ্যাং মহিষাসুরস্ত দেব্যাঃ প্রবৃতিং কমনীয়রূপাং । চক্রে
মতিং নাত্র বিচার্যামস্তি ইত্যেবমুক্তা । মহিষো মহর্ষে ॥ ১৬ ॥ প্রাগেব পুংসস্ত শুভাশুভানি স্থানে
বিধাতা প্রতিপাদিতানি । যস্মিন্ যথা যাতি চ সোথ বিপ্র স নীযতে বা ব্রজতি স্বয়ং বা ॥ ১৭ ॥ ততো
নমুণ্ডং নমরং চণ্ডং বিভালনেত্রং কপিলং সবাকলং । উগ্রাযুধঃ বিষ্ণুরক্তবীজো সমাদিদেশ'থ

ভূষিত, ও সুন্দর রোমরাজিতে বিভাজিত । তজ্জগ, হে দৈত্যেন্দ্র ! তাহার নিবতি শোভাব
আবির্ভাব হইয়াছে ॥ আপনি পাছে আরোহণ করিবার সময় কাতব হন, সেই ভয়ে কাম
উহারে সোপান স্বরূপ করিয়াছে ॥ ৭ ॥ তাহার সেই বোমবাজি পীন কুচযুগে অবলগ্ন হইয়া,
নিতরাং বিরাজমান হইতেছে । দেখিলে বোধ হয়, আরোহণসময়ে আপনার ভয়ে কাতব
হওয়ার্তে, কামের যেন সেনপ্রবাহ সমুদগত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তাহার নাভি অতিমাত্র গভীর,
প্রদক্ষিণভাবাপন্ন ও পরিবর্তমান, তজ্জগ অতীব শোভমান দেখিলে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং
বাজা কন্দর্প সেই লাবণ্যগৃহের মুখ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ তাহার জঘন অতি বমনীয় ও
সমস্তাৎ রসনাদামে অববৃষ্ট, তজ্জগ অতিমাত্র শোভাবিশিষ্ট । দেখিলে মনে হয়, যেন সন্দনবাক্রাব
প্রাকারগুহা সূচুর্গ নগর বিভাজ্য কবিতেছে ॥ ১০ ॥ সেই কুমারী উরুযুগল অতীব উৎকৃষ্ট ও
বর্তুলাকৃতি এবং রোমশূন্য । দেখিলে বোধ হয়, যেন মকরধ্বজ লোকেব আবাসনার্থ দেশদ্বয়
সন্নিবিষ্ট করিয়াছে ॥ ১১ ॥ তাহার জজ্ঞাযুগলও সূবুভ, বোমবর্জিত ও পবন সুন্দর । হে দৈত্যে-
শ্বর ! তদীয পদযুগল কমলোদরসন্নিভ, বিধাতা অতি যত্নেই তাহাদেব নির্মাণ করিয়াছেন ।
তদীয় নখবত্মমালা গগনসঞ্চারিণী নক্ষত্রমালাব ন্যায় ॥ ১২ ॥ হে দম্বনাথ ! এবংস্বরূপা সেই
কন্যা মহোগ্র শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া আছে । আমবা যথেষ্ট দর্শন করিয়াছি । কিন্তু সে কে,
কাহারই বা পুত্রী, তাহা জানিতে পারি নাই ॥ ১৪ ॥ হে মহাসুরেন্দ্র ! সেই অনুত্তম ব্রহ্মসর্গ
পরিত্যাগ করিয়া, ভূতলে অবস্থিতি করিতেছে । আপনি স্বয়ং বিষ্ণাচল গমন করিয়া, অব-
লোকন এবং যাহা অভিমত করিতে পারেন, তাহা করুন ॥ ১৫ ॥

মহিষাসুর তাহাদের মুখে দেবীর এই কমনীয়রূপ প্রবৃতি শ্রবণ করিয়া, এ বিষয়ে বিচার
করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ বলিয়া, সেই কাত্যায়নী প্রতী কৃতমতি হইল ॥ ১৬ ॥ হে
মহর্ষে ! বিধাতা পূর্বেই পুরুষের শুভাশুভ প্রতিপাদিত করেন । যাহাতে সে স্বয়ং গমন করে ।
অথবা, অন্য কর্তৃক নীতমান হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ এই কারণে সে নমুণ্ড, নমর, চণ্ড, বিভালাক,
কপিল, বাকল, উগ্রাযুধ, বিষ্ণুর, রক্তবীজ এই সকল অশুরকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিল ॥ ১৮ ॥

মহাসুরেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ আহত্য ভেরীং রণকর্কণান্তে সর্গং পরিভ্রাজ্য মহীধরম্ । আগম্য মূলে শিবিরং নিবেশ্য তস্মৈ সজ্জা দত্তুনন্দনান্তে ॥ ১৯ ॥ ততস্ত্ব দৈত্যো মহিষাসুরেন সংশ্রেষিতো দানবযুধপালঃ ॥ ২০ ॥ ময়স্য পুত্রো বিপুলৈন্যমর্দী সত্বনুভিহ্নুভি নিবনস্ত । অভ্যোতাদেবীং গগন-স্থিতোপি স ত্বনুভির্কাক্যমুবাচ বিপ্র ॥ ২১ ॥ কুমারি দূতোস্মি মহাসুরস্য রক্তাভ্রজনাশ্রতিমস্য যুদ্ধে । কাত্যায়নী ত্বনুভিমিতুবাচ এহোহি দৈত্যোহস্ত ত্বং বিমুচ্য ॥ ২২ ॥ বাক্যঞ্চ বদন্ত-সুতো বভাষে বদন্ত তৎ সতামপেতমোহঃ । ততস্ত্ব বাক্যান্দিতিভ্যঃ শিবাশাস্ত্যক্তা স্বয়ং তুমিতলে নিষধঃ । সুখোপবিষ্টে পরমাসনে চ রংভাষজ্ঞেনোক্তমুবাচ বাক্যং ॥ ২৩ ॥

ত্বনুভিরুবাচ । এবং সমাজ্ঞাপয়তে সুরারিস্তাং দেবি দৈত্যো মহিষাসুরম্ । যথামরা হীন-বলঃ পৃথিব্যাং ভ্রগন্তি যুদ্ধে বিজিতা ময়া তে ॥ ২৪ ॥ সর্গো মহী বায়ুপথ্যচ বস্তাঃ পাতালমন্ত্রে চ নহীশ্বরাদ্যঃ । ইন্দ্রোন্মিয়কদ্রোশ্মি দিবাকরোন্মি সর্কেষু দেবেষু কেশধিপোহস্মি বালে ॥ ২৫ ॥ ন শোন্তি নাকৈ ন মনীতলে বা সর্গেপি পাতালতলেপি যুদ্ধে । সর্কেষু মামদ্য সমাগতানি বীৰ্যা-র্জিতানীহ বিশালনেত্রে ॥ ২৬ ॥ জীরত্মমগ্রাঃ ভবতী চ কন্যা প্রাপ্তোন্মি শৈলঃ তব কারণেন । তস্মাদ্ভ্রত্মৈব জগৎপতিং মাং পতিস্তবাহোন্মি বিভূঃ প্রভুশ্চ ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোবমুক্তা দিতিজেন তুর্গা কাত্যায়নী প্রাহ ময়স্য পুত্রং । সত্যং প্রভু-দানবষাট্পৃথিব্যাং সত্যঞ্চ যুদ্ধে বিজিতামবশ্যং কিং ॥ ২৮ ॥ কিং ত্বস্তি দৈত্যোশ কুলেশ্বদীষে ধর্মো

তখন সেই বণকর্কণ দত্তুনন্দনগণ ভেরী আহত করিয়া, সর্গ পরিভ্রাজ্য ও মহীপৃষ্ঠে আগমনপূর্বক শিবির সন্নিবশ সহকায়ে সজ্জিত হইয়া বহিল । ১৯ ॥ অনন্তর মহিষাসুর দানবযুধপতিদিগকে প্রেরণ করিল । ২০ ॥ তখন শকটৈববিমর্দন মঘনন্দন ত্বনুভিনিবন ত্বনুভি দেবীর অভি-গমনপূর্বক অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া বলিতে লাগিল । ২১ ॥ অযি কুমারি ! আমি মহাসুর মহিষের দত্ত । সেই রক্তনন্দন মহিষ যুদ্ধে অপ্রতিম ।

দেবী কাত্যায়নী এই বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে দৈত্যোহস্ত । ভয় ত্যাগ করিয়া, নিকটে আগমন কর, আগমন কর । এবং বস্তনন্দন মহিষ যাহা বলিয়াছে, মোহপরিভ্রাজ্যপূর্বক তাহা সত্য করিয়া বল । ২২ ॥

দৈত্যবর ত্বনুভি শিবাব এই বাক্যে অম্বর ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে নিষধ ও দিব্য আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া, মহিষাসুরের আদেশবাদ নির্কীচন কবিত্তে লাগিল । ২৩ ॥ হে দেবি । সুরাবি মহিষাসুর তোমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া ছন, দেবগণ মৎকর্তৃক যুদ্ধে নির্জিত ও হীনবল হইয়া, পৃথিবীতে পর্যটন কবিত্তেছে । ২৪ ॥ সর্গ, মহী, সমস্ত বায়ুপথ ও পাতাল এবং মহীপতি প্রভৃতি অগাণ্ড সকলেই আমার বশীভূত হইয়াছে । অযি বালে । অমিই এখন রুদ্ধ হইয়াছি, ইন্দ্র হইয়াছি, সূর্য হইয়াছি এবং সকল লোকের অধিপতি হইয়াছি । ২৫ ॥ সর্গে, পাতালে, মহীতলে, অথবা যুদ্ধে আর কেহই নাই । অযি বিশাললোচন । সকলেই আমার শরণাগত ও আশ্রয়ীকৃত হইয়াছে । এবং সমুদায়ই আমি বীৰ্য্যবলে আত্মসাৎ করিয়াছি । ২৬ ॥ একমাত্র অতুপাদেষ জীরত্ম তুমিই কেবল অবশিষ্ট আছ । তোমাবই কারণে অধুনা এই শৈলপৃষ্ঠে সমাগত হইয়াছি । অতএব আমাকে ভজনা কর । অমিই এখন সমস্ত জগতের প্রভু ও পতি । অতএব আমি অবশ্যই তোমাব উপযুক্ত পতি । ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ত্বনুভি এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, কাত্যায়নী তুর্গা তাহাকে বলিতে লাগিলেন, সত্য বটে, দানববাজ মহিষ এখন সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর, সত্য বটে, যুদ্ধে সমস্ত অমরগণ তাহার নিকটে পরিত্যক্তপ্রাপ্ত হইয়াছে । ২৮ ॥ হে দৈত্যোহস্ত ! আমাদের বংশে শুদ্ধাধা

হি শুদ্ধাখ্য ইতি প্রসিদ্ধঃ । তৎক্বেৎ প্রাদ্যান্মহিষো মমাদ্য ভজ্যামি সত্যেন পতিং হস্মারিং ॥ ২৯ ॥
শুদ্ধাখ্য বাক্যং মমজ্যোত্রবীষ্ঠ শুদ্ধঃ বদস্যতপত্রনেত্রে । দদ্যাত্ স্বমূৰ্দ্ধানমপি স্বদৰ্থে কিংনমা
শুদ্ধঞ্চ বদন্তালভ্যঃ ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোবমুক্তা দন্তনায়কেন কাত্যায়নৌ সশ্বনমূরদিত্বা । বিহন্য তৈতদ্বচনং
যভাষে হিতায় সৰ্ব্বস্য চরাচরস্য ॥ ৩১ ॥

শ্রীদেবুবাচ । কুলেহস্মদীযে শূনু দৈত্য শুদ্ধঃ কৃতং হি যৎ পূৰ্ব্বতরৈঃ প্রসক্তা । যো জেয তে-
স্বংকুলজাঃ রণাগ্রে তস্যাঃ পতিঃ সোপি ভবিষ্যতীতি ॥ ৩২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তচ্ছৃৎ বচনং দেব্যা দুন্দুভির্দানবেশ্বরঃ । গত্বা নিবেদখামাস মহিষায়
যথাযথং ॥ ৩৩ ॥ স চাভ্যাগান্মহাতেজাঃ সৰ্বদৈত্যাপুরসঃ । আবৃত্য বিদ্ধ্য শখরং যোদ্ধুকামঃ
সরসতীং ॥ ৩৪ ॥ ততঃ সেনাপতির্দৈত্যো বিষ্ণুরো নাম নারদ । সেনাশ্রগামিনঃ চক্রে নমরং নাম
দানবম্ ॥ ৩৫ ॥ স চাপি তেনাধিকৃতশ্চতুরঙ্গং সমূৰ্জিতং । বলৈকদেশমাদায় দুর্গান্দুদ্রাব বেগতঃ ॥ ৩৬ ॥
তমাপতন্তং বীক্ষ্যথ দেবা ব্রহ্মপুরো অমঃ । উচুর্লোকাং মহাদেবীং বর্ষ্যবন্ধনমাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥ অথো
বাচ সুরান্দুর্গা ন বধামি চ দেবতাঃ । কবচং কাশত্র স্তিষ্ঠেয়মাগ্রে দানবোধমঃ ॥ ৩৮ ॥ যদা ন
দেব্যা কবচং কৃতং শস্ত্রনিবারণং । তদা রক্ষার্থমন্যাস্তু বিষ্ণুপঞ্জরমুকুবান্ ॥ ৩৯ ॥ সা তেন
রক্ষিতা ব্রহ্মান্দুর্গা দানবসন্তমঃ । অবধানৈন্দরৈঃ সর্কৈর্ষ্য হিষং প্রতাপেষয়ৎ ॥ ৪০ ॥ এবং পুরা
দেববরেণ শস্ত্রনা তদৈষ্যৎ পঞ্জবম যতাক্ষ্যঃ । শোভং তত্র চাপি হি পাদঘাটৈর্নিযুদিতোহসৌ

ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে । মহিষ যদি অদ্য আমারে সেই শুদ্ধ প্রদান করিতে পারে, সত্য বলিতেছি,
তাহা হইলে, তাহার পতিও প ভজনা করিব ॥ ২৯ ॥

নরনন্দন দুন্দুভি এই কথা কণ্ঠগোচর করিয়া কলিল, অযি আধতপত্রনেত্রে ! সেই শুদ্ধ
কি, নির্দেশ কর । বলিতে কি, নামাখ্য শুদ্ধের কথা দূরে থাক, মহিষ তোমার জন্য আপনার
মস্তক এবং যাহা অলভ্য, তাহাও প্রদান করিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য বলিলেন, দন্তনায়ক এইরূপ কহিল, কাত্যায়নৌ সশব্দে উচ্চনাদ করিয়া, বিকট
হাস্তসহকারে সমস্ত জগতের উপকারার্থ বন্ধ্যমান বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ হে দৈত্য !
পূর্বপুরুষগণ আমাদের বংশে এইরূপ শুদ্ধ বিধান করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রণাগ্রে বলপূর্বক
আমাদের বংশীয়া রমণীকে পরাজয় করিবে, সেই তাহার পতি হইবে ॥ ৩২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর দুন্দুভি দেবীর এই কথা কণ্ঠগোচর করিয়া, মহিষেব গোচরে
গমনপূর্বক যথ যথ নিবেদন করিল ॥ ৩৩ ॥ মহিষ সমুদায় দৈতাপুরঃসরে অভ্যাগত হইয়া
বিদ্ধ্যশেখর আবৃত করিয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধকাম হইল ॥ ৩৪ ॥ হে নারদ ! ঐ সময়ে বিষ্ণুর-
নামক সেনাপতি নমরনামক দানবকে সমস্ত সেনার অগ্রণী করিলে ॥ ৩৫ ॥ সে তৎকর্তৃক
নযোজিত হইয়া অতীববলশালী চতুরঙ্গবলৈকদেশ গ্রহণ করিয়া, সবেগে ধাবমান হইল ॥ ৩৬ ॥
পিতামহপ্রমুখ অমরগণ মহাদেবী কাত্যায়নীকে কহিলেন, আপনি বর্ষ্যবন্ধন আশ্রয় করুন ॥ ৩৭ ॥
দেবী তাহাঁদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি বর্ষ্যবন্ধন করিব না ॥ কোন্ দানবোধমই বা
আমর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারি ব ॥ ৩৮ ॥ তিনি যখন শস্ত্রনিবারণ বর্ষ্য বন্ধন করিলেন না, তখন
তাহাঁর রক্ষার্থ বিষ্ণুপঞ্জর কীর্তন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! দেবী দুর্গা তৎপ্রভাবে রক্ষিতা
হইয়া, সমুদায় দেবগণের অবধা দানবসন্তম মহিষকে প্রতিপীষ্ট করিলেন ॥ ৪০ ॥ পূর্বে দেববর
শস্ত্র আয়তলোচনা কাত্যায়নীকে বৈষ্ণবপঞ্জর উপদেশ করেন । তাহাতেই তিনি পাণ্ড্রপ্রহারে

মহিষাসুরৈস্ত্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ এবংপ্রভাবো দ্বিজ বিষ্ণুপঞ্জরঃ সৰ্ব্বান্ধ রক্ষাস্বধিকো হি গীতঃ । কণ্ঠস্য
কুৰ্ব্ব্যাকুবি দৰ্পহানিং বস্য স্থিতশ্চেতসি চক্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যাপরিকীর্তনং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । কথং কাত্যায়নী দেবী সানুগং মহিষাসুরম্ । সবাহনং হতবতী তথা বিস্তরভেদ-
বদ ॥ ১ ॥ অরক্ষ সংশয়ো ব্রহ্মন্ হৃদি মে পরিবর্ততে । বিদ্যামানেষু শস্ত্রেষু যৎ পদ্ভ্যাং তম-
মর্দয়ৎ ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণুধাবহিতো ভূতা কথামেতাং পুরাতনীং । বৃত্তাং দেবযুগস্যাদৌ পুণ্যাং
পাপভয়াপহাং ॥ ৩ ॥ স এবমস্মরঃ ক্রুদ্ধঃ সমাপত্তত বেগবান্ । সগজাধরাথা ব্রহ্মন্ দৃষ্টে
দেব্যা যথেক্ষয়া ॥ ৪ ॥ ততো দেবগণৈর্দৈত্যান্ সমানম্যথ কাশ্মকং । ববর্ষ দেবী বার্ষোদৈর্দৈ-
রিবাংবুদবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫ ॥ তদুর্দ্ধানবে সৈন্তে হুর্গয়া নমিতং বলাৎ । সুবর্ণপুঙ্খং বিবভৌ
বিদ্যাদংবুধরেদিব ॥ ৬ ॥ বার্ষৈঃ সুররিষ্টমন্যাংস্তাড়য়ামাস সুব্রত । গদয়া যুগলেনান্যা স্বহা-
নেভ্যো ন্যাপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥ একাপ্যসৌ বহুং দৈত্যান্ কেশরী কালসন্নিভঃ । বিধুঘ্ন কেশরসটানিবু-
দয়তি দানবান্ ॥ ৮ ॥ কুলিশাভিহতা দৈত্যাঃ শক্তা নিৰ্ভিন্নবক্ষসঃ । লাজলৈর্দারিতগ্রীবা দ্বিধা
কৃতা পরশ্বধৈঃ ॥ ৯ ॥ দণ্ডনিৰ্ভিন্নশিরসশ্চক্রবিচ্ছিন্নবক্ষসাঃ । চেলুঃ পেতুশ্চ মস্তাশ্চ ততাজুশ্চাপ-
য়ে রণং ॥ ১০ ॥ তে বধ্যমানা ক্রুদ্ধাস্যা হুর্গয়া দৈত্যাদানবাঃ । কালরাক্তিং মন্থমানা হুর্দ্ধবুর্ভয়-

মহিষাসুরৈস্ত্রকে বিনিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ হ দ্বিজ ! বিষ্ণুপঞ্জর এবংবিধপ্রভাববিশিষ্ট ও
সাবতীর রক্ষাসাধন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে । চক্রপাণি যাহার চিত্তে
বিরাজ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাহার দৰ্পহানি করিতে পারে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যকীর্তন নামক উনবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

নারদ কহিলেন, দেবী কাত্যায়নী কিরূপে মহিষাসুরকে বাহন ও অনুগামী সহিত সংহার
করেন, বিস্তারপূর্বক বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার হৃদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,
শস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকিতে তিনি পদাঘাতেই তাহারে নিহত করিলেন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অবহিত হইয়া, এই পুণ্যজননী, পাপনাশিনী, ভয়হারিণী, পুরাতনী কথা
শ্রবণ করুন । দেবযুগের আদিতে ইহ ব অবতারণ হইয়াছে ॥ ৩ ॥ সেই মহিষাসুর ক্রুদ্ধ
হইয়া সবেগে অশ্ব, গজ ও রথের সহিত অ্যাপত্তিত হইলে, দেবী তাহার প্রতি যথেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর তিনি দেবগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, শরাসন আনমনপূর্বক,
অবুদবৃষ্টি দ্বারা স্বর্গের ন্যায়, দৈত্যগণের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি
সুবর্ণপুঙ্খ শরাসন বলপূর্বক দৈত্যগণে আনমিত করিলে, জলদপটলে সৌদামিনীর ন্যায় উহার
শোভা হইল ॥ ৬ ॥ হে সুব্রত ! তিনি দৈত্যগণের মধ্যে কাহাকে শরনিকর দ্বারা তাড়িত,
কাহাকে বা গদা ও যুগলাঘাতে স্বস্থান হইতে নিপাতিত করিলেন ॥ ৭ ॥ তদীয় বাহন কাল-
সন্নিভ কেশরী কেশসটা বিধুনিত করিয়া, একাকীই বহু দৈত্য ও দানবকে সংহার করিয়া
কেলিল ॥ ৮ ॥ দৈত্যগণ কুলিশে অভিহত, শক্তিতে বিদারিতবক্ষ, লাজলে দারিতগ্রীব ও
পরশ্বধের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত ॥ ৯ ॥ এবং দণ্ড দ্বারা নিৰ্ভিন্নমস্তক ও চক্র দ্বারা ছিন্নবক্ষন হইয়া,
কেহ বিচলিত, কেহ পতিত, কেহ মস্ততাপ্রতিপাদিত ও কেহ বা সংগ্রামত্যাগপূর্বক পলায়িত
হইল ॥ ১০ ॥ সেই ক্রুদ্ধাস্য দৈত্যদানবগণ দেবী কর্তৃক বধ্যমান হইয়া, তাহারে কালরাক্তি

পীড়িতাঃ ॥ ১১ ॥ সেনান্যঃ ভগ্নমালোক্য দুর্গামগ্রে তথা স্থিতাঃ । দৃষ্ট্বা জগাম নমরে মেতদ্বিরদ-
সংস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ সমাগম্য চ বেগেন দেব্যাং শক্তিং যুমোচ হ । ত্রিশূলমপি সিংহার প্রাহিণো-
ক্ষানবো রণে ॥ ১৩ ॥ তাবাস্তৌ ততো দেব্যা হুকারেণাথ ভস্মসাৎ । কুর্তৌ ততো গজেন্দ্র-
গৃহীতো মধ্যতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥ অথোৎপত্য চ বেগেন তলেনাহত্যা দানবঃ । গতাস্থঃ কুঞ্জ-
স্কন্ধাৎ কিপ্য দেব্যা নিবেদিতঃ ॥ ১৫ ॥ গৃহীত্বা দানবঃ যুদ্ধে ব্রহ্মন্ কাত্যায়নী কৃষা । সর্বোদ পানিনা
জাম্যোহবাদয়ৎ পটহঃ যথা ॥ ১৬ ॥ ততোহউহাসঃ যুমুচে তাদৃশো বাদ্যতাং গতে । হান্তাৎ
সমুত্ত্বাস্তস্য। ভূতা নানাবিধাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৭ ॥ কেচিদব্যাজমুখা রৌদ্রা বৃকাকারাস্তথাপরে ।
হয়স্য। মহিষাস্যাশ্চ বরাহবদনাঃ পরে ॥ ১৮ ॥ আখকুকুটবক্রাশ্চ গোজাবিকমুখাস্তথা । নানা-
বক্রাশ্চিচরণা নানায়ুধধরাস্তথা ॥ ১৯ ॥ গায়ন্ত্যানো হসন্ত্যানো ক্রীড়ন্ত্যানো তু সংহতাঃ । বাদয়ন্ত্য-
পরে তত্র স্তবত্যানো তথাংবিকাং ॥ ২০ ॥ সা তৈর্ভূতগণৈর্দেবী সার্কিং তদানবং বলং । শাতশা-
মাস চংক্রম্য যথা তূণ্যঃ মহাশনিঃ ॥ ২১ ॥ সেনান্যো নিহতে তস্মিন্স্থথা সেনাগ্রগামিভিঃ ।
চিকুরঃ সৈন্যপালস্ত বোধয়ামাস দেবতাঃ ॥ ২২ ॥ কার্ম্মকং দৃঢ়মাকর্ণ মাকুষ্য রথিনাং বরঃ ।
ববর্ষ শরজালানি যথা মেঘো বসুন্ধরাং ॥ ২৩ ॥ তান্ দুর্গা সশরৈশ্চিহ্না শরসম্মান্ সুপর্কভিঃ ।
সৌবর্ণপুংখানপরান্ শরান্ জগ্রাহ বোড়শ ॥ ২৪ ॥ ততশ্চতুর্ভিঃ চতুরস্ররক্ষানপি ভামিনী । হত্যা
সারথিমেকেন ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ॥ ২৫ ॥ ততশ্চ সশরং চাপং চিচ্ছৈদৈকেযুণাংবিকা ।
হিরে ধমুবি ধজাঞ্চ চর্ম্ম চাদন্তবাসুগী ॥ ২৬ ॥ তং খড়্গ চর্ম্মণা সার্কিং দৈতস্যাধ্বতো বলাৎ । শরৈশ্চ-

মনে করিয়া, ভয়পীড়িত হৃদয়ে ইতস্ততঃ সবেগে গমন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সেনাপতি
সংগ্রামে পরাধুষ ও দেবী কাত্যায়নী সম্মুখে অধিষ্ঠিত। হইয়াছেন, দর্শন করিয়, নমর মন্ত্র মাতজে
অধিকৃত হইয়া গমন করিল ॥ ১২ ॥ গমন করিয়াই, সবেগে দেবীর উদ্দেশে শক্তিমোচন এবং
সিংহের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল ॥ ১৩ ॥ দেবী আগমনসময়েই সেই অস্ত্রদ্বয়কে হংকার দ্বারা
ভস্মসাৎ করিলেন । উল্লিখিত মন্ত্রমাতজ কেশরীর মধ্যদেশ আক্রমণ করিল ॥ ১৪ ॥ তখন কেশরী
সবেগে সমুৎপতন ও তলপ্রহারে দৈত্যকে আহত ও গতাস্থ করিয়া, কুঞ্জরের স্কন্ধদেশ হইতে
নিক্ষেপ করত দেবীর গোচরে নিবেদন করিল ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! দেবী কাত্যায়নী সংগ্রামে
রৌষভরে দৈত্যকে সব্যহস্তে গ্রহণ ও পরিভ্রামণ করিয়া, পটহবৎ বাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥
অনন্তর তাদৃশ বাদ্যবাদনসময়ে অউহাস মোচন করিলেন । সেই হান্তা হইতে যথাক্রমে বিবিধ
ভূত সমুদ্ভূত হইল ॥ ১৭ ॥ তাহাদের মধ্যে .কহ বাজ্রমুখ, .কহ বৃকাকৃতি, কেহ রৌদ্রস্বভাব,
কেহ হয়বদন, কেহ মহিষাসা, কেহ বরাহমুখ ॥ ১৮ ॥ কেহ আখ ও কুকুটবদন, কেহ গো, ছাগ
ও মেঘবক্র, কেহ নানাবিধ মুখ, অক্ষি ও চরণবিশিষ্ট, কেহ বিবিধ আয়ুধধর ॥ ১৯ ॥ কেহ গান
কেহ হান্তা ও কেহ বা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ বাদ্যবাদন ও কেহন, কাত্যায়নীর স্তবগানে প্রবৃত্ত
রহিয়াছে ॥ ২০ ॥ দেবী সেই ভূতগণের সহিত মিলিতা হইয়া, চংক্রমণপূর্বক মহাশনি যেমন
ভূণাশিকে, তদ্বৎ দানবসৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ সেনাপতি নিহত হইলে,
সেনাপাল চিকুর অন্তঃ সেনাগ্রণীর সমভিব্যাহারে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২২ ॥
সেই রথিশেষ্ট দৈত্য স্মৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া, মেঘ যেমন বসুন্ধরাকে বর্ষণ করে, তক্রপ
দেবীর উপরে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ দেবী দুর্গা আপনার সূক্ষ্মরপর্কবিশিষ্ট শরসমূহে
তৎসমস্ত ছেদন করিয়া, সুবর্ণপুংজসম্পন্ন অপর বোড়শ শর গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাহাদের
মধ্যে চারি শরে চিকুরের চারি অঙ্গ নিহত করিয়া, এক শরে সারথিকে সংহার ও অপর
এক শরে ধ্বজ ছেদন ও ॥ ২৫ ॥ অন্য এক শরে সশর শরাসন নিশাতন করিয়া ফেলিলেন ।
শরাসন ছিন্ন হইলে, বলবান্ চিকুর খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল ॥ ২৬ ॥ গ্রহণ করিয়া, যেমন

ভূর্ভিষ্মিচ্ছেদ ততঃ শূলং সমাদদে ॥ ২৭ ॥ সমুদযম্য মহাশূলং স প্রাপ্তবস্তথাংবিকাং । কোষ্ট্রু কো
মুদিতোরণ্যে মৃগরাজবধুং যথা ॥ ২৮ ॥ তস্তাভিপততং পাদৌ করৌ শীর্ষঞ্চ পঞ্চভিঃ । শঠৈর্শি-
চ্ছেদ সংক্রুক্ষা তপতৎ স হতোহস্মরঃ ॥ ২৯ ॥ তস্মিন্ সেনাপতৌ ক্ষুণ্ণেভদোগ্রাস্তো । মহাস্মরঃ ।
সমাপ্তবস্ত বেগেন করালান্শু'স্ত দানবঃ ॥ ৩০ ॥ বাঙ্গলশ্চোদ্ধতশ্চৈব উগ্রাস্তোথোগ্রাক্ষ্মু কঃ ।
দুর্ধরো দুর্শ্মুখশ্চৈব বিড়ালনয়নোহস্মরঃ ॥ ৩১ ॥ এতেহস্তে চ মহাত্মানো দানবা বলিনাং বরাঃ ।
কাত্যায়নীষাভ্রবস্ত নানাশস্ত্রাশ্রপাণয়ঃ ॥ ৩২ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা লীলয়া দুর্গা বীণাং জগ্রাহ পাণিনা ।
বাদয়ামাস হস্তী তথা ডমককং বরম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা যথা বাদয়তে দেবী ব দ্যানি তানি চ । তথা
তথা ভূতগণা নৃতান্তি চ হস্তি চ ॥ ৩৪ ॥ ততোহস্মরাঃ শস্ত্রধরাঃ সমভ্যোতা সরস্বতীং । অভ্য
গ্নস্তাং'চ সা দেবী জগ্রাহ পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥ প্রগৃহ্য কেশেবু মহাস্মরাংস্তানুপত্য সিংহ-
ভু নগং সানুং । ননর্ভ বীণাং পরিবাদয়ন্তী পপৌ চ প নঃ জগতাং জনিত্রী ॥ ৩৬ ॥ ততস্ত দেব্যা
বলনো মহাস্মরা দোর্দণ্ড নিধূত বিশীর্ণদর্পাঃ । বিশস্তবস্ত্রা বাসবশ্চ জ'তা ততস্ত তাবীক্ষ্য মহা-
স্মরেজ্জান্ ॥ ৩৭ ॥ দেব্যা মহোজ্ঞা মহিষাস্মরস্ত বাদ্রাবয ' ' ' ' খুরাট্টৈঃ । ভুওন পুচ্ছেন
তথোজ্ঞসাত্তানিখাসবাতেন চ ভূতসজ্জান্ ॥ ৩৮ ॥ বিবাণকোট্যা চ পরান্ প্রমথ্য ছুদ্রাব সিংহং
প্রতি হস্তকামঃ । ততোহ'ষক। ক্রোধবশং জগাম চিক্কেপ দৈত্যঃ সহসৈব লীলয়া ॥ ৩৯ ॥ ততঃ
স কোপাদথ তীক্ষ্ণশ্চ : ক্ষিপ্ৰং গিরীন্ তুমিমশীর্ষয়চ্চ । সাক্ষোভয'স্তোয়নিধীন্ ঘনাং'চ বিধ্বং-

সবলে আনুগমন করতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ দেবী দুর্গা শরচতুষ্টয়প্রয়োগপূর্বক তাহা ছেদন
করিয়া দিলেন । তখন সে সন্মুখ হইয়া, শূল গ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ এবং সেই মহাশূল সমুদাত
করিয়া, শূগাল যেমন মুদিত হইয়া, অরণ্যমধ্যে মৃগরাজবধু প্রভি গমন করে, তক্রপ সবেগে
দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ২৮ ॥ তদবস্থায় দেবী সংক্রুক্ষ হইয়া, পঞ্চশরে তাহার পাদদ্বঃ
করদ্বিতয় ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; সে হত ও পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

সেই সেনাপতি পতিত হইলে, মহাস্মর উগ্রাসা এবং অন্যান্য করালান্য দানবগণ সবেগে
সমাপতিত হইল ॥ ৩০ ॥ উদ্ধত বাঙ্গল, উগ্রধনু উগ্রাস্য, দুর্ধর দুর্শ্মুখ ও বিড়ালাক্ষ ॥ ৩১ ॥
ইহার। এবং অন্যান্য বলিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা দানবদল কাত্যায়নীকে বিবিধ শস্ত্র ও অস্ত্র হস্তে আক্রমণ
করিল ॥ ৩২ ॥ দেবী দুর্গা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, লীলাপ্রকাশপুরঃসর বীণা ও ডরুকবর
গ্রহণপূর্বক হস্তসহকারে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেবী যে যে রূপে সেই সকল বাদ্য-
বাদন করেন, ভূতগণ সেই সেইরূপেই হস্ত ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর অস্মরগণ শস্ত্র সকল ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, তাঁহারে আঘাত করিতে
লাগিল । সেই পরমেশ্বরীও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এবং সকলকে গ্রহণ
করিয়া, সিংহ হইতে পর্বতের সান্নিধ্যদেশে উপত্যনপূর্বক, বীণাবাদনসহকারে নৃত্য ও গান
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই মহাবল অস্মরবল তদীয় দোর্দণ্ডে নিধূত ও তন্নিবন্ধন দর্পহীন,
শস্ত্রহীন, বস্ত্রহীন ও প্রাণহীন হইল । মহাস্মরেজ্জাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ॥ ৩৭ ॥ মহিষাস্মর
দেবীর ভূতগণের কাহাকে খুরাগ্রপ্রহারে, ও অবশিষ্ট ভূত সকলকে ভুও দ্বারা, পুচ্ছ দ্বারা, তেজ
দ্বারা ও নিখাসবার্যুর দ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ এবং কাহাকেও বা বিবাণকোট
দ্বারা প্রমথিত করিয়া, সিংহের সংহারকামনায় সবেগে ধাবমান হইল । তদর্শনে অধিকা
ক্রোধের বশীভূত হইয়া, দৈত্যকে তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন
দৈত্য রোষভরে তীক্ষ্ণশূল দ্বারা সন্মুখে পর্বত ও পৃথিবী বিদীর্ণ, সাগর সকল ক্ষুভ্রভাবাপন্ন ও

নয়ন্ প্রোজ্জবতাত্ত্বং ॥ ৪০ ॥ সা চাপি পাশেন ববন্ধ হৃষ্টঃ স চাপ্যভূষ্টিবকটঃ করীষ্মঃ । করং
প্রচিচ্ছেদ চ ভূষ্টিনোথং স চাপি ভূয়ো মহিষোহভিজাতঃ ॥ ৪১ ॥ ততোহস্য মুনঃ বাসুদত্তবানী
স শীর্ণমূলো ন্যপতৎ পৃথিব্যাং । শক্তিং প্রচিক্ষেপ হতাশবক্ত্রাং সা কুষ্ঠিতাশ্রা ন্যপতন্নহর্ষে ॥ ৪২ ॥
চক্রং হরেদানবচক্রহন্তঃ ক্ষিপ্তক বক্রমুপাগতঃ হি । গদাং সমাবিধ্য ধনেশ্বরস্ত 'ক্ষপ্তাশু ভগ্না
ন্যপতৎ পৃথিব্যাং ॥ ৪৩ ॥ জলেশপাশোহপি মহাসুরেন বিবাণভূতাশ্রয়প্রণুরঃ । নিরস্ত তাকোপি-
তয়া চ মুক্তো দণ্ডস্ত যাম্যো বহুথওতাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ বজ্রং সুরেন্দ্রস্ত চ বিগ্রহেহস্ত মুক্তং স্তম্ভস্ত-
মুপাজগাম । সম্ভ্যজ্য সিংহং মহিষাসুরস্য হুর্গাধিকতা সহসৈব পৃষ্ঠং ॥ ৪৫ ॥ পৃষ্ঠস্থি গ্রাযাং মহিষা-
সুরোহপি পোপ্লুষতে বীৰ্যমদান্ মৃড়ানাং । সা চাপি পদ্ভ্যাং মৃদ্ধকোমলাভ্যাং মমর্দ তং ছিন্ন-
মিবাঞ্জিনং হি ॥ ৪৬ ॥ স মৃদ্যমানো ধরণীধরাভো দেব্যা বলী হীনবলো বভূব । ততোহস্য শূলে
বিভেদ কণ্ঠং তস্মাৎ পুমান্ খজ্জাবরো বিনির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥ নিষ্ক্রান্তমাত্রং হৃদয়ে যদা তমাহত্য সংগৃহ্য
কচেষু কোপাৎ । শিরঃ প্রচিচ্ছেদ বরাসিনাগ্য হাহাকৃতং দৈত্যবলং তদাভূৎ ॥ ৪৮ ॥ স চণ্ড-
মুণ্ডাঃ সময়াঃ সতারাঃ সহাসিলোম্না ভয়কাতরাক্ষাঃ । সম্ভাড্যমানাঃ প্রমথৈর্ভবাক্ষাঃ পাতাল-
মেবাবিবলুর্ভবাক্ষাঃ ॥ ৪৯ ॥ দেব্যা জয়ং দেবগণা বিলোক্য স্তবন্তি দেবীং স্তুতিভির্মহর্ষে । নারা-
য়ণীং সর্কজগৎ প্রতিষ্ঠাং কাত্যায়নীং ঘোষমুখীং স্ককপাং ॥ ৫০ ॥ সংস্তুযমানা সুরসিদ্ধসজ্জৈঃ

মেঘ সকল ছিন্ন করিয়া, দেবী প্রাতি ধাবমান হইল ॥ ৪০ ॥ তিনি সেই হৃষ্টকে পাশ দ্বারা বন্ধ
করিয়া ফেলিলেন । তখন সে ভিন্নকট কবীন্দ্রমূর্তি পবিত্র কবিলে, দেবী তাহার শির ছেদন
কবিলেন । সে পুনরায় স্তম্ভ পবিত্র কবিল ॥ ৪১ ॥ তখন ভবানী তাহার উদ্দেশে শূল
নিষ্ক্ষেপ করিলেন । সেই শূল তৎকর্তৃক ছিন্নমূল হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইল । মহর্ষে!
তদর্শনে দেবী হতাশনের বক্র, স্ককপ শক্তি নিষ্ক্ষেপ করিলে, তাহাও কুষ্ঠিতাশ্র হইয়া, ধরাতল
আশ্রয় কবিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর দেবী দানবচক্রহন্ত হরির চক্ৰ সম্বন্ধে প্রয়োগ কবিলে, তাহাও
বক্র হইয়া গেল । তখন দেবী ধনেশ্বরের গদা সমাবদ্ধ করিয়া, নিষ্ক্ষেপ করিলেন । তাহাও
ভগ্ন ও পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর মহাসুর মহিষ বিবাণ, ভূতাশ্র ও খুবপ্রহার
সহকায়ে দেবীর প্রযোজিত জলেশ্বরপাশ ছিন্ন করিয়া, দূরে নিষ্ক্ষেপ করিলে, তিনি কোপিত
হইয়া যমের দণ্ড প্রযোজিত করিলেন । তাহাও মহিষের প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥
সুরেন্দ্রের বজ্রও তদীয় কলেবরে বিমুক্ত হইবামাত্র, নিতান্ত স্তম্ভভাবে পন্ন হইল, তখন দেবী হুর্গা
সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরের পৃষ্ঠদেশে অধিকৃত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তিনি পৃষ্ঠে
অধিরোহণ করিলে, মহিষাসুর বীৰ্য্যমদে পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিত হইতে লাগিল । তখন তিনি মৃদ্ধ
কোমল পদাঘাতে ছিন্ন অঙ্গিনের আঘ, তাহারে মর্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ সেই
পর্বতপ্রতিম মহাবল মহিষ দেবী কর্তৃক মৃদ্যমান হওয়াতে, বলহীন হইয়া পড়িল । তখন দেবী
শূল দ্বারা তদীয় কণ্ঠ বিদারিত করিলে, তাহা হইতে খজ্জাবর পুরুষ বিনির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥
নিষ্ক্রান্তমাত্র দেবী তাহার হৃদয়ে আঘাত ও রোষভরে তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট
খজ্জা দ্বারা তাহার স্তম্ভক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে সমস্ত দৈত্যসৈন্য হাহাকার
করিয়া উঠিল ॥ ৪৮ ॥ তখন চণ্ড, মুণ্ড, ময়, তার ও অসিলোম সহিত দানবগণ ভবানীর প্রমথগণ
কর্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়কাতরলোচনে পাতালে প্রবেশ করিল ॥ ৪৯ ॥ হে মহর্ষে! দেবগণ
দেবীর জয় বিলোকন করিয়া, সেই নারায়ণী, বিশ্বদেবতারের স্থিতিবিধারিণী, বিকটবদনশালিনী,
পরমসৌন্দর্য্যশোভিনী কাত্যায়ণী স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ সুর ও সিদ্ধগণ কর্তৃক

কাষ্ঠ্যায়নী সা করপাদমূলে । ভূয়ো ভবিষ্যাম্যমর্যার্থমেবমুক্তা । স্মরাংস্তান্ প্রবিবেশ
হুর্গা ॥ ৫১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যো মহিষাসুরবধো নাম বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । পুনস্ত্য কথ্যতাং তাবদ্ধুরো দেব্যাঃ সমুদ্ভবঃ । মহৎ কৌতুহলং মেহদ্য বিস্তরা-
ব্রজ্জবিস্তম ॥ ১ ॥

পুনস্ত্য উবাচ । শ্রুতাং কথমিষ্যামি ভূয়োস্ত্যাঃ সমুদ্ভবং মুনে । শুভাসুরবধার্থায় লোকানাং
তিতকাম্যবা ॥ ২ ॥ যা সা হিমবতঃ পুত্রী ভবেনোঢ়া তপোধন । উমা নামা চ তস্ত্যাঃ সা কোশা-
জ্জাতা তু কোশিকী ॥ ৩ ॥ সমুদ্ভব বিদ্যাং গম্বা চ ভূয়ো ভূতগণৈর্বৃত্তা । শুভঃ চৈব নিশুভঞ্চ বধি-
ব্যতি বরাযুধৈঃ ॥ ৪ ॥

নারদ উবাচ । ব্রহ্মস্মরা মম খ্যাতি মূতা দক্ষায়জ্ঞা সতী । সজ্জাতা হিমবৎপত্নীভ্যেবং মে বজ্র-
মর্হসি ॥ ৫ ॥ যথা হি পার্শ্বতীকোশাৎ সমুদ্ভূতা হি কোশিকী । যথা হতবতী শুভঃ নিশুভঞ্চ মহা-
সুরং ॥ ৬ ॥ কস্য চেমো স্মৃতো বীৰ্যো খ্যাতো শুভনিশুভকো । এতন্মে তত্ততঃ সর্কং যথাবদ্বক্তৃ
মর্হসি ॥ ৭ ॥ ভগবৎস্বপ্নাদেন দেব্যাশ্চরিতমুভয়ম্ । ঐতং বিস্তরতে ক্রহি পার্শ্বত্যাঃ
সমুদ্ভবং মুনে ॥ ৮ ॥

পুনস্ত্য উবাচ । দিষ্ট্য সাকথমিষ্যামি পার্শ্বত্যাঃ সমুদ্ভবং মুনে । শৃণুযাবহিতো ভবা কনোৎ-

সংস্তুযমান হইয়া, তিনি দেবগণকে বলিলেন, আমি অমবগণের কার্যসাধনার্থ পুনর্বার অবতরণ
করিব । এই বলিয়াই মহেশ্বরের পাদমূলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে মহিষাসুরবধ নামক বিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নারদ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিস্তম । আপনি দেবীর পুনর্ববতারঘটনা সবিস্তার কীর্তন করুন ।
শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতুহল উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ১ ॥

পুনস্ত্য কহিলেন, হে মুনে । আমি দেবীর পুনর্ববতাব্যঘটন কীর্তন করিব, শ্রবণ করুন । তিনি
শুভাসুরের সংহরণ ও লোকমঙ্গলসাধন কামনায় পুনর্বার সমুদ্ভূত হইয়াছি'লেন ॥ ২ ॥ হে তপো-
ধন । মহেশ্বর যাহা বৈ পত্নী হৈ বরণ করেন, সেই হিমালয়নন্দিনী উমার কাশ হইতে তিনি
জন্মগ্রহণ করেন । সেইজন্য তাঁহার নাম কোশিকী হইয়াছে ॥ ৩ ॥ তিনি সমুদ্ভূত ও পুনর্বার
ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া, বিদ্যাচলে গমন করিয়া, বরাযুধপ্রভাবে শুভ ও নিশুভের সংহার
করিবেন ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি নির্দেশ কবিলেন, সেই দক্ষতুহিতা সতী প্রাণত্যাগপূর্বক
হিমালয়ের আশ্রয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন । কোশিকী যেরূপে সেই পার্শ্বতীর কোশ হইতে
সমুদ্ভূত হইয়া, যেরূপে শুভ ও নিশুভ উভয়ের সংহার করেন, তাহা কীর্তন করুন ॥ ৫ ॥ এই
বীরদ্বয় কাহার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত । আমার মিকট এই সমুদায় তত্ত্ব ও যথার্থ বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥
হে ভগবন্ ! আপনার প্রসাদে দেবী হুর্গার উৎকৃষ্ট চরিত বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিলাম ।
অধুনা পার্শ্বতীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্তন করুন ॥ ৮ ॥

পুনস্ত্য কহিলেন, হে মুনে । ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্যের বিষয় যে, পার্শ্বতীর জন্মকথা

সন্তিক শাখতীঃ ॥ ৯ ॥ রুদ্রঃ সত্যং প্রপঠেয়াং ব্রহ্মচারিব্রতে হিতঃ । নিরাশ্রয়ত্বমাপন্নস্তপ-
স্তপ্তঃ ব্যবহ্রিতঃ ॥ ১০ ॥ স চাসীন্দ্রঃ সেনানাঈকৈতাদপ্তবিনাশীঃ । শবরুপত্বাৎ শবৈশ্চ পত্যাং
সমুৎপন্নঃ ॥ ১১ ॥ ততো বিনাকৃতা দেবঃ সেনানায়েন শস্ত্রয়া । দানবেন্দ্রেণ বক্রযঃ শস্ত্রেণ
পরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥ ততো ভগ্নঃ সুরেশানাং স্ত্রীং চক্রগদাধরঃ । শ্বেতদ্বীপে মহাংশং প্রপশ্যঃ
শরণং হরং ॥ ১৩ ॥ তানানতান্ স্থানান্ দৃষ্ট্বা ততঃ শক্রপুরোগমান্ । বিহস্ত্রাঃ সেনানায়াং
প্রোবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥ কংসজ্ঞাতাঃ স্থাস্থেংস্ত্রেণ শস্ত্রেণ হৃদাঘনান্ । যেন সপ্তে নামে-
তৈব মম পুৰুষপাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ তদুদ্বিগ্নঃ হিতার্থায় যবনায় সুরোত্তমায় । তৎ কুরুধ্বং
জয়ো যৎ সমাশ্রিত্য ভবেত্ততঃ ॥ ১৬ ॥ য এতে পিতরো দেবাস্তগ্নবাত্তেতিবিক্রতাঃ । অমীবাং
মানসী কণ্ঠা যেন নামান্তি বেদতা ॥ ১৭ ॥ তামারাধ্য মহাতিথ্যাং ব্রহ্মা পরমায়মাঃ । প্রার্থয়ধ্বং
সতীমেনাং প্রালেয়াঙ্গিমহাৰ্থতঃ ॥ ১৮ ॥ তস্যাং সা রূপসংযুক্তা ভবিষ্যতি তপস্বিনী । দক্ষ-
কোপাদযয়া মুক্তং মলবজ্জীবিতং প্রিয়ং ॥ ১৯ ॥ সা শঙ্করাৎ সতেজোংশং জনয়িষ্যতি যং সূতং । স
হনিষ্যতি দৈত্যোজ্জঃ শুভ্রঞ্চ সপদামুগং ॥ ২০ ॥ তস্মাদাচ্ছত পুণ্যং তৎ কুরুক্ষেত্রং মহাকলং ।
তত্র পৃথুদকে তীর্থে পূজ্যস্তাং পিতরোব্যয়াঃ ॥ ২১ ॥ মহাতিথ্যাং মহাপুণ্যে যদি শক্রপর্যাতবঃ ।
ভবনাথায়না সর্কে ইচ্ছথ ক্রিয়তামিতি ॥ ২২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তা বাসুদেবেন দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । কৃতাজলিপুটী ভূষা পঞ্চকু:
পরমেশ্বরং ॥ ২৩ ॥

কীৰ্ত্তন করিব। অবহিত হইয়া, শ শতী স্কন্দোৎপত্তিও শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ সতী দেহত্যাগ
করিলে, রুদ্র ব্রহ্মচারিব্রত আশ্রয় ও নিরাশ্রয়ত্ব অবলম্বন করিয়া, তপশ্চরণার্থ কৃতঃকল্প হই-
লেন ॥ ১০ ॥ তিনি দেবগণের দৈত্যাদপবিনাশী সেনাপতি ছিলেন। এক্ষণে শিবরূপত্ব
আশ্রয় করিয়া, সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥ দেবগণ সেনানাথ শস্ত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত
হওয়াতে, দানবেন্দ্র শস্ত্র বিক্রমপ্রকাশপূরঃনর তাহাদিগকে পরাজয় করিল ॥ ১২ ॥ তখন
দেবগণ চক্রগদাধর সুরেশ্বর হরির সন্দর্শনমানসে শ্বেতদ্বীপে গমন ও তাঁহার শরণ গ্রহণ
করিলেন ॥ ১৩ ॥

পুরুষোত্তম হরি শক্রপ্রমুখ সুরগণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া, হস্ত করত মেঘগভীর নির্দোষে
বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ ছরাত্মা দৈত্যোজ্জ নিশ্চয় কি আপনাদিগকে জয় করিয়াছে? সেই-
জগত্ই সকলে সম বৃত্ত হইয়া, মদীর সকাশে সমাগত হইছেন ॥ ১৫ ॥ অতএব হে সুরোত্তম
সকল! আপনাদের হিতের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি, তাহা করুন। তাহা হইলেই, জয় লাভ
করিবেন ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ! এই যে পিতৃগণ অগ্নিষ্টাঙ্গাদি নামে বিখ্যাত, যেনা নামে
ইহাদের এক কণ্ঠা আছেন ॥ ১৭ ॥ আপনারা মহাতিথিতে পরমশুদ্ধাশ্রিত হইয়া, তাঁহা-
রে আরাধনা করিয়া, প্রার্থনা করুন ॥ ১৮ ॥ তাহা হইলেই, যিনি দক্ষের প্রতি রোষবশ হইয়া
আপনার প্রিয় জীবিত মলবৎ পরিহাস করিয়াছেন, সেই রূপশালিনী তপস্বিনী সতী ইহার গর্ভে
সমুৎপন্ন হইবেন ॥ ১৯ ॥ এবং শঙ্করর তেজোংশে যে পুত্রের জন্মদান করিবেন, তিনিই যাব-
তীর্থ-পদামুগসমভিব্যাহারী দৈত্যোজ্জ শস্ত্রের সংহার করিবেন ॥ ২০ ॥ অতএব আপনারা মহা-
ফলজনক পরমপবিত্র কুরুক্ষেত্র গমন এবং তথায় পৃথুদকনামক তীর্থে অবিলাসীস্বরূপ পিতৃ-
গণের উপাসনা করুন ॥ ২১ ॥ যদি ভবান্ধজর সাহায্যে শক্রপর্যাতবের বাসনা থাকে, মহা-
তিথিতে সেই মহাপুণ্যতীর্থে ঐরূপ অরুণান করুন ॥ ২২ ॥

ইত্যাদি অমরগণ বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, কৃতাজলিপুটে সেই পরমেশ্বরকে
জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুরুক্ষেত্র কিরূপ, যাহাতে পুণ্যতীর্থ পৃথদক প্রতিষ্ঠিত আছে।

দেব! উত্থঃ । কিং তৎ কুরুক্ষেত্রমিতি যত্র পুণ্যং পৃথুদকং । উত্ত্বাং তন্তু তীর্থণ্য ভগবান্
প্রব্রবীকৃত নঃ ॥ ২৪ ॥ কেরং শ্রোক্তা মহাপুণ্য্য তিথীনামুত্তমা তিথিঃ । যন্তঃ হি পিতরো দিব্য।
অন্তিঃ পুজ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥ উতঃ সুরাগাং বচনামুখারিঃ কৈটভান্দনঃ । কুরুক্ষেত্রোত্ত্বাং
পুণ্যং শ্রোক্তবাংস্তাং তিথীমপি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান্নৃবাচ । সোমবংশে স্তবো রাজা ঋক্ষো নাম মহাবলঃ । কুন্তাদৌ সমভবদৃক্ষাৎ
সম্বরণোভবৎ ॥ ২৭ ॥ স চ পিত্রা নিজে রাজ্যে বল এবাতিষেচিহ্নঃ । বালোপি ধর্মনিরতো
মন্তকৃষ্ণ সদাভবৎ ॥ ২৮ ॥ পুরোহিতস্ত তস্তাদীষসিষ্ঠে বক্রণাশ্রয়ঃ । ন তমধ্যাপয়ামাস সাজ্ঞা-
যেদাঙ্গদ্রবীঃ ॥ ২৯ ॥ ততো জগাম চারণ্যে অনধ্যায়ৈ নৃপাশ্রয়ঃ । সর্ককর্ম্ম স্নানিক্ণ্য বসিষ্ঠং
তপসাং নিধিঃ ॥ ৩০ ॥ ততো যুগ্য ব্যাক্ষেপাদেকাকৌ বাজিনা বনং । বৈভ্রাজং স জগামাথ
মনোমাদেন তম্মুনে ॥ ৩১ ॥ ততস্ত কোতুকাবিষ্টঃ সর্ককুসুম্যে বনে । অবিতৃপ্তঃ স্রুগক্ষ্য
সমস্তাঘ্যচরবনং ॥ ৩২ ॥ স বনাস্তং দদর্শাথ কুল্লকোকনদাবৃতং । কল্লারপদ্মকুমুদৈঃ কমলেন্দ্রী-
বরৈরপি ॥ ৩৩ ॥ তত্র ক্রৌঞ্চস্তি সততমঙ্গরোমরকচ্চকাঃ । তাসাং মধ্যে দদর্শাথ কচ্চাং সম্বরণো-
থিকাং ॥ ৩৪ ॥ দর্শনাদেব স নৃপঃ কামমার্গণপীড়িতঃ । তথ। সা চ তমীট্যঃ কামবাণাতুরা-
ভবৎ ॥ ৩৫ ॥ উভৌ ভৌ পড়িতৌ মোহং জগতুঃ কামমর্গণৈঃ । রাজা চলাননো ভূম্যাং
নিপুণাত তুরঙ্গম ॥ ৩৬ ॥ তমন্তোভা মহাঘ্রানো গন্ধর্কঃ কামরূপিণঃ । সিসিচূর্ক রিণা তেন
লক্ষসংজ্ঞোভবৎ কনাং ॥ ৩৭ ॥ সা চাপ্সরোভিক্রুৎপাট্য নীতা পিতৃকুলং নিষং । তাভিরা-

ভগবন্! সেই তীর্থের আবির্ভাববৃত্তান্ত আমাদের সম্মুখে সর্বিশেষ কীর্তন করুন ॥ ২৪ ॥
তিথিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই মহাপুণ্য তিথিই বা কীদৃশ, যাহা ত দিব্যরূপ পিতৃগণকে প্রযত্ন-
পূর্ব্বক পথঃপ্রদান করিয়া, পূজা করিতে হয় ॥ ২৫ ॥

কৈটভানন্দন মুরারি তাঁহাদের বাক্যে প্রেরিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রের উদ্ভববৃত্তান্ত সহিত সেই
পবিত্র মহাহিথির বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ সত্যযুগের অধিতে সোমবংশে
ঋক্ষনামে মহাবল রাজা সমুদ্ভূত হন । ঋক্ষ হইতে সম্বরণের জন্ম হয় ॥ ২৭ ॥ পিত্রা বাল্য-
কালেই তাঁহারে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন । তিনি সেই বাল্যবয়সেই ধর্মনিরত ও আমার ভক্ত
হইয়া উঠিলেন ॥ ২৮ ॥ বক্রণাশ্রয় বসিষ্ঠ হৃদীয় পৌরহিত্য করিতেন । সেই উদারবুদ্ধি বসিষ্ঠ
তাঁহারে সমুদায় সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর অনধ্যায়দিবসে
রাজনন্দন তপোনিধি বসিষ্ঠের হস্তে সমস্ত কার্যভার অর্পিত করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥
তদনন্তর যুগের ব্যাক্ষেপবশতঃ তিনি একাকী অস্বারোহণে মনের উন্মাদনক্রমে বৈভ্রাজনামক
অরণ্য সমাগত হইলেন ॥ ৩১ ॥ ঐ অরণ্য সকল কতুর কুম্মে আমোদিত । তিনিও গন্ধজ্বাণে
কোন মতেই তৃপ্তিশেষ লাভ করিতে না পারিয়া, কোতুকাবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে
লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি দেখিলেন, ঐ বনাস্ত প্রকুল কোকনদে পরিবৃত । এবং কল্লার, পদ্ম,
কুমুদ, কমল ও ইন্দীবরসমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৩ ॥ তথায় অমর ও অঙ্গরকণ্ঠার। সতত ক্রীড়া
করিতে ছন । তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্কপেক্ষা উৎকর্ষশালিন কচ্চারে দর্শন করিলেন ॥ ৩৪ ॥
দর্শন করিবামাত্র তিনি কামবাণে পীড়িত হই । উঠিলেন । সেই কচ্চাও তাঁহারে অবলোকন
করিয়া, মদনশরে একান্ত অভিভূত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ এইরূপে উভয়েই কামবাণে পীড়িত ও
তর্নিবন্ধন মোহের বশতাপন্ন হইলেন । তন্মধ্যে রাজা আসনভ্রষ্ট হইয়া, তুরঙ্গম হইতে ধরাতল
আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তদর্শনে কামরূপী মহাঘ্রা গন্ধর্কগণ অভিপতিত হইয়া, তাঁহারে
সনিলসিক্ত করিল, ক্ষণমধ্যেই তাহার সংজ্ঞালাভ হইল ॥ ৩৭ ॥ তখন অঙ্গরোগণ তপসীরে

স্বসিতা চাপি মধুরৈর্লচনাংবুভিঃ ॥ ৩৮ ॥ স চাপ্যাক্ষতুরগং প্রতিষ্ঠানং পুরোত্তমং । গতস্ত
মেকশিখরং কামচারী যমঃস্বরঃ ॥ ৩৯ ॥ যদা প্রভৃৎ স। দৃষ্টো চক্ষুৰ্ভূতপতী গিরৌ । তদা
প্রভৃৎ নান্নাতি দিব্যাবপিতি বা নিশি ॥ ৪০ ॥ ততঃ সৰ্ব্বা দয়াগ্রা বিদম্ভা বক্রাণ্যম্ভাঃ । তপতী-
তাপিতথীরং পার্শ্ববং তপসাং নিধিঃ ॥ ৪১ ॥ সমুৎপত্য মহাযোগী গগনং রবিমণ্ডলং । নিবেশ
দেবস্তিথ্যং শুদ্ধদর্শ সান্দ্রেন স্থিতং ॥ ৪২ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভাস্করং দেবং ননাম দ্বিজসত্তমঃ । প্রতি-
প্রণমিতশ্চাসৌ ভাস্করেণাপি সদৃষিঃ ॥ ৪৩ ॥ অলঙ্কটাকলাপোসৌ দিবাকরসমীপগঃ । শোভিতৈ-
বাক্রনিঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সম্পূজ্যতে হর্ষাট্টদ্যভাস্করেণ তপোবনঃ ।
পৃষ্টশ্চাগমনে হেতুং প্রত্যাখ্যাত দিবাকরং ॥ ৪৫ ॥ সমারাতোহস্ম্য দেবেশ বা চিত্তং হ্যং মহাত্ম্যতে ।
সুতাং সংবরণস্তার্থে তৎ তাং দাতুমর্হসি ॥ ৪৬ ॥ ততো বসিষ্ঠায় দিবাকরেণ নিবেদিতা সা তপতী
তনুকা । গৃহাগতায় দ্বিজপুত্রবার রাজ্ঞোহর্ষতঃ সংবরণস্য চৈব ॥ ৪৭ ॥ সারিত্র্যমাসাদ্য বচো বসিষ্ঠঃ
স্বমশ্রমং পুণ্যমুপাজগাম । সা চাপি সাস্বত্য নৃপায়ত্নং তং কৃত্যঞ্জলির্সাক্রনিমাহ দেবী ॥ ৪৮ ॥

তপত্বাচ । ব্রহ্মন্ ময়া খেদমুপেত্য যো হি সহস্রপরাভিঃ পরিচারিকাভিঃ । দৃষ্টো হর্যণোহ-
স্বরগর্ভতুলে । নৃপায়ত্নো লক্ষণতোশি জ্ঞানে ॥ ৪৯ ॥ পাদৌ শুভৌ চক্রগদাসিচিহ্নৌ জজ্ঞে তথোক্ত
করিহস্ততুলৌ । কটির্যথা কেশরিণস্তথৈব কামঞ্চ মধ্যং ত্রিলীনিবদ্ধং ॥ ৫০ ॥ গ্রীবাস্য
শঙ্খাকৃতিমাদধাতি ভূজৌ চ পৌনৌ কঠিনৌ সুদীর্ঘৌ । হস্তৌ তথা পদ্মলোভবাকৌ ছত্রাকৃতি-
স্তস্য শিখো বিভাতি ॥ ৫১ ॥ নীলাশ্চ কেশাঃ কুটিশ্চ তস্ত্য কণা সমাংসৌ স্তস্য চ নাসা ।

বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে স্বকীয় পিতৃকূলে লইয়া গেল । এবং মধুর বচনসলিলে
তাহাঁরে আশ্বাসিত করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ।

এদিকে নরপতি সংবরণ, কামচারী ক্রমর যেমন মেকশিখরে গমন করেন, তদ্রূপ অশ্বারোহণে
প্রতিষ্ঠানপুরে সমাগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তপতীকে গিরপৃষ্ঠে দর্শন করিয়া অবধি তিনি দিবসে
আহার ও রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিলেন ॥ ৪০ ॥ অব্যগ্রস্তভাবে, সজীবিত, তপোনিধি বশিষ্ঠ
সেই বীরকে তপতীতাপিত অবলোকন করিয়া ॥ ৪১ ॥ গগনমণ্ডলে সমুৎপত্তিত ও রবিমণ্ডলে
মহাযোগবলে প্রবিষ্ট হইয়া, শুদ্ধনস্থ ভগবান্ ভাস্করকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ দ্বিজসত্তম
দিবাকরকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, প্রণাম করিলে, সেই ভাস্করও তাঁহারে প্রতিপ্রণাম করিলেন ॥ ৪৩ ॥
শ্রীমান্ বশিষ্ঠ প্রকলিত বিবসানের স্থায়, শোভমান হইলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর দিবাকর অর্গদি দ্বারা সবিশেষ পূজা করিয়া, আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলে,
তপোবন বাক্রনি প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে দেবেশ ! হে মহাত্ম্যে ! সম্বরণের জন্ত
ভবদীয় ছহিতা তপতীকে যাজ্ঞা করিবার অভিলাষে আপনার সকাশে আগিয়াছি । তাহারে
প্রদান করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

তখন দিবাকর সম্বরণের জন্ত গৃহাগত দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠকে স্বকীয় ছহিতা তপতী নিবেদন
করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠ সূর্য্যের অনুমতিবাক্য গ্রহণ করিয়া, আপনার পবিত্র আশ্রম-
পদে উপাগত হইলেন । ঐ সময়ে দেবী তপতী নৃপনন্দন সম্বরণকে স্মরণ করিয়া, কৃত্যঞ্জলিপুটে
তাহাঁরে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ॥ ৪৮ ॥ আমি পরিচারিক অঙ্গরোগণের সহিত অরণ্যমধ্যে যে
দেবগর্ভতুল্য নৃপায়ত্নকে নিরীক্ষণ করিয়া, যিগ্নহৃদয় হইয়াছি, তাহার লক্ষণ সমস্ত আমার বিদিত
আছে ॥ ৪৯ ॥ তাহার পদযুগল পরমসুন্দর এবং চক্রগাথজাচিহ্নে লাক্ষিত । তাহার জজ্ঞা
ও উরুদ্বিতয় করিকরসদৃশ । তাহার কটি কেশরীর সমান ; মধ্যদেশে কৃণ ও ত্রিলিতরঙ্গে
অলঙ্কৃত ॥ ৫০ ॥ তাহার গ্রীবা শঙ্খাকৃত । এবং ভূজযুগল স্পিন, কঠিন ও সুদীর্ঘ । তাহার
হস্ত পদ্মলোভবাক্ষিত এবং মস্তক ছত্রাকৃতি ও পরমশোভমান ॥ ৫১ ॥ তাহার কেশকলা

দীর্ঘাশ্চ তস্তাং গুণয়ঃ সুপর্কসঃ পত্যাং করাতাং দশনাশ্চ শুভ্রাঃ ॥ ৫২ ॥ সমুদ্রঃ বহুভি-
রুদারবীর্ষাশ্চিগ্ধীর্গভীরজিহ্ব চ প্রসংবঃ । রক্তস্তথা সপ্তসু রাজপুত্রঃ কৃষ্ণশ্চতুর্ভিঃ স্ফিভির্দানতোপি ॥ ৫৩ ॥
যাভ্যাক শুক্রঃ সুরভিষ্চ হৃর্তঃ সন্ত্যেব পদ্মানি দশৈব চান্য । বৃতঃ স ভর্তা ভগবন্ হি পূর্কঃ স্ততঃ
রাজপুত্রঃ পরমং বিচিন্ত্য ॥ ৫৪ ॥ দদস মাং নাথ তপস্বিমুখ্য গুণোপপন্নায় সমীহিতায় । স্নেহাৎ
একামং প্রবদন্তি সন্তো দাতুং তথা হস্তস্য বিভো কমম্বুঃ ॥ ৫৫ ॥

দেবদেব উবাচ । ইত্যেবমুক্তঃ স বিতুষ্ট পুত্রাঃ স্মৃষ্টদা ধ্যানপথো বভূব । জানে তমে-
ক স্মৃতং সকাশং মৃদা যুতা বাক্যমিদং জগাদ ॥ ৫৬ ॥ স এব পুত্রি ক্ষিতিপাত্ত্বজস্য বা দৃষ্টে পুরা কাম-
য়সে বমদ্য । স এব চার্যতি মমাপ্রমং বৈ স্কন্ধাশ্রয়ঃ সংবরণো হি নান্না ॥ ৫৭ ॥ অথাজগাটমিব
নৃপস্য পুত্রস্তদাশ্রমং ব্রাহ্মণপুঙ্গবস্য । দৃষ্টে বশিষ্ঠঃ প্রণিপত্য মূর্খা স্তিতাঃ স্বপশ্যতপতীঃ
নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৮ ॥ দৃষ্টে চ স্মাং পদ্মবিশালনেত্রাং সঃদৃষ্টপূর্কৈয়মিতি ব্যচিন্তয়ৎ । পত্রচ্ছ কেষ্যং
ললনা দ্বিজেন্দ্র স বাক্যিঃ শ্রাহ নরাধিপেন্দ্রঃ ॥ ৫৯ ॥ ইয়ং বিবসদ্ভূতাহিতা নরেন্দ্র নান্না প্রসিক্কা
তপতী পৃথিব্যাম্ । ময়া তবার্থায় দিবাকরোর্থিভঃ প্রাদান্নয়া আশ্রমমাপিতেয়ম্ ॥ ৬০ ॥ তস্মাৎ
সমুত্তিষ্ঠ নরেন্দ্র দেব্যাঃ পাণিং তপত্যা বিধিবদগৃহাণ । ইত্যেবমুক্তো নৃপতিঃ প্রস্রষ্টো জগাহ পাণিং

কুটিলভাবাপন্ন ও নীলবর্ণে সমলকৃত ; কর্ণযুগল সমাংস ও নাগিকা সুসম । ত হাঁর পাদর ও হস্তের
কুলি সকল দীর্ঘ ও সুন্দরপর্কবিশিষ্ট এবং দশনপংক্তি শুভ্র ॥ ৫২ ॥ তিনি উদারবীর্ষ্যাসম্পন্ন,
যড়ুন্নত, ত্রিগভীর, ত্রিপ্রলম্ব, সপ্তরক্ষ, চতুঃকৃষ্ণ, আনতত্রিক ॥ ৫৩ ॥ দ্বিলক্ষ, সুভিত্তুক ও
দশপদ্রে সমলকৃত । হে ভগবন্ ! আমি সেই রাজপুত্রকে সর্কোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, অগ্নিসমক্ষে
তাহাঁরেই ভর্তাকপে বরণ করিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ হে নাথ ! হে তপস্বিমুখ্য ! সেই গুণসম্পন্ন
সুরাজনন্দনই আমার অভিলষিত বর । অতএব তাঁহার হস্তে আমারে সম্প্রদান করুন । হে
বিভো ! আপনি অন্ততর পাত্রে আমারে অর্পণ করিতে পারেন । তথাপি, সাধুগণ বলিয়াছেন,
যাহার প্রতি যাহার অনুরাগ, তাহাতেই তাঁহার কাম পর্য্যবসিত হইয়া থাকে । অতএব তাঁহাকেই
সম্প্রদান করিবে ॥ ৫৫ ॥

দেবদেব কহিলেন, শাকরনন্দিনী তপতী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চিন্তা
করি ত লাগিলেন, সেই রাজা সম্বরণ যে ইহার প্রতি কামনাপরতন্ত্র হইয়াছে, তাহা আমি
জানিতে পারিয়াছি । এইপ্রকার চিন্তানস্তর তিনি হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন,
অরি পুত্রি ! তুমি অদ্য যাহারে কামনা করিতেছ, পূর্কোতাপাকেই তুমি দর্শনগোচর করিয়াছিলে ।
সম্বরণ নামে প্রসিক্কা সেই এই স্কন্ধনন্দন আমার আশ্রম আশ্রিতেছে ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ বলিতে বলিতে
নৃপনন্দন সম্বরণ ব্রাহ্মণপুঙ্গব বশিষ্ঠর আশ্রমপদে পদার্পণ ও তাহাঁরে দর্শনপূর্কক মস্তক দ্বারা
প্রণিপাত করিয়া, তথায় অবস্থিত তপতীকে অবলোকন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ সেই পদ্মবিশাল-
লোচনা ললনারে নেত্রগোচর করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহারে পূর্ক অবলোকন
করিয়াছি । এইপ্রকার চিন্তাবসানে মর্ষিরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! এই ললনা
কে ? বশিষ্ঠ কহিলেন, নরাধিপেন্দ্র ॥ ৫৯ ॥ ইনি ভানুমানের আশ্রয় ; তপতী নামে
প্রসিক্কা । আমি তোমার দ্বন্দ্ব দিবাকরের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি ইহারে প্রদান করিয়া-
ছেন । তাহাতেই আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি ॥ ৬০ ॥ অতএব হে নরেন্দ্র ! সমুখিত হও,
এবং যথাবিধানে দেবী তপতীর পাণিগ্রহণ কর ।

রাজা সম্বরণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, পরমহর্ষাবিশিষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে তপতীর পাণি-

বিধিবস্তপত্যাঃ ॥ ৬১ ॥ সা তং পতিং প্রাপ্য মনোভিরামং সূর্য্যায়জ্ঞা শক্রসমপ্রভাবং । য়েমে চ
তেনৈব গৃহোক্তনেষু যথা মহেন্দ্রেণ পুলোমল্যং দিগ্ধি ॥ ৬২ ॥

ইতি ত্রীবামনপুরাণে তপতীপরিণয়ো নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ছাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেবদেব উবাচ । তস্তাং তপত্যাং নরসন্তমেন জাতঃ সূর্য্যঃ পার্শ্ববলক্ষণস্ত । স জাত-
কর্ম্মাদিভিরেব সংস্কৃতো যবর্কতাঞ্জন হতো যথাগ্নিঃ ॥ ১ ॥ কৃৎক চূড়াকরণং তু দেবা বিশ্লেণ
মিত্রাবরুণায়জেন । নবান্নিকস্ত ত্রতবন্ধনঞ্চ বেদে চ শাস্ত্রে বিধিপারগোহভূৎ ॥ ২ ॥ ততশ্চতুঃ-
ষড়ভিরপীহ বর্ধেঃ সর্কজ্জতামভ্যগমন্ততোসৌ । খ্যাতঃ পৃথিব্যাং পুরুষোত্তমোহসৌ নাম্না কুরুঃ
সম্বরণস্য পুত্রঃ ॥ ৩ ॥ ততো নরপতিদৃষ্টা পুত্রস্বঃ কোড়শাক্ষিঃ স । দারক্রিয়ার্থমকরোদযত্নং
শুভকূলেততঃ ॥ ৪ ॥ সৌদাম্নীঞ্চ সূদামন্ত সূতাং রূপাধিকাং নৃপঃ । কুরোরর্থায় বৃতবান্ স
প্রাদাৎ কুরবেপি তাম্ ॥ ৫ ॥ সতাং নৃপসুতাং লক্ষ্মী । স্বধর্ম্মানবিরোধম্ নৃপ । য়েমে তস্য্য সহ-
তয়্য পৌলোম্য্য মম্ববানিব ॥ ৬ ॥ ততো নরপতিঃ পুত্রং রাজ্যভারক্ষমং বলী । বিদিত্বা যৌবরাজ্যায়
বিধানেনাত্যবেষেৎ ॥ ৭ ॥ ততো রাজ্যোভিষিক্তস্ত কুরুঃ পিত্রা নিজে পদে । সু পালয়ামাস
মহীং পুত্রবচ প্রজাঃ পরং ॥ ৮ ॥ স এব ক্ষেত্রপালোহভূৎ পশুপালঃ স এব হি । স এব রাজা-
পালশ্চ অজ্ঞাপালো মহাবলঃ ॥ ৯ ॥ ততোশ্চ বুদ্ধিরূপম্না কৃষ্ণাঙ্গাংকে গরীমসী । যাবৎ কীর্ত্তিঃ
স্বসংস্থা তাবদ্বাসন্তয়া সহ ॥ ১০ ॥ অশ্রবঃ নৃপতিশ্রেষ্ঠো যথাতথ্যমমুক্ত । বিচচার মহীং

গ্রহণ করিলেন ॥ ৬১ ॥ সূর্য্যায়জ্ঞা তপতী সেই শক্রসমপ্রভাবম্পন্ন মনোভিরাম পতি প্রাপ্ত
হইয়া, মহেন্দ্রের সহিত শতীর ত্রায়, তাঁহার সমভিব্যাহারে গৃহোক্তমসমূহে বিহার করিতে
লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি ত্রীবামনপুরাণে তপতীপরিণয় নামক একবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দেবদেব কহিলেন, নরসন্তগ সংবরণ তপতীর গর্ভে পার্শ্ববলক্ষণলক্ষিত এক পুত্র উৎপাদন
করিলেন । জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন হইলে, ঐ পুত্র বৃনাক্ত হতাশনের ন্যায়, বর্জিত হইয়া
উঠিল ॥ ১ ॥ হে দেবশ ! মিত্রাবরুণায়জ বশিষ্ঠ চূড়াকরণ ও নবান্নিক ত্রত বন্ধন করিলে,
সেই পুত্র বেদে ও শাস্ত্রে বিধিবৎ পারগ হইল ॥ ২ ॥ অনন্তর চারি ছয় বৎসরেই সর্কজ্জতানাভ
করিল । সংবরণেই সেই পুত্র পৃথিবীতে পুরুষোত্তম কুরু নামে বিখ্যাতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥
অনন্তর সংবরণ পুত্রকে কোড়শক্সদেণীয় দর্পন করিয়া শুভবংশে দারক্রিয়ার জন্ত যত্ন কবিত
লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তৎপ্রসঙ্গে তিনি রাজা সূদামার নন্দিনী রূপোৎকর্ষশালিনী সৌদাম্নীকে
পুত্রের জন্য বরণ ও তিনিও কুরুর হস্তে তাহা দ্বারা সম্প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥ কুরু সেই নৃপ-
নন্দিনীকে লাভ করিয়া, স্বধর্ম্মের অবিরোধে তাঁহার সহিত, শতীসম্বৃত ইন্দ্রের ত্রায়, বিহা । কী তে
লাগিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর সংবরণ পুত্রকে রাজ্যপালনক্ষম অবগত হইয়া, যথাবিধানে যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৭ ॥ কুরু পিত্রা কর্ত্তক নিজপদে অভিষিক্ত হইয়া পুত্রনির্কীর্ষশেষে প্রজা-
গণের ও পৃথিবীর পরিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ এবং তিনিই ক্ষেত্রপাল হইলেন । তিনিই
পশুপাল হইলেন এবং তিনিই রাজপাল ও অজ্ঞাপাল হইলেন ॥ ৯ ॥ কালসহকারে তাঁহার
এইরূপ গরীমসী বুদ্ধির উদয় হইল, ইহলোকে যাবৎ কীর্ত্তি বিরাজ করে, তাবৎ তাহার সহিত
বাস ॥ ১০ ॥ হইয়া থাকে । নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুরু যথাতথ্য এইরূপ বিবেচনা করিয়া, কীর্ত্তিস্থাপনার্থ

সৰ্ব্বাং কীৰ্ত্ত্যৰ্থং নরাধিপঃ ॥ ১১ ॥ ততোঽদৈতবনং নাম পুণ্যং লোকচরো বশী । তদাসাবতি-
সন্তুষ্ঠে । বিবেশাভ্যাস্তরং ততঃ ॥ ১২ ॥ তত্র দেবীং দদর্শাথ পুণ্যাং পাপবিমোচনীম্ । প্লক্ষজাং
ব্রহ্মণঃ পুত্রীং হরিকিষ্কোঃ সরস্বতীং ॥ ১৩ ॥ সুদৰ্শনশ্চ জননীং হৃদং কৃষ্ণা সুবিস্তৃতং । তস্মাস্ত-
জ্জলমাসাদ্য স্নাত্বা ঐতোভবরূপঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম চ পুনব্রহ্মণো বেদিমুত্তরাং । সমস্ত-
পঞ্চকং নাম ধৰ্ম্মস্থানমমুত্তমং । আসংমতাদ্ভোজনানি পঞ্চ পঞ্চ চ সৰ্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥

দেবা উচুঃ । কিমস্তা বেদয়ো দেব ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তম । যেনোত্তরতয়া বেদী গদিতা সৰ্ব-
পঞ্চকে ॥ ১৬ ॥

হরিকৃবাচ । বেদয়ো লোকনাথস্য পঞ্চ ধৰ্ম্মস্য সৰ্ব্বতঃ । যাস্থ যষ্টং সুরেশেন লোকনাথেন
শস্তুনা ॥ ১৭ ॥ ঐবাগো মধ্যমা বেদিঃ পূৰ্ব্বা বেদির্গয়াণিরঃ । বিরজা দক্ষিণা বেদিরনন্তফল-
দায়িনী ॥ ১৮ ॥ প্রতীচী পুষ্করা বেদিত্রিভিঃ কুটৈরঙ্গংকুতা । সমন্তপঞ্চকে চোক্তা বেদিরেবো-
ত্তরা তথা ॥ ১৯ ॥ তদমন্তত রাজর্ষিরিদং ক্ষেত্রং মহাকলং । করিষ্যামি কুৰিষ্যামি সৰ্ব্বান কামান
যথৈশ্বৰ্যম্ ॥ ২০ ॥ ইতি সংচিন্ত্য মনসা তাক্রা স্ত্যদনমুত্তমং । চক্রে কীৰ্ত্ত্যৰ্থমতুলং স্থানং তৎ-
পার্শ্ববর্ষভঃ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণা সীরং সর্বোবর্ণং গৃহ ক্রদ্রবং প্রভুঃ । বোটারং যাম্যমহিষং স্রগ-
কর্গিতুমুদ্যতঃ ॥ ২২ ॥ তং কর্ষং তং নরবরং সমভ্যাত্য শতক্রতুঃ । প্রোবাচ রাজন্ কিমিদং ভবান্
কর্তুমিহোদতিঃ ॥ ২৩ ॥ রাজ্জাববীং স্রবরং তপঃ সত্যং ক্ষমাং দয়াং । কুৰ্যামি শৌচদানে চ
যোগঞ্চ ব্রহ্মচারিতাং ॥ ২৪ ॥ তথোবাচ হরির্দেবঃ কস্মাদ্বীজং নরেশ্বর । লক্শং শ্রেতি সহসা হ-

সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপ পর্যটনপ্রসঙ্গে সেই জিতেন্দ্রিয় কুরু
পরমপবিত্র উদৈত বনে সমাগত ও অতিমাত্র সংতুষ্ট হইয়া, তাহার অভ্যস্তরে প্রবেশ করি-
লেন ॥ ১২ ॥ তথায় পাপবিমোচনী, পুণ্যরূপিণী, ব্রহ্মনন্দিনী হরিকিষ্ক। সরস্বতী বিরাজ
করিতেছেন । সেই প্লক্ষজারে নয়নগোচর করিলেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সুদর্শনের জননী । তথায়
সুবিস্তৃত হৃদ নির্মাণ করিয়া, রাজা কুরু সেই সরস্বতীর সলিলে সমাসাদন ও স্নান করত প্রীতি-
মান হইলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর পুনরায় ব্রহ্মার উত্তরবেদিতে গমন করিলেন । উহার নাম
সমস্তপঞ্চক । উহা অনুত্তম ধৰ্ম্মক্ষেত্র । উহা চতুর্দিকেই পঞ্চপঞ্চযোজন বিস্তৃত ॥ ১৫ ॥

দেবগণ কহিলেন, হে দেব ! হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্মার কি অন্যাত্ম বেদী আছে ? সেই-
জগৎই আপনি সমস্তপঞ্চককে উত্তরবেদি কীৰ্ত্তন করিলেন ॥ ১৬ ॥

হরি কহিলেন, লোকনাথ সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মরূপী ব্রহ্মার পাঁচটি বেদী প্রসিদ্ধ । লোকনাথ দেব-
দেব শাস্ত্র ঐ সকল বেদীতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ১৭ ॥ ইহার মধ্যে প্রয়াগ মধ্যবেদি ; পূর্ব বেদি
গয়াণির ; বিরজা দক্ষিণ বেদি ; উহা অনন্ত ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ প্রতীচী বেদী
পুষ্কর কুণ্ডে অলঙ্কৃত । আর, সমস্তপঞ্চকে উত্তরবেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ রাজর্ষি
কুরু মনে মনে স্থির করিলেন, এই উত্তরবেদিকেই আমি মহাফলজনক ক্ষেত্র করিয়া, ইচ্ছানুসারে
সমুদায় কামনা কর্ষণ করিব ॥ ২০ ॥ মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা ও যথ ত্যাগ করিয়া, সেই
পার্শ্ববর্ষেই কীৰ্ত্তির জন্য অতুল ক্ষেত্রস্বরূপ করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর স্রবণের সীর
নির্মাণ ও ক্রদ্রের বুধকে গ্রহণ করিয়া, যমের বুধকে বোটারূপে অবলম্বনপূর্বক স্রবণ করিতে
উদ্যত হইলেন ॥ ২২ ॥ শতক্রতু তদবস্থ রাজার সকাশে সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,
ব্রহ্মন্ ! আপনি এখানে কি করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? ॥ ২৩ ॥

রাজা সেই স্রবণকে কহিলেন, আমি তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, দান, যোগ ও
ব্রহ্মচারিতা এই সকল কর্ষণ করিব ॥ ২৪ ॥

বহুস্ত গত্যন্তঃ ॥ ২৫ ॥ গতেহপি শক্রে নৃপতিরহস্তহনি সীরধ্বক্ । কৃষতেহস্তং সমংতাচ্চ সপ্ত
ক্রোশাম্মহীপতিঃ ॥ ২৬ ॥ ততোহমক্রবং গজা কুরোকিমদমিতাথ । তদাষ্টোজং মহাধর্ম্যং সমা-
খ্যাতং নৃপেণ হি ॥ ২৭ ॥ ততো মধাস্য গদিতং নৃপ বীজং ক তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥ স চাহ মম দেহস্থঃ
বীজং তমহমক্রবং । দেহস্থঃ বাপয়িষ্যামি সীরং কৃষতু বৈ ভবান্ ॥ ২৯ ॥ ততো নৃপতিনা
বাহুর্দক্ষিণঃ প্রস্থতঃ কৃতঃ । প্রস্থতং তং ভুজং দৃষ্ট্বা মহাচক্রেণ বেগতঃ ॥ ৩০ ॥ সহস্রখা প্রচিচ্ছেদ
যমাদেকভূজাভবৎ । ততঃ সব্যো ভুজো রাজা দত্তশ্চি স্নাপ্যসৌ ময়া ॥ ৩১ ॥ তথৈবোক্রবুগং
প্রাদান্ময়াচ্ছরৌ চ তাবুভৌ । ততঃ স মে শিরঃ প্রাদান্তেন প্রীতোস্মি তস্ম চ ॥ ৩২ ॥ বরদো-
ক্ষীত্যথৈতু্যক্তে কুরুর্করমরাচত ।

কুরুবাচ । যাবদেতন্ময়া কৃষ্টং ধর্ম্যক্ষেত্রং তদন্ত বঃ ॥ ৩৩ ॥ স্নাতানাঞ্চ মৃতানাঞ্চ মহাপুণ্য-
ফলম্ভিহ । উপবাসশ্চ দানঞ্চ স্নানঞ্চ জপঞ্চ মাধব ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ অক্ষয়ং প্রবরে ক্ষেত্রে ভবত্বজ মহা-
ফলং । তথা ভবান্ সুরৈঃ সার্কং সমং দেবেন শূলিনা ॥ ৩৬ ॥ বসন্ত পুণ্ডরীকাক্ষ মঙ্গামব্যঞ্জ-
কেহচ্যুত । ইত্যেবমুক্তস্তেনাহং রাজা বাচমুবাচ তং ॥ ৩৭ ॥ তথা চ স্বং দিব্যবপুর্ভব ভূয়ো মহী-
পতে । তথাস্তকালে মযোব লয়মেব্যসি সূত্রত ॥ ৩৮ ॥ শাস্ত্রতী তব কীর্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
তত্র বৈ যাজকো যজ্ঞান্ যজিষ্যসি সহস্রশঃ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, নরেশ্বর ! কোথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে ? এইরূপ কহিয়াই তিনি
হাস্ত করত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্র গমন করিলে, রাজা কুরু প্রতিদিন
সীরগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য স্থান সকল কর্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে সপ্তক্রোশ কর্ষিত
হইল ॥ ২৬ ॥ তখন আমি তথায় গমন করিয়া কহিলাম, কুরু ! এ কি করিতেছ ?

তিনি কহিলেন, আমি অষ্টোজ মহাধর্ম্য কর্ষণ করিতেছি ॥ ২৭ ॥

আমি কহিলাম, ইহার বীজ কোথায় ? ২৮ ॥

তিনি কহিলেন, আমার দেহেই বীজ আছে ।

আমি কহিলাম, আমাকে ঐ বীজ প্রদান কর ; আমি বপন করিব । তুমি সীর কর্ষণ কর ॥ ২৯ ॥
তখন রাজা আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন । আমি সেই প্রসারিত ভুজ দর্শন করিয়া,
মহাচক্রেণ আঘাতে সবেগে ॥ ৩০ ॥ তাহা সহস্রখণ্ডে ছেদন করিলাম । তাহাতে তিনি একভুজ
হইলেন । অনন্তর রাজা সব্য ভুজ প্রদান করিলে, আমি তাহাও ছেদন করিলাম ॥ ৩১ ॥ তখন
তিনি উরুযুগ্ম প্রদান করিলে, তাহাও ছেদন করিলাম । অনন্তর তিনি মস্তক প্রদান করিলে,
আমি তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হইলাম ॥ ৩২ ॥ এবং বলিলাম, আমি তোমায় বরদান করিব ।
তাহাতে কুরু এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমি যতদূর কর্ষণ করিয়াছি, ততদূর আপনার দেহ
ধর্ম্যক্ষেত্র হউক ॥ ৩৩ ॥ এখানে স্নান করিলে ও ময়িলে যেন মহাপুণ্যফললাভ হয় । হে মাধব !
এখানে উপবাস, দান, স্নান, জপ ॥ ৩৪ ॥ হোম ও যজ্ঞাদি অস্ত্রবিধ শুভ বা অশুভ যাহাই
অমুষ্ঠান করা হউক, হে স্বর্গীকেশ ! হে শত্ৰুচক্রগদাধর ! ॥ ৩৫ ॥ আপনার প্রসাদে তৎসমস্ত
যেন এই প্রবরক্ষেত্রে অক্ষয় ও মহাকলবিধায়ক হয় । হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে অচ্যুত ! আপনিও
যেন সমুদায় দেবগণ ও দেবদেব মহাদেবের সহিত আমার নামব্যঞ্জক এই ক্ষেত্রে সর্বদা
বিরাজ করেন ।

আমি তৎকর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া কহিলাম, রাজন ! আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥ ৩৬ ॥
৩৭ ॥ তদ্ব্যতীত, তুমি দিব্যদেহ হইয়া, অন্তকালে আঘাত লয় পাইবে ॥ ৩৮ ॥ হে সূত্রত !
তোমার কীর্তি চিরস্থায়িনী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এবং তুমি সহস্র সহস্র যজ্ঞামুষ্ঠান
করিবে । ৩৯ ॥

দেবানুৎসাদ্য সৰ্বতঃ ॥ ৫ ॥ রাজ্যং কৃতঞ্চ তেনেষ্টং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । কৃতবজ্জেষু দৈত্যে
ত্রৈলোক্যে দৈত্যভাংগতে ॥ ৬ ॥ জয়ে তথা বলবতোঽশ্বশস্বয়োসুখা । শুদ্ধাস্থ দিক্ষু সৰ্ব্বাস্থ
প্রবৃন্তে ধৰ্ম্মকৰ্ম্মণি ॥ ৭ ॥ সংপ্রযুক্তে দৈত্যপথে অয়নস্থে দিবাকরে । প্রহ্লাদশস্বরমঠৈরনুরাগেণ
চৈব তি ॥ ৮ ॥ দিক্ষু সৰ্ব্বাস্থ শুণ্ডাস্থ গগনে দৈত্যপালিতে । দেবেষু মথশোভাং চ স্বৰ্গস্থং দৰ্শয়ৎ-
সু চ ॥ ৯ ॥ প্রকৃতিস্থে ততো লোকে বৰ্জ্যমানে চ সৎপথি । অভাবে সৰ্ব্বপাপনাং ধৰ্ম্মভাবে
সদোথিতে ॥ ১০ ॥ চতুঃপাদে স্থিতে ধৰ্ম্মে হৃদয়ে পাদবিগ্রহে । প্রজাপালনযুক্তেষু ভ্রাজ্যমানেষু
রাজসু । স্বৰ্গ্যযুক্তেষু তথা সৰ্ব্বেষাশ্রমবাসিষু ॥ ১১ ॥ অভিষিক্তোহসুতৈঃ নৈকৈর্দৈত্যরাজ্যে
বলিস্তদা । জ্যেষ্ঠেশ্বরসজ্জেসু নদংসু মুদিতেষু চ ॥ ১২ ॥ অথাভ্যুপগতা লক্ষ্মীকলিঃ পদ্মাস্তরপ্রভা ।
পদ্মোদ্যতকরা দেবী বরদা সুপ্রবেশিনী ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণাচ । বলে বলবতাং শ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ মহাত্ম্যতে । শ্রীচাম্মি তব ভদ্রস্তে দেবরাজপরাজয়ে ॥ ১৪ ॥
বহুয়াযুধিবিক্রম্যদেবরাজঃ পরাজিতঃ । দৃষ্ট্বা তে পরমং সত্ত্বং ততোহং সয়মাগতা ॥ ১৫ ॥
নাশ্চর্য্যং দানবব্যাজ্জ হিরণ্যকশিপোঃ কুলে । অসুতস্তাসু ব্রহ্মসু তব কৰ্ম্মদমৌদুশং ॥ ১৬ ॥ বিশে-
ষিতস্তরা রাজন্ দৈত্যোজ্জঃ প্রপিতামহঃ । যেন যুক্তং হি নিখিলত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ং ॥ ১৭ ॥ এব
মুক্ত্বা তু সা দেবী লক্ষ্মীদৈত্যানুপং বলিঃ । প্রবিষ্টা বরদা দেব্যা সৰ্ব্বদেবমনোরমা ॥ ১৮ ॥ তুষ্টাশ্চ
দেব্যঃ প্রবরা হ্রীঃ কীর্ত্তিহৃতিরেব চ । প্রভা ধৃতিঃ কমা শক্তিঃ কলিঃ দিব্যা মহামতিঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রুতি-

দেবতার উৎসাদনপূর্ব্বক ॥ ৫ ॥ সেই বলি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সংসারে রাজ্য ও যজ্ঞ সকলের
অনুষ্ঠান করিয়াছিল । তাহার দৃষ্টান্তে সমুদায় দৈত্য বজ্জে প্রবৃত্ত হইল । সমস্ত সংসার ক্রমে
দৈত্যময় হইয়া উঠিল ॥ ৬ ॥ শস্বর ও ময় সকলকেই জয় করিল । ধৰ্ম্মকার্য্য প্রবর্ত্তিত হওয়াতে,
দিক্ সকল শুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ অয়নস্থ দিবাকর দৈত্যপথেই প্রবৃত্ত হইলেন । প্রহ্লাদ,
শস্বর ও ময় ইহারা অনুরাগসহকারে সমুদায় দিক্ রক্ষা করিতে লাগিল । গগনমণ্ডলও দৈত্য-
গণের রক্ষায় স্তম্ভ হইল । স্বৰ্গমণ্ডলে দৈত্যগণের বজ্জশোভা দেবগণ দৰ্শন করিতে লাগি-
লেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ ও সৎপথে প্রবৃত্ত হইল । পাপ সকল একবারেই
দূর হইয়া গেল । ধৰ্ম্মভাবেরই সৰ্ব্বদা উত্থান সংঘটিত হইল ॥ ১০ ॥ ধৰ্ম্ম চতুঃপাদ ও অধৰ্ম্ম
পাদমাঝে অবস্থিতি করিল । রাজারা প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, সৰ্ব্বথা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া
উঠিলেন ॥ ১১ ॥ আশ্রমবাসীমাঝেই স্ব স্ব ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে বলি সমুদায়
অসুরগণ কর্ত্তক দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে, তাহার। হৰ্বিত ও আমোদিত হইয়া, শব্দ
করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ অনন্তর পদ্মাস্তরপ্রভাশালিনী, সুপ্রবেশিনী, বরদায়িনী লক্ষ্মী হস্তে
পদ্ম উজ্জত করিয়া, বলির নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন অয়ি দৈত্যপতি মহাত্ম্যতি
বলিশ্রেষ্ঠ বলি ! তুমি দেবরাজকে পরাজয় করাতে, তোমার প্রতি আমি প্রীতিমতী হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥
তুমি বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক ইন্দ্রকে যে পরাস্ত করিয়াছ, তোমার ভাদ্রশ পরমসত্ত্ব দৰ্শনে আমি
স্বয়ং আগমন করিয়াছি ॥ ১৫ ॥ অয়ি দানবব্যাজ্জ ! তুমি হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ করি-
য়াছ । এবং অসুরগণের ইন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ । সুতরাং, তোমার ঐদৃশ কৰ্ম্মানুষ্ঠান
বিশ্বয়ের বিষয় নহে ॥ ১৬ ॥ রাজন্ ! তুমি প্রপিতামহ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিশেষিত
করিয়াছ ; যিনি নিখিল ত্রৈলোক্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ সকল দেবতার মনোহারিনী
ও সকলের সেবনীয়া, বরদায়িনী দেবী লক্ষ্মী এইরূপ বাগ্‌বতাসুপুরুষের তদীয় গৃহে প্রবিষ্টা হই-
লেন ॥ ১৮ ॥ তখন হ্রী, কীর্ত্তি, হৃতি, প্রভা, ধৃতি, কমা, শক্তি, কলি, মহামতি, শ্রুতি,

বিদ্যাস্মৃতিঃ কীর্তিঃ শাস্তিঃ পুষ্টিশুখা ক্রিয়া । সর্কাস্চাপ্সরসো দিব্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
 অপদ্যন্তে তু দৈত্যৈঃ ত্রৈলোক্যং সচরাচরং । প্রাপ্তমৈশ্বর্যমতুলং বলিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২১ ॥
 ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । দেবানাং ক্রহি মে কৰ্ম্ম যদ্রুতান্তে পরাজিতাঃ । কথং দেবাধিদেবোমৌ
 বিষ্ণুর্কামনতাং গতঃ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । বলিসংস্থঃ ত্রৈলোক্যং দৃষ্ট্ৱ দেবঃ পুরন্দরঃ । মেরুসংস্থং যযৌ শক্রঃ
 স্বমাতুর্নিলয়ং শুভং ॥ ২ ॥ সমীপং প্রাপ্য মাতৃশ্চ কথয়ামাস তাদ্রিঃ । আদিত্যশ্চ যুগে সর্কৈ-
 দানবেন পরাজিতাঃ ॥ ৩ ॥

অদিতিকুবাচ । যদ্যেবং পুত্র যুস্মাভি নৰ্ণকো হন্তমাহবে । বলির্নিরোচনশ্রুতঃ সর্কৈশ্চৈব
 মরুদগণৈঃ ॥ ৪ ॥ সহস্রশিরসা শক্যং কেবলং হন্তমেব হি । তেনৈকেন সহস্রাঙ্ক হন্তঃ নাশ্চেন
 শক্যতে ॥ ৫ ॥ তদ্বৎ পৃচ্ছাদ্য পিতরং কশ্চপং ব্রহ্মবাদিনং । পরাজয়ার্থং দৈত্যাস্ত বলেস্তস্ম
 মহাস্থনঃ ॥ ৬ ॥ ততো দেবাঃ সহস্রাঃ সংপ্রাপ্তাঃ কশ্চপান্তিকং । তত্রাপশ্বংশ মারীচঃ মুনিদীপ্ত-
 তপোনিধিঃ ॥ ৭ ॥ আদ্যং দেবগুরুং দিব্যং প্রদীপ্তং ব্রহ্মতেজসা । তেজসা ভাস্করাকারং
 স্থিতমগ্নিশিখোপমং ॥ ৮ ॥ শূন্তদণ্ডং তপোযুক্তং বধকৃৎসাজিনাশ্বরং । বন্ধলাজিনসংবীতং
 প্রদীপ্তমিব তেজসা ॥ ৯ ॥ হতাশবদীপ্যমানমাজ্যগন্ধপূরিতং । স্বাধ্যায়বস্ত্রং পিতরং বপুশ্চ-
 মিবানলং ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মবাদিনমত্যাগং চরাচরগুরুং প্রভুং । ব্রহ্মণা প্রতিমং লক্ষ্য্য কশ্চপং

বিদ্যা, স্মৃতি, কীর্তি, শাস্তি, পুষ্টি, ক্রিয়া, এই সকল দেবীপ্রবরাগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদা দিব্য
 অঙ্গরঃ সকলও বলির প্রতি প্রীতিমতী হইলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মবাদী বলি এইরূপে স্বাবর
 জঙ্গম ত্রৈলোক্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিলেন ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিরাজ্য নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ঋষিরা কহিলেন, দেবগণ পরাজিত হইয়া যেরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেবাধিদেব
 বিষ্ণুই বা কিরূপে বামনত্ব প্রাপ্ত হইয়া, কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দেব পুরন্দর সমুদায় ত্রিভুবন বলিসংস্থ দর্শন করিয়া, স্বকীয় জননীর
 মেরুসংস্থ মনোজ্ঞ নিলয়ে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ এবং জননীর সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,
 আদিত্যগণ সকলেই দানব বলি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অদिति কহিলেন, পুত্র ! যদি এইরূপই ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে তে মরা সমুদায় দেবতা
 সমবেত যুদ্ধ করিয়াও, বলিকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ৪ ॥ একমাত্র সহস্রশিরা বিষ্ণুই তাহারে
 বধ করিতে সমর্থ । হে সহস্রাঙ্ক ! তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও এ বিষয়ে সাধ্য নাই ॥ ৫ ॥ অতএব
 আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, সেইরূপ তোমার পিতা ব্রহ্মবাদী কশ্চপকেও মহাত্মা বলির
 পরাজয়ার্থ জিজ্ঞাসা কর ॥ ৬ ॥ তখন দেবগণ সকলে কশ্চপান্তিকে গমন করিয়া দেখিলেন,
 সেই মরীচিনন্দন, দেবগুরু, দীপ্ততপোনিধি, সকলের আদি ও দিব্যসভাব কশ্চপ ব্রহ্মতেজে
 প্রজ্বলিত হইতেছেন । তিনি তেজে ভাস্করাকার ও অগ্নিশিখার ন্যায়, আসীন রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥
 তিনি শূন্তদণ্ড ও তপোযুক্ত এবং কৃৎসাজিনাশ্বর পরিধান করিয়াছেন । তিনি বন্ধলাজিনসংবীত
 কলেবরে তেজে যেন জ্বলিতেছেন ॥ ৯ ॥ তাহার পুরোভাগে আজগন্ধ তিনি হতাশনের ন্যায়
 দীপ্যমান, স্বাধ্যায়শীল ও বিগ্রহবান্ অনলের ন্যায় ॥ ১০ ॥ এবং তিনি ব্রহ্মবাদী, অত্যাগ,

দীপ্তাতজসং ॥ ১১ ॥ যঃ স্রষ্টা সৰ্বলোকানাং প্রজানাং পতিকৃতমঃ । অ'ত্মাববিশেষেণ
তৃতীয়োঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥ অ' প্রণমা তে দেবাঃ সত্যাদিত্যাঃ সুরর্ষভাঃ । উচুঃ প্রাজঃ যঃ সৰ্ব্বে
ব্রহ্মণাঃ শিবমানসাঃ ॥ ১৩ ॥ অজৈয়ো যুধি শক্বেণ বলিদৈত্যো বলাধিঃ । তস্মাদ্বিধত্ত নঃ শ্রেয়ো
দেবানাং পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥ ১৪ ॥ অ' তু বচনং তেষাং পুত্ৰাণাং কল্পপঃ প্রভুঃ ।

কল্পপ উবাচ । কুরুধ্বং গমনে বুদ্ধিং ব্রহ্মলোকায় লোককৃৎ । কপযিষ্যত্যপায়স্বো যথা
জ্যেষ্ঠা দৈত্যপম্ ॥ ১৫ ॥ শক্র গচ্ছাম সদনং ব্রহ্মণঃ পরা সুতং । যথা পরাজয়ং সৰ্ব্বে ব্রহ্মণঃ
খ্যাতিমুদ্যতাঃ ॥ ১৬ ॥ সত্যাদিত্যাক্তো দেবা বাতাঃ কাশ্চপমাশ্রমং । প্রস্থিতা ব্রহ্মসদনং
ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতং ॥ ১৭ ॥ তে মুহূর্তেন সংপ্রাপ্তা ব্রহ্মলোকং স্ববর্চসঃ । দিৱ্যৈঃ কামগমৈর্ষাটৈন-
র্ষাটৈঃ স্মহাবলৈঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মাণং প্রষ্টুমচ্ছন্তস্তপোরা শতমব্যয়ং । অধ্যগচ্ছন্ত বিস্তীর্ণাঃ
ব্রহ্মণঃ পরমাং সভাং ॥ ১৯ ॥ ষট্পদোদ্যতমধুরাং সামগৈঃ সমুদৈরিতাং । শ্রেয়স্করীমমিত্রস্রীং
দৃষ্ট্য়া সংজ্ঞবুস্তদা ॥ ২০ ॥ ঋচো বহু চমুখ্যৈশ্চ প্রোক্তাঃ ক্রমপদাঙ্কটৈঃ । শুক্লবুস্তমরব্যাঘ্রা
বিততেষু চ কৰ্ম্মসু ॥ ২১ ॥ যজ্ঞবিদ্যাৱেদবিদঃ পদক্রমবিদস্তথা । স্বরেণ পরমর্ষীণাং সা বভূব
প্রণাদিতা ॥ ২২ ॥ যজ্ঞসংস্তুববিস্তিষ্ঠ শিক্ষাবিস্তিষ্ঠথা বিটৈঃ । ছন্দোদ্যুত তথা বিটৈঃ সৰ্ববিদ্যা-
বিশারদৈঃ ॥ ২৩ ॥ লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুক্লবুঃ স্বরমীরিতং । তত্র তত্র চ বিপ্রৈস্তাশ্রিতান্
সংশিতব্রতান্ ॥ ২৪ ॥ অপহোমপরানুধ্যানদৃশুঃ কল্পপাত্মজাঃ ! তস্মাং সভায়ামাস্তে স ব্রহ্মা

চরাচরের গুরু ও প্রভু । এবং ব্রহ্মার হাথ শোভাসম্পন্ন ও প্রদীপ্ত তেজোবিশিষ্ট ॥ ১১ ॥ তিনি
সকল লোকের স্রষ্টা, প্রজাগণের পতি ও তমোগুণের বহির্ভূত । এবং আত্মভাবের বৈশিষ্ট্যবশত ;
তৃতীয় প্রজাপতি ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মপরায়ণ, শান্তচিত্ত, সুরশ্রেষ্ঠ দেবগণ আদিত্যগণসমভিব্যাহার কৃতাজলিপুটে তাহাঁরে
প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ দৈত্যপতি বলি সমধিকবলসম্পন্ন । যুদ্ধে ইন্দ্র তাহা র
জয় করিতে পারেন না । অতএব যাংহাতে দেবগণের শ্রেয়ঃ ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, তাহা বিধান
করুন ॥ ১৪ ॥

প্রভু কল্পপ পুত্রগণের কথা শুনিয়া, কহিলেন, তোমরা ব্রহ্মলোকগমনে কৃতমতি হও ।
সেই লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, তোমরা যাহাতে দৈত্য ব লকে জয় করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিয়া
দিবেন ॥ ১৫ ॥ ইন্দ্র ! আইস, আমরা ব্রহ্মার পরমবিস্ময়াবহ সদনে গমন করি । তথায়
যাইয়া, ব্রহ্মাকে এই পরাজয়বৃত্তান্ত বলিবার জন্ত সকলে উদ্যত হও ॥ ১৬ ॥ তখন আদিত্য-
গণের সহিত কল্পপের আশ্রমে সমাগত ঐ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মসদনে প্রস্থান করি-
লেন ॥ ১৭ ॥ সেই পরমতেজঃপ্রদীপ্তপরিশোভিত অমরগণ স্মহাবল যথাযোগ্য দিব্যকামগামী
যান সকলে আরোহণ করিয়া, মুহূর্তমধ্যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এবং তপোরাশি
অবিনাশী ব্রহ্মা ক হিজ্ঞাসা করিবার জন্ত তদীয় পরমবিস্তীর্ণ সভায় গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ ষট্পদ
সকল সেখানে স্মধুর সঙ্গীতে সতত প্রবৃত্ত রহিয়াছে । সামগ ব্রাহ্মণেরা অনবরত সামধ্বনি
করিতেছেন । তাহাঁরা সেই শ্রেয়স্করী শক্রনাশিনী সভা সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন ॥ ২০ ॥
তথায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকলে প্রধান প্রধান বহু চ ব্যক্তিগণ ক্রমপদাঙ্কর সহকারে ঋক্ সকল
উচ্চারণ করিতেছেন । সেই অমরশ্রেষ্ঠেরা তৎসমস্ত শুনিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তাহাঁরা যজ্ঞবিৎ,
বিদ্যাবিৎ ও পদক্রমবিৎ, তাদৃশ পরমর্ষীরা স্মস্বরে তাহা উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥ যজ্ঞ, সংস্তুব
এবং শিক্ষা, সকল বিষয়েই সবিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, ছন্দোবিজ্ঞানবিশিষ্ট ও সৰ্ববিদ্যাৱিশারদ দ্বিজ-
গণ ॥ ২৩ ॥ এবং প্রধান প্রধান লোকায়তিক সমস্ত, ইহাঁদের উচ্চারিত স্বর তাহাঁদের কর্ণগোচরে
প্রবেশ করিতে লাগিল । তাহাঁরা তথায় স্থানে স্থানে সমাক্রূপ নিখমসম্পন্ন, সংশিতব্রত,

লোকপিতামহঃ ॥ ২৫ ॥ চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বিদ্যায়া বেদমায়য়া । উপাসতেয়ং তত্বেব প্রজানাং
পতয়ো বিভুঃ ॥ ২৬ ॥ দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিক দ্বিজোত্তমঃ । ভৃগুরত্রির্কসিষ্ঠশ্চ
গৌতমো নারদস্তথা ॥ ২৭ ॥ বিদ্যাস্তৃধাস্তুরিকঞ্চ বায়ুস্তেজো জলং মহী । শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো
গন্ধস্তথৈবচ ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতিশ্চ বিকারাশ্চ যচ্চান্তং কারণং মহৎ । সাদোপাঙ্গাশ্চ চত্বারো
বেদা লোকপতিস্তথা ॥ ২৯ ॥ উপাংসি ক্রতবশ্চৈব সংকল্পঃ প্রাণ এব চ । এতে চান্তে চ বহবঃ
স্বয়াম্ভুবমুপাসতে ॥ ৩০ ॥ ধর্মো অর্থশ্চ কামশ্চ ক্রোধো হর্ষশ্চ নিত্যশঃ । শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব
সংবর্ত্তোথ বুধস্তথা ॥ ৩১ ॥ শনৈশ্চরশ্চ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্কো ব্যবস্জিতাঃ । মরুতো বিশ্বকর্মা চ
বসবশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩২ ॥ দিবাকরশ্চ সোমশ্চ দিনং রাত্রিতথৈবচ । অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ
ঋতবঃ ষট্ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ তাং প্রে বশু সভাং দিব্যাং ব্রহ্মণঃ সর্ককামদাং । কশ্চপদ্বিদশেশশ্চ
পুত্রো ধর্মভূতাম্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্কতেজোময়ীং দিব্যাং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতাং । ব্রাহ্মা শ্রিয়া
সেব্যমানামচিন্ত্যাং বিগতক্লমাং ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাণং প্রেক্ষ্যতে সর্কো পরমাসনমাব্ধিতং । শিরোভিঃ প্রণত্যা
দেবং দেবা ! ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ সংস্পৃশু চরণো নিষতাঃ পরমাস্মনঃ । বিমুক্তাঃ
সর্কপাপেভ্যঃ সর্কো বিগতকল্যাণাঃ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা তু তান্ স্মরান্ সর্কান্ কশ্চপেন সহাগতান ।
আহ ব্রহ্মা মহাতেজা দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে চতুর্কিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

জপহোমনিষ্ঠ প্রধান প্রধান দ্বিজেন্দ্রদিগকে দর্শন করিলেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা ঈদৃশ সভা-
মণ্ডলে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ বেদমায়া বিদ্যা সেই চরাচর গুরু ব্রহ্মার সহিত
অধিষ্ঠান করিতেছেন । প্রজাপতিগণ তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ দক্ষ,
প্রচেতা পুলহ মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বণিষ্ঠ, গৌতম, নারদ ॥ ২৭ ॥ সমুদায় 'বিদ্যা, অন্তরিক্ষ,
বায়ু, তেজঃ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ॥ ২৮ ॥ প্রকৃতি ও বিকার সমস্ত এবং অন্যান্ত
মহাকারণ সকল, অক্ষ ও উপাক্ষ সহিত চারি বেদ, লোকপালবর্গ ॥ ২৯ ॥ সমুদায় তপস্বী,
সমুদায় যজ্ঞ, সংকল্প, প্রাণ, ইহার। এবং অন্যান্ত সকলে সেই স্বয়ংভূর আরাধনা করিতেছেন ॥ ৩০ ॥
তত্ত্বিগ্ন, ধর্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, বুধ ॥ ৩১ ॥ শনৈশ্চর, রাহু, সমুদায়
গ্রহ ও মরুদবর্গ, বিশ্বকর্মা, অষ্টবসু ॥ ৩২ ॥ দিবাকর, সোম দিন, রাত্রি, পক্ষ ও মাস সকল,
ছয় ঋতু, ইহার। সকলে তথায় নিত্য অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ কশ্চপ ও তদীয় পুত্র ধর্মভূদ-
বণিষ্ঠ ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র]সেই কামদায়িনী দিব্য সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ ঐ সভা সর্ক-
তেজোময়ী, ব্রহ্মর্ষিমণ্ডলে নিষেবিত, ব্রাহ্ম শ্রী কর্তৃক সেব্যমান, অচিন্ত্য ও ক্লমরহিত ॥ ৩৫ ॥
তাহাঁরা সকলে তাহা দর্শন ও পরমাসনে আসীন পিতামহকে পর্যাবলোকন করিয়া, ব্রহ্মর্ষিগণের
সহিত মস্তক দ্বারা তাহাঁরে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর সেই পরমাত্মার চরণ স্পর্শ করিয়াই
সকলে সর্কবিধ পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিগতকল্যাণ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণের প্রভু ও ঈশ্বর মহাতেজাঃ ব্রহ্মা কশ্চপের সহিত সমাগত সেই সকল দেবতাকে
দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চতুর্কিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । ষদর্থমিহ সংপ্রাপ্তা ভবন্তুঃ সৰ্ব্ব এব হি । চিন্তয়াম্যহমবাগ্ৰমেতদর্থঃ মহাবলাঃ ॥ ১ ॥
 ভবিষ্যতি চ বঃ সৰ্ব্বঃ কাঙ্ক্ষিতঃ যৎ সুরোত্তমাঃ । বলেন্দানবমুখ্যন্ত যোহস্যজ্ঞেতা ভবিষ্যতি ॥ ন
 কেবলং সুরারীণাং গতিৰ্হম স বিশ্বকৃৎ ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যস্তাপি নেতা চ দেবানাংপি স প্রভুঃ ॥ ৩ ॥
 বঃ প্রভুঃ সৰ্বলোকানাং বিশ্বঃ যচ্চ সনাতনঃ । পূৰ্ব্বজোহং মম প্রাকরাতিদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৪ ॥
 তং দেবাপি মহাত্মানং ন বিহুঃ কোত্ত্যপাবিতি । দেবানস্মাংচ বিশ্বঞ্চ স বেত্তি পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
 তস্মৈব তু প্রসাদেন অবক্ষ্যে পরমাং গতিং । যদি যোগং সমাস্থায় তপশ্চরন্তি তশ্চরঃ ॥ ৬ ॥ কীরো-
 দস্তোত্তরে কুল উদীচ্যাং দিশি বিশ্বকৃৎ । ততঃ শ্রোষ্যথ সংযুষ্ঠাং মেঘগভীরনিঃস্বনাম্ ॥ ৭ ॥
 রক্তাং পুষ্টাক্ষরাং রম্যামভরাং সৰ্বদাঃ শিবাম্ । বাণীং পরমসংস্কারাং বদতাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৮ ॥
 দিব্যাং সত্যাকরাং সত্যাং সৰ্বকল্মষনাশিনীম্ । সৰ্বদেবাধিদেবস্য ততোদ্যৌ ভবিতান্মনা ॥ ৯ ॥
 তন্ত ব্রতসমাপ্ত্যাং তু যোগব্রতবিসৰ্জনে । অমোঘং তস্য দেবস্য বিশ্বতেজো মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥
 কশ্চপায় বরং দেবা দদামি বরদ স্থিতাঃ । স্বাগতঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠা মৎসমীপনুপাগতাঃ ॥ ১১ ॥ ততোহ-
 দিতিঃ কশ্চপশ্চ গৃহীয়াতাং বরং তদা । প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্মৈ দেবায় ধীমতে । ভগবানে-
 ব নঃ পুত্রো ভবিস্বিতি প্রসীদ নঃ ॥ ১২ ॥ উক্তশ্চ পরয়া বাচা তথা স্থতি স বক্ষ্যতি । দেবা ক্রবন্ত
 তে সৰ্ব্বে কশ্চপোহদিতিরেবচ ॥ ১৩ ॥ তথাস্বিতি স চ শ্রীমান্ বক্ষাতে সৰ্বলোককৃৎ । তস্মা-
 দ্দেবা গৃহীত্বৈবং বরং ত্রিংশসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ কৃতকৃত্যাস্ততঃ সৰ্ব্বে গচ্ছনঃ স্বঃ স্বমালয়ং । তথা-

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাবল দেবগণ ! তোমরা যেজন্ম এখানে আসিয়াছ, আমি স্থিরচিত্তে
 তদর্থ চিন্তা করিব। হে সুরোত্তমবর্গ ! তোমাদের সমস্ত অভিলষিতই সম্পন্ন হইবে ॥ ১ ॥
 কেবল অসুরগণ নহে ; তাহাদের নেতা বলিকেও যিনি জয় করিবেন ; সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠা আমার
 পতি ॥ ২ ॥ অধিক কি, তিনি ত্রৈলোক্যের নেতা, দেবগণেরও প্রভু ॥ ৩ ॥ যিনি সকল লোকের
 প্রভাবিতা, যিনি বিশ্বরূপ, যাহাকে সনাতন, আমার পূৰ্বজ ও আদিদেব বলিয়া থাকে ॥ ৪ ॥
 সেই পরমাত্মার স্বরূপ কি, দেবগণও তাহা অবগত নহেন । কিন্তু সেই পুরুষোত্তম দেবগণকে,
 আমাদিগকে ও এই বিশ্ব জগৎকে বিদিত আছেন ॥ ৫ ॥ আমি তাঁহার প্রসাদে এবিষয়ের
 বিশিষ্টরূপ প্রতীকারোপায় কীর্তন করিব । দেবগণ যদি যোগ অবলম্বন করিয়া, তপশ্চর
 করেন, তাহা হইলে, হে কশ্চপ ! কীরোদের উত্তর কূলে উদীচী দিকে গুনিতে পাইবেন,
 সৰ্বলোক ব্যাপিনী, মেঘের স্তায় গভীর নিম্ননশালিনী, ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ সকলের অহুরাগজননী,
 পুষ্টাক্ষরমালিনী, সৰ্বদা অভয় ও শিবস্বরূপিণী, বেদপাঠনিরত ব্রহ্মবাদিগণের পরমসংস্কারশালিনী,
 দিব্যরূপিণী, সত্যস্বরূপিণী, সৰ্বকল্মষবিনাশিনী ও সত্যের আকররূপিণী বাণী দেবাদিদেবের মুখ
 হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে, গুনিতে পাইবেন । অনন্তর তিনি আবির্ভূত হইবেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥
 সেই বিশ্বতেজা মহাত্মার বাক্য অমোঘ । তিনি উল্লিখিত ব্রতের সমাপ্তি ও যোগব্রতের
 উদ্ঘাপন হইলে ॥ ১০ ॥ কশ্চপকে কহিবেন, আমি আপনারে বর দিব । হে দেবগণ ! তোমরা
 আমার সমীপে আসিয়াছ । তোমাদের স্বাগত ॥ ১১ ॥ তিনি এইরূপ বলিলে, কশ্চপ ও অদিতি
 উভয়ে সেই ভগবানের চরণদ্বয় মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, এই বলিধা বর প্রার্থনা করিবেন,
 হে ভগবন্ ! তুমি আমাদের পুত্র হও এবং আমাদের প্রতি অমুগ্রহ প্রদর্শন কর ॥ ১২ ॥
 তাঁহার এইরূপ বিশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ তাহাই হইবে, বলিবেন । কশ্চপ, অদিতি
 ও সমুদায় দেবগণ, সকলেই ঐরূপ প্রার্থনা করুন ॥ ১৩ ॥ সেই শ্রীমান্ সৰ্বলোকশ্রেষ্ঠা, তাহাই
 হইবে, বলিবেন । দেবগণ তাঁহার নিকট এইরূপ বর গ্রহণ করিয়া ॥ ১৪ ॥ কৃতকৃত্য হইয়া,

স্থিতি সুরাঃ সর্কে প্রণম্য শিরসা প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥ শ্বেতদ্বীপং সমুদ্ভিৎ পতঃ সৌম্যাং দিশং প্রতি ।
 তেচিরেণৈব সংপ্রাপ্তাঃ ক্ষীরোদং সরিতাং পতিং ॥ ১৬ ॥ যথা দিষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা সত্যবাদিনা ।
 তে ক্রাস্ত্বা সাগরান্ সর্কান্ পর্কতাংশ্চ সকাননান্ ॥ ১৭ ॥ নদীশ্চ ত্রিবিধাঃ পুণ্যাঃ পৃথিব্যাশ্চ
 সুরোত্তমাঃ । অপশ্চন্ত তমো ঘোরং সর্কসত্ত্ববিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ অভাস্করমমর্যাদং তমসা সর্ক-
 তোবৃতং । অমৃতং স্থানমাসাদ্য কশ্চপন মহান্ননা ॥ ১৯ ॥ দীক্ষিত্বা কশ্চপো দিব্যঃ ব্রতং বর্ষ-
 সহস্রকং । প্রসাদার্থং সুরেশায় তস্যৈ যোগায় ধীমতে ॥ ২০ ॥ নারায়ণায় দেবায় সহস্রাক্ষায়
 ভূতরে । ব্রহ্মচর্য্যেণ মোনেন স্থানবীরাগনেন চ ॥ ২১ ॥ ক্রমেণ চ সুরাঃ সর্কে তপোযোগং
 সমাপ্তিতাঃ । কশ্চপস্তত্র ভগবান্ প্রসাদার্থং মহান্ননঃ ॥ উদীরয়ংশ্চ বেদোক্তং বমাহঃ পরমং
 স্তবং ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সয়োমাহাভ্যো পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় । কশ্চপ উবাচ । একগৃহে বুধনিকো বুধাকপে সুরবুধ
 অনাদিসম্ভব ক্রতু কপিল বিষক্সেন সর্কভূতপতে ধ্রুব ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠ বুধাবর্ত্ত অনাদিমধ্যানিধন ধনঞ্জয়
 শুচিশ্রব পুণ্ড্রিতৈজঃ নিজজয় অমৃতশয় সনাতন ত্রিধামন্ ভূষিত মহাতম লোকনাথ পদ্মনাভ
 বিরঞ্জে বহুরূপ অক্ষয় অক্ষয় হব্যভুক খণ্ডপরশো শক্র মুঞ্জকেশ হংস মহাদক্ষিণ জ্বলীকেশ সূক্ষ্ম
 মহানিয়মধর বিরজঃ লোকপ্রতিষ্ঠ অরূপ অগ্রজ ধর্ম্মজ ধর্ম্মনাভ হব্যভুক গভাস্তিনাথ শতক্রতুনাথ

স্ব স্ব নিলয়ে গমন করুন । তখন দেবগণ, তাহাই হইবে, বলিয়া, তাঁহারে মস্তক দ্বারা প্রণাম
 করিয়া, ॥ ১৫ ॥ শ্বেতদ্বীপ লক্ষ্য করত, সৌম্যদিকে প্রস্থান করিলেন । এবং অচিরকাল
 মধ্যেই ক্ষীরোদসাগর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥ সত্যবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়া-
 ছিলেন, তদনুসারে তাহার। সমুদায় সাগর, পর্কত, কানন ॥ ১৭ ॥ বিবিধ পবিত্র নদী, অতিক্রম
 করিয়া, পৃথিবীর অন্তে সর্কসত্ত্ববিবর্জিত ঘোর অন্ধকার অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ তথায়
 ভাস্করের সম্পর্ক নাই ; কোনরূপ সীমা নাই ; সমুদায় কেবল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন । তাঁহার।
 মহান্না কশ্চপের সহিত সেই অমৃত স্থান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তখন কশ্চপ দীক্ষিত হইয়া,
 সেই যোগস্বরূপ, ভূতিস্বরূপ, সহস্রলোচন, সুরপতি নারায়ণের প্রসাদনার্থ ব্রহ্মচর্য্য, মোন, স্থান
 ও বীরাগনসহকারে দিব্যবর্ষসহস্র ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ক্রমে ক্রমে সুরগণও
 সকলেই তপোযোগ অবলম্বন করিলেন । তন্মধ্যে ভগবান্ কশ্চপ পরমাত্মা নারায়ণের
 প্রসাদনার্থ বেদোক্ত পরম স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

কশ্চপ কহিলেন, হে একগৃহে ! হে বুধনিকো ! হে বুধাকপে ! হে সুরবুধ ! হে অনাদি-
 নাভব ! হে ক্রতু ! হে কপিল ! হে বিষক্সেন ! হে সর্কভূতপতে ! হে ধ্রুব ! হে ধর্ম্ম !
 হে বৈকুণ্ঠ ! হে বুধাবর্ত্ত ! হে অনাদিমধ্যানিধন ! হে ধনঞ্জয় ! হে শুচিশ্রব ! হে পুণ্ড্রিতৈজঃ !
 হে নিজজয় ! হে অমৃতশয় ! হে সনাতন ! হে ত্রিধামন্ ! হে ভূষিত ! হে মহাতম ! হে লোক-
 নাথ ! হে পদ্মনাভ ! হে বিরজ ! হে বহুরূপ ! হে অক্ষয় ! হে অক্ষয় ! হে হব্যভুক ! হে
 খণ্ডপরশো ! হে শক্র ! হে মুঞ্জকেশ ! হে হংস ! হে মহাদক্ষিণ ! হে জ্বলীকেশ ! হে সূক্ষ্ম !
 হে মহানিয়মধর ! হে বিরজ ! হে লোকপ্রতিষ্ঠ ! হে অরূপ ! হে অগ্রজ ! হে ধর্ম্ম ! হে ধর্ম্ম-

চন্দ্ররথ সূর্য্যতেজঃ সমুদ্রবাসঃ অজ সহস্রশিরঃ সহস্রপাদ অয়োমুখ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম সহস্র-
বাহো সহস্রমূর্ত্তে সহস্রান্ত সহস্রনস্তব বিশ্বজামাহঃ পুষ্পহাস চরম স্বমেব বৌষট্ বষট্কারঃ
স্বমাহরত্র্যঃ মধেবু আশিতারং শতধারং সহস্রধারং বভূব ভুবন্দ্য ভূনাথ ভৃগুপুত্র বেদবেদ্য ব্রহ্মশয়
ব্রাহ্মগপ্রিয় স্বমেব দ্যৌরসি মাতরিশ্বাসি ধর্ম্মোদি হোতা পোতা হস্তা নেতা হোমহেতুস্বমেব
অগ্ন্যশ্চ ধার্ম্মা স্বমেব ঋগ্ভিঃ সূতাও ইজ্যোহসি স্নমেধোসি সমিধস্বমেব মতির্গতির্দাতা ত্ব মসি
মোক্ষোহসি যোগোহসি সৃজসি ধাতা পরমস্বজ্যোহসি সোমোসি দীক্ষিতোহসি দক্ষিণাসি বিশ্বমসি
স্ববির হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ ত্রিনবন আদিবর্ণ আদিত্যতেজঃ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম আদিদেব
ভূমিক্রম ত্রিবিক্রম প্রভাকর শস্তো স্বরভু ভূতাদিমহাভূতেহসি বিশ্বভূত বিশ্বস্বমেব বিশ্ব-
গোপ্তাসি পবিত্রমসি বিশ্বভব উর্দ্ধকর্মন অমৃত দিবস্পতে বাচস্পতে স্বতার্চে জনস্তর্কস্ববংশ প্রাগ্বংশ-
ধীঃ স্বমস্বমেধঃ বরার্ধিনাং বরদোহসি ত্বং । চতুর্ভিচ্চ চতুর্ভিচ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেবচ । হুয়তে
চ পুনর্দ্বাভ্যাং তুভাং হোত্ৰাস্মিনে নমঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে ষড়্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । নারায়ণস্ত ভগবান ঋতৈবং পরমং স্তবং । ব্রহ্মজেন বিজ্ঞেয়েন কণ্ঠ-
পেন সমীকৃতং ॥ ১ ॥ উবাচ বচনং সম্যক্ তুষ্টে পুষ্টপদাক্ষরং । শ্রীমান্ শ্রীতমনা দেবো যদ্বদেৎ
প্রভুগীষরঃ ॥ বরং ধৃগুধ্বং তদ্রং বো বরদোহস্মি সুরোত্তমাঃ ॥ ২ ॥

নাভ ও হব্যভুক ! হে গভস্তিনাথ ও শতক্রতুনাথ ! হে চন্দ্ররথ, সূর্য্যতেজঃ ও সমুদ্রবাসঃ ! হে অজ
হে সহস্রশিরঃ ও সহস্রপাদ ! হে অয়োমুখ, মহাপুরুষ ও পুরুষোত্তম ! হে সহস্রবাহো, সহস্রমূর্ত্তি,
সহস্রান্য ও সহস্রনস্তব ! তোমাকে বিশ্ব বলিয়া থাকে । হে পুষ্পহাস ও চরম ! তুমিই বৌষট্,
তোমা কই বষট্কার ও তোমাকেই যজ্ঞে প্রধান প্রাশিতা, শতধাব ও সহস্রধার বলিয়া থাকে ।
হে বভূব, ভুবন্দ্য, ভূনাথ, ভৃগুপুত্র ও বেদবেদ্য ! হে ব্রহ্মশয় ও ব্রাহ্মগপ্রিয় ! তুমিই স্বর্গ ; তুমিই
মাতরিশ্ব, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই হোতা, পোতা, হস্তা, মন্তা ও নেতা ; তুমিই হোমের হেতু, তুমিই
তেজস্বীগণের অগ্রগণ্য । হে সূতাও । ঋক্সমূহ দ্বারা তোমারই পূজা করা হইয়া থাকে ।
তুমি স্নমেধ ; তুমিই সমিধ । তুমি গতি, মতি ও দাতা, তুমি মোক্ষ, তুমি যোগ, তুমিই
সৃজন করিয়া থাক ; তুমি ধাতা ; তুমি পরম স্বজ ; তুমি সোম ; তুমি দীক্ষিত, তুমি দক্ষিণা ,
তুমিই বিশ্ব । হে স্ববির ! হে হিরণ্যগর্ভ ! হে নারায়ণ ! হে ত্রিনবন । হে আদিবর্ণ ! হে
আদিত্যতেজঃ ! হে মহাপুরুষ ! হে পুরুষোত্তম ! হে আদিদেব ! হে ভূমিক্রম ! হে ত্রিবিক্রম !
হে প্রভাকর ! হে শস্তো ও স্বরভু ! তুমি ভূতাদি ও মহাভূত । হে বিশ্বভূত ' তুমিই এই বিশ্ব ।
তুমিই বিশ্বের গোপ্তা ; তুমিই পবিত্র ; হে বিশ্বভব ! হে উর্দ্ধকর্মন ! হে অমৃত ! হে দিবস্পতে !
হে প্রাগ্বংশধী ! তুমি অস্বমেধ ; তুমি বরার্ধীগণের বরদ । চারি চারি, দুই দুই, পাঁচ ও পুনরায়
দুই দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হোম করিয়া থাকে । তুমি হোত্ৰাস্মি ; তোমারে নমস্কার ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ নারায়ণ বিশপ্রশ্রেষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ কণ্ঠপের উদীকৃত এই পরম স্তব শ্রবণ করিয়া, সম্যক
পরিভূষ্ট হইয়া, পুষ্টপদাক্ষরবিশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ সকলের প্রভু ও ঈশ্বর
সেই শ্রীমান্ ভগবান্ জনার্দন ভূষ্ট হইলে, ঐরূপ বচন বিচলিত করেন ॥ ২ ॥ তিনি কহি-

কশ্যপ উবাচ । সুশ্রীতোসি সুরশ্রেষ্ঠ সর্বেষামেব নিশ্চয়াৎ ॥ ৩ ॥ বাসবস্যানুজো ভ্রাতা
জাতীনাং নক্ষিবর্দ্ধনঃ । অদিত্যা অপিচ জীমান্ ভগবানস্তু বৈ স্তুতঃ ॥ ৪ ॥ অদিতিদেবমাতা চ
এতমেবার্গমুত্তমঃ । পূজার্থং বরদং প্রাহ ভগবন্তং বরার্ধিনী ॥ ৫ ॥

দেবা উচুঃ । নিঃশ্রেয়সার্থং সর্বেষাং দেৱতানাং মহেশ্বরঃ । ভ্রাতা ভর্তা চ দাতা চ শরণং
ভব নঃ সদা ॥ ৬ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । ততস্তানব্রবীদ্বিষ্ণুদেবাংস্তান্ সুরামেব চ । সর্বেষামেব যুগ্মকং যে
ভবিষ্যন্তি শত্রবঃ । মুহূর্তমপি তে সর্কে ন স্থাস্তিস্তি মমাশ্রিতঃ ॥ ৭ ॥ হৃদ্যাসুরগণান্ সর্কান্ যজ্ঞ-
ভাগাগ্রভোজিনঃ । হবাদাংশ্চাসুরান্ সর্কান্ কব্যাভোক্তা পিতৃনপি ॥ ৮ ॥ করিষ্যে বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ
পারমেষ্ঠেন কৰ্ম্মণা । যথাযাতেন মার্গেণ নিবর্তকং সুরোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তে তু দেবেন
বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । ততঃ প্রহৃষ্টমনসঃ পূজয়ন্তস্ম তং প্রভুং ॥ ১০ ॥ বিষ্ণুদেবা মহাত্মানঃ
কশ্যপোহদিতিরেব চ । নমস্কৃত্য সুরেশায় তস্মৈ দেবায় ব্রহ্মসং ॥ ১১ ॥ প্রযাতাঃ প্রাঙ্গি-
শং সর্কে বিপুলং কশ্যপাশ্রমং । তে কশ্যপাশ্রমমুদ্রা কুরুক্ষেত্রবনং মহৎ ॥ ১২ ॥ সংপ্রসাদ্যাদিতি-
স্তুত্র তপসে তাং স্ত্রযোজয়ন্ । সা চচার তপোঘোরং বর্ষাণামযুতং তদা ॥ ১৩ ॥ তস্মা নান্না-
বনং দিব্যং সর্ককামপ্রদং শুভং । আরাধনায় কৃষ্ণস্ত বাগযতা বায়ুভোজনা ॥ ১৪ ॥ দৈত্যৈ-
নিরাকৃতান্ দৃষ্ট্বা সভদ্বার্ষসিতমান্ । বৃথাপুত্রাহমিতি সা নির্কেদাৎ প্রণতঃ হরিং ॥ ১৫ ॥

লেন, হে সুবোত্তম সকল ! আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি । তোমরা বর প্রার্থনা কর ;
তোমাদের মঙ্গল হউক ।

কশ্যপ কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ ! আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের প্রতি যদি সন্তুষ্ট হইয়া
থাকেন ॥ ৩ ॥ তাহা হইলে, অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজ ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞাতিগণের
আনন্দ বর্দ্ধন করুন ॥ ৪ ॥ ঐ সময়ে দেবমাতা অদितिও বরার্ধিনী হইয়া, পুত্রের জন্য ভগ-
বানকে ঐরূপই বলিলেন ॥ ৫ ॥

তখন দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর ! তুমি সমুদায় দেবতার নিঃশ্রেয়সার্গ সর্কদা আমাদের
ভ্রাতা, ভর্তা, দাতা ও রক্ষাকর্তা হও ॥ ৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর বিষ্ণু সুর দেবগণকে বলিতে লাগিলেন, যাহারা তোমাদের
সকলের শত্রু হইবে, তাহারা আমার অগ্রে মুহূর্তকালও থাকিতে পারিবে না ॥ ৭ ॥ বিবুধশ্রেষ্ঠগণ !
আমি বিপক্ষপক্ষ দলন করিয়া, পারমেষ্ঠ কৰ্ম্ম দ্বারা সুরদিগকে যজ্ঞভাগাগ্রভোজী
অসুরদিগকে হবাদ ও পিতৃদিগকে কব্যাভোক্তা করিব ॥ ৮ ॥ হে সুরোত্তম সকল ! তোমরা
যথাযাতপথে প্রতিনিবৃত্ত হও ॥ ৯ ॥

প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তাঁহার পূজা করিতে
লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণুদেবগণ, কশ্যপ ও অদिति সকলে সেই সুরপতি
ভগবানকে নমস্কার করিয়া সবেগে ॥ ১১ ॥ পূর্বদিকস্থ কশ্যপাশ্রমে প্রয়াণ করিলেন । তথায়
গমন করিয়া, সুবিশাল কুরুক্ষেত্রবন ॥ ১২ ॥ সংপ্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থানে অদিতিরে তপশ্চরণে
নিয়োজিত করিলেন । তিনিও অযুতবর্ষ ঘোর তপস্তা করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই দিব্য বন তাহার
নামে বিখ্যাত, সর্ককামপ্রদ ও সর্কথা সৌম্যভাবে পরিণত হইল । তিনি কৃষ্ণের আরাধনার্থ
বাগ্যতা ও বায়ুভোজনা হইয়া, তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ ঋষিসত্তমদিগকে দৈত্যগণ
কর্তৃক পরাস্ত ও ভয়াক্রান্ত দর্শন করিয়া, আমি বৃথাপুত্রা, এইরূপ চিন্তানন্তর নির্কেদপ্রাপ্ত হইয়া,

ভূটাব বাগ্‌তিরিষ্টাতিঃ স্ততিতিঃ সা তপোধনাঃ । শরণ্যং শরণং বিষ্ণুং প্রণতা ভক্তবৎসলং ॥ ১৬ ॥
দেবদৈত্যময়ং চাপি মধ্যমাস্ত্ররূপিণং ॥ ১৭ ॥

অদিতিক্রবাচ ! নমঃ কৃত্যর্তিনাশায় নমঃ পুঙ্করমালিনে । নমঃ পরমকল্যাণকল্যাণায়-
দি বেধসে ॥ ১৮ ॥ নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমঃ পঙ্কজনাভয়ে । নমঃ পঙ্কজসম্ভূতিসম্ভবায়-
অঘোনিরে ॥ ১৯ ॥ শ্রিয়ঃ কাস্তায় দাস্তায় দাস্তদৃশায় চক্রিণে । নমঃ পদ্মাসিহস্তায় নমঃ
কনকবাসসে ॥ ২০ ॥ তথাঅজ্ঞানযজ্ঞায় যোগিচিন্তায় যোগিনে । নিষ্ঠুর্গায় বিশেষায় হরয়ে
ব্রহ্মরূপিণে ॥ ২১ ॥ জগৎ সন্তীর্ণতে যত্র জগতো যো ন দৃশ্যতে । নমঃ স্থলাতিস্থল্লয় তৈস্মৈ
দেবায় শার্ঙ্গিণে ॥ ২২ ॥ যন্ন পশুস্তি পশুংতো জগদপ্যধিলং নরাঃ । অপশুস্তির্জগদ্যশ্চ
দৃশ্যতে হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৩ ॥ বহির্জ্যোতিরলক্ষ্যো যো লক্ষ্যতে জ্যোতিষঃ পরঃ । যস্মিন্নেব
যতশ্চৈব যতশ্চতদধিলং জগৎ ॥ ২৪ ॥ তৈস্মৈ সমস্তজগতাং সূনাথায় নমো নমঃ । আদ্যাঃ
প্রজাপতির্ভূ পিতৃণাং যঃ পরঃ পতিঃ ॥ ২৫ ॥ পতিঃ সুরাণাং যতশ্চৈস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
যঃ প্রবৃত্তৈর্নিবৃত্তৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ বিরজ্যতে ॥ ২৬ ॥ স্বর্গাপবর্গফলদো নমস্তস্মৈ গদাভূতে ।
যশ্চিন্ত্যমানো মনসা সদ্যঃ পাপং ব্যপোহতি ॥ ২৭ ॥ নমস্তস্মৈ বিষ্ণুর্দ্বায় পরশ্চৈস্মৈ হরিমেধসে ।
যে পশুস্ত্যধিলাধারমীশানমজমব্যয়ং ॥ ২৮ ॥ ন পুনর্জন্মমরণং প্রাপ্নুবন্তি নমামি তং । যো
যতৈর্জগৎপুরুষ ইজ্যতে যজ্ঞমাস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং নমামি প্রভূমীশ্বরং ।
গীয়তে সর্ববেদেষু বেদবিস্তির্কিদাজতিঃ ॥ ৩০ ॥ যতশ্চৈস্মৈ বেদবেদ্যায় বিষ্ণবে ত্রিষুবে

তিনি ভগবান্‌ নারায়ণকে প্রণাম করত ॥ ১৫ ॥ অভীষ্ট বাক্যপ্রয়োগসহকারে সকলের শরণ্য ও
শরণস্বরূপ, ভক্তবৎসল ॥ ১৬ ॥ দেবদৈত্যময় ও মধ্যমাস্ত্ররূপী সেই বিষ্ণু স্তব করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন ॥ ১৭ ॥ সকলের আর্তিবিনাশন ভগবান্‌কে নমস্কার । পুঙ্করমালীকে নমস্কার ।
পরম কল্যাণ ও কল্যাণস্বরূপ আদি বেধাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ পঙ্কজলোচনকে নমস্কার ।
পঙ্কজনাভিকে নমস্কার । পঙ্কজসম্ভূতিসম্ভবকে, নমস্কার । আঘোনিণিকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥
ত্রীপতি, দাস্ত, দাস্তদৃশ ও চক্রীকে নমস্কার । পদ্মাসিহস্তকে নমস্কার । কনকবাসাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥
আজ্ঞানযজ্ঞ, যোগিগণের চিন্তনীয়, যোগী, ঙ্গাভীত, বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মরূপী হরিকে নম-
স্কার ॥ ২১ ॥ জগৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু জগৎ যাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে নমস্কার ।
যিনি স্থল ও অতিস্থল, সেই শার্ঙ্গীকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ যাহারা নিখিল জগৎ অবলোকন
করে, তাহারা যাহাঁরে দেখিতে পায় না, কিন্তু যাহারা জগৎকে অবলোকন করে না, তাহারা
যাহাকে হৃদয়ে বিরাজমান অবলোকন করে ॥ ২৩ ॥ যিনি জ্যোতির বহির্ভূত বলিয়া, অদৃশ্য
হইয়া থাকেন, আবার, যিনি জ্যোতির পর বলিয়া, দৃশ্যমান হন ; এই নিখিল জগৎ যাহার,
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা হইতে প্রাভূত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ যিনি সমস্ত জগতের
একমাত্র রক্ষাকর্তা, তাহাকে নমস্কার নমস্কার । যিনি আদ্য প্রজাপতি ও যিনি সকলের
একমাত্র পতি ॥ ২৫ ॥ যিনি সুরগণের অধীশ্বর, সেই সকলের বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার ।
যিনি প্রবৃত্ত নিবৃত্ত কোনরূপ কৰ্ম্মেই লিপ্ত নহেন ॥ ২৬ ॥ যিনি স্বর্গ ও অপবর্গ ফল প্রদান করেন
সেই গদাধরকে নমস্কার । যাহাকে মনে মনে চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ বিনাশ
করেন ॥ ২৭ ॥ সেই বিষ্ণুরূপ ও পবনরূপ হরিমেধাকে নমস্কার । তাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয়
নাই । তিনি সকলের ঈশ্বর, আধার । যা হংরা তাহাঁরে দেখিতে পায় ॥ ২৮ ॥ তাহাদের
আর পুনরায় জন্ম ও মৃত্যু হয় না । আমি তাহাঁরে নমস্কার করি । যিনি যজ্ঞপুরুষ ও
যজ্ঞ আশ্রয় কল্পিয়া আছেন এবং যজ্ঞ দ্বারা যাহাঁরে উপাসনা করে ॥ ২৯ ॥ সকলের প্রভু ও
ঈশ্বর সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি । বেদবিদগণ সমুদায় বেদে যাহার গান করেন, যিনি জ্ঞানি-

নমঃ । যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যস্মিন্ প্রলয়মেবাতি ॥ ৩১ ॥ বিশ্বোত্তবপ্রতিষ্ঠার নমস্তস্মৈ মহাত্মনে । ব্রহ্মাদি স্তম্বপৰ্ব্বাস্তং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ॥ ৩২ ॥ মায়াজালং সমুন্নতকম্পপেদ্রং নমাম্যহং । ষষ্ঠীয়স্বরূপস্থো বিভক্ত্যখিলমীশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ বিশ্বং বিশ্বপতিং বিষ্ণুং তং নমামি প্রজাপতিং । মূর্তং তমোঃস্বরময়ং তদ্বিনা বিনিহন্তি যঃ । রাত্রিজং সূর্য্যরূপী চ তমুপেদ্রং নমাম্যহং ॥ ৩৪ ॥ যন্তাক্ষিপী চন্দ্রসূর্য্যৌ সৰ্ব্বলোকে শুভাশুভম্ । পশুতঃ কৰ্ম্ম সততং তমুপেদ্রং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥ যস্মিন্ সৰ্ব্বৈশ্বরে নিত্যং সত্যমেতন্ময়োদিতং । নানুতং তমজং বিষ্ণুং নমামি প্রভুমব্যয়ং ॥ ৩৬ ॥ যদেতৎ সত্যমুক্তং মে ভূয়শ্চাতো জনাৰ্দ্ধন । সত্যেন তেন সকলাঃ পূৰ্ণ্যস্তাং মে মনোরথাঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহায়ে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । এবং স্ততোঃ ভগবান্ বাসুদেব উবাচ তাং । অদৃশুঃ সৰ্ব্বভূতানাং তন্ত্ৰাঃ সন্দর্শনে স্থিতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ । মনোরথাস্তমদিতো যানিচ্ছস্যতিবাঞ্ছিতান্ । তাংস্ৰং প্রাপ্যসি ধৰ্ম্মজ্ঞে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ শূন্যং চ মহাভাগে বরো যন্তে হৃদি স্থিতঃ । সন্দর্শনং হি বিফলং ন কদাচিত্তুবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ যশ্চেহ মদনে স্থিতা ত্রিরাত্রং বৈ করিষ্যতি । সৰ্ব্বৈ কামাঃ সমৃদ্ধান্তে মনসা যানিহেচ্ছতি ॥ ৪ ॥ ছরন্তোহপি বনং যন্ত হৃদিতে স্মরতে নরঃ ।

গণের গতি ॥ ৩০ ॥ সেই বেদবেদ্য, জয়শীল বিষ্ণুকে নমস্কার । ঐহী হইতে বিশ্বের জন্ম ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ এবং ঐহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্বপৰ্ব্বাস্ত সমুদায় সংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৩২ ॥ এবং যিনি মায়াজালে সমুন্নত, সেই উপেদ্রকে নমস্কার করি । যিনি তৃতীয় স্বরূপে অধিষ্ঠানপূর্বক অখিল বিশ্ব ধারণ কবিতেন, যিনি সকলের ঈশ্বর ॥ ৩৩ ॥ সেই বিশ্বরূপী বিশ্বপতি প্রজাপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করি । যিনি সূর্য্যরূপে রাত্রিজনিত অসুরময় মূর্তিমান্ অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই উপেদ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ চন্দ্র ও সূর্য্যাহার লোচন, তদ্বারা যিনি সমস্ত লোকে শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই উপেদ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৫ ॥ যিনি সকলের ঈশ্বর, ঐহাতে সত্য সৰ্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত, ঐহাতে আমার এই স্তব কোনমতেই মিথ্যা হয় না, সেই জননরহিত, মরণরহিত, চরাচরনিয়ন্তা বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥ হে জনাৰ্দ্ধন ! আমি এই যে সত্য বলিলাম, সেই সত্যবলে আমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অদিতিস্তব নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অদिति এইরূপ স্তব করিলে, সকলের অদৃশু ভগবান্ বাসুদেব তদীয় দৃষ্টিবিষয়ে সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অগ্নি ধৰ্ম্মজ্ঞে অদिति ! তুমি অভিলষিত মনোরথলাভে উৎসুক হইয়াছ, মদীয় প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই ॥ ২ ॥ অগ্নি মহাভাগে ! শ্রবণ কর । তোমার বাঞ্ছিত বরলাভ হইবে । আমার দর্শন কখনই বিফল হইবে না ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি আমার এই বনে থাকিয়া, ত্রিরাত্র করে; তাহার যখন সমুদায় কামনা ও সমুদায় অভিলাষই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তখন এখানে যে ব্যক্তি বাস করে, তাহার কথা আর কি

সোহপি বাতি পরং স্থানং কিং পুনর্নিবসন্নরঃ ॥ ৫ ॥ যশ্চেহ ব্রাহ্মণান্ পঞ্চ ত্রীন বা দ্বাবেক-
মেব বা । ভোজয়েচ্ছু ক্রয়া যুক্তঃ স যাতি পরমাকৃতিম্ ॥ ৬ ॥

অদিতিক্রবাচ । যদি দেবঃ প্রসন্নস্তং ভক্ত্যা মে ভক্তবৎসল । ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুত্রস্তদস্ত
মম বাসবঃ ॥ ৭ ॥ স্বতং রাজ্যং স্বতচ্চাত্ত যজ্ঞভাগো মহাসুতৈঃ । স্বয়ি প্রসন্নে বরদ তৎ প্রাপ্নোতু
শ্রুতো মম ॥ ৮ ॥ স্বতং রাজ্যং ন হুংখায় মম পুত্রস্য কেশব । প্রপন্নদায়বিভ্রংশঃ পীড়াং
মে কুরুতে যদি ॥ ৯ ॥

ভগবানুবাচ । কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া । তব দেবি যথেষ্টিতং । স্বাংশেন চৈব তে গর্ভে
সংভবিষ্যামি কশ্যপাৎ ॥ ১০ ॥ তব গর্ভসমুদ্ভূতস্ততস্তে যেষ্বরারয়ঃ । তানহং নিহনিষ্যামি
নিবৃত্তা ভব, নন্দিনি ॥ ১১ ॥

অদিতিক্রবাচ । প্রসাদ দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন । নাহং স্বামুদরে বোচুশীশ শঙ্ক্যামি
কেশব । যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সর্বং বিশ্বযোনিঃস্বমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ । অহং চ ত্বাং বহিষ্যামি স্বাত্মানং চৈব নন্দিনি । নচ পীড়াঙ্করিষ্যামি
শ্রুতি তেহস্ত ব্রহ্মমাহং ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । ইত্যুত্বাংহৃদিত্তে দেবেদিত্তিগর্ভং সমাদধে ॥ ১৪ ॥ গর্ভস্থিতে ততঃ
কৃষ্ণে চচাল সর্কলা ক্ষিতিঃ । চকম্পিরে মহাশৈলা জগুঃ ক্ষোভং মহাক্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ যতো

কহিব ? দূরে থাকিয়াও যে ব্যক্তি এই বনের স্মরণ করে, তাহারও পরমপদপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫ ॥
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূঙ্কত হইয়া, এই বনে পাঁচ, তিন, দুই বা একমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করায়,
তাহারও পরমগতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অদিত কহিলেন, হে দেব ! হে ভক্তবৎসল ! যদি আপনি আমার ভক্তিদর্শনে প্রসন্ন
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমার পুত্র ইন্দ্র যেন ত্রৈলোক্যের অধিপতি হন ॥ ৭ ॥ অশ্ব-
রেরা তাহার রাজ্য হরণ করিষ্যে এবং যজ্ঞভাগও কাড়িয়া লইয়াছে । তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া
থাক, তাহা হইলে, ইন্দ্র যেন তাহা লাভ করেন ॥ ৮ ॥ হে কেশব ! আমার পুত্রের রাজ্য
গিয়াছে বলিয়া, আমার দুঃখ হইতেছে না । তাহার যে প্রপন্ন দায় বিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা ই
আমার অতিমাত্র মর্শ্ববদনা সমুৎপাদন করিতেছে ॥ ৯ ॥

ভগবানু কহিলেন, হে দেবি ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । অতএব তোমার
ইচ্ছামাত্রই সিদ্ধ হইবে । আমি কশ্যপের ঔরসে ত্রদীয় গর্ভে স্বীয় অংশে উৎপন্ন হইব ॥ ১০ ॥
তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদায় অশ্বরকুল নিঃশূল করিব । অয়ি নন্দিনি ! তুমি
শান্তিলাভ কর ॥ ১১ ॥

অদিতি কহিলেন, হে দেবদেবেশ ! প্রসন্ন হও । হে বিশ্বভাবন ! তোমাতে নমস্কার ।
হে ঈশ ! হে কেশব ! আমি তোমাতে উদবে বহন করিতে সমর্থ হইব না । যেহেতু, তুমি
সমুদায় বিশ্বের উদ্ভবক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর এবং তোমাতেই সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত
আছে ॥ ১২ ॥

ভগবানু কহিলেন, অয়ি নন্দিনি ! আমি তোমাকে ও আপনাকে বহন করিব । তোমার
কোনরূপ পীড়া সমুৎপাদন করিব না ; তুমি শূণ্য থাক, আমি চলিলাম ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ বলিলেন, এই বলিয়া ভগবানু অন্তর্ধান করিলে, অদিতি অন্তর্কর্ত্তী হইলেন ॥ ১৪ ॥
ভগবানু গর্ভে আবির্ভূত হইলে, সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইল । সমুদায় মহাশৈল কম্পিত
হইয়া উঠিল । সমুদায় মহাসাগর ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ অদিতি যে যে স্থানে গমন ও

যতোহদিবাতি দদাতি পদমুত্তমং । তত্তত্ততঃ ক্রিতিঃ খেদান্ননাম দ্বিষপুঙ্গবাঃ ॥ ১৬ ॥ দৈত্যানাংপি
সর্বোবাং গর্ভস্থে মধুসূদনে । বভূব তেজসো হানির্ষথোক্তং পরমাত্মনা ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে অষ্টাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । নিস্তেজসোহসুরান্ দৃষ্ট্বা সমস্তানসুরেশ্বরঃ । প্রহ্লাদমথ পপ্রচ্ছ বলি-
রাগ্নপিতামহম্ ॥ ১ ॥

বলিকুবাচ । তাত নিস্তেজসো দৈত্যা নির্দগ্ধাইব বহুনা । কিমেতে সহসৈবাদ্য ব্রহ্মচ-
হতা ইব ॥ ২ ॥ তুরিষ্টং কিং তু দৈত্যানাং কিং কৃত্যা সুরনির্শিতা । নাশায়ৈবা সমুদ্ভুতা
যেন নিস্তেজসোহসুরাঃ ॥ ৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । ইখং দৈত্যবরস্তেন পৃষ্ঠঃ পৌত্রোণ ব্রাহ্মণাঃ । চিরক্ষ্যাৎ জগাদৈবমসুরংতং
তদা বলিং ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । চলন্তি গিরয়ো ভূমির্জহাতি সহস্রাং স্থিতিং । নদ্যঃ সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতা
দৈত্যা নিস্তেজসঃ কৃত্যঃ ॥ ৫ ॥ সূর্য্যোদয়ে যথা পূর্বে তথা গচ্ছন্তি ন গ্রহাঃ । দেবতানাং
পর্য লক্ষ্মীঃ কারণেনানুস্মীয়তে ॥ ৬ ॥ মহদেত্তন্নহাবাহো কারণং দানবেশ্বরঃ । ন হ্নমিতি মন্তব্যং
ক্রিয়া কার্ষ্য কথঞ্চন ॥ ৭ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । ইতু্যক্ত্বা দানবপতিং প্রহ্লাদঃ সোহসুরোত্তমঃ । অত্যন্তভক্তো দেবেশং
জগাম মনসা হরিং ॥ ৮ ॥ স ধ্যানং প্রথমং কৃৎ প্রহ্লাদস্ত ততোহসুরঃ । বিচারয়ামাস ততো

বিশিষ্টরূপে পদ অর্পণ করেন, সেই সেই স্থানেই পৃথিবী থিন্ন ও তলিবন্ধন নত হইয়া
পড়েন ॥ ১৬ ॥ মধুসূদন গর্ভে অবতরণ করিলে, পরমাত্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে
সমুদায় দৈত্যগণেরও তেজের হানি হইল ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনজন্ম নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, সমস্ত অসুরকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া, অসুরেশ্বর বলি নিজ পিতামহ
প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১ ॥ তাত! দৈত্যগণ, অগ্নিদেবের ত্রায়, অথবা ব্রহ্মশাপগ্রস্তের ত্রায়
সহসা কিজন্য তেজোহীন হইল ॥ ২ ॥ ইহারা এমন কি তুরিত অনুষ্ঠান করিয়াছে ; অথবা সুর-
গণে ইহাদের বিনাশ জন্য এমন কি কৃত্যের আবিষ্কার করিয়াছে, যাহাতে ইহাদের তেজের
হানি হইয়াছে ॥ ৩ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ পৌত্রকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া,
বহুক্ষণ চিন্তা করত, তাহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ পৃথিবী স্বীয় স্বাভাবিকী স্থিতি ত্যাগ
করিয়া, বিচলিতা হইতেছেন ; নদী সকল ও সাগর সমস্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছে ; দৈত্যগণেরও
তেজের হানি হইয়াছে ॥ ৫ ॥ সূর্য্যোদয় হইলে, গ্রহগণ আর পূর্বের ত্রায় গমন করে না ।
কোন কারণে দেবগণের পরম সমৃদ্ধি অনুমিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ অগ্নি মহাবাহো ! এই কারণ
অতি মহৎ ; ক্ষুদ্র নহে, বিবেচনা করিও । কোনরূপ ক্রিয়া করা কর্তব্য হইতেছে ॥ ৭ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অসুরোত্তম প্রহ্লাদ দানবপতি বলির এইরূপ কহিয়া, অত্যন্ত ভক্তি-
সহকারে দেবদেব জগৎপতি বিষ্ণুর ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ৮ ॥ তিনি প্রথমে ধ্যান করিয়া,

যথা দেবঃ জনার্দনঃ ॥ ৯ ॥ স দদর্শোদরে তস্তাঃ প্রক্লাদো বামনাকৃতিং । তদন্তশ্চ বস্তু
 রুজ্জানশ্চিনৌ মরুতস্তথা ॥ ১০ ॥ সাধ্যাধিষ্ঠাংস্তথা দেবান্ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসান্ । বিরোচনং
 চ তনয়ং বলিং চান্সুরনায়কং ॥ ১১ ॥ জন্তুং কুজন্তুং নরকং বাণমন্তাংস্তথান্সুরান্ । আত্মানং
 গগনং বায়ুং মনস্তোরং হতাশনং ॥ ১২ ॥ সমুদ্রাদ্রিষ্কমদ্বীপান্ সরাসি চ পশুন্মহীং । বয়ো-
 মনুষ্যানখিলান্স্তথৈব চ সরীসৃপান্ ॥ ১৩ ॥ সমস্তলোকশ্রেষ্টারং ব্রহ্মাণং ভবমেব চ । গ্রহনক্ষত্র-
 তারাদ্যানুঘীংশ্চৈব প্রজাপতিং ॥ ১৪ ॥ সম্পশ্রুন্ বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রকৃতিস্বঃ কণাৎ পুনঃ ।
 প্রক্লাদঃ প্রাহ দৈত্যৈঃ বলিং বৈরোচনং তদা ॥ ১৫ ॥ বৎস জাতং ময়া সর্ব্বং যদর্থং ভবতামিষং ।
 তেজসো হানিক্রুৎপন্ন। তচ্ছৃণু ত্বমশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ দেবদেবো জগদেযানির্জ্জগদাদিরজঃ প্রভুঃ ।
 অনাদিরাদিকিঞ্চিৎ বরেণ্যো বৎসো হরিঃ ॥ ১৭ ॥ পরাবরাণাং পরমঃ পরাপরবতাকৃতিঃ ।
 প্রভুঃ প্রমাণং মানানাং সপ্তলোকগুরুশ্চরুঃ । স্থিতিং কৰ্ত্তুং জগন্নাথো হৃদিভ্যা গৰ্ভগঃ
 প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥ প্রভুঃ প্রভুণাং পরমঃ পরাণামনাদিমধ্যো ভগবাননন্তঃ । ত্রৈলোক্যমংশেন স-
 নাথমেকঃ কৰ্ত্তুং মহাত্মা দিতিজাবতীর্ণঃ ॥ ১৯ ॥ ন যশ্চ ক্রদ্রো নচ পদ্ব্যযোনির্নেত্রো ন
 সূর্য্যোমরীচিমিশ্রাঃ । জানন্তি দৈত্যাধিপতে স্করুপং স বাসুদেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২০ ॥ যমক্ষরং
 বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যত্রৈব বিধূতপাপাঃ । যস্মিন্ প্রবিষ্টো ন পুনর্ভবন্তি তং বাসুদেবং
 প্রণমামি চার্দ্যং ॥ ২১ ॥ ভূতাত্তশেবাণি যতো ভবন্তি যথোন্ময়স্তোমনিধেয়জস্রং । লয়ঞ্চ যস্মিন্

পরে ভগবান্ জনার্দনকে যথাযথ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ তখন তিনি অদিতির
 উদরে তাঁহারে বামনাকারে অবলোকন এবং সেই বামনদেবের অন্তরে বসুগণ, রুদ্রগণ,
 অশ্বিগণ, মরুদগণ ॥ ১০ ॥ সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরোগগণ, রাক্ষসগণ, বিরোচন,
 তদীয় তনয় বলি, ॥ ১১ ॥ জন্তু, কুজন্তু, নরক, বাণ, অনাত্ম অসুরনিকর, আত্মা, বায়ু, আকাশ,
 মন, জল, অগ্নি ॥ ১২ ॥ সমুদ্র সকল, পর্ব্বতসমূহ, জ্রম দ্বীপ সমস্ত, সরোবরনিকর, পশুবর্গ, পৃথিবী
 মনুষ্য ও পক্ষিসমূহ, সরীসৃপ সমস্ত ॥ ১৩ ॥ সমস্তলোকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, গ্রহ নক্ষত্র ও
 তারাদি, ঋষি সকলও প্রজাপতি, ইহাদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪ ॥ দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট
 ও পুনরায় তৎক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি দৈত্যনায়ক বিরোচনাজ্জ বলিকে কহিলেন ॥ ১৫ ॥
 বৎস ! যেজন্তু তোমাদের সকলের তেজোহানি সংঘটিত হইয়াছে, আমি তাহা পরিজ্ঞাত
 হইয়াছি । সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি জগতের যোনি
 ও আদি : যিনি জননরহিত ও সকলের প্রভু ; যাঁহার আদি নাই, কিন্তু যিনি সকলের আদি ;
 যিনি বরেণ্য ও বরদ ; যিনি সকল শোকতাপ হরণ করেন ॥ ১৭ ॥ পরাবর সকলের শ্রেষ্ঠ ও
 পরাপরবান্দিগের গতি, যিনি প্রমাণ সকলেরও প্রমাণস্বরূপ ; যিনি সপ্তলোকগুরুর গুরু ;
 সেই জগন্নাথ জনার্দন জগতের স্থিতিবিধানার্থ অদিতির গর্ভে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥
 তিনি প্রভুগণেরও প্রভু ও পরাংপরস্বরূপ । তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, কোনরূপ পরিচ্ছেদ
 নাই । তিনি ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ পরমাত্মা । তিনি ত্রৈলোক্যের রক্ষাবিধানার্থ
 স্বকীয় অংশে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ রুদ্র যাঁহার স্বরূপ জানেন না, পদ্ব্যযোনিও যাঁহারে
 চিনিতে পারেন না, ইন্দ্র ও সূর্য্যও যাঁহারে প্রকৃত প্রস্তাবে অবগত নহেন, মরীচি প্রভৃতিরাও
 যাঁহার স্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হন না, হে দৈত্যাধিপতে ! সেই বাসুদেব, অংশে অবতরণ করিয়া-
 ছেন ॥ ২০ ॥ বেদবিৎ ব্যক্তিবর্গ যাঁহাকে অক্ষরস্বরূপ বলিয়া থাকেন, বিধূতপাপ্য পুরুষগণ
 চরমে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাতে প্রবেশ করিলে, পুনর্জন্ম নিরাকৃত হয়, সকলের আদি
 সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥ উর্দ্ধি সকল যেমন সাগর হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ

প্রলয়ে প্ররাস্তি তং বাসুদেবং প্রণতোন্ম্যচিন্ত্যং ॥ ২২ ॥ রূপঞ্চ চক্ষুর্গ্রহণে ত্র্যগেবা স্পর্শগ্রহেহথো
রসনা রসম্ভ । জ্ঞাণঞ্চ গন্ধগ্রহণে নিযুক্তং ত্র্যগ্জ্ঞাণচক্ষুংষি ন তানি যম্ভ ॥ ২৩ ॥ সর্কেষখরো বেদিতব্যঃ
স যুক্ত্যো হৃদাদিমধ্যঃ শ্রবণঞ্চ দেবং । নমাম্যহন্তঃ হরিমীশিতারং লোকৈকনাথং ভবভীতি-
নাশনং ॥ ২৪ ॥ যেনৈকদংষ্ট্রেণ সমুদ্রতেরং ধরাচলা ধারয়তীহ বিশ্বং । ইদঞ্চ হর্তা সকলং
জগদ্যন্তমীড্যমীশং প্রণতোন্মি বিষ্ণুং ॥ ২৫ ॥ অংশাবতীর্ণেন চ যেন গর্ভে স্তুতানি তেজাঃ স
মহাসুপ্রাণাং । নমামি তং দেবমনস্তমীশমশেষসংসারতরোঃ কুঠারং ॥ ২৬ ॥ দেবো জগদ্যোনি-
ররং মহাত্মা স ষোড়শাংশেন মহাসুরেন্দ্র । সুরেন্দ্রমাতুর্জঠরং প্রবিষ্টো স্তুতানি বন্তেন বল-
পুংষি ॥ ২৭ ॥

বলিকুবাচ । তাত কোহয়ং হরির্নাম যতো নো ভয়মাগতং । সন্তি মে শতশো দৈত্যো বাসুদেব-
বলাধিকাঃ ॥ ২৮ ॥ বিপ্রচিহ্নিঃ শিবিঃ শম্ভুর্জম্ভুঃ কুজম্ভুথৈবচ । হয়শিরা অশ্বশিরা ভঙ্গকারো
মহাহনুঃ ॥ ২৯ ॥ বাতাপিঃ প্রবশঃ শম্ভুঃ কুকুরাক্ষচ তুর্জয়ঃ । এতে চান্তে চ মে সন্তি দৈতেয়া
দানবাস্তথা ॥ ৩০ ॥ মহাবলো মহাবীৰ্য্যো ভুভারধরণক্ষমাঃ । এষামেকৈকশঃ কৃষ্ণো ন বীৰ্য্যবলসং-
মিতঃ ॥ ৩১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । পৌত্রস্ত তদ্রচঃ শ্রুত্বা প্রক্লাদো দৈত্যপুঙ্গবঃ । সক্রোধস্ত বলিং
প্রাহ বৈকুঠাক্ষেপবাদিনং ॥ ৩২ ॥ বিনাশমুপয স্তুতি দৈত্যান্তে চাপি দানবাঃ । যেষাং
তুমীদৃশো রাজা তুর্লুঙ্গিরবিবেকবান্ ॥ ৩৩ ॥ দেবদেবং মহাভাগং বাসুদেবমজং বিভুং । ষামুতে

সমস্ত ভূত যাহা হইতে প্রাপ্তভূত হইয়াছে এবং প্রলয়সময়ে যাহাতে লীন হইয়া থাকে, সেই
অচিন্ত্যস্বরূপ বাসুদেবকে প্রণাম করি ॥ ২২ ॥ যিনি রূপকে চক্ষুর্গ্রহণে, ত্বকে গন্ধানুভবে,
রসনাকে রসগ্রহে এবং জ্ঞাণকে গন্ধানুপরিগ্রহে নিযোজিত করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি শ্রবণে ত্বক্, জ্ঞাণ,
চক্ষু কাহারই বিষয়ীভূত নহেন ॥ ২৩ ॥ যিনি সকলের ঈশ্বর ও যুক্তি অনুসারে অবশ্যজ্ঞাতব্য
যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, পাপলেশের সম্পর্কমাত্র নাই ; যিনি নিত্যলীলাময় বিগ্রহ ও
স্বপ্রকাশ চৈতন্ত্যস্বরূপ, যিনি সকলের নিগ্রাহুগ্রহে ও তিরস্কার পুরস্কারে সমর্থ, যিনি লোক
সকলের অধিষ্ঠায় রক্ষাকর্তা এবং যিনি ভবভয়বিনাশকর্তা, সেই হরিকে নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥
যিনি একমাত্র দংষ্ট্রাদ্বারা এই পৃথিবীতে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিয়া
আছেন, যিনি সকল জগতের হর্তা, সেই সকলের পূজনীয় ও নিমন্তা সর্বব্যাপী হরিকে নমস্কার
করি ॥ ২৫ ॥ যিনি অদিতির গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, অসুরগণের তেজঃ হরণ করিয়াছেন,
সমস্ত সংসারতরুর কুঠারস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সেই হরিকে নমস্কার করি ॥ ২৬ ॥ হে মহাসুরেন্দ্র !
সেই জগদ্যোনি মহাত্মা বাসুদেব ষোড়শ অংশমাত্রে সুরেন্দ্রজননীর জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া, তোমা-
দের বল ও বপু শোষণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

বলি কহিল, তাত ! যাহাঁ হইতে আমাদের বিপৎ সমাগত হইয়াছে সেই হরি কে ? দেখুন,
বাসুদেব অপেক্ষাও অধিকবলশালী শত শত দৈত্য আমার অধীনে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২৮ ॥
বিপ্রচিহ্নি, শিবি, শম্ভু, জম্ভু, কুজম্ভু, হয়শিরা, অশ্বশিরা, ভঙ্গকার, মহাহনু ॥ ২৯ ॥ বাতাপি,
প্রবশ, তুর্জয়, কুকুরাক্ষ ইহারা এবং অন্যান্য দৈত্য ও দানবগণ ॥ ৩০ ॥ সকলেই মহাবল, সকলেই
মহাবীৰ্য্য ও সকলেই ভুভার গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্ । ইহাদের মধ্যে এক এক জনেরও সমান
কৃষ্ণের বল নাই ॥ ৩১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি প্রক্লাদ পৌত্রের এই বচন আকর্ণন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া,
ভগবানের আক্ষেপবাদপ্রবৃত্তি সেই বলিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ তোমার অধীনস্থ দৈত্য ও
দানবগণ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ; যাহাদের তুমি ঈদৃশ তুর্লুঙ্গি ও বিবেকশূন্য রাজা ॥ ৩৩ ॥

পাপসংহরঃ কোন্ত এবং বদিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ য এতে ভবতা প্রোক্তাঃ সমস্তা দৈত্যদানবাঃ ।
 সত্রাকান্তথা দেবাঃ স্বাবরাস্তাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ অঃ চাহঞ্চ জগচ্চৈদং সাদ্বিক্রমনদীবনং ।
 সমুদ্রদ্বীপলোকাশ্চ যচ্চৈদং যচ্চ নৈজতি ॥ ৩৬ ॥ যস্তাভিবাধ্যন্ধ্যাস্ত ব্যাপিনঃ পরমাত্মনঃ ।
 একৈক্যাংশকলা জন্ম কন্তমেবং বদিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ ঋতে বিনাশাভিমুখং স্বামেকমবিবেকিনং ।
 হুর্কৃদ্ধিমজিতাত্মানং বুদ্ধানাং শাসনাতিগং ॥ ৩৮ ॥ শোচোহহং যস্য মে গেহে জাতস্তব পিতাধমঃ ।
 যস্য স্বমীদৃশঃ পুত্রো দেবদেবাবমানকঃ ॥ ৩৯ ॥ তিষ্ঠত্যনেকসংসারসজ্জাতৌষবিনাশিনী ।
 কৃষ্ণে ভক্তিরহস্তাবদবেক্ষ্য ভবতা ন কিং ॥ ৪০ ॥ ন মে প্রিয়তরং কৃষ্ণাদপি দেহং মহাত্মনঃ ।
 ইতি জানাত্যয়ং লোকো ভবাংশ্চ দিতিজাধমঃ ॥ ৪১ ॥ জানন্নপি প্রিয়তরং প্রাণেভ্যোপি হরিং
 মম । নিন্দাং করোষি তস্য হমকুর্ক্সন্ গোঁরবং মম ॥ ৪২ ॥ বিরোচনস্তব গুরুগুরুস্ত্যাপ্যহং
 বলে । মমাপি সর্কজগতাং গুরুনারায়ণো হরিঃ ॥ ৪৩ ॥ নিন্দাং করোষি তস্মিন্ধ্বং কৃষ্ণে
 গুরুগুরোগুরৌ । যস্মাত্মাদিষ্টৈশ্বৰ্য্যাদচিরাদ্ভ্রংশমেঘ্যসি ॥ ৪৪ ॥ স দেবো জগতাং নাথো
 বলে মম জনার্দনঃ । নত্বহং প্রত্যবেক্ষ্যন্তে পিতুর্মাত্তোত্র যো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ এতাবন-
 মাত্রমপ্যত্র নিন্দতা জগতো গুরুঃ । নাপেক্ষিতং ত্বয়া যস্মাত্মাচ্ছাপং দদামি তে ॥ ৪৬ ॥
 যথা মে শিরস্শ্ছেদাদিদং গুরুতরং বচঃ । স্বয়োক্ৰমচ্যুতাক্ষেপি রাজ্যভ্রষ্টস্তথা

তুমি ভিন্ন অস্ত্র কোন্ পাপসংহর পুরুষ দেবদেব, মহাভাগ, জননরহিত, অগ্নিাদিবিভাবসম্পন্ন
 ভগবানের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥ তুমি যাহাদের নাম করিলে, সেই
 সমস্ত দৈত্য ও দানববর্গ, অধিক কি, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ, স্বাবরাস্ত্র জাতিসমূহ ॥ ৩৫ ॥ তুমি,
 আমি এবং পর্বত, পাদপ, নদী ও বন সহিত সমুদায় জগৎ, সমুদ্র ও দ্বীপসহিত সমস্ত লোক,
 এবং স্বাবর ও জঙ্গম সমস্ত ॥ ৩৬ ॥ যাহার একৈক অংশকলা ইহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করি-
 য়াছি, যিনি সকলেরই অভিবাধ্য ও বন্দনীয় এবং যিনি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছেন,
 কে ন ব্যক্তি তাঁহারে এরূপ কথা বলিতে পারে ? ॥ ৩৭ ॥ একমাত্র তুমি কেবল বলিতে পার ।
 কেননা, তোমার বিনাশ অভিমুখীন হইয়াছে; তাহার উপর তোমার বিবেচনার লেশ নাই;
 তাহার উপর আবার তুমি হুর্কৃদ্ধ, অজিতাত্মা ও বুদ্ধগণের শাসন অতিক্রম করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥
 সর্কথা আমি শোচনীয় । কেননা, আমার গেহে তোমার অধম পিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।
 যাহার গুরুরূপে তোমার ন্যায়, দেবদেব বাসুদেবের অবমানকর মীদৃশ পুত্রের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥
 কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, অনেক সংসারসংঘাতপরম্পরা বিনিবৃত্ত হয় । অন্ততঃ আমারও অবেক্ষা
 করা কি তোমার উচিত নয় ? ॥ ৪০ ॥ মহাত্মা কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার দেহও প্রিয়তর নহে । ইহা
 সকল লোকেই জানে এবং দৈত্যাদি তুমিও ইহা অবগত আছ ॥ ৪১ ॥ তুমি হরিকে আমার
 প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জানিও, আমার অগৌরব করত, তাঁহার নিন্দা করিতেছ ॥ ৪২ ॥
 দেখ, বিরোচন তোমার গুরু । আমি আবার তাহারও গুরু । হরি আবার আমার ও সমুদায়
 জগতের গুরু ॥ ৪৩ ॥ এইরূপে গুরুর গুরুর গুরু ভগবান্ কৃষ্ণের তুমি নিন্দা করিতেছ ।
 এই কারণে অচিরকাল মধ্যেই তুমি ঐশ্বৰ্য্যভ্রষ্ট হইবে ॥ ৪৪ ॥ সেই জনার্দন আমার ও বিশ্ব-
 সংসারের নাথ । আমি তোমার পিতার মান্য । তথাপি তুমি আমার প্রত্যবেক্ষা করিতেছ
 না ॥ ৪৫ ॥ যেহেতু, তুমি জগদগুরু জনার্দনের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, এতাবন্মাত্রও
 অপেক্ষা করিলে না, সেইহেতু তোমারে শাপ দিব ॥ ৪৬ ॥ তুমি ভগবানের যে নিন্দাবাদ
 করিলে, তাহা আমার শিরশ্ছেদ অপেক্ষাও গুরুতর । সেইজন্য তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত

পত ॥ ৪৭ ॥ যথা ন কৃষ্ণাদশঃ পরিভ্রাণং ভবান্বে । তথাচিরেণ পশ্চৎ ভবন্তঃ
রাজ্যবিচ্যুতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবাক্যং নামক একোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । ইতি দৈত্যপতিঃ শ্রুত্বা গুরোর্কচনমপ্রিয়ং । প্রসাদয়ামাস গুরুং অপি-
পত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

বলিরুবাচ । প্রসীদ তাত মা কোপং কুরু মোহহতে ময়ি । বলাবলেপমূঢ়েন ময়ৈতৎকাক্য-
মীরিতং ॥ ২ ॥ মোহাপহতবিজ্ঞানঃ পাপোহং দিতিজ্ঞোত্তম । বহুশ্রোত্মি দুরাচারস্তৎ সাধু
ভবতা কৃতং ॥ ৩ ॥ রাজ্যভ্রংশং যশোভ্রংশং প্রাপ্যামীতি ততস্ত্বং । বিষম্বোদি যথা তাত
তথৈবাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥ ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যমন্তুবা কিমপীহ ন দুর্লভং । সংসারে দুর্লভা
স্তাত গুরুবো যে ভবদ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥ তৎ প্রসীদ ন মে কোপং কর্তুমহঁসি দৈত্যপ । ত্বংকোপপরি-
দগ্ধোহং পরিতপ্যে দিবানিশং ॥ ৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । বৎস কোপেন মে মোহো জনিতস্তেন তে ময়া । দন্তঃ শাপোবিবেকচ্চ
মোহেনাপকৃতো মম ॥ ৭ ॥ যদি মোহেন মে জ্ঞানং ন কিপ্তং স্মান্নহাস্ময় । তৎ কথং
সর্বগং জ্ঞানন্ হরিং কঞ্চিচ্ছাম্যহং ॥ ৮ ॥ যোহয়ং শাপো ময়া দত্তোভবতে দৈত্যপুঙ্গব ।
ভাব্যমেতেন তে নুনং তস্মাৎত্বং মা বিষীদ বৈ ॥ ৯ ॥ অদ্যপ্রভৃতি দেবেশে ভগবত্যাচ্যুতে হরৌ ।

হইবে ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণ বিনা ভবসাগরে অন্য কেহ পরিভ্রাণ করিতে পারে না । সেইহেতু,
অচিরকালমধ্যেই তোমারে যেন রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে প্রহ্লাদ বাক্য নামক উনত্রিশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি গুরুর এইরূপ অপ্রিয় বচন শ্রবণ করিয়া, বাৎসব্য প্রণিপাত-
পুরঃসর তাঁহারে প্রসন্ন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ এবং কহিল, তাত ! প্রসন্ন হউন । আমি মোহে
আচ্ছন্ন হইয়াছি । আমার প্রতি কোপ করিবেন না । আমি বলগর্কে হতজ্ঞান হইয়া, এইরূপ
বলিয়াছি ॥ ২ ॥ মোহবশতঃ আমার কর্তব্যার্থব্যবোধ অপহৃত হইয়াছে । বলিতে কি,
আপনি পাপাত্মা ও দুরাচার আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ আমি
আপনার শাপে রাজ্যভ্রষ্ট ও যশোভ্রষ্ট হইব । তাত ! আপনি আমার এই ঔক্ৰত্যবশতঃ বিষম
হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ দেখুন, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য অথবা অন্তর্বিধ বস্তুও দুর্লভ নহে । কিন্তু সংসারে
আপনার ন্যায় গুরু অতি দুর্লভ ॥ ৫ ॥ অতএব প্রসন্ন হউন । আমার প্রতি রোষবশ হইবেন
না । আপনার কোপে নিতান্ত দগ্ধ হইয়া, আমি দিবানিশ পরিতাপ অনুভব করিতেছি ॥ ৬ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, বৎস ! রোষবশতঃ আমার মোহ সমুদ্ভূত এবং সেই মোহবশে আমার
বিবেকও অপহৃত হইয়াছে । তজ্জন্ম আমি তোমারে শাপ দিয়াছি ॥ ৭ ॥ অয়ি মহাস্মর !
যদি মোহবশে আমার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত না হইত, তাহা হইলে, সর্বব্যাপী হরিকে অবগত হইয়াও,
আমি কাহাকেও কি শাপদান করিতে পারি ? ॥ ৮ ॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমারে যে
শাপ দিয়াছি, তাহা অবশ্যই ঘটিবে । তজ্জন্ম তুমি বিষম হইও না ॥ ৯ ॥ আজি হইতে তুমি

ভবেদ্বঃ ভক্তিমানীশে স তে ত্রাতা ভবিস্যতি ॥ ১০ ॥ শাপং প্রাপ্য চ মে বীর দেবেশঃ সংসৃতস্তথা ।
তথা তথা বাদয়ামি শ্রেয়স্তং জ্ঞান্যসে যথা ॥ ১১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । অদিতের্গর্ভমাসাদ্য সর্বকামসমৃদ্ধিঃ । ক্রমেণৈব হরিবুদ্ধিঃ দে :
প্রাপ্তো মহাযশঃ ॥ ১২ ॥ ততো মাসে চ দশমে কালে প্রসব আগতে । অজায়ত স গোবিন্দো
ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥ অবতীর্ণে জগন্নাথে তস্মিন্ সর্বমশ্বরে । দেবাশ্চ মুমূর্ষুঃখং
দেবমাতা দিতিস্তথা ॥ ১৪ ॥ ববুর্কাতাঃ সুখস্পর্শাঃ বিরজস্কমভূরভঃ । ধর্ম্য চ সর্বভূতানাং
তদা মত্তিরজায়ত ॥ ১৫ ॥ নোদ্বৈগশ্চাপাভূদেহে মানবানাং দ্বিজোত্তমঃ । তদা হি সর্বভূতানাং
শ্রুত্বা মত্তিরজায়ত ॥ ১৬ ॥ তং জাতমাত্রং ভগবান্ ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ । জাতকর্মাদিকাং
কৃৎস্না ক্রিয়াং তুষ্ঠাব চ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ । জয়াধীশ জয় জেয় জয় সর্বগুরো হরে জন্মমৃত্যুজরাভীত জয়ানন্ত জয়াচ্যুত ॥ ১৮ ॥
জয়াজিত জয়াশেষ জয়াব্যক্ত হিতে জয় । পরমার্থ সর্বজ্ঞ জ্ঞানজ্যেষ্ঠার্থনিশ্চিত ॥ ১৯ ॥
জয়া শযজগৎসাক্ষিন্ জগৎকর্ত্তাজগদগুরো । জগতোহজগতশ্চেশ দ্বিতৌ পাণ্ডরসে জয় ॥ ২০ ॥
জয়াখিল জয়াশেষ জয় সর্বদ্বন্দ্বিস্থিত । জয়াদিমধ্যান্তমধ সর্বজ্ঞ নময়োত্তম ॥ ২১ ॥ মুমূক্ষুভিরনি-
র্দেশ্য নিত্যস্থৈ জয়েশ্বরা । যোগি ভিমুক্তিকামৈশ্চ দমাদিগুণভূষণ ॥ ২২ ॥ জয়াতিশ্রুত্ব দুজ্জেষ
জগন্মূল জগন্ময় । জয় হৃন্মতিশ্রুত্ব জয় যোগিন্তীক্ষ্ময় ॥ ২৩ ॥ জয় সমায়াযে গহ শেষ-

সেই দেবদেব ভগবান্ অচ্যুতে ভক্তিমান্ হও । তাহা হইলে, তিনি তোমারে পরিজ্ঞান করি-
বেন ॥ ১০ ॥ তুমি মৎকর্ত্তৃক অভিষপ্ত হইয়া, যদি ভগবান্কে স্মরণ কর, তাহা হইলে, যে
যে রূপে তোমার মঙ্গল হইতে প রে, আমি তাহা সবিশেষ কীর্তন করিব ॥ ১১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, এদিকে সর্বকামসমৃদ্ধি, মহাযশা, ভগবান্ হরি অদিতির গর্ভে
অবতরণপূর্বক ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর দশম মাস উপস্থিত
হইলে, যথাসময়ে প্রসব সমাগত হইল । তখন ভগবান্ গোবিন্দ বামনমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করি-
লেন ॥ ১৩ ॥ সমুদায় অমরগণের ঈশ্বর জগন্নাথ হরি অবতীর্ণ হইলে, দেবগণ ও অদিতি
সকলেই হুঃখ বিসর্জন করিলেন ॥ ১৪ ॥ সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া, সঞ্চরমাণ হইল । আকাশ
নির্মল হইয়া উঠিল । সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্ম মতি হইল ॥ ১৫ ॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! মানবগণের
দেহে আর উদ্বৈগ রহিল না । সকল প্রাণিই সুস্থচিত্ত হইল ॥ ১৬ ॥

লোকপিতামহ ব্রহ্ম জাতমাত্র তাহার জাতকর্মাদি ক্রিয়া সমাহিত করিয়া, এই বলিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে অধীশ ! তোমার জয় হউক । হে অজেয় ! তোমার জয়
হউক । হে সর্বগুরো হরে ! তোমার জয় হউক । হে জন্মমৃত্যুজরাভীত অনন্তস্বরূপ অচ্যুত !
তোমার জয় হউক ॥ ১৮ ॥ হে অজিত ! তোমার জয় হউক । হে অশেষ ! তোমার জয় হউক ।
হে অব্যক্ত ! হে স্থিতিস্বরূপ ! তোমার জয় হউক । হে পরমার্থস্বরূপ ! হে সর্বজ্ঞ ! হে
জ্ঞানস্বরূপ ! হে জ্যেষ্ঠার্থনিশ্চিত ! তোমার জয় হউক ॥ ১৯ ॥ হে নমস্ত জগতের সাক্ষিরূপিন্ !
তোমার জয় হউক । হে জগৎকর্ত্তা ! হে জগদগুরো ! তোমার জয় হউক । হে জগতের
ঈশ্বর ! হে জগতের স্থিতিবিধায়ক ! তোমার জয় হউক ॥ ২০ ॥ হে অখিল ! তোমার জয়
হউক । হে অশেষ ! তোমার জয় হউক । হে সকলের হৃদয়স্থিত ! তোমার জয় হউক । হে
আদিমব্যাক্তম ! হে সর্বজ্ঞানময় ! হে উত্তম ! তোমার জয় হউক ॥ ২১ ॥ হে মুমূক্ষুগণের
অনির্দেশ্য ! হে নিত্যস্থৈ ! হে ঈশ্বর ! তোমার জয় হউক । হে দমাদিগুণভূষণ ! তোমার
জয় হউক ॥ ২২ ॥ হে অতিশ্রুত্ব ও দুজ্জেষ্বরূপ ! হে জগন্মূল ও জগন্ময় ! তোমার জয় হউক ।
হে হৃন্মতিশ্রুত্বস্বরূপ ! তোমার জয় হউক । হে যোগিন্ ! হে অর্তিক্ষ্ম ! তোমার জয়

ভোগশয়াক্ষর । জ্যৈষ্ঠদংষ্ট্রাপ্রোক্তেন সমুদ্রবসুন্ধর ॥ ২৪ ॥ নৃকেশরিন্ স্বরাত্র্যতিবন্ধঃস্থল-
বিদারণ । সাংপ্রতজয় বিশ্বায়ন্ মায়াবামন কেশব ॥ ২৫ ॥ স্বমাপটলচ্ছন্ন জগদ্ধাতর্জনান্দন ।
জয়াচিন্ত্য জয়ানেকস্বরূপৈকনিধে প্রভো ॥ ২৬ ॥ বর্দ্ধয় বর্দ্ধিতানেকবিকারপ্রকৃতে হরে । ত্বৈষা
জগতীশেষসংস্থিতা ধর্মপদ্ধতিঃ ॥ ২৭ ॥ ন ত্বামহং ন চেশানো নেত্রাদ্যাদ্বিদশা হরে । জ্ঞাতুমী-
শান ঋষয়ঃ সনকাদ্যা ন যোগিনঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বং মায়াপটসম্বীতো জগত্যত্র জগৎপতে । কস্তাশ্চেৎ-
স্যাতি সর্বেশ ত্বৎপ্রসাদং বিনা নরঃ ॥ ২৯ ॥ ত্বমেবারাধিতো যেন প্রসাদস্বমুখ প্রভো ।
স এব কেবলং দেব বেত্তি ত্বাং নেতরো জনঃ ॥ ৩০ ॥ নন্দীশ্বরেখরেশান বিভো বর্দ্ধয় বামন ।
প্রভবায়াস্ত বিশ্বস্ত বিশ্বায়ন্ পৃথুলোচন ॥ ৩১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । এবং স্তুতো হৃষীকেশঃ স তদা বামনাকৃতিঃ । গ্রহস্ত ভাবগন্তীরমুবাচারুচ-
সম্পদম্ ॥ ৩২ ॥ স্তুতোহং ভবতা পূর্বমিল্লাট্টদ্যোঃ কশ্যপেন চ । ময়া চান্ত প্রতিজ্ঞাতমিল্লস্ত
ভুবনত্রয়ং ॥ ৩৩ ॥ ভূয়শ্চাহং স্তুতোহৃদিত্যা তন্ত্যশ্চাপি ময়াশ্রুতং । যথা শক্রায় দাস্যামি ত্রৈ-
লোক্যং হতকণ্টকং ॥ ৩৪ ॥ সোহহং তথা করিষ্যামি যথেল্লো জগতঃ পতিঃ । ভবিষ্যতি সহ-
স্রাক্ষঃ সতামেতদ্বীমি বঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মা হৃষীকেশায় দত্তব ন । যজ্ঞোপবীতং
ভগবান্দদৌ তন্ত বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৬ ॥ আষ চমদদদগুং মরীচি ব্রহ্মণঃ স্তুতঃ । কমণ্ডলুং বশিষ্ঠ
কুশাংশ্চীরমথাংগিরাঃ । আসনঞ্চৈব পুলহঃ পুলস্ত্যঃ পীতবাসসী ॥ ৩৭ ॥ উপতস্কৃচ্চ তং বেদাঃ

হউক ॥ ২৩ ॥ হে স্রমাধাযোগস্থ ! তোমার জয় হউক । হে শেষভোগশায়িন্ ! হে অক্ষয়রূপিন্ !
তোমার জয় হউক । হে একমাত্র দত্ত দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধারকারিন্ ! তোমার জয় হউক ॥ ২৪ ॥
হে হিরণ্যকশিপুর্ হৃদয়বিদারিন্ নুনিংহরূপিন্ ! তোমার জয় হউক । অধুনা, হে মায়াবামন-
মূর্তিধারিন্ ! হে বিশ্বায়ন্ ! হে কেশব ! তোমার জয় হউক ॥ ২৫ ॥ হে স্বকীর মায়াজালে আচ্ছন্ন !
হে জগৎবিধাতঃ । হে জনান্দন ! তোমার জয় হউক । হে অচিন্ত্য ও অনেকস্বরূপ ! হে
একনিধে ! হে প্রভো ! তোমার জয় হউক ॥ ২৬ ॥ হে বর্দ্ধিত ! তুমি বর্দ্ধিত হও । হে
অনেক ! হে বিকার ও প্রকৃতিস্বরূপ ! হে হরে ! তুমিই এই সংসারের সর্বত্র ধর্মপদ্ধতি স্থাপন
করিয়াছ ॥ ২৭ ॥ আমি তোমাতে অবগতি নহি । মহাদেবও তোমার স্বরূপ বিদিত নহেন ।
ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাতে জানিতে পারেন না । ঋষিগণ ও সনকাদি যোগিগণও তোমার
স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহেন ॥ ২৮ ॥ হে জগৎপতে ! তুমি মায়াপটে সংবীত হইয়া, এই জগতীতলে
বিরাজ করিতেছ । অতএব, হে সর্বেশ ! কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রসাদ ব্যতিরেকে তোমাতে
জানিতে পারিবে ? ॥ ২৯ ॥ হে প্রসাদস্বমুখ ! হে প্রভো ! যে ব্যক্তি তোমার আরাধনা
করে সেই কেবল তোমাতে অবগত হয়, অন্তে নহে ॥ ৩০ ॥ হে নন্দীশ্বরেখরেশ !
হে বামন ! তুমি বর্দ্ধিত হও । হে পৃথুলোচন ! হে বিশ্বায়ন্ ! তুমি এই বিশ্বের প্রভাবার্থ
বর্দ্ধিত হও ॥ ৩১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, বামনরূপী হৃষীকেশ এইপ্রকার স্তুত হইয়া, স্রমবৃত্ত হাশ্রু করিয়া, অর্থ-
গৌরবযুক্ত ভাবগন্তীর বাক্যে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ পূর্বে আপনি ইন্দ্রাদি অমরগণ ও কশ্যপের সহিত
আমার স্তুত করিয়াছিলেন । তদনুসারে আমি ইন্দ্রকে ভুবনত্রয়দানে প্রতিশ্রুত হই ॥ ৩৩ ॥
পুনরায় অদिति স্তুত করিলে, তাহারও নিকট ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিয়াছিলাম, ইন্দ্রকে
কণ্টক উৎখাত করিয়া, ত্রিভুবন প্রদান করিব ॥ ৩৪ ॥ অতএব যাহাতে সহস্রলোচন ইন্দ্র
জগতের পতি হন, আমি তাহাই করিব । আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ৩৫ ॥

তখন ব্রহ্মা সেই বামনরূপী হৃষীকেশকে কৃষ্ণাজিন, ভগবান্ বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পলাশনির্মিত দণ্ড, বশিষ্ঠ কমণ্ডলু, অঙ্গিরা কুশ ও চীর, পুলহ আসন ও পুলস্ত্য

প্রণবোচ্চারভূষণাঃ । শাস্ত্রাণ্যশেষানি তথা সাংখ্যযোগোক্তয়স্তথা ॥ ৩৮ ॥ স বামনো জটী
দন্তী ছত্রী ধৃতকমণ্ডলুঃ । সৰ্বদেবময়ো দেবো বলৈরধ্বরমভাগাৎ ॥ ৩৯ ॥ যত্র যত্র পদং বিপ্রা
ভূভাগে বামনো দদৌ । দদাতি ভূমিবিবরং তত্র তত্রাভিপীড়িতা ॥ ৪০ ॥ স বামনো জড়গতি-
মুহু গচ্ছন সপৰ্কতাং । সাজ্জিহ্বীপবনাং সৰ্ব্বাঞ্চালয়ামাস মেদিনীং ॥ ৪১ ॥ বৃহস্পতিস্ত শনৈক-
মার্গং দর্শয়তে শুভং । তথা ক্রীড়াবিনোদার্থে গতিৰ্জগতি সা ভবৎ ॥ ৪২ ॥ ততঃ শেষো মহা
নাগো নিঃসৃত্যসৌ রসাতলাৎ । সাহায্যং কল্পয়ামাস দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৪৩ ॥ তদস্তাপি চ
বিখ্যাতং মহাবিপুলমুত্তমং । তস্ত সন্দর্শনাদেব নাগেভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বলিযজ্ঞে বামনপ্রস্থানং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । সপৰ্কতবনামুর্গী দৃষ্ট্য়া সংস্কৃতিতঃ বলিঃ । পঞ্চচ্ছোদনসং শুক্রং
প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ ॥ ১ ॥ আচার্য্য কোভমায়াতি সাক্ষিভূভবনা মহী । কস্ম চ নাস্মরান্ ভাগান্
প্রতিগৃহ্নন্ত বহুঃ ॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্ঠোহথ বলিনা কাব্যো বেদবিদাশ্রয়ঃ । উবাচ দৈত্যাধিপতিষ্কিরণ
খ্যাত্বা মহামতিঃ ॥ ৩ ॥ অবতীর্ণো জগদ্যোনিং কশ্চপদ্য গৃহে হরিঃ । বামনেনেহ রূপেণ
পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪ ॥ স নুনং যজ্ঞমায়াতি তব দানবপুঙ্গবঃ । যস্য পাদপ্রতিক্ষেপাদিয়ং
প্রচলিতা মহী ॥ ৫ ॥ কম্পস্তে গিরিশৈচব সংস্কৃক্সা মকরালয়াঃ । নৈনং ভূতপতিং ভূমিঃ সমর্থী

পীতবস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রণবোচ্চারভূষিত বেদ সকল, অশেষ শাস্ত্র ও সমুদায়
সাংখ্যযোগোক্তি, তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৮ ॥ সেই সৰ্বদেবময় দেব বামন জটী, দণ্ড,
ছত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ হে বিষ্ণু বর্গ ! তিনি গমন-
সময়ে যে যে ভূভাগে পদ প্রদান করিতে লাগিলেন, পৃথিবী সেই সেই স্থানেই অভিপীড়িত
হইয়া, ছিদ্রযুক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি মুহুমুদ গমন করিলেও, সমগ্র পৃথিবী পৰ্কত,
বন ও দ্বীপ সকলের সহিত বিচলিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ বৃহস্পতি ধীরে ধীরে তাঁহারে পথ
দেখাইয়া চলিলেন । তিনি পৃথিবীতে ক্রীড়াবিনোদার্থ তাদৃশ গতি অবলম্বন করিলেন ॥ ৪২ ॥
তখন মহানাগ শেষ রসাতল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, সেই বামনরূপী দেবদেব চক্রির সাহায্য
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তাঁহার এই সাহায্যকরণ সংসারে সৰ্বত্র অতি বিস্তৃতরূপে ও
বিশিষ্টবিধানে বিখ্যাত হইয়াছে । তাঁহার সন্দর্শনে সর্পভয় তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিযজ্ঞে বামনের প্রস্থান নামক ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, সমগ্র বসুমতী পৰ্কত ও কানন সহিত সংস্কৃক্স হইয়া উঠিলে, বলি এই
ব্যাপার অবলোকন ও কৃতাজলি হইয়া, শুক্র শুক্রকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,
আচার্য্য ! সাগর, পৰ্কত ও অরণ্যসহিত অথও মেদিনীমণ্ডল কিকারণে ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং
অগ্নিই বা কিজন্য অসুরভাগ প্রতিগ্রহ করিতেছেন না ? ॥ ১ ॥ ২ ॥

বেদবিদ্বরিষ্ঠ মহামতি শুক্র বলিকর্ডক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাঁহারে
কহিলেন ॥ ৩ ॥ জগদ্যোনি পরমাত্মা সনাতন হরি কশ্চপের গৃহে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন ॥ ৪ ॥ হে দানবপুঙ্গব ! তিনি নিশ্চয় তোমার যজ্ঞে আসিতেছেন । তাঁহারই পাদপ্রতি-
ক্ষেপে এই পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছেন ॥ ৫ ॥ পৰ্কত সকল বিচলিত হইতেছে এবং

গোচরমীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥ স দেবাস্থুরগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসপন্নগা । অনেনৈব ধৃত্য ভূমিরাপোগ্নিঃ
পবনো নভঃ । ধারয়ত্যখিলান্ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ মহাস্থরান্ ॥ ৭ ॥ ইয়মস্য জগদ্ধাতুর্দ্বারা
কৃষ্ণস্য হস্তাঙ্গা । ধার্য্যধারকভাবেন যথা সংপীড়িতঃ জগৎ ॥ ৮ ॥ তৎসন্নিধানাদস্থরা ভাগ-
হারাঃ সুরোত্তমাঃ । ভুঞ্জতে নাস্থরান্ ভাগানপি বৈ তে ত্রয়ে'শ্বরঃ ॥ ৯ ॥ শুক্রস্য বচনং শ্রুত্বা
স্বর্গরোমা ব্রবীষসিঃ । যন্তোহহং কৃতপুণ্যশ্চযতো যজ্ঞপতিঃ স্বয়ং ॥ ১০ ॥ যজ্ঞমভ্যাগতো ব্রহ্মন্
মতঃ কোহংলাভিকঃ পুমান্ । যং যোগিনঃ সদোহ্যুক্তাঃ পরমাত্মানমব্যয়ং ॥ ১১ ॥ ঐষ্টুমিচ্ছন্তি
দেবো সৌ মমাক্ষরমুপেষাতি । যন্ময়াচার্য্য কৰ্ত্তব্যং তন্ময়াদেষ্টুমর্হসি ॥ ১২ ॥

শুক্র উবাচ । যজ্ঞভাগভুজো দেবা বেদপ্রামাণ্যতে'হস্থর । ত্বয়া তু দানবা দৈত্য
যজ্ঞভাগভুজঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ অয়ঞ্চ দেবঃ সত্বশ্চ কৰোতি স্থিতিপালনং । বিন্ধ্যৈঞ্চ তথৈবাংতে
স্বয়মতি প্রজাঃ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বয়া তু বঞ্চিতা দেবা নুনং বিষ্ণুঃ স্থিতৌ স্থিতঃ । বিদিত্বৈ-
তন্মহারাক্ষ কুরু যন্তে মনো গতং ॥ ১৫ ॥ ত্বয়া চ দৈত্যাধিপতে স্বল্পকপি হি বস্তুনি । প্রতিজ্ঞা
নৈব বোঢ়ব্য বাচ্যং সাম তথা ফলং ॥ ১৬ ॥ কৃতকৃত্যশ্চ দেবশ্চ দেবার্থকাপি কুর্ষতঃ ।
নালন্দাতুমহং দেব ত্বয়া বাচ্যন্ত যাচতা ॥ ১৭ ॥

বলিরুবাচ । ব্রহ্মন্ কথমহং ক্রথামন্তেনাপি হি যাচিতঃ । নাস্তীতি কিমু দেবেশঃ সংসারাগোষ-
হারিণং ॥ ১৮ ॥ ত্রতোপবাসৈর্কিবিবৈধৈর্গঃ প্রভুর্গৃহতে হরিঃ । স চেদক্ষ্যতি দেহীতি গোবিন্দঃ

সাগর সকল সংস্কৃত হইয়াছে । পৃথিবী ভূতপতি ঈশ্বরকে বহন করিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥
তিনি দেব, অস্থর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগসহিত এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল
এবং সমুদায় দেবগণ, মনুষ্যগণ ও মহাস্থরগণ সকলকেই ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৭ ॥ জগ-
দ্ধাতা কৃষ্ণের এই মায়া ভূম্পরিহর । দেখ, সমস্ত সংসার ধার্য্যধারকভাবে সংপীড়িত হইয়া
থাকে ॥ ৮ ॥ সুরোত্তমগণ তাহার সন্নিধান হইতে ভাগহর হইয়াছেন ; অস্থরগণ নহে । এই
কারণে অগ্নিত্রয় অস্থরভাগ প্রতিগ্রহ করিতেছেন না ॥ ৯ ॥

শুক্রের কথা শুনিয়া, বলি লোমাঞ্চিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আমিই ধন্য । আমিই
কৃতপুণ্য ! যেহেতু, স্বয়ং যজ্ঞপতি জনার্দন ॥ ১০ ॥ যজ্ঞে আসিতেছেন । অতএব ব্রহ্মন্ !
আমি অপেক্ষা অস্ত্র কোন্ ব্যক্তি আধিক্যবিশিষ্ট ? দেখুন, যোগিগণও সর্বদা উদযুক্ত হইয়া,
যে অবিনাশিস্বরূপ পরমাত্মারে ॥ ১১ ॥ দেখিবার জন্য উৎসুক হন, সেই ভগবান্ মদীয় অধ্বরে
আগমন করবেন । অতএব, আচার্য্য ! যেরূপ অনুষ্ঠান করা কৰ্ত্তব্য, আদেশ করুন ॥ ১২ ॥

শুক্র কহিলেন, হে অস্থর ! বেদপ্রামাণ্যতঃ দেবগণই যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া থাকেন ; কিন্তু
তুমি দানবদিগকে যজ্ঞভাগভাগী করিয়াছ ॥ ১৩ ॥ এই সত্বগুণবিহারী ভগবান্ বামন স্থিতি-
পালন করিয়া থাকেন । এবং স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া, কল্লান্তে সমুদায় ভক্ষণ করেন ॥ ১৪ ॥ তুমি
দেবগণকে বঞ্চনা করিয়াছ ; কিন্তু বিষ্ণু স্থিতিপালনে সর্বদাই ব্যবস্থিত আছেন । অয়ি
মহারাজ ! ইহা জানিয়া, তোমার যাহা মনে আইসে, কর ॥ ১৫ ॥ অয়ি দৈত্যপতে ! তুমি
কখন স্বল্পমাত্র বস্তুও প্রদান করিব, বলিয়া, বামনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিও না । কেবল মিষ্ট
বাক্য প্রয়োগ করিবে ; তাহাতে ফল পাইবে ॥ ১৬ ॥ সেই ভগবান্ যদিও স্বভাবতঃ কৃতকৃত্য,
তথাপি দেবগণের প্রয়োজনসাধনে উদ্যত হইয়াছেন । অতএব, তাঁহারে কহিবে, হে দেব !
আপনি যাহা যাচ্চা করিতেছেন, আমি তাহা দিতে পারিব না ॥ ১৭ ॥

বলি কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি কিরূপে একরূপ বলিতে পারিব । দেখুন, সামান্য লোকেও
যাচ্চা করিলে, যখন আমি তাহারে, নাই, বলিতে পারি না, তখন যিনি সংসারপ্রবাহপরম্পরা
নির্হরণ করেন, সেই অমরাধীশ ভগবান্কে কিরূপে একরূপ বলিব ॥ ১৮ ॥ বিবিধ ব্রত ও উপবাস

কিমতোহধিকং ॥ ১৯ ॥ যৎপ্রীতিকরণ্যৈব পুংভিঃ শৌচগুণান্বিতৈঃ । যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে দেবশ্চ
স মাং দেহীতি বক্ষ্যতি ॥ ২০ ॥ তৎ সাধু স্কৃতং কৰ্ম তপঃ সুচরিতঞ্চ নঃ । যন্ময়া দত্তমীশশ্চ
স্বয়ং দাস্যতে হরিঃ ॥ ২১ ॥ নাস্তীত্যহং গুরো বক্ষ্যে কথমংগতমীশ্বরং ॥ প্রাণত্যাগং করিষ্যামি
ন নাস্তীতি ন মে ক'চৎ ॥ ২২ ॥ তদেব বাঙ্কিতং প্রাপ্তং নুনং চাত্র ন সংশয়ঃ । যজ্ঞেশ্বিন্ যদি
যজ্ঞেশো বাচতে মাং জনার্দনঃ ॥ ২৩ ॥ নিজমূৰ্দ্ধানমপ্যাস্মৈ দাস্যাম্যেবা বিচারিতম্ । ন মে বক্ষ্যতি
দেহী ত গোবিন্দঃ কিমতোহধিকং ॥ ২৪ ॥ নাস্তীতি যন্ময়া নোক্তমন্তেষামপি যাচতাং । বক্ষ্যামি
কথমায়ান্তে তস্মিন্নভাগতঃ সত্যং ॥ ২৫ ॥ শ্রাম্য এব হি ধীবাণাং দানান্ধাপৎসমাগমঃ ।
ন বাধাকারি যদানং তদঙ্গ বলবৎ স্মৃতং ॥ ২৬ ॥ মদ্রাজ্ঞো নাস্থখী কশ্চিদ্রিদ্ভো ন চ'তুরঃ ॥ ২৭ ॥
নাভূষিতা ন চোদ্বিগ্না ন প্রসাদবিবৰ্জিতাঃ । হৃষ্টেস্তুষ্টঃ স্কৃগন্ধী চ তৃপ্তাঃ সৰ্ব্বগুণান্বিতাঃ । জনঃ
সৰ্বো মহাভাগ কিমুতাহং সদাস্থগী ॥ ২৮ ॥ এতদ্বি শষ্টমত্রাপ্তং দানবীজকলং ময়া । বিদিতং
মুনিশার্দূল যথৈতত্ত্বমুখাচ্ছৃতং ॥ ২৯ ॥ এতদ্বীজবরং দানবীজং পততি চেদঙ্গুরো । জনার্দনে
মহাপাত্রে কিং ন প্রাপ্তং ততো ময়া ॥ ৩০ ॥ বিশিষ্টং মম তদানং পরিতুষ্টোশ্চ দেবতঃ ॥ ৩১ ॥
উপভোগাচ্ছতগুণং দানং সুখকরং স্মৃতং । যৎপ্রসাদপরে! নুনং যজ্ঞেশো'ধিতো হরিঃ ॥ ৩২ ॥
হেনাত্যোতি ন সন্দেহো দর্শনাদুপকারকং । অথ কোপেন চাত্যোতি দেবভ'গোপয়োধিনং ॥ ৩৩ ॥

দ্বারা যে ঐভু হরিকে পাওয়া যায়, সেই গোবিন্দ যদি, দাও, বলেন, তাহা হইলে, তাহা
অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে ? ॥ ১৯ ॥ লোকে বাহার প্রীতিকরণার্থ শৌচসম্পন্ন হইয়া,
যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করে, সেই দেব আমার নিকট দাও, বলিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আর
কি হইতে পারে ? ॥ ২০ ॥ আমি যহা দান করিব, স্বয়ং ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণ করিবেন ;
ইহাই সাধু ও স্কৃত অনুষ্ঠান এবং ইহাই আমাদের সুচরিত তপস্যা ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর স্বয়ং সমাগত
হইলে, তাহারে কিরূপে, নাই, বলিব ? হে গুরো! প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি কখন নাই
বলিতে পারিব না ॥ ২২ ॥ এই যজ্ঞে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর জনার্দন যাজ্ঞাপরায়ণ হইবেন, ইহাতে নিশ্চয়ই
আমার বাঙ্কিতসিদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ অতএব আমি কে নরূপ বিচার না করিয়াই,
তাহাকে নিজ মস্তক প্রদান করিব । স্বয়ং গোবিন্দ আমাকে দাও বলিবেন, ইহা অপেক্ষা
অধিক আর কি আছে বা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥ আমি যখন সামান্য যাচকদিগকেও নাই বলিতে
সারি না, তখন স্বয়ং অচ্যুত অভ্যাগত হইলে, তাহারে কিরূপে ঐ কথা বলিব ॥ ২৫ ॥ জীবগণের
দান অপেক্ষা আপৎসমাগম শ্রাম্যনীয় ॥ ২৬ ॥ দান কখন বাধাজনক হইতে পারে না, অতএব
দানই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত ।

দেখুন, আমার রাজ্য কেহই অস্থখী নাই, দরিদ্র নাই, আতুর নাই ॥ ২৭ ॥ এবং কেহই অভূষিত
নহে, উদ্বিগ্ন নহে ও অপ্রসন্নও নহে । সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, স্কৃগন্ধসম্পন্ন, তৃপ্ত ও সৰ্ব্বগুণান্বিত ।
আমার কথা আর কি বলিব ? আমি সৰ্ব্বদাই স্থখী ॥ ২৮ ॥ আমি এই বিশিষ্টরূপ দানবীজ-
কল প্রাপ্ত হইয়াছি । হে মুনিশার্দূল ! আপনার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতেই উহা জানিতে
পারিলাম ॥ ২৯ ॥ হে গুরো ! সৰ্ব্ববীজশ্রেষ্ঠ এই দানবীজ যদি স্বয়ং মহাপাত্র জনার্দনে পতিত
হয়, তাহা হইলে, আমার কি না প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ আমার এই দান সৰ্ব্বথা বিশিষ্টভাবাপন্ন ।
সেইজন্য দেবতারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥ উপভোগ অপেক্ষা দান শতগুণ সুখজনক
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । আমি যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিতে, হরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসাদ
পন্ন হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ সেইজন্য, দর্শন দিয়া, উপকার করিবার জন্য আসিতেছেন, সন্দেহ
নাই । অথবা, আমি দেবগণের ভাগ উপরূক করিয়াছি । যদি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সংহরণার্থ

মাং নিহন্ত ততো হি স্তাধ্বঃ শ্লাঘাতমোহচাতাং । সমাহন্তঃ স্বযীকেশঃ কথং বৈ সমুপেষাতি ॥৩৪॥

এতজ্জায়া মুনিশ্রেষ্ঠ দানবিশ্বপরেণ ন । ত্বয়া ভাব্যং জগন্নাথে গোবিন্দ সমুপস্থিতে ॥ ৩৫ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । ইতোবং বদতস্তস্মৈ যজ্ঞবাটমুপাগতঃ । সঠৈবামহর্ষৈর্নৈঃ স বৃহস্পতি-
পুরঃসরৈঃ ॥ ৩৬ ॥ বলিঃ পুনরুবাচৈদং শুক্রঃ নিজপুরোহিতং । মাঞ্চ যাচিতুমভ্যোতি যতো
গেহাগতো हरिঃ ॥ ৩৭ ॥ স যথায়ৈচ্ছয়া সর্বক্ষেতঃসাক্ষী জনার্দনঃ । সর্বদেবময়ে'হচিন্ত্যো
মায়াবামনরূপধৃক্ ॥ ৩৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং তু প্রবিষ্টমসুরাঃ ঋভুঃ । জগুঃ প্রভাবতঃ
কোভং তেজসা তত্ত্ব নিম্প্রভাঃ ॥ ৩৯ ॥ বেপুশ্চ মুনয়স্তত্র যে সমেতা মহাধ্বরে । বশিষ্ঠো গাধি-
জ্ঞো গর্গশ্চথান্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ বলিষ্ঠৈচবাথিণং জন্ম মেনে সফলমাত্মনঃ । ততঃ সংকোভ-
মাপন্নো ন কশ্চিৎ কিকিছুক্রবান্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্যেকং দেবদেবেশং পূজয়ামাস তেজসা । অথা-
স্বরপতিং প্রস্থং দৃষ্ট্বা মুনিবরাংশ্চ তান্ ॥ ৪২ ॥ দেবদেবপতিঃ সাক্ষাদ্বিসুর্ল'মনরূপধৃক্ । তুষ্টাব
ষজ্ঞঃ বহ্নিঞ্চ যজমানমথর্ষিঞ্চঃ ॥ যজ্ঞকর্ম্মাধিকারস্থ ন্ সদশ্চান্দ্রব্যাসম্পদঃ ॥ ৪৩ ॥ সদশ্চাঃ
পাত্রবথিলং বামনং প্রতি তৎক্ষণাৎ । যজ্ঞবাটাস্থতা বিচাঃ সাধুসাধিবুভূদৈরয়ন্ ॥ ৪৪ ॥ স চার্ঘ-
মাদায় বলিঃ প্রোক্তুতপুলকস্তথা । পূজয়ামাস গোবিন্দং প্রাহ চৈদং মহাস্বরঃ ॥ ৪৫ ॥

বলিরুবাচ । সুবর্ণরত্নসজ্জাতান্ গজাংশ্চ মহিষাংশ্চথা । দ্বিয়ৌ বজ্রাণ্যলুকাঙ্গান্ গাবঃ
কুপ্যঞ্চ পুঙ্কলং ॥ ৪৬ ॥ সর্বঞ্চ সফলাং পৃথ্বীং ভবতো বা যদীক্ষিতং । তদদামি শৃণু শ্রেষ্ঠ মমার্থাঃ

আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, তদীয় হস্তে আমার মৃত্যু অতীব শ্লাঘার বিষয় হইবে । অথবা, সেই স্বযীকেশ আমায়ে নিজস্ব সংহার করিবার মানসে অ গমন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি এই সকল জানিয়া, সেই জগন্নাথ গোবিন্দ উপস্থিত হইলে, দানের ব্যাঘাত করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃহস্পতিপুরঃসর অমরনিকর সমভিব্যাহারে সেই ভগবান্ বামন তদীয় যজ্ঞবাটে উপাগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তদর্শনে বলি পুনরায় নিজ পুরোহিত শুক্রকে কহিলেন, হরি যখন আমার গৃহে আসিয়াছেন, তখন আমার নিকট যাচ্ছা করিবেন ॥ ৩৭ ॥ তিনি ইচ্ছানুসারে যাচ্ছা করুন । সেই জনার্দন সফলের চেতঃসাক্ষী, সর্বদেবময়, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং মায়া বশে বামনবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

তৎকালে অসুরগণ তাহারে যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তদীয় প্রভাবে ক্ষুব্ধ ও তাহার তেজে নিম্প্রভ হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ সেই মহাযজ্ঞে সমাগত ঋষিগণ সকলেই কম্পাবিত হইতে লাগিলেন । বশিষ্ঠ, গাধিজ, গর্গ ও অন্যান্য মুনিসত্তমগণ ॥ ৪০ ॥ এবং স্বয়ং বলি, সকলেই তাহারে দেখিবার স্ব স্ব জন্ম সফল মনে কহিলেন । তৎকালে, সকলে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হওয়াতে, কাহারই মুখ আর বাঙ্নিম্পত্তি হইল না ॥ ৪১ ॥ প্রত্যেকই সেই দেবদেবেশের পূজা করিতে লাগিলেন । অনন্তর অস্বরপতি বলিষ্ঠে অবনত ও সেই মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন করিয়া ॥ ৪২ ॥ দেবদেব-পতি বামনরূপের সাক্ষাৎ বিষ্ণু যজ্ঞ, যজমান, ঋহি ও বহ্নি, সকলেরই স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । তন্নিম্ন, তিনি যজ্ঞকর্ম্মাধিকারস্থ সদশ্চবর্ণ ও দ্রব্যাসম্পদ, ইহাদেরও স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তখন সদশ্চবর্ণ ও যজ্ঞবাটস্থিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই সেই বিশ্বরূপী, পাত্ররূপী বামনের প্রতি তৎক্ষণাৎ বারম্বার সাধুবাদ প্রণোদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বলি লোমাকিত হইয়া, অর্ঘ্যগ্রহণ করিয়া, গোবিন্দের পূজা করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ সুবর্ণ ও রত্নসংঘাত, গজ ও মহিষসমূহ, বজ্র ও অলঙ্কার সমস্ত, দ্বী ও গো সকল, তাম্রাদি সমস্ত ধাতু ॥ ৪৬ ॥ সমুদায় পৃথিবী, অথবা যাহা আপনার অঙ্গীকৃত, হৈ

সন্তি তে প্রিয়াঃ ॥ ৪৭ ॥ ইতুাক্তো দৈত্যপতিনা প্রীতিগর্ভমিদং বচঃ । আহ সন্মিতগভীরঃ
ভগবান্ বামনাকৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥ সমাগ্নিশরণার্থায় দেহি রাজন্ পদত্রয়ঃ । স্ববর্ণশ্রামরত্নাদি তদর্থিত্যঃ
প্রদীয়তাং ॥ ৪৯ ॥

বলিকুবাচ । ত্রিভিঃ প্রয়োজনং কিং তে পদৈঃ পদবতাহর । শতং শতসহস্রং বা পদানাং
মার্গতাং ভবাম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীবামন উবাচ । এতৈঃ পদৈর্দৈত্যপতে কৃতকৃত্যোশ্চি ম'র্গণে । অশ্বেষ'মর্গিনাং বিস্তমিচ্ছয়া
দাস্যতে ভবান্ ॥ ৫১ ॥ এতচ্ছ' বা তু গদিতং বামনস্য মহাত্মনঃ । দদৌ তস্মৈ মহাবাহুর্কামনার
পদত্রয়ং ॥ ৫২ ॥ পার্ণো তু পতিতে তোয়ে বামনোভূদবামনঃ । সর্ষদেবময়ং রূপং দর্শয়ামাস
তৎকণাৎ ॥ ৫৩ ॥ চক্সসূর্যো তু নয়নে দ্যৌঃ শিরশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ । পাদাঙ্গুল্যঃ পিণ্ডাচান্ত হস্তা-
ঙ্গুল্যশ্চ শুভ্রকাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিশ্বদেবাশ্চ জাহ্নুহা জজ্বে সাধ্যাঃ সুরোত্তমাঃ । যজ্ঞাশ্চান্ধেষু সংভূতা
লেখাশ্চান্দ্রসমুত্থা ॥ ৫৫ ॥ দৃষ্টির্জ্ঞান্যশেষানি কেশাঃ সূর্য্যাংশবঃ প্রভোঃ । তারকা রোমকূপানি
রোমেষু চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ বাহবো বিনিশ্চিন্ত্য দিশঃ শ্রোত্রে মহাত্মনঃ । অশ্বিনৌ শ্রবণে তস্য
নাশা বায়ুর্জহাবলঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রসাদে চক্সমা দেবো মনো ধর্মঃ সমাশ্রিতঃ । সত্যমস্যাভবদ্বাদী
জিহ্বা দেবী সুরমতী ॥ ৫৮ ॥ প্রীত্যাদিতির্দেবমাতা বিদ্যাস্তদলয়মুত্থা । স্বর্গদ্বারমভূতৈঃ বৃষ্টা
পৃথা চ বৈ ক্রবৌ ॥ ৫৯ ॥ মুখে বৈশ্বানরশ্চাস্য বুধণৌ তু প্রজাপতিঃ । হৃদয়ঞ্চ পরং ব্রহ্ম পুংস্বং
বৈ কশ্যপো মূনিঃ ॥ ৬০ ॥ পৃষ্ঠেস্য বসবো দেবা মরুতঃ সর্ষসন্ধিবু । বক্ষঃস্থলে তথা রুদ্রা বৈধাঞ্চাস্য

ব্রহ্ম ! আমি বলিতেছি, তৎসমস্তই আপনার । ফলতঃ, আমার যে কিছু প্রিয় পদার্থ আছে,
সে সকলই আপনার ॥ ৪৭ ॥

বামনাকৃতি ভগবান্ দৈত্যপতি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রীতিগর্ভ
গভীর বচনে কহিলেন ॥ ৪৮ ॥ রাজন্ ! আমাকে অগ্নিশরণার্থ পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন ।
যাহারা স্ববর্ণ, শ্রাম ও রত্নাদি প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে তাহা সম্প্রদান করুন ॥ ৪৯ ॥

বলি কহিলেন, হে পদবদবরিষ্ঠ । তিন পদ ভূমি গ্রহণ করিয়া, আপনার কি ইষ্টাপত্তি
হইবে ? অতএব, শত শত বা সহস্র পদ যাক্রা করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রীবামন কহিলেন, হে দৈত্যপতি । এই তিন পদ ভিক্ষাতেই আমি কৃতকৃত্য হইব ।
অশ্ভাশ্চ অর্ধাদিগকে আপনি ইচ্ছানুসারে বিত্ত প্রদান করিবেন ॥ ৫১ ॥ মহাত্মা বামনের এই
কথা শুনিয়া, মহাবাহু বলি তাহাঁরে পদত্রয় প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন পার্ণিতে জল পতিত
হইলে, সেই বামন অবামন হইয়া উঠিলেন । এবং তৎকণাৎ সর্ষসমক্ষে সর্ষদেবময় রূপ প্রদর্শন
করিলেন ॥ ৫৩ ॥ চক্স ও সূর্য ঐ রূপের দুই নয়ন, স্বর্গ উহার শির, পৃথিবী উহার চরণ, পিণ্ডাচ
সকল উহার পাদাঙ্গুলি ও শুভ্রকগণ উহার হস্তাঙ্গুলি ॥ ৫৪ ॥ উহার জাহ্নুদ্বয় বিশ্বদেবগণ ও
জজ্জাযুগে সাধ্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন । উহার অঙ্গসমূহে যজ্ঞসমূহ এবং দেবগণ ও
অঙ্গরোগণ সংভূত হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ সমুদায় ঋক্ষবর্গ উহার দৃষ্টি, সূর্য্যরশ্মিসমূহ উহার কেশপাশ,
তারকা সকল উহার রোমকূপ এবং উহার রোমরাশিতে মহর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥
বিদিক্ সকল উহার বাহু, দিক্ সকল উহার শ্রোত্র, অশ্বিনীকুমার উহার শ্রবণ, মহাবল বায়ু উহার
নাশা ॥ ৫৭ ॥ উহার প্রসাদে চক্স, মন ও ধর্ম বিরাজমান হইতেছেন । সত্য উহার বাণী,
দেবী সুরমতী উহার জিহ্বা ॥ ৫৮ ॥ দেবমাতা অদिति উহার প্রীতি, সমুদায় বিদ্যা উহার
বলিবিভক্ত, স্বর্গদ্বার উহার মৈত্র, বৃষ্টা ও পৃথা উহার ক্রবুগ ॥ ৫৯ ॥ উহার মুখে বৈশ্বানর,
প্রজাপতি উহার বুধণয়ুগ, পরব্রহ্ম উহার হৃদয়, কশ্যপ উহার পুংস্ব ॥ ৬০ ॥ উহার পৃষ্ঠে অষ্টবসু,
সন্ধি সকলে মরুদগণ ও বক্ষঃস্থলে রুদ্র সকল অবস্থিতি করিতেছেন । সমুদায় মহার্গব উহার

মহার্গবাঃ ॥ ৬১ ॥ উদরে চান্য গন্ধৰ্বা মরুতশ্চ মহাবলাঃ । লক্ষ্মীর্মেধা ধৃতিঃ কান্তিঃ সৰ্ববিদ্যাশ্চ
বৈ কটিঃ ॥ ৬২ ॥ সৰ্বজ্যোতিরসৌ দেবস্তপশ্চ পরমং মহৎ ॥ তস্য দেবাধিদেবস্য তেজঃ
প্রোদ্ভূতমুত্তমং ॥ ৬৩ ॥ তনৌ কুক্ষিষু বেদাশ্চ জাহ্নুনী চ মহামগ্নাঃ । ইষ্টৈঃ পশুবন্ধাশ্চ দ্বিধানাং
চেষ্টিতানি চ ॥ ৬৪ ॥ তস্য দে-ময়ং রূপং দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্য্যহাবলাঃ । নোপসর্পন্তি তে নৈত্যাঃ
পতঙ্গা ইব পাবকং ॥ ৬৫ ॥ চিহ্নবস্ত মহানৈতাঃ পাদাঙ্গুষ্ঠং গৃহীতবান্ । দস্তাভ্যাং তস্য বৈ
গ্রীবামঙ্গুষ্ঠেনাহনকরিরিঃ ॥ ৬৬ ॥ প্রমথ্য সৰ্বানসুগান্ পাদহস্ততলৈর্কিহুঃ । কুত্বা রূপং মহাকায়ং
সজ্জাহরাণ্ড মেদিনীং ॥ ৬৭ ॥ তস্য বিক্রমতো ভূমিঃ চন্দ্রাদিতৌ স্তনাস্তরে । নভো বিক্রমমাণস্য
সক্খিদেবে স্থিতাবুভৌ ॥ ৬৮ ॥ পরং বিক্রমমাণস্য জাহ্নুনে প্রভাকরৌ । বিষ্ণোরাস্তাং স্থিতৈস্যতো
দেবপালনকর্ম্মণি ॥ ৬৯ ॥ জিহ্বা লোচনত্রয়ং কংসং হত্বা চান্দ্রপুঙ্গবান্ । পুন্দরায় ত্রৈলোক্যং
দদৌ বিষ্ণুরুক্রমঃ ॥ ৭০ ॥ সূতলং নাম পাতালমধস্তাদসুখাতলাৎ । বলৈর্দত্তং ভগবতা বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৭১ ॥ অথ নৈতোশ্বরং প্রাহ বিষ্ণুঃ সর্কেশ্বরেশ্বরঃ । যত্নয়া সলিলং দত্তং গৃহাতং
পাণিনা ময়া ॥ ৭২ ॥ কল্পপ্রমাণং তস্মৈ ভে ভবঘাতায়ুকত্তমং । বৈবস্বতে তথাভীতে কালে মনঃপরে
তথা ॥ ৭৩ ॥ সাবর্ণিকে তু সংপ্রাপ্ত তপানিল্পো ভবিষ্যতি । ইদানীং ভুবনং দত্তং সর্কেশং শক্রায়
বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥ চতুষ্টয়ব্যবস্থা চ সাধিকা ভেদসম্পত্তিঃ । নিয়ন্তব্যা ময়া সর্কেশে তস্য পরি-
পছনঃ ॥ ৭৫ ॥ তেনাং পরয়া ভক্ত্যা পূর্ব্বম রাধিতো বলে । সূতলং নাম পাতালং স্পাদায় বচো

ধৈর্য্য ॥ ৬১ ॥ উহার উদরে গন্ধর্বগণ ও মহাবল মরুদগণ বিরাজমান রহিয়াছেন । লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, কান্তি ও সমুদায় বিদ্যা । উহার কটিদেশ ॥ ৬২ ॥ এই বলবান্ বামন সর্বজ্যোতি ও পরম মহৎ-তপঃস্বরূপ । সেই দেবাদিদেব বামনের বিশিষ্টরূপ তেজঃ প্রোদ্ভূত হইল ॥ ৬৩ ॥ তাহার তলু ও কুক্ষিতে দেবগণ ও জাহ্নুগণে মহাশক্তি স্নান, ইষ্টি ও পশুবন্ধসমূহ এবং দ্বিজগণের অগ্ন্যান্ত্র বাপার সকল বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মহাবল অসুরগণ বিষ্ণুব সেই দেবময়ী মূর্ত্তি বিলোকন করিয়া, পাবকদর্শনে পতঙ্গের ন্যায়, আর উপসর্পণ করিতে পারিল না ॥ ৬৫ ॥ মহানৈতা চিহ্নবস্তদ্বয় দ্বারা তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিলে, তিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রহারে তাহার গ্রীবা আহত করিলেন ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে বিভূ বামন পাদ, হস্ত ও তল প্রহারে সমুদায় অসুরদিকে প্রমথিত করিয়া, মহাকায়-রূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক আশ্রমেদিনী সংহরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ তৎকালে পৃথিবী-বিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, চন্দ্র ও আদিত্য উভয়ে তাহার স্তনদ্বয়ের অন্তর্ক্ৰিভাগে অবস্থিত হইলেন । অনন্তর আকাশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় তাহার সক্খিদেবে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬৮ ॥ আকাশের উপর বিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার তাহার জাহ্নু মূল আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ৬৯ ॥ এইরূপ উক্রমণ বিষ্ণু সমগ্র লোকত্রয় জয় ও অসুরশ্রেষ্ঠ সকলের সংহরণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য প্রদান করিলেন ॥ ৭০ ॥ অনন্তর ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বলিকে বসুধাঃলের অধস্তাং সূতলনামক পাতাল সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭১ ॥

তদনন্তর সর্কেশ্বর বিষ্ণু দৈতে শ্বর বলিকে কহিলেন, আমি তোমার প্রদত্ত সলিল পাণি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭২ ॥ সেই কারণে, তোমার আয়ু কল্পপ্রমাণ ও সর্কেশ্বা স্বাস্থ্যসুখসম্পন্ন হইবে । বৈবস্বতমহত্তরকাল অতীত ॥ ৭৩ ॥ ও সাবর্ণিক মনস্তর সমাগত হইলে, ভূমি ইন্দ্র হইবে । ইদানীং আমি তোমার অবিকৃত সমুদায় ভুবন দেবরাজকে দিয়াছি ॥ ৭৪ ॥ এক সম্পত্তিরও অধিক চতুষ্টয় ব্যবস্থানে, যাহারা ইন্দ্রের পরিপত্নী হইবে, আমি তাহাদের সকলকেই এইরূপে নিগৃহীত করব ॥ ৭৫ ॥ কেননা, দেবরাজ পূর্ব্বক পরম ভক্তিশ্রদ্ধাকারে আমার আরাধনা

মম ॥ ৭৬ ॥ বসাস্থর মমাদেশঃ যথাবৎ পরিপালয়ন্ । তত্র দেবাস্থরোপেতে প্রাসাদশত-
সঙ্কুলে ॥ ৭৭ ॥ প্রোৎফুল্লপঙ্কজসরোজমণ্ডলসরিধরে । সুগন্ধী রূপসম্পন্নো হেমাভরণভূষিতঃ ॥ ৭৮ ॥
অক্চন্দনাদিদিগ্ধাংগো নৃত্যগীতমনোহরঃ । উপভূজ্য মহাভোগান্ বিপুলান্ দানবেশ্বর ॥ ৭৯ ॥
মমাজ্ঞয়া বলে তত্র তিষ্ঠ জীশতসংবৃতঃ । যাবৎ স্থতৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরোধং ন করিষ্যসি ॥ ৮০ ॥
তাবৎভুজ্য সন্তোগান্ সৰ্বকামসমবিত ন ! যদা স্থতৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরোধং হং করিষ্যসি ।
বন্ধকুচ্চ তদা পাশো দাক্ষণো ঘোরদৰ্শনঃ ॥ ৮১ ॥

বলিকবাচ । তত্র শনং মে পাতালে ভগবন্ ভবদাজ্ঞয়া । কিং ভবিষ্যত্যাপাদানমুপভোগোপ-
পাদকম্ । আপ্যায়িতোহতো দেবেশ স্মরয়ং ত্বাহং সদা ॥ ৮২ ॥

জীতগবাস্থবাচ । দানান্তবিধিদত্তানি শ্রাদ্ধান্যশ্রোত্রিয়াণি চ ॥ ৮৩ ॥ হতানাশ্রদ্ধয়া যানি
তানি দাস্যন্তি তে ফলং । অদক্ষিণাস্তথা যজ্ঞাঃ ক্রিয়াশ্চাবিধিনা কৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥ ফলানি তব দাস্যন্তি
অধীতান্ত্রতানি চ । উদকেন বিনা পূজা বিনা দৰ্ভেণ যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥ আজ্ঞান চ বিনা হোমঃ
ফলং দাস্যন্তি তে বলে । যশ্চৈদং স্থানমাস্রিত্য ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ করিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ ন তত্র
চাস্থরো ভাগো ভবিষ্যতি কদাচন । জ্যেষ্ঠ শ্রমঃ মহাপুণ্যং তথা বিষ্ণুপদং হৃদং ॥ ৮৭ ॥ যে
চ শ্রাদ্ধানি দাস্যন্তি ত্রতং নিয়মমেব চ । ক্রিয়া কৃতা চ যা কাচিৎবিধিনা চ মহাত্মনা ॥ ৮৮ ॥ সৰ্বং
ভদ্রকরং তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । জ্যেষ্ঠমাসে সিতে পক্ষ একাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ৮৯ ॥ ষাদশ্যাং
বামনং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা বিষ্ণুপদে তথা । দত্তা দানং যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ৯০ ॥

করিয়াছিলেন । অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে স্তূল্যনামক পাতাল গ্রহণ করিয়া ॥ ৭৬ ॥
মদীয় আদেশ যথাবৎ পালন করত, তথায় বাস কর । ঐ স্থান দেবাস্থরগণে বেষ্টিত । শত শত
প্রাসাদে পরিব্যাপ্ত ॥ ৭৭ ॥ প্রোৎফুল্লপঙ্কজাকীর্ণ সরোবর ও পাদপসমূহ এবং বিশুদ্ধ সরিষরা
সকলে সুশোভিত । তথায় সুগন্ধসংযুক্ত, রূপসম্পন্ন, স্বর্ণাভরণভূষিত ॥ ৭৮ ॥ অক্চন্দনে দিগ্ধ-
দেহ, এবং নৃত্যগীতে আকৃষ্টহৃদয় হইয়া, বিপুল মহাভোগ সকল ভোগ কর ॥ ৭৯ ॥ হে বলে !
আমি আদেশ করিতেছি, তথায় শত শত ললনায় বেষ্টিত হইয়া বাস কর । যাবৎ স্থরগণ ও
বিপ্রগণের সহিত তুমি বিরোধ না করিবে ॥ ৮০ ॥ তাবৎ সৰ্বকর্মসম্বিত সংভোগ সমস্ত ভোগ
করিতে সমর্থ হইবে । স্থরগণ ও ব্রাহ্মগণের সহিত বিরোধ করিলেই, ঘোরদর্শন দাক্ষণ পাশ
তোমাতে বন্ধন করিবে ॥ ৮১ ॥

বলি কহিলেন, ভগবন্ ! আজ্ঞা করুন, সেই পাতালে অবস্থিতকালে আমার কিরূপ
ভক্ষণ হইবে এবং আমার ভোগোপপাদক উপাদানই বা কিরূপ হইবে ? হে দেবেশ ! আমি
যেন তদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া, আপনারে সর্বদা স্মরণ করিতে পারি ॥ ৮২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অবিধিদত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ ॥ ৮৩ ॥ অশ্রদ্ধাপূর্বক অমুষ্ঠিত হোম,
এই সকল তোমাতে ফলপ্রদান করিবে । তথা, দক্ষিণাহীন যজ্ঞ, ও বিধিহীন ক্রিয়া সকল ॥ ৮৪ ॥
এবং ত্রতহীন অধ্যয়ন, এই সমস্তও তোমাতে ফলপ্রদান করিবে । আর, উদকবিহীন পূজা ও দত্ত-
বিহীন ক্রিয়া ॥ ৮৫ ॥ এবং আজ্যবিহীন হোমও তোমাতে ফলপ্রদান করিবে । যাহারা পরমপবিত্র
জ্যেষ্ঠাশ্রম ও বিষ্ণুপদ এই দুই স্থান আশ্রয় করিয়া, যে কোন ক্রিয়া করিবে, তাহাতে অস্থর-
গণ কখন ভাগ পাইবে না ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ যাহারা তত্তৎস্থানে শ্রাদ্ধ করিবে, ত্রত করিবে, নিয়ম
করিবে, অথবা বিহিত বিধানে যে কোন ক্রিয়া করিবে ॥ ৮৮ ॥ তৎসমস্তই তাহাদের অক্ষয়
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । জ্যেষ্ঠমাসী় শুরু একাদশীতে উপবাস করিয়া ॥ ৮৯ ॥
ষাদশীতে বামনকে দর্শনপূর্বক বিষ্ণুপদে স্নান ও যথাশক্তি দান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত
হইয়া যায় ॥ ৯০ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । বলয়েহমুং বয়ং দত্তা শক্রায় চ ত্রিবিষ্টপং । ব্যাপিনা তেন ক্রপেণ
অগামাদর্শনং হরিঃ ॥ ৯১ ॥ শশাস চ যথাপূর্বমিচ্ছৈল্লোক্যপূজিতঃ । অবসচ্চ যথাস্থানং
বলিঃ পাতালমাস্রিতঃ ॥ ৯২ ॥ ইত্যোতৎ কথিতং তস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমং । শৃণুয়াদেহ বামনস্য
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩ ॥ বলিপ্রহ্লাদসংবাদং মজ্জিতং বলিশক্রয়োঃ । বলেবিষ্ণোশ্চ কথিতং
যে শ্রবণ্যস্তি মানবাঃ ॥ ৯৪ ॥ নাধরো ব্যাধয়ন্তেবাং নচ মোহাকুলং মনঃ । ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ
পাপং তস্য কদাচন ॥ ৯৫ ॥ চ্যুতরাজ্যো নিজং রাজ্যমিষ্টপ্রাপ্তিং বিয়োগবান্ । সমাপ্নোতি
মহাভাগা নরঃ শ্রদ্ধা কথামিমাম্ ॥ ৯৬ ॥ ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি জয়তি ক্ষত্রিয়ো মহীম্ ।
বৈশ্ণো ধনসমৃদ্ধিকং শূদ্রঃ স্তুত্বমবাশ্রুয়াৎ । বামনস্য চ মাহাত্ম্যং শৃণু পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বামনবলিচরিতং নাটমকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । কথমেবা সমুৎপন্না নদীনামুত্তমা নদী । সরস্বতী মহাভাগা কুরুক্ষেত্রপ্রবাহিনী ॥ ১ ॥
কথঞ্চ সত্র আসাদ্য কুত্ৰা তীর্থানি পার্শ্বতঃ । প্রযাতা পশ্চিমামাশাং দৃষ্টাদৃষ্টগতিঃ শুভা ।
এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্ম তীর্থং ব্রহ্মবিদাস্বরং ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । প্রকবৃক্ষাৎ সমুদ্ভূতা সরিছেষ্ঠা সনাতনী । সর্বপাপক্ষয়করী স্মরণাদপি
নিত্যশঃ ॥ ৩ ॥ সৈবা গৈলসহস্রাণি বিদার্য চ মহানদী । প্রবিষ্টা পুণ্যভোমৈব বনং দৈতমিতি

লোমহর্ষণ কহিলেন, ভগবান্ হরি বলিকে ঐরূপ বর দান ও ইচ্ছাকে ত্রিলোক সম্প্রদান
করিয়া, সেই বিশ্বরূপী বামন দেহেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৯১ ॥ তখন ইন্দ্র পূর্বের ঋষি, ত্রিভূ-
বনের পূজা সংগ্রহ করিয়া, তাহা শানন করিতে লাগিলেন । বলিও পাতাল আশ্রয় করিয়া,
যথাস্থানে অবস্থিত করিলেন ॥ ৯২ ॥ এই আমি বিষ্ণুর পরম মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।
ইহা শ্রবণ করিলে, সর্ববিধ পাপক পরিহৃত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥ যে সকল লোক বলি ও
প্রহ্লাদের সংবাদ, বলি ও ইন্দ্রের মজ্জণা এবং বলি ও বিষ্ণুর কথোপকথন শ্রবণ করে ॥ ৯৪ ॥
তাহাদের কখন আধিব্যাধিভোগ হয় না ; মন কখন মোহে আকুল হয় না এবং পাপ কখনও
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ৯৫ ॥ হে মহাভাগ দ্বিজাতিবর্গ ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে
রাজ্যভ্রষ্টের রাজ্যলাভ হয় ও বিয়োগবান্‌র ইষ্টসংযোগ হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ এবং ব্রাহ্মণ বেদ
প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করে, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং শূদ্র স্তুত্ব সংগ্রহ করিয়া
থাকে । অধিক কি, ভগবান্ বামনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হইয়া
যায় ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, নদী সকলের মধ্যে উত্তমা নদী কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিনী, মহাভাগা সরস্বতী
কিরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন ? ॥ ১ ॥ কিরূপেই বা ব্রহ্মসরে আগমন ও পার্শ্বভাগে তীর্থ সকল
সমুৎপাদন করিয়া, দৃষ্টাদৃষ্ট গমনে পূর্বদিকে প্রয়াণ করিয়াছেন ? হে ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ ! বিস্তার-
ক্রমে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, এই সনাতনী সরিষরা সরস্বতী প্রকবৃক্ষ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন ।
স্মরণমাত্রেই সর্ববিধ পাপ ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুণ্য-

ঋতং ॥ ৪ ॥ তস্মিন্ প্রক্ষেপিতাঃ দৃষ্টা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ । প্রণিপতা তদা মূৰ্খা ভূটাবাথ
সরস্বতীঃ ॥ ৫ ॥ হে দেবি সৰ্বলোকানাং মাতা বেদারণিঃ শুভা । সদসদেবি যৎ কিঞ্চিন্মোক-
বোধায় যৎ পদং ॥ ৬ ॥ যথা জলং সাগরে হি তথা তত্ত্বমি সংস্থিতং । অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বিশ্বং
তৈতৎ করাত্মকং ॥ ৭ ॥ দাক্ষণ্যবস্থিতো বহির্ভূমৌ গন্ধো যথা ধ্রুবঃ । তথা ত্বমি স্থিতং ব্রহ্ম
জগচ্চৈশমশেষতঃ ॥ ৮ ॥ ওঁকারাক্ষরসংস্থানং যত্র দেবি স্থিরাস্থিতং । তত্র মাত্ৰ ত্বয়ং
সৰ্বমস্তি যদেবি নাস্তি চ ॥ ৯ ॥ ত্রয়ো লোকঃ ত্রয়ো বেদাঃ ত্রৈবিদ্যং পাবকত্রয়ং । ত্রীণি জ্যোতীঃ ব
বর্গাঃ চ ত্রয়ো ধর্মাদয়স্তথা ॥ ১০ ॥ ত্রয়ো গুণাঃ ত্রয়ো বর্ণাঃ ত্রয়ো দেবাস্তথা ক্রমাৎ । ত্রিধা তব স্তথা-
বস্থাঃ পিতরশ্চাণিমানয়ঃ ॥ ১১ ॥ এতন্মাত্ৰাত্মকং দেবি তব রূপং সরস্বতি । বি ভিন্নদর্শনা
আত্মা ব্রহ্মণো হি সনাতনাঃ ॥ ১২ ॥ সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাঃ সনাতনাঃ ।
তাস্ত্বহুচ্চারণাদেবি ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥ অনির্দেশ্যং তথা চার্কমাত্রাশ্রিতং পরম্ ।
অবিকার্যাক্ষরং দিব্যং পরিণামবিবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥ তথৈতৎ পরমং রূপং যন্ন শক্যং ময়োদিতুম্ ।
ন চাত্মেন তথা জিহ্বাতালে ষ্ঠাদিভিকৃতম্ ॥ ১৫ ॥ স বিষ্ণুঃ স শিবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কজ্যোতিরেব
চ । বিশ্বাধারঃ বিশ্বরূপঃ বিশ্বাত্মানঃ মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ সাংখ্যসিদ্ধান্তবেদোক্তং বহুশাখাস্থিরী-
কৃতং । অনাদিমধ্যানিধনং সদসচ্চ সদ্দৈব তু ॥ ১৭ ॥ একং অনেকথাপ্যেকং ভাবভেদসমাপ্রিতং ।
অনাখ্যং বহুগুণাখ্যং বহুশাখ্যং ত্রিগুণাশ্রয়ং ॥ ১৮ ॥ নানাশক্তিবিভাবজ্ঞঃ নানাশক্তিবিভাবকঃ ।

সলিলা মহানদী শৈলনহস্র বিদারিত করিয়া, দৈতবনে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ মহামুনি
মার্কণ্ডেয় প্রক্ষরূক্ষে অবস্থিতিকালে ইহাকে দর্শন করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণিপাতপূর্বক এই
বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন, হে দেবি ! তুমি সৰ্বলোকের জননী ও বেদের অরণিস্বরূপিনী
এবং সকলেরই ভদ্র বিধান করিয়া থাক । দেবি । যাহা কিছু সৎ ও অসৎ এবং যে পদ মোক্ষ-
বোধের জন্য কল্পিত ॥ ৫ ॥ তৎসমস্ত, সাগরে সলিলের ন্যায়, তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ।
পরব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ ও এই বিশ্ব ক্ষরস্বরূপ ॥ ৭ ॥ সেই ব্রহ্ম ও জগৎ দাক্ষতে বহির ন্যায় ও ভূমিতে
গন্ধের ন্যায় তোমাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে দেবি ! যাহাতে স্থিরাস্থির সমুদায়
প্রতিষ্ঠিত, সেই ওঁকারাক্ষরসংস্থান মাত্ৰাত্ম্যসম্পন্ন । তাহাতে দৃশ্য অদৃশ্য সমুদায়ই বিরাজ
করিতেছে ॥ ৯ ॥ তিন লোক, তিন বেদ, তিন বিদ্যা, তিন অগ্নি, তিন জ্যোতি, ধর্মাদি
তিন বর্গ ॥ ১০ ॥ তিন গুণ, তিন বর্ণ, তিন বেদ, তিন ধাতু, তিন অবস্থা এবং পিতৃগণ ও অর্গমাদি
অষ্টবিধ নিক্তি, এই সমুদায় যথাক্রমে উল্লিখিত মাত্ৰাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১১ ॥ হে দেবি
সরস্বতি ! এই মাত্ৰাত্ম্যই তোমার রূপ । যাহা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, সকলের আদি ও
অবিনাশিস্বরূপ ॥ ১২ ॥ যাহা হোমে, হবিতে ও অগ্নি ত অবস্থিতি করিতেছে, হে দেবি !
ব্রহ্মবাদিগণ তোমার উচ্চারণেই তাহার সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ তোমার অর্কমাত্রাশ্রিত
অস্ত রূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে না । উহার বিকার নাই, ক্ষয় নাই, পরিণাম নাই ॥ ১৪ ॥
ঐ পরম দিব্য রূপের নির্বাচন করা আমার সাধ্য নহে । অন্য কোন ব্যক্তিও তাহা নির্দেশ
করিতে পারে না । জিহ্বা, তালু বা ষ্ঠাদি দ্বারাও তাহা উচ্চারণ করা যায় না ॥ ১৫ ॥
তোমার ঐ অর্কমাত্রাশ্রিত রূপই বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এবং সাক্ষাৎ চন্দ্রার্কজ্যোতিঃ স্বরূপ । বলিতে
কি, ঐ রূপই বিশ্বাধার, বিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মা মহেশ্বর ॥ ১৬ ॥ সাংখ্যসিদ্ধান্ত ও বেদ সকলে উহারই
কথা বর্ণিত হইয়াছে । উহাই বহু শাখা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে । উহার আদি নাই, মধ্য
নাই ও অন্ত নাই । উহাই সৰ্বদা সৎ ও অসৎ রূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ উহা এক ও
অনেক, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমবায়ে বিচ্ছিন্ন । উহার কোনরূপ আখ্যা নাই ; কিন্তু উহা বহু-
গুণাখ্য ও বহুবিধ আখ্যাসম্পন্ন এবং উহাই ত্রিগুণের আশ্রিত ॥ ১৮ ॥ উহা যেমন নানাশক্তির

সুখাং সৌখ্যং মহাসৌখ্যং রূপং তত্ত্বগুণাত্মকং ॥ ১৯ ॥ এবং দেবি ত্বয়া ব্যাপ্তং নিকলং সকলং
জগৎ । অষ্টৈতাবস্থিতং ব্রহ্ম যচ্চ দ্বৈতে ব্যবস্থিতং ॥ ২০ ॥ যের্থা নিত্যা যে বিনশ্যন্তি চান্তে যের্থাঃ
স্থগা যে বিনশ্যন্তি স্থম্মাঃ । যে বা ভূমৌ যেস্তরিক্ষেন্যতো বা তেষাং দৃশ্যা সা ত্বমেবোপ-
লব্ধিঃ ॥ ২১ ॥ যদ্বামূর্তং যচ্চ মূর্তং সমস্তং যদ্বা ভূতেশ্বেব কৰ্ম্মাস্তি কিঞ্চিৎ । যদ্বা দেবেষ্যন্তি
লেখেন্যতো বা তৎ সমস্তং ত্বক্শরৈর্ক্যজ্ঞনৈশ্চ ॥ ২২ ॥ এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোঃ সিতা সরস্বতী ।
প্রত্যাচাচ মহাত্মানং মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিং । যত্র ত্বং নেম্যসে বিপ্র তত্র যাস্ত্যাম্যতল্লজিতা ॥ ২৩ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ । আদ্যং ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং ততো নাগহৃদং স্রবৎ । কুরুনা ঋষিগাক্ষষ্টং
কুরুক্ষেত্রং ততঃ স্রবৎ । তস্য মধ্যেন বৈ যা হ পুণ্যাপুণ্যজলাবহা ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীস্তোত্রং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । ইত্যথৈকচক্ৰং শ্রুত্বা ম মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ । নদী প্রবাহসংযুক্তা কুরুক্ষেত্রং
বিবেশ হ ॥ ১ ॥ তত্র সা রক্তকং প্রাপ্য পুণ্যতোয়া সরস্বতী । কুরুক্ষেত্রং সম প্লব্যাং যাতা
পশ্চিমান্ধিশং ॥ ২ ॥ তত্র তীর্থসংস্রাণি ঋষভিঃ সেবিতানি চ । তান্যহং ন কীর্তয়িষ্যামি
প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩ ॥ তীর্থনাং স্রবণং পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনং । স্নানং পুণ্যকরং
প্রোক্তমপি হৃদয়কৰ্ম্মণঃ ॥ ৪ ॥ যে স্মরিস্যন্তি তীর্থানাং দেবতাঃ প্রীয়ন্তি চ । স্নান্তি চ

বিভাবক, সেইরূপ নানাশক্তির বিভাবজ্ঞ । উহাই তত্ত্বগুণাত্মক ও মহাসৌখ্য স্বরূপ এবং সুখ
হইতেও সুখভাবিশিষ্ট ॥ ১৯ ॥ হে দেবি ! এইরূপে তুমি সমুদায় নিকল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া
আছ । যাহা অষ্টৈতরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মকেও তুমি ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছ ॥ ২০ ॥
যে সকল অর্থ নিত্য ও অবিনাশী ; অথবা যে সকল অর্থ স্থল, স্থল ও বিনশ্বর ভাবাপন্ন ; অথবা
যে সকল অর্থ ভূমিতে, অন্তরিক্ষে ও অন্তর ব্যবস্থিত আছে, তুমি তৎসমুদায়েরই দৃশ্য এবং তুমিই
তাহাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ॥ ২১ ॥ যাহা অমূর্ত ও যাহা মূর্তিসম্পন্ন ; অথবা ভূতগণের যে কিছু
কৰ্ম্ম, অথবা যাহা দেবগণে ও অন্তর প্রতিষ্ঠিত, তৎসমস্তই স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বারা সংবদ্ধ ॥ ২২ ॥

মহামুনি মহ ভূতাব মার্কণ্ডেয় এইরূপে স্তব করিলে বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী সরস্বতী প্রত্যুত্তর
করিলেন, হে বিপ্র ! তুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি অতল্লজিতা হইয়া, সেই খানেই
গমন করিব ॥ ২৩ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, প্রথমে পবিত্র ব্রহ্মসর, পবে নাগহৃদ, তাহার পর কুরুকর্ত্তক কথিত
কুরুক্ষেত্র সন্নিবিষ্ট আছে । সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তুমি পবিত্র রূপে পরম পবিত্র সলিল রাশি
বহন করিয়া, প্রয়াণ কর ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীস্তবনামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া, সরস্বতী প্রবাহসংযুক্তা হইয়া,
কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় সেই পুণ্যসলিলা সরস্বতী রক্তক প্রাপ্ত হইয়া, কুরুক্ষেত্র
আগ্নাবিত করিয়া, পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন । ঐ দিকে ঋষিগণের সেবিত যে সহস্র সহস্র
তীর্থ আছে, পরমেষ্ঠির প্রসাদে আমি তৎসমস্ত কীর্তন করিব ॥ ২ ॥ ৩ ॥ তীর্থ সকলের স্রবণ
করিলে পুণ্য হয় ; দর্শন করিলে পাপ বিনাশ পায় ; স্নান করিলে হৃদয়কৰ্ম্মাগণেরও স্মৃতি
সঞ্চিত হয় ॥ ৪ ॥ যাহারা তীর্থ সকলের স্রবণ, দেবগণের সন্তোষ সম্পাদন ও ব্রহ্মসহকারে

অঙ্কধানাশ্চ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥ অপবিত্রঃ পবিত্রে বা সর্কীবস্থাং গতোহপিবা । যঃ
 স্মরেৎ পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যাত্মকঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥ কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রং বসাম্যহং ।
 অপোতাং বাচমুৎসৃজ্য সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধগোষ্ঠে মরণং ধ্বংসঃ ।
 বাসঃ পুংসাঃ কুরুক্ষেত্রে মূর্ত্তিকৃত্য চতুর্কিধা ॥ ৮ ॥ সরস্বতীদৃষত্যাধির্য়োর্নদ্যোর্বদন্তরং ।
 তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ৯ ॥ দূরেষোপি কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি বসাম্যহং ।
 এবং যঃ সততঃ ক্রমাৎ সোপি পটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ তত্ৰৈব চ বসেদ্ধীঃ সরস্বত্যাং তটে স্থিতঃ ।
 তস্য জ্ঞানং ব্রহ্মময়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ দেবতা ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ দেবংতে কুরুজাদলং ।
 তস্য সংসেবনান্নিত্যং ব্রহ্ম চাত্মনি পশ্যতি ॥ ১২ ॥ চক্ষুঃ হি মনুষ্যস্য প্রাপ্য যে মোক্ষকাক্ষিণঃ ।
 বসন্তি নিয়ত'আনো যোপি দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ তে বিমুক্তাশ্চ কলুষৈরনেকজন্মসম্ভবৈঃ ।
 পশ্যন্তি নশ্বলং দেবং হৃদয়স্থং সনাতনং ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং সন্নিহিতং সরঃ ।
 সেবম'না নরা নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি পরং পদং ॥ ১৫ ॥ এহনক্ষত্রতাড়াণাং কালেন পতনান্তরং ।
 কুরুক্ষেত্রমৃত'নাঞ্চ পতনং নৈব বিদ্য ত ॥ ১৬ ॥ যত্র ব্রহ্মদয়ো দেব'ঃ ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
 গন্ধর্ব্বাশ্চ অঙ্গরোধক'ঃ সেবন্তে স্থানকাক্ষিণঃ ॥ ১৭ ॥ গতা তু শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স ত্বা স্বাগুমতাহুদে ।
 মনসা চিন্তিতং কামং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ নিয়মঞ্চ নরঃ কৃত্বা সরঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণং ।
 রক্তকঞ্চ সমাসাদ্য ক্ষাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ সরস্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা যক্ষং দৃষ্ট্বা প্রণম্য চ ।

তত্ত্বং তীর্থে স্নান কবে, তাহার। পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ অপবিত্রই হউক, আর পবিত্রই বা
 হউক, সকল অবস্থাতে যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করে, তাহার শরীর ও মন উভয়েরই
 শুদ্ধি সম্পন্ন হয় ॥ ৬ ॥ আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব ; অথবা আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব,
 এইপ্রকার বাক্যও উচ্চারণ করিলে, সমুদায়পাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ,
 গোষ্ঠে মরণ, এবং কুরুক্ষেত্রে বাস। এই চারিটি পুরুষের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হই-
 য়াছে ॥ ৮ ॥ সরস্বতী ও দৃষতী এই উভয় নদীর অন্তরবর্ত্তী দেবনির্মিত দেশকেই আর্ধ্যাবর্ত্ত
 বলিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও, আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব ও কুরুক্ষেত্রে থাকিব,
 ইত্যাদি বাক্য সতত প্রয়োগ করে, তাহারও পাপমুক্তি হয় ॥ ১০ ॥ ধীমান্ ব্যক্তি সরস্বতীর তট-
 ভূমি আশ্রয় করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলে, তাহার ব্রহ্মময় জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সন্দেহ
 নাই ॥ ১১ ॥ দেবগণ, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ, সন্মলেই কুরুজাদলের সেবা করেন । নিত্য তাহার
 সেবা করিলে, আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ যাহারা বিনশ্বর মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত
 হইয়া, মোক্ষ কামনা করে ; অধিক কি, যাহারা দুষ্কৃতচারী, তাহার। আত্মনিয়ম সহকারে এখানে
 বাস করিলে ॥ ১৩ ॥ অনেকজন্মসঞ্চিত কলুষরাশি হইতে নিম্মুক্ত হয় । এবং হৃদয়বিহারী,
 বিমলস্বরূপ, সনাতন বাসুদেবকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ কুরুক্ষেত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মবেদি ;
 ব্রহ্মগুর তাহার সান্নিধ্যেই প্রতিষ্ঠিত । উহার সেবা করিলে, লোকে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥
 এহ, নক্ষত্র ও তারকা সকলেরও কালবশে পতনভয় আছে, কুরুক্ষেত্রে মরিলে, কোন কালেই
 পতিত হইতে হয় না ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোধক,
 যক্ষগণের সহিত মিলিত হইয়া, স্থানকামনায় এই কুরুক্ষেত্রের সেবা করেন ॥ ১৭ ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত
 হইয়া, তথায় গমন ও স্বাগুহুদে স্নান করিলে, মনে মনে যাহার চিন্তা করা যায়, নিঃসন্দেহই
 তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ লোকে নিয়ম করিয়া, ব্রহ্মসরঃ প্রদক্ষিণ, রক্তকে সমাগত
 হইয়া, পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ॥ ১৯ ॥ এবং সরস্বতীতে স্নান করত, যক্ষকে দর্শন ও প্রণাম

পুণ্যং ধূপঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা বাচমুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥ তব প্রসাদাদযক্ষেন্দ্র বনানি সরিতস্তথা ।
অমেষ্যামি চ তীর্থানি হবিষ্কুরু মে সদা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । বনানি সপ্ত নো ক্রহি সপ্ত নদাশ্চ কাঃ স্রাঃ । তীর্থানি চ সমগ্রানি তীর্থস্নান-
ফলং তথা ॥ ১ ॥ যেন যেন বিধানেন বস্য তীর্থস্য যৎ ফলং । তৎ সৰ্বং বিস্তরেণেহ ক্রহি
পৌরাণিকোত্তম ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । শৃণু সপ্ত বনানীহ কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ । যেযং নামানি পুণ্যানি সৰ্ব-
পাপহরাণি চ ॥ ৩ ॥ কাম্যকবনং পুণ্যং ততোদিতিবনং মহৎ । ব্যাসসা চ বনং পুণ্যং
ফলকীবনমেব চ ॥ ৪ ॥ তথা সূর্য্যবনং স্থানং তথা মধুবনং যৎ ৫ । পুণ্যং শীতবনং নাম
সৰ্বকল্মষনাশনং ॥ ৫ ॥ বনান্যেতানি বৈ সপ্ত নদীঃ শৃণুত মে দ্বিজঃ । সরস্বতী নদী পুণ্যা তথা
বৈতরণী নদী ॥ ৬ ॥ আপগা চ মহাপুণ্যা গঙ্গা মন্দাকিনী নদী । মধুস্রবা অম্বুনদী কোণিকী
পাপনাশিনী ॥ ৭ ॥ দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা তথা হিরণ্যতী নদী । বর্ষাকালবহঃ সৰ্বা বর্জ্যস্রবাসরস্বতীঃ ॥ ৮ ॥
এতাসমুদকং পুণ্যং প্রাবৃট্ কালে প্রকীৰ্ত্তিতং । ব্রজস্রবাসমেতাসাং বিদ্যতে ন কদাচন ॥
তীর্থস্ত চ প্রভাবেন পুণ্যা হেতাঃ সরিষয়াঃ ॥ ৯ ॥ শৃণুত মুবয়ঃ প্রীতাস্তীর্থস্নানফলং মহৎ ।
গমনং স্রবণৈকৈব সৰ্বকল্মষনাশনং ॥ ১০ ॥ ব্রজস্রবাস চ নরো দৃষ্ট্য দ্বারপালঃ মহাবলঃ । যক্ষঃ
সম ভবানৈদ্যব তীর্থযাত্রাং সমারভেৎ ॥ ১১ ॥ ততো গচ্ছেকি বিধেয়া নান্নাদিতিবনং মহৎ ॥

এবং পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য সম্প্রদান পূর্বক এইরূপ বলিবে ॥ ২০ ॥ হে যক্ষেন্দ্র ! তোমার
প্রসাদে আমি নদী, বন ও তীর্থ সকল ভ্রমণ করিব, সৰ্বদা আমার অবিস্ময়সম্পাদন কর ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যনামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ঋষয়গণ কহিলেন, আমাদের নিকট সপ্ত বন ও সপ্ত নদী কাহাকে বলা, এবং সমগ্র তীর্থ ও
তত্ত্ব তীর্থস্নানের ফল কীৰ্ত্তন কর । তুমি পৌরাণিকগণের মধ্যে প্রধান । যে যে বিধানে যে যে
তীর্থের ফললাভ হয়, তৎসমস্তও সবিস্তারে বর্ণন কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্তী সপ্ত বন শ্রবণ করুন । উহাদের নাম করিলে,
পরমপবিত্র ও সৰ্ববিধপাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥ কাম্যকবন, অদিতিবন, ব্যাসবন, ফলকী-
বন ॥ ৪ ॥ সূর্য্যবন, মধুবন ও শীতবন, ইহার। সকলেই পরমপবিত্রতা বিধান ও অশেষ কলুষ
নিরাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ হে দ্বিজগণ ! এই সপ্তবন কীৰ্ত্তন করিলাম । অধুনা, নদী
সকলের নাম শ্রবণ করুন । পরমপবিত্র সরস্বতী, বৈতরণী ॥ ৬ ॥ গঙ্গা, মন্দাকিনী, মধুস্রবা,
অম্বু পাপনাশিনী কোণিকী ॥ ৭ ॥ মহাপুণ্যা দৃষদ্বতী ও হিরণ্যতী, ইহার। সকলেই বর্ষাকালে
প্রবাহিতা হইয়া থাকে, কেবল সরস্বতী নহে ॥ ৮ ॥ বর্ষাকালে ইহাদের জল পরমপবিত্র বলিয়া,
প্রকীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । ইহার। কখনই ব্রজস্রবা হয় না । তীর্থের প্রভাববশেই ইহার। ঐরূপ
পবিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অধুনা, হে মুনিগণ ! প্রীতচিত্তে তীর্থস্নানের মহাফল শ্রবণ করুন । তীর্থ সকলে গমন ও
তাহাদের স্রবণ করিলে, অশেষ কলুষ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ লোকে ব্রজস্রবতীর্থ দর্শন
ও মহাবল দ্বারপাল যক্ষের অভিবাদন করিয়া, তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ॥ যে বিপ্রস্রবণ !

অদিত্য। যত্র পুত্রার্থে কৃতং ঘোরং মহত্ৰণঃ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নাত্বা চ সংপূজ্য হৃদিতিং দেবমাতরম্ ।
 পুত্রং জনয়তে শূরং সৰ্বদোষবিবৰ্জিতম্ ॥ আদিত্যশতসঙ্কাশং বিমানধারিতম্ ॥ ১৩ ॥
 ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্দ্র। বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্ । সততং নাম বিখ্যাতং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
 বিমলে চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ বিমলেশ্বরম্ । নিৰ্ম্মলঃ স্বৰ্গমায়াতি কুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
 হরিঃ চ বলদেবঃ চাপ্যেকাদশাং সমষ্টিভৌ । দৃষ্ট্বা দোষৈর্কিমুচ্যত কলিকলুষসম্ভবৈঃ ॥ ১৬ ॥
 ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যাবশ্রুতম্ । তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ব্রহ্মাণং বেদসংযুতম্ ॥ ১৭ ॥
 ব্রহ্মযজ্ঞকলং প্রাপ্য নিৰ্ম্মলঃ স্বৰ্গমাপ্নুয়াৎ । তত্রাপি সংভবং রম্যং কোণিক্যাঙ্গীর্থসম্ভবং ॥ ১৮ ॥
 সংগমে চ নরঃ স্নাত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ । অরণ্যে চাপরাধা যে কৃত্য হি পুরুষেণ বৈ । সৰ্ব্বাং-
 স্তান্ ক্ষমতে তত্র স্নাতবাত্মন্য দেহিনঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দক্ষাশ্রমে গত্বা দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং শিবম্ ।
 অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২০ ॥ ততঃ শালুকীতীর্থং গচ্ছৎ স্নাত্বা তীর্থৈঃ দ্বিজো-
 তমঃ । হরিং হরেণ সংযুক্তং পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ ॥ প্রাপ্নোত্যভিমতং লোকং সৰ্ব্বপাপ-
 বিবৰ্জিতং ॥ ২১ ॥ সর্পিদধি সমাসাদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্ । তত্র স্নানং নরঃ কৃত্বা যুক্তো
 নাগভয়ঃস্তুবেৎ ॥ ২২ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্র। নরকোদ্ধাররত্নকম্ ॥ ২৩ ॥ তত্রাপি ব্রহ্মনীমেকাং
 স্নাত্বা তীর্থবরে শুভে । তত্র দ্বিতীয়ং সংপূজ্য দ্বারপালং প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা
 চ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ । তব প্রসাদদয়ক্ষেত্র যুক্তোহং সৰ্ব্বকাল্যবৈঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধিৰ্ম্ময়াভি-
 লষিতা সংসারে তাং লভাম্যহং । এবং প্রসাদ্য যক্ষেন্দ্রমুত্তমঃ পঞ্চনদং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ পঞ্চনদাশ্চ

অনন্তর মহাতীর্থ অদিতিবনে গমন করিবে । অদিতি পূর্বে পুত্রপ্রার্থনাপ্রণোদিত হইয়া, এই স্থানে অতিমাত্র কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ তথায় স্নান ও দেবজননী অদিতির পূজা বিধান করিলে, সৰ্বদোষবিবৰ্জিত শৌর্যশালী পুত্রের জনক এবং আদিত্যসন্নিভ বিমানে অধিরূঢ় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥ অনন্তর অনুত্তম বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে ॥ ১৪ ॥ এই তীর্থ সতত স্নানামবিখ্যাত । এখানে হরি সন্নিহিত আছেন । বিমল তীর্থে স্নান ও বিমলেশ্বরকে দর্শন করিলে, নিৰ্ম্মল হইয়া, স্বর্গে গমন ও কুদ্রলোকে প্রয়াণ করা যায় ॥ ১৫ ॥ একাদশীতে ভগবান্ হরি ও বলদেব, উভয়কে একত্র দর্শন করিলে, কলিকলুষসম্ভব দোষ সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর ত্রৈলোক্যবিখ্যাত পারিপ্লবতীর্থে গমন করিবে । তথায় স্নান করিয়া, বেদসংযুক্ত ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে ॥ ১৭ ॥ নিৰ্ম্মল ও ব্রহ্মযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করা যায় । তথায় কোণিকাঙ্গীর্থসংযুক্ত রমণীয় সম্ভবতীর্থ বিরাজমান আছে ॥ ১৮ ॥ সেই সময়ে স্নান করিলে, পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । তত্রত্য অরণ্যে স্নান করবামাত্র লোকের ঘাণতীর্থ অপরাধ তৎক্ষণাৎ নিরাকৃত হয় ॥ ১৯ ॥ অনন্তর দক্ষাশ্রমে গমন ও দক্ষেশ্বর শিবকে সন্দর্শন করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ অনন্তর শালুকীতীর্থে গমন করিবে । তথায় স্নান করিয়া, হরের সহিত বিরাজমান হরির ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, সৰ্বপাপবিবৰ্জিত অভিমত লোকলাভ হয় ॥ ২১ ॥ তথা হইতে নাগগণের উৎকৃষ্ট তীর্থ সর্পিদধিতে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে, সর্পভয় দূর হইয়া যায় ॥ ২২ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! অনন্তর নরকোদ্ধার রত্নক-
 তীর্থে গমন করিবে ॥ ২৩ ॥ সেই পরমমঙ্গলাবহ তীর্থবরে এক রাত্রি বাস করিয়া, স্নানানন্তর ঐযত্নসহকারে দ্বিতীয় দ্বারপাল যক্ষের বিহিত বিধানে পূজা সমাধান ॥ ২৪ ॥ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, প্রণিপাতপূর্বক এই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, হে যক্ষেন্দ্র ! আপনার প্রসাদে আমার সমুদায় পাপ পরিত্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ এক্ষণে সংসারে সিদ্ধিলাভের যে কতিলাষ করিয়াছি, তাহা যেন প্রাপ্ত হই । এইরূপে যক্ষেন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, পরে

ক্লেশেন কৃতা দানবভীষণাঃ । তেন সৰ্কেষু লোকেষু তীর্থং পঞ্চনদং স্মৃতং ॥ ২৭ ॥ কোটিতীর্থানি
ক্লেশেন সমাজহে যতন্ততঃ । তেন ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং কোটিতীর্থং প্রসিদ্ধতঃ ॥ ২৮ ॥ তস্মিন্ স্তীর্থে
নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটিশ্বরং হরম্ । পঞ্চ যজ্ঞানবাপ্রোতি নিত্যং শ্রদ্ধাসমম্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ তত্রৈব
বামনো দেবঃ সৰ্কেদেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তত্রাপি চ নরঃ স্নাত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩০ ॥
অশ্বিনোত্তীর্থমাসাদ্য শ্রদ্ধাবান্ যে জিতেন্দ্রিয়ঃ । রূপবান্ ভাগ্যযুক্তশ্চ স যশস্বী
ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ বরাহতীর্থমাখ্যাতং বিষ্ণুনা পরিকল্পিতম্ । তস্মিন্ স্নাত্বা শ্রদ্ধাবানঃ
প্রযাতি পরমাকৃতিম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র গচ্ছেচ্চ বিপ্রেজ্ঞাঃ সোমতীর্থমনুত্তমম্ । যত্র সোমস্তপস্তপ্তা
ব্যাধিমুক্তোত্তমং পুরা ॥ ৩৩ ॥ তত্র সোমেশ্বরং দৃষ্ট্বা স্নাত্বা তীর্থবরে শুভে । রাজস্বয়যজ্ঞ
যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্যাধিভ্যশ্চ বিনিমুক্তঃ সৰ্কেদোষবিবর্জিতঃ ।
সোমলোকমবাপ্রোতি চন্দ্রেণ রমতে চিরং ॥ ৩৫ ॥ ভূতেশ্বরঞ্চ তত্রৈব জালামালেশ্বরং তথা ।
তচ্চ লিঙ্গং সমভ্যর্চ্য ন ভূয়ো জন্ম চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥ একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ।
কৃতশোচঃ সমাসাদ্য তীর্থসেবী দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥ পৌণ্ডরীকমবাপ্রোতি কৃতশোচো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৮ ॥
ততো মুণ্ডবটং নাম মহাদেবস্য ধীমতঃ । উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ তত্রৈব
চ মহাভাগা যক্ষিণী লোকবিশ্রুতা ॥ ৩৯ ॥ স্নাত্বাভিগম্য তত্রৈব মহাপাতকনাশনং । কুরুক্ষেত্রস্য
তদ্বারং দিশ্রুতং পুণ্যবর্জনং ॥ ৪০ ॥ প্রদক্ষিণমুপাবর্ত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ । পুষ্করঞ্চ
ততো গতা হত্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥ জামদগ্ন্যেন রামেণ কৃতস্তচ্চ মহাত্মনা । কৃতকৃত্যো

পঞ্চনদে গমন করিবে ॥ ২৬ ॥ স্বয়ং রুদ্র তথায় পাঁচটী নদীর প্রতিষ্ঠা করেন । সেইজন্য
সকল লোকে উহার নাম পঞ্চনদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । দানবগণের অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ
সকল নদী অতীব-ভয়ঙ্করভাবাপন্ন ॥ ২৭ ॥ যেহেতু, রুদ্র কোটি তীর্থের সমাহরণ করিয়াছেন ;
সেইহেতু কোটিতীর্থ বলিয়া, ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ সেই তীর্থে স্নান করিয়া,
কোটিশ্বর হরকে দর্শন করিলে, পঞ্চ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ তথায় সকল
দেবতার সহিত বামনদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন । সেখানে স্নান করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, অশ্বিনীকুমারের তীর্থে গমন করিলে, রূপবান্,
ভাগ্যবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হওয়া যায়, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুকর্তৃক পরিকল্পিত বরাহ-
তীর্থ নামে যে তীর্থ আছে, শ্রদ্ধাসংকারে তথায স্নান করিলে, পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩২ ॥
হে বিপ্রেজ্ঞবর্গ ! তথা হইতে অনুত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে । পূর্বে দোম যেখানে
তপস্চরণ করিয়া, ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ তথায় সোমেশ্বরকে দর্শন ও সেই পবিত্র
তীর্থবরে স্নান করিলে, রাজস্বয়যজ্ঞের ফলসংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ এবং ব্যাধিমুক্ত ও
সৰ্কেদোষবিবর্জিত হইয়া, সোমলোক লাভ করিয়া, চন্দ্রের সহিত চিরকাল বিহার করা যাইতে
পারে ॥ ৩৫ ॥ তথায় ভূতেশ্বর ও জালামালেশ্বর নামে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদের
সম্যগুপাধানে অর্চনা করিলে, পুনর্জন্ম নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ ! তীর্থ-
সেবী পুরুষ কৃতশোচ হইয়া, একহংসে স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥
এবং পৌণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥
অনন্তর মহাদেবের মুণ্ডবটনামক তীর্থে এক রজনী উপবাস করিয়া অবস্থিতি করিলে, গাণপত্য
প্রাপ্ত হয় । তথায় সৰ্কেলোকবিখ্যাতা মহাভাগা যক্ষিণী অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ সেখানে
অভিগমন ও স্নান করিলে, মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । উহাই কুরুক্ষেত্রের পুণ্যবর্জন দ্বারা
বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪০ ॥ উহা প্রদক্ষিণক্রমে উপাবৃত্ত হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ।
অনন্তর পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া, পিতৃদেবগণের অর্চনা করিবে ॥ ৪১ ॥ মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম

তবেজ্রাজ্ঞা অশ্বমেধঞ্চ বিন্ধতি ॥ ৪২ ॥ কস্তাদানঞ্চ যন্তত্র কার্ত্তিক্যাং বৈ করিষ্যতি । প্রসন্নং দেব-
ভাস্তদ্য দাস্তস্ত্যভিমতং ফলং ॥ ৪৩ ॥ কপিলশ্চ মহাযক্ষো দ্বারপালঃ স্বয়ং স্থিতঃ । বিঘ্নং করোতি
পাপানং দুর্গতিক প্রযচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ পত্নী তস্য মহাযক্ষী নাম্নোল্লখলমেধলা । আহত্য দুন্দুভিঃ
স্যা তু ভ্রমতে নিত্যমেব হি ॥ ৪৫ ॥ স্যা দদর্শ দ্বিরষ্টকৈকাং সপুত্রাং পাপদেশজ্ঞাং । তামুবাচ তদা
যক্ষী আহত্য নিশি দুন্দুভিঃ ॥ ৪৬ ॥ যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষহা চাচ্যাতস্থলে । তদন্তু তালয়ে
স্নাত্বা সপুত্রা বস্ত্রমিচ্ছসি ॥ ৪৭ ॥ দিবা যয়া তে কথিতং রাত্রৌ ভক্ষ্যামি নিশ্চিতং । এতচ্ছ ত্বা
তু বচনং প্রণিপত্য চ যক্ষিণীং ॥ ৪৮ ॥ উবাচ দীনয়া বাচা প্রসাদং কুরু ভামিনি । ততঃ স্যা
যক্ষিণী তাং তু প্রোবাচ কৃপয়াষিতা ॥ ৪৯ ॥ যদা সূর্য্যস্য গ্রহণং কালেন ভবিতা কচিৎ ।
সরস্বত্যাং তদা স্নাত্বা পুত্রা স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো সপ্তবনাদিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । ততো রামহৃদং গচ্ছেতীর্থসেবী দ্বিজোত্তমঃ । তত্র রামেণ বিপ্রেণ তরসা
দীপ্ততেজসা ॥ ১ ॥ ক্ষত্রযুৎসাদ্য বিপ্রেণ হৃদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ । পুরয়িত্বা নরব্যাস্র কৃধিরেণে-
তি নঃ শ্রুতং ॥ ২ ॥ পিতরস্তর্পিতাস্তেন তথৈব চ পিতামহাঃ । ততস্তে পিতরঃ প্রীতা রামমূচ্-
ছিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ রাম রাম মহাবাহো প্রীতাঃ সন্তব ভার্গবঃ । অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ

ঐ তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তথায় গমন করিলে, রাজা কৃতকৃত্য ও অশ্বমেধজ্ঞফল
প্রাপ্ত হন ॥ ৪২ ॥ কার্ত্তিকী, একাদশী আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত যে কোন তিথিতে তথায়
কস্তাদান করিলে, দেবগণ প্রসন্ন হইয়া, অভিমত ফল প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ তথায় মহাযক্ষ
কপিল স্বয়ং দ্বারপালরূপে অবস্থিত আছেন । তিনি পানীগণের বিঘ্ন ও তাহাদিগকে
দুর্গতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ তদীয় পত্নী মহাযক্ষী উল্লখলমেধলা নামে বিখ্যাতা ।
তথায় সে নিত্য দুন্দুভিবাদনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ সেই মহাযক্ষী পাপদেশসমুদ্ভূতা
সপুত্রা কোন স্ত্রীকে অবলোকন করিয়া, যজ্ঞনীতে দুন্দুভিবাদনসহকারে তাহারে কহিতে
লাগিল ॥ ৪৬ ॥ যুগন্ধরে দধিভোজন, অচ্যাতস্থলে অবস্থান ও তূতালয়ে স্নান করিয়া, পুত্রের
সহিত বাস করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ ॥ ৪৭ ॥ আমি দিবসে তোমারে কহিলাম ; রাত্রিতে
নিশ্চয়ই তোমারে ভক্ষণ করিব ॥ ৪৮ ॥

সেই রমণী এই কথা শুনিয়া, যক্ষিণীকে কহিল, অয়ি ভামিনি ! আমার প্রতি
প্রসন্ন হও ।

তখন যক্ষিণী কৃপাষিতা হইয়া, তাহারে কহিল ॥ ৪৯ ॥ কোন সময়ে যখন সূর্য্যগ্রহণ হইবে,
তৎকালে সরস্বতীতে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিবে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সপ্তবনাদিবর্ণনং নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম তথা হইতে রামহৃদে গমন করিবে । তথায়
দীপ্ততেজা, পরমপ্রভাবশালী, পরশুরাম ॥ ১ ॥ ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল কহিয়া, তাহাদের শোণিতে
পরিপূর্ণ করত, পাঁচটি হৃদ নিবেশিত করিয়াছেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে ॥ ২ ॥
তদ্বারা তিনি পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিলে, তাহারা প্রীতিমান হইয়া, সেই রামকে কহি-
লেন, রাম ! মহাবাহু রাম ! তোমার এই পিতৃভক্তি ও পরাক্রম দর্শনে আমরা তোমার

চ তে বিভো ॥ ৪ ॥ বরং বৃণীষ ভদ্রস্তে কমিচ্ছসি মহাযশঃ । এবমুক্তস্ত পিতৃভীরামঃ প্রভবতা-
 স্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ অত্রবীৎ প্রাঞ্জলিকাক্যং পিতৃন্ গগনস্থিতান্ । ভবন্তে যদি মে প্রীতঃ স্তদনুগ্রাহ-
 তামহং ॥ ৬ ॥ পিতৃপ্রসাদাদিচ্ছেয়ং তপসোস্যাপনং পুনঃ । যাতা রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎ-
 সাদিতং ময়া ॥ ৭ ॥ ততস্ত পাপান্ মুচ্যেয়ং যুগ্মকং তেজসা হহং । হৃদাশ্চৈতে তীর্থভূতা ভবেযু-
 ভূবি বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥ এবং শ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামস্ত পিতরস্তদা । ঐত্যাচুঃ পরমপ্রীতা রামং
 হর্ষপূরঙ্কতাঃ ॥ ৯ ॥ তপস্তে বর্জিতাঃ পুত্র পিতৃভক্ত্যা বিশেষতঃ । যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎ-
 সাদিতং ময়া ॥ ১০ ॥ ততশ্চ পাপান্ মুক্তস্তং পাতিতান্তে স্বশ্রদ্ধিঃ । হৃদাশ্চৈতেদ্য তীর্থভূ-
 গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ হৃদেষেতেষু যঃ স্নাত্বা স্নান পিতৃস্তপরিষ্যতি । তস্ত দাস্ত্যন্তি
 পিতরো যথাভিলষিতং ফলং ॥ ১২ ॥ ঈপ্সিতান্ মানসান্ কামান্ স্বর্গবাসঞ্চ শাস্বতং । এবং
 দত্তা বরান্ বিপ্রা রামস্ত পিতরস্তদা ॥ ১৩ ॥ রামং স্নতর্গবৎ প্রীতাস্তত্ৰৈবাস্তদ্বাস্তদা । এবং
 রামহৃদাঃ পুণ্য ভার্গবস্ত মহান্ননঃ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্বা হৃদেযু রামস্য ব্রহ্মচারী শুচিত্রতঃ । রামং
 সমভ্যর্চ্য তথা বিন্ধেদ্বহুস্বর্ণকম্ ॥ ১৫ ॥ বংশমূলং সমাসাদ্য তীর্থসেবী স্তসংযতঃ । স্ববংশ-
 মুদ্ধরেদ্বিপ্রাঃ স্নাত্বা চৈব সমূলকং ॥ ১৬ ॥ কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । শরীর-
 শুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাতস্তন্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ শুদ্ধদেহশ্চ সংযতি বস্মান্নাবর্ততে পুনঃ । তাবদব্রমন্তি
 তীর্থেষু দিক্কাস্তীর্থপরায়ণাঃ । যাবন্ন প্রাপ্নুবন্তীহ তীর্থং তৎকায়শোধনং ॥ ১৮ ॥ তন্মিন্নস্তীর্থে চ

প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥ হে মহাযশা ! তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর । তোমার
 মঙ্গল হউক । প্রভবদ্বরীষ্ঠ মহাবীর রাম পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ॥ ৫ ॥ কৃতাজলি-
 পুটে সেই গগনবিহারী পিতৃগণকে কহিলেন, আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন,
 তাহা হইলে, এই অনুগ্রহ করুন ॥ ৬ ॥ আমি আপনাদের প্রসাদে পুনরায় তপঃপ্রাপ্তির
 ইচ্ছা করি । যেহেতু, আমি রোষাভিভূত হইয়া, ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসাদিত করিয়াছি, সেই-
 হেতু আমার যে পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, আপনাদের তেজে যেন তাহা হইতে মুক্ত হইতে
 পারি । এবং আমার ও তিষ্ঠিত এই হৃদ সকলও যেন পৃথিবীতে তীর্থরূপে পরিণত ও বিখ্যাত
 হয় ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

পিতৃগণ রামের এই শুভ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া, পরম প্রীত ও হর্ষপূরঙ্কত হইয়া,
 প্রতিবচনপ্রদানপূর্বক কহিলেন ॥ ৯ ॥ পিতৃভক্তিপ্রভাবে তোমার তপস্তার বিশিষ্ট বিধানে
 উৎসাহ হইবে । অর, তুমি রোষাভিভূত হইয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ ॥ ১০ ॥ তাহা হইতে মুক্তি
 লাভ করিবে । কেননা, সেই ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব কস্মবলেই পতিত হইয়াছে । অদ্য হইতে তোমার
 কৃত হৃদ সকলও তীর্থ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি এই সকল হৃদে স্নান করিয়া,
 পিতৃগণের তর্পণ করিবে সেই পিতৃগণ তাহারে অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ১২ ॥
 তদ্ব্যতীত, তাহাদের প্রসাদে তাহার অভীক্ষিত আন্তরিক কামনা ও অক্ষয় স্বর্গবাসও
 লাভ হইবে । হে বিপ্রবর্গ ! পিতৃগণ রামকে এইরূপ বর দিয়া ॥ ১৩ ॥ সেই ভার্গববরীষ্ঠ
 রামের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । মহাত্মা পরশুরামের হৃদ সকল
 এই কারণেই পবিত্র তীর্থ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মচারী ও শুচিত্রত হইয়া, রামহৃদে স্নান ও
 রামের অভ্যর্থনা করিলে, বহু স্বর্ণ লাভ হয় ॥ ১৫ ॥ অনন্তর তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম বংশমূল
 তীর্থে সমাপন্ন হইয়া, তথায় স্নান করিয়া, স্বকীয় বংশের উদ্ধার করিবেন ॥ ১৬ ॥ তথা হইতে
 ত্রিলোকবিখ্যাত কায়শোধনতীর্থে সমাগত হইয়া, স্নান করিলে, শরীরশুদ্ধি সংঘটিত হয়,
 সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ দেহ শুদ্ধ হইলে, যাহা হইতে পুনরায় আবর্তিত হইতে হয় না, সেই স্থানে
 গমন করা যায় ! তীর্থপরায়ণ সিদ্ধগণ যাবৎ কায়শোধনতীর্থ প্রাপ্ত না হন, তাবৎ তীর্থ সকলে

সংপ্রাভ্য কাশং সংযতমানসঃ । পরম্পদমবাপ্নোতি যন্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ১৯ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ
 বিশ্বেশ্বাস্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । লোকা যত্রোদ্ধৃতাঃ সৰ্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ২০ ॥
 লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং স্রবণতৎপরঃ । স্বাহা তীর্থবরে তস্মিন্ লোকং পশ্যতি শাস্বতং ॥ ২১ ॥
 যত্র বিষ্ণুঃ স্থিতো নিত্যং শিবো দেবশ্চ শাস্বতঃ । তৌ দেবৌ প্রণিপাতেন প্রসাদ্য মুক্তিমাশ্রুয়াৎ ॥ ২২ ॥
 ত্রীতীর্থং তু ততো গচ্ছেচ্ছালিগ্রামমনুত্তমং । যত্র স্নাতস্য সান্নিধ্যং সদা দেবঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
 কপিলাহুদমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । তত্র স্নাত্বাৰ্চয়িত্বা চ দেবতানি পিতৃস্তথা ॥ ২৪ ॥
 কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্ধতি মানবঃ । তত্র স্থিতং মহাদেবং কপিলবপুঃপ্রাপ্তিতং ॥ ২৫ ॥
 দৃষ্ট্বা মুক্তিমবাপ্নোতি ঋষিভিঃ পূজিতং শিবং । সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥ ২৬ ॥
 অৰ্চয়িত্বা পিতৃন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ । অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সূর্যালোকং চ গচ্ছতি ॥ ২৭ ॥
 সহস্রকিরণং দেবং ভানুং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । দৃষ্ট্বা মুক্তিমবাপ্নোতি নরো জ্ঞানসমম্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
 ভবানীবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমং । তত্রাভিষেকং কুৰ্ব্বাণো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৯ ॥
 পিতামহস্য পিতৃভ্যো হমৃতং পূৰ্ব্বমেব হি । উদগারাং সুরভিজাতা সা চ পাতালমাশ্রিতা ॥ ৩০ ॥
 তস্যাঃ সুরভয়ো জাতা মাতরো লোকমাতরঃ । তাভিস্তৎ সকলং ব্যাপ্তং পাতালং অনিরন্তরং ॥ ৩১ ॥
 পিতামহস্য যজ্ঞভ্যো দক্ষিণার্ধমুপাস্রজতাঃ । আহুতা ব্রাহ্মণাস্তে চ বিভ্রান্তা বিবরেণ হি ॥ ৩২ ॥
 তস্মিন্ বিবরদ্বারে তু স্থিতো গণপতিঃ স্বয়ং । যং দৃষ্ট্বা সকলান্ কামান্ প্রাপ্নোতি নিয়তেজস্রিঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ সেই তীর্থে সংযত চিত্তে শরীর সংপ্রাভিত করিলে, পরম পদপ্রাপ্তি হয় ; যাহা হইতে পুনরায় আবর্তিত হইতে হয় না ॥ ১৯ ॥

অনন্তর হে বিশ্বেশ্বর ! লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে । প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ঐ স্থানে সমুদায় লোকের উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ এই লোকোদ্ধারে গমন করিয়া, ধ্যান-তৎপর হইয়া, স্নান করিলে, শাস্বত লোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২১ ॥ অবিনাশিস্বরূপ বিষ্ণু ও মহাদেব উভয়ে তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন । প্রণিপাতপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে, মুক্তিসংগ্রহ হয় ॥ ২২ ॥ অনন্তর অনুত্তম ত্রীতীর্থে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে, ভগবান্ কেশব তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর কপিলাহুদনামক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থে গমন করিয়া, স্নান এবং পিতৃগণের অর্চনা করিলে ॥ ২৪ ॥ কপিলাসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । তথায় মহাদেব কপিলবপুঃ আশ্রয় করিয়া, বিভ্রাজমান আছেন ॥ ২৫ ॥ সেই ঋষিগণের পূজিত মহাদেবকে দর্শন করিলে, মুক্তিলাভ করা যায় । অনন্তর সূর্য্যতীর্থে সমাগত হইয়া, সংযতচিত্তে স্নান করিয়া ॥ ২৬ ॥ উপবাস করত, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিলে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ ও সূর্যালোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ তথায় ত্রিলোকবিশ্রুত সহস্রকিরণ ভানুকে দর্শন করিলে, জ্ঞানসমম্বিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৮ ॥ তীর্থসেবী পুরুষ ভবানীবনে গমন করিয়া, তথায় যথাবিধানে অভিষেক করিলে, গোসহস্রদানের ফললাভ করে ॥ ২৯ ॥ পূর্বকালে পিতামহ অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় উদগার হইতে সুরভি সমুৎপন্ন হইয়া, পাতালতল আশ্রয় করে ॥ ৩০ ॥ সেই সুরভির গর্ভে লোকমাতা সুরভিমাতা সকলের উদ্ভব হয় । তাহার সকলে সমুদায় পাতাল নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্ত করিয়া আছে ॥ ৩১ ॥ পিতামহ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় দক্ষিণার্ধ সেই সকল সুরভি উপাস্রজত হইয়াছিল । ব্রাহ্মণগণ সেই যজ্ঞে আহুত হইয়া, বিবর-দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন ॥ ৩২ ॥ সেই বিবরের দ্বারদেশে স্বয়ং গণপতি অবস্থিতি করিতেছেন । ইন্দ্রঃ সংযমপূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিলে, সমুদায় কামনাই সম্পন্ন হয় ॥ ৩৩ ॥

সঙ্গিনীন্ত সমাসাদ্যতীর্থং মুক্তিসমাপ্তম্। দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা লভতে মুকুটম্ ॥ ৩৪ ॥
 অনন্তাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বিতঃ। ভোগাংশ্চ বিপুলান্ ক্। প্রাপ্নোতি পরম-
 স্পদং ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাবর্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিতঃ। জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রাণান্
 মুঞ্চতি চেক্ষয়া ॥ ৩৬ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেজ্ঞা দ্বারপালঞ্চ রক্তকং। তত্র তীর্থে সরস্বত্যাং
 যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র জ্ঞানং সমাসাদ্য হাপবাসপরায়ণঃ। যক্ষস্ত চ প্রসাদেন লভতে
 কামিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥ ততো গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেজ্ঞা ব্রহ্মাবর্তং মুনিম্বতং। ব্রহ্মাবর্তে নরঃ স্নাত্বা
 ব্রহ্ম চাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৩৯ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেজ্ঞাঃ স্মৃতীর্থকমমুত্তমং। তত্র সন্নিহিতা
 নিত্যং পিতরো দৈবতৈঃ সহ ॥ ৪০ ॥ তত্রাভিষেকং কুর্ক্বীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ। অশ্বমেধম-
 বাপ্নোতি পিতৃন্ প্রীণাতি শাশ্বতম্ ॥ ৪১ ॥ ততোহস্ববত্যাং ধর্মজ্ঞ সমাসাদ্য যথাক্রমং। কামেশ্বরস্ত
 তীর্থে তু স্নাত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৪২ ॥ সর্বব্যাদিবিনিমুক্তো ব্রহ্ম চাপ্নোতি নিশ্চিতং। মাতৃতীর্থ-
 চ তত্রৈব যত্র স্নাতস্ত ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রজা বিবর্জিতে নিত্যমনন্তাং চাপ্নুয়াচ্ছিয়ং। ততঃ
 সীতাবনং গচ্ছেন্নিত্যো নিয়তাশনঃ ॥ ৪৪ ॥ তীর্থং তত্র মহাবিপ্রা মহদহত্র হুল'ভং। পুনাতি
 দর্শনাদেব পুরুষানেকবিংশতিং ॥ ৪৫ ॥ কেশানভ্রাক্য চৈকস্মিন পুতো ভবতি পাপতঃ।
 তত্র তীর্থবরং চাহুচ্চুনাং লোমাপহং মহৎ ॥ ৪৬ ॥ তত্র বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞা বিদ্বাঃসন্তীর্থতৎপরঃ।
 শ্ববিলোমাপহে তীর্থে বিপ্রাষ্ট্রলোক্যবিশ্রুতে ॥ ৪৭ ॥ প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি শ্বলোমানি দ্বিজোত্তমাঃ।
 পুতান্নানশ্চ তে বিপ্রাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিং ॥ ৪৮ ॥ দশাশ্বমেধিকং চৈব তত্র তীর্থং সুবিশ্রুতং।

মুক্তির সাক্ষাৎ আশ্পদ সঙ্গিনীনামক তীর্থে গমন করিলে, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
 দেবীতর্থে স্নান করিলে, উৎকৃষ্ট রূপ সংগ্রহ হয় ॥ ৩৪ ॥ এবং পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া,
 অনন্ত স্ত্রী ও বিপুল ভোগরাশি লাভ করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় ॥ ৩৫ ॥
 ব্রহ্মাবর্তে অভিষেক করিলে, লোকে নিঃসন্দেহেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, ইচ্ছামত্যা হইয়া
 থাকে ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর দ্বারপাল রক্তকে গমন করিবে। মহাত্মা যক্ষেন্দ্র তথায় নিয়ত
 বিরাজমান হইতেছে। সরস্বতীস্থ সেই তীর্থে স্নান করিয়া ॥ ৩৭ ॥ উপবাসপরায়ণ হইলে,
 যক্ষের প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া, কামিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ!
 তথা হতে দ্বিতীয় ব্রহ্মাবর্তে গমন করিবে। মুনিগণ এই তীর্থের স্তব করিয়া থাকেন।
 ব্রহ্মাবর্তে স্নান করিলে, লোকের নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯ ॥ তদনন্তর অমুত্তম
 স্মৃতীর্থে গমন করিবে। পিতৃগণ দেবগণের সহিত তথায় নিয়ত সন্নিহিত আছেন ॥ ৪০ ॥
 তথায় পিতৃগণও দেবগণের অর্চনাপরায়ণ হইয়া, অভিষেক করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ
 হয় এবং পিতৃদিগকে চিরকাল আপ্যায়িত করা যায় ॥ ৪১ ॥ অনন্তর ধর্মজ্ঞ পুরুষ যথাক্রমে
 অস্ববতীতে গমন ও কামেশ্বরতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে অভিষেক করিলে ॥ ৪২ ॥ সর্বব্যাদিবিনিমুক্ত
 ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাতে সন্দেহ নাই। তথায় যে মাতৃতীর্থ আছে, তাহাতে
 ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে ॥ ৪৩ ॥ নিত্য প্রজা বর্জিত ও অনন্ত স্ত্রীলাভ হয়। অনন্তর নিয়মানুষ্ঠান-
 পূর্বক আহার সংযত করিয়া, সীতাবনে গমন করিবে ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! তথায় যে
 মহাতীর্থ আছে, তাহা অশ্রদ্ধা হুল'ভ। তাহার দর্শনমাত্রেই একবিংশতি পুরুষের তৎক্ষণাৎ
 পবিত্রতা বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ তত্রত্য একতর তীর্থে কেণপাণ অভ্যক্ষিত করিল,
 পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয়। তথায় শ্ববিলোমাপহ নামে যে অন্ততর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৬ ॥
 মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বান্ বিপ্রবর্গ তীর্থতৎপর হইয়া, সেখানে বাস করিতেছেন। ঐ শ্বলোমাপহী
 ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ॥ ৪৭ ॥ দ্বিজোত্তমগণ প্রাণায়ামসহকারে তথায় শ্বকীয় লোমরাজি নির্হরণ
 করেন। তৎপ্রণাবে তাঁহারা পুতান্না হইয়া, পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮ ॥ তথায় দশাশ্বমেধিক

তত্র স্নাত্বা ভক্তিবিক্তস্তদেব লভতে ফলম্ ॥ ৪৯ ॥ ততো গচ্ছেকি শ্রদ্ধাবান্ মানুসং
লোকবিক্রত । দর্শনাত্তস্য ম তীর্থস্য যুক্তো ভবতি কিম্বিধৈঃ ॥ ৫০ ॥ পুরা কৃষ্ণমৃগাস্তত্র
ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ । অবগাহ সন্ন্যাসিন্যামুখমুপাগতাঃ ॥ ৫১ ॥ ততো ব্যাধাশ্চ তে
সর্কে তানপৃচ্ছন্ দ্বিজোত্তমান্ । মৃগাঃ ক ঋষয়ো যাতা অস্মাভিঃ শরপীড়িতাঃ ॥ ৫২ ॥ নিমগ্নাস্তে
সরঃ প্রাপ্য কিং তদ্ব্রত দ্বিজোত্তমাঃ । তেহক্রবন্তস্তত্রৈব পৃষ্ঠা বসন্তে চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ অস্ম্য
তীর্থস্য মাহাত্ম্যামুখমুপাগতাঃ । তস্মাদমুখং শ্রদ্ধাধানাঃ স্নাত্বা তীর্থে বিমৎসরাঃ ॥ ৫৪ ॥ সর্ক-
পাপবিনিমুক্তা ভাবযাধ ন সংশয়ঃ । ততঃ স্নাতাশ্চ তে সর্কে শুদ্ধদেহা দিবঙ্গতাঃ ॥ ৫৫ ॥ এত-
তীর্থস্য মাহাত্ম্যং মানুসস্য দ্বিজোত্তমাঃ । যে শৃণুস্তি শ্রদ্ধাধানাস্তেহপি যা স্ত পুরাঙ্গতিং ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রী বামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে বিবিধতীর্থানুকীৰ্ত্তন নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । মানুসস্য তু পূর্বেণ ক্রোশমাত্রে দ্বিজোত্তমাঃ । আপগা নাম বিখ্যাতা
নদী দ্বিজগণনিষেবিতা ॥ ১ ॥ শ্রামাকং পরস্য নিকমাজ্যেন চ পারপ্লুতং । যে প্রযচ্ছন্তি বিপ্রৈভ্যা-
স্তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥ যে তু শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি আপ্য তামাপগাং নদীং । তে সর্ককাম-
সংযুক্তা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ স্মরন্তি পিতরস্তস্য স্মরন্তি চ পিতামহাঃ । অস্মাকং চ

নামে সুবিখ্যাত তর্থা আছ । ঐ তীর্থে ভক্তিবিক্ত হইয়া, স্নান করিলে, দশাশ্বমেধিক ফললাভ
হয় ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, মানুসতীর্থে গমন করিবে । ঐ তীর্থ দর্শন করিলে,
সমুদায় পাপ পরিত্যক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ পূর্বকালে কৃষ্ণমৃগ সকল তথায় ব্যাধকর্তৃক শরপীড়িত হইয়া,
তত্রত্য সরোবরে অবগাহন করিয়া, ম নুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর ব্যাধ সকল সেই
দ্বিজোত্তমরূপী মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ঋষিগণ ! অস্মৎকর্তৃক শরপীড়িত হইয়া, সেই
সকল মৃগ কোথায় গমন করিল ? ॥ ৫২ ॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! তাহারা কি সরোবর প্রাপ্ত হইয়া,
তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক ।

তাহারা এইরূপ পরিপৃষ্ট হইয়া কহিল, আমরাই সেই সকল মৃগ ॥ ৫৩ ॥ এই তীর্থের
মাঃাত্ম্যে মানুসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব তোমরা মাৎসর্য্যপরিহারপূরঃসর শ্রদ্ধাশীল হইয়া,
এই তীর্থে স্নান কর ॥ ৫৪ ॥ তাহা হইলে, তোমাদের সমুদায় পাপক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই ।
তখন তাহারা সকলে তথায় স্নান করিয়া, শুদ্ধদেহ হইয়া, স্বর্গে গমন করিল ॥ ৫৫ ॥ হে দ্বিজো-
ত্তমসমূহ ! তাহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই মানুসতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারাও পরমগতি
প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রী বামনপুরাণে বিবিধতীর্থবর্ণন নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! মানুসতীর্থের পূর্বে ক্রোশমাত্র দূরে আপগানামে
বিখ্যাতা দ্বিজগণনিষেবিতা নদী প্রবাহিতা হইতেছে ॥ ১ ॥ তাহারা তথায় ছুঃ দ্বারা সিদ্ধ ও
আজ্যে পরিপ্লুত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রামাক প্রদান করে, তাহাদের পাপ দূর হইয়া
যায় ॥ ২ ॥ তাহারা ঐ আপগানদী প্রাপ্ত হইয়া, শ্রাদ্ধ করে; তাহারা সর্কবিধ মনোরথ-
সিদ্ধি সংগ্রহ করে, সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তাহাদের পিতৃগণ ও পিতামহবর্গ এইরূপ মনে করেন,

কুলে পুত্রঃ পৌত্রো বাপি ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ স আপগাং নদীং গঙ্গাস্নাত্তিলৈস্তপস্বিষ্যতি ।
 তেন তৃপ্তা ভবিষ্যামো যাবৎ কুলশতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ নভস্যো মাসি সংগ্রাণে কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ।
 চতুর্দশ্যাং তু মধ্যাহ্নে পিণ্ডদো মুক্তিমাগ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ বিশ্রোদ্ধা ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমং ।
 ব্রহ্মোদ্বহরমিত্যেবং সৰ্বলোকেষু বিখ্যতং ॥ ৭ ॥ তত্র ব্রহ্মর্ষিকুণ্ডেযু স্নাতস্য দ্বিজসত্তমাঃ ।
 সপ্তর্ষীণাং প্রসাদেন সপ্তসোমফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজো গোতমশ্চ জমদগ্নিশ্চ কশ্যপঃ ।
 বিশ্বামিত্রো বশিষ্ঠশ্চ অত্রিশ্চ ভগবানুবিঃ ॥ ৯ ॥ এতে সমেত্য তৎ কুণ্ডং কলিতং ভুবি তুল্লভৎ ।
 ব্রহ্মণা সেবিতং তস্ম দ্ব্যব্রহ্মোদ্বহরমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ তস্মিংশ্চীর্থবরে স্নাত্বা ব্রহ্মণোহব্যাক্ত-
 জন্মনঃ । ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নাত্র কার্ঘ্যা বিচারাণা ॥ ১১ ॥ দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্दिশ্য যো বিশ্বঃ
 পূজয়িষ্যতি । পিতরন্তস্য স্মৃতিত দাস্যন্তি ভুবি তুল্লভম্ ॥ ১২ ॥ সপ্তর্ষীংশ্চ সমুদ্दिশ্য পৃথক্ স্নানং
 সমাচরেৎ । ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন সপ্তলোকাধিপো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ কপিলস্থেতি বিখ্যাতং সৰ্ব-
 পাতকনাশনং । যস্মিন্ স্থিতঃ সয়ং দেবো বৃদ্ধকেদারসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র স্নাত্বা চ
 কুদ্রং দণ্ডিসমম্বিতং । অন্তর্দ্বানমবাপ্নোতি শিবলোকে স মোদতে ॥ ১৫ ॥ যন্তত্র তর্পণং কৃত্বা
 পিবতে চুগকত্রয়ং । দেবদেবং নমস্কৃত্য কেদারস্য ফলং লভেৎ ॥ ১৬ ॥ যন্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শিবমুদ্दिশ্য
 মানবঃ । চৈত্রশুক্রচতুর্দশ্যাং প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ১৭ ॥ কলশ্যাক্ত ত তা গ চ্ছদমত্র দেবী চ
 সংস্থিতা । দুর্গা কাত্যায়নী ভদ্রা নিজ্জায়ায়া সনাতনী ॥ ১৮ ॥ কলশ্যাক্ত নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা
 দুর্গান্তটস্থিতাং । সংসারগহনং দুর্গং নিস্তুরেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ ততো গচ্ছেচ্চ সৰকং ত্রৈলোক্য-

আমাদের বংশে পুত্র বা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥ সে আপগায় গমন করিয়া,
 তিলপ্রদ নপূরক আমাদের তর্পণ করিবে । তদ্বারা আমরা যাবৎ কুলশত পরিতৃপ্ত হইব ॥ ৫ ॥
 শ্রাবণমাস উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে মধ্যাহ্নসময়ে তথায় পিণ্ড প্রদান করিয়া,
 মুক্তির লাভ করা যায় ॥ ৬ ॥ অন্তর ব্রহ্মোদ্বহরনামক সৰ্বলোকবিখ্যাত উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন
 করিবে । উৎ পিতামহ ব্রহ্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ॥ ৭ ॥ তথায় ব্রহ্মর্ষি-কুণ্ডসমূহে স্নান করিলে,
 সপ্তর্ষিপ্রদাদে সপ্ত সোমযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজ, গোতম, জমদগ্নি, কশ্যপ,
 বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভগবান্ অত্রি ॥ ৯ ॥ ইহারা সমবেত হইয়া, ঐ সকল ভুলোকতুল্লভ কুণ্ড
 পরিকল্পনা করিয়াছেন । ব্রহ্মা উহাদের সেবা করেন ; এইজন্ত ব্রহ্মোদ্বহর নামে বিখ্যাত
 হইয়া ছ ॥ ১০ ॥ অব্যাক্তজন্মা ব্রহ্মার এই উৎকৃষ্ট তীর্থে স্নান করিলে, তদীয় লোকলাভ হইয়া
 থাকে ; এবিষয়ে বিচারণা করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি তথায় পিতৃগণ ও দেবগণ,
 ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া, ব্রহ্মণের পূজা করে, তদীয় পিতৃগণ স্মৃতিত হইয়া, তাহারে
 পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করেন ॥ ১২ ॥ তথায় উল্লিখিত সপ্ত ঋষিকে উদ্দেশ্য করিয়া, পৃথক্-
 বিধানে স্নান করিবে । তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রদাদে সপ্তলোকাধিপত্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কপিলস্থ নামে বিখ্যাত সৰ্বপাতকবিনাশন তীর্থে সয়ং বৃদ্ধ কেদার নাম ধারণ করিয়া,
 মহাদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ তথায় স্নান করিয়া, দণ্ডিসমম্বিত কুদ্রের অর্চনা করিলে
 অন্তর্দ্বান লাভ করিয়া, শিবলোকে স্মৃতিত বিহার করা যায় ॥ ১৫ ॥ যে ব্যক্তি সেখানে তর্পণ
 করিয়া, চুগকত্রয় পান ও দেবদেব মহাদেবকে নমস্কার করে, সে কেদারফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥
 যে ব্যক্তি শিবকে উদ্দেশ্য করিয়া, ঐ তীর্থে চৈত্রমাসীয় শুক্র চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম
 পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ অনন্তর কলশীতে গমন করিবে । ঐ তীর্থে নিজ্জারূপিনী,
 মায়াশরূপিনী, ভদ্রা, দেবী, সনাতনী কাত্যায়নী দুর্গা সন্নিহিতা আছেন ॥ ১৮ ॥ তথায় স্নান
 করিয়া, তীরে বিরাজমানা দেবী দুর্গার দর্শন করিলে, সংসারগহনরূপ দুর্গ পার হওয়া যায়
 সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

স্তাপি দুর্লভঃ । কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীং দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরং ॥ ২০ ॥ লভতে সর্বকামাংশ্চ
শিবলোকং স গচ্ছতি । তিস্রঃ কোট্যন্ত তীর্থানাং সরকে বিজসন্তমাঃ ॥ ২১ ॥ ক্রদ্রকোটি-
স্তথা কূপে সরোমধ্যে ব্যবহিতা । তস্মিন্ সরসি যঃ স্নাত্বা ক্রদ্রকোটিং স্নয়েন্নরঃ ॥ ২২ ॥ পূজ-
য়িত্বা ক্রদ্রকোটিং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ক্রদ্রাণাঞ্চ প্রসাদেন সর্বদোষবিবর্জিতঃ ॥ ২৩ ॥ ঐন্দ্র-
যানেন সংযুক্তঃ পরম্পদমবাগ্নুয়াৎ । ইড়াঙ্গদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং পাপভরাপহং ॥ ২৪ ॥ যস্মিন্
মুক্তমবাগ্নোতি দর্শনাদেব মানবঃ । তত্র স্নাত্বা চ পিতৃদেবগণানপি ॥ ২৫ ॥ ন দুর্গতি-
মবাগ্নোতি চিন্তিতং মনসাপ্নুয়াৎ । কেদারঞ্চ মহাতীর্থং সর্বকলুষনাশনং ॥ ২৬ ॥ তত্র স্নাত্বা
তু পুরুষঃ সর্বদানকলং লভেৎ । কিংরূপঞ্চ মহাতীর্থং তত্রৈব ভুবি দুর্লভং ॥ তস্মিন্ স্নাত্ব
পুরুষঃ সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ সরকস্য তু পূর্বেণ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ॥ অস্ত
জন্ম ভুবি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনং ২৮ ॥ নারসিংহং বপুঃ কৃৎস্না হৃদ্য দানবমুজিতম্ ।
তির্ধ্যগ্ণোনিস্থিতো বিষ্ণুঃ সিংহেষ্ণু রতিমাপ্তবান্ ॥ ২৯ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা আরাধ্য
বরদং শিবং । উচুঃ প্রণতসর্কজা বিষ্ণুদেহস্য লভনে ॥ ৩০ ॥ ততো দেবো মহাত্মাসৌ শরভঃ
রূপমাস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ যুদ্ধঞ্চকার স্তবহৃদ্যং বর্ষসহস্রকং । যুধ্যমানো তু তৌ দেবৌ পতিতৌ
হৃদমধ্য : ॥ ৩২ ॥ তস্মিন্ সরস্তুটে বিশ্রো দেবর্ষিনারদঃ স্থিতঃ । অশ্বখস্থানমাস্রিত্য ধ্যানস্থ-
স্তৌ দদর্শ হৃৎ ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণুচতুর্ভুজো জজ্ঞে লিঙ্গাকারঃ শিবঃ স্থিতঃ । তৌ দৃষ্ট্বা তত্র পুরুষৌ

অনন্তর ত্রৈলোক্য দুর্লভ সরকতীর্থে গমন করিবে; তথায় কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে
দেব মহাদেবকে দর্শন করিলে ॥ ২০ ॥ সমুদায় কামনা সম্পন্ন ও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়।
হে বিজসন্তমসমূহ! এই সরকতীর্থে তিন কোটি তীর্থ সন্নিহিত আছে ॥ ২১ ॥ এবং
সরোমধ্যস্থ কূপে ক্রদ্রকোটি বিরাজ করিতেছেন। সেই সরোবরে স্নান করিয়া, ক্রদ্রকোটির
ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥ অনন্তর ক্রদ্রকোটির পূজা করিলে, ক্রদ্রগণের প্রসাদে সর্বদোষবিবর্জিত
হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ এবং ঐন্দ্রযানে আরোহণ করিয়া, পরমপদপ্রাপ্তি
হয়। তথায় ইড়াঙ্গদ নামে যে তীর্থ আছে, তাহা সমুদায় পাপভয় নিরাকৃত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥
তাহার দর্শনমাত্রেই লোক সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের
অর্চনা করিলে ॥ ২৫ ॥ কোন কালেই দুর্গতিলভ হয় না; মনে যাহা ভাবা যায়, তাহাই
সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেদার নামে সর্বপাপবিনাশন মহাতীর্থে ॥ ২৬ ॥ স্নান করিলে, সর্ববিধ
দানের ফললাভ হয়। তথায় কিংরূপ নামে যে লোকদুর্লভ মহাতীর্থ আছে, সেখানে স্নান
করিলে, লোকে সর্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৭ ॥ সরকের পূর্বে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত যে
তীর্থ আছে, তাহার জন্ম পৃথিবীতে প্রসিক্তি লাভ করিয়াছে। তথায় গমন করিলে, সর্বপাপ
প্রণষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥ বিষ্ণু ঐ তীর্থে নারসিংহ দেহ ধারণ ও মহাবল দানবকে নিধন করিয়া,
তির্ধ্যগ্ণোনিতে অবস্থানপূর্বক সিংহ সকলে অল্পভাগবদ্ধ হইরাছিলেন ॥ ২৯ ॥ তদর্শনে দেবগণ
গন্ধর্বগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, বরদাতা শিবের আরাধনানন্তর, সর্কজে প্রণিপাত করিয়া,
বিষ্ণুর স্বদেহপ্রাপ্তির জন্য নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥ তদনুরোধে মহাত্মা মহাদেব শরভবিগ্রহ
পরিগ্রহ করিয়া ॥ ৩১ ॥ দিব্য বর্ষসহস্র তুমুল যুদ্ধ করিলেন। বিষ্ণু ও হর উভয়ে ঐরূপে যুদ্ধ
করিয়া, হৃদমধ্যে পতিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেই সরোবরতটে দেবর্ষি নারদ অবস্থিতি করিতে-
ছিলেন। তিনি অশ্বখস্থান আশ্রয় করিয়া, তৎকালে ধ্যানপরায়ণ হইরাছিলেন। তদবস্থায়
ঐহাদিগকে নয়নগোচর করিলেন ॥ ৩৩ ॥ হৃদে পতিত হইলে, বিষ্ণু চতুর্ভুজ ও শিব লিঙ্গাকারে
বিরাজমান হইলেন। নারদ তদবস্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, ভাক্তভাবে স্তব করিতে

ভূট্টাব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ শিবায় দেবায় বিষ্ণবে ঐতবিষ্ণবে । হরায় চ উমাতজ্জৈ' স্থিতি-
কালভূতে নমঃ ॥ ৩৫ ॥ হরায় বহুরূপায় বিশ্বরূপায় বিষ্ণবে । ত্র্যম্বকায় স্মিতায় কৃষ্ণায় জ্ঞান-
হেতবে ॥ ৩৬ ॥ ধনোহং স্মৃকৃতী নিত্যং বদধৌ পুরুষোত্তমো । মমাপ্রমাদিনঃ পুণ্যং বুভাভ্যাং
বিমলীকৃতং ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি ত্রৈলোক্যে ধন্যং জন্মোতি বিষ্ণুতং । য ইহাগত্য চ স্নাত্বা
পিতৃন সন্তপস্বিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥ তস্মৈ শ্রদ্ধাষিতস্যোহ জ্ঞানগৈশ্চ ভবিষ্যতি । অশ্বখস্ত চ যমুনা
সদা তত্র বসাম্যহং ॥ ৩৯ ॥ অশ্বখবন্দনং কৃৎবা শিবং কৃষ্ণং নমস্যাতি । ততো গচ্ছেদ্ধি
বিপ্রৈশ্চ নাগস্য হৃদযুক্তমং । পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্ত তত্র স্নাত্বা কলং লভেৎ ॥ ৪০ ॥ দশম্যাং শুক্ল-
পক্ষস্য চৈত্রস্য তু বিশেষতঃ । স্নানং জপস্তথা শ্রাদ্ধং মুক্তিমার্গপ্রদায়কং ॥ ৪১ ॥ ততঃ
বিষ্টপদচ্ছেতীর্থে দেবানিষেবিতং ॥ ৪২ ॥ তত্র বৈতরণী পুণ্যা নদী পাপপ্রমোচনী । তত্র স্নাত্বা-
র্চয়িত্বা চ শূলপাণিঃ বুধধ্বজং ॥ ৪৩ ॥ সর্কপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিং । ততো গচ্ছেদ্ধি
বিপ্রৈশ্চ রসাবর্তনমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র স্নাত্বা ভক্তিযুক্তঃ সিদ্ধিমাপ্নোত্যুত্তমাম্ । চৈত্রশুক্ল-
চতুর্দশ্যাং তীর্থে স্নাত্বা ফলপকে ॥ ৪৫ ॥ পূজয়িত্বা শিবং তত্র পাপলেশো ন বিদ্যতে । ততো
গচ্ছেদ্ধি বিপ্রৈশ্চ ফলকীবনমুত্তমং ॥ ৪৬ ॥ যত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাধ্যাশ্চ স্কন্ধস্তথা । তপশ্চ-
রন্তি বিপুলং দিব্যং বর্ষসহস্রকং ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ । অগ্নিষ্টো-
মাতিরাত্রস্য ফলং বিদ্যতি মানবঃ ॥ ৪৮ ॥ সোমকরে চ সংপ্রাপ্তে সোমস্ত চ দিমে তথা । যঃ
শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্যাস্তস্ত পুণ্যফলং শূন্য ॥ ৪৯ ॥ গয়ায়াক্ষ যথা শ্রাদ্ধং পিতৃন প্রীণাতি নিত্যশঃ ।

লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ ভবানীপতি ও ঐতবিষ্ণু বিষ্ণু উভয়কে নমস্কার ৭ হরি ও উমাপতি
উভয়েই স্থিতিকালভূৎ । উভয়কে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ বহুরূপী হর ও বিশ্বরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার ।
পরমসিদ্ধস্বরূপ মহাদেব ও জ্ঞানের হেতুরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ আমিই ধনু ! আমিই
স্মৃতিমান্ ! যেহেতু, উভয় পুরুষোত্তমকেই দর্শন করিলাম । আপনারা আমার এই আশ্রমকে
পরম পবিত্র ও সর্কথা মালিন্যালেশপরিশূন্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি এই স্থান ধন্য ও
জন্মনামে বিষ্ণুত হইল । যে ব্যক্তি এখানে আচমন ও স্নান করিয়া, পিতৃদিগকে সন্তপিত
করিবে ॥ ৩৮ ॥ সেই শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ, ইন্দ্রের ত্রায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইবে । আমি এই অশ্বখমূলে
সর্কদাই বাস করিব ॥ ৩৯ ॥ এই অশ্বখের বন্দনা করিয়া, পরে হরিহরের নমস্কার করিবে ॥ ৪০ ॥

হে বিপ্রৈশ্চবর্গ ! অনন্তর নাগহৃদে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে, পুণ্ডরীক
যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয় ॥ ৪১ ॥ বিশেষতঃ, চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষের দশমীতে তথায় স্নান,
জপ ও শ্রাদ্ধ করিলে, মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

অনন্তর দেবগণের নিষেবিত ত্রিপিপেপ তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪২ ॥ তথায় পাপ-
প্রমোচনী, পুণ্যস্বরূপিনী স্রোতস্বিনী বৈতরণী প্রবাহিনী হইতেছেন । তথায় স্নান করিয়া
শূলপাণি বুধধ্বজের অভ্যর্থনা করিলে ॥ ৪৩ ॥ সর্কপাপবিশুদ্ধাত্মা ও পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

অনন্তর রসাবর্তননামক উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪৪ ॥ তথায় ভক্তি সহকারে
স্নান করিলে, অনুত্তম সিদ্ধিসংগ্রহ হয় । চৈত্রশুক্ল চতুর্দশীতে অলেপকনামক
তীর্থে স্নান করিয়া ॥ ৪৫ ॥ তথায় বিরাজমান ভগবান্ ভবানীপতিকে পূজা করিলে,
পাপলেশ বিদূরিত হয় । অনন্তর, হে বিপ্রৈশ্চবর্গ ! উৎকৃষ্ট ফলকীবননামক তীর্থে
গমন করিবে ॥ ৪৬ ॥ যেথা, দেবগণ, গন্ধর্কগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ দিব্যবর্ষসহস্র বিপুল
তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বতীতে স্নান করিয়া, দেবগণের তর্পণ করিলে, অগ্নি ষ্টোম
ও অতিপ্রীতি যজ্ঞের ফললাভ ২ ॥ ৪৮ ॥ চন্দ্রের ক্রয়সময়ে অথবা সোমবাসরে যে ব্যক্তি
তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ॥ ৪৯ ॥ গয়ায়াক্ষে শ্রাদ্ধ করিলে, যেরূপ নিত্য

তথা শ্রাদ্ধং কর্তব্যং ফলকীবনমাপ্রিষ্টৈঃ ॥ ৫০ ॥ মনসা স্মরতে যন্ত ফলকীবনমুত্তমং । তদৈব
 পিতৃবৃত্তিঃ প্রাপ্তিঃ ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ তত্রাপি তীর্থং স্মরৎ সৰ্বদেবৈরলংকৃতং । তস্মিন্
 স্নাত্ত্ব পুরুষো গোলহস্তফলং লভেৎ ॥ ৫২ ॥ পাণিধাতে নরঃ স্নাত্ব পিতৃনু স্তুৰ্ণ্য মানবঃ ।
 অবাগ্নুরাজস্বয়ং সাখ্যং যোগঞ্চ বিদতি ॥ ৫৩ ॥ ততো গচ্ছেন্নি স্মরৎ তীর্থং মিশ্রকমুত্তমং ।
 তত্র তীর্থানি মুনিমিষিতানি মহাত্মনা ॥ ৫৪ ॥ ব্যাসেন মুনিশার্দূল দীচাৰ্থং মহাত্মনা । সৰ্ব-
 তীর্থেষু স স্নাতো মিশ্রকে স্নাতি যো নরঃ ॥ ৫৫ ॥ ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নিত্যে নিয়তাশনঃ ।
 মনোজবে নরঃ স্নাত্ব দৃষ্ট্বা দেবং মনীষিণং ॥ ৫৬ ॥ মনসা চিন্তিতং সৰ্বং সিদ্ধ্যন্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
 গচ্ছা মধুবনৈকং দেবাতীর্থং নরঃ শুচিঃ ॥ ৫৭ ॥ তত্র স্নাত্ব চ বৈ দেবান্ পিতৃশ্চ প্রযতো যজ্ঞেৎ ।
 স দেব্যা সমুজ্জাতো যথা সিদ্ধিঃ লভেত্তরঃ ॥ ৫৮ ॥ কৌশিক্যাঃ সংগমে যন্ত দৃষত্যা নরোত্তমঃ ।
 স্নাত্ব নিয়তাহারঃ সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ ততো ব্যাসস্থলীং গচ্ছেদ্ব্যাসেন ধীমতা ।
 পুত্রশোকান্তিহুতেন দেহত্যাগায় নিশ্চয়ঃ ॥ ৬০ ॥ কৃতো দেবৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ পুনরুখাপিতস্তদা ।
 অভিগম্য স্থলীং তন্ত পুত্রশোকং ন বিদতি ॥ ৬১ ॥ কিংদত্তরূপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ ।
 গচ্ছেচ্চ পরমাং সিদ্ধিং ততো মুক্তিমবাগ্নুরাৎ ॥ ৬২ ॥ অগ্নঞ্চ স্মৃদিতৈকং বৈ তীর্থে ভূবি স্থলভে ।
 তয়োঃ স্নাত্বা বিগুহ্বাত্মা সূৰ্যালোকমবাগ্নুরাৎ ॥ ৬৩ ॥ কৃতপুণ্যং ততো গচ্ছেন্নিব লোকেষু বিকৃতং ।
 তত্রাভিষেকং কুর্বাৎ গজায়ানং প্রযতঃ স্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ অর্চয়িত্বা মহাদেবমখমেধকলং লভেৎ ।
 কোটিতীর্থং চ তত্রৈব দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং প্রভুং ॥ ৬৫ ॥ তত্র স্নাত্বা শ্রদ্ধাধানঃ কোটিযজ্ঞকলং

পিতৃপুরুষগণের প্রীতি সমুৎপাদন করা যায়, সেইরূপ ফললাভ হইয়া থাকে । ফলকীবন
 আশ্রয় করিয়া, ঐরূপে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য ॥ ৫০ ॥ যে ব্যক্তি মনে মনেও ফলকীবনের স্মরণ
 করে, তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ তথাঃ সমুদায় দেবগণে অলঙ্কৃত
 যে স্মরণতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, গোলহস্তদানের ফললাভ হয় ॥ ৫২ ॥ পাণিধাতে
 স্নান করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ করিলে, রাজস্বয়যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও সাংখ্যযোগলাভ হইয়া
 থাকে ॥ ৫৩ ॥ তথা হইতে মিশ্রকনামক স্মরণ উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে । তথাঃ মুনি-
 শার্দূল দধীচির জন্ত মহাত্মা ব্যাস তীর্থ সকল মিশ্রিত করিয়াছেন । সুতরাং, যে ব্যক্তি মিশ্রকে
 স্নান করে, তাহার সমুদায় তীর্থেই স্নান করা হয় ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর নিয়ত ও সংযতাহার
 হইয়া, ব্যাসবনে গমন করিবে । মনোজবতীর্থে স্নান করিয়া, ভগবান্ মনীষীকে দর্শন করিলে ॥ ৫৬ ॥
 বাহা মনে ভ বা যায় তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । সৰ্ব্বথা শৌচ অবলম্বনপূর্বক
 দেবীতীর্থ মধুবনে গমন করিয়া ॥ ৫৭ ॥ স্নানানন্তর প্রযত হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের আরা-
 ধনা করিলে, দেবী কর্তৃক অমুজাত হইয়া, যথা সিদ্ধি লাভ করা যায় ॥ ৫৮ ॥ যে ব্যক্তি নিয়তা-
 হার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদতী উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করে, তাহার সমস্ত পাপমোচন
 হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ তথা হইতে ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে । যেখানে ধীমান্ ব্যাস পুত্রশোকে
 অভিভূত হইয়া, দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় ॥ ৬০ ॥ হইলে, দেবগণ পুনরায় তাহারে উত্থাপিত
 করেন । সেই ব্যাসস্থলীতে গমন করিলে, পুত্রশোক পাইতে হয় না ॥ ৬১ ॥ কিংদত্তরূপনামক
 তীর্থে গমন করিয়া, তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, পরম সিদ্ধিলাভ ও তৎপরে মুক্তিসংগ্রহ হইয়া
 থাকে ॥ ৬২ ॥ অগ্ন ও স্মৃদিত নামক তীর্থদ্বিতর পৃথিবীতে স্থলভ । সেই দুই তীর্থে স্নান
 করিলে, বিগুহ্বাত্মা ও সূৰ্যালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর ত্রিভুবনবিখ্যাত কৃতপুণ্য
 তীর্থে গমন করিবে । তথায় প্রযত হইয়া, অবস্থানপূর্বক গজাতে স্নান করিবে ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর
 মহাদেবের অর্চনা করিলে, অখমেধযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে । তথায় কোটিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত
 আছে । সেই তীর্থে বিরাজমান প্রভু কোটীশ্বরকে দর্শন করিয়া ॥ ৬৫ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে স্নান

লভেৎ । ততো বামনকং গচ্ছেত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতং ॥ ৬৬ ॥ যত্র বামনরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভ-
 বিষ্ণুনা । বলেরপদ্যতঃ রাজ্যমিচ্ছায় প্রতিপাদিতং ॥ ৬৭ ॥ তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা অর্চয়িত্বা চ
 বামনং । সর্ষপাপবিমুক্তায়া বিষ্ণুলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥ জ্যেষ্ঠাশ্রমঃ চ তত্রৈব সর্ষপাতক-
 নাশনং । তত্চ দৃষ্ট্বা নরো মুক্তিং সংপ্রযাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ জ্যেষ্ঠমাশ্রমে সিতে পক্ষে একাদশী-
 যুপোষিতঃ । দ্বাদশীং চ নরঃ স্নাত্বা জ্যেষ্ঠং লভতে নৃষু ॥ ৭০ ॥ তত্র প্রতিষ্ঠিতা বিষ্ণা বিষ্ণুনা
 প্রভবিষ্ণুনা । দীক্ষা প্রতিষ্ঠাসংযুক্তা বিষ্ণুপ্রীণনতৎপরঃ ॥ ৭১ ॥ তেভ্যো দত্তানি শ্রাদ্ধানি
 দানানি বিবিধানি চ । অক্ষয়ানি ভবিষ্যন্তি যাবদ্ব্যবস্তরস্থিতিঃ ॥ ৭২ ॥ তত্রৈব কোটিতীর্থং চ
 ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতং । তস্মিন্স্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৭৩ ॥ কোটিশ্বরং
 নরো দৃষ্ট্বা তস্মিন্স্তীর্থে মহেশ্বরং । মহাদেবপ্রসাদেন গাণপত্যমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ তত্রৈব
 স্রমহস্তীর্থং সূর্যাস্ত চ মহাদ্বানঃ । তস্মিন্ স্নাত্বা ভক্তিয়ুতঃ সূর্যালোকে মহীয়তে ॥ ৭৫ ॥ ততো
 গচ্ছেচ্চ বিপ্রেক্ষাস্তীর্থং কল্যাণনাশনং । কুলোত্তারণকং স্নাত্বা বিষ্ণুনা কল্পিতং পুরা ॥ ৭৬ ॥
 বর্ণানামাশ্রমাণাং চ তারণায় স্মনির্শলং । তেপি ততীর্থমাসাদ্য পশুন্তি পরমং পদং ॥ ৭৭ ॥
 ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা । কুলানি তারয়েৎ স্নাতঃ সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ ॥ ৭৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
 ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্থিয়ঃ শূদ্রাশ্চ তৎপরঃ । তীর্থস্নাতা ভক্তিয়ুতাঃ পশুন্তি পরমং পদং ॥ ৭৯ ॥
 দূরস্থোহপি স্মরেদবস্ত কুরুক্ষেত্রং স বামনং । সোপি মুক্তিমবাগ্নোতি কিং পুনস্ত বসন্তরঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো বিবিধতীর্থানুকীৰ্ত্তন নাম ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

করিলে, কোটিযজ্ঞের ফললাভ হয় । তথা হইতে বামনকে গমন করিবে । ঐ তীর্থ ত্রিভুবনে
 বিখ্যাত ॥ ৬৬ ॥ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু বামনরূপে ঐ তীর্থে বলির রাজ্য হরণ করিয়া, ইচ্ছাকে প্রতি-
 পাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥ তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবের অর্চনা বিধান করিলে,
 সর্ষপাপবিমুক্তায়া হইয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করা যায় ॥ ৬৮ ॥ তত্রত্য সর্ষপাপবিমোচন
 জ্যেষ্ঠাশ্রমতীর্থ দর্শন করিলে, লোকে মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৬৯ ॥ জ্যেষ্ঠ মাসের
 শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীতে স্নান করিলে, জ্যেষ্ঠফলাভ হয় অর্থাৎ সকলের
 শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় ॥ ৭০ ॥ তথায় প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যে ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা
 সকলেই দীক্ষাপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সকলেই বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে তৎপর ॥ ৭১ ॥ তাঁহাদিগকে
 শ্রদ্ধাপূর্বক বিবিধ দান করিলে, যাবৎ মন্বন্তর অবস্থিতি করে, তাবৎ তৎ সমস্ত অক্ষয় হইয়া
 থাকে ॥ ৭২ ॥ তথায় ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে কোটি তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, কোটি-
 যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ৭৩ ॥ ঐ তীর্থে কোটিশ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে, তদীয় প্রসাদে
 গাণপত্যাশ্রম হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥ তথায় মহাত্মা সূর্যের যে স্রমহস্ত তীর্থ আছে, তাহাতে
 স্নান করিলে, শক্তিসম্পন্ন ও সূর্যালোকে পূজিত হওয়া যায় ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর কুলোত্তারণনামক
 কল্যাণবিনাশন তীর্থে গমন করিবে । ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বে এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন ॥ ৭৬ ॥
 তিনি সমুদায় বর্ণের ও সমুদায় আশ্রমের উদ্ধারার্থ ঐ স্মনির্শল তীর্থ কল্পনা করিয়াছেন । ঐ
 তীর্থে গমন করিয়া, দর্শন করিলে, পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ,
 বানপ্রস্থ ও যতি তথায় স্নান করিলে, সপ্ত সপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥ ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী ও শূদ্রগণ তৎপর ও ভক্তিয়ুক্ত হইয়া, তথায় স্নান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত
 হয় ॥ ৭৯ ॥ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও, বামনসহিত কুরুক্ষেত্রের স্মরণ করে, তাহারও বখন মুক্তি-
 লাভ হয়, তখন তথায় বাস করিলে, যে, মুক্তিলাভ হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয় ? ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থানুকীৰ্ত্তন নাম ষট্ ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । পবনস্ত হৃদে স্নানং দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরং । বিমুক্তঃ সর্বকলুষৈঃ শৈবঃ
পদমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥ পুত্রশৌকেন পবনো যস্মিন্শৌকো বভূব হ । ততঃ স ত্র্যম্বকৈর্দেবৈঃ স্তুত্বা
তং ভক্তিসংবৃতঃ ॥ ২ ॥ ততো গচ্ছেকি হুম্মৎস্থানং তক্ষুপাণিনঃ । যত্র দেবৈঃ সগন্ধর্কৈর্হুমান্
একটীকৃতঃ ॥ ৩ ॥ তত্র তীর্থে নরঃ স্নানং অমৃতমবাগ্নুয়াৎ । কুলোত্তারণমাসাদ্য তীর্থসেবী
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪ ॥ কুলানি ভারয়েৎ সর্বান্ মাতামহপিতামহান্ । শালিহোত্রস্ত রাজর্ষেস্তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিখ্যতং ॥ ৫ ॥ তত্র স্নানং বিমুক্তস্ত কলুষৈর্দেহসংভবৈঃ । শ্রীকৃষ্ণস্ত সরস্বত্যাং
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যতং ॥ ৬ ॥ তত্র স্নানং নরো ভক্ত্যা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ । ততো নৈমিষ-
কৃষ্ণস্ত সমাসাদ্য নরঃ শুচিঃ ॥ ৭ ॥ নৈমিষস্য চ স্নানেন যৎ পুণ্যং তৎ সমাপ্নুয়াৎ । তত্র তীর্থং
মহৎ খ্যাতং বেদবত্যা নিবেদিতং ॥ ৮ ॥ রাবণেন গৃহীতারাঃ কেশেযু দ্বিজসত্তমাঃ । তদ্বধায় চ
স্যা প্রাণান্ যুযুচে শোককর্ষিতা ॥ ৯ ॥ ততো জাতা গৃহে রাজ্ঞো জনকস্য মহাত্মনঃ । সীতা নামেতি
বিখ্যাতা রামপত্নী পতিব্রতা ॥ ১০ ॥ সা স্তুতা রাবণেনৈব বিনাশায়াক্ষনঃ স্বয়ং । রামেন রাবণঃ
হৃদা অভিষিচ্য বিভীষণং ॥ ১১ ॥ সমানীতা গৃহং সীতা কীর্তিরাশ্রয়িকাঃ যথা । তস্যাতীর্থে নরঃ
স্নানং কন্যাবজ্রফলং লভেৎ ॥ ১২ ॥ বিমুক্তঃ কলুষৈঃ সর্কৈঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং । ততো
গচ্ছেকি হুম্মৎস্থানং তক্ষুপাণিনঃ ॥ ১৩ ॥ যত্র বর্ণাধমঃ স্নানং ত্র্যম্বক্যং লভতে নরঃ । ত্র্যম্বক-
বিভূত্বা পরম্পদমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ ততো গচ্ছেৎ সোমতীর্থং ত্রৈলোক্যে চাপি স্থলভং ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, পবনহৃদে স্নান করিয়া, দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে, সর্বকলুষ
বিমুক্ত ও শৈবপদে অধিক্রম হওয়া যায় ॥ ১ ॥ পবন পুত্রশৌকে এই হৃদে লীন হইয়াছিলেন ।
তথায় দেবগণ ও ত্র্যম্বক সহিত সংমিলিত সেই পবনকে ভক্তিসহকারে স্তুত করিবে ॥ ২ ॥
অনন্তর শূলপাণর অধিষ্ঠানকেন্দ্র হুম্মৎস্থানে গমন করিবে । যেখানে দেবগণ ও গন্ধর্বগণ একত্র
মিলিত হইয়া, হুমানকে একটীকৃত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ সেই তীর্থে স্নান করিলে, লোকে অমৃতম
প্রাপ্ত হয় । অনন্তর তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম কুলোত্তারণ তীর্থে সমাগত হইয়া ॥ ৪ ॥ স্নান করিলে,
মাতামহ, পিতামহ ও কুলপরম্পরার উদ্ধার করেন ।

রাজর্ষি শালিহোত্রের তীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ॥ ৫ ॥ তথায় স্নান করিলে, দেহসংভূত
কলুষভারের পরিহার হইয়া থাকে । সরস্বতীতে শ্রীকৃষ্ণনামে যে তীর্থ আছে, তাহা ত্রিভুবনে
বিখ্যাত ॥ ৬ ॥ তথায় ভক্তিসহকারে স্নান করিলে লোকে অগ্নিষ্টোমফল লাভ করে । অনন্তর
শুচি হইয়া নৈমিষকৃষ্ণে গমন করিবে ॥ ৭ ॥ নৈমিষে স্নান করিলে, যে পুণ্য হয়, তথায়
অভিসেক করিলেও, সেই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে । তথায় বেদবতী কর্তৃক নিবেদিত বিখ্যাত
মহাতীর্থ আছে ॥ ৮ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ ! রাবণ সেই বেদবতীর কেশপাশ গ্রহণ করিয়াছিল ।
বেদবতী শৌকে কর্ষিতা হইয়া, তদীয় বধসাধন মানসে ঐ স্থানে প্রাণ পরিহার করে ॥ ৯ ॥
অনন্তর মহাত্মা জনকের গৃহে তাহার জন্ম হয় । সেই বেদবতীই রামের পতিব্রতা পত্নী সীতা
নামে বিখ্যাত লাভ করেন ॥ ১০ ॥ রাবণ স্বয়ং আত্মবিনাশের জন্ত তাহাঁরে হরণ করিয়াছিল ।
তদ্রিষকন রাম রাবণকে সংহার ও বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া ॥ ১১ ॥ আপনার মূর্ত্তিমতী
কীর্ত্তিরূপিনী সীতারে গৃহে আনয়ন করেন । সেই তীর্থে লোকে স্নান করিলে, কন্যাবজ্রের ফল
লাভ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ এবং সর্বকলুষবিমুক্ত হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর ত্র্যম্বকস্থাননামক পরমমহৎ উৎকৃষ্ট তীর্থে গমন করিবে ॥ ১৩ ॥ যেখানে বর্ণাধম পুরুষ
স্নান করিয়া, ত্র্যম্বক লাভ করে । এবং ত্র্যম্বক সেখানে অভিসেক করিলে, বিভূত্বা ও পরমপদ
প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥ তথা হইতে ত্রিভুবনস্থলভ সোমতীর্থে গমন করিবে । যেখানে সোম তপশ্চরণ

যত্র সোমস্তপস্তপ্তাঃ দ্বিজরাজ্যমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ তত্র স্নাত্বা চ পিতৃণাং দৈবতানি চ ।
 নিম্নুক্তঃ স্বৰ্গমাস্তি কার্ত্তিকাঃ বামনঃ যথা ॥ ১৬ ॥ সপ্তসারস্বতং তীৰ্থং ত্রৈলোক্যস্যাপি
 তুল্যং । যত্র সপ্তসরস্বত্য একীভূতা বহন্তি চ ॥ ১৭ ॥ স্প্রোতা কাঞ্চনাকী চ বিমলা মানসহুদা ।
 সরস্বতোরনাম্নী চ সুবর্ণা বিমলোদকা ॥ ১৮ ॥ পিতামহস্য যজ্ঞতঃ পুঙ্করেবু হিতস্য হ ।
 অক্রবন্স্বয়ঃ সৰ্কে নারঃ যজ্ঞো মহাকলঃ ॥ ১৯ ॥ ন দৃশ্যতে সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা পুরহা বৈ সরস্বতী ।
 তচ্ছ্রোত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সন্মারাধ সরস্বতীং ॥ ২০ ॥ পিতামহেন যজ্ঞতা হাহুতা পুঙ্করেবু চ ।
 স্প্রোতা নাম সা দেবী তত্র খ্যাতা সরস্বতী ॥ ২১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা মুনিরঃ প্রীতা বেগবুজাঃ সরস্বতীং ।
 পিতামহং মানসন্তীং তেপি তাং বহু মেনিরে ॥ ২২ ॥ এবমেবা সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা পুঙ্করহা সরস্বতী ।
 সমানীতা কুরুক্ষেত্রং মার্কণ্ডেন মহাত্মনা ॥ ২৩ ॥ নৈমিষে মুনিরঃ হি স্ব শৌনকাদ্যাং তপোধনাঃ ।
 তে পৃচ্ছন্তি মহাত্মানং পুরাণং লোমহর্ষণঃ ॥ ২৪ ॥ কথং নঃ স্যাদযজ্ঞফলং বর্ত্ততাং সৎপথে যুনে ।
 ততোত্রবীশ্বহাভাগঃ প্রণম্য শিরসা যুনীন ॥ ২৫ ॥ সরস্বতী স্থিতা যত্র তত্র যজ্ঞফলং মহৎ ।
 এতচ্ছ্রোত্বা তু যুনিরো নানাশাখ্যায়বেদিনঃ ॥ ২৬ ॥ সমাগম্য ততঃ সৰ্কে সংস্মরন্তি সরস্বতীং ।
 সা তু খ্যাতা ততস্তত্র ঋষিভিঃ সজ্জযাজিভিঃ ॥ ২৭ ॥ সমাগতা প্লাবনার্থং যজ্ঞে তেবং মহাত্মনাঃ ।
 নৈমিষে কাঞ্চনাকী তু মঙ্কণেন মর্দ্যজসা ॥ ২৮ ॥ সমাস্তাতা কুরুক্ষেত্রং পুণ্যাভোয়া সরস্বতী ।
 গয়স্য সজমানস্য গয়ায়াং চ মহাকর্তো ॥ ২৯ ॥ আহুতা চ সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী ।

করিয়া, দ্বিজগণের রাজপদ সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের
 অর্চনা করিলে, কার্ত্তিকীতে বামনদেবের আরাধনা দ্বারা যেমন স্বৰ্গলাভ হয়, তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায় ॥ ১৬ ॥ সপ্তসারস্বত নামে যে তীর্থ আছে, তাহা ত্রৈলোক্যোতুল্য । যেখানে সপ্ত
 সরস্বতী একীভূত হইয়া, প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ এই সপ্ত সরস্বতীর নাম যথা, স্প্রোতা,
 কাঞ্চনাকী, বিমলা, মানসহুদা, সরস্বতোরানী, সুবর্ণা ও বিমলোদকা ॥ ১৮ ॥ পিতামহ পুঙ্করে
 অধিষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞাশ্রুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিগণ সকলে বলিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ
 মহাকলজনক নহে ॥ ১৯ ॥ যেহেতু, এখানে সমুখবাহিনী সরিষরা সরস্বতীরে দেখিতে পাওয়া
 যাইতেছে না । ভগবান্ পদ্মযোনি ঋষিগণের কথা কর্ণগোচর করিয়া, প্রীতিমান হইয়া,
 সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন ॥ ২০ ॥ যজ্ঞপ্রবৃত্ত পিতামহ স্মরণ করিলে, দেবী সরস্বতী স্প্রোতারূপে
 বিখ্যাত হইয়া, তথায় প্রবাহিতা হইলেন ॥ ২১ ॥ মুনিগণ বেগবতী সরস্বতীরে অবলোকন
 করিয়া, প্রীতি অনুভব করিলেন । এবং পিতামহের সম্মাননায় সমুদ্যতা সেই সরস্বতীর বহু-
 মাননায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে সরিষরা সরস্বতী পুঙ্করগামিনী হইলে, মহাত্মা মার্কণ্ডের
 তাহারে কুরুক্ষেত্রে আনয়ন করেন ॥ ২৩ ॥

শৌনকাদি তপোধন মুনিগণ নৈমিষে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্মা লোমহর্ষকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন ॥ ২৪ ॥ আমরা সৎপথে অধিষ্ঠান করিতেছি । কিরূপে যজ্ঞফল লাভ করিব । মহাত্মা
 লোমহর্ষণ তাহাদিগকে মন্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কহিলেন ॥ ২৫ ॥ সরস্বতী যেখানে অধিষ্ঠিতা
 আছেন, সেখানে যজ্ঞ করিলে, মহাকললাভ হয় । বিবিধ শাখায়বেদী মুনিগণ ইহা শ্রবণ
 করিয়া ॥ ২৬ ॥ নির্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইয়া, সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন । সজ্জযাজী ঋষিগণ
 স্মরণ করিলে, সরস্বতী ॥ ২৭ ॥ সেই মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞে প্লাবনার্থ সমাগত হইলেন ।
 তিনি নৈমিষে আগমন করিলে, তাহার নাম কাঞ্চনাকী হইল । মহাতেজা মঙ্কণ ॥ ২৮ ॥ সেই
 পুণ্যাভোয়া সরস্বতীরে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে লইয়া গেলেন । অনন্তর গয়
 গয়াক্ষেত্রে মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে ॥ ২৯ ॥ সরস্বতী তথায় আহুতা হইলেন । শংসিতব্রত ঋষিগণ

বিশালাং নাম তাং প্রোহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৩০ ॥ সরিৎ সা হি সমাহুতা মঙ্কণেন মহান্মনা ।
কুরুক্ষেত্রে সমাযাতা প্রবিষ্টা চ মহানদী ॥ ৩১ ॥ উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে দেবর্ষিগণিষেবিতৈ ।
উদ্ধালকেন মুনিনা তত্র ধ্যাভ্যাসমবতী ॥ ৩২ ॥ আজগাম সরিচ্ছেষ্টা তং দেশং মুনিকারণাৎ ।
পূজ্যমানা মুনিগণৈর্কল্লাজিনসংবৃতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ মনোহরেতি বিখ্যাতা কেদারে বা সরস্বতী ।
সর্ষপাপক্ষরা জেয়া ঋষিদিগুনিষেবিতা ॥ ৩৪ ॥ সাপি তেনেহ মুনিনা হারাধ্য পরমেশ্বরঃ । ঋষীগণা-
মুপকারার্থং কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিতা ॥ ৩৫ ॥ দক্ষেণ যজ্ঞতা সাপি গঙ্গাধারে সরস্বতী । বিমলোদা-
ভগবতী দক্ষেণ প্রকটীকৃত্য ॥ ৩৬ ॥ সমাহুতা যযৌ তত্র মঙ্কণেন মহান্মনা । কুরুক্ষেত্রে তু
কুরুগা যজ্ঞতা চ সরস্বতী ॥ ৩৭ ॥ সরোমধ্যে সমানীতা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা । অভিষ্টম্ মহাভাগঃ
পুণ্যতোয়াং সরস্বতীং । যত্র মংকণকঃ সিদ্ধঃ সপ্তসারস্বতে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে সরস্বতীমাহাত্ম্যং নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । কথং মংকণকঃ সিদ্ধঃ কস্মিন্জাতো মহানৃষিঃ । নৃত্যমানস্ত দেবেন কিমর্থং
স নিবাসিতঃ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । কশ্চপাচ্চ স্মৃতো জজ্ঞে মানসো মংকণো মুনিঃ । স্নানং কর্ত্ব্যং ব্যবসিতো
গৃহীত্বা বন্ধনং দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥ তত্রাগতা অঙ্গরসো রক্তাদ্যাঃ প্রিয়দর্শনাঃ স্নাত্ত্ব্যেব কচিরাকারা
মুক্তবস্ত্রা অনিন্দিতাঃ ॥ ৩ ॥ ততো মুনেস্তদা কোভাদ্ভেতঃ স্বপ্নং যদন্তসি । ব্যাধে জগাহ তদ্রোহঃ

তথায় তাহার নাম বিশালা রাখিলেন ॥ ৩০ ॥ মহাত্মা মঙ্কণ পুনরায় তাহারে আস্থান করিলে,
সেই মহানদী কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥ দেবর্ষিগণনিষেবিত পরমপবিত্র
উত্তর কোশলাপ্রদেশে উদ্ধালক মুনি ধ্যান করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই সরস্বতী তাহার জন্ত তথায়
জাগরন করিলেন । বন্ধলাজিনপরিবীত ঋষিগণ তাহারে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥
কেদারে সরস্বতী মনোহরা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন । ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ তাহার সেবা
করেন । এই মনোহরা সর্ষপাপক্ষর বালিয়া বিদিত আছেন ॥ ৩৪ ॥ মঙ্কণ পরমেশ্বরের
আরাধনা করিয়া, তাই কেও মুনিগণের উপকারার্থ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিত করিয়া ছন ॥ ৩৫ ॥
দক্ষ গঙ্গাধারে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বিমলতোয়া ভগবতী সরস্বতীতে তথায়
প্রকটীকৃত্য করেন ॥ ৩৬ ॥ মহাত্মা মঙ্কণ কর্তৃক সমাহৃত হইয়া, তিনি তথায় সনাগতা হন ।
অনন্তর কুরুক্ষেত্রে কুরু যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় তাহারে লইয়া যান ॥ ৩৭ ॥ ধীমান
মার্কণ্ডেয় তাহারে সরোমধ্যে সমানীত করেন । পরে মহাভাগ মঙ্কণক পুণ্যতোয়া দেবী সর-
স্বতীতে সর্ষপেস্তব করিয়া, সপ্তসারস্বতে অবস্থানপূর্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে সরস্বতীমাহাত্ম্যে নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি মঙ্কণক কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন ? কাহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন ?
তিনি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিজনই বা মহাদেব তাঁহারে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, মঙ্কণক মহর্ষি কশ্যপের মানস পুত্র । তিনি বন্ধল গ্রহণ করিয়া, স্নান
করিতে ব্যবসিত হইলে ॥ ২ ॥ রক্তাদি প্রিয়দর্শনা অঙ্গরারা তথায় সমাগত হইল । অনন্তর সেই
কচিরাকারসম্পন্ন অনিন্দিত অঙ্গরোগণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, স্নান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

কলশে শুক্লপদ্মখা ॥৪॥ সপ্তধা এবিভাগং তু কলশস্যং জগাম হ । তদ্বর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা বিদূর্ষান্বকৃতো
গগান্ ॥ ৫ ॥ বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুশা বায়ুমণ্ডলঃ । বায়ুকালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীৰ্য্য-
বান্ ॥ ৬ ॥ এতে তনয়ান্তস্যার্ধে ধ্বংসস্তি চরাচরং । পুরা মংকণকঃ সিন্ধুঃ কুশাশ্রমেতি মে
শ্রুতং ॥ ৭ ॥ ক্রতাং কিল করে বিপ্রান্তস্য শাকরসোশ্রবৎ । স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্য়া হর্ষাবিষ্টে স
নৃন্তবান্ ॥ ৮ ॥ ততঃ সর্কং প্রনৃত্তঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ । প্রনৃত্তঞ্চ জগদদৃষ্ট্য়া তেজসা তস্য মোহিতং
॥৯॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈশ্চৈব ঋষিভিঃ তপোধনৈঃ । বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেবো মুনেষ্বর্ধে দ্বিজোত্তমাঃ ॥১০॥
ন.য়ং নৃতোদযথা দেব তথা ত্বং কর্তুমর্হসি । ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্য়া হর্ষাবিষ্টমতিভূতা ॥ ১১ ॥
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোভ্যভাবত । হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবৈবং মুনিসত্তম । তপস্বিনো
ধর্মপথি স্থিতস্তা দ্বিজসত্তম ॥ ১২ ॥

ঋষিকবাচ । কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাস্ছাকরসঃ শ্রুতঃ । যং দৃষ্ট্য়া চ প্রনৃত্তো বৈ হর্ষণে
মহতাস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥ তং প্রহস্তাববীন্দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতং । অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র
গচ্ছামীহ প্রপশ্য মাং ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত্য়া মুনিশ্রেষ্ঠঃ দেবদেবো মহাত্মাতিঃ । অঙ্গুল্যাগ্রেণ
বিপ্রোজ্জাঃ স্বাক্ষুষ্ঠস্তাড়িতোহভবৎ ॥ ১৫ ॥ ততো ভস্ম ক্রতাত্মান্নির্গতং হিমসগ্নিভং । তদদৃষ্ট্য়া
ত্রীড়িতো বিপ্রঃ পাদয়োঃ পতিতোহব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ নান্যদেবাদহং মন্যে শূলপাণেশ্বর্ষহাস্তনঃ ।
চরাচরস্য জগতো গুরুত্তমসি শূলধৃক্ ॥ ১৭ ॥ তদাশ্রয়াশ্চ দৃশ্যস্তে সুরা ব্রহ্মাদয়োহনৈষ । সর্কস্ত-

তদর্শনে মঙ্গলকের মন ক্ষুব্ধ হওয়াতে, তদীয় রেতঃ খলিত ও জলে পতিত হইল । এক ব্যাধ
তাহা গ্রহণ করিয়া, কলসমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৪ ॥ কলসমধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, উহা
সপ্তধাবিভক্ত হইয়া গেল । তাহাতে সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন । উহাদিগকে মকুদবর্গ
বলিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ উহাদিগের নাম বায়ুবেগে, বায়ুবল, বায়ুশা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুকাল, বায়ুরেতা,
ও বায়ুচক্র ॥ ৬ ॥ সেই ঋষির এই সকল তনয় চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন । এইরূপ
জনশ্রুতি আছে, পূর্বে মঙ্গলক কুশাশ্রমসহায়ে নিক্কীলিত করেন ॥ ৭ ॥ হে বিপ্রবর্গ ! কুশাশ্র
মারা তদীয় হস্ত ক্ষত হইলে, সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল । তিনি সেই
শাকরস দর্শন করিয়া হর্ষাবিষ্ট হই ১, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ তাহাতে স্থাবর-
জঙ্গমাশ্রয় সমস্ত জগৎ নৃত্য করিতে লাগিল । তদীয় তেজে মোহিত হইয়া, সমুদায় জগৎ
ঐরূপে নৃত্যপরায়ণ হইল, দর্শন করিয়া ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাদি সুরগণ ও তপোধন ঋষিগণ সকলে মুনির
জন্ত মহাদেবেব নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন ॥ ১০ ॥ হে দেব ! তাহাতে এই ঋষি নৃত্য না
করেন, আপনাকে তাহা করিতে হইবে । তখন মহাদেব মুনিকে হর্ষাবিষ্টচিত্ত দর্শন করিয়া ॥১১॥
সুরগণের হিতকামার্থ বলিতে লাগলেন, হে মুনিসত্তম ! তুমি তপস্বী এবং ধর্মমার্গে অবস্থিতি
করিতেছ । তোমার হর্ষের কারণ কি ? ১২ ॥

ঋষি কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না, আমার হস্ত হইতে শাকরস
বিনিঃসৃত হইতেছে ॥ ১৩ ॥ এই ব্যাপর অবলোকন করিয়াই, আমি অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া,
নৃত্য করিতেছি ।

তখন মহাদেব হাস্ত করিয়া, সেই রাগমোহিত মঙ্গলক কহিলেন, হে বিপ্র ! অবলোকন
কর, এই ব্যাপার, দর্শনে আমার বিস্ময় উপস্থিত হয় নাই ॥ ১৪ ॥ দেবদেব মহাত্মাতি মহাদেব
ঋষিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ কহিয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্বকীয় অঙ্গুষ্ঠ আঁহত করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন
সেই ক্ষতস্থান হইতে হিমসগ্নিত ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল । তদর্শনে বিপ্র মঙ্গলক ত্রীড়ান্বিত
ও তদীয় পদদ্বয়ে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ আমি মহাত্মা শূলপাণি মহাদেব
ব্যতিরেকে আর কাহারেও মানি না । হে শূলধৃক্ ! আপনিই চরাচর জগতের গুরু ॥ ১৭ ॥

মসি দেবানাং কৰ্ত্তা কারয়িতা মহান্ ॥ ১৮ ॥ স্বং প্রসাদাৎ সুরাঃ সৰ্ব্বে মোদন্তে অকুতোভয়াঃ ।
সুরাসুরস্ত চাধীশ ন তপো মে কয়েন্মহৎ ॥ ১৯ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । এবং শুভা মহাদেবমুখিঃ স প্রণতোহভবৎ । ততো দেবঃ প্রসন্নাত্মা
তমুখিঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০ ॥

ঈশ্বর উবাচ । তপন্তে বর্জতাং বিপ্রমং প্রসাদাৎ সহস্রধা । আশ্রমে চৈব বৎস্রাসি স্বরা
সার্কমহং সদা ॥ ২১ ॥ সপ্তসারস্বতে স্নাত্বা যো যামর্জ্যতে নরঃ । ন তস্য কুলভঃ কিঞ্চিদহ
লোকে পরজ চ ॥ ২২ ॥ সারস্বতঞ্চ তে লোকঃ সমিধ্যস্তি ন সংশয়ঃ । শিবস্য চ প্রসাদেন
প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাক্ষো মঙ্গলকসিদ্ধিনাম অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । ততশ্চৌশনসং তীর্থং গচ্ছন্তু শ্রদ্ধয়া যতঃ । উশনা যত্র সংসিক্তো এ যং
সমবাণ্ডবান্ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ পুণ্যে কুরুক্ষেত্রে পাতকৈর্জন্মসমুভৈঃ । মুক্তো বাতি পং ব্রহ্ম যতো
নাবর্ততে পুনঃ ॥ ২ ॥ রহোদরো নাম মুনির্ষত্র সিক্তো বভূব হ । মহতা শিরসা প্রসুতীর্থমাহাশ্র-
দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ । কথং রহোদরো প্রসুতঃ কথং মোক্ষমবাণ্ডবান্ । তীর্থস্ত তস্মৈ মাহাশ্রয়ঃ শ্রোতু-
মিচ্ছামহে বরং ॥ ৪ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মগ্নান্ননা । বসতা দ্বিজশার্দ্ধলা রাক্ষসাস্তত্র

হে অনঘ । ব্রহ্মাদি শূরগণ আপনারই আশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় । আপনি সর্বস্বরূপ এবং
আপনিই কৰ্ত্তা, কারয়িতা ও ভূমাস্বরূপ ॥ ১৮ ॥ আপনার প্রসাদেই সুরগণ অকুতোভয়ে
আমোদ করিয়া থাকেন । আপনিই সুরাসুরগণের অধীশ্বর । যাহাতে আমার এই অতিবড়-
সঙ্কিত তপস্কার কর না হয়, তাহা করুন ॥ ১৯ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঈশ্বর এইরূপে স্তব করিয়া, প্রণাম করিলে, মহাদেব প্রসন্নচিত্তে
কহিলেন ॥ ২০ ॥ হে বিপ্র ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যার সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইবে । আর,
আমি তোমার সহিত সর্বদা এই আশ্রমে অবস্থিতি করিব ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি এই সপ্তসারস্বতে
আগমনপূর্বক স্নান করিয়া, আমার আরাধনা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুই
কুলভ থাকিবে না ॥ ২২ ॥ সে ব্যক্তি সারস্বতলোক প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । এবং আমার
প্রসাদে পরমপদ সংপ্রাপ্ত করিবে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মঙ্গলকসিদ্ধিনাম অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ঔশনসতীর্থে গমন করিব । উশনা যেখানে
সিদ্ধ ও গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে, জন্মসমুদ-পাতক-
মুক্ত ও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না ॥ ২ ॥ রহোদরনামক মুনি
বিশাল মস্তকপ্রসুত হইয়া, তীর্থমাহাশ্রয়দর্শনপূর্বক যেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, রহোদর মুনি কিরূপে প্রসুত ও কিরূপেই বা মুক্তি প্রাপ্ত হন ? সেই
তীর্থের মাহাশ্রয় শুনিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৪ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, পূর্বে মহাশ্রয়ী রাম দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিয়া, রাক্ষসদিগকে নিহত

হিংসিতাঃ ॥ ৫ ॥ তত্রৈকস্য শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্ত হুরাশ্বনঃ । ক্ষুরেণ শতধায়েণ তৎ পপাত মহা-
বনে ॥ ৬ ॥ রহোদরস্ত তল্লগং গ্রীবায়াঞ্চ যদৃচ্ছয়া । বনে বিচরতস্তস্ত অস্থি ভিষা বিবেশ হ ॥ ৭ ॥
স তেন লগ্নেন তদা বিহর্তুং ন শপাক হ । অভিগম্য মহাপ্রাজ্ঞস্তীর্থান্তারতনানি চ ॥ ৮ ॥ স তু
তেনাপি অবতা বেদনার্ত্তো মহামুনিঃ । অগাম সৰ্ব্বতীর্থানি পৃথিব্যাং যানি কানি চিৎ ॥ ৯ ॥
ততঃ স কথয়ামাস ঋষীণাং ভাবিতাশ্বনাং । তেহক্রবন্মুখয়ো বিপ্র প্রবাহ্যোশনসং প্রতি ॥ ১০ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা অগাম স রহোদরঃ । তত ঔশনসস্তীর্থং তস্ত্রাপস্পৃশতস্তদা ॥ ১১ ॥ তচ্ছিরঃ
শরণং যুক্ত্বা পপাতাস্তর্জলে দ্বিজাঃ । ততঃ স বিরজা ভূত্বা পুতাত্মা বীতকলুষঃ ॥ ১২ ॥ আজগামা-
শ্রমং প্রীতঃ কথয়ামাস চাখিলং । তে শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সৰ্কে তীর্থমাহার্যামুত্তমং ॥ ১৩ ॥ কপালমোচন-
মিতি নাম চক্ৰুঃ সমাগতাঃ । তত্রাপি স্মমহস্তীর্থং বিশ্বামিত্রস্ত বিশ্রুতং ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ্যং লবুবান্
যত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ । তস্মিন্তীর্থবরে স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে ধ্রুবং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণস্ত বিমু-
দ্ধাত্মা পরম্পদমবাগ্নুয়াৎ । ততঃ পৃথুদকং গচ্ছেন্নিস্ততো নিয়তাশনঃ ॥ ১৬ ॥ তত্র সিদ্ধস্ত ব্রহ্মর্ষিঃ
ঋষদ্বুরিতি নামতঃ । জাতিস্মর ঋষস্তু গঙ্গাধারে সদা স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥ অন্তকালং ততো দৃষ্ট্বা
পুত্র ন বচনমববীৎ । স্মৃত্বা তীর্থগুণান্ সৰ্ব্বান্ প্রাহেদমৃ যদত্তমান্ ॥ ১৮ ॥ সরস্বত্যাশ্বরে তীর্থে
যন্ত্যজ্ঞেদাত্মনস্তত্ত্বম্ । পৃথুদকে অপ্যপ্যরো নৈতস্ত মরণং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈব ব্রহ্মযোগস্থি
ব্রহ্মণা যত্র বৈ পুরা । পৃথুদকং সমাশ্রিত্য সরস্বত্যাশ্বতে স্থিতম্ ॥ ২০ ॥ চাতুর্কর্ণস্য স্মৃতিমাহার্যজ্ঞান-

করেন ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে তিনি শতধার ক্ষুর দ্বারা কোন ছুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া-
ছিলেন । ঐ ছিন্ন মস্তক মহাবনে পতিত ॥ ৬ ॥ এবং রহোদরের গ্রীবাদেশে যদৃচ্ছাক্রমে লগ্ন
হয় । তিনি অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন । এমন সময়ে ঐ মস্তক তদীয় অস্থি ভেদ করিয়া,
গলমধ্যে প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥ মস্তক লগ্ন হইলে, তিনি আর তীর্থ ও আয়তন সকলে অভ্যাগত
হইয়া, বিহারে সমর্থ হইলেন না ॥ ৮ ॥ ক্রমে তিনি বেদনায় অতিমাত্র কাতর হইয়া উঠিলেন ।
তদবস্থায় সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহামুনি পৃথিবীতে যে কোন তীর্থ আছে, তৎসমস্ত পর্যটন করিলেন ॥ ৯ ॥
অনন্তর ভাবিতাত্মা ঋষিদিগকে এই ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা বলিলেন, হে বিপ্র !
আপনি ঔশনসতীর্থে গমন করুন ॥ ১০ ॥ তাহাঁদের কথা শুনিয়া রহোদর তথায় গমন করি-
লেন । অনন্তর তিনি সেই ঔশনসতীর্থে অভিষেক করিলে ॥ ১১ ॥ সেই মস্তক গলদেশে
পরিত্যাগ করিয়া, জলমধ্যে পতিত হইল । হে দ্বিজগণ ! তখন তিনি রাজোহীন, পাপহীন
ও পুতাত্মা হইয়া ॥ ১২ ॥ প্রীতহৃদয়ে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্বক, যাবতীয় ঘটনা গোচর
করিলে, ঋষিগণ সকলে তীর্থের এই বিশিষ্টরূপ মহার্য্য শ্রবণ করিয়া ॥ ১৩ ॥ তথায় সমাগত হইয়া,
তীর্থের নাম কপালমোচন রাখিলেন । তথায় বিশ্বামিত্রের সর্বলোকবিখ্যাত মহাতীর্থ আছে ॥ ১৪ ॥
মহামুনি বিশ্বামিত্র এই স্থানে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন । সেই তীর্থবরে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই
ব্রাহ্মণ্যলাভ হয় ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণ তথায় অভিষেক করিলে, বিমুদ্ধাত্মা হইয়া, পরম্পদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন ।

অনন্তর নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া, পৃথুদকে গমন করিবে ॥ ১৬ ॥ তথায়
ঋষদ্বু নামে ঋষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন । তিনি জাতিস্মর হইয়া, গঙ্গাধারে সতত অবস্থিতি করেন ।
অনন্তর অন্তকাল উপস্থিত অবলোকন করিয়া, তীর্থের গুণ সমস্ত স্মরণপূর্বক আপনার ঋষি-
সত্তম পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরতীর্থে আত্মতত্ত্ব ত্যাগ করে
এবং পৃথুদকে অপরাধন হইয়া থাকে, তাহার কখন মৃত্যু হয় না ॥ ১৯ ॥ তথায় যে ব্রহ্ম-
যোনি আছে, পূর্বে ব্রহ্মা সেই স্থানে পৃথুদক আশ্রয় করিয়া, সরস্বতীর তটে অবস্থিতি করিয়া-
ছিলেন ॥ ২০ ॥ এবং চাতুর্কর্ণের সৃষ্টি, নমিত্ত আত্মজ্ঞানপরাধন হইয়াছিলেন । সেই অব্যক্ত-

পুরোহিতবৎ । তস্তাভিধায়তঃ সৃষ্টিং ব্রহ্মণোহর্যাক্তজন্মনঃ ॥ ২১ ॥ মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা বাহুভ্যাং
ক্ষত্রিয়ান্তথা । উরুভ্যাং বৈশ্যজাতীরাঃ পদ্মভ্যাং শূদ্রাস্তাতোহববন্ ॥ ২২ ॥ চাতুর্বর্ণ্যং ততো দৃষ্ট্বা
আশ্রমাঃ স্থাপিতান্ততঃ । এবং প্রতিষ্ঠিতং তীর্থং ব্রহ্মযোনিতিসংজ্ঞিতং ॥ ২৩ ॥ তত্ৰৈব তীর্থং
বিখ্যাতমবকীর্ণেতি নামতঃ ॥ ২৪ ॥ যস্মিন্স্থীর্ণে বকো দালভ্যো রাষ্ট্রং বৈ চিত্য ধৰ্মণাৎ । জুহাব
ব্রাহ্মণৈঃ সার্কং তত্রাবুধ্যন্ততো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ । কথং প্রতিষ্ঠিতং তীর্থমবকীর্ণেতি নামতঃ । ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা স কিমর্থং ন
প্রসাদিতঃ ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । নৈমিষেয়াশ্চ ঋষয়ো দক্ষিণার্থং যযুঃ পুবা । তত্ৰৈব চ বকো দালভ্যো
তরাষ্ট্রমযাচত ॥ ২৭ ॥ তেনাপি তত্র নিন্দার্থমুক্তং যচ্চ ধৃতস্ত তৎ । ততঃ ক্রোধেন মহতা মাংসা-
নুৎকৃত্য তত্র হ ॥ ২৮ ॥ পৃথুদকে মহাতীর্ণে অবকীর্ণেতিনামতঃ । জুহাব ধৃতরাষ্ট্রেস্ত রাষ্ট্রং নরপতে-
স্ততঃ ॥ ২৯ ॥ দূরমাণে তদা রাষ্ট্রে প্রবৃত্ত যজ্ঞকর্ম্মণি । অকীযত ততো রাষ্ট্রে নৃপতের্জ্ঞাতেন
বৈ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স চিস্তয়ামাস ব্রাহ্মণস্য বিচেষ্টিতং । পুরোহিতেন সহিতো রত্নাত্মাদায় সর্কশঃ ॥ ৩১ ॥
প্রসাদনার্থং বিপ্রস্ত হ্যবকীর্ণে ঘর্যো তদা । প্রসাদিতঃ স রাজ্ঞা চ ভূষ্টঃ প্রোবাচ তৎ নৃপৎ ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণা নাবমস্তব্যাঃ পুরুষেণ বিজানতা । ব্রাহ্মণশ্চৈবজ্ঞাতো হস্তাৎ ত্রিপুরুষং কুলং ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্ত্বা স নৃপতিমাজ্ঞান পরস্য পুনঃ । উথাপয়ামাস মৃত্যুংস্তস্য রাজ্ঞো হিতে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মিন্স্থীর্ণে তু যঃ স্নাতি শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ । স প্রাপ্নোতি নরো দিব্যং মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৩৫ ॥

জন্মা ব্রহ্মা ধ্যানমার্গের অনুসরণ করিলে, তাহাঁব মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সকল জন্মগ্রহণ করিলেন ।
অনন্তর বাহুগল হইতে ক্ষত্রিয় সকল প্রাদুর্ভূত হইলেন । তদনন্তর উরুদ্বিতয় হইতে
বৈশ্যজাতীয়েদের উদ্ভব হইল এবং পদগুণল হইতে শূদ্র সকল জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২১ ॥ ২২ ॥
তিনি চাতুর্বর্ণ্যের প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিয়া, আশ্রম সকল স্থাপন করিলেন । এইরূপে
ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ঐ তীর্থের নাম ব্রহ্মযোনি হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ মুক্তিকাম হইয়া,
তথায় অভিষেক করিলে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ঐ স্থানেই অবকীর্ণনামে বিখ্যাত
তীর্থ আছে ॥ ২৪ ॥ বকদালভ্য অবমাননাপ্রযুক্ত রাষ্ট্রচয়ন কবিয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত তথায়
হোম করেন । তদর্শনে রাজার চৈতন্যসঞ্চাব হয় ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, কিরূপে অবকীর্ণনামে বিখ্যাত তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ? রাজা
ধৃতরাষ্ট্রই বা কিজন্ত তাহাঁরে প্রসন্ন করেন নাই ? ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, পূর্বে নৈমিষবাসী ঋষিগণ দক্ষিণার্থ গমন করিলে, তাহাঁদের মধ্যে
বকদালভ্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাত্রা করেন ॥ ২৭ ॥ ধৃতরাষ্ট্র তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ।
তজ্জন্ত ঋষি অতিমাত্র রোষাধিষ্ট হইয়া, মাংস উৎকর্ষনপূর্বক ॥ ২৮ ॥ অবকীর্ণনামক পৃথুদকস্থ
মহাতীর্ণে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যহোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ এইরূপে যজ্ঞকার্য্য প্রবর্তিত ও
তন্নিবন্ধন সমুদায় রাজ্য দূরমান হইয়া উঠিল । অনন্তর রাজার পাপে রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ॥ ৩০ ॥
নরপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বিচেষ্টিত চিন্তা করিতে লাগিলেন । পবে তিনি পুরোহিতের সহিত
রত্ন সকল গ্রহণ করিয়া ॥ ৩১ ॥ বকদালভ্যের প্রসাদনার্থ অবকীর্ণে গমন এবং তাহাঁরে প্রসন্ন
করিলেন । তখন তিনি ভূষ্ট হইয়া, রাজাকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ জ্ঞানবান্ পুরুষ কখন ব্রাহ্মণের
অবমাননা করিবেন না । ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা করিলে, ত্রিপুরুষ কুল দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৩ ॥ তিনি
রাজাকে এইরূপ কহিয়া, তদীয় হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্য ও পয়ঃপ্রক্ষেপপূর্বক মৃত-
দিগকে পুনরায় উথাপিত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ঐ
তীর্ণে স্নান করে, সে মনঃক্লান্ত দিব্য ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ তথায় যাব তিনামক সুবিখ্যাত

তত্র তীর্থং সুবিখ্যাতং যাবতং নাম নামতঃ । যন্তেহ যজমানস্ত মধু স্রজাব বৈ নদী ॥ ৩৬ ॥
 তস্মিন্ স্নাতোথ ভক্ত্যা তু মুচ্যতে সৰ্বকিঞ্চিदैঃ । ফলং প্রাপ্নোতি যজ্ঞস্ত হ্যশ্বমেধস্ত মানবঃ ॥ ৩৭ ॥
 মধুস্রবঞ্চ তত্রৈব তীর্থং পুণ্যতমং দ্বিজাঃ । তস্মিন্ স্নাতা নরো ভক্ত্যা মধুনা তর্পয়েৎ পিতৃন ॥ ৩৮ ॥
 তত্রাপি স্রমহতীর্থং বসিষ্ঠোদ্বাহসংজ্ঞকং । তত্র স্নাতো ভক্তিযুক্তো বাসিষ্ঠং লোকমাগ্নুর্যং ॥ ৩৯ ॥
 ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো বিবিধতীর্থানুকীৰ্ত্তনং নাম একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । বসিষ্ঠস্তাপবাহে হসৌ মহাবেগো বভূব হ । কিমর্থং সা স'রচ্ছুষ্ঠা তমুষ্টিং প্রত্য-
 বাহয়ৎ ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । বিশ্বামিত্রস্য রাজর্ষেৰ্কসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ । ভূশং বৈরং বভূবেহ তপঃ-
 স্পর্ধাকৃতে মহৎ ॥ ২ ॥ আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাগুতীর্থে বভূব হ । তস্য পশ্চিমাঙ্গভাগে
 বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৩ ॥ যত্রেষ্ঠা ভগবান্ স্থাগুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীং । স্থাপয় মাং দেবেশো
 লিঙ্গাকাবাং সরস্বতীং ॥ ৪ ॥ বসিষ্ঠস্তত্র তপসা ঘোররূপেণ সংস্থিতঃ । তস্যেহ তপসা হীনো
 বিশ্বামিত্রো বভূব হ ॥ ৫ ॥ সরস্বতীং সমাহুয় ইদং বচনমব্রवीৎ । বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং স্মেন
 বেগেন চানয় ॥ ৬ ॥ ইহায়াস্তং মুনিশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ । এতচ্ছুত্বা তু বচনং ব্যথিতা
 সা নদী কিল ॥ ৭ ॥ তথা তাং ব্যথিতং দৃষ্ট্বা বেপমানাং মহানদীং । বিশ্বামিত্রে হবদৎ
 ক্রুদ্ধো বসিষ্ঠং শীঘ্রমানয় ॥ ৮ ॥ ততো গত্ব সরিচ্ছুষ্ঠা বসিষ্ঠং মুনিসত্তমং । কথয়ামাস ক্রদতী

তীর্থ আছে । যেখানে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নদী মধুস্রবণ করিয়াছিল ॥ ৩৬ ॥ তথায়
 ভক্তিসহকারে স্নান করিলে, সৰ্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয় । এবং অশ্বমেধযজ্ঞের
 ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ হে দ্বিজগণ ! তথায় মধুস্রবনামে তীর্থ আছে । ঐ
 পবিত্র তীর্থে ভক্তিসহকারে স্নান করিয়া, মধুপ্রদানপূর্বক পিতৃগণের তর্পণ করিবে ॥ ৩৮ ॥
 তথায় বসিষ্ঠোদ্বাহনামক মহাতীর্থ আছে । ভক্তিযুক্ত হইয়া, তথায় স্নান করিলে, বশিষ্ঠ-
 লোকলাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থানুকীৰ্ত্তন নামক উনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, বশিষ্ঠ মহাবেগে অপবাহিত হইয়াছিলেন । সরিদ্ধরা সরস্বতী কিজ্ঞত
 তাহাঁরে ঐরূপে প্রতিবাহিত করেন ? ১ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহাত্মা বশিষ্ঠ উভয়ের তপস্পর্ধানিমিত্তক অতিমাত্র
 শত্রুতা সংঘটিত হইয়াছিল । বশিষ্ঠ স্থাগুতীর্থে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহারই পশ্চিম
 দিগ্‌বিভাগে ধীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল ॥ ২।৩ ॥ ভগবান্ স্থাগু যেখানে যজ্ঞ ও সরস্বতীর
 অর্চনা করিয়া, লিঙ্গাকার সরস্বতীরে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ বশিষ্ঠ তথায় ঘোররূপ
 তপশ্চরণসহকারে অবস্থিতি করিলে, বিশ্বামিত্র তাহাঁর সেই তপঃপ্রভাবে ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়া
 উঠিলেন ॥ ৫ ॥ তখন তিনি সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মুনিশার্দূল বশিষ্ঠকে স্বীয়
 বেগে আনয়ন কর ॥ ৬ ॥ এখানে আগিলেই, তাহাঁকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই । সরস্বতী
 এই কথা শুনিয়া, ব্যথিতা হইলেন ॥ ৭ ॥ এবং কম্পাবিতা হইতে লাগিলেন । বিশ্বামিত্র
 তদবস্থা তাহাঁরে দর্শন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, কহিলেন, বশিষ্ঠকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ৮ ॥

তখন সরিদ্ধরা সরস্বতী গমন করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে, ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের

বিশ্বামিত্রস্য তথচঃ । ৯ । তপঃকৃশাং বিবর্ণাঞ্চ ভৃশং শোকসমম্বিতাঃ । উবাচ তাং সরিচ্ছ্রুষ্ঠাঃ
বিশ্বামিত্রায় মাং বহ ॥ ১০ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ । প্রাবয়ামাস তৎ স্থানং
প্রবাহেণাভসন্তদা ॥ ১১ ॥ স চ কৃলাপহারেণ মৈত্রীবকুণ্ডিন্দ্যতঃ । বহমানশ্চ তুষ্ঠাব তদা দেবীং
সরস্বতীং ॥ ১২ ॥ পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি । ব্যাপ্তং হুয়া জগৎ সৰ্বং তবৈবান্তো-
তিক্রান্তমৈঃ ॥ ১৩ ॥ তমেব কামগা দেবী মেঘেযু সৃজসে পরঃ । সৰ্ব্বাঙ্গাপদ্মমেবেতি স্বভোবয়ং
মহামহে ॥ ১৪ ॥ পুষ্টিধৃতিস্তথা কীৰ্ত্তিঃ সিক্তিঃ কান্তিঃ কমা তথা । স্বধা স্বাহা তথা বাণী তবারক্ত-
মিদং জগৎ ॥ ১৫ ॥ তমেব সৰ্বভূতেষু বাণীকূপেণ সংস্থিতা । এবং সরস্বতী তেন স্তুতা
ভগবতী তদা ॥ ১৬ ॥ স্মথেনোবাহ তং বিপ্রঃ বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি । স্তবেদয়ন্তদাৰ্চিৎস্বা
বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥ ১৭ ॥ তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমম্বিতঃ । অধাষিৎ প্রহরণং
বসিষ্ঠাস্তকরং তদা ॥ ১৮ ॥ তন্ত ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মহত্যাভয়াবদা । অপোবাহ বসিষ্ঠঞ্চ মধ্যেন
স্বাস্তসন্ততঃ ॥ ১৯ ॥ উভয়োঃ কূৰ্ব্বতী বাকাং বঞ্চয়িত্ব চ গাধিজং । ততোহপবাহিতঃ দৃষ্ট্বা
বসিষ্ঠম্বিসন্তমং ॥ ২০ ॥ অত্রবীৎ ক্রোধরক্তাক্ষো বিশ্বামিত্রে মহাতপাঃ । যস্মান্মাং সরিতাং
শ্রেষ্ঠে বঞ্চয়িত্বা বিনির্গতা ॥ ২১ ॥ শোণিতং বহ কল্যাণি রক্ষোদ্রামস্বসংযুতা । ততঃ সরস্বতী
শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২২ ॥ অবহচ্ছেদিতোন্নিশ্রং তোয়ং সস্বৎসরং তদা । অথর্বরশ্চ
দেবাশ্চ গন্ধৰ্ব্বাঙ্গরসন্তদা ॥ ২৩ ॥ সরস্বতীং তদা দৃষ্ট্বা বভূবুর্দৃশহুঃখিতা । তস্মিন্স্থীৰ্থবরে
রম্যে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥ ২৪ ॥ ততো ভূতগণাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সমাগতাঃ । ততস্তে

ঐ কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহানদী তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র কৃশ ও বিবর্ণ এবং
শোক আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বসিষ্ঠ তাহাঁরে কহিলেন, তুমি বিশ্বামিত্রের জন্য বহন কর ॥ ১০ ॥

কৃপাশীল ঋষির এই কথা শুনিয়া মহানদী সরস্বতী স্বকীয় সলিলপ্রবাহে সেই স্থান প্রাবিত
করিলেন ॥ ১১ ॥ তখন মিত্রাবকুণনন্দন বসিষ্ঠ কৃলাপহার দ্বারা বহমান ও উদ্যত হইয়া, এই
বলিয়া দেবী সরস্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অষি সরস্বতি ! তুমি ব্রহ্মসর হইতে প্রোত্ভূতা
হইয়াছ। এবং স্বকীয় পবিত্র সলিলে সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছ ॥ ১৩ ॥ হে দেবি !
তুমি কামগামিনী এবং তুমিই মেঘে জল সৃজন করিয়া থাক ; তুমিই সমস্ত সলিল । তোমা
হইতেই আমরা মহামহিমায় অবিস্তিত হইয়াছি ॥ ১৪ ॥ তুমিই পুষ্টি, ধৃতি ও কীৰ্ত্তি । তুমিই
সিক্তি, কান্তি ও কমা । তুমিই স্বধা, স্বাহা ও বাণী । এবং সমস্ত জগৎ তোমাতেই আয়ত্ত
হইয়া আছে ॥ ১৫ ॥ তুমিই সৰ্বভূতে বাণীকূপে বিরাজ করিতেছ । তিনি এইরূপে স্তব করিলে,
ভগবতী সরস্বতী ॥ ১৬ ॥ তৎক্ষণাৎ স্মথসহকারে তাহাঁরে বিশ্বামিত্রের আশ্রমোদ্দেশে প্রবাহিত
করিলেন । এবং বিশ্বামিত্রকে অর্চনা করিয়া, ঋষির কথা বলিলেন ॥ ১৭ ॥ বিশ্বামিত্র সর-
স্বতীকে সমানীত বসিষ্ঠকে দর্শন করিয়া, রোষাবিষ্ট হইলেন । এবং তৎক্ষণাৎ বসিষ্ঠের
বিনাশকর অস্ত্র অশ্বমেধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ বিশ্বামিত্রকে জাতক্রোধ দেখিয়া,
মহানদী সরস্বতী ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হইয়া, বসিষ্ঠকে আপনার জলমধ্যে অপবাহিত করি-
লেন ॥ ১৯ ॥ এইরূপে তিনি বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিয়া, উভয়ের বাক্যরক্ষা করিলে, ঋষিসন্তম
বসিষ্ঠকে ঐরূপে অপবাহিত অবলোকন করিয়া ॥ ২০ ॥ মহাতপা বিশ্বামিত্র রোষকষায়িত লোচনে
সরস্বতীকে কহিলেন, হে সরিৎসরে ! যেহেতু আমাকে বঞ্চনা করিয়া, তুমি বিনির্গতা হইলে ॥ ২১ ॥
সেইহেতু, হে কল্যাণি ! তোমাকে রাক্ষসগণে সমম্বিত হইয়া, শোণিত বহন করিতে হইবে ।
ধীমান্ বিশ্বামিত্র অভিগুপ্ত করিলে ॥ ২২ ॥ সরস্বতী সংবৎসর শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিলেন ।
অনন্তর ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ ও অঙ্গরোগণ ॥ ২৩ ॥ সরস্বতীকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া,
অতিমাত্র হুঃখিত হইলেন । সরস্বতী সেই রমণীয় তীর্থবরে শোণিত বহন করিতে লাগি-

শোণিতং সর্কে পিবন্তি স্মৃৎসামাত ॥ ২৫ ॥ তৃপ্তাশ্চ তেন স্মৃৎশং স্মৃথিতা বিগতজরাঃ ।
 নৃত্যং তচ্চ হসন্তশ্চ যথা সর্গজিহ্বাস্থা ॥ ২৬ ॥ কস্যচিৎকথ কালসা মুনয়ঃ শতযোজনাৎ ।
 তীর্থযাত্রাং সমাজগুঃ সরস্বত্যাং তপোধনাঃ ॥ ২৭ ॥ তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ পীয়মানাঃ
 মহানদীং । পরিভ্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্ৰিবে ॥ ২৮ ॥ তে তু সর্কে মহাভাগাঃ
 সমাগম্য মহাব্রতাঃ । আশ্রিত্য সরিতাং শ্রেষ্ঠাষিৎ বচনমক্ৰবন্ ॥ ২৯ ॥ কিং কারণং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে
 শোণিতেন বহস্যথো । এবমাকুলতাং যাতাং শ্রদ্ধা পৃচ্ছামহে বয়ং । ৩০ ॥ ততঃ সা
 সর্কযাচষ্টে বিশ্বামিত্র বিচেষ্টিতং । ততস্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সরস্বত্যাং সমানয়ন্ ॥ ৩১ ॥ অরুণাং
 পুণ্যতোয়োবাং সর্কহৃক্কতনাশিনীং । দৃষ্ট্বা তৌষং সরস্বত্যাং রাক্ষসা ছঃখিতা ভূশং ॥ ৩২ ॥
 উচ্যন্তান্ বৈ মুনীন্ সর্কান্ দৈন্যযুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ । বয়ং হি ক্ষুধিতাঃ সর্কে ধর্মহীনাস্চ
 শাস্বতাঃ ॥ ৩৩ ॥ ন চ নঃ কামকারোয়ং যদ্বয়ং পাপচারিণঃ । যদ্ব্যকঞ্চ প্রসাদেন হৃক্কতেন চ
 কর্মণা ॥ ৩৪ ॥ পক্ষোয়ং বর্দ্ধতে হস্তাকং যতশ্চ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ । এবং বৈশ্রাশ্চ শূদ্রাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ
 বিকর্ম্যভিঃ ॥ ৩৫ ॥ যে ব্রাহ্মণান প্রদ্বিষন্ত তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ । আচার্যাং মাতরং চৈব পিতরং
 যে দ্বিষন্তি চ ॥ ৩৬ ॥ বুদ্ধানামবমানেন তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ । যে ষিহ্যং চৈব পাপনাং যোনি-
 দোষেণ বর্দ্ধতে ॥ ৩৭ ॥ শক্তা ভবন্তঃ সর্কেষাং লোকানাংপি তারণে । তেষাং তে মুনয়ঃ শ্রদ্ধা
 রূপাশীলাঃ পুনশ্চ তে ॥ ৩৮ ॥ উচ্যঃ পরস্পরং সর্কে তপ্যমানাস্চ তে দ্বিজাঃ । ক্ষুৎকীটাবপন্নঞ্চ
 যদ্বশিষ্টশিতং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ কেশাবপন্নমাদৃতং মাক্রতশ্চন্দ্রমিতং । এতৈঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগো

লেন ॥ ২৩ ॥ তদর্শনে ভ্রতগণ, পিশাচগণ ও রাক্ষসগণ সমাগত হইয়া, সকলে সেই শোণিত
 পান করত, স্মৃথে অবস্থিতি করিল ॥ ২৫ ॥ এবং সকলেই ততিমাত্র গর্জিত, স্মৃথিত ও সম্ভাপ-
 বিবর্জিত হইয়া, সর্গবিজয়ীর ন্যায় হাঙ্গ ও নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর কিয়ৎকাল
 অতীত হইলে, তপোধন ঋষিগণ শত যোজন হইতে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সেই সরস্বতীতে সমাগত
 হইলেন ॥ ২৭ ॥ দেখিলেন, ভয়ঙ্কর নিশাচরনিকর তাঁহার জল পান করিতেছে । তদর্শনে
 সরস্বতীর পরিভ্রাণে তাঁহারা পরমযত্নপরায়ণ হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সমস্ত মহাভাগ ও
 মহাব্রত মুনিগণ সরিদ্দরা সরস্বতীর আশ্রয় করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অয়ি সরিদ্দরা
 সরস্বতি ! তুমি কি কারণে শোণিত সলিল বহন করিতেছ ? তোমাতে এইরূপ আকুল দেখি-
 যাই, আমরা জিজ্ঞাসা করিবেছি ॥ ৩০ ॥

তখন সরস্বতী বিশ্বামিত্রের অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা সকলে প্রীতি-
 মান্ হইয়া, পবিত্রসলিলপ্রবাহিনী সর্কহৃক্কতনাশিনী অরুণানদীতে সরস্বতীতে আনয়ন
 করিলেন । তদর্শনে রাক্ষসগণ অতিমাত্র ছঃখিত ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ও দৈত্যগণের সমভিব্যাহারে
 মিলিত হইয়া, সেই সকল ঋষিকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আমরা স্বভাবতঃ ধর্মহীন ও
 ক্ষুধিত ; কোন কালেই আমাদের ক্ষয় নাই ॥ ৩৩ ॥ আমরা কখন ইচ্ছা করিয়া, পাপ করি
 ন । আপনাদের প্রসাদে ও হৃক্কত অনুষ্ঠানবলে ॥ ৩৪ ॥ আমাদের পক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে ।
 যেহেতু আমরা ব্রহ্মরাক্ষস । এইরূপে বৈশ্য, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়গণ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ॥ ৩৫ ॥
 ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষী হইলেই, রাক্ষস হইয়া থাকে । যাহারা আচার্যা, প্রহ্মি ও পিতা, ইহাদের
 দ্বেষ করে ॥ ৩৬ ॥ এবং বুদ্ধগণের অবমাননা করিয়া থাকে, তাহারা রাক্ষসযোনি লাভ করে ।
 পাপচারিণী কামিনীগণের যোনি দাষেও আমাদের পক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ আপ-
 নারা সকল লোকেই পরিভ্রাণ করিতে পারেন ।

রূপাশীল ঋষিগণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া, পুনরায় ॥ ৩৮ ॥ তপ্যমান হইয়া, পরস্পর বলিতে
 লাগিলেন, ক্ষুত ও কীটাবিবদ্ধ, অশিষ্টগণের ভিক্ষিত ॥ ৩৯ ॥ কেশাবপন্ন, আধৃত ও মাক্রত-

বৈ রাক্ষসো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ তন্মাজ্জায়া সদা বিদ্যাংস্তান্ত্রোতানি বিবৰ্জয়েৎ । রাক্ষসাত্মৈ
ভোজয়তে ৷ ভুংক্তে স্বয়মীদৃশম্ ॥ ৪১ ॥ শোধয়িত্বা তু ততীর্থম্বয়ন্তে তপোধনাঃ । মোক্ষার্থঃ
রাক্ষসাং তেষাং সঙ্গমং চাপ্যকল্পয়ন্ ॥ ৪২ ॥ অরুণায়াঃ সরস্বত্যাঃ সঙ্গমে লোকবিক্রান্তে । ত্রিরাত্রো-
পোষিতঃ স্নাতো মুচ্যতে সৰ্বকিঞ্চিৎ ॥ ৪৩ ॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে অধর্ম্যে প্রতু্যপস্থিতে ।
অরুণাসঙ্গমে স্নাত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তে রাক্ষসাঃ সৰ্কে স্নাত্বা পাপবিবৰ্জিতাঃ ।
দিব্যমাল্যস্বরধরাঃ স্বৰ্গদ্বীভিঃ সমন্বিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীতীর্থ শোধনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ উবাচ । সমুদ্রাস্তত্র চত্বার ঋষিগা নির্মিতাঃ পুরা । প্রত্যেকঞ্চ নরঃ স্নাতো গো-
সহস্রফলং লভেৎ ॥ ১ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তস্মিন্তপতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ । পরিপূর্ণং হি তৎ
সৰ্বমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥ ২ ॥ শতসাহস্রকং তীর্থং তত্রৈব শতিকং দ্বিজাঃ । উভয়োরিহ স্নানাতো
গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ সোমতীর্থঞ্চ তত্রাপি সরস্বত্যাস্তটে স্থিতং । যাস্মিন্ স্নাতস্ত পুরুষো
রাজস্বয়ফলং লভেৎ ॥ ৪ ॥ রেণুকাষ্টকমাসাদ্য শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ । মাতৃভক্ত্য তু যৎ পুণ্যং
তৎ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৫ ॥ ঋণমোচনমাসাদ্য তীর্থং ব্রাহ্মণসবিতং । কুমারস্তাভিষেকঞ্চ ওজসং
নাম বিক্রতং ॥ ৬ ॥ তস্মিন্ স্নাতস্ত পুরুষো যশসী চ সমন্বিতঃ । কৌমারং পুরমাপ্নোতি কৃতস্নানস্ত
মানবঃ ॥ ৭ ॥ চৈত্রবর্ষীয়াং শুক্লপক্ষে যন্ত শ্রাদ্ধং ক্রিয়তি । গয়াশ্রাদ্ধে চ যৎ পুণ্যং তৎ ফলং

শ্রাসদূষত, ঈদৃশ অন্নই রাক্ষসগণের ভক্ষ্য হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ অতএব জানী পুরুষগণ জানিয়া,
সৰ্বদা তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তি ঈদৃশ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষসগণকে
ভোজন করান হয় ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া, সেই তপোধন ঋষিগণ ঐ তীর্থশোধনপূর্বক রাক্ষস-
গণের মোক্ষার্থ সঙ্গম কল্পনা করিলেন ॥ ৪২ ॥ -অরুণা ও সরস্বতী উভয় নদীর সেই লোকবিখ্যাত
সঙ্গমে স্নান করিয়া, তিন রাত্রি উপবাস করিলে, সমুদায় পাপের মোচন হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥
ঘোর কলিযুগ প্রাপ্ত ও অধর্ম্য প্রতু্যপস্থিত হইলে, অরুণাসঙ্গমে স্নান করিলেই, মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪৪ ॥
অনন্তর ঐ সকল রাক্ষস সেই সঙ্গমে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া, দিব্য মাল্য ও দিব্য অশ্বর
ধারণপূর্বক স্বর্গরমণীগণের সহিত সংমিলিত হইল ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরস্বতীতীর্থশোধন নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, তথায় ঋষিগণ পূর্বে সমুদ্রচতুষ্টয় নির্মাণ করেন । তাহাদের প্রত্যেকে
স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফললাভ হয় ॥ ১ ॥ হে দ্বিজোত্তমবর্গ ! তথায় যে কিছু
তপস্তা করা যায়, দুষ্কৃতকর্ম্মারও তৎসমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ হে বিপ্রগণ ! তথায়
শতসাহস্রক ও শতিকনামে যে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, গোসহস্রদানের ফলপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩ ॥
তথায় সরস্বতীর তটে যে সোমতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, রাজস্বয়যজ্ঞের ফললাভ
হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া, রেণুকাষ্টকে গমন করিলে, মাতৃভক্তি দ্বারা
যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্য লাভ করা যায় ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণগণের নিষেবিত ঋণমোচন, কুমারাভিষেক ও ওজসতীর্থে গমন করিয়া ॥ ৬ ॥ স্নান
করিলে, যশসী ও কৌমার পুর প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে বর্ষীতিথিতে

প্রাপ্নুন্নরঃ ॥ ৮ ॥ সন্নিহত্যাং যথা শ্রাদ্ধং বায়ুনা কথিতং পুরা । তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং
তত্র সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ যন্তু স্নানং শ্রাদ্ধধানঃ চৈত্রযষ্ঠ্যাং করিষ্যতি । অক্ষয়ধোদকং তস্য পিতৃণা-
মুপজায়তে ॥ ১০ ॥ তত্র পঞ্চবটং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । মহাদেবঃ স্থিতো বন যোগ-
মূর্তিধরঃ স্মরং ॥ ১১ ॥ তত্র স্নাত্বা চ দেবদেবঃ মহেশ্বরঃ । গাণপত্যমবাপ্নোতি দৈবতৈঃ
সহ মোদতে ॥ ১২ ॥ কুরুক্ষেত্রঞ্চ বিখ্যাতং কুরুণা যত্র বৈ তপঃ । তপ্তং স্নানং ক্ষেত্রস্য কর্ণধার-
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ তস্য ঘোষণে তপসা তুষ্টে ইন্দ্রো ব্রহ্মদেবঃ । রাজর্ষে পরিতুষ্টোহস্মি তপসা তেন
সুত্রত ॥ ১৪ ॥ যজ্ঞঞ্চ যে কুরুক্ষেত্রে করিষ্যতি শতক্রতুঃ । তে গমিষ্যন্তি স্মৃকৃতাল্লোকান্ পাপ-
বিবর্জিতান্ ॥ ১৫ ॥ অবহন্ত ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ । আগম্যাগমা চৈবৈবনং ভূয়ো-
ভূয়োহবহন্ত চ ॥ ১৬ ॥ শতক্রতুরনির্কিঞ্চিঃ পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ । যদা তু তপসোঃ প্রাণ সন্তপ্তঃ
দেহমান্ননঃ । ততঃ শক্রোহব্রবীৎ শ্রীতো ক্রহি যন্তে চিকীর্ষিতং ॥ ১৭ ॥

কুরুকবাচ । যে শ্রাদ্ধধানাস্তীর্থেষু স্নানং নিবসন্তি হ । তে প্রাপ্নুবন্তি সদনং ব্রহ্মণঃ
পরমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥ অন্ত্র কৃতপাপা যে পঞ্চপাতকদূষিতাঃ । অস্মিন্ স্তীর্থেন নরঃ স্নাতা মুক্তা বাস্ত
পর্যন্ত গতিং ॥ ১৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে কুরুক্ষেত্রঃ দ্বিজোত্তমঃ । তং দৃষ্ট্বা মুক্তপাপস্ত পরম
পদমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥ কুরুক্ষেত্রে নরঃ স্নাত্বা মুক্তো ভবতি কিম্বিধৈঃ । কুরুণা সমুজ্জাতঃ
প্রাপ্নোতি পরমম্পদং ॥ ২১ ॥ ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং । যত্র পূর্কং স্থিতো

তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, গয়াশ্রাদ্ধে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ পূর্কে
বায়ু বলিয়াছিলেন, সন্নিহতীতে শ্রাদ্ধ করিলে, যে পুণ্যলাভ হয়, তথাঃ শ্রাদ্ধ করিলেও, সেই
পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে । এই কারণে প্রযত্নপূর্বক ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি
চৈত্র-শুক্র যষ্ঠী তিথিতে তথায় স্নান করে, পিতৃগণের উদ্দেশে তাহার সলিল অক্ষয় হইয়া
থাকে ॥ ১০ ॥ তথায় পঞ্চবটনামক ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে । মহাদেব স্মরং যোগমূর্তি-
ধারণপূর্বক সেখানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ তথায় স্নান করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে
অর্চনা করিলে, গাণপত্যলাভ ও দেবগণের সহিত আমোদ করিতে পারা যায় ॥ ১২ ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ ! কুরুক্ষেত্র বিখ্যাত তীর্থ । সেখানে কুরু ক্ষেত্রের কর্ণধার সূচোর তপশ্চরণ
করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র তাঁহার সেই অতিকঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, হে
সুত্রত ! হে রাজর্ষে ! আমি তোমার এই তপস্যায় পরম তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৪ ॥ যাহারা এই
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবে, তাহারা পাপবর্জিত স্মৃকৃত লোক সকল প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥ এই
বলিয়া, প্রভু ইন্দ্র অবহাস করিয়া, চলিয়া গেলেন । তিনি বারংবার আগমন ও বারংবার অব-
হাস ॥ ১৬ ॥ এবং বারংবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অনির্কিঞ্চিভে গমন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর যখন উগ্র তপস্যায় স্ককীয় দেহ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন ইন্দ্র শ্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহারে
কহিলেন, তোমার অভিলাষ কি, বল ॥ ১৭ ॥

কুরু কহিলেন, যে সকল লোক শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাকারে এই কুরুক্ষেত্রতীর্থে বাস করিবে, তাহারা
যেন পরমাত্মা ব্রহ্মার সদন প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ যাহারা অন্ত্র পাপ করিবে, যাহারা পঞ্চপাপে
দূষিত হইবে, তাহারাও যেন এখানে থাকিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করে । আর, এই তীর্থে স্নান
করিলে, যেন মুক্ত হইয়া, পরমগতিলাভে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ ! পুণ্য-
তম কুরুক্ষেত্রে যে কুরুক্ষেত্রতীর্থ আছে, তাহা দর্শন করিলে, মুক্তপাপ ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া
যায় ॥ ২০ ॥ কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে, সমুদায় পাপ পরিহৃত হইয়া থাকে । এবং কুরুর এইরূপ
অাজ্ঞা আছে, পরমপদ লাভ করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥

অশ্ব ঋষীগণং মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ রুদ্রপত্নী পশ্চিমতঃ পদ্মনাভোত্তরে স্থিতঃ । মধ্যে অনরকং তীর্থং
ত্রৈলোক্যস্তাপি জলভং ॥ ২৩ ॥ যস্মিন্ স্নাতাস্ত পুরুষাঃ প্রমুখ্যন্তে চ পাতকৈঃ । বৈশাখে চ
ষষ্ঠ্যম্যং মঙ্গলস্ত দিনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ তদা স্নানং তত্র কৃত্বা মুক্তো ভবতি পাতকৈঃ । যঃ প্রয-
চ্ছচ্চ কনকং তুৰ্য্যভাগেন সংযুতং ॥ ২৫ ॥ কলশঞ্চ তথা দদ্যাদপুটৈঃ পরিশোভিতং । দেবতাঃ
প্রীণয়েৎ পূৰ্ব্বং করতৈরভ্রুতসংযুতৈঃ ॥ ২৬ ॥ ততস্ত কলশো দদ্যাৎ সৰ্বপাতকনাশনো । অনেনৈব
বিধানেন যন্ত স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৭ ॥ স মুক্তঃ কলুষৈঃ সৰ্বৈঃ প্রযাতি পরমং পদং । অন্য-
ত্রাপি যদা ষষ্ঠী মঙ্গলেন ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ তত্রাপি মুক্তিফলদা কৃত্বা তস্মিন্ ভবিষ্যতি । তীর্থে
চ সৰ্বতীর্থানাং যস্মিন্ স্নাতো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥ সৰ্বদেবৈরনুজ্ঞাতঃ পরমকাঙ্গুর্য্যং পদং ।
কাম্যকঞ্চ বনং পুণ্যং সৰ্বপাতকনাশনং ॥ ৩০ ॥ যস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রস্ত মুক্তো ভবতি কিস্বিধৈঃ ।
সমাস্রিত্য বনং পুণ্যং সবিতা একটঃ স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ পুষা নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠা দর্শনান্ মুক্তিমাঙ্গুর্য্যং ।
আদিতাস্ত দিনে প্রাপ্তে তস্মিন্ স্নাতস্ত মানবঃ । বিশ্বক্ৰমানসোহভ্যোতি মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৩২ ॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাষ্ম্যে কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানুকীৰ্ত্তনং নাম একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উঃ । কাম্যকস্ত তু পূৰ্বেণ কুঞ্জং দেবৈর্নর্ষেবিতং । তস্মা তীর্থস্তা সন্তুতিং বিস্তরেণ
ব্রবীহি নঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর অনরকনামে ত্রিভুবনবিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে । যেখানে পূর্বতন সময়ে ব্রহ্মা
ও মহাদেব ঋষিগণ মধ্যে অবস্থিত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ পশ্চিম দিকে রুদ্রপত্নী ও উত্তর
বিভাগে পদ্মনাভ অবস্থিত আছেন ; ইহার মধ্যে অনরকতীর্থ বিরাজমান হইতেছে ; উহা ত্রিভু-
বনে জলভ ॥ ২৩ ॥ ঐ তীর্থে স্নান করিলে, লোকে পাতক হইতে বিমুক্ত হয় । বৈশাখমাসের
অষ্টমীতে মঙ্গলবার হইলে ॥ ২৪ ॥ তথায় যদ স্নান করা যায়, তাহা হইলে, পাপমুক্তি হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি তুৰ্য্যভাগসংযুক্ত স্বর্ণ ॥ ২৫ ॥ ও অপূপপরিশোভিত কলস প্রদান করে, তাহারও
পাপমোচন হয় । ঐ পূর্বে রত্নসংযুক্ত করক দ্বারা দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে ॥ ২৬ ॥ পরে
সৰ্বপাতকবিনাশন কলসযুক্ত প্রদান করিতে হইবে । যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অভিষেক
করে ॥ ২৭ ॥ সে সৰ্বকলুষবিমুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিয়া থাকে । অন্য সময়েও মঙ্গলসহিত
ষষ্ঠী তিথি উপস্থিত হইলে ॥ ২৮ ॥ তথায় যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাতে মুক্তিফললাভ হইয়া
থাকে । সমুদায় তীর্থের তীর্থস্বরূপ উক্ত তীর্থে স্নান করিলে ॥ ২৯ ॥ দেবগণের অনুজ্ঞাক্রমে
পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

কাম্যকবন সৰ্ববিধ পাপ প্রশমন করে ॥ ৩০ ॥ তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র পাপ সকল হইতে
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । সূর্য্য ঐ বন আশ্রয় করিয়া প্রকটভা ব বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! উহার দর্শন করিলে, মুক্তিলাভ হয় ॥ রবিবারের সমাগত হইলে, যে ব্যক্তি
তথায় স্নান করে, তাহার মনঃক্লান্তসংগ্রহ ও সমুদায় অভিলষিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থানুকীৰ্ত্তন নামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, কাম্যকের পূর্বে দেবগণনির্ষেবিত যে কুঞ্জ আছে, সেই তীর্থযেক্রমে
উক্ত হইয়াছে, বিস্তারক্রমে তাহা বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । শৃঙ্খ মুনয়ঃ সৰ্ব্বে তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং । কবীণাঃ চরিতং ক্রুশা মুক্তা
ভবতি কিম্বৈঃ ॥ ২ ॥ নৈমিষবানী ঋষিঃ কুরুক্ষেত্রং সমাগতাঃ । সরস্বত্যাঞ্চ স্নানার্থং প্রবেশং
ন চ লেভিয়ে ॥ ৩ ॥ ততস্ত কল্পয়ামাস্তুতীর্থং য জ্ঞাপবীতিনঃ । শেবাশ্চ মুনয়স্তত্র ন প্রবেশং হি
মেভিয়ে ॥ ৪ ॥ রক্তকশ্মাশ্রমাদবতাবতীর্থঞ্চ চক্রকং । ব্রহ্মণৈঃ পরিপূর্ণং দৃষ্ট্বা দেবী সর-
স্বতী ॥ ৫ ॥ হিতার্থং সৰ্ববিপ্রাণাং কৃশা কুণ্ডানি সা নদী । প্রযাতা পশ্চিমং মার্গং সৰ্বভূত-
হিতে স্থিতা ॥ ৬ ॥ পূৰ্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ । প্রবাহে দক্ষিণে তস্য নশ্বদা
সরিতাস্বরী ॥ ৭ ॥ পশ্চিমে তু দিশা ভাগে যমুনা চাশ্রিতা নদী । যদা তুত্তরতো যাতি সিদ্ধুৰ্ভবতি
সানদী ॥ ৮ ॥ এবং দিশা প্রবাহেণ কতিপুয়া সরস্বতী । তস্তাং স্নাতঃ সৰ্বতীর্থে স্নাতো ভবতি
মানবঃ ॥ ৯ ॥ ততো গচ্ছেদ্ভ্রুজশ্রেষ্ঠ মদন্ত মঙ্গলম্ । তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং বিহারং
নাম নামতঃ ॥ ১০ ॥ যত্র দেবাঃ সমাগম্য শিবদর্শনকামজ্ঞানঃ । সমাগতা নচাপশ্যন্ত দং দেব্যা
সমস্বিতং ॥ ১১ ॥ তে স্তবস্তো মঙ্গাদেবং নন্দিনঃ গণনাযকং । ততঃ প্রসন্নো নন্দীশঃ কল্পয়ামাস
চেষ্টিতং ॥ ১২ ॥ ভবন্ত উময়া সৰ্ববিহারে ক্রীড়তং মনঃ । তচ্ছ্রুত্বা দেবতাঃ সৰ্বাঃ পত্নীম হু-
তে গতাঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং ক্রীড়াবিনোদেন তুঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ । যোহস্মিন্দীর্থে নরঃ স্নতি
বিহারে শ্রদ্ধাযুগিঃ ॥ ১৪ ॥ ধনবাণ্যপ্রিয়ৈষু জ্ঞা ভবতে নাত্র সংশয়ঃ । দুর্গাতীর্থং ততো
গচ্ছেদ্দুর্গাং সেবিতং যতঃ ॥ ১৫ ॥ যত্র স্নাতা পিতৃন্ পুত্রান দুর্গতিমবাপ্নুয়ৎ । তদ্ব্যাপি চ
সরস্বত্যাঃ কুলং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং ॥ ১৬ ॥ দর্শনানুমুক্তিমাপ্নোতি সৰ্বপাতকবর্জিতঃ । যন্তত্র

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপনারা তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । মুনিগণের চরিত্র শ্রবণ করিলে,
পাপ সকল নিরাকৃত হয় ॥ ২ ॥ নৈমিষবানী ঋষি সকল কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, সরস্বতীতে
স্নানার্থ প্রবেশ লাভ করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর তাহারা যজ্ঞোপবীতী নামক প্রশস্ত তীর্থ কল্পনা
করিলেন । অবশিষ্ট মুনিগণ প্রবেশলাভে সার্থ্য হইলেন না ॥ ৪ ॥ রক্তকের আশ্রম যত দূর
সন্নিবিষ্ট, চক্রকতীর্থ ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত । ঐ তীর্থ ব্রহ্মণগণে পরিপূরিত পর্যবলোকন
করিয়া, দেবী সরস্বতী ॥ ৫ ॥ সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ কুণ্ডনির্ম্মান কর্ক পশ্চিমার্গে
প্রবাহিতা হইলেন । তিনি সৰ্বভূতের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপ্ত ॥ ৬ ॥ তাহার পূর্বপ্রবাহে
যে ব্যক্তি স্নান করে, সে গঙ্গাস্নান নর ফললাভ করিয়া থাকে । সরিষয়া নন্দা তাহার
দক্ষিণ প্রবাহ একত্র মিলিতা হইয়া ছ ॥ ৭ ॥ পশ্চিম দিক যমুনা নদী আশ্রয় করিয়া আছে ।
যখন ঐ নদী উত্তরদিগ্‌বাহিনী হয়, তখন কিছু হইয় থাকে ॥ ৮ ॥ এইরূপে অতিপূজ্য
সরস্বতী দিকে দিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন । তাহাতে স্নান করিলে, সকল তীর্থই স্নান করা হয় ॥ ৯ ॥

অনন্তর মহাত্মা মদনে তীর্থ গমন করিবে । ঐ তীর্থ বিহার নামে বিদ্যুত
আছে ॥ ১০ ॥ যেখানে দেবগণ শিবদর্শনকামনাবশত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন । কত
আগমন করিয়া, দেবীর সহিত মাদেবক দোষতে পাইলেন না ॥ ১১ ॥ তখন তাহারা মহা-
দেব, নন্দী ও গণনাথকের স্তব করিতে লাগিলেন । নন্দীশ্বর প্রসন্ন হইব, তাহাঁদিকে, মহাদেব
দেবীর শ্রুতি বিহারতীর্থে ক্রীড়াসংবৃত্ত হইয়াছেন, এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন দেবগণ
ইহা শ্রবণ করিয়া, সমস্ত পত্নীকে আহ্বানপূর্বক গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

মাদেব তাহাদের ক্রীড়াবিনোদদর্শনে তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুগি হইয়া, এই বিহার-
তীর্থে স্নান করবে ॥ ১৪ ॥ সে ধন, ধাত্ত ও অন্যান্য প্রিয় পদার্থে যুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

অনন্তর দুর্গাতীর্থে গমন করবে । দেবী দুর্গা ইহার সেবা করেন । যেখানে স্নান করিয়া,
পিতৃগণের পূজা করিলে, দুর্গতিসংঘটন হয় না । সেখানেও সরস্বতীর ত্রৈলোক্যবিখ্যাত কূপ
বিদ্যমান আছে ॥ ১৬ ॥ দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ ও সৰ্বপাতকমেচন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি

তর্পণদেবান্ পিতৃশ্চ ব্রহ্মর। নরঃ ॥ ১৭ ॥ অক্ষয়ঃ লভতে সর্কঃ পিতৃতীর্থে দ্বিশিখাতে । মাতৃহা
পিতৃহা বশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতরগঃ ॥ ১৮ ॥ স্রাজী শুদ্ধিমবাপ্নোতি যত্র প্রাচী সরস্বতী । দেবমার্গঃ
প্রতিষ্ঠায় দেবমার্গেণ নিঃসৃত্য ॥ ১৯ ॥ প্রাচী সরস্বতী পুণ্য্য অপি তুষ্কতকর্মণাং । ত্রিরাত্রং যে
করিষ্যন্তি প্রাচীং প্রাপ্য সরস্বতীং ॥ ২০ ॥ তেষাং ন তুষ্কতঃ কিঞ্চিদেহমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি । নর-
নারায়ণৌ দেবৌ ব্রহ্মা স্বাগুস্তথা ঋষিঃ ॥ ২১ ॥ প্রাচীং দিশং নিষেবন্তঃ সদা দেবাঃ সবাসবাঃ ।
যে তু শ্রদ্ধাং করিষ্যন্তি প্রাচীমাশ্রিত্য মানবাঃ ॥ ২২ ॥ তেষাং ন তুল্যভং কিঞ্চিদিহ লোকে
পরত্র চ । তস্মাৎ প্রাচী সদা দেবা পঞ্চম্যাক্ষ বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ পঞ্চম্যাং সেবমানস্ত লক্ষ্মী-
য়া শ্চ ভবেন্নরঃ । তীর্থযৌশনসং তত্র ত্রৈলোক্যস্তাপি তুল্যভং ॥ ২৪ ॥ উশনা যত্র সংসিদ্ধ
আরাধ্য পরমেশ্বরঃ । গ্রাম্যধ্যেষুচাতে স তস্ত তীর্থসা সেবনাৎ ॥ ২৫ ॥ এবং শুক্রেণ মুনিনা
সেবিতং তীর্থমুত্তমং । যে সেবন্তে শ্রদ্ধধানান্তে বার্ত্তি পরমাং গতিং ॥ ২৬ ॥ যস্ত শ্রদ্ধাং নরো
ভক্ত্যা তস্মিন্স্থীর্থে করিষ্যতি । পিতরস্তারিতান্তেন ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ চতুমূখং
ব্রহ্মতীর্থং যত্র মর্যাদয়া স্থিতং । যে সেবান্ত চতুর্দশ্যাং সোপবাসা বসন্তি চ ॥ ২৮ ॥ অষ্টম্যাং
কৃষ্ণপক্ষস্ত চৈত্রে মাসি দ্বিজোত্তমাঃ । তে পশ্যন্তি পরং স্মৃত্যং যস্মান্নাবর্ত্তনং পুনঃ ॥ ২৯ ॥ স্বাগু-
তীর্থং ততো গচ্ছৎ সহস্রলিঙ্গশোভিতং । তত্র স্বাগুবটং দৃষ্ট্বা মুক্তো ভবতি কিঞ্চিৎ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্বাগুতীর্থাদিকথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, সেখানে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করে ॥ ১৭ ॥ তাহার সমুদায় অক্ষয়
হইয়া থাকে । উহা পিতৃতীর্থ অপেক্ষাও বিশিষ্টতাবাপন্ন । যে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা
ও ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে ॥ ১৮ ॥ ঐ স্থানে স্নান করিলে,
তাহারও শুদ্ধিলাভ হয় । সরস্বতী তথায় প্রাচী দিকে প্রবাহিতা হইয়াছেন । এবং দেবমার্গ-
প্রতিষ্ঠার জন্য দেবমার্গযোগে বিনির্গমন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ প্রাচী সরস্বতী তুষ্কতকারিগণেরও
পুণ্যবিধান করেন । যে ব্যক্তি প্রাচী সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিরাত্র করে ॥ ২০ ॥ কো-
ক্লেশ তুষ্কতিই তাহার দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না । নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, স্বাগু, ঋষি ॥ ২১ ॥
ও ইন্দ্রসহিত সমুদায় দেবতা প্রাচী সরস্বতীর সেবা করেন । যাহারা প্রাচী সরস্বতী আশ্রয় করিয়া,
শ্রদ্ধা করে ॥ ২২ ॥ তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে কিছুই তুল্যভ হয় না । অতএব সর্বদা,
বিশেষতঃ পঞ্চমীতে প্রাচী সরস্বতীর সেবা করিবে ॥ ২৩ ॥ পঞ্চমীতে প্রাচীর সেবা করিলে,
লক্ষ্মীলাভ হয় । তথায় ত্রৈলোক্যতুল্য যৌশনসতীর্থ আছে ॥ ২৪ ॥ উশা পরমেশ্বরের আরা-
ধনা করিয়া, যেখানে নিবসিত হইয়াছিলেন । সেই তীর্থের সেবা করিয়া, তিনি গ্রহমধ্যে গণনীয়
হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে উশনা ঐ উৎকৃষ্ট তীর্থের সেবা করিয়াছিলেন । যাহারা শ্রদ্ধা
সহকারে তাহার সেবা করে, তাহাদের পরমগতিলাভ হয় ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে
তথায় শ্রদ্ধা করে, সে পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মতীর্থ
চতুমূখ, যেখানে মর্যাদা অবস্থিত আছে, চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া, তাহার সেবা ও চৈত্র-
মাসীয় কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে তথায় বাস করিলে, হে দ্বিজোত্তমগণ ! অব্যাক্ষররূপ পরব্রহ্মের
দর্শন লাভ করা যায়, এবং তাহাতেই পুনর্জন্ম নিরাকৃত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর সহস্রলিঙ্গশোভিত স্বাগুতীর্থে গমন করবে । তথায় স্বাগুবট দর্শন করিলে, সমুদায়-
পাপমুক্ত হওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্বাগুতীর্থ দিকীর্তননামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । স্ব গুণীর্থস্ত মহাত্মাং বটস্যাপি মহামুনে । সন্নিহিত্যাঃ পুরোৎপত্তিঃ পুরণং
পাংগুনা ততঃ ॥ ১ ॥ লিঙ্গানাং দর্শনাং পুণ্যং স্পর্শনেন চ কিং ফলং । তথৈব সরমাহাত্ম্যং
ক্রাহ সর্বমশেষতঃ ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । শৃণু দেবতাঃ সর্কে পুরাণং বামনং মহৎ । যচ্ছৃণু মুক্তিমাপ্নোতি
প্রসাদাদ্ব মনস্য তু ॥ ৩ ॥ সনৎকুমারমাসীনং স্থাগোর্কটসমীপতঃ । ঋষিভীর্কালখিলা দৈত্য-
ব্রহ্মপুত্রৈর্নহাত্মাভঃ ॥ ৪ ॥ মার্কণ্ডেয়ো মুনিস্তত্র বিনয়েনাভিগম্য চ । পঞ্চচ্ছ সরমাহাত্ম্যং
প্রমাণঞ্চ স্থিতং তথা ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ সর্বশাস্ত্রবিশারদ । ক্রহি মে সরমাহাত্ম্যং সর্বপাপ-
ভয়াপহং ॥ ৬ ॥ কানি তীর্থানি দৃষ্টানি শুভানি দ্বিজসত্তম । লিঙ্গানি কতি পুণ্যানি স্থাগো-
র্ধানি সমীপতঃ ॥ ৭ ॥ যেষাং দর্শনমাত্রেণ মুক্তিং প্রাপ্নোতি মানবঃ । বটস্য দর্শনং পুণ্যমুৎ-
পত্তিঃ কথয়স্ব মে ॥ ৮ ॥ প্রদক্ষিণায়াং যৎ পুণ্যং তীর্থজ্ঞানেন যৎ ফলং । শুভেষু দেবদৃষ্টেষু যৎ
পুণ্যমভিজায়তে ॥ ৯ ॥ দেবদেবে যথা স্থাগুঃ সরমধ্যে ব্যবস্থিতঃ । কিমর্থস্পাংগুনা শক্রতীর্থং
পূরতবান্ পুনঃ ॥ ১০ ॥ স্থাগুতীর্থস্য মহাত্ম্যঞ্চক্রতীর্থস্য যৎ ফলং । সূর্য্যতীর্থস্য মহাত্ম্যং সোম-
তীর্থস্য ক্রহি মে ॥ ১১ ॥ শঙ্করস্য চ শুপ্তানি বিষ্ণোঃ স্থাগানি যানি চ । কথয়স্ব মহাভাগ
সরস্বত্যাঃ সবিস্তরং ॥ ১২ ॥ ত্বং দেহৌ চাপি দেবস্য মহাত্ম্যং বেদান্তততঃ । বিরঞ্চস্য প্রসাদেন
বিদিতং সর্বমেব চ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, মহামুনে ! স্থাগুতীর্থের ও স্থাগুবটের মহাত্ম্য, সন্নিহিতীর উৎপত্তি ও পাংগু
দ্বারা তাহার পরিপূরণ ॥ ১ ॥ লিঙ্গ সকলের দর্শন ও স্পর্শন করিলে, যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এবং
সরোমাহাত্ম্য, এই সমুদায় অশেষতঃ কীর্তন করুন ॥ ২ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপনারা সকলে দেবতাস্বরূপ । বামন মহাপুরাণ শ্রবণ করুন ।
যাহা শ্রবণ করিলে বামনের প্রসাদে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥ সনৎকুমার স্থাগুবটের সমীপে আসীন
আছেন এবং ব্রহ্মপুত্র মহাত্ম্য বালখিলাদি ঋষিগণ তাহার সমভিব্যাহারে বিদ্বাজ করিতে-
ছেন ॥ ৪ ॥ এমন সময়ে মার্কণ্ডেয় বিনয়সহকারে অভাগত হইয়া, সরোমাহাত্ম্য, তাহার প্রমাণ
ও সংস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনি ব্রহ্মার পুত্র ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ । যাহা শুনিলে,
সর্ববিধ পাপভয় পরিত্যক্ত হয়, সেই সরোমাহাত্ম্য কীর্তন করুন ॥ ৬ ॥ হে দ্বিজসত্তম ! কোন্
কোন্ তীর্থই বা দৃশ্য ও অদৃশ্য ভাবাপন্ন ; সমীপস্থ এই সকল স্থাগুলিঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্
লিঙ্গই বা পবিত্র ॥ ৭ ॥ যাহাদের দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয় । স্থাগুবটের কিরূপে
পেই বা দর্শন করিলে, পুণ্যফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহার উৎপত্তিই বা কিরূপে হইয়াছে,
কীর্তন করুন ॥ ৮ ॥ তীর্থ সকল প্রদক্ষিণ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহাতে অভিষেক
করিলেই বা কীদৃশ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, শুভ ও দেবদৃষ্ট তীর্থ সকলেই বা কিরূপ
পুণ্য সমুদ্ভূত হয় ॥ ৯ ॥ দেবদেব স্থাগু যেরূপে সরোমধ্যে ব্যবস্থিত আছেন, শক্রই বা কিজন্য
পাংগু দ্বারা ঐ তীর্থ পুনরায় পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ স্থাগুতীর্থের মহাত্ম্যই বা কিরূপ ;
চক্রতীর্থই বা কিরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় ; সূর্য্যতীর্থ ও সোমতীর্থই বা কিরূপমাহাত্ম্যসম্পন্ন,
আমারে বলুন ॥ ১১ ॥ শঙ্কর ও বিষ্ণু উভয়ের শুপ্তস্থানই বা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে ?
হে মহাভাগ ! সরস্বতীর স্থান সকলও বর্ণন করুন ॥ ১২ ॥ আপনি ভগবান্ বিরঞ্চির
প্রসাদে দেবমাহাত্ম্য যথাতত্ত্ব বিদিত ও সমুদায়ই স বিশেষ অবগত আছেন ॥ ১৩ ॥

লোমহর্ষণ উবাচ । মার্কণ্ডেয়া বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা স মহামুনিঃ । অতিভক্ত্যা তু তীর্থস্য
প্রবণীকৃতমানসঃ ॥ ১৪ ॥ পর্য্যঙ্কং শিথিলীকৃত্য নমস্কৃত্বা মহেশ্বরং । কথকামাস তৎ সর্কং
যচ্ছ তং ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ১৫ ॥

সনৎকুমার উবাচ . নমস্কৃত্বা মহাদেবমীশানং বরদং শুভং । উৎপত্তিঞ্চ প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং
ব্রহ্মভাষিতং ॥ ১৬ ॥ পূর্কমেকাগ্ণবে ঘোরে নষ্টে স্বাবরজস্মে । বৃহৎসমুদ্রদেবং প্রজানাং বীজ-
সম্ভবং ॥ ১৭ ॥ তন্নিরুণে স্থিতো ব্রহ্মা শয়নায়োপচক্রমে । সহস্রযুগপর্য্যন্তং সুপ্তা স প্রত্য-
বুধ্যতে ॥ ১৮ ॥ সত্যোদ্ভিক্তস্তথা ব্রহ্ম শূন্যং লোকমপশ্রুত । সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য রজসা মোহি-
তস্য চ ॥ ১৯ ॥ রজঃ সৃষ্টিগুণং প্রোক্তং সত্যং স্থিতিগুণং বিদুঃ । উপসংহারকালে চ প্রবর্ত্ততে
তমোগুণঃ ॥ ২০ ॥ গুণাতীতঃ স ভগবান্ ব্যাপকঃ পুরুষঃ স্মৃঃ । তেনেদং সকলং ব্যাপ্তং যৎ-
কিঞ্চিজীবসংজিতং ॥ ২১ ॥ স ব্রহ্মা স চ গোবিন্দ ঈশ্বরঃ স সনাতনঃ । যন্তং বেদ মহাত্মানং
স সর্কং বেদ নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥ গুণাতীতঃ স পুরুষঃ পরমাত্মা সনাতনঃ । যন্তং বেদ মহাত্মানং
স সর্কং বেদ মোক্ষবিৎ ॥ ২৩ ॥ কিং তেষাং সত্বৈলস্তীর্থেরাশ্রমৈর্ক্যা প্রয়োজনং । যেষাঞ্চানন্তকং
চিত্তমাত্মন্তেষ ব্যবস্থিতং ॥ ২৪ ॥ আত্মা নদী সংযমপুণাতীর্থা সত্যোপকা শীলশমাদিযুক্তা । তস্যাং
স্নাতঃ পুণ্যকর্ম্মা পুনাতি ন বারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা ॥ ২৫ ॥ এতৎ প্রধানং পুরুষস্য কর্ম্ম যদাত্ম-
সংযমশুখে প্রবিষ্টং । জেয়ন্তদেব প্রবাদান্তি সংতস্তৎ প্রাপ্য দেহীব্রজহাতি কামান্ ॥ ২৬ ॥

লোমহর্ষণ কহিলেন, মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া, তীর্থের প্রতি অতিমাত্র ভক্তির উদয় হওয়াতে,
তৎপ্রভাবে মহামুনি ব্রহ্মা সনৎকুমারের মন প্রবণীকৃত হইয়া উঠিল ॥ ১৪ ॥ তখন তিনি
পর্য্যঙ্ক শিথিলীকৃত ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, পূর্ক ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা
সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কহিলেন, যিনি সকলের নিয়ন্তা ও বরদাতা সেই
মঙ্গলস্বরূপ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া, ব্রহ্মার কথিত তীর্থোৎপত্তিপ্রকরণ কীর্তন করিব ॥ ১৬ ॥
পূর্ক ঘোর একাগ্ণবের আবির্ভাবে সমুদায় স্বাবর জঙ্গম প্রণষ্ট হইলে, প্রজাগণের বীজসম্ভব
বৃহৎ এক অণু প্রাপ্ত হইল ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মা সেই অণু অবস্থিতি করিয়া, শয়নের উপক্রম
করিলেন । সহস্রযুগ পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া, পরে প্রতীবুদ্ধ হইলেন ॥ ১৮ ॥ তিনি একমাত্র
সত্ত্বগুণে আবিষ্ট হইয়াছিলেন । জাগরিত হইয়া দেখিলেন, সমুদায় লোক শূন্য রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥
তন্নিবন্ধন, তিনি রজোগুণে মোহিত হইয়া, সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । রজঃ, সৃষ্টির
গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সত্য, স্থিতির গুণ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে । আর, প্রলয়সময়ে
তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ সেই ভগবান্ সর্বব্যাপী পুরুষ গুণাতীত বলিয়া,
পরিগণিত হন । যাহা কিছু জীবসংজিত, তৎসমুদায়ই তিনি ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ॥ ২১ ॥
তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই গোবিন্দ এবং তিনিই সনাতনস্বরূপ মহাদেব । যে ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে
অবগত আছেন, তিনি নিশ্চয়ই সর্কজ ॥ ২২ ॥ সেই পুরুষ গুণাতীত, পরমাত্মা ও নিত্য বিদ্যমান ।
যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে, সেই সর্কজ এবং সেই মোক্ষজ ॥ ২৩ ॥ যাহাদের মন
অখণ্ডিত ভাবে সেই পরমাত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, তাহাদের তীর্থসেবায় প্রয়োজন কি এবং
আশ্রমচর্য্যায় কলই বা কি ? ॥ ২৪ ॥ আত্মা নদীস্বরূপ । সংযম তাহার পবিত্র তীর্থ ও সত্য
তাহার জল । সেই শমদমাদিযুক্ত নদীতে স্নান করিলেই, পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ পবিত্র হন । সলিল
দ্বারা অন্তরাত্মা কখন শুদ্ধিলাভ করে না ॥ ২৫ ॥ আত্মজ্ঞানরূপ শূখে সর্কদাই সন্নিবিষ্ট হইয়া
থাকিলে, ইহাই পুরুষের প্রধান কর্ম্ম । সাধুগণ বলিয়াছেন, তাহাই পুরুষের একমাত্র জেয় এবং
তাহাই প্রাপ্ত হইলে, লোকে এককালেই কামনাশূন্য হয় ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণের এমন চিত্ত নাই,

নৈতাঙ্গং ত্রাক্ষসাস্তি চিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ । শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবস্ত-
 স্তরশ্চোপরমঃ ক্রিয়াসু ॥ ২৭ ॥ অপি ত্রাক্ষ সমানেন যচ্চক্ৰং তে দ্বিজোত্তম । সজ্জাত্বা ত্রাক্ষ পরমং
 প্রাপ্যাসি হং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং শৃণু গোৎপত্তিং ত্রাক্ষগঃ পরমাত্মনঃ । ইমঞ্চোদাহরংস্তত্র
 শ্লোকং নারায়ণং শ্রুতি ॥ ২৯ ॥ আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ । তান্ম শেতে
 স যস্মাচ্চ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ বিশুদ্ধসলিলে তস্মিন্বিজয়াস্তর্গতং জগৎ । অণ্ডং বিভজ্য
 ভগবাংস্তস্মাদোমিতাস্মায়ত ॥ ৩১ ॥ ততো ভূরভবত্তস্মাদ্ভুব ইতাপঃ স্মৃতঃ । স্বঃশব্দশ্চ তৃতীয়ো
 যো ভূভুবঃস্বেতিসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩২ ॥ তস্যান্তেজঃ সমভবত্তৎসবিতুর্করেণাং যৎ । উদকঃ
 শোধয়ামাস যন্তেজোহণু বিনিঃসৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ তেজসা শোষিতং শেবং কললত্মুপাগতং । কলল-
 দ্বদ্বদ্বদং জেয়ং ততঃ কাঠিন্যতাং গতঃ ॥ ৩৪ ॥ ণাঠিন্যদরিণী জেয়া ভূতানাং ধারিণী হি সা ।
 যস্মিন্ স্থানে স্থিতং হণ্ডং তস্মিন্ সন্নিহিতং সরঃ ॥ ৩৫ ॥ বদাদাং নিঃসৃতং তেজস্তস্মাদাদিত্য
 উচ্যতে । অণ্ডমধ্যে সমুৎপন্নো ত্রাক্ষা লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্যোৎসবং মেরুভবজ্জগৎ যুঃ পর্বতাঃ
 স্মৃতাঃ । গর্ভোদকং সমুদ্রশ্চ তথা নদাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৭ ॥ নাভিস্থানদ্যহুদকং ত্রাক্ষণো নির্মলং মহৎ ।
 মহৎ সরস্তেন পূর্ণং বিমলেন বহুস্তসা ॥ ৩৮ ॥ তাস্মিন্ মধ্যে স্থাণুকপী বটবৃক্ষো মহামনাঃ ।
 তস্মাৎস্বিনির্গতা বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিণ্ডাঃ ॥ ৩৯ ॥ শূদ্রশ্চ তস্মাত্তপস্নঃ শুক্রার্থঃ দ্বিধ্মনাং ।
 ততশ্চমুদ্রতঃ সৃষ্টিং ত্রাক্ষণোহব্যাক্তজন্মনঃ ॥ ৪০ ॥ বালখিলাঃ সমুৎপন্না মানসাঃ শুক্লরূপিণঃ ।
 অষ্টাশীতি সহস্রাণি বহুবৃশ্চ কীরেতনঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ সৃষ্টিচিন্তরতো ত্রাক্ষণোহব্যাক্তজন্মনঃ ।

যাহাতে একতা, সমতা, সত্যতা, শীল, স্থিতি, দণ্ডনিধান ও সজ্জতা এবং ক্রিয় নিবৃত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! তোমার নিকট সংক্ষেপে যে ত্রাক্ষরূপ বর্ণন করিলাম, তাহা জানিলেই, তুমি সেই পরত্রাক্ষকে প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই ॥ ২৮ ॥

অধুনা পরমাত্মা ত্রাক্ষার উৎপত্তি শ্রবণ কর । নারায়ণের উদ্দেশ্যে এইরূপ শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ জলকে নার বলে । যেহেতু, জল নরের অপত্য । তাহাতে শয়ন করেন, এই জন্য নারায়ণ নাম হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ সেই বিশুদ্ধ সলিলে জগৎ অন্তর্হিত হইয়া আছে, জানিয়া, ভগবান উক্ত অণ্ড ভেদ করিলে, তাহা হইতে ঐ সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩১ ॥ সেই ঐ হইতে, ভূ, ভুবঃ ও তৃতীয় স্বঃশব্দ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । উহাদের একযোগে নাম ভূভুবঃস্বঃ ॥ ৩২ ॥ তাহা হইতে সনিতার বরেণা তেজঃ প্রোচ্ছভূত হয় । যে তেজ হইতে অণু বিনিঃসৃত হইয়া, সমুদায় সলিল শোষণ করে ॥ ৩৩ ॥ তেজোবলে শোষিত হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কললত্ব প্রাপ্ত হয় । কলল হইতে বুদ্ধদের জন্ম হইয়া থাকে, জানিবে । এই বুদ্ধ কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলে ॥ ৩৪ ॥ সেই কাঠিন্য হইতে ধারিণী প্রোচ্ছভূত হয় । উহাই ভূতগণের ধারিণী । যে স্থানে অণ্ড অবস্থিতি করে, সেই স্থানেই সরঃ সন্নিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যে আদ্য তেজঃ নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে আদিত্যের জন্ম হইয়া থাকে । লোকপিতামহ ত্রাক্ষা অণ্ডমধ্যে সমুৎপন্ন হন ॥ ৩৬ ॥ মেরু তাহার গর্ভবেষ্টন চর্য ; পর্বত সকল তাহার জরায়ু, সমুদ্র ও সহস্র সহস্র নদী তাহার গর্ভোদক ॥ ৩৭ ॥ তদীয় নাভিস্থান হইতে যে পরম নির্মল উদক বহির্গত হয়, সেই বিমল উৎকৃষ্ট সলিলেই মহাসর পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ এই সরোমধ্যে স্থাণুকপী বটবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে । তাহা হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিনির্গত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥ এবং তাহা হইতেই দ্বিগণের শুক্রার্থ শূদ্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।

অনন্তর অব্যাক্তজন্মা ত্রাক্ষা সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে ॥ ৪০ ॥ সাক্ষাৎ শুক্লরূপ বালখিলা ঋষিগণ তাহার মন হইতে সমুৎপন্ন হইলেন । তাহাদের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহস্র এবং তাহারা সকলেই উর্দ্ধরেতা হইলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর অব্যাক্তজন্মা ত্রাক্ষা পুনরায় সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে,

মনসো মানসা জাতাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥ পুনর্শ্চিন্তয়তস্তস্মৈ প্রজাকামস্ত ধীমতঃ । ঋষয়ঃ
সপ্ত চোৎপন্নাস্তে প্রজাপত্যোহভবন্ ॥ ৪৩ ॥ পুনর্শ্চিন্তয়তস্তস্মৈ রজসো মোহিতস্ত চ । বাল-
খিলাঃ সমুৎপন্নাস্তপঃস্বাধ্যায়তৎপর্যঃ ॥ ৪৪ ॥ তে সপা স্নাননিরতা দেবার্চনপরায়ণাঃ ।
উপবাসৈব তৈতষ্ঠীতৈঃ শোষণস্তি কলেবরং ॥ ৪৫ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রস্তে কৃশা ধমনি সন্ততাঃ । আরা-
ধয়ন্তি দেবেশং ন চ ভুব্যতি শঙ্করঃ ॥ ৪৬ ॥ ততঃ কালেন মহতা উময়া সহ শঙ্করঃ । আকাশ-
মার্গেন তদা দৃষ্টা দেবী সূতুঃখিতা ॥ ৪৭ ॥ প্রসাদ্য দেবদেবেশ শঙ্করঃ প্রাহ সূত্রতা । ক্লিষ্টান্তি
তে মুনিগণা দেবদাক্ষনাশ্রয়াঃ ॥ ৪৮ ॥ তেষাং ক্লেশক্ষয়ং দেব বিধেহি কুরু মে দয়াং । কিং দেব
ধর্মনিষ্ঠানামনন্তং দেব তুচ্ছতং ॥ ৪৯ ॥ আদ্যাণি যেন সিদ্ধান্তি শুকস্মায়ুঃশিখোপিতাঃ । তচ্ছ্রুত্বা
বচনং দেব্যাঃ পিনাকী পতিতাতকঃ । প্রোবাচ প্রহসনমুগ্ধাচারচন্দ্রাংশোভিতঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ । ন বেৎসি দেবি তত্ত্বেন ধর্মস্য গহনাং গতিং । নৈতে ধর্মং বিজানন্তি ন চ
কামবিবর্জিতাঃ ॥ ৫১ ॥ ন চ ক্রোধেন নির্মুক্তাঃ কেবলং মৃতবুদ্ধয়ঃ । এতচ্ছ্রুত্বাবদেবী
তমেবং সংশিতব্রতং ॥ ৫২ ॥ দেব প্রদর্শয়াত্মানং পরং কোতুহলং হি মে । স ইতু্যক্ত উবাচেদং
দেবদেবঃ স্মিতাননঃ ॥ ৫৩ ॥ হিষ্টং যমত্র য স্মি যত্নৈঃ তে মুনিপুঙ্গবাঃ । সাধয়ন্তি তপো ঘোঃ
দর্শয়িষ্যামি চেষ্টিতং ॥ ৫৪ ॥ ইতু্যক্তঃ তু ততো দেবী শঙ্করেন মহাত্মনা । গচ্ছনৈত্যাহ মুদিতা
ভর্তারং ভুবনেশ্বরী ॥ ৫৫ ॥ যত্র তে মুনয়ঃ সর্বৈ কাষ্ঠলে হ্রসমাঃ স্থিতাঃ । অধ্যায়ানা মহাভাগাঃ কৃতাগ্নি-

সনকাদি ঋষিগণ তাঁহার মন হইতে উদ্ভূত হইলেন । ৪২ ॥ অনন্তর সেই ধীমান্ ব্রহ্মা পুনরায়
প্রজাকামনায় সৃষ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন । তাহারা সকলেই প্রজা-
পতি হইলেন ॥ ৪৩ ॥ পুনরায় রজোমোহিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলে, তপঃস্বাধ্যায়-
তৎপর বালখিল্য সকল প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তাহারা সকলেই সর্বদা স্নাননিরত ও
দেবার্চনাপরায়ণ হইয়া, উপবাস ও কঠোর-ব্রতানুষ্ঠান সহকারে কলেবর শোষণ করিতে লাগি-
লেন ॥ ৪৫ ॥ তাহারা কৃশ ও ধমনীসন্তত হইয়া, দিব্য বর্ষসহস্র দেবদেব শঙ্করের অরাধনা
করিলেন । তথাপি তিনি প্রসন্ন হইলেন না ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, মহাদেব
উমার সহিত আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন । দেবী তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অতিমাত্র দুঃখিতা
হইলেন ॥ ৪৭ ॥ এবং দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, দেবদাক্ষবনাশ্রিত ঋষি-
গণ ক্লেশভোগ করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥ দেব ! আমার প্রতি দয়া করিয়া, তাঁহাদের ক্লেশ ক্ষয় করুন ।
হে দেব ! ইহারা ধর্মনিষ্ঠ । এমন কি অক্ষয় তুচ্ছ করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥ যাহাতে শুকস্মায়ু-
মাত্রাবশিষ্ট হইয়া, আদ্যাপি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছেন না ?

পতিতাস্তক পিনাকী পার্শ্বতীর বচন আকর্ষণ করিয়া, হাস্তসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৫০ ॥
দেবি ! ধর্মের গতি অতি দুষ্কর । তুমি একতরুপে তাহা অবগত নহ । ইহারা ধর্ম পরিজ্ঞাত
নহেন । এবং কামনাশূন্যও হন নাই ॥ ৫১ ॥ ইহাদের এখনও ক্রোধ দূর হয় নাই ; বুদ্ধি ও
মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে ।

দেবী এই কথা কর্ণগোচর করিয়া তাহাঁরে কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে দেব ! আপনি ইহাদের
সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হউন । আমার অতিমাত্র কোতুহল উদ্ভূত হইয়াছে ।

দেবদেব মহাদেব এইরূপ অভিহিত হইয়া, সস্মিতবদনে কহিলেন ॥ ৫৩ ॥ তুমি এখানে
অপেক্ষা কর । ঐ সকল ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যেখানে অবস্থিতি করিয়া, ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত
হইয়াছেন, আমি তথায় যাইব এবং ইহাদের ব্যবহার অবলোকন করিব ॥ ৫৪ ॥

মহাত্মা শঙ্কর এইরূপ বলিলে, ভুবনেশ্বরী দেবী হর্ষসহকারে কহিলেন, আপনি গমন
করুন ॥ ৫৫ ॥ তখন, সেই সকল মহাভাগ মহর্ষিগণ অগ্নিসদনক্রিয়ার অনুষ্ঠানপূর্বক স্বাধ্যায়-

সদনক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥ তাষিগোকঃ তঃ দেবো নগঃ সৰ্ব্বদক্ষুন্দরঃ । বনমালাকৃতাপীড়ো যুগ
ভিক্ষাকপালভূৎ ॥ ৫৭ ॥ আশ্রমে পর্যটনং ভিক্ষাং মুনীনামাশ্রমং প্রতি । দেহি ভিক্ষাস্ততশ্চোক্তা
স ভ্রমণাশ্রমং যযৌ ॥ ৫৮ ॥ তং বিলোক্যাশ্রমগতং যো যতো ব্রহ্মবাদিনাং । স কৌতুকসভাবেন
তস্ত্য রূপেণ মোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রোচুঃ পরস্পরং নার্য্য এহি পশ্চাম ভিক্ষুকং । পরস্পরমিত
প্রোক্তা গৃহ মূলফলং বহু ॥ ৬০ ॥ গৃহাণ ভিক্ষামূচুস্ত স্তং দেবং মুনিযে-ষিতঃ । স তু ভিক্ষাকপালং
ভূৎ প্রসার্য্য বহু সাদরং ॥ ৬১ ॥ দেহি ভিক্ষাং শিবং বোদ্ধ ভবতীত্যস্তপোধনাঃ । হনমানস্ত দেবেণ-
স্তত্র দেব্য নিরীক্ষিতঃ ॥ ৬২ ॥ তত্র দৈবৈব তাং ভিক্ষাং পশ্চচ্ছুস্তাঃ স্মরাতুরাঃ ।

নার্য্য উচুঃ । কোহসৌ নাম ব্রতবিধিস্তয়া তাপস সেব্যতে ॥ ৬৩ ॥ যত্র নগেন লিঙ্গেন বন-
মালাবিভূষিতঃ । ভবান্ বৈ তাপসো হৃদো ক্রহিৎসুদি মনসে ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্তস্তাপসস্তাভিঃ
প্রোবাচ হসিতাননঃ । ইদং মম ব্রতং কিকিৎস রহস্যং প্রকাশতে ॥ ৬৫ ॥ শৃণুস্তি বহবো যত্র তত্র
বাধ্যা ন বিদ্যতে । অস্যা ব্রতস্য শ্রুতগা ইতি মত্ৰা গমিষ্য ॥ ৬৬ ॥ এবমুক্তাস্তস্য হেন প্রোচু-
স্তং তদা মুনিং । ততোভ্যো হি গমিষ্যামৌ মুনে নঃ কৌতুকং মহৎ ॥ ৬৭ ॥ উচুঃ স্তা স্তদা তং
বৈ জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ । কাচিৎ কণ্ঠে স কন্দর্পা কাচিৎ কামপরা তথা ॥ ৬৮ ॥ জাম্বুভ্যামপরা
নারী কেশেষু লুণ্ঠিতাপরা । অপরা তু কটীরন্ধে হপরা শাদবো রপি ॥ ৬৯ ॥ কোভং বিলোক্য

নিরত হইয়া, যেখানে কাষ্ঠলোষ্ট্রের সমান অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন
করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তিনি তাঁহা দগকে দর্শন করিয়া, নগ, সৰ্ব্বদক্ষুন্দর, বনমালায় বিভূষিতদেহ যুগ
বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্বক কপালহস্তে ॥ ৫৭ ॥ মুনিগণের আশ্রম উদ্দেশে ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতে
লাগিলেন । এবং ভিক্ষা পাও, বলিয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে, আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মবাদিগণের ঘোষিদ্বর্গ তাঁহাকে আশ্রমগত অবলোকন করিয়া, তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া
উঠিলেন । এবং সৌকৌতুক স্তাব বশতঃ ॥ ৫৯ ॥ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অ'ইস, ভিক্ষুককে
দর্শন করিব । পরস্পর এইরূপ কহিয়া, বহুবিধ মূলফল গ্রহণ করিয়া ॥ ৬০ ॥ সেই মহাদেবকে
কহিলেন, ভিক্ষা গ্রহণ কর । তখন তিনি বহু আদর সহকারে সেই ভিক্ষাকপাল প্রসারিত
করিয়া, কহিলেন ॥ ৬১ ॥ হে তপস্বিনীগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক, আমারে ভিক্ষা প্রদান
কর । তিনি হাস্তসহকারে এইরূপ বলিলে, দেবী পার্শ্বতী তাহা দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

তখন তাঁহারা ভিক্ষা প্রদান করিয়া স্মরাতুর হইয়া, কহিলেন, অয়ি তাপস ! তুমি
এই কীদৃশ ব্রতবিধির অনুসারী হইয়াছ ? দেখ, তোমার শরীর নগ ও বনমালায় বিভূষিত ।
তদ্বারা তুমি তপস্বীবশেষ মনেহারী হইয়াছ । যদি অভিক্রটি হয়, তাহা হইলে, সবিশেষ
সমস্ত কীৰ্ত্তন কর । ৬৩।৬৪ ॥ তাপসবেশী শঙ্কর এইরূপ অভিনিতি হইয়া, সহাস্র আস্যে কহিলেন,
আমার এই ব্রত কিকিৎস রহস্যময় ; সেই হতু প্রকাশ করিবার নহে ॥ ৬৫ ॥ যেখানে বহু
লোক শুনিতে পায়, সেখানে ইহার রহস্ত ভেদ করে না । অয়ি শ্রুতগাসমূহ ! ইহা বিবেচনা
করিয়া গমন কর ॥ ৬৬ ॥

তিনি এইরূপ কহিলে, ঐ সকল রমণী তাঁহায়ে প্রত্যস্তর করিলেন, মুনে ! অতএব চল,
আমরা গমন করিব । আমাদের এবিষয়ে অতিমাত্র কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥
এই বলিয়াই তাঁহারা পাণিপল্লব দ্বারা তাঁহায়ে গ্রহণ করিলেন । তন্মধ্যে কেহ কন্দর্পাকুল
হইয়া, তাঁহার কণ্ঠে লগ্ন হইলেন । কেহ কামপরবশ হইয়া ॥ ৬৮ ॥ জাম্বুগলে ধারণ করিলেন ।
কেহ কেশপাশে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন । কেহ কটীরন্ধে সমাগন্ততা হইলেন । কেহ শা তাঁহার
পাদযুগ্ম ধারণ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

মুনয় আশ্রমে তু সযোষিতাম্ । হন্যতামিতি সন্তাষ্য কাষ্ঠপাষণপানয়ঃ ॥ ৭০ ॥ পাতয়ন্তিস্ম
 দেবস্য লিঙ্গমূৰ্দ্ধং বিভীষণঃ । পাতিতে তু ততো লিঙ্গে পাতোন্তুর্জানমীশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥ দেব্যা ঐহাস
 ভগবান্ কৈলাসং নগমাপ্রিতঃ । পাতিতে দেবদেবস্য লিঙ্গপৃষ্ঠে চরাচরে ॥ ৭২ ॥ কোতো
 বতুব স্মমহানুধীপাঃ ভাবিতান্মনাঃ । এবং বিদিত্বা তে তত্র বর্তন্ত ব্যাকুলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৩ ॥
 ঔবাটচকো মুনিবরস্তত্র বুদ্ধিমতাস্বরঃ । ন বয়ং বিদ্বাঃ সন্তাবং তাপদস্য মহাশ্বনঃ ॥ ৭৪ ॥ বিস্মিঞ্চঃ
 শরণং ধামঃ স হি জ্ঞাসাতি চেষ্টিতং । এবমুকাঃ সৰ্ব্ব এব মুনয়ঃ সৃজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥ ব্রহ্মণঃ
 সদনং অগ্নুর্দৈবৈঃ সৰ্বৈর্নিষেবিতং । প্রণপত্যাথ দেবেশং লজ্জয়ামোমুখাঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৬ ॥
 অথ তান্ হুংখিতান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ । অহো মুগ্ধা যদায়ুয়ং ক্রোধেন কলুষীকৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥
 ন ধর্ম্মক ক্রিয়াং কাঙ্ক্ষিজ্জানতে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ । শ্রাবতাং ধর্ম্মসর্বস্বং তাপদাঃ ক্রুরকর্ম্মণঃ ॥ ৭৮ ॥
 বিদিত্বা যদুধঃ ক্ষিপ্তং ধর্ম্মস্য ফলমাপ্নুয়াৎ । যে হসাবান্মনি দেহেহস্মিন্ বিভূনিতো ব্যবহিতঃ ॥ ৭৯ ॥
 সোহনাদিঃ স মহাশ্বাণুঃ পৃথক্ প্যবস্থিততঃ । মণির্ষথোপধানেন ধস্তে বর্ণে জ্ঞগং বপুঃ ॥ ৮০ ॥
 তন্ময়ো ভবতে তদ্বদান্মপি মনশা কৃতঃ । মনসো ভেদমাপ্রিত্য কর্ম্মভঞ্চে পচীয়তে ॥ ৮১ ॥
 ততঃ কর্ম্মবশাভুংক্তে যন্তোগান্ স্বর্গনারকান্ । তন্মনঃ শোধয়েদ্ধীমান্ জ্ঞানযোগমুপক্রমৈঃ ॥ ৮২ ॥
 তস্মিন্ বুদ্ধেহ্যন্তরাশ্চা স্ময়মেব নিরাকুলঃ । ন শরীরস্য সংক্লেষণ্যাপ নির্দহনান্মতৈকঃ ॥ ৮৩ ॥ শুদ্ধ-
 মাপ্নোতি পুরুষঃ সংতুঙ্গং যস্য বৈ মনঃ । ক্রিয়া নিয়মনাথায় পাতকেভাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

আশ্রমবাসী ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীগণের এবংবিধ চিত্তবিকৃতি দর্শন করিয়া, এই তাপসকে বধ
 কর, বলিয়া, কাষ্ঠ ও পাষণহস্তে ॥ ৭০ ॥ মহাদেবের ভয়ঙ্কর উচ্চলিঙ্গ নিপাতিত করিলেন ।
 লিঙ্গ পাতিত হইলে, মহেশ্বর অতর্হিত হইলেন ॥ ৭১ ॥ এবং দেবের সহিত হান্ত করিতে
 করিতে, কৈলাসপর্বত আশ্রয় করিলেন ।

এদিকে দেবদেবের লিঙ্গ চরাচরপৃষ্ঠে পাতিত হইলে ॥ ৭২ ॥ সেই ভাবিতান্মা ঋষিগণের
 অতিমাত্র কোভের সঞ্চার হইল । তাহারা তথায় ব্যাকুল হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥
 তখন তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমদ্বরিষ্ঠ কোন ঋষিশ্রেষ্ঠ কহিলেন, এই মহাত্মা তাপসের সদভিপ্রায়
 আমাদের পরিজ্ঞাত নহে ॥ ৭৪ ॥ অতএব পিতামহের শরণাপন্ন হইব । তিনি ইহার বিচেষ্টিত
 বিদিত আছেন ।

তিনি ঐরূপ কহিলে, সমুদায় জিহ্মেন্দ্রিয় ঋষিগণ ॥ ৭৫ ॥ সমুদায় দেবগণ কর্তৃক নিষেবিত
 ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন । এবং দেবগণের নিত্যা ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া লজ্জায় অণোমুখ
 হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭৬ ॥ তাঁহাদিগকে ছুঁমিত দেখিয়া, পিতামহ কহিলেন, অহো,
 তোমরা অতি মূঢ় ! সেইব্রহ্ম ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়াছিলে ॥ ৭৭ ॥ মূঢ়বুদ্ধিরা কোনরূপ
 ধর্ম্ম বা ক্রিয়া বিদিত নহে । তোমরা ক্রুরকর্ম্মা । ধর্ম্মসর্বস্ব শ্রবণ কর ॥ ৭৮ ॥ ইহা পরিজ্ঞাত
 হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় । যে বিভূ এই দেহে আত্মাতে ব্যবহিত আছেন ॥ ৭৯ ॥
 তাঁহার আদি নাই । তিনিই মহাশ্বাণু এবং সর্বথা নিলিপ্ত বলিয়া পরিহৃত হন । মণি যেমন
 শণ দ্বারা বর্ণোজ্জল দেহ ধারণ করে ॥ ৮০ ॥ আত্মাও তদ্রূপ মনঃ দ্বারা কৃত হইলে,
 তন্ময় হইয়া থাকে । এবং মন হাতে ভেদ আশ্রয় করিলে, কর্ম্ম দ্বারা উপচিত হয় ॥ ৮১ ॥ তখন
 কর্ম্মবশে তাহার যথাক্রমে স্বর্গনারকভোগ হইয়া থাকে । এই কারণে ধীমান্ ব্যাক্ত তত্ত্ব শুদ্ধি-
 সাধন সহায়ে মনঃ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের শুদ্ধিবিধান করিবে ॥ ৮২ ॥ সেই আত্মাকে জানিতে
 পারিলে, অন্তরাশ্চা স্ময়ং নিরাকুল হইয়া থাকেন । এবং শারীরিক ক্লেশপরম্পরায় কখন দণ্ডমান
 হন না ॥ ৮৩ ॥ বাহার মনঃ শুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধিলাভ করে । সংক্রিয়া সকল পাতক-
 পরম্পরা হইতে লোককে পরিস্কৃত করে ॥ ৮৪ ॥ যেহেতু, দেহ অতিমাত্র মলিন হইলে, শীঘ্র

যস্মাদত্যাবিলং দেহং ন শীঘ্রং শুক্যতে কিম । তেন লোকেষু মার্গে যঃ সৎপথস্য প্রবর্তকঃ ॥ ৮৫ ॥
 বর্ণাশ্রমবিভাগোয়ং লোকাধ্যক্ষেন কেনচিত্ । নিবৃত্তমেহমাহাত্ম্যং নিহুবোত্তমভাগিনাং ॥ ৮৬ ॥
 ভবন্তঃ ক্রেধকামাত্ম্যমভিভূতাশ্রমে স্থিতাঃ । জ্ঞানিনাশ্রমো বেষ্ম বেষ্মাশ্রমযোগিনাং ॥ ৮৭ ॥
 কচ অন্তঃসমস্তেচ্ছা কচ নারীময়ো ভ্রমঃ । ক ক্রোধ ঈদৃশো ঘ'বো যেনাত্মানং ন জানথ ॥ ৮৮ ॥
 যৎ ক্রোধনো যচ্ছতি যচ্চ দদাতি নিত্যং যদা তপস্তপতি যচ্চ জুহোতি তস্য । প্রাপ্নোতি নো তস্য
 ফলং হি লোকে মোক্ষং ফলং তস্য হি কোপনস্য ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো ব্রহ্ম ব্রহ্ম সনং ন ম ত্ৰিচত্ব রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুঃচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সৰ্গং এব তে । পুনরব চ পঞ্চচ্ছূৰ্জগতঃ
 শ্রেয়স্কারণং ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ । গচ্ছ'মঃ শরণং দেবঃ শূলপাণিঃ ত্রিলোচনঃ । প্রসাদাদ্বেদেবদেবস্য ভবিষ্যথ
 যথা পুবা ॥ ২ ॥ ইতুক্ষা ব্রহ্মণা স'র্জং কৈলাসং গিরিমুত্তমং । দদন্তস্তে সমকসীনমুময়া সহিতং
 হরং ॥ ৩ ॥ ততঃ স্তে'তুং সমারকো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । দেবাধিদেবং বরদং ত্রৈলোক্যস্য
 শিবং প্রভুং ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ । অনন্তায় নমস্ততাঃ বরদায় পিনাকিনে । মহাদেবাগ্নি দেবায় স্থাণবে পরম'-
 অনে ॥ ৫ ॥ নমে'হস্ত ভুবনেশায় তুভ্যং ত'রক সৰ্বদা । জ'নানাং দায়কো দেবস্তমেকঃ পুরু-

শ কলাভ ক'ব না । এইক্ষন্ লোকপরম্পরায় এই মার্গই সৎপথপ্রবর্তক ॥ ৮৫ ॥ প্রচলিত
 বর্ণাশ্রমবিভাগ কোন লোকাধ্যক্ষ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে মোহের মাহাত্ম্য নাই ॥ ৮৬ ॥
 কিন্তু তোমরা আশ্রমস্থ হইয়াও, ক্রোধ ও কামে অভিভূত হই ছি । আশ্রমই জ্ঞানিগণের গৃহ ।
 এবং গৃহই অযোগিগণের আশ্রম ॥ ৮৭ ॥ কোথায় সমস্তবাসনাপরিভাগ ; আর কোথায়
 নারীময় ভ্রম এবং কোথা ই বা ঈদৃশ ভয়াবহ ক্রোধ । ইহা দ্বারা আত্মজ্ঞান তিরোহিত
 হই'া থাকে ॥ ৮৮ ॥ রোষবশ হইয়া পুজা করিলে, দান করিলে, তপস্যা করিলে, এবং হোম
 করিলে, কিছুই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; সকলই ব্যর্থ হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ব্রহ্মাব্রহ্ম'সন ন মক ত্ৰিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, ঋষিগণ সকলেই তাঁহারে পুনরায় জগতের
 শ্রেয়ঃ কারণ । জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আমরা ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচনের শরণ গ্রহণ করি, চল । তে ময়া
 সেই দেবদেবের প্রসাদে পুনরায় পূর্জাবস্থা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

পিতামহ এইরূপ বলিল, তাহারা সকলে ত হার সমভিব্যাহারে গিরিবর কৈলাসে গমন
 করিয়া, দেখিলেন, ভগবান্ ভব দেবী উমার সহিত উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩ ॥ তদ্বর্শ ন লোক-
 পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের অধিদেব, সকলের বরদাতা, ত্রিলোকের প্রভু শিবের স্তব ক'তে
 লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার । তুমি বরদাতা ও পিনাকধনু ধারণ কর,
 তোমাকে নমস্কার । তুমি হ পু. পরমাত্মা, দেব ও মহাদেব ॥ ৫ ॥ তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর ও
 সৰ্বদা সকলকে উদ্ধার কারী থাক । তুমি সকলের জ্ঞানদাতা, তুমি অদ্বয়স্বরূপ দেব ও

যোক্তব্যঃ ॥ ৬ ॥ নমস্তে পদ্মগর্ভায় স্বংপদশায়িনে নমঃ । ঘোরশাতিতপাপায় চণ্ডক্ৰোধ নমো-
 স্ত তে ॥ ৭ ॥ নমস্তে দেবাবিশেষে নমস্তে শূরনায়ক । শূলপাণে নমস্তেহস্ত নমস্তে বিশ্বভাবন ॥ ৮ ॥
 এবং স্ততো মহাদেবো ব্রহ্মণা ঋষিভিস্তদা । উবাচ তানাত্রকৃত লিঙ্গম্ভো ভবিতা পুনঃ ॥ ৯ ॥ ক্রিয়তাং
 মদ্যচঃ শীঘ্রং যেন মে প্রীতিকৃতমা । ভবিষ্যতি প্রতিষ্ঠায়াং লিঙ্গস্যাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ যে
 লিঙ্গং পূজয়িষ্যন্তি মামকং ভক্তিমাশ্রিতাঃ । ন তেবাং হুলভং কিঞ্চিদভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১১ ॥
 সর্বকেষামপি পাপানাং কৃতানামপি জ্ঞানতা । শুদ্ধ্যতে লিঙ্গপূজায়া নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১২ ॥
 যুগ্মাভিঃ পাতিতং লিঙ্গং তারদ্বিধা মহৎ স্তুতঃ । সন্নিহতাং তু বিখ্যাতং তস্মিন্ শীঘ্রং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৩ ॥
 যথাভিলষিতং কামং ততঃ প্রাপ্যথ ব্রাহ্মণাঃ । স্থাপুনায়া হি লোকেষু পূজনীয়ো নিবেদ্য
 কমাং ॥ ১৪ ॥ স্থাধীশ্বরে স্থিতো যস্মাৎ ততঃ স্থাধীশ্বরঃ স্তুতঃ । যে স্মরন্তি সদা স্থাপুং তে মুক্তাঃ
 সর্বকিঞ্চিদৈষঃ ॥ ১৫ ॥ শুদ্ধদেহা ভবিষ্যন্তি দর্শনান্মোকশ্যামিনঃ । ইত্যেবমুক্তা দেবেন ঋষয়ো
 ব্রহ্মণা সহ ॥ ১৬ ॥ তস্মাদাক্রবনালিঙ্গং নেতুং সমুপচক্রমুঃ । তৎকালয়িতুমশক্তাঃ দেবাশ্চ ঋষিভিঃ
 সহ ॥ ১৭ ॥ শ্রমেণ মহতা মুক্তা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ । তেবাং শ্রমাভিপন্নানামিদং ব্রহ্মাববী-
 দ্যতঃ ॥ ৮ ॥ কিম্বা শ্রমেণ মহতা ন যুগং বহনক্ষমাঃ । স্বেচ্ছয়া পতিতং লিঙ্গং দেবদেবেন
 শূলিনা ॥ ১৯ ॥ তস্মাত্তমেব শরণং বাস্তবমঃ সহিতাঃ স্তুতাঃ । প্রসন্নশ্চ মহাদেবঃ স্মরমেব
 সমেব্যতি ॥ ২০ ॥ ইত্যেবমুক্তা ঋষয়ো দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ । কৈলাসং গিরিমাঙ্গাদ্য ক্রতুদর্শন-

পুরুষে ভব, তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ তুমি পদ্মগর্ভ, তোমাকে নমস্কার । তুমি স্বংপদে শয়ন
 করিয়া আছ, তোমারে নমস্কার । তুমি ভয়াবহ পাপ সকল বিনাশিত কর, এবং তোমার ক্রোধ
 অতি ভয়ঙ্কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ তুমি দেব ও বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার । তুমি
 শূরগণের নায়ক, তোমাকে নমস্কার । তুমি শূলপাণি, তোমাকে নমস্কার । তুমি বিশ্বভাবন,
 তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা ও ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব তাহাঁদিগকে কহিলেন, তোমরা গমন কর,
 পুনরায় লিঙ্গ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯ ॥ তোমরা শীঘ্র আমার আদেশ প্রতিপালন কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করিলেই, আমি পরমপ্রীতিমান হইব, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০ ॥ বাহারা ভক্তি আশ্রয় করিয়া,
 মদীয় লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাদের কখনও কোন বস্তুই হুলভ হইবে না ॥ ১১ ॥ অধিক কি,
 লিঙ্গের পূজা করিলে, জ্ঞানকৃত সমুদায় পাপও বিনাশ পাইবে ; এ বিষয়ে বিচারণার আবশ্যকতা
 নাই ॥ ১২ ॥ তোমাদের পাতিত লিঙ্গ সন্নিহতীতে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, মহানরের উদ্ধার করিয়া
 বিখ্যাত হইবে ॥ ১৩ ॥ তাহা হইলেই, তোমরা যথাভিলষিত সিদ্ধি সংগ্রহ করিবে । স্থাপু
 নামে ঐ লিঙ্গ দেবগণের পূজনীয় হইবে ॥ ১৪ ॥ স্থাধীশ্বরে অবস্থানপ্রাপ্ত স্থাধীশ্বর নামে বিখ্যতি
 লাভ করিবে । বাহারা সর্বদা স্থাপুর ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা সমুদায় পাতক হইতে
 মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১৫ ॥ স্থাপুর দর্শনমাত্রেই তাহাদের দেহ শুদ্ধ ও মোক্ষভোগ হইবে ।

ভগবান্ শূলী এইপ্রকার কহিলে, ঋষিগণ পিতামহের সমস্তব্যাহারে ॥ ১৬ ॥ লিঙ্গকে
 সেই দাক্ষবন হইতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন । কিন্তু দেবগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত
 হইয়াও, তাহার চালনা করিতে পারিলেন না ॥ ১৭ ॥ তখন একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মার
 শরণাপন্ন হইলেন । পিতামহ সেই শ্রমাভিপন্ন দেবতাদিগকে কহিলেন ॥ ১৮ ॥ তোমাদের
 আর অতিশ্রমে প্রয়োজন নাই । কেন না, তেমাং লিঙ্গের বহন করিতে কোনমতেই সমর্থ
 হইবে না । দেবদেব শূলী স্বেচ্ছা বশেই লিঙ্গ পাতিত করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ অতএব স্মরণ !
 সকলে মিলিয়া তাহাঁরই শরণগ্রহণ করিব । মহাদেব প্রসন্ন হইলে, স্মরণ গিঙ্গের চালনা
 করিবেন । ২০ ॥

কাঙ্ক্ষণঃ ॥ ২১ ॥ ন চ পশুন্তি তে দেবং তত্শ্চিন্তাসমম্বিতাঃ । ব্রহ্ম'ণমুচ্যু'নঃ ক স দেবো
মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ ততো ব্রহ্মা চিরং ধ্যানা দেবদেবং মহেশ্বরং । হস্তিরূপেণ তিষ্ঠন্তং মুনিভি-
র্মানসৈস্ততঃ ॥ ২৩ ॥ অথ তে ঋষয়ঃ সর্কে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ । গতা মহৎ সরঃ পুণ্যং যত্র দেবঃ
স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ ন চ পশুন্তি তে দেবমগ্নিষস্তুতস্ততঃ । তত্শ্চিন্তাসম্বিতা দেবা ব্রহ্মণা সহিতা-
স্তথা ॥ ২৫ ॥ পশুন্তি দেবীঃ স্প্রীতাঃ কমণ্ডলুবিভূষিতাঃ । প্রীরমাণা শুবাদেবমিদং বচন-
মক্ৰবন্ ॥ ২৬ ॥ ক দেবি মাতর্দেবেশো দৃশ্যতে সর্কদঃ সমঃ । শ্রমেণ মহতা যুক্তা অগ্নিষস্তো
মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥ ততস্ত কপয়াবিষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ । অত্রৈবাদ্য মহাভাগান্তং ব্রহ্মাথ
মহেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ পীয়তামমৃতং দেবাস্ততো জ্ঞাস্থথ শঙ্করং । এতচ্চুধা তু বচনং ভবাত্মা সমুদা-
স্রুতং ॥ ২৯ ॥ সুখোপবিষ্টান্তে দেবাঃ পপুস্তদমৃতং শুচি । অনন্তরং সুবিশ্রান্তাঃ পত্রাচ্চুঃ পরাম-
শ্রয়ীঃ ॥ ৩০ ॥ ক স দেব ইহায়াতো হস্তিরূপধরঃ স্থিতঃ । দর্শিতশ্চ তদা দেব্যা সরোমধ্যে ব্যব-
স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ দৃষ্ট্বা দেবং হর্ষযুক্তাঃ সর্কে দেবাঃ সবাসবাঃ । ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কুত্বা ইদং বচনমক্ৰবন্ ॥ ৩২ ॥
তস্মা তাক্তং মহাদেব লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবন্দিতং । তস্য চানয়নে নান্যঃ সমর্থঃ স্যাম্মহেশ্বর ॥ ৩৩ ॥
ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ দেবো ব্রহ্মাদিভির্হরঃ । জগাম ঋষিভিঃ সার্কিং দেবদাক্ৰবনাশ্রমং ॥ ৩৪ ॥
তত্র গত্বা মহাদেবো হস্তিরূপধরো হরঃ । কয়েণ জগ্রাহ ততো লীলয়া পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥ তমা-

ঋষিগণ ও দেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া, ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের দর্শনকামনার
কৈলাসোচলে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ কিন্তু তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সকলেই
চিন্তাক্রান্ত হইয়া, ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন, সেই ভগবান্ শূন্য কোথায় ॥ ২২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা বহুক্ষণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অবলোকন করিলেন, মুনিগণের মানসস্তুত দেব-
দেব মহেশ্বর হস্তী রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ তখন ঋষিগণ ও দেবগণ সকলে ব্রহ্মার
সহিত পরমপবিত্র মহাসরোবরে গমন করিলেন, যেখানে দেব মহেশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত
আছেন ॥ ২৪ ॥ কিন্তু দেখানেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে
লাগিলেন । চিন্তাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত ঐরূপ অন্বেষণপ্রসঙ্গে ॥ ২৫ ॥ কমণ্ডলুবিভূষিতা
পরমপ্রীতিযুক্তা দেবীয়ে দর্শন করিলেন । তদর্শনে দেবগণ প্রীরমাণ হইয়া, ব্রহ্মামাণ বাক্যে
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ হে দেবি ! হে মাতঃ ! কোথায় গেলে সর্কত্র সমদর্শী, সর্কদাতা,
দেবদেব মহাদেবকে দেখিতে পাইব ? আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া, তাঁহারে অন্বেষণ
করিতেছি ॥ ২৭ ॥

দেবী রূপা বিষ্ট হইয়া, তাহাঁদিগকে কহিলেন, হ মহাভাগগণ ! তোমরা অদ্য এই স্থানেই
সেই মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবে ॥ ২৮ ॥ হে দেববর্গ ! তোমরা অমৃত পান কর । তাহা
হঠাৎই, মহেশ্বরকে জানিতে পারিবে । ভবানীর সমুদীরিত এবংবিধা বাক্য আকর্ষণ
করিয়া ॥ ২৯ ॥ দেবগণ সুখানীন হইয়া, পরমপবিত্রভাবে অমৃত পান করিলেন । অনন্তর
সম্যক্রূপে শ্রান্তি দূর হইলে, পরমেশ্বরীয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেই মহাদেব হস্তিরূপ
ধারণ করিয়া, এখানে আগমনপূর্বক কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ? তখন দেবী, সরোমধ্যে
তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, দেখাইয়া দিলেন । ৩০ ॥ ৩১ ॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সবাসব সমস্ত
দেবতা হর্ষিত হইয়া, পিতামহকে পুরস্কৃত করিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহাদেব !
আপনি যে লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আনয়নে অপর কেহই সমর্থ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভগবান্ হর ঋষিগণের সহিত দাক্ৰবনাশ্রমে গমন করি-
লেন ॥ ৩৪ ॥ তথায় গমন করিয়া, তিনি হস্তিরূপ ধারণপূর্বক করদ্বারা অনায়াসেই সেই

দ য মহাদেবঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ । নিবেশয়ামাস তদা সরঃপার্শ্বে তু পশ্চিমে ॥ ৩৬ ॥ ততো
দেবাঃ সৰ্ব্ব এব ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ । আত্মানং সফলং দৃষ্ট্বা স্তোত্রং চক্ৰুর্নৃসিংহবরে ॥ ৩৭ ॥
নমস্তে পরমাত্মন অনন্তধোনে লোকসাক্ষিন্ পরমেষ্ঠিন্ ভগবন্ সৰ্ব্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয় সৰ্বৈ-
শ্বর মহাবিরঞ্জে মহাবিভূতে মহাক্ষেত্রজ্ঞ মহাপুরুষ সৰ্বভূতাবাস আদিদেব মহাদেব সদাশিব
ঈশান তুর্কিজ্ঞেয় তুরারীধা মহাভূতেশ্বর ত্রাসক মহাযোগিন্ পরব্রহ্ম পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্মবিভূতম
ওঁকার বষট্কার শ্রীহাকার স্বধাকার পরমকারণ সৰ্বগত সৰ্বদর্শন সৰ্বদেব অজ সহস্রার্চিঃ
সুধামন্ হরধাম বংশবর্ত্ত সংবর্ত্ত সংকর্ষণ বড়বানল অগ্নীষোমাত্মক পবিত্র মহাপবিত্র মহামেষ
মহাকামহন্ হংস পরমহংস মহারাজিক মহেশ্বর মহাকামুক মহাহংস ভবক্ষয়কর সুরসিদ্ধার্চিত
হিরণ্যবাহ হিরণ্যরেতঃ হিরণ্যনাভ হিরণ্যাগ্রকেশ মুঞ্জকেশিন্ সৰ্বলোকবরপ্রদ সৰ্বানুগ্রহকর
কমলেশ্বর জদয়েশ্বর জ্ঞানোদধে শস্ত্রো চ বিভো মহায়জ্ঞ মহাযাজ্ঞিক সৰ্বযজ্ঞময় সৰ্বযজ্ঞসাম্প্রত
নিরাশ্রয় সমুদ্রেশ অত্রিসংভূত ভক্তানুকম্পক অভয়যোগ যোগধর বাসুকিমহাহিবিদ্যোতিতবিগ্রহ
হরিতনয়ন ত্রিলোচন জটাধর নীলকণ্ঠ চন্দ্রার্কধর উমাশরীরার্কধর শূলধর পিনাকধর খড়্গাচর্মধর
গজচর্মধর ত্তুরসংসারমহাসংহারকর প্রসীদ ভক্তবৎসল ॥ ৩৮ ॥ এবং স্তোত্রো দেবগণৈঃ সু-
ভক্ত্যা সত্রৈশ্চ মুখৈশ্চ পিতামহেন । ত্যক্ত্বা তদা হস্তিরূপং মহাত্মা লিঙ্গে তদাসন্নিধানং চকার ॥ ৩৯ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে সরোমাহাত্মো হরস্তুতির্নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পরমেশ্বররূপী লিঙ্গকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ গ্রহণ করিয়া, মহর্ষিগণ কতৃক স্তূয়মান হইয়া,
সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ আত্মাকে সফল অবলোকন করিয়া, মহাদেবের স্তব
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পরমাত্মন ! হে অনন্তধোনে ! হে লোকসাক্ষিন্ ! হে
পরমেষ্ঠিন্ ! হে ভগবন ! হে সৰ্বজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞানজ্ঞেয় ! হে সৰ্বৈশ্বর, মহাবিরঞ্জে ও
মহাবিভূতে ! হে মহাক্ষেত্রজ্ঞ ও মহাপুরুষ ! হে সৰ্বভূতাবাস, ম নানিবাস, আদিদেব ও
মহাদেব ! হে সদাশিব ! হে ঈশান ! হে তুর্কিজ্ঞেয় ! হে তুরারীধা ! হে মহাভূতেশ্বর !
হে পরমেশ্বর ! হে মহাযোগেশ্বর ! হে ত্রাসক ! হে মহাযোগিন্ ! হে পরব্রহ্ম ও পরম
জ্যোতিঃ ! হে ব্রহ্মবিভূতম ! হে ওঁকার, বষট্কার, শ্রীহাকার ও স্বধাকার ! হে পরম-
কারণ, সৰ্বগত ও সৰ্বদর্শন ! হে সৰ্বশক্তি ও সৰ্বদেব ! হে অজ ! হে সহস্রার্চিঃ ! হে সুধামন্
ও হরধাম ! হে বংশবর্ত্ত ও সংবর্ত্ত ! হে সংকর্ষণ, বড়বানল ও অগ্নীষোমাত্মক ! হে পবিত্র ও
মহাপবিত্র ! হে মহামেষ ও মহাকামহন্ ! হে হংস ও পরমহংস ! হে মহারাজিক, মহেশ্বর,
মহাকামুক ও মহাহংস ! হে ভবক্ষয়কর ! হে সুরসিদ্ধার্চিত হিরণ্যবাহ, হিরণ্যরেতঃ, হিরণ্য-
নাভ ও হিরণ্যাগ্রকেশ ! হে মুঞ্জকেশিন্ ! হে সৰ্বলোকবরপ্রদ ও সৰ্বানুগ্রহকর ! হে
কমলেশ্বর ও জদয়েশ্বর ! হে জ্ঞানোদধে ! হে শস্ত্রো, বিভো, মহায়জ্ঞ, মহাযাজ্ঞিক, সৰ্ব-
যজ্ঞময় ও সৰ্বযজ্ঞসাম্প্রত ! হে নিরাশ্রয় ! হে সমুদ্রেশ ! হে অত্রিসংভূত ! হে ভক্তানু-
কম্পক ! হে অভয়যোগ ! হে যোগধর ! হে বাসুকিমহাহিবিদ্যোতিতবিগ্রহ ! হে হরিত-
নয়ন, ত্রিলোচন, জটাধর, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রার্কধর, উমাশরীরার্কধর, শূলধর, পিনাকধর, খড়্গাচর্ম-
ধর ও গজচর্মধর ! হে ত্তুরসংসারমহাসংহারকর ! হে ভক্তবৎসল ! তোমারে নমস্কার,
তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মযুধ্য দেবগণ ও ঋষয় পিতামহ ভক্তিসহকারে এই প্রকারে স্তব করিলে, মহাত্মা মহাদেব
তৎকণাৎ হস্তিরূপ ত্যাগ করিয়া, সেই লিঙ্গমধ্যে সন্নিধান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে হরস্তুতি নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অথোবাচ মহাদেবো দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্ । ঋষীণাং চৈব প্রভাক্ষং
তীর্থমাহান্নামুত্তমং ॥ ১ ॥ এতৎ সন্নিহিতং পোক্তং সরঃ পুণ্যতমং মহৎ । ময়োপবেশিতং
যস্মাভিস্থানুক্রিষ্টদায়কং ॥ ২ ॥ ইহ যে পুরুষাঃ কেচিদব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশাঃ । লিঙ্গস্তু দর্শনা-
দেব পশুস্তি পরমং পদং ॥ ৩ ॥ অহন্থহনি তীর্থানি আসমুদ্রাৎ সরাংসি চ । স্থানুতীর্থং সমে-
যান্তি মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ৪ ॥ স্তোত্রেনানেন সততং যে মাং স্তোষ্যন্তি ভক্তিতঃ । তস্যাহং
শূলভো নিতাং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ ইতুক্ত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো হৃদয়ানং গতঃ প্রভুঃ । দেবাশ্চ
ঋষাঃ সৰ্ব্বে স্তানি স্থানানি ভেজিরে ॥ ৬ ॥ ততো নিরন্তরং সর্গং মানুষৈর্মিশ্রিতং কৃতং । স্থানু-
লিঙ্গস্তু মাহান্নাদর্শনাৎ সর্গম'পুষ্ণুঃ ॥ ৭ ॥ ততো দেবগণাঃ সৰ্ব্বে ব্রহ্মণাঃ শরণং যযুঃ । তাহু-
বাচ তদা ব্রহ্মা কিমর্থমিহ চ'গতাঃ ॥ ৮ ॥ ততো দেবাঃ সৰ্ব্বে এব ঈদং বচনমব্রুবন্ । মানুষেভ্যো
ভয়ং জাতং রক্ষাশাকং পিতামহ ॥ ৯ ॥ তাহুবাচ তদা ব্রহ্মা দেবং ত্রিদেশনায়কং । পাংশুনা
পূর্য্যতাং শীঘ্রং সার্কং শক্রেহিতং কুরু ॥ ১০ ॥ ততো ববর্ষ ভগবান্ পাংশুনা পাকশাসনঃ ।
সপ্তাহং পুরয়ামাস্ত্যঃ সেজ্জা দেবাস্তদা স্মৃত'ঃ ॥ ১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা পাংশুবর্ষক দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
করেণ ধারয়'মাস লিঙ্গং তীর্থবটং তথা ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমং তীর্থং পাদ্যং যত্নোদকং স্থিতং ।
তস্মিন্ স্নাতঃ সৰ্ব্বতীর্থে স্ন'তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং বটলিঙ্গস্তু চাতুরে ।
তস্য প্রীতাশ্চ পিতরো দাস্যন্তি ভূবি দ্বল'ভং ॥ ১৪ ॥ পূরিতস্ত ততো দৃষ্টে । ঋষয়ঃ সৰ্ব্বে এবতে ।

সনৎকুমার কহিলেন, অনন্তর মহাদেব পিতামহপ্রমুখ দেবগণকে ঋষিগণের সমক্ষে
তীর্থমাহান্ন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ এই সন্নিবর্তন সরঃ নিরতিশয় পুণ্যতম বলিয়া, কথিত
হইয়া থাকে । যেহেতু, আমি ইহা উপবেশিত করিয়াছি, সেইজন্য ইহা মুক্তিপ্রদায়ক ॥ ২ ॥
এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যে কোন পুরুষ আগমনপূর্ব্বক লিঙ্গ দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার
পরমপদ সাক্ষাৎকারে সমাগত হয় ॥ ৩ ॥ দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যভাগে সমাগত হইলে
প্রতিদিন সমুদায় সরোবর ও সমুদ্র পর্য্যন্ত তীর্থ সকল স্থানুতীর্থে আগমন করিবে ॥ ৪ ॥ আর, যাহারা
ভক্তিসহকারে উল্লিখিত স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিবে, আমি নিত্য তাহাদের শূলভ হইব,
সংশয় নাই ॥ ৫ ॥ এই বলিয়া, তগবান্ ক্রুদ্ধ অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ ও ঋষিগণ সকলে স্ব স্ব
স্থানে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

এদিকে স্থানুলিঙ্গের মাহান্ন্যসন্দর্শনে লোক সকল স্বর্গ লাভ করিতে লাগিল । তাহাতে
স্বর্গভূবন মানুষে এককালে মিশ্রিত হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ তদর্শনে দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন
হইলেন । ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিজন্য আগমন করিয়াছ ? ॥ ৮ ॥ দেবগণ
প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা মানুষ হইতে ভীত হইয়াছি । আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥
পিতামহ সেই সকল দেবতা ও তাঁহাদের নেতা ইন্দ্রকে কহিলেন, তোমরা সকলে একত্র মিলিত
হইয়া, পাংশু দ্বারা পূরণ ও দেবরাজের হিত বিধান কর ॥ ১০ ॥ তখন স্বয়ং ভগবান্ পাকশাসন
ইন্দ্র পাংশু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ এক সপ্তাহ পাংশু বর্ষণ করিয়া,
পরিপূর্ণ করিলে ॥ ১১ ॥ দেবদেব মহেশ্বর সেই পাংশুবৃষ্টি দৃষ্টিগোচর করিয়া, হস্ত দ্বারা লিঙ্গ ও
তীর্থবট ধারণ করিলেন ॥ ১২ ॥ এই কারণেই ঐ তীর্থ পুণ্যতম হইয়াছে ; যেখানে পাদোদক
প্রতিষ্ঠিত আ ছ । ঐ তীর্থে স্নান করিলে, সমুদায় তীর্থেই স্নান করা হয় ॥ ১৩ ॥ যাহারা সেই
বটলিঙ্গের অন্তরে শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তাহা দয় প্রীতিমান হইয়া, তাহাকে পৃথিবীদ্বল'ভ দান
করেন ॥ ১৪ ॥

পাংশুনা সৰ্বগাত্ৰাণি স্পৃশন্তি শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ॥ ১৫ ॥ তেপি নিধূতপাপাশ্চ পাংশুনা মুনয়ো গতাঃ ।
 পূজ্যমানাঃ সুরগণৈঃ প্রযাতা ব্রহ্মণঃ পদং ॥ ১৬ ॥ যে তু সিদ্ধা মহাত্মনাস্তে লিঙ্গং পূজ-
 যন্তি চ । ব্রহ্মন্তি পরমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃন্তিহৃদভাং ॥ ১৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা তদা ব্রহ্মা লিঙ্গং শৈল-
 ময়ং তদা । আদ্যং লিঙ্গং তদা স্থাপ্য তাস্তাপরি বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ ততঃ কালেন মহতা তেজসা
 তন্ত রঞ্জিতং । তস্তাপি স্পর্শনাং সদ্ধাঃ পরম্পদমবাগ্নুযুঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দেবৈঃ পুনব্রহ্মা
 বিজ্ঞপ্তো বিজসত্তাঃ । এতে যান্তি পরাং সিদ্ধিং লিঙ্গস্য দর্শনাং পরাং ॥ ২০ ॥ তচ্ছ্রদ্ধা ভগবান্
 ব্রহ্মা দেবানাং হিতকামায়া । উপস্থাপয়ি লিঙ্গানি সপ্ত তত্র চক রহ ॥ ২১ ॥ ততো যে মুক্তি-
 কামাশ্চ সিদ্ধাশ্রমপরাধবাঃ । সেবা পাংশুঃ প্রবত্নেন প্রযাতাঃ পরমপদং ॥ ২২ ॥ পাংশবোপি
 কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ । মহাত্মকৃতকর্মাণঃ প্রযান্তি পরমপদং ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞান'জ্ঞান-
 ভো বাপি স্থিরা বা পুরুষস্য বা । নশ্রুতং তদ্রূপং সৰ্বং স্থানুতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গস্য দর্শ-
 নানুষ্টিঃ স্পর্শনাচ্চ বটস্য চ । তৎসন্নিধৌ কলে স্নাত্বা প্রাপ্নোত্যভিমতং ফলং ॥ ২৫ ॥ পিতৃগণং
 তর্পণং বস্ত্র জলে তস্মিন্ করিষ্যতি । বিন্দো বিন্দো তু তোরস্যা হনস্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
 যন্ত কৃষ্ণতিলৈঃ শ্রাদ্ধং স্ত্রীগোলিঙ্গস্য পশ্চিম । তর্পয়চ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স জীবয়েদ্যুগত্রয়ং ॥ ২৭ ॥
 বাবন্যবস্ত্রবং প্রোক্ষ্যং যাবলিঙ্গস্য চ স্থিতিঃ । তাং প্রীত'শ্চ পিতরঃ পিবন্তে জলমুত্তমং ॥ ২৮ ॥
 কৃতে যুগে সান্নিহত্যাক্তেতারাং বায়ুসংজিতং । কলিঙ্গাপরযোর্মধ্যে কূপে ক্রতুহৃদং স্রবৎ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ঋষিগণ উহা পুরিত অবলোকন করিয়া, সকলেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, পাংশু দ্বারা
 সমুদায় শরীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ তদ্বারা তাহারা সৰ্বপাপবিনির্মুক্ত ও স্বর্গভবনে
 সমাগত এবং তথায় সুরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, চরমে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ যে
 সফল মহাত্মব সিদ্ধপুরুষ লিঙ্গের পূজা করেন, তাহারা পুনরাবৃন্তিহৃদ পৰম সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হন ॥ ১৭ ॥

এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মা লিঙ্গকে শৈলময় অবগত হইয়া, তাহার উপরি আদ্যালিঙ্গ স্থাপন
 করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, তদীয় তেজে তাহা রঞ্জিত হইয়া উঠিল ।
 লোক সকল তাহারও স্পর্শমাত্র সিদ্ধ হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ হে বিজসত্তম-
 বর্গ ! তখন দেবগণ পুনরায় ব্রহ্মার গোচরে নিবেদন করিলেন, এই সকল লোক লিঙ্গের
 দর্শনমাত্র পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছে ॥ ২০ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা শবণ করিয়া, দেবগণের হিতকাম-
 নায় উপস্থাপয়ি সাতটি লিঙ্গ স্থাপন করিলেন ॥ ২১ ॥ তখন সিদ্ধাশ্রমপরাধব মুক্তিকাম পুরুষগণ
 প্রযত্নসহকারে সেই পাংশু সেবন করিয়া, পরমপদে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥ এদিকে
 কুরুক্ষেত্রে বায়ুবশে পাংশুরাশি সমুদীরিত হইলে, মহাত্মকর্মা পুরুষগণও তাহার স্পর্শমাত্র পরম
 পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ জীই হউক, আর পুরুষই হউক, অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারেও
 পাপ করিলে, স্থানুতীর্থের প্রভাবে সেই ত্রুষ্টি হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গের দর্শন
 করিলে, যেমন মুক্তি হয়, বটের স্পর্শ করিলেও তদ্রূপ মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় । আবার,
 তাহার সান্নিধ্যে জলে স্নান করিলেও, অভিমত ফলসংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি সেই
 সলিলে পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার বিদ্যুতে বিদ্যুতে অনন্ত ফলভাগী হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥
 যে ব্যক্তি স্থানুলিঙ্গের পশ্চিমে কৃষ্ণতিল দ্বারা শ্রাদ্ধ এবং শ্রদ্ধাসহকারে তর্পণ করে, সে যুগত্রয়
 আপ্যায়িত করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ এবং এইরূপ কথিত হইয়াছে, যতদিন মনুষ্য অবস্থিতি করে
 এবং যাবৎ লিঙ্গ বিরাজমান হন, তাবৎ পিতৃগণ প্রীতিমান হইয়া, সেই উৎকৃষ্ট সলিল পান
 করেন ॥ ২৮ ॥ সত্যযুগে সান্নিহতা, ত্রেতায় বায়ুসংজিত এবং কলি ও দ্বাপরের মধ্যে কূপে
 ক্রতুহৃদ বিরাজ করে, বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ সারু পুরুষ চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে

চৈত্র্য কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দশীঃ নরোত্তমঃ । স্ব'ত্ৱ' ক্রত্বকরে তীর্থে পরম্পরমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩০ ॥
বস্তু বটে স্থিতো রাত্রৌ ধ্যায়তে পরমেশ্বরং । স্থাগোর্কটপ্রসাদেন স চিস্তিতং ফলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থাগুবটমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । স্থাগোর্কটশ্রোতরতঃ শুক্লতীর্থং প্রকীৰ্ত্তিতং । স্থাগোর্কটস্ত পূৰ্বেণ
ব্যোমতীর্থং বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥ ১ ॥ স্থাগোর্কটঃ দক্ষিণতো দক্ষতীর্থমুদাহৃতম্ । স্থাগোঃ পশ্চিম-
দিগভাগে নকুলগণঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ এতানি পুণ্যতীর্থানি মধ্যোস্থানুরিতি স্মৃতঃ । তস্মৈ দর্শন-
মাত্রেণ প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ৩ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশীঃ যন্তেতানি পরিক্রমেৎ । উমা চ
লিঙ্গরূপেণ হরপার্শ্বং ন মুঞ্চতি ॥ ৪ ॥ তস্মৈ দর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ । বটস্ত
উত্তরে পার্শ্বে তক্ষকেণ মহাত্মনা ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং সৰ্বকামপ্রদায়কং । বটস্য
পূৰ্বদিগ্ভাগে বিশ্বকৰ্ম্মকৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥ লিঙ্গং প্রত্যঙ্গুখং দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমাশ্নোতি মানবঃ ।
তত্রৈব লিঙ্গরূপেণ স্থিতা দেবী সরস্বতী ॥ ৭ ॥ প্রণম্য তাং প্রযত্নেন বুদ্ধিঃ মেধাঞ্চ বিস্তুতি ।
বটপার্শ্বে স্থিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা তৎ প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা বটেশ্বরং দেবং প্রযাতি পরমং পদং ।
ততঃ স্থাগুবটং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণং ॥ ৯ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বস্তুঙ্করা । স্থাগোঃ
পশ্চিমদিগ্ভাগে নকুলীশো গণঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥ তমভৌত্য প্রযত্নেন সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে তীর্থং ক্রত্বাকরং স্মৃতং ॥ ১১ ॥ তস্মিন্ স্নাতঃ সৰ্বতীর্থে স্নাতো ভবতি

ক্রত্বকরতীর্থে স্নান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি স্থাগুবটে অবস্থিতি করিয়া,
রাত্ৰিতে পরমেশ্বরের ধ্যান করে, সেই স্থাগুবটের প্রসাদে, তাহার যাবতীয় অতীষ্ট ফল লাভ
হয় ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্থাগুবটমাহাত্ম্য নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, স্থাগুবটের উত্তরে শুক্লতীর্থ;
পূৰ্বে ব্যোমতীর্থ ॥ ১ ॥ দক্ষিণে দক্ষতীর্থ ও পশ্চিম নকুলগণ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২ ॥ চতুর্দিকে
এই সকল পুণ্যতীর্থ, মধ্যো স্থাগু বিরাজ করিতেছেন । তাঁহার দর্শনমাত্রে পরমপদপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ অষ্টমী ও চতুর্দশীতে এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিবে । উমা এই লিঙ্গ-
রূপী মহাদেবের পার্শ্ব কখন ত্যাগ করেন না ॥ ৪ ॥ তাঁহার দর্শনমাত্রে লোকে সিদ্ধি লাভ করে ।

বটের উত্তর পার্শ্বে মহাত্মা তক্ষক কর্তৃক ॥ ৫ ॥ সৰ্বকামপ্রদায়ক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।
উহার পূৰ্বদিগ্ভাগে বিশ্বকৰ্ম্মার কৃত ॥ ৬ ॥ প্রত্যঙ্গুখ মহালিঙ্গ দর্শন করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ।
দেবী সরস্বতী লিঙ্গরূপে সেই স্থানেই বিরাজমান আছেন ॥ ৭ ॥ প্রযত্নসহকারে : তাঁহারে দর্শন
করিলে, বুদ্ধি ও মেধা লাভ হয় । বটপার্শ্বে যে লিঙ্গ আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছেন ॥ ৮ ॥ সেই ভগবান্ বটেশ্বরকে দর্শন করিলে, পরমপদে প্রয়াণ হইয়া থাকে । অনন্তর
স্থাগুবটদর্শনপূৰ্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলে ॥ ৯ ॥ সপ্তদ্বীপা মেদিনী প্রদক্ষিণ করা হয় । স্থাগুর
পশ্চিমদিগ্ভাগে নকুলীশগণ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১০ ॥ প্রযত্নসহকারে তাহার অভ্যর্থনা
করিলে, সমুদায় পাপে পরিহারপ্রাপ্তি হয় । তাহার দক্ষিণ দিগ্ভাগে ক্রত্বকরতীর্থ
প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১১ ॥ তাহাতে স্নান করিলে, সমুদায় তীর্থে স্নান করা হয় । তাহার উত্তর

মানবঃ । তস্য চোত্তরদিগ্ভাগে রাবণেন মহান্ননা ॥ ১২ ॥ প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং গোকর্ণং
 নাম নামতঃ । আষাঢ়মাসে যা কৃষ্ণা ভবিষ্যতি চতুর্দশী ॥ ১৩ ॥ তত্র স্নাত্বা সোপবাসন!
 মুক্তা ভবতি কিম্বৈঃ । তত্ৰৈব সিদ্ধিদং লিঙ্গং মেঘনাদেন স্থাপিতং ॥ ১৪ ॥ সম্পূজয়িত্বা
 যত্নেন লভতে মহতীঃ শ্রিয়ং । তস্য পশ্চিমদিগ্ভাগে কুন্তকর্ণেন পূজিতং ॥ ১৫ ॥ দ্বৈত্র্যম্
 মাসি সিতে পক্ষে অষ্টম্যাং শ্রদ্ধয়া নরঃ । সোপবাসো বসেদযন্ত তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৬ ॥
 পদে পদে যজ্ঞফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ । এতানি মুনিভিঃ সাধোরাতিতৈর্ভার্যসুভিস্থতা ॥ ১৭ ॥
 মরুভির্কহিভিশ্চৈব সেবিতানি প্রযত্নতঃ । অত্রোপি প্রাণিনঃ কেচিৎ প্রবিষ্টাঃ স্থানুযুতমঃ ॥ ১৮ ॥
 তে সর্কে পাপনির্মুক্তাঃ প্রবাস্তি পরমং পদং । অস্তি যৎ সন্নিধৌ লিঙ্গং দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১৯ ॥
 উমা সা লিঙ্গরূপেণ হরপার্শ্বং ন মুঞ্চতি । যন্ত পশুতি গোকর্ণং তস্য পুণ্যফলং লভেৎ ॥ ২০ ॥
 কামতোহকামতো বাপি যৎ পাপং তেন সংচিতং । তস্মাদ্বিমুচ্যতে পাপাৎ পূজয়িত্বা হরং শুচিঃ ॥ ২১ ॥
 কোমারে ব্রহ্মচর্যেণ যৎ পুণ্যং শাপাতে নরৈঃ । তৎ পুণ্যং শঙ্করং তসামষ্টম্যাং যোহর্চয়ে-
 চ্ছিবৎ ॥ ২২ ॥ যদীচ্ছৎ পরমং রূপং সৌভাগ্যং ধনসম্পদঃ । কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যাত্ পিত্বাতে নাত্র
 সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তস্য চোত্তরদিগ্ভাগে লিঙ্গং পূজ্য বিভীষণঃ । অজরশ্চামরশ্চৈব কল্পয়িত্বা
 বভূব হ ॥ ২৪ ॥ আষাঢ়স্য তু মাসস্য শুক্লাষাঢ়াষ্টমী ভবেৎ । তস্যাং পূজ্য সোপবাসশ্চামৃতত্বম-
 বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ পূর্কে পূর্ণেরিতং লিঙ্গং তস্মিন্ স্থানে দ্বিজোত্তম । তং পূজয়িত্বা যত্নেন
 সর্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ দূষণত্রিশিরাস্চৈব তত্র পূজ্য মহেশ্বরং । যথাভিলষিতান্ কামানা-
 পতুস্তৌ মুদাষিতৌ ॥ ২৭ ॥ চৈত্রমাসে সিতে পক্ষে যো নরস্তত্র পূজয়েৎ । তস্য তৌ বরদৌ

দিগ্ভাগে মহাত্মা রাবণ ॥ ১২ ॥ গোকর্ণনামে বিখ্যাত মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । আষাঢ়
 মাসে যে কৃষ্ণা চতুর্দশী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ সেই সময়ে উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করিলে,
 সমুদায় পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে, ঐ স্থানেই মেঘনাদ যে সিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গ স্থাপন করেন ॥ ১৪ ॥
 যত্নসহকারে তাহার অভ্যর্থনা করিলে, মহাত্মীলাভ হইয়া থাকে । তাহার পশ্চিম দিগ্ভাগে
 কুন্তকর্ণের পূজিত লিঙ্গ আছে ॥ ১৫ ॥ দ্বৈত্র্যমাসের সিতপক্ষীয় অষ্টমীতে শ্রদ্ধাপর হইয়া,
 অনশননহকারে তথায় বাস করিলে, যে পুণ্যফললাভ হয়, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ পদ পদে যজ্ঞফল-
 প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সংশয় নাই । মুনিগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদগণ, বহিগণ
 প্রযত্নপূর্বক এই সকল তীর্থের সেবা করেন । অত্যাণ্ড যে কোন প্রাণী এই স্থানুতীর্থে প্রবেশ
 করিলে ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ পাপনির্মুক্ত হইয়া, পরমপদ সংগ্রহ করে । ইহার সন্নিধৌ দেবদেব শূলীর
 যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৯ ॥ উমা সেই লিঙ্গরূপী মহাদেবের পার্শ্ব কখনই পরিত্যাগ
 করেন না । যে ব্যক্তি গোকর্ণতীর্থ দর্শন করে, তাহারও পুণ্যফল লাভ হয় ॥ ২০ ॥ যে ব্যক্তি
 কামতঃ বা অকামতঃ যে পাপ করে, সে শুচি হইয়া তথায় মহাদেবের পূজা করিলে, সেই পাতক
 হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২১ ॥ লোকে কোমরে ব্রহ্মচারি ব্রত অবলম্বন করিলে, যে পুণ্যলাভ করে,
 তথায় অষ্টমীতে শঙ্করের অর্চনা করিলে, তাদৃশ পুণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥ যদি পরম
 রূপ, সৌভাগ্য ও ধনসম্পৎ লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে, কুমারেশ্বর মাহাত্ম্য তৎসমস্ত
 সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ তাহার উত্তর দিগ্ভাগে বিভীষণ লিঙ্গের পূজা করিয়া, অজর
 ও অমর হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ আষাঢ়মাসে শুক্লপক্ষে যে অষ্টমী হয়, সেই ত্রিথিতে উপবাস করিয়া,
 উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! তথায় পূর্ণে-
 রিতনামে বিখ্যাত যে লিঙ্গ আছে, যত্নসহকারে তাহার পূজা করিলে, সমুদায় কামনাই সিদ্ধ
 হয় ॥ ২৬ ॥ দূষণ ও ত্রিশিরা ঐ স্থানে মহাদেবের পূজা করিয়া, যথাভিলষিত বিষয় সকল
 প্রাপ্ত ও হর্ষাবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥ যে ব্যক্তি চৈত্রমাসীয় শুক্লপক্ষে তথায় মহাদেবের পূজা

দেবৌ অযচ্ছতেহিতিবাঞ্ছিতং ॥ ২৮ ॥ স্থানোৰ্কটস্য পূৰ্বেণ হস্তিপাদেশ্বরঃ শিঃ । তং দৃষ্ট্বা
 মুচ্যতে পাপৈরজ্ঞানানি সংহতৈঃ ॥ ২৯ ॥ তস্য দক্ষিণতো লিঙ্গং হারীতস্য ঋষেঃ স্থিতং ।
 যৎ প্রণম্য প্রযত্নেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩০ ॥ তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু বাণী তস্য মহাশ্বনঃ ।
 লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং সৰ্বপাপহরং শিবং ॥ ৩১ ॥ কঙ্কালরূপিণা চাপি ক্রতুণ শ্রমহাশ্বনা ।
 প্রতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং সৰ্বপাপপ্রণাশনং ॥ ৩২ ॥ ভুক্তিদং মুক্তিদং প্রোক্তং সৰ্বকিঞ্চিৎকামনং ।
 লিঙ্গস্য দৰ্শনাদেব অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩৩ ॥ তস্য পশ্চিমদিগ্ভাগে লিঙ্গং দিক্ং প্রতিষ্ঠিতং ।
 সিদ্ধেশ্বরং তু বিখ্যাতং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ ৩৪ ॥ তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে মূৰ্খণেন মহাশ্বনা ।
 তত্র প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দৰ্শনাৎ সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্য পূৰ্বে চ দিগ্ভাগে আদিত্যেন
 মহাশ্বনা । প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গবরং সৰ্বকিঞ্চিৎকামনং ॥ ৩৬ ॥ চিত্রাঙ্গদস্ত গন্ধৰ্বকৌ রত্না চাপ্যঙ্গরায়রা ।
 পরস্পরং সানুরাগৌ স্থানুদৰ্শনকামজ্ঞানার্থী ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা হানুঃ পূজয়ত্বা সানুরাগৌ পরস্পরং ।
 আগম্য বরদং দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরং ॥ ৩৮ ॥ চিত্রাঙ্গদেশ্বরং দৃষ্ট্বা তথা রক্তেশ্বরং দ্বিজ ।
 স্মৃতগৌ দৰ্শনীয়শ্চ কূলে জন্ম যাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ তস্য দক্ষিণতো লিঙ্গং বজ্রনা স্থাপিতং পুরা ।
 তস্য প্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৪০ ॥ পরাশরেন মুনিনা তথৈবায়াদা শঙ্করঃ ।
 প্রাপ্তং কবিষং পরমং দৰ্শনাচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৪১ ॥ বেদব্যাসেন মুনিনা আরাধ্য পরমেশ্বরঃ ।
 সৰ্বজ্ঞঃ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তং দেবপ্রসাদতঃ ॥ ৪২ ॥ স্থানোঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে লিঙ্গং হিমাধলেশ্বরং ।
 প্রতিষ্ঠিতং পুণ্যকৃতাং দৰ্শনাৎ সিদ্ধিলাভকং ॥ ৪৩ ॥ তস্যাপি পশ্চিমে ভাগে কাক্তবীৰ্য্যেণ
 স্থাপিতং । লিঙ্গং পাপহরং সদৌ দৰ্শনাৎ পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥ তস্যাপুস্তবতো ভাগে

করে, মহাদেব ও মহাদেবী উভয়েই তাহার অভিবাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ স্থানু-
 বটের পূর্বে হস্তিপাদেশ্বর মহাদেব বিরাজমান হইতেছেন । তাঁহারে দৰ্শন করিলে, পরজন্মকৃত
 পাতক সকল নিরাকৃত হয় ॥ ২৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দিকে মহর্ষি হারীতের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বিরাজমান
 হইতেছেন । প্রযত্নপূর্বক যাহারে পূজা করিলে, লোকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥
 তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে সেই মহাশ্বার যে বাণী আছে, তাহাতে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত, সৰ্বপাপহর,
 পরমমঙ্গলস্বরূপ লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ কঙ্কালরূপী পরমমহাশ্বা স্বয়ং সেই সৰ্বপাপ-
 বিনাশন মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন করেন ॥ ৩২ ॥ ঐ লিঙ্গ ভুক্তি, মুক্তি ও যাবতীয়-পাপ-পরিহারক
 বলিধা বিখ্যাত । উহার দৰ্শনমাত্র অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞফল-লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥ উহার পশ্চি দিগ্
 বিভাগে সিদ্ধলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । ঐ 'লিঙ্গ নিদ্ধেশ্বর' নামে বিখ্যাত । যেহেতু, উহা সৰ্ববিধ সিদ্ধি
 প্রদান করে ॥ ৩৪ ॥ উহার দক্ষিণ দিগ্ভাগে মহাশ্বা মূৰ্খণু যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,
 তাহার দৰ্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥ তাহার পূর্বদিকে মহাশ্বা আদিত্য যে লিঙ্গবর
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা ঐশেব কিঞ্চিৎ বিনাশ করে ॥ ৩৬ ॥ গন্ধৰ্ব চিত্রাঙ্গদ ও অঙ্গরোবরা
 রত্না পরস্পর অনুরাগরক্ত হইয়া, স্থানুর দৰ্শনকামনা শংকর হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর স্থানুক
 দৰ্শন ও পরস্পর সানুরাগে পূজা করিয়া, দেবদেব মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করত, স্বগৃহে প্রত্যাগত
 হয় ॥ ৩৮ ॥ হে দ্বিজ ! সেই চিত্রাঙ্গদেশ্বর ও রক্তেশ্বর এই উভয় লিঙ্গের দৰ্শন করিলে, স্মৃৎস,
 দৰ্শনীয় ও মহাকূলে সমুৎপন্ন হওয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দিকে পূর্বতন সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র
 যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তদীয় প্রসাদে মনঃকল্পিত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ তথায় মহর্ষি
 পরাশর মহেশ্বরের আরাধনা ও তাঁহারে দৰ্শন করিয়া, পরম কবিষ সংগ্রহ করিয়াছি লন ॥ ৪১ ॥
 মহর্ষি বেদব্যাস ও তথায় পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া, তদীয় প্রসাদে সৰ্বজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ লাভ
 করেন ॥ ৪২ ॥ স্থানুর পশ্চিম দিগ্ভাগে হিমাধলেশ্বরনামে বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ।
 পুণ্যকৃতাণের স্থাপিত সেই লিঙ্গ দৰ্শন করিলে, সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৪৩ ॥ তাহার পশ্চিমভাগে
 কাক্তবীৰ্য্যের স্থাপিত পাপহর লিঙ্গ দৰ্শন করিলে, সদ্য সমস্ত পাপহররূপ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া

সুপার্বাহা পিতং পুনঃ । আরাধ্য হনুমাংস্তাপ সিদ্ধিং দেবপ্রসাদতঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্যৈব পূৰ্বদিগ্ভাগে
বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । আরাধ্য বরদং দেবং চক্রমধ্যে স্তূদর্শনং ॥ ৪৬ ॥ তস্যাপি পূৰ্বদিগ্ভাগে
ইন্দ্রেন বরুণেন চ । প্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গবরে সৰ্বকামপ্রদায়কে ॥ ৪৭ ॥ এতানি মুনিভিঃ সাধ্য-
বাদিতৈর্যজ্ঞানভিজ্ঞৈঃ । সেবিতানি প্রযত্নেন সৰ্বপাপহরানি চ ॥ ৪৮ ॥ স্বয়ংভুবং তথা স্থাপুর্ষভি-
স্তবদর্শিতঃ । ঐতিষ্ঠিগানি লিঙ্গানি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৪৯ ॥ তস্যামুত্তরৈশ্চৈব
যাবদোঘবতী নদী । সহস্রমেকং লিঙ্গানাং দবপশ্চিমতঃ স্থিতং ॥ ৫০ ॥ তস্যাপি পূৰ্বদিগ্ভাগে
বালখিল্যার্ঘ্যহাব্রিঃ । প্রৈতিষ্ঠিতাক্ষকে টির্থাবৎ সন্নিহিতং দরঃ ॥ ৫১ ॥ দক্ষিণেন তু দেবস্যা
গন্ধর্বৈর্ষক্ষিগণৈঃ । প্রতিষ্ঠিগানি লিঙ্গানি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৫২ ॥ তিস্রঃ কোটোহর্ক
কোটি চ লিঙ্গানাং বায়ুত্ৰবীং । অসংখ্যাতা সহস্রানি যজ্ঞদ্রব্যানমাজিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ এতজ্জায়া
কক্ষধানঃ স্থাপুলিঙ্গং সমাশ্রয়ৎ । যস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্নোতি মনসা চিস্তিতং ফলং ॥ ৫৪ ॥
অকামো বা সকামো বা প্রবিশু স্থাপুর্মন্দিরং । বিমুক্তঃ পাতকৈর্ঘোটেঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ ৫৫ ॥
চৈত্রে মাসে ত্রয়োদশ্যাং দিবানক্ষত্রযোগতঃ । শুক্রার্কচন্দ্রসংযোগে দিনে পুণাতমে জতে ॥ ৫৬ ॥
প্রতিষ্ঠিতং স্থাপুলিঙ্গং ব্রহ্মণা লোকধারিণা । ঋষিভির্দেবসংঘৈশ্চ পূজিতং শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ॥ ৫৭ ॥
তস্মিন্ কালে নিরাহার্য মানবাঃ শ্রদ্ধয়াষিতাঃ । পূজয়ন্তি শিবং যে বৈ তেযান্তি পরমং পদং ॥ ৫৮ ॥
তুত্রাক্ষমিদং জায়া কুর্কস্তু চ প্রদক্ষিণাং । প্রদক্ষণীকৃত্য তৈস্ত সপ্তদ্বীপা বস্তুদ্বরা ॥ ৫৯ ॥
ইতি জীবামনপুরাণে সরোমাহাশ্চো লিঙ্গম হাব্র্য নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

যায় ॥ ৪৪ ॥ তাহার উত্তরভাগে সুপার্বের স্থাপিত যে লিঙ্গ আছে, হনুম ন্ তাহার আরাধনা
করিয়া, তদীয় প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ তাহার পূৰ্বদিগ্ভাগে প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণু চক্রমধ্যে যে পরমসুন্দর ও সকলের অভীষ্টবিধায়ক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার আরা-
ধনা করিলে, অভীষ্ট প্রতিপত্তিসংঘটন হয় ॥ ৪৬ ॥ তাহারও আবার পূৰ্বদিগ্ভাগে ইন্দ্র ও বরুণ
উভয়ে যে দুইটা লিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহারা উভয়েই সৰ্বকাম প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

মুনিগণ, সাধাগণ, আদিভ্যাগণ, বস্তুগণ, সকলে এই সকল পাপহর লিঙ্গের এবং
স্বয়ংস্থাপুর্ষ সেবা করিয়া থাকেন । তন্নিম্ন, তদ্বদর্শী ঋষিগণ অন্যান্ত যে সকল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নাই ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ইহার উত্তর দিকে যাবৎ ওঘবতী নদী, তাবৎ
স্থাপুর্ষ পশ্চিমদিকে এক সহস্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫০ ॥ তাহারও পূৰ্বদিগ্ভাগে মহাব্রা
বালখিলাগণের প্রতিষ্ঠিত ক্রদ্ধকোটিনামে তীর্থ আছে । উঃ । ব্রহ্মসংঘের সন্নিহিত ॥ ৫১ ॥
উহার দক্ষিণদিকে গন্ধর্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণের প্রতিষ্ঠিত যে সকল লিঙ্গ আছে, তাহাদের সংখ্যা
নাই ॥ ৫২ ॥ বায়ু বলিয়া ছন, এপর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে সৰ্বসমেত সার্ব্ব তিন
কোটি লিঙ্গ আছে ; তন্নিম্ন আর কত সহস্র আছে, তাহার সংখ্যা হয় না । সমুদায়ই ক্রদ্ধস্থান
আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ৫৩ ॥ ইহা অবগত হইয়া, ব্রহ্মসহকারে স্থাপুলিঙ্গের আশ্রয় করিবে,
যাহার প্রসাদে মনঃক্লিত ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ অকাম বা সকাম যে কোন অবস্থায়
স্থাপুর্মন্দিরে প্রবেশ করিলে, সমুদায় ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট ও পরমপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৫ ॥ চৈত্র-
মানীর ত্রয়োদশীতে দিবানক্ষত্রযোগে শুক্র, অর্ক ও চন্দ্র এই সকলের সংক্রমণে পরম পরিভ্র
দিবসে ॥ ৫৬ ॥ লোকধারী ব্রহ্মা ঐ স্থাপুলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন । ঋষিগণ ও দেবগণ তদবধি
চিরকালই তাহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়ে নিরাহার ও ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া,
যাহারা মহাদেব বর পূজা করে, তাহার পরমপদে অগির্হিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ যাহারা তথায়
মহাদেব অধিরূঢ় আছেন, জানিয়া, প্রদক্ষিণ করে, তাহদের সপ্তদ্বীপসম্বন্ধিত সমুদায় পৃথিবী
প্রদক্ষণ করা হয় ॥ ৫৯ ॥ ইতি জীবামনপুরাণে লিঙ্গস্থাপুর্ষ মাহাশ্চ্য নাম ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । হ গুৰুত্বপ্রভাবত । অ তুমিচ্ছাম্যহং যুনে । কেন সিদ্ধিরিহ প্রাপ্তা
সৰ্বপাপভয়াপহা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু সৰ্বমশেষেণ স্বাগুমাহাশ্রয়মুত্তমং । যচ্ছৃণ্বা সৰ্বপাপেভ্যো মুক্তো
ভবতি মানবঃ ॥ ২ ॥ একাৰ্ণবে জগত্যাশ্রয়শ্চৈবাবরজজমে । বিষ্ণোর্নাভিসমুদ্ভূতঃ সৰ্বলোক-
পিতামহঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎসরীঃস্রবশ্চরীচৈঃ কশ্চপঃ স্রুতঃ । কশ্চপাদভবন্তাসাং তস্মাৎসর-
জায়ত ॥ ৪ ॥ মনোস্ত ক্রুবতঃ পুত্র উৎপন্নো মুখসম্ভবঃ । পৃথিব্যাশ্চতুরস্তায়া রাজা ধৰ্ম্মস্ত রক্ষিতা ॥ ৫ ॥
তস্মৈ পদ্মা বভূবাহ ভা নাস্ত স্তয়বহা । মৃত্যোঃ সকাশাচ্চুৎপন্না কালস্ত দুহিতা তদা ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ সমস্তবর্ণেণো হুয়ায়া বেদনিন্দকঃ । স দৃষ্টে পুত্রবদনং ক্রুতো রাজা বনং যযৌ ॥ ৭ ॥ তত্র
কৃত্বা তপো ঘোরং ধৰ্ম্মেণ বৃত্য যোদনী । প্রাপ্তবাস্তৱং পরং ধাম পুনরাবুত্তিহলভং ॥ ৮ ॥ বেণো
রাজা সমস্তবৎ সমস্তে ক্রতিমণ্ডলে । স মাতামহদোযণ বেণঃ কালান্জজায়ত ॥ ৯ ॥ ঘোষণা-
মাস নগরে হুয়ায়া বেদনিন্দকঃ । ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥ অহমেকোঅ
বৈ বন্দ্যঃ পূজোহং ভবতাং সদা । ময়া হি পালিতা যুগং নিবসধ্বং যথাসুধং ॥ ১১ ॥ তস্ম-
র্ভোহন্তো ন দেবোহস্তি যুগ্ম কং যৎ পরায়ণং । এতচ্ছৃণ্বা তু বচনম্বয়ঃ সৰ্ব এব তে ॥ ১২ ॥ পর-
স্পরঃ সমাগম্য রাজানং বাক্যমক্রবন্ । ঋতঃ প্রমাণং ধৰ্ম্মস্ত ততো যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৩ ॥ যজ্ঞৈর্বিদ্যা
নো জীযন্তে দেবাস্তে স্বর্গনিবাসিনঃ । ন প্রীতান্তে অযচ্ছান্তি সশস্ত চ বিবুদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥ তস্মাদ্বেজৈশ্চ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যুনে ! আমি স্থাগুত্বার্থর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উৎসুক হইবাহি ।
কোন ব্যক্তি এখানে সৰ্ব বধ-পাপভয়বিনাশিনী সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, স্বাগুমাহাশ্রয় সর্বশেষ সমস্ত শ্রবণ কর । যাহা শ্রবণ করিলে, লোকে
সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২ ॥ এই জগৎ একাৰ্ণ ও তৎসংস্কারে স্বাবর জন্ম বিনষ্ট হইলে,
বিষ্ণুর নাভি হইতে সৰ্বলোকপিতামহ ত্রক্ষার জন্ম হয় ॥ ৩ ॥ তাঁহা হইতে মরীচি প্রাচুর্ভূত
হন । মরীচির পুত্র কশ্চপ ; কশ্চপ হইতে ভাস্বানের জন্ম হয় । ভাস্বানের পুত্র মনু ॥ ৪ ॥
মনু ক্ষুৎকারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মুখসংভব পুত্র উৎপন্ন হয় । ঐ পুত্র সাগরাত্তা পৃথিবীর
রাজা ও ধৰ্ম্মের রক্ষিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ তাহার পত্নীর নাম ভয়া । তিনি সকলেরই ভয়াবহা
ছিলেন । তিনি মৃত্যুরূপী কাল হইতে সমুৎপন্না হন ॥ ৬ ॥ তাঁহার গর্ভে হুয়ায়া বেদনিন্দক
বেণের জন্ম হয় । রাজা ক্রুত পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥
তথায় ঘোর তপস্যা ও ধৰ্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত করিয়া, পুনরাবুত্তিহলভ পরম ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত
হইলেন ॥ ৮ ॥ তখন বেণ সমস্ত ক্রতিমণ্ডলের রাজপদ গ্রহণ করিলেন । সেই কালান্জজায়ত
বেণ মাতামহের দোষে ॥ ৯ ॥ হুয়ায়া ও বেদনিন্দক হইয়া, নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন,
কেহ কখন দান করিবে না, বজ্ঞ করিবে না ও হোম করিবে না ॥ ১০ ॥ এক আমিই সংসারে
তোমাদের বন্দনীয় ও সৰ্বদা পূজনীয় । আমিই তোমাদের পালন করিতেছি । তোমরা সুখে
বাস কর ॥ ১১ ॥ সংসারে অস্ত্র কোন দেবতা নাই, যাহাকে অধিতীয়রূপে আশ্রয় করিতে
পারি ।

ঋষিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই ॥ ১২ ॥ পরস্পর সমাগত হইয়া, রাজাকে বলিতে
লাগিলেন, ঋতি ধৰ্ম্মের প্রমাণ । তাহাতেই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৩ ॥ যজ্ঞ ব্যতিরেকে
স্বর্গবাসী অমরগণের প্রীতি সমুৎপন্ন হয় না । তাহার প্রীতি না হইলে, শস্ত্রবিবুদ্ধির জন্ত
বর্ষণ করেন না ॥ ১৪ ॥ এইরূপে যজ্ঞ ও দেবগণ স্বাবরজন্মমাত্রক বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন ।

দেবৈশ্চ ধাৰ্য্যতে সচরাচরং । এতচ্ছূড়া কোধদৃষ্টির্কোণঃ প্রাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ন যষ্টীং
ন দাতব্যমিত্যাহ কোধমুচ্ছিতঃ । ততঃ কোধসমাবিষ্টা ঋষাঃ সৰ্ব্বে এব তে ॥ ১৬ ॥ নির্জয়শ্চ
পুতৈস্তে কুশৈর্কজসমম্বিতৈঃ । ততশ্চরাজকে লে কৈ তমসী সংবুতে তদা ॥ ১৭ ॥ দম্ব্যভিঃ
পীড়ামানান্তানুধীংস্তে শরণং যযুঃ । ততস্তে ঋষাঃ সৰ্ব্বে মমংখুস্তস্ত বৈ করং ॥ ১৮ ॥ সব্যং তস্মাৎ
সমুত্তরৌ পুরুষৌ ব্রহ্মদর্শনঃ । তমুচুর্ঋষাঃ সৰ্ব্বে নিষীদ তু ভবানিতি ॥ ১৯ ॥ তস্মান্নিষাদা
উৎপন্নী বেণশ্চাম্বসম্বুতঃ । ততস্তে ঋষাঃ সৰ্ব্বে মমংখুর্দক্ষিণং করং ॥ ২০ ॥ মধ্যম নৈ কয়ে
তন্নিরুৎপন্নঃ পুরুষোহপরঃ । বৃহৎচৈলপ্রতীকাশৌ দিব্যালক্ষণলক্ষতঃ ॥ ২১ ॥ ধনুর্ক্ষাণাঙ্কিত-
করশ্চক্রধ্বজসমম্বিতঃ । তমুৎপন্নঃ তদা দৃষ্টৌ সৰ্ব্বে দেবঃ সর্বাসাঃ ॥ ২২ ॥ অভ্যাবক্শন-
পৃথিব্যাক্তঃ রাজানঃ ভূমিপালকঃ । ততঃ স রজয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং তদা ॥ ২৩ ॥ পিতা
বিরজিতা তস্ত তেন সা পরিপালিতা । ততো রাজেতি শব্দোহস্ত পৃথিব্যাং রজনাদভূৎ ॥ ২৪ ॥ স
রাজ্যং প্রাপ্য বৈনস্ত চিত্তয়ামাস পার্থিবাঃ । পিতা মম অধর্শিষ্টৌ যজ্ঞবিচ্ছিত্তিকরকঃ ॥ ২৫ ॥
কথং তস্য ক্রিয়া কার্য্য পরলোকস্থধাবহা । ইত্যেবং চিত্তয়ানস্ত নারদোহভ্যাজগাম হ ॥ ২৬ ॥
তন্মৈ স চাসনং দত্তা প্রণিপত্য চ পৃষ্টবান্ । ভগবন্ সৰ্বলোকেশ জ্ঞানাসি যঃ শুভাশুভঃ ॥ ২৭ ॥
পিতা মম ছরাচারো দেবতাস্তপনিন্দকঃ । স্বধর্ম্মবহিতৌ বিপ্র পরলোকমংপূর্য্য ॥ ২৮ ॥ ততো
হব্রবীন্নারদস্তঃ স্ততঃ দিব্যেন চক্ষুষা । শ্লেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্নঃ কয়কুষ্ঠসমম্বিতঃ ॥ ২৯ ॥ তচ্ছূড়া

এই কথা কণগোচর করিয়া, বেণ কোধদৃষ্টিসঞ্চালন সহকারে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কেহই দান বা যজ্ঞ করিতে পাইবে না । তিনি কোধে মুচ্ছিত হইয়া, এইরূপ কহিলে, ঋষিগণ সকলে জাতকোধ হইয়া ॥ ১৫ ॥ তাঁহারে ব্রহ্মসমম্বিত মজ্জপুত কুশসমূহ দ্বারা নিহত করিলেন । তখন রাজ্য অরাজক হইলে, অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ১৭ ॥ তন্নিবন্ধন, লোক সকল দম্ব্যগণ কর্তৃক পীড়ামান হইয়া, ঐ সকল ঋষির শরণাপন্ন হইল । তদর্শনে ঋষিগণ সকলে মিলিয়া, বেণের কর মস্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ সেই সব কর মম্বিত হইলে, তাহা হইতে ব্রহ্মদর্শন পুরুষ প্রোদ্বৃত্ত হইল । ঋষিগণ তাহাকে কহিলেন, তুমি নিষীদ অর্থাৎ নিষন্ন হও ॥ ১৯ ॥ ঐ পুরুষ হইতে বেণের কল্মষসম্বৃত নিষাদ সকল সমুৎপন্ন হইল । অনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মস্থন করিলেন ॥ ২০ ॥ দক্ষিণ কর মম্বমান হইলে, তাহা হইতে অপর পুরুষ প্রোদ্বৃত্ত হইল । ঐ পুরুষ বৃহৎপর্কতপ্রতিম ও দিব্যালক্ষণলক্ষত ॥ ২১ ॥ তদীয় হস্ত ধনুর্ক্ষাণাঙ্কিত ও চক্রধ্বজসংযুক্ত । সর্বাসব সমস্ত অমরবর্গ সেই উৎপন্ন পুরুষকে অবলোকন করিয়া, তাহারে পৃথিবীতে ভূমিপাল রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তদীয় পিতা বেণ পৃথিবীর বিরসা সমুৎপাদন করিয়াছিলেন । তিনি তাঁহাকে পালন করিতে লাগিলেন । এইরূপে পৃথিবীর রঞ্জন করাতে তাহার নাম রাজা হইল ॥ ২৪ ॥ সেই বেণতনয় রাজ্য প্রাপ্ত ও রাজা হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, মদীয় পিতা নিতান্ত অধাৰ্ম্মিক ছিলেন এবং যজ্ঞ সকলের উৎসাদন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ কিরূপে কীদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার পরলোকে সুখভোগ হইতে পারে ? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারদ সমাগত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন তিনি দেবর্ষিকে বসিতে আসন দিয়া, প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি সকল লোকেই শুভাশুভ সবিশেষ বিদিত আছেন ॥ ২৭ ॥ মদীয় পিতা ছরাচার, বেদনিন্দক ও স্বধর্ম্মবিবর্জিত ছিলেন । তদবস্থাতেই তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ দেবর্ষি নারদ দিবা দৃষ্টি সহায়ে অবগত হইয়া, তাহাকে কহিলেন, তোমার পিতা শ্লেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্ন ও কয়কুষ্ঠসমম্বিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

বচনং তস্ম নারদস্য মহাত্মনঃ । চিন্তয়ামাস হৃৎখ্যাত্তঃ কথং কার্যং যয়া ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ইত্যেবং
চিন্তয়ানস্য মতির্জ্ঞাতা মহাত্মনঃ । পুত্রঃ স কথ্যতে লোকে যঃ পিতৃঃ স্মারতে ভয়াৎ । এবং
সন্ধিস্ত্য স তদা নারদং পৃষ্টবাসুনিং ॥ ৩১ ॥

নারদ উবাচ । গচ্ছ স্বং তস্ম তং দেশং তীর্থেষু কুরু নিৰ্মলং । যত্র স্নাতো মহতীর্থং সরঃ
সঙ্গিহিতং প্রতি ॥ ৩২ ॥ এতচ্ছ্রদ্ধা তু বচনং নারদস্য মহাত্মনঃ । চিন্তয়ামাস তং দেশং রাজা
স চ জগামহ ॥ ৩৩ ॥ স গতা উত্তরং দেশং শ্লেচ্ছমধ্যে দদর্শ হ । কুষ্ঠরোগেণ তং বীক্য ক্ষয়েণ
চ সমর্ষিতং ॥ ৩৪ ॥ ততঃ শোকেন মহতা সংতপ্তো বাক্যমব্রবীৎ । হা শ্লেচ্ছা নৌম পুরুষং স্বগৃহঞ্চ
নয় ম্যহং ॥ ৩৫ ॥ তত্রাহমেনং নিরুজং করিষ্যে যদি মস্তথ । তথেনি সর্কতো শ্লেচ্ছাঃ পুরুষং তং
দয়াপরং ॥ ৩৬ ॥ উতুঃ প্রণতসর্কাজা যথা জানাসি তৎ কুরু । ততঃ আনীয় পুরুষ ন শিবিকা-
বাহনোচিতান্ ॥ ৩৭ ॥ দত্তা শুক্লং দ্বিগুণং স্নুধেনানীয়তাং দ্বিজঃ । ততঃ শ্রদ্ধা তু বচনং তস্ম
রাজ্ঞো দয়াবতঃ ॥ ৩৮ ॥ গৃহীত্বা শিবিকাং কিপ্রং কুরুক্ষেত্রেণ যাস্তি তে । তত্র নীত্বা স্থাগুতীর্থমব-
তীৰ্ণ্য ততো গতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ সর জা মধ্যাহ্নে তং প্রাপয়িতু মুদ্যতঃ । ততো বায়ুরন্তরিক্ষে
ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ যা তাত সাহসকাবীস্তীর্থং রক্ষ প্রযত্নতঃ । জয়ং পাপেন ঘোরেন
অতীবপরিবেষ্টিতঃ ॥ ৪১ ॥ বেদনিন্দা মহৎ পাপং তস্যাস্তো নৈব লভ্যতে । সোঃ স্নাতো
মহতীর্থং নাশদিষ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ এতদ্বারোক্শচঃ শ্রদ্ধা হৃৎখেন মহতীৰ্ষিতঃ । উবাচ
শোকসন্তপ্তস্তস্য হৃৎখেন হৃৎখিতঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেহহং যদদিষ্যন্ত দেবতাঃ । ততস্তা

মহাত্মা নারদের এই কথা শুনিয়া, তিনি অতিমাত্র হুঃখিত হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন,
আমার এখন কি করা কর্তব্য ? ৩০ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সেই মহাত্মার মনে
হইল, তাহাকেই পুত্র বলে, যে পিতাকে ভয় হইতে পরিভ্রাণ করে ॥ ৩১ ॥ এইপ্রকার
চিন্তানন্তর তিনি দেবদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩১ ॥

দেবদ্বি কহিলেন, তুমি তীর্থ সকলে গমন করিয়া, তদীয় দেহ মিমগ্র কর । সরঃসান্নিধ্যে
যে মহাতীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, শুদ্ধিসংঘটন হইবে ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা নারদের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তিনি মনে মনে শ্লেচ্ছদেশের চিন্তা করিতে
লাগিলেন । অনন্তর সেখানে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি উত্তর দেশে গমন করিয়া, শ্লেচ্ছ-
মধ্যে দেখিলেন, পিতা কুষ্ঠরোগে ও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ তদর্শনে
শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হা শ্লেচ্ছগণ ! আমি নমস্কার করিতেছি । এই পুরুষকে
নিজ গৃহে লইয়া যাইব ॥ ৩৫ ॥ যদি তোমাদের অভিমত হয়, ত হা হইলে তথায় লইয়া গিয়া,
ইহাং রোগমুক্ত করিব । শ্লেচ্ছগণ সেই দয়াপর রাজার কণায় সন্মত হইল ॥ ৩৬ ॥ এবং
সর্কাজে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যাহা জানেন, তাহাই করুন । তখন বেগতনয় শিবিকা-
বাহক পুরুষদিগকে আনয়ন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ দ্বিগুণ শুক্ল দানপূর্বক কহিলেন, ইহাকে স্নুধে লইয়া
চল । তাহার দয়াবান রাজার কথা শুনিয়া ॥ ৩৮ ॥ শিবিকা গ্রহণ করিয়, নতরে কুরুক্ষেত্রে
লইয়া চলিল । এবং তথায় আনয়ন করিয়া, স্থাগুতীর্থে অবতরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান
করিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর রাজা মধ্যাহ্নে তাঁহারে স্নান করাইতে উদ্যত হইলে, বায়ু অন্তরিক্ষে
থাকিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তাত ! এই সাহসের কার্যে প্রবৃত্ত হইও না ।
প্রযত্নপূর্বক তীর্থ রক্ষা কর । এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর পাপে অতিমাত্র পরিবেষ্টিত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥
বেদনিন্দা মহাপাপ, তাহার অন্ত লাভ হওয়া দুর্ঘট । অতএব এই ব্যক্তি স্নান করিলেই, তৎ-
ক্ষণাৎ এই মহাতীর্থ বিনষ্ট করিবে ॥ ৪২ ॥ রাজা বায়ুর এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অতিমাত্র
হুঃখিত হইলেন । এবং তদীয় হৃৎখে হুঃখিত হইয়া, শোকসন্তপ্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবতাঃ সৰ্ব্বা ইদং বনমক্রবন্ ॥ ৪৪ ॥ স ত্বা স ত্বা চ তীৰ্থে হমভিষিক্তস্য বাহিণা । আগমো
লুপ্তনং বাবৎ প্রিকূলাং সরস্বতীং ॥ ৪৫ ॥ স ত্বা মুক্তিমবাগ্নোতি পুরুষঃ স্রজরাধিতঃ ।
এষ স্বপোষণপরো দেবদূষণতঃপরঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রাঙ্কণৈশ্চ পরিত্যক্তো মৈব শুদ্ধ্যতি কৰ্হিচৈৎ ।
তস্মাদেনং সমুদ্ভিষ্ট স ত্ব তীৰ্থেবু ভক্তিহতঃ ॥ ৪৭ ॥ অভিষিক্তস্য তোষেন ততঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ।
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা বৃত্বা তস্যাপ্রমত্ততঃ ॥ ৪৮ ॥ তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজা উদ্ভৃষ্ট জনকং স্বকং ।
স তেষাপ্রবনং কূৰ্জঃস্তীৰ্থেবু চ দিনে দিনে ॥ ৪৯ ॥ অভ্যধিক শ্রুৎ পিতরং তীর্থতোয়েন নিত্যশঃ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু সারমেয়ো জগাম হ ॥ ৫০ ॥ স্বাগোষ্ঠ্যঠে কোলপতির্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা ।
পরিগ্রহস্য জ্রব্যস্য পরিপ লয়তা সয়া ॥ ৫১ ॥ প্রিঙ্ক সৰ্বলোকেবু দেবকার্যপরায়ণঃ । তেষ্টবং
বর্জমানস্য ধর্মমার্গে স্থিতস্য চ ॥ ৫২ ॥ কালেন চলিতা বুদ্ধির্দেবদ্রব্যস্য নাশনে । তেনা-
ধর্ম্যেণ যুক্তস্য পরলোকগতস্য চ ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্ট্বা যমোহব্রবীদ্যাক্য শ্বযোনিং ব্রজ মাচিরং ।
তদ্বা নানন্তঃ জাতঃ শ্বা বৈ সৌগন্ধিকে বনে ॥ ৫৪ ॥ ততঃ কালেন মহতাশ্বযুধপরিবারিতঃ ।
প রভূতঃ সারমেয়ো হুঃখেন মহতা বৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্যক্ত্বা দ্বৈতবনং পুণ্যং সান্নিহত্যঃ যযৌ সরঃ ।
তস্মিন্ শ্ববিষ্টে মাংসস্ত স্বাগোষ্ঠ্যেব প্রসাদতঃ ॥ ৫৬ ॥ অতীব ভয়য়া যুতঃ সরস্বত্যাং মমজ্জ হ ।
তত্র সংপ্লুতদেহস্ত বিযুক্তঃ সৰ্ব্ব কষ্টৈষে ॥ ৫৭ ॥ আহারলোভেন তদা প্রবিবেশ কুলং সঠং ।
প্রবিশন্তঃ তদা দৃষ্ট্বা শ্বানং ভয়সম্বৃতঃ ॥ ৫৮ ॥ স তং পরস্পর্শ শনকৈঃ শ্বাগুণীর্থে মমজ্জ হ ।
পতিতঃ পূর্বতীৰ্থেবু বক্রৈষে যিষে চ ॥ ৫৯ ॥ শুনোহস্য গাত্রসংভূতৈরর্কিন্দুভিঃ স সিকিতঃ ।

এই ব্যক্তি ঘোর পা.প অতিমাত্র পরিবেষ্টিত নহেন । অতএব দেবগণ যেক্রপ বলিবেন, তদনু-
রূপেই আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব । তখন দেবগণ বক্ষ্যমাণ বাণ্যে কহিলেন ॥ ৪৪ ॥ তুমি প্রত্যেক
তীর্থ স্নান করিয়া, স্বকীয় সলিলে ইহারে অভিষিক্ত কর । যাবৎ পাপের ক্ষয় না হয়, তাবৎ প্রতি-
কূলবাহিনী সরস্বতীতে ॥ ৪৫ ॥ শ্রদ্ধানহকাণে স্নান করিলে, লোকে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।
এই ব্যক্তি আত্মপোষণপর ও দেবদূষণতঃপর ॥ ৪৬ ॥ তজ্জন্ত ত্রাঙ্কণগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে,
কখন শুদ্ধিলাভ করিবে না । অতএব শ্রয়ঃ ইহার উদ্দেশে তুমি তীর্থ সঙ্গলে ভক্তিপূর্বক ॥ ৪৭ ॥
স্নান করি । সলিল দ্বারাই ইহারে অভিষিক্ত কর ; তাহা হইলেই সর্বথা শুদ্ধি সম্পন্ন হইবে ।
রাজা দেবগণের এই কথা শুনিয়া, তাহার জন্ত আশ্রম নির্মাণ করিয়া ॥ ৪৮ ॥ আপনার সেই
জনকের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিলেন এবং প্রতিদিন সেই সকলে স্নান ॥ ৪৯ ॥ এবং স্বীয় পিতাকে
নিত্য অভিষেক ক্রিতে লাগিলেন । এই সময় এক কুকুর শ্বাগুণ্যে গমন করিল । সে পূর্বে
কোলগণের অধিনায়ক ছিল । দেবদ্রব্যের রক্ষা ও সর্বদা তজ্জন্ত জ্রব্যের পরিগ্রহ
করিত ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ এবং দেবকার্যপরায়ণ ও তজ্জন্ত সকল লোকের প্রিয় ছিল । এইরূপে
ধর্মমার্গে অস্থানপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে ॥ ৫২ ॥ কালসংকার দেবদ্রব্যের
বিনাশসাধনে তাহার মতি হইল । ঈদৃশ অধর্ম্যে ব্যাপৃত হওয়াতে, মৃত্যু তাহারে আক্রমণ
করিল ॥ ৫৩ ॥ সে পরলোকে গমন করিলে, যম তাহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এখনই
কুকুরযোনি লাভ কর । তাহার বাক্যের অবসানেই সে সৌগন্ধিকবনে কুকুর হইয়া জন্মিল ॥ ৫৪ ॥
অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, সে কুকুরযুগে পরিবৃত ও পরিভূত হইয়া, একান্ত হুঃখাক্রান্ত
হুদয়ে ॥ ৫৫ ॥ দ্বৈতবনঃপ্র্যাগ করিয়া, সান্নিহত্য সরে গমন করিল । তথায় প্রবেশ করিবামাত্র
শ্বাগুর প্রসাদে ॥ ৫৬ ॥ অতীব পিপাসায়ুক্ত হইয়া সরস্বতীতে মগ্ন হইল । তদীয় কলেবর সরস্বতী-
সলিলে পরিপ্লুত হইলে, সমুদায় পাপ দূরে গমন করিল ॥ ৫৭ ॥ তখন আহারলোভে কুলমঠে
প্রবিষ্ট হইল । তথায় সে ভীতচিত্তে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া ॥ ৫৮ ॥ বেণ ধীরে ধীরে তাহারে
স্পর্শ করিয়া, শ্বাগুণীর্থে মগ্ন হইলেন । পূর্বতীর্থ সকলে পতিত ও তাহাদের জলবিন্দুতে পরি-

বিরক্তচিত্তঃ স ত্বনঃ কপেন চ ততঃ পরং ॥ ৬০ ॥ স্বাগুতীর্থস্য মাহাত্ম্যাস্তে ন পুত্রেন চ তারিতঃ ।
নিরন্তরং তৎক্ষণাৎ জাতো দিব্যদেহসমবৃত্তঃ । প্রণিপত্য তদা স্বাগুঃ স্তুতিং কৰ্ত্তুং প্রচক্রে ॥ ৬১ ॥

বেণ উবাচ । . প্রপদ্যে দেবমীশানং ভাসজং চন্দ্রভূষণং । মহাদেবং মহাত্মানং বিশ্বস্য
অগতঃ পতিং ॥ ৬২ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ সৰ্ব্বশত্রুনিবৃদ্ধন । দেবেশ বলিবিষ্টেভ্যনু দেবৈ-
দৈত্যৈশ্চ পূজিত ॥ ৬৩ ॥ বিরূপাক্ষ সহস্রাক্ষ যক্ষ যক্ষেশ্বরপ্রিয় । সৰ্ব্বতঃ পাবিপাদ যঃ
সৰ্ব্বতঃ হৃদিশিরোমুখ ॥ ৬৪ ॥ সৰ্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাবৃত্যতিষ্ঠসি । শঙ্কুকর্ণমহাকর্ণ
কুন্তকর্ণাৰ্ণবালয় ॥ ৬৫ ॥ গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমস্ত তে । শতজিহ্বা শতাবর্ভ শতৌদর
শতানন ॥ ৬৬ ॥ গায়ন্তি ত্বাং গায়ত্রিণে । অর্কশত্ৰুর্কর্মকিণঃ । ব্রহ্মাণং হাশতক্রতোরুধ্বঃ
স্বামিহ মেনিরে ॥ ৬৭ ॥ মূর্তৌ হি তে মহামূর্তে সমুদ্রাস্ত ধরতথা । দেবতাঃ সৰ্ব্ব এবাত্ম
গোষ্ঠে গাব ইদাসতে ॥ ৬৮ ॥ শরীরে তব পশ্যামি সোমমগ্নং অমেশ্বরং । নারায়ণং তথা সূর্য্যং
ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং ॥ ৬৯ ॥ ভগবন্ কাশ্যং কৰ্ণাং ক্রিয়া ক রণমেব তৎ । প্রভবঃ প্রলয়শ্চৈব
সদসচ্চাপি দৈবতং ॥ ৭০ ॥ নমো ভবায় শর্কর বরদায়োগ্রকর্ণপণে । অঙ্ককাস্মরহস্তে চ
পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭১ ॥ ত্রিঙটায় ত্রিশীর্ষায় ত্রিশূলাসক্তপাণয়ে । ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায়
ত্রিপুরায় নমোহস্ত তে ॥ ৭২ ॥ নমো দণ্ডায় চণ্ডায় অণ্ডায়োৎপত্তিহেতবে । ত্রিণ্ডিমাসক্ত-
হস্তায় দণ্ডমুণ্ডায় তে নমঃ ॥ ৭৩ ॥ নমোঈকেশদংষ্ট্রায় শুক্রায় বিকৃতায় চ । ধূমলোহিত-

সেচিত ॥ ৫৯ ॥ এবং অধুনা ঐ কুকুরের গাত্রসমুত্ত সলিলকণায় সংসক্তি হওয়াতে, তিনি কণমধ্যে
সংসারে বিরক্তচিত্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে স্বাগুতীর্থের মাহাত্ম্যে পুত্রবর্জক উদ্ধারলাভ
হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহসমবৃত্ত ও জিতাত্মা হইয়া উঠিলেন । তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক
স্বাগুর স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তুমি দিব্যলীলাবিগ্রহ ও সকলের নিরুদ্ভা এবং চন্দ্র
ভূষণ । আমি তোমার শরণাপন্ন হই । তুমি মহাদেব, মহাত্মা ও বিশ্বজগতের পতি ; আমি
তোমার শরণাপন্ন হই ॥ ৬২ ॥ হে দেবদেবেশ ! হে সৰ্ব্বশত্রুবিনাশন ! তুমি দেবগণেরও
ঈশ্বর ; তুমি বলবান্দিগকে বিষ্টক করিয়া থাক এবং দেব ও দৈত্যগণ তোমার পূজা করেন ।
তোমারে নমস্কার করি ॥ ৬৩ ॥ তুমি বিরূপাক্ষ, সহস্রাক্ষ ও ত্রিলোচন । তুমি যক্ষেশ্বরের
পরমপ্রীতিভাজন । সকল দিকেই তোমার পাবিপাদ বিস্তৃত । তোমার অক্ষি, মুখ ও মস্তকও
বিশ্বে তদাদি তদন্ত বাপিয়া আছে ॥ ৬৪ ॥ তুমি সংসারে সৰ্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ এবং সমুদ্রায়
আবৃত করিয়া, বিজ্ঞা করিতেছ । তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, কুন্তকর্ণ ও অর্ণবালয় ॥ ৬৫ ॥ তুমি
গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ ; তোমারে নমস্কার । তুমি শতজিহ্বা, শতাবর্ভ, শতৌদর ও
শতানন ॥ ৬৬ ॥ গায়ত্রীর উপাসকগণ তোমার মহিমা গান করেন ও অর্কের উপাসকগণ
অর্করূপী তোমার স্তব করিয়া থাকেন । তুমি ব্রহ্মস্বরূপ ও শতব্রতুর উর্দ্ধে বিরাজমান বলিয়া
পরিগণিত হও ॥ ৬৭ ॥ তুমি মহামূর্তি । গোষ্ঠে গো সকলের ন্যায়, তোমারই মূর্তিতে সমুদ্র
সকল, দেবতা সমগ্র ও এই সমস্ত মেদিনীমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬৮ ॥ আমি তোমার শরীরে
সোম, অগ্নি, বরুণ নারায়ণ, সূর্য্য, ব্রহ্মা, তথ, বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬৯ ॥ হে
ভগবন্ ! তুমিই কারণ ও কাৰ্য্য । তুমিই ক্রিয়া ও তাহার কৰ্ত্তা । তুমিই সৃষ্টি ও প্রলয় ।
তুমিই সদসৎ ও তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৭০ ॥ তুমি ভব, শর্কর, বরদ ও উগ্ররূপী ; তোমাকে
নমস্কার । তুমি অঙ্ককাস্মরের নিহতা ও পশুগণের পতি ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭১ ॥
তুমি ত্রিঙট ও ত্রিশীর্ষ । তুমি ত্রিশূলাসক্তপাণি, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র ও ত্রিপুরনিহতা ; তোমারে
নমস্কার ॥ ৭২ ॥ তুমি দণ্ডস্বরূপ, চণ্ডস্বরূপ, অণ্ডস্বরূপ এবং উৎপত্তির শেতুস্বরূপ ; তোমাকে
নমস্কার । তুমি ত্রিণ্ডিমাসক্তহস্ত ও দণ্ডমুণ্ড ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৩ ॥ তুমি ঈকেশ ও

কৃষ্ণায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ ॥ ৭৪ ॥ নমোহস্ত্রতিরূপায় বিরূপায় শিবায় চ । সূর্য্যামালায়
সূর্য্যায় স্বরূপধ্বজমালিনে ॥ ৭৫ ॥ নমো নানাভিযামায় নমঃ পটুতরায় চ । নমঃ গণেশনাথায়
বৃষভাকায় ধ্বজিনে ॥ ৭৬ ॥ সংক্ৰন্দনায় চণ্ডায় পর্ণধারপুটায় চ । নমো হিরণ্যবর্ণায় নমঃ কনক-
বর্চ্চসে ॥ ৭৭ ॥ নমঃ স্তুতায় স্তুতায় স্তুতিহায় নমোহস্ত তে । সর্ব্বায় সর্ব্বভক্ষায় সর্ব্বভূত-
শরীরিণে ॥ ৭৮ ॥ নমো হোত্রে চ হস্ত্রে চ সিন্তোদগ্রপতাকিক্রে । নমো ভুয়ায় মস্ত্রায় নমঃ
কটকটায় চ ॥ ৭৯ ॥ নমোহস্ত কৃশনাশায় শরিতায়োখিতায় চ । স্থিতায় ধামসারায় মুণ্ডায়
কুটিলায় চ ॥ ৮০ ॥ নমো নর্ত্তনশীলায় লয়বাদিত্রশালিনে । নাটোপহারলুকার মুখবাদিত্র-
শালিনে ॥ ৮১ ॥ নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বলাতিবলঘাতিনে । কালনাশায় কালায় সংসার-
ক্ষয়রূপিণে ॥ ৮২ ॥ হিমবদ্ভুতুর্ভূত্রে ভৈরবায় নমোহস্ত তে । উগ্রায় চ নমো নিত্যঃ নমোহস্ত
দশবাহবে ॥ ৮৩ ॥ চিত্তিভয়প্রিয়ায়ৈব কপালাসক্তপাণয়ে । ত্রিভীষণায় ভীষ্মায় হিমব্রত-
ধরায় চ ॥ ৮৪ ॥ নমো বিকৃতবক্ত্রায় বক্রপ্রান্তোঃপ্রদৃষ্টয়ে । পকামমাংসলুকার ভূম্বীবীণাশ্রিয়ায়
চ ॥ ৮৫ ॥ নমো বৃষাক্ষবৃষ্টায় গোমিহে নমতে নমঃ । কটং কটং ভুয়ায় নমঃ পচপচায়
চ ॥ ৮৬ ॥ নমঃ সর্ব্ববরিষ্ঠায় বরাধ বরদায়িনে । নমো বিরক্তবক্ত্রায় ভাবনারাক্ষমালিনে ॥ ৮৭ ॥
বিভেদভেদভিন্নায় ছায়ায়ৈ তপনায় চ । অঘোরঘোররূপায় ঘোরবোরতরায় চ ॥ ৮৮ ॥ নমঃ
শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততমায় চ । বহুনেত্রকপালায় একমূর্ত্তে নমোহস্ত তে ॥ ৮৯ ॥ নমঃ

উর্দ্ধদংষ্ট্রঃ ; ভূমি শুক্র ও বিকৃতিস্বরূপ । ভূমি ধূম্র, লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ ও নীলগ্রীব ; তোমাকে
নমস্কার ॥ ৭৪ ॥ ভূমি অস্ত্রতিরূপ, বিরূপ ও শিবস্বরূপ । ভূমি সূর্য্যামাল ও সূর্য্যাস্বরূপ এবং
স্বরূপধ্বজমালায় অলঙ্কৃত ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৫ ॥ ভূমি বহুরূপ ও অভিযামস্বরূপ ; তোমাকে
নমস্কার । ভূমি পটুতর ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৬ ॥ ভূমি সংক্ৰন্দন ও পর্ণধারপুট এবং চণ্ড-
স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । ভূমি হিরণ্যবর্ণ ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি কনকবর্চ্চাঃ ; তোমাকে
নমস্কার ॥ ৭৭ ॥ ভূমি স্তুত, স্তুত্যা ও স্তুতিহ ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি সর্ব্ব, সর্ব্বভক্ষ ও
সর্ব্বভূতশরীরী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৮ ॥ ভূমি হোতা, হস্তা ও সিন্তোদগ্রপতাকী ; তোমাকে
নমস্কার । ভূমি নমস্বরূপ ও মস্ত্রস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি কটকটস্বরূপ ; তোমাকে
নমস্কার ॥ ৭৯ ॥ ভূমি কৃশনাশ, শরিত ও উখিত ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি স্থিত, ধাম-
সার, মুণ্ড ও কুটিল ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮০ ॥ ভূমি নর্ত্তনশীল ও লয়বাদিত্রশালী, তোমাকে
নমস্কার । ভূমি নাটোপহারলুকার ও মুখবাদিত্রশালী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮১ ॥ ভূমি জ্যেষ্ঠ,
শ্রেষ্ঠ, বলাতিবলঘাতী, কালনাশক, কালস্বরূপ ও সংসারক্ষয়রূপী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮২ ॥
ভূমি হিমালয়স্থিত র ভর্ত্তা ও ভৈরব ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি উগ্র ; তোমাকে নিত্য
নমস্কার করি । ভূমি দশবাহ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৩ ॥ ভূমি চিত্তিভয়প্রিয় ও কপাল-
সক্তপাণি ; ভূমি ত্রিভীষণ ও ভীষ্ম এবং হিমব্রতধর ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥ ভূমি বিকৃত-
বক্ত্র ও বক্রপ্রান্তোঃপ্রদৃষ্টি তোমাকে নমস্কার । ভূমি পক ও আমমাংস লুকার । ভূমি
ভূম্বী ও বীণাশ্রিয় ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৫ ॥ ভূমি বৃষাক্ষবৃষ্ট ও গোমিহ ; তোমাকে নমস্কার ।
ভূমি কটংকট ও পচপচ এবং ভীমস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৬ ॥ ভূমি সর্ব্ববরিষ্ঠ, বরদায়ী
ও বরস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি বিরক্তবক্ত্র, ভাবন ও অক্ষমালী ; তোমাকে নম-
স্কার ॥ ৮৭ ॥ ভূমি বিভেদভেদভিন্নস্বরূপ এবং ছায়া ও তপনস্বরূপ ; ভূমি অঘোর ও ঘোররূপ ;
ভূমি ঘোর ও ও ঘোরতরস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৮ ॥ ভূমি শিব ও শান্তস্বরূপ ; তোমাকে
নমস্কার । ভূমি শান্ততম ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি বহুনেত্রকপালস্বরূপ ; ভূমি একমূর্ত্তি ;
তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥ ভূমি ক্ষুদ্র, লুকার ও যজ্ঞভাগপ্রিয় ; তোমাকে নমস্কার । ভূমি

দেবদেবেণ ভূতখামশচুর্বিধঃ । ১০৫ ॥ অষ্টো চরাচরস্যাস্য পাতা হস্তা তথৈব চ । তামাহ-
ব্রহ্মবিদ্যাংসঃ পরং ব্রহ্ম বিদ্যাংতিঃ ॥ ১০৬ ॥ মনসঃ পরমং জ্যোতির্জ্যোতিষঃ জ্যোতিষামপি ।
হংসো বৃক্ষো মধুকরঃ প্রোহুতঃ ব্রহ্মবাদনঃ ॥ ১০৭ ॥ যজ্ঞেষ্টকঃ শ্রেষ্ঠকশ্চ তামাহমুনিস্তথা ।
পঠাসে স্তুতিভিনিতাং বেদোপনিষদাং গঠৈঃ ॥ ১০৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণাবরা-
শ্চবে । ইমেব মেঘসংঘাশ্চ বিহ্যতোহশনিগজ্জিতঃ ॥ ১০৯ ॥ সখৎসরস্বতবো মাসো
মাসার্দ্ধমেব চ । যুগা নিমেষাঃ কাষ্ঠাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহা বলাঃ ॥ ১১০ ॥ বৃক্ষাণাং ককুভোসি তং
গিরীণাং হিমবান্ গিরিঃ । ব্যাঘ্রো মৃগাণাং পততাং তাক্ষোহনন্তশ্চ ভোগনাং ॥ ১১১ ॥
কীরোদোপ্যদধীনাঞ্চ যজ্ঞাণাং ধনুঃশ্চৈব চ । বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমেব চ ॥ ১১২ ॥
ইমেব দ্বেষ ইচ্ছা চ রাগো মোক্ষঃ ক্ষমাস্থমে । ব্যবসায়ো ধৃতির্লোভঃ কামক্রেধো জয়াজয়ৌ ॥ ১১৩ ॥
অং শরী তং গদী চাপি খট্টাঙ্গী চ শরাসনী । ছেত্তা ভেত্তা প্রহর্ষা মমতা নেতা সনাতনঃ ॥ ১১৪ ॥
দশলক্ষসংযুক্তা ধর্মোহর্থঃ কাম এব চ । সমুদ্রাঃ সারিতো গঙ্গা পর্বতাস্তে সরাংসি চ ॥ ১১৫ ॥
লতা বল্ল্যস্তপোষধ্যাঃ পশবো মৃগপক্ষিণাঃ । পৃথুকর্মণ্ডণারন্তঃ কালঃ পুষ্পফলপ্রদঃ ॥ ১১৬ ॥
আদিশ্চ স্তশ্চ বেদানাং গায়ত্রী প্রণবস্তথা । লোহিতো হরিতো নীলঃ কৃষ্ণঃ পীতঃ সিতস্তথা ॥ ১১৭ ॥
কক্ৰশ্চ কপিলশ্চৈব কপোতো মেচকস্তথা । সর্পশ্চাপাবর্ণশ্চ কর্ভাহর্ভা ইমেব হি ॥ ১১৮ ॥
ইমশ্চ যমশ্চৈব বক্রণো ধনদোনিলাঃ । উপপ্লবস্তত্র ভানুঃ স্বর্ভানুভানুরেব চ ॥ ১১৯ ॥
শিষ্যা হোত্রঃ ত্রিসৌপর্ণঃ যজুষাং শতকৃদ্রিয়ঃ । পাবিত্র্যপবিত্র্যণং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং ॥ ১২০ ॥
তিন্দুকো গিরিজো বৃক্ষো মৃগাঞ্চাখিলজীবনাং । প্রাণাঃ সত্যঃ রজশ্চৈব তমশ্চ প্রতিপৎ

স্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি দেব ও দেবগণেরও ঈশ্বর । তোমাকে নমস্কার ॥ ১০৫ ॥
তুমি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, পাতা ও সংহর্তা । বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গ তোমাকেই পর ব্রহ্ম ও
ব্রহ্মবিদ্যগণের গতি বলিয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥ তুমি মনের পরম জ্যোতিঃ ও জ্যোতিঃগণেরও
জ্যোতিঃস্বরূপ । ব্রহ্মবাদীরা তোমাকে হংস, বৃক্ষ ও মধুকর নামে নির্দেশ করেন ॥ ১০৭ ॥
মুনিগণ তোমাকে যজ্ঞেষ্টক ও শ্রেষ্ঠক বলিয়া থাকেন । বেদ ও উপনিষদ্ সহায়ে নিত্য তোমার
স্তুতি পাঠ করা হয় ॥ ১০৮ ॥ তুমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বর্ণসমূহ ।
তুমিই মেঘসংঘ । তুমিই বিহুৎপুঞ্জ এবং তুমিই অশনিগজ্জেন ॥ ১০৯ ॥ তুমিই সংসার, ঋতু,
মাস ও মাসার্দ্ধ । তুমিই যুগ নিমেষ, কাষ্ঠা, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ ॥ ১১০ ॥ তুমিই বৃক্ষগণের মধ্যে
ককুভ, গিরিগণের মধ্যে হিমালয়, মৃগগণের মধ্যে ব্যাঘ্র, পক্ষগণের মধ্যে তাক্ষ ও সর্পগণের
মধ্যে অনন্ত ॥ ১১১ ॥ তুমিই উদধি সকলের মধ্যে কীরোদ, যজ্ঞ সকলের মধ্যে ধনু, প্রহরণ
সকলের মধ্যে বজ্র ও ব্রত সকলের মধ্যে সত্য ॥ ১১২ ॥ তুমিই দ্বেষ, ইচ্ছা, রাগ, মোক্ষ, ক্ষমা ও
অক্ষম । তুমিই ব্যবসায়, ধৃতি, লোভ, কাম, ক্রোধ ও জয়াজয় ॥ ১১৩ ॥ তুমিই শরী । তুমিই
গদী । তুমিই খট্টাঙ্গী ও শরাসনী । তুমিই ছেত্তা, ভেত্তা, প্রহর্ষা, মতা ও অবিনাশীস্বরূপ ॥ ১১৪ ॥
তুমিই দশলক্ষসংযুক্ত ধর্ম । তুমিই অর্থ ও কাম । তুমিই সমুদ্র, সারিত, গঙ্গা, পর্বত ও সরোবর
সমূহ ॥ ১১৫ ॥ তুমিই বাণতীব লতা ও বল্লী । তুমিই সমুদায় তণ ও ওষধি । তুমিই সমস্ত
পশু, মৃগ ও পক্ষী স্বরূপ । তুমিই পৃথুকর্মণ্ডণারন্ত ও পুষ্পফলপ্রদ কাল ॥ ১১৬ ॥ তুমিই লোহিত,
হরিত, নীল, কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত স্বরূপ ॥ ১১৭ ॥ তুমিই কক্ৰ, কপিল, কপোত ও মেচক বর্ণ ।
তুমিই সর্প ও অবর্ণ । তুমিই কর্ভা ও হর্ভা ॥ ১১৮ ॥ তুমিই ইন্দ্র, চন্দ্র, বক্রণ, কুবের ও বহ্নি ।
তুমিই উপপ্লব, সূর্য্য, স্বর্ভানু ও ভানু ॥ ১১৯ ॥ তুমিই শিষ্যা, হোত্র, ত্রিসৌপর্ণ, ও শতকৃদ্রিয় ।
তুমিই পবিত্র সকলের পবিত্র ও মঙ্গল সকলেরও মঙ্গল স্বরূপ ॥ ১২০ ॥ তুমিই তিন্দুক ও অখিল

পতিঃ ॥ ১২১ ॥ প্রাণে'হপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এষ চ । উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ ক্ষুতং জৃম্মিত-
মেব চ ॥ ১২২ ॥ লোহিতান্তর্গতে দৃষ্টির্মহাবজ্রো মহোদরঃ । শুচিরোমা হরিশ্রক্ষুর্দ্রকেশশ্চলা-
চলঃ ॥ ১২৩ ॥ গীতবাদিত্রনৃত্যজ্ঞো গীতবাদিত্রকপ্রিয়ঃ । মৎস্যো জালা জলোক শ্চ কাল-
কেলিঃ কলাকলিঃ ॥ ১২৪ ॥ অকালশ্চ বিকালশ্চ দুকালঃ কাল এব চ । মৃত্যুশ্চ মৃত্যুকর্তা চ
যজ্ঞো যজ্ঞভয়ঙ্করঃ ॥ ১২৫ ॥ সম্বর্তকো'ন্তকশ্চৈব সম্বর্তকবলাহকঃ । ঘণ্টা ঘণ্টী মহাঘণ্টী
চরী মালী চ মাতলিঃ ॥ ১২৬ ॥ ব্রহ্মহালযমায়ীনাং দণ্ডী মুণ্ডী ত্রিমুণ্ডক । চতুর্গশ্চতুর্কৈদ-
শ্চতুর্হে ত্র্যম্বর্তকঃ ॥ ১২৭ ॥ চাতুরাশ্রম্যনেতা চ চাতুর্বার্যকরস্তথা । নিত্যলক্ষপ্রিয়ো
মূর্ত্তে গণাধ্যক্ষো গণাধিপঃ ॥ ১২৮ ॥ রক্তমালাস্বরধরো গিরিকো গৈরিকপ্রিয়ঃ । শিল্পী চ
শিল্পিনাং শ্রেষ্ঠঃ সর্কশিল্পপ্রবর্তকঃ ॥ ১২৯ ॥ ভগনেত্রাক্ষশঃ শল্লুঃ পৃকো দন্তবিনাশনঃ । স্বাহা
স্বধা বষট্কারো নমস্কারো নমো নমঃ ॥ ১৩০ ॥ গূঢ়ব্রতো গুহ্যতপাস্তারকস্তারকাময়ঃ । ধাতা
বিধাতা সঙ্ঘাতা পৃথিব্যা ধবণে পরঃ ॥ ১৩১ ॥ ব্রহ্মা তপশ্চ সত্যঞ্চ ব্রতচর্য্যমথার্জবং । ভূতান্না
ভূতকৃন্তুতিভূতভব্যভবে ভু : ॥ ১৩২ ॥ ভূভুবঃ স্বশ্চতৈকৈব ব্রুবোদন্তো মহেশ্বরঃ । দীক্ষিতো-
দীক্ষিতঃ কান্তো দুর্দান্তো দান্তসম্ভবঃ ॥ ১৩৩ ॥ চন্দ্রাবর্তো যুগাবর্তঃ সম্বর্তঃ সংপ্রবর্তকঃ ।
বিন্দুঃ কামো অণুঃ সুলং কর্ণিকারঅজপ্রিয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ নন্দিমুখো ভীমমুখঃ স্মুখো দুর্মুখস্তথা ।
হিরণ্যগর্ভঃ শকু'নর্মহোরগপতির্কিরাট্ ॥ ১৩৫ ॥ অধর্ম্মহা মহাদেবো দণ্ডধারো গণোৎকটঃ ।
গোনর্দো গোপ্রতারশ্চ গোবৃষেশ্ববাহনঃ ॥ ১৩৬ ॥ ত্রৈলোক্যগোপ্তা গোবিন্দো গোমার্গো মার্গ
এব চ । স্থিরঃ শ্রেষ্ঠশ্চ স্থানুশ্চ বকোপঃ যোপ এব চ ॥ ১৩৭ ॥ দুর্কায়ুণো দুর্কিষহে দুঃসহো

জীবীগণের মুদ্রা স্বরূপ । তুমিই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও প্রতিপৎপতি ॥ ১২১ ॥ তুমিই প্রাণ, অপান,
সমান, উদান ও ব্যান । তুমিই উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুত ও জৃম্মিত ॥ ১২২ ॥ তুমিই লোহিতান্তর্গত-
দৃষ্টি, মহাবজ্র ও মহোদর । তুমিই শুচিরোম, হরিশ্রক্ষু, উর্দ্ধকেশ ও চলাচল ॥ ১২৩ ॥ তুমিই
গীত বাদিত্র ও নৃত্যজ্ঞ এবং বাদিত্রকপ্রিয় । তুমিই মৎস্য, জালা, জলোকা, কাল, কেলি ও
কলাকলি ॥ ১২৪ ॥ তুমিই অকাল, বিকাল, দুকাল ও কাল স্বরূপ । তুমিই মৃত্যু ও মৃত্যুকর্তা ।
তুমিই যজ্ঞ ও যজ্ঞভয়ঙ্কর ॥ ১২৫ ॥ তুমিই সম্বর্তক, অন্তক ও সম্বর্তকবলাহক । তুমিই ঘণ্ট,
ঘণ্টী ও মহাঘণ্টী । তুমিই চরী, মালী ও মাতলি ॥ ১২৬ ॥ তুমিই ব্রহ্মা, কাল, যম ও অগ্নি
ইহাদেব দণ্ডকর্তা । তুমিই মুণ্ডী ও ত্রিমুণ্ডী । তুমিই চতুর্গ, চতুর্কৈদ, ও চতুর্হেত্রেয়
প্রবর্তক ॥ ১২৭ ॥ তুমিই চতুরাশ্রমের নেতা ও চতুর্বার্যের প্রতিষ্ঠাতা । তুমি নিত্য লক্ষ-
প্রিয়, মূর্ত্তিমান, গণাধ্যক্ষ ও গণাধিপ ॥ ১২৮ ॥ তুমি রক্তমালা ও রক্ত বস্ত্র ধারণ কর । গিরি-
গৈরিক তোমার পরম প্রীতি সমুৎপাদন করে । তুমি শিল্পী ও শিল্পীগণের শ্রেষ্ঠ । এবং
সমুদায় শিল্পের প্রবর্তক ॥ ১২৯ ॥ তুমি ভগনেত্রাক্ষশ, শল্লু, ও পৃষার দশন বিনাশ করিয়াছ ।
তুমি স্বাহা, স্বধা, বষট্কার ও নমস্কার । তোমাকে নমস্কার—নমস্কার ॥ ১৩০ ॥ তুমি
গূঢ়ব্রত, গুহ্যতপা, তারক ও তারকাময় । তুমি ধাতা, বিধাতা ও পৃথিবীর সংধাতা ॥ ১৩১ ॥
তুমি ব্রহ্মা, তপা, সত্য, ব্রতচর্য্য ও ঋজুতা । তুমি ভূতান্না, ভূতকৃৎ, ভূত এবং ভূতভব-
ভবোদন্ত ॥ ১৩২ ॥ তুমি ভূভুবঃ ও স্বঃস্বরূপ । তুমি ঋত, ব্রুবোদন্ত ও মহেশ্বর । তুমি
দীক্ষিত, অদীক্ষিত, কান্ত, দুর্দান্ত ও দান্তসম্ভব ॥ ১৩৩ ॥ তুমি চন্দ্রাবর্ত, যুগাবর্ত, সম্বর্ত
ও সংপ্রবর্তক । তুমি বিন্দু, কাম, অণু, সুল, ও কর্ণিকারঅজপ্রিয় ॥ ১৩৪ ॥ তুমি নন্দিমুখ,
ভীমমুখ, স্মুখ, ও দুর্মুখ । তুমি হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোরগপতি ও কিরাটস্বরূপ ॥ ১৩৫ ॥
তুমি অধর্ম্মহস্তা, মহাদেব, দণ্ডধার গণোৎকট । তুমি গোনর্দ, গোপ্রতার, ও গোবৃষেশ্ব-
বাহন ॥ ১৩৬ ॥ তুমি ত্রৈলোকাগোপ্তা, গোবিন্দ, গোমার্গ ও মার্গস্বরূপ । তুমি স্থির, শ্রেষ্ঠ,

হরতিক্রমঃ । হৃদ্বর্ষো হৃদ্রূপাশ্চ হৃদ্বর্শো হৃদ্বরো জরঃ । ১৩৮ ॥ শশাঙ্কানলশীতোষ্ণক্লৃতাশ্চ
জরামরাঃ । আধরো বা ধনৈশ্চ বা আধিহা ব্যাধিনাশনঃ । ১৩৯ ॥ সমুদ্রাশ্চাসমুদ্রাশ্চ হস্তা দেবঃ
সনাতনঃ । শিখণ্ডী পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকবনালয়ঃ ॥ ১৪০ ॥ অ্যামকো দণ্ডধারশ্চ উদ্রদংষ্ট্রঃ
কুলান্তকঃ । বিদ্যাধ্যায়ঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোমপাত্ত্বং মরুৎপতি ॥ ১৪১ ॥ অমৃতানী জগন্নাথো দেব-
দেবো গণেশ্বরঃ । বিদ্যাগ্নিপাঃ সোমপাশ্চ ক্ষীরপা আজ্যপাত্ত্বা ॥ ১৪২ ॥ মধুশ্যুতানাং মধুপা
ব্রহ্মবাংস্ত্বং স্তুতচ্যুতঃ । সৰ্বলোকস্ত ভোক্তা ত্ব' সৰ্বলোকপিতামহঃ ॥ ১৪৩ ॥ হিরণ্যরেতাঃ
পুরুষত্ত্বমেকস্ত্বং স্ত্রী পুমাংস্ত্বং হি নপুংসকঞ্চ । বালো যুবা হবিরো জীর্ণদংষ্ট্রস্ত্বং গিরিক্ষি-
কৃষ্ণিকৃষ্ণকৃষ্ণা ॥ ১৪৪ ॥ স্বং বৈ ধাতা বিশ্বকৃতো বরেন্যস্ত্বাং পূজয়তি প্রণতাঃ সতৈব । চন্দ্রাদিত্যৌ
চক্ষুযী তে ভবানী ত্বমেব চাগ্নিঃ প্রপিতামহশ্চ । সরস্বতী বাগবলমূলমাতা অহোরাত্রে নিমিষোন্মেষ-
কর্ত্তা ॥ ১৪৫ ॥ ন ব্রহ্মা ন চ গোবিন্দঃ পৌরাণা ঋষয়ো ন তে । মাহাত্ম্যং বেদিতুং শক্তা বাথা-
তধোন শক্য ॥ ৪৬ ॥ পুংসাং শতদহস্রাণি স্বং সমাবৃত্তা তিষ্ঠতি । মহতস্তমসঃ পারে গোপ্তা
মস্তা ভবান্ সদা ॥ ১৪৭ ॥ স্বং বিনিজ্ঞাঃ জিতশাসাঃ স্বত্বাঃ স্ত্বজিতেন্দ্রিয়াঃ । জ্যোতিঃ পশুস্তি
যুজ্ঞানাস্তৈশ্চ যোগায়নে নমঃ ॥ ১৪৮ ॥ যা মূর্ত্তিঃ স্ত্বং স্ত্বং ন শক্যা যা নিদর্শিতুং । তাভি-
শ্র্যাং সততঃ বক্ষ্য পিতা পুত্রমিবৌরসং ॥ ১৪৯ ॥ বক্ষ মাং বক্ষণীষায়স্ত্বানঘ নমোস্তু তে । ভক্তানু-
কম্পী ভগবান্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয় ॥ ১৫০ ॥ জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর তথা ক্রতো । দীর্ঘ-
জিহ্ব মহাদংষ্ট্র তৈশ্চ ক্রদ্রায়নে নমঃ ॥ ১৫১ ॥ বস্য কেশেব জীমূতা নদ্যঃ সৰ্ব্বাঙ্গসন্ধিবু । কুক্ষৌ

স্থাপু বিশোপ ও কোপস্বরূপ ॥ ১৩৭ ॥ তুমি হৃদ্বর্ষ, হৃদ্বর্ষহ হৃঃসহ ও হরতিক্রম । তুমি হৃদ্বর্ষ,
হৃদ্রূপাশ, হৃদ্বর্শ, হৃদ্বয় ও জরস্বরূপ ॥ ১৩৮ ॥ তুমি শশাঙ্ক, অগ্নি, শীত উষ্ণ, ক্লৃতা, তৃষ্ণা,
জরা ও আময় । তুমি আধি ও ব্যাধি এবং তুমি আধিনাশক ও ব্যাধিনির্হারক ॥ ১৩৯ ॥
তুমি সমুদ্র ও অসমুদ্র । তুমি হস্তা ও শাশ্বতস্বরূপ । তুমি শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, ও পুণ্ডরীক-
বননিবাসী ॥ ১৪০ ॥ তুমি অ্যামক, দণ্ডধার, উদ্রদংষ্ট্র ও কুলান্তক । তুমি সুরশ্রেষ্ঠ, সোমপ
ও মরুৎপতি ॥ ১৪১ ॥ তুমি অমৃতানী, জগন্নাথ, দেবদেব ও গণেশ্বর । তুমি বিদ্যাগ্নিপায়ী,
সোমপায়, ক্ষীরপায়ী ও আজ্যপায়ী ॥ ১৪২ ॥ তুমি মধু ও মধুপ । তুমি ব্রহ্মবান্ ও
স্তুতচ্যুত । তুমি সকল লোকের ভোক্তা ও সকল লোকের পিতামহ ॥ ১৪৩ ॥ তুমি
হিরণ্যরেতাঃ ও অধিতীয় পুরুষস্বরূপ । তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ ও তুমিই নপুংসক । তুমি
বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও জীর্ণদংষ্ট্র । তুমি বিশ্বকৃৎ ও বিশ্বকর্ত্তা ॥ ১৪৪ ॥ তুমি বিশ্বকৃৎগণেরও বিধাতা ।
তুমি বরেন্য এবং বিশ্বকৃৎগণ প্রণত হইয়া তে ম র পূজা করেন । সূর্য্য ও চন্দ্র তোমার চক্ষু ।
তুমি অগ্নি ও প্রপিতামহ তুমি বাগবলমূলজ্ঞানী সরস্বতী ও অহোরাত্র । তুমি নিমেষ ও উন্মেষ
কর্ত্তা ॥ ১৪৫ ॥ ব্রহ্মা, গোবিন্দ ও প্রাচীন ঋষিকদম্ব ইহারা কেইই তোমার মাহাত্ম্য
স্বধাযথ অবগত হইতে সমর্থ নহেন ॥ ১৪৬ ॥ তুমি শতদহস্র পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া অসীম তমঃ-
পারে অবস্থিতি করিতেছ । তুমি গোপ্তা ও মস্তা ॥ ১৪৭ ॥ লোকে জিতশাস ও জিতেন্দ্রিয় এবং
সত্বগুণের অনুসারী হইয়া, যোগমার্গের আশ্রয়পূর্ব্বক যে জিতেন্দ্রের দর্শন করে, সেই জ্যোতিঃ-
স্বরূপ যোগাত্মা তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৪৮ ॥ তোমার যে মূর্ত্তি সকল অব্যক্ত এবং তজ্জন্য
বাহাদের নিদর্শন করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে, সেই মূর্ত্তি সকল দ্বারা পিতা যেমন ঔরসপুত্রকে, ওজ্রপ
আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৪৯ ॥ হে অপাপবিক্র, আমি তোমার রক্ষণীয় । আমাকে রক্ষা কর ।
তোমাকে নমস্কার করি । তুমি ভক্তানুকম্পী ভগবান্ । আমি সৰ্ব্বদা তোমারই ভক্ত ॥ ১৫০ ॥
তুমি জটী, দণ্ডী, লম্বোদর ও ক্রতুস্বরূপ । তুমি দীর্ঘজিহ্ব ও মহাদংষ্ট্র । এবং তুমি ক্রদ্রাত্মা । তোমাকে
নমস্কার ॥ ১৫১ ॥ বাঁহার কেশসমূহে মেঘ সকল, সৰ্ব্বাঙ্গসন্ধিতে নদী সমুদ্রও কুক্ষি মাধে

সমুদ্রাশ্চত্বারস্তন্যৈ তোয়ায়নে নমঃ ॥ ১৫২ ॥ সংভক্ষ্য সৰ্বভূতানি যুগান্তে পৰ্য্যাপহিত্তে ।
যঃ শেতে জলমধ্যস্থস্তং প্রপদ্যেহমুশায়িনং ॥ ১৫৩ ॥ এবিশ্ব বদনং ব্রাহ্মার্ষ্যঃ সোমং পিবতে
নিশি । গ্রনস্রকঞ্চ স্বৰ্ভানুষ্কিতস্তে চ তেজসা ॥ ১৫৪ ॥ যে চানুপতিতা গৰ্ভে ক্রুদ্র তোকস্য
রক্ষিণঃ । নমস্তেস্ত স্বধা স্বাহা প্রাপ্নুবন্তি মৃদন্ত তে ॥ ১৫৫ ॥ যেহজুষ্ঠম ভ্রাতৃ পুরুষা দেহহা বর
দেহিনাং । রক্ষন্ত দেহিনাং নিত্যস্তে মমাপ্যায়ন্ত বৈ ॥ ১৫৬ ॥ যে নদীষু সমুদ্রেষু পৰ্বতেষু
গুহ্যেষু চ । বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু কান্তারগহনেষু চ ॥ ১৫৭ ॥ চতুষ্পাথেষু রথ্যাসু চত্বরষু
সভাসু চ । হস্তাশ্বথশালানু জীর্ণোদ্যানালয়েষু চ ॥ ১৫৮ ॥ যে চ পঞ্চমু ভূতেষু দিশাসু বিদি-
শাসু চ । চন্দ্রার্করৌর্য্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশ্মিষু ॥ ১৫৯ ॥ রসাতলগতা যে চ যে চ তস্মাৎ পরং
গতাঃ । নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥ ১৬০ ॥ যেহাং ন বিদ্যতে সংখ্যা
প্রমাণং রূপমেব চ । অগণ্য যে গণা ক্রুদ্রা নমস্তেভ্যোহস্ত নিত্যশঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রসীদ মম
ভদ্রস্তে তব ভাবগতস্ত চ । ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেব ত্বয়ি বুদ্ধির্মতিত্বয়ি ॥ ১৬২ ॥ স্তবৈবং স
মহাদেবঃ বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো হরস্তুতির্নাম সপ্তচত্বরিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । অধৈনমব্রবীদেবজৈলোক্যাধিপতির্ভবঃ । আশ্ব সনকরঞ্চাস্য বাক্য-
বিধাক্যমুত্তমং ॥ ১ ॥

শিব উবাচ । অহো ভূষ্টোন্মি তে রাজন্ স্তবেন নেন স্তবত । বহুনা ত্র কিমুক্তেন মৎসমীপে-

সাগর সমুদায়, সেই তোয়ায়। তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫২ ॥ প্রণয়নসময় সমুপস্থিত হইলে, যিনি সৰ্ব-
ভূতসংভক্ষণপূর্বক জলমধ্যস্থ হইয়া, শয়ন করেন, সেই অমুশায়ী তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৫৩ ॥
যিনি রাজ্যের বদনে প্রবেশ করিয়া, রাজ্যিতে সোমপান করেন, যিনি সূর্য্যকে গ্রাস করিবার
সময়ে স্বৰ্ভানুকে স্বকীয় তেজে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫৪ ॥ যাহারা
পতিত গৰ্ভে সকলের রক্ষা করেন, যাহারা স্বধা ও স্বাহাস্বরূপ ॥ ১৫৫ ॥ যাহারা অজুষ্ঠমাত্র
পুরুষরূপে সকল দেহে বিরজ করিতেছেন, তাহারা সৰ্বদা আমারে রক্ষা ও আমার সান্নিধ্যে
আগমন করুন ॥ ১৫৬ ॥ যাহারা নদী সকলে, সমুদ্রসমূহে, পৰ্বত সমস্তে ও গুহা সমুদয়ে,
যাহারা বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে ও কান্তারগহনে ॥ ১৫৭ ॥ যাহারা চতুষ্পাথে, রথারচত্বরে ও সভা
সকলে, যাহারা হস্তিশাল, রথশালা ও অশ্বশালাসমূহে, স্বজীর্ণ উদ্যান ও আলয় সমস্তে ॥ ১৫৮ ॥
যাহারা পঞ্চভূত, দিগ্বলয়ে ও বিদিক্প্রান্তসমূহে ; যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যের অভ্যন্তরে, যাহারা
তাঁহাদের রশ্মিমধ্যে ॥ ১৫৯ ॥ যাহারা রসাতলে ও তাহার উপরিদেশে, অবস্থিতি ও গমন করিয়া
থাকেন, সৰ্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার, নমস্কার ও নমস্কার ॥ ১৬০ ॥ যাহাদের সংখ্যা নাই,
প্রমাণ নাই ও রূপ নাই, সেই অগণ্য ক্রুদ্রগণকে সৰ্বদা নমস্কার, নমস্কার ॥ ১৬১ ॥ তুমি
আমার প্রতি প্রসন্ন হও । হে দেব ! আমার হৃদয় যেন তোমাতেই নিবদ্ধ হয় ; আমার বুদ্ধি
যেন তোমাতেই সংস্কৃত হয় এবং আমার মতিও যেন তোমাতেই সন্নিবিষ্ট হয় ॥ ১৬২ ॥

বেণ এইরূপে মহাদেবের স্তব করিয়া, বিরত হইলেন । ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো হরস্তুতির্নাম সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, জৈলোক্যাধিপতি বাক্যবিৎ মহাদেব আশ্বাসজনক প্রশস্ত বাক্যে
তাঁহারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অহো, রাজন্ ! আমি তোমার এই স্তব দ্বারা ভূষ্ট

বহ্নিষাসি ॥ ২ ॥ * উষত্ সূচিরং ক'লং মম গাত্রোত্তবঃ পুনঃ । অশ্বতো হৃক্কো নাম তবিষাসি
 শ্বব'স্করুৎ ॥ ৩ ॥ হিংগ্যা'ক্ষগৃহে জন্ম প্রাপ্য বুদ্ধিং গমিষাসি । পূর্বা ধর্ম্যেণ ঘে বেণ বেদান্ধাক্রুতেন
 চ ॥ ৪ ॥ সাণ্ডিল'যো জগন্মাতৃভাবিষাসি যদা তদা । দেহঃ শূলেন হত্বাহং পাত রম্যো সমার্কুদং ॥ ৫ ॥
 তথা প কল্যসস্ত্যক্তা দৃষ্টে মাং ভ'ক্ততঃ পুনঃ । খ্যাতো গণাধিপো ভূত, নান্না ভূক্তিরিটিঃ শ্বতঃ ॥ ৬ ॥
 মৎসল্লিধ'নে সি'জা হং ততঃ সিদ্ধিং গমিষাসি । বেনপ্রোক্তং স্তবমিমং কীর্তয়েদয়ঃ শৃণোতি চ ॥ ৭ ॥
 নাস্ততঃ প্রাপ্নুযাৎ কিকি দীর্ঘমা'নুব'প্নুযাৎ । যথা সর্কেষু দেবেষু বিশিষ্টো ভগবান্ শিবঃ ॥ ৮ ॥
 তথা স্তবো বহ্নিষ্ঠে'য়ং স্তবানাস্মেননির্মিতঃ । যশোরাজ্যাস্থৈশ্বৰ্য্যধনমানার্থকাজ্জিভিঃ ॥ ৯ ॥
 শ্রোতব্যো ভ'ক্তিমাস্থায় বিদ্যাকামৈশ্চ যত্নতঃ । ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চৌররাজভয়'বিতঃ ॥ ১০ ॥
 রাজক'র্য্যবিমুক্তা বা মুচ্যতে মততো ভব'ৎ । অনেনৈব তু দেহেন বর্ণানাং শ্রেষ্ঠতঃ
 ব্র'জৎ ॥ ১১ ॥ তেজসী যশসী চৈব যুক্তো ভবতি নির্মলঃ । ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বা ন ভূতা ন
 বিনায়কাঃ ॥ ১২ ॥ বিঘ্ন' কুর্য়্যাগৃহে তত্র যত্রায়ং পঠাতে স্তবঃ । শৃণুয়'দ্যা স্তবঃ নারী
 অনুজ্ঞাং প্রাপ্য ভর্তৃতঃ ॥ ১৩ ॥ মাতৃপক্ষে পিতৃঃ পক্ষে পূজ্য ভবতি দেবিবৎ । শৃণুয়াদয়ঃ
 স্তবঃ দিব্যং কীর্তয়েদ্য সমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্ম সর্কানি কার্যানি সিদ্ধিং গচ্ছন্তি নিত্যশঃ ।
 মনসা চিস্ততঃ যচ্চ যচ্চ বাচানুক'র্তিতং । সর্কং সম্পদাতে তস্য স্তবনস্য'নুকীর্তনাৎ ॥ ১৫ ॥
 মনসা কর্মণা বাচ কৃতমেনো বিনশ্চতি । বরং বরয় ভদ্রস্তে যত্নয়া মনসে'জিতং ॥ ১৬ ॥

হইয়াছি । এ বিষয়ে অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি ? তুমি আমার নদীপে বাস করিবে ॥ ২ ॥
 বহুকাল বাস করিয়া, পুনরায় আমার গাত্র হইত উদ্ভূত হইয়া, অঙ্ককনামক অশ্বরূপে
 অবতীর্ণ হইবে ও দেবগণের বিনাশ করবে ॥ ৩ ॥ এবং হিংগ্যা'ক্ষের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া,
 সংবর্ধিত হইবে । বেদান্ধা'নত ভয়ঙ্কর পূর্বকৃত অধর্ম্মে তুমি এইরূপ অশ্বরযোনি লাভ
 করিবে । জগজ্জননা পার্শ্বতীর প্রতি অভিগামপরদশ হইলেই, আমি তোমারে শূলপ্রহারে
 সং'র করিয়া, ধর সাৎ করিব ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ তখন তুমি নিপ্পাতক হইয়া, আমারে ভক্তিসহকারে
 দর্শন করিয়া, পুনরায় ভূক্তিরিটি নামে সুবিখ্যাত গণাধিপতি ও সর্কদা আমার সান্নিধ্যে
 অবস্থিতিপূর্বক চরমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি বেণের কাথত এই স্তব কীর্তন ও শ্রবণ করিবে । ৭ ॥ সে কোনরূপ অশুভগ্রস্ত
 হইবে না, এবং দীর্ঘায়ু হইবে । সমুদয় দেবতার মধ্যে ভগবান্ শিব যেমন বিশিষ্টভাবাবিষ্ট ॥ ৮ ॥
 বেণপ্রণীত এই স্তবও তেমন স্তবসংগ্রহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যশঃ, ঐশ্বৰ্য্য, রাজ্য, সুখ, ধন ও
 মানার্থী ব্যক্তিরা ॥ ৯ ॥ এবং বিদ্যাকাম পুরুষগণ ভক্তি আশ্রয় করিয়া, যত্নসহকারে ইহা শ্রবণ
 করিবে । ব্যাধিগ্রস্ত, দুঃখগ্রস্ত, দৈন্যদশাগ্রস্ত ও রাজভয়গ্রস্ত ॥ ১০ ॥ এবং রাজকার্য্য বিমুক্ত
 ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, মহাভয় হইতে বিমুক্ত হয় । এবং এই শরীরেই বর্ণ সকলের মধ্যে
 প্রধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১১ ॥ অধিকন্তু, তেজস্বী, যশস্বী ও সর্বথা শুদ্ধসম্পন্ন হয় ।
 রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, ভূতগণ ও বিনায়কগণ ॥ ১২ ॥ যে গৃহে এই স্তব পাঠ হয়, তথায়
 বিঘ্ন করিতে পারে না । যে স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, এই স্তব শ্রবণ করে ॥ ১৩ ॥
 সে দেবীর ন্যায়, মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পূজনীয় হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া
 এই দিব্য স্তব কীর্তন ও শ্রবণ করে ॥ ১৪ ॥ তাহার সমুদায় কার্য্য নিত্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ।
 তদ্ব'তীর্ণ, সে মনে মনে যাহা চিন্তা ও বাক্যে যাহা কীর্তন করে ॥ ১৫ ॥ এই স্তবের সংকীর্তন
 প্রভাবে তৎ সমস্ত সম্পন্ন হয় । এবং তাহার মনঃকৃত, কর্ম্মজনিত ও বাচিক পাতকও
 বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধুনা, তুমি আপনার যথাভিলষিত বর গ্রহণ কর । তোমার
 মঙ্গল হউক ॥ ১৬ ॥

বেণ উবাচ । অস্মি লিঙ্গস্য মাহাত্ম্যাস্তথা লিঙ্গস্য দর্শনং । যুক্তোহং পাতটৈকঃ সর্কৈ-
স্তব দর্শনতঃ কিল ॥ ১৭ ॥ যদি তুষ্টোসি দেবেশ বদ দেযো বরো মম । দেবগণভক্ষণা-
জ্জাতঃ শ্বযোনৌ তব সেবকঃ ॥ ১৮ ॥ এতস্যাপি প্রসাদং ত্বং কর্তুমর্হসি শঙ্কর । এতস্যাপি
ভয়ান্নাশ্যে সরসোহং নিমজ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥ দেবৈর্নিবারিতঃ পূর্কঃ তীর্থেশ্বিন্ স্নানকারণং ।
অয়ং কৃতোপকারশ্চ এতদর্থং বৃণোম্যহং ॥ ২০ ॥ তস্মৈতদ্বচনং শ্রুত্বা তুষ্টঃ প্রোবাচ
শঙ্করঃ । শ্বযোহং পাপনিমুক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ প্রসাদান্নে মহাবাহো
শিবলোকং গমিষ্যতি । তথা স্তবমিমং শ্রুত্বা মুচ্যতে সর্কপাতটৈকঃ ॥ ২২ ॥ কুরুক্ষেত্রায়
মাণ্ড্যায় সরসোহস্য মহীপতে । মম লিঙ্গস্য চোৎপত্তিঃ শ্রুত্বা পাতৈপঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সনৎকুমার উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান সর্কলোকনমস্কৃতঃ । পশুতাং সর্কলোকানাং
তত্বেবাস্তবধীয়ত ॥ ২৪ ॥ স চ শ্বা তৎক্ষণাদেব স্বত্বা জন্ম পুরাতনং । দিব্যমূর্তিধরো ভূত্বা তং
রাজানমুপস্থিতঃ ॥ ২৫ ॥ কৃত্বা স্নানং ততো বৈণঃ পিতৃদর্শনলালসঃ । শ্মশ্রুতীর্থে কুটীং
শূণ্ডাং দৃষ্ট্বা শোকসমাহতঃ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বাববীণতো বাক্যং হর্ষেণ মহতাস্বিতঃ । সৎপুত্রেণ
তয়া বৎস জাতোহং নরকার্ণবাৎ ॥ ২৭ ॥ স্বয়মিতি বক্তিতো নিতাং তীর্থস্থপুলিনে স্থিতঃ ।
অস্মি সাধোঃ প্রসাদেন স্থানোদ্দেশস্য দর্শনং ॥ ২৮ ॥ ভুক্তপাপশ্চ স্বর্গলোকং যাস্য যত্র
গিঃ স্থিতঃ । ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরং ॥ ২৯ ॥ শ্মশ্রুতীর্থে যযৌ সিদ্ধিং
তেন পুত্রেণ তারিতঃ । স চ শ্বা পরমাং সিদ্ধিং শ্মশ্রুতীর্থপ্রভাং তঃ ॥ ৩০ ॥ বিমুক্তঃ বলুবে:

বেণ কহিলেন হে ভগবন্! আমি এই লিঙ্গের মাহাত্ম্য ও এই লিঙ্গের দর্শন প্রাপ্তে এবং
আপনার সাক্ষাৎকারপ্রভাবে সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥ হে দেবেশ! যদি
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমারে বরদান করা অভিমত হয়, তাহা হইলে,
আপনার এই যে সেবক দেবদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, কুকুর খে নি লাভ করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ ইহারও
প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন । হে শঙ্কর! আমি ইহারই ভয়ে সরসোবদ্যে নিমজ্জিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥
দেবগণ পূর্বে আমারে এই তীর্থে স্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ব্যক্তি আমার
উপকার কবে । এই জগুই এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২০ ॥

মহাদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া, তুষ্ট হইয়া, কহিলেন, এই ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত
হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ অগ্নি মহাবাহো! আমার প্রসাদে ইহ র শিবলোক লাভ হইবে,
এবং তোমার এই স্তব শ্রবণ করিতে, সমুদায় পাপ পরিহার করিবে ॥ ২২ ॥ রাজন্! কুরু-
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এই সরসোবদ্যে র মহিমা এবং মণীয় লিঙ্গের উৎপত্তি ঘটনা শ্রবণ করিলে, পাপ-
মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, সর্কলোক নমস্কৃত ভগবন্ ভব এই প্রকার কহিয়া, সকল লোকের
সমক্ষে নেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সেই কুকুরও তৎক্ষণাৎ পূর্কজন্ম স্বরণ করিয়া,
দিব্যমূর্তি ধারণ পূর্ক, রাজা বেণের সকাশে সমুপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ এদিকে বেণ তনয়
পিতৃদর্শন লালসায় স্নান করিয়া, শ্মশ্রু তীর্থস্থ পর্ণশালা শূণ্ড দেখিয়া শোকে সমাচ্ছন্ন হইলেন ॥ ২৬ ॥

বেণ তাহাকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র হর্ষাভিষ্ট হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি
আমার সৎপুত্র । আমাকে নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ ॥ ২৭ ॥ তীর্থস্থ পুলিনে অবস্থান
নময়ে তুমি নিত্য আমারে অভিব্যক্ত করিয়াছ । তৎপ্রভাবে এবং শ্মশ্রু প্রসাদেও সাক্ষাৎকার
সংঘটন প্রযুক্ত ॥ ২৮ ॥ আমার সমুদায় পাপ নিরাকৃত হইয়াছে । এক্ষণে আমি শিবলোকে
গমন করিব । রাজাকে এই কথা বলিয়া, মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ॥ ২৯ ॥ শ্মশ্রু তীর্থে সিদ্ধি-
লাভ করিলেন এবং পুত্র হর্ষক উদ্ধৃত হইলেন । সেই কুকুরও শ্মশ্রু তীর্থের প্রভাবে প মসিকি

সর্কৈর্জগাম ভবমন্ধিরং । রাজা পিতৃশৈবমুক্তঃ পরিপাল্য বহুক্ষরাং ॥ ৩১ ॥ পুত্রানুৎপাদ্য
ধর্মেন কৃৎস্না যজ্ঞং নিরর্গলং । দত্তা কামাংশ্চ বিপ্রোভ্যে ভুক্তা ভোগান্ পৃথগ্বিধান ॥ ৩২ ॥
স্বদ্রোহিণৈর্মুক্তান্ কামৈঃ সত্তপ্য চ দ্বিয়ঃ । অভিষিচ্য স্তুতং রাজ্যে কুরুক্ষেত্রে যযৌ
নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্র তপ্ত্বা তপো ঘোরং পূজয়িত্বা চ শঙ্করং । আশ্রোচ্ছয়া তনুং ত্যক্ত্বা প্রযাতঃ
পরমং পরমং ॥ ৩৪ ॥ এতৎ প্রভাবং তীর্থস্য স্থাগোধঃ শৃণুন্নরঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তঃ
প্রযাতি পরম কৃতিং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থানুতীর্থপ্রভাবানুকীর্তনং নাম অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । চতুর্মুখানামুৎপত্তিং বিস্তরেণ সমানম্ । পৃথীশ্বরগণাঞ্চ তথা শ্রোতুমিচ্ছা
প্রবর্ততে ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ । শৃণু সর্কমশেষেণ কথয়িষ্যামি তেনম্ । ব্রহ্মণঃ অষ্টকামস্য যদ্বত্তং
পদ্মজন্মনঃ ॥ ২ ॥ উৎপন্ন এষ ভগবান্ ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ । সর্ক সর্কভূতানি স্থাবরাণি
চরাণি চ ॥ ৩ ॥ পুনশ্চিৎসত্তঃ সৃষ্টিং যজ্ঞে কন্যা মনোরমা । নীলোৎপলদলশ্চাম্রা তনুমধ্যা
স্থলোচনা ॥ ৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বাভিমতাং ব্রহ্মা মৈথুনোজ্জ্বলভাং । তেন পাপেন মহতা
শিরোহ শীর্ণ্যত বেদসঃ ॥ ৫ ॥ তেন শীর্ণেন স যযৌ তীর্থং ত্রৈলোক্যব্রহ্মতং । সান্নিহত্য
সরঃ পুণ্যং সর্কপাপকরাবহং ॥ ৬ ॥ তত্র পুণ্যে স্থানুতীর্থে ঋষিসিদ্ধিনিবেষিতে । সরস্বতীতরে

প্রাপ্ত ॥ ৩০ ॥ এবং সমুদার পাপ বিমুক্ত হইয়া, ভবলোকে সমাগত হইল । রাজাও ঋণ মুক্ত
হইয়া, পৃথিবীর পালন ॥ ৩১ ॥ পুত্র সকল সমুৎপাদন ও ধর্ম্মানুসারে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন
এবং ব্রাহ্মণদিগকে অভিলষত দ্রব্য প্রদান, বিবিধ ভোগ সন্তোগ ॥ ৩২ ॥ স্বহৃদ্বিগকে দ্রবিন
সম্প্রদান ও জীসকলের পরম তৃপ্তি বিধান ও পুত্রক রাজপদে অভিষেক, করিয়া, কুরুক্ষেত্রে
প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তথায় ঘোর তপশ্চরণ সহকারে শঙ্করের আরাধনা করিয়া, আপনার
ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিহার পুরঃসর, পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ যে ব্যক্তি স্থানুর
এবংবিধ প্রভাব শ্রবণ করে, সে সর্কবিধ পাপ বিমুক্ত হইয়া, পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যে স্থানুতীর্থপ্রভাবানুকীর্তনং নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অনম্ ! আমার নিকট চতুর্মুখগণের উৎপত্তি ও পৃথীশ্বরগণের
জন্ম কথা সবিস্তার বর্ণন করুন । উহা শুনিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে অনম্ ! পদ্মজন্ম ব্রহ্মা সৃষ্টিকাম হইলে, যাহা ঘটয়াছিল, তাহা
সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ লোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া, স্থাবর ও জঙ্গম
ভেদে সর্কবিধ ভূত সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥ পুনরায় তিনি সৃষ্টির জন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলে, এককণা
সমুদ্ভূত হইল । ঐ কণা সকলের মনোহারিনী ও নীলোৎপলদলের আশ্রয় প্রাপক, উহার মধ্যদেশ
কীর্ণ ও লোচনযুগল পরম সুন্দর ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা সেই অভিমতাক্ষনগরে নয়নগোচর করিয়া,
মৈথুনোজ্জ্বল প্রদর্শন করিলেন । সেই মহাপাপে তাহার শির শীর্ণ হইয়া গেল ॥ ৫ ॥ তিনি সেই
শীর্ণ শিরেই ত্রৈলোক্যবিখ্যাত তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীর্থের নাম সান্নিহিত্য সরঃ । উহা
পরম পবিত্র ও সর্ক পাপ করকরক ॥ ৬ ॥ তিনি সেই ঋষিসিদ্ধ নিবেষিত পবিত্র স্থানু তীর্থে

তীরে প্রতিষ্ঠাণ্য চতুর্মুখঃ ॥ ৭ ॥ আরাধয়ামাস তদা ধূপৈর্গন্ধৈর্দ্রব্যৈঃ । উপহৃতৈ-
স্তু ধ্যাং যদৈকমুদ্রাস্তৈর্দিনেদিনে ॥ ৮ ॥ তস্যাং তত্ত্বৈক্যস্য শিবপূজারতস্য চ । স্বয়ং বৈ-
জগামাধ ভগবান্নীলমে হিতঃ ॥ ৯ ॥ তমাগতং শিবং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ঐশ্ব-
র্যস্যা ভূমৌ স্তুতিং তস্য চকার হ ॥ ১০ ॥

অঙ্কোবাচ । নমস্তে মহাদেব ভূতভব্যভবাপ্রম । নমস্তে স্তুতিনিত্যায় নন্দৈলোক্য-
পালিনে ॥ ১১ ॥ নমঃ পবিত্রদেহায় সর্বকল্মষনাশিনে । চর্য্যচর্য্যগুরো গুহ্যং গুহ্যানাক
প্রকাশকঃ ॥ ১২ ॥ রোগা ন বাস্তি ত্রিবৈভঃ সর্বরোগবিনাশন । রৌরব জিনসংযীত বীত-
শোক নমোস্তু তে ॥ ১৩ ॥ বারিকল্লোলসংক্ষুব্ধ মহাবুদ্ধিবিঘটন । ঐশ্বর্যমিচ্ছামিনো দেব ন
ভবস্তি ভবাপ্রয়াঃ ॥ ১৪ ॥ নমস্তে নিত্যমিত্যায় নন্দৈলোক্যনাশিনে । শঙ্করাগ্রপ্রমেরায়
ব্যাদীনাং শমনায় চ ॥ ১৫ ॥ পরাশ্রয়পরিমেষায় সর্বভূতপ্রিয়ার চ । যোগেশ্বরায় দেবায়
সর্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ ১৬ ॥ নমঃ স্থাণু প্রসিকায় সিদ্ধবন্দিস্ততায় চ । ভূতসংসারদুর্গায় বিশ্বরূপায়
তে নমঃ ॥ ১৭ ॥ কণীক্ষোক্তমহিয়ে তে কণীক্ষায় ধারিণে । কণীক্ষবরহায়ৈ তাক্ষরায়
নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥ এবং স্তুতো মহাদেবো ব্রহ্মাণং গ্রাহ শঙ্করঃ । নচ মন্যত্যা কাচিৎ
ভাবিন্যর্থং কদাচন ॥ ১৯ ॥ পুরা বারাহকল্পে তে মন্ত্রাপকৃতং শিরঃ । চতুর্মুখং উদভ্রম
কদাচিত্ত শিষ্যতি ॥ ২০ ॥ অশ্বিন সন্নিহিতে তীরে লিঙ্গানি মম ভক্তিভঃ । প্রতিষ্ঠাণ্য
বিমুক্তস্তং সর্বপাপৈর্ভবিষ্যসি ॥ ২১ ॥ সৃষ্টিকামেন চ স্বয়া যতোহং প্রেরিতঃ কিল । তেনাহং
হং তথেষুজ্ঞা ভূতেভ্যো দর্শনং গতঃ ॥ ২২ ॥ দীর্ঘকালং তপস্তপ্তং যয়ঃ সন্নিহিতে দিতঃ ।

সরসতীর উত্তর তীরে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া ॥ ৭ ॥ মনোহর ধূপ, গন্ধ, ইন্দ্রহারী উপহার
এবং ক্রদ্রস্তুত দ্বারা দিন দিন তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তিনি এইরূপে ভক্তিযুক্ত হইয়া, শিবপূজায় রত হইলে, তগবান্ নীললোহিত স্বয়ং সমাগত
হইলেন ॥ ৯ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মা শিবকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া, মস্তক দ্বারা ভূমিতে
প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ হে মহাদেব ! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের
আশ্রয় । তোমাকে নমস্কার । তুমি স্তুতিনিত্য ; তোমাকে নমস্কার । তুমি ত্রিলোকীর
পালনকর্তা, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ তুমি পবিত্রদেহবিশিষ্ট এবং সমুদায় পাপ বিনাশ করিয়া থাক ।
তুমি রৌরব অজিন পরিধান কর এবং সর্বথা শোকের বহির্ভূত ; তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥
তুমি বারিকল্লোলসংক্ষুব্ধ এবং মহা বুদ্ধিবিঘটন । হে দেব ! তোমার নাম জপ করিলে, পুন-
রায় সংসারের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥ তুমি নিত্যরূপ ও ত্রৈলোক্যের ধাম্যকর্তা,
তোমাকে নমস্কার । তুমি শঙ্কর ও অগ্রমেষ্বরূপ এবং ব্যাদি সকলের উপশম করিয়া থাক ॥ ১৫ ॥
তুমি পর, অপরিমেষ ও সর্বভূতপ্রিয় । তুমি যোগেশ্বর, দিব্যমূর্তি ও সর্বপাপবিনাশক ; তোমাকে
নমস্কার ॥ ১৬ ॥ তুমি স্থাণু, প্রসিক ও সিদ্ধবন্দিস্তত তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূতসংসার-
দুর্গমরূপ ও বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ তুমি কণীক্ষোক্তমহিমবিশিষ্ট, এক কণীক্ষায়
ধারণ করিয়া থাক । তুমি তাক্ষর ও কণীক্ষরূপ বরহারে ভূষিত, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, ভাবি-বিধিরে মনুষ্য কর্তব্য কদাচ তোমার
উচিত নহে ॥ ১৯ ॥ আমি পূর্বে বারাহকল্পে তোমার যে মস্তক অপকৃত করিয়াছিলাম,
তাহাই চতুর্মুখ হইয়াছে, কদাচ উহা বিনষ্ট হইবে না ॥ ২০ ॥ এই সন্নিহিততীরে ভক্তি-
সহকারে মদীয় লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠাপিত করিলে, তোমার সর্বপাপবিনোদন হইবে ॥ ২১ ॥
তুমি সৃষ্টিধামনায় আমারে প্রেরণ করিয়াছিলে । সেইজন্য আমি তোমার বাক্যে সম্মত
হইয়া, ভূতদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলাম ॥ ২২ ॥ আমি দীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিয়া, এই

স্বমহাত্তমঃ ততঃ কালঃ যঃ প্রতীক্যঃ সমাকরোঃ ॥ ২৩ ॥ অষ্টোহং সৰ্বভূতানাং মনসা কল্পিত-
 অগ্নী । সোমবীৰ্য্যঃ ততঃ দৃষ্টো যঃ মগ্নঃ চ ততোভূতসি ॥ ২৪ ॥ যদি নৈবাশ্রয়ন্ত্যন্ততঃ
 অক্যামহে প্রজাঃ । যৈরৈবোক্তশ্চ নৈবাস্মি যদন্তঃ পুরুষোঽগ্রঃ ॥ ২৫ ॥ স্বাপ্নুয়েব জলে যগ্নো
 বিবশঃ কুরু মদ্বিতঃ । স সৰ্বভূতানস্বদদকাণীংশ্চ প্রজাপতীন্ ॥ ২৬ ॥ যৈরিয়ং প্রাকরোৎ
 সৰ্বাঃ ভূতপ্রাণঃ চতুর্কিধঃ । তাঃ সৃষ্টমাতাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সৰ্বাঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৭ ॥ ত্রিষৎ-
 সবন্তনা অশ্বান্ সহস্রা প্রোক্তবন্তদা । সংভক্যমাণস্বাণাং পিতামহমুপাত্তবৎ ॥ ২৮ ॥ অথা-
 সাঞ্চ মহাবৃদ্ধিঃ প্রজানাং সংবিধীরতাং । দত্তং তাত্যশ্বরা হরং স্বাবরগণাং মহৌষধীঃ ॥ ২৯ ॥
 অন্নানি চ ভূতাতি দুর্কলানি বলীর সাং । বিহিতারাঃ প্রজাঃ সৰ্বাঃ পুনর্জগুর্বধাগতঃ ॥ ৩০ ॥
 ততো ববুধিরে সৰ্বাঃ প্রীতিযুক্তাঃ পরম্পরঃ । ভূতপ্রাণে বিবুদ্ধে তু তুষ্টে লোকভরৌ যসি ॥ ৩১ ॥
 সমুত্তিষ্ঠন্ অমাত্যমাং প্রজাঃ সংদৃষ্টবানহং । ততোহহস্তাঃ প্রজা দৃষ্টা বিহিতাঃ যেন তেজসা ॥ ৩২ ॥
 ক্রোধেন মহতা বৃক্তো লিঙ্গমুৎপাট্য চাক্ষিপম্ । তৎ ক্রিপুং সরসো মধ্যে উর্দ্ধমেব যদা স্থিতং ॥ ৩৩ ॥
 তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ স্বাপ্নুরিত্যেব বিজ্ঞতঃ । স কৃদর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সৰ্বকিঞ্চিৎ ॥ ৩৪ ॥
 প্রযাতি পরমং মোক্ষং বন্দ্যাদ্রাবর্ততে পুনঃ । যশ্চেহ তীর্থে নিবসেৎ কৃষ্ণাষ্টম্যাং সমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
 স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈরগম্যাগম্য নাত্যবৈঃ । ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবস্তৈজবাস্তরধীরত ॥ ৩৬ ॥
 ত্র্যম্বা বিত্তপাপপত পুণ্য দেবং চতুর্মুখং । লিঙ্গানি দেবদেবস্ত সসৃজে সন্নমধ্যতঃ ॥ ৩৭ ॥ আদ্যঃ

সমিহিতে যগ্ন হইরাছিলাম । সেইজন্য তুমি বহুকাল আমার অপেক্ষা করিয়াছ । ২৩ । আমি
 সমুদায় ভূতের অষ্টা । তুমি মনে মনে আমার ভাবনা করিয়াছ ॥ ২৪ ॥ তুমি বলিয়াছ,
 তোমা অপেক্ষা আর কোন পুরুষই অগ্রে জন্মগ্রহণ করে নাই ॥ ২৫ ॥ এই স্বাপ্নু জলে যগ্ন ও
 বিবশ হইয়া উঠিয়াছেন । অতএব তুমি আমার উপকার কর । দক্ষাদি প্রজাপতিনমূহও
 বাবতীর ভূতপ্রাণের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই প্রজাপতিগণ চতুর্কিধ ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন ।
 ঐ সকল প্রজা সৃষ্টমাত্র ক্ষুধিত হইয়া, সকলেই প্রজাপতিকে ॥ ২৭ ॥ তক্ষণার্থ উদাত হইলে,
 তিনি ত্তৎকণাৎ সবেগে পলারমান হইলেন এবং পরিজ্ঞাপনানায় পিতামহের সমীপস্থ হইয়া
 কহিলেন ॥ ২৮ ॥ এই সকল প্রজার মহাবৃদ্ধ সংবিধান করুন । এই কথায় তিনি তাহাদিগকে
 অন্নদান করিলেন । তাহাতে, মহৌষধি সকল স্বাবরগণের তাক্য ॥ ২৯ ॥ আর অন্নম দুর্কল ভূত-
 গণ বলীরানদিগের খাদ্য হইল । এইরূপে অন্নবিধান করা হইলে, প্রজা সকল বধাগত প্রস্থান
 করিল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর তাহারা সকলে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া, বর্জিত হইতে লাগিল । এইরূপে
 ভূতপ্রাণ অতিমাত্র বুদ্ধিপ্রাপ্ত ও ত্রিবিদ্বান লোকভর তুমি প্রসন্ন হইলে ॥ ৩১ ॥ আমি সেই সলিল
 হইতে সমুৎপিত হইয়া, প্রজা সকলকে সন্দর্শন করিলাম । আমারই তেজে তাহারা বিহিত হইয়াছে ।
 তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া ॥ ৩২ ॥ আমি অতিমাত্র ক্রোধাধিত হইয়া, লিঙ্গ উৎপাটন
 পূর্বক নিক্ষেপ করিলাম । ঐ লিঙ্গ সরোমধ্যে প্রক্ষিপ হইয়া, উর্দ্ধভাবে অবস্থিতি করিল ॥ ৩৩ ॥
 তদবধি উহা সংসারে স্বাপ্নু নামে বিখ্যাত হইল । ঐ স্বাপ্নু সত্ত্ব দর্শনমাত্রেই সকল পাপ-
 মোচন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ এবং পুনরায় বাহাতে সংসারে আগিতে না হয়, সেইরূপেই মুক্তি
 লাভ করা বাইতে পারে । যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমীতে সমাহিত হইয়া, এই তীর্থে বাস করে ॥ ৩৫ ॥
 সে অগম্যাগমনেঃস্তুত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

এই বলিয়া ভগবান্ ভব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ এদিকে ত্র্যম্বাও পাপমুক্ত
 হইয়া, চতুর্মুখের অরাধনা করিয়া, সেই সরোমধ্যে দেবদেবের নিজ সকল সৃজন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং হরঃ পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিতং । দ্বিতীয়ং ব্রহ্মসদনং স্বকীরে জাগ্রমে কৃতম্ ॥ ৩৮ ॥ তত্শিব
 পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে তৃতীয়ঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্ । চতুর্থং ব্রহ্মণো লিঙ্গং সরস্বত্যাশ্রমে স্থিতং ॥ ৩৯ ॥ কৃত-
 মেতানি তীর্থানি পুণ্যানি পাবনানি চ । বে পশুতি নিরাহারান্তে যান্তি পরমাত্মনি ॥ ৪০ ॥
 কৃতে যুগে হরঃ পার্শ্বে জেতারং ব্রহ্মণোশ্রমে । স্বাপরে তত্ পূৰ্ব্বেণ সরস্বত্যাশ্রমে কলৌ ॥ ৪১ ॥
 এতানি পূজয়িত্ব তু দৃষ্ট্বা ভক্তিসম্ভবতাঃ । বিমুক্তাঃ কল্মষৈঃ সৰ্বৈঃ প্রযান্তি পরমাং গতিং ॥ ৪২ ॥
 সৃষ্টিকালে ভগবতা পূজিতস্ত মহেশ্বরঃ । সরস্বত্যাশ্রমে তীর্থে নারা খ্যাতস্ততুমুখঃ ॥ ৪৩ ॥ তং
 পূজয়িত্বা যত্নেন সোপবাসো জিতেজ্জিহ্বাঃ । অগম্যাগমনৈর্দোষৈর্নুচ্যতে নাত্ম সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
 তত্শিবো যুগে প্রাপ্তে স্বাপোর্দেবসমীপতঃ । পূজিতং স্মহর্ষিভ্যং ভজ্যপি চ চতুমুখং ॥ ৪৫ ॥
 তং প্রণম্য শ্রদ্ধাধানো মুচ্যতে সৰ্বকল্মষৈঃ । লীলাশঙ্করসংস্কৃতং তথা বৈ ভাস্করং ॥ ৪৬ ॥
 তত্শিব স্বাপরে প্রাপ্তে স্বাপ্রমে প্রাপ্য শঙ্করং । বিমুক্তো রাজসৈবর্ত্যৈবর্ষগঙ্করসমুদৈঃ ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ কৃষ্ণচতুর্দশ্যং পূজয়িত্বা তু মানবঃ । বিমুক্তঃ পাতকৈঃ সৰ্বৈরভোজ্যভ্যাসমুদৈঃ ॥ ৪৮ ॥
 কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে বশিষ্ঠাশ্রমস্থিতঃ । চতুমুখং স্বাপয়িত্বা যবৌ সিদ্ধিমবুত্তমাং ॥ ৪৯ ॥
 ভজ্যপি যে নিরাহারঃ শ্রদ্ধাধানো জিতেজ্জিহ্বাঃ । পূজয়ন্তি মহাদেবং তে যান্তি পরমং পদং ॥ ৫০ ॥
 ইত্যেতৎ স্বাগুতীর্থত্ মাহাশ্রমং কীর্তিতং তব । তচ্ছ্রদ্ধা সৰ্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি মানব ॥ ৫১ ॥
 ইতি জীবামনপুরাণে সরোমাহাশ্রমো স্বাগুতীর্থমাহাশ্রমং নাম একোনপঞ্চাশত্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

তদ্বাখ্যে প্রথম ব্রহ্মসরঃ । উহা পরম পবিত্র । হরের পার্শ্বে উহার প্রতিষ্ঠা হইল । দ্বিতীয়
 ব্রহ্মসদন স্বকীর আশ্রমে সংবিধান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তাহার পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে তৃতীয় লিঙ্গ প্রতি-
 ঠিত হইল । চতুর্থ লিঙ্গ সরস্বতীর তটদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তৎকর্তৃক এই সকল পরম
 পবিত্র ও সকলের পবিত্রতাজনক তীর্থ বিনির্দিষ্ট হইল । যাহারা নিরাহার হইয়া এই সকল
 দর্শন করে, তাহাদের পরমগতিলাভ হয় ॥ ৪০ ॥ সত্যযুগে হরির পার্শ্বে জেতার ব্রহ্মাশ্রমে,
 স্বাপরে তৎপূৰ্ব্বে এবং কলিযুগে সরস্বতীর তটে প্রতিষ্ঠিত তীর্থ সেবনীয় ॥ ৪১ ॥ ভক্তিসম্পন্ন
 হইয়া, এই সকল লিঙ্গের পূজা ও দর্শন করিলে, সৰ্বকল্মষবিমুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া
 যায় ॥ ৪২ ॥ সৃষ্টিসময়ে ভগবান্ পিতামহ সরস্বতীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠিত চতুমুখ নামে বিখ্যাত
 মহেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥ জিতেজ্জিহ্ব ও উপবাসী থাকিয়া, যত্নসহকারে তাঁহার
 পূজা করিলে, অগম্যাগমনজনিত সমুদায় পাতক পরিহৃত হয় ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর জেতায়ুগ প্রাপ্ত
 হইলে, স্বাগুর সমীপস্থ চতুমুখনামক অন্ততম লিঙ্গের তিনি পূজা করেন ॥ ৪৫ ॥ শ্রদ্ধাধান হইয়া,
 তাঁহারে পূজা করিলে, অশেষ কল্মষনিরাস হয় । তথায় লীলাশঙ্করসংস্কৃত যে ভাস্কর বিরাজ-
 মান আছেন, তাহার ঐরূপে পূজা করিলে, ঐরূপ কলপ্রাপ্তি হয় ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর স্বাপর
 যুগসমাগতে স্বকীর আশ্রমস্থ শঙ্করের শ্রদ্ধাসহ অভ্যর্থনা করিলে, বর্ষসংকরসংস্কৃত
 রাজস ভাবের পরিহার হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে তাঁহারে পূজা করিলে, অভোজ্যার-
 ত্তকজনিত সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর কলিকালসমাগমে বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থিতি
 করিয়া, চতুমুখের স্থাপন করিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ তদ্বাখ্যে যে সকল ব্যক্তি
 বিশিষ্টরূপে আহার পরিহার ও ইজ্জিহ্বাশ্রম প্রত্যাহার করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে মহাদেবের পূজা করে,
 তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০ ॥ আমি তোমার নিকট স্বাগুতীর্থের মাহাশ্রম কীর্তন করিলাম ।
 লোকে ইহা শ্রবণ করিলে, অশেষপাপবিমুক্ত হয় ॥ ৫১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে স্বাগুতীর্থমাহাশ্রমং নাম একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ । ততোহব্রবীদেববরস্ত তীর্থং যস্য স্তবানেকতয়া প্রবাতি । পৃথদকে-
তোব চ নাম তুভ্যং ভবিকতে তীর্থবরঃ পৃথিব্যাং ॥ ১ ॥ এবং পৃথদকং দেবাঃ পুণ্যং পাপভবা-
পহং । তং গচ্ছধ্বং মহাতীর্থং বাচিবাভ্যো নিবোধথ ॥ ২ ॥ যদা মৃগশিরোমুখে শশিসূর্য্যো
বৃহস্পতিঃ । তিষ্ঠন্তি সা তিথিঃ পূৰ্ণা স্বকয়া পরিগায়ত ॥ ৩ ॥ তদগচ্ছধ্বং সুরশ্রেষ্ঠা যত্র প্রাচী
সরস্বতী । পিতৃনারাধয়ধ্বক তত্র শ্রাদ্ধেন ভক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ ততো মুরারিবচনং ক্রুদ্বা দেবাঃ
সবাসবাঃ । সমাজগুঃ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যং তীর্থং পৃথদকং ॥ ৫ ॥ তত্র স্রজা সুরাঃ সর্কে বৃহ-
স্পতিমচোদয়নু । বিবস্বন্ ভগবন্মধ্যমিদং মৃগশিরঃ কুরু ॥ ৬ ॥ পুণ্যং তিথিং পাপহরাং তব
কালোহম্যগতঃ । প্রবর্ততে রবিস্তত্র চক্ষুৰ্যপি বিশত্যসৌ ॥ ৭ ॥ তবাবস্তং শুরো কার্ষাং
সুরাণাং তৎ কুরু বঃ । ইত্যেবমুক্তো দেবৈস্ত দেবাচার্য্যোহব্রবীদিদং ॥ ৮ ॥ যদি বর্ষাধিপো-
হহং স্তঃ ততো যাস্মামি দেবতাঃ । বাচমুচুঃ সুরাঃ সর্কে ততোহসৌ প্রাক্রমন্মৃগং ॥ ৯ ॥
আবাচে মাসি মার্গকে চক্ষুৰ্যতিথির্হিবা । তস্তাং পুরন্দরঃ প্রীতঃ পিতৃং পিতৃষু ভক্তিতঃ ॥ ১০ ॥
প্রাদাভিলমধুমিশ্রৈঃ হবিষ্যান্নং প্রভুভা বৈ । ততঃ প্রীতাস্থ পিতরস্তাং দদৃস্তনন্নাং নিজাং ॥ ১১ ॥
মেনাং দেবাশ্চ শৈলার হিমযুক্তায় বৈ দদৃঃ । তাং মেনাং হিমবান্নকু । প্রসাদাদৈবতেষথ ।
প্রীতিমানভবচ্চাসৌ যেমে স তু যথেষ্টয়া ॥ ১২ ॥ ততো হিমাশ্রিতঃ পিতৃকণ্ঠয়া সমং

সনৎকুমার কহিলেন, অনন্তর দেববর মহাদেব সেই তীর্থকে বলিলেন, যেহেতু তুমি একতা
সহকারে প্রয়াণ করিতেছ, সেইহেতু, পৃথদক নামে বিখ্যাত ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান তীর্থ
হইবে ॥ ১ ॥ হে দেবগণ ! এইরূপে পৃথদক যেমন পরমপবিত্র, সেইরূপ সর্ববিধ পাপভয় নির কৃত
করে । তোমরা সেই মহাতীর্থে গমন করিগা, যেক্রমে যাত্রা করিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ যে
সময়ে শশী, সূর্য্য ও বৃহস্পতি মৃগশিরানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, তৎকালে সেই তিথি অক্ষয়
নামে পরিগণিত হয় ॥ ৩ ॥ অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ সকল ! যেখানে সরস্বতী প্রাচীনমুখী
হইয়াছেন, তথায় গমন করিগা, ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধসংবিধানপূর্বক পিতৃগণের আরাধনা
কর ॥ ৪ ॥

ইক্ষসহিত দেবগণ মুরারির এই বচন আকর্ষণ করিয়া, কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থ পৃথদকে সমা-
গত হইলেন ॥ ৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, সকলে বৃহস্পতিকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্
বিবস্বন্ । আপনি মৃগশিরানক্ষত্রে পাপহারিণী ও পুণ্যজননী তিথি রূপে সংবিহিত করুন ।
আপনার সময় সম্পূর্ণ হইবাছে । সূর্য্য তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন । চক্ষুমাও প্রবেশ
করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ হে শুরো ! দেবগণের এই কার্য্য আপনারই আয়ত্ত । অতএব তাহা
সম্পাদন করুন ।

দেবগণ বৃহস্পতি দেবগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে দেবতাবর্গ !
যদি আমি বর্ষাধিপতি হইতে পারি, তাহা হইলে, করিব । দেবগণ এই নিয়মে সন্মত হইলে,
তিনি মৃগশিরানক্ষত্রে সংক্রমণ করিলেন । তাহাতে, আমাচ্যমাসে মৃগশিরানক্ষত্রে যে চক্ষুৰ্যতিথি
সম্পূর্ণ হইল, পুরন্দর প্রীতিমান ও ভক্তিয়ুক্ত হইয়া, সেই সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥
হবিষ্যন্নভোজনপূর্বক মধুমিশ্রিত তিলপিণ্ড প্রদান করিলেন । তখন পিতৃগণ প্রীত হইয়া,
আপনাদের তনয়কে প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ দেবগণ হিমালয়হস্তে তাহারে পত্নীরূপে স্তম্ভ
করিলেন । হিমালয় দেবগণের প্রসাদে তাহারে প্রাপ্ত ও তাঁহার প্রতি প্রীতিমান হইয়া,
যথেষ্ট রিহারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর তিনি পিতৃকন্যা মেনার সহিত যথেষ্ট বিষয়-

সন্তপস্বনং বৈ বিবধানং নথেষ্টং । অজীজনং না তনরাক্ষ কিস্রো রূপান্তিযুক্তাঃ
স্বরযোবিতম্ ॥ ১৩ ॥

ই ত জীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । মেনায়াং কন্তাকান্তিস্রো জাতা রূপগুণাবিতাঃ । সুনাত ইতি চ খ্যাত-
শচতুর্থস্তনয়োভবৎ ॥ ১ ॥ রক্তাকী রক্তনেত্রা চ রক্তাধরবিভূষিতা । রাগিণী নাম সজ্জাতা
জ্যেষ্ঠা মেনাসুতা যুনে ॥ ২ ॥ কৃতাকী পদ্মপত্রাকী নীলকুক্ষিতম্বুজা । খেতমাণ্যধরা ।
কুটিলা নাম চাপরা ॥ ৩ ॥ নীল জনচয়প্রখ্যা নীলেন্দীবরলোচনা । রূপেণাভূপমা কালী জযতা
মেনকাসুতা ॥ ৪ ॥ জাহাস্তাঃ কন্তাকান্তিস্রঃ বড়কাৎ পুরতো যুনে । কর্তৃস্তুঃ প্রযাতাস্ত
দেবাস্তা দৃশুঃ শুভাঃ ॥ ৫ ॥ ততো দিবাকঠৈঃ সর্কৈর্কস্মভিচ্চ তপস্বিনী । কুটিলা ব্রহ্মলোক-
মীতা শশিকরসম্ভা ॥ ৬ ॥ অথোচুর্দেবতাঃ সর্কঃ কিং ত্রিয়ং জনম্ব্যতে । পুত্রং মহিবহন্ত রঃ
ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭ ॥ ততোব্রবীৎ স্বরপতির্নেঃ শক্তা তপস্বিনী । শার্কং ধারয়িতুং
তেজো বরাকী মুচাতাং ত্রিয়ং ॥ ৮ ॥ ততস্ত কুটিলা ক্রুদ্ধা ব্রহ্মাণং গ্রাহ নারদ । তথা বশিষ্য
ভগবন্ যথা শার্কং স্বহর্ষকং ॥ ৯ ॥ ধারয়িষ্যামাহং তেহস্তৈশ্চ শূণু সন্তম । তপস্যাং স্তুতপ্তেন
সমারাধ্য জনর্দ্দনং ॥ ১০ ॥ যথা হরস্ত মূর্খানং নময়িষ্যে পিতামহ । তথা দেব করিষ্যামি সত্যং
সত্যং ময়োদিতং ॥ ১১ ॥

ভোগ করত পরম পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিলেন । মেনা ঐ সময়ে তাঁহার সহবসে অতিশয়
সৌন্দর্যশালিনী তিন কন্তা সমুৎপাদন করিলেন । তাহারা সমলেই স্বররমণী হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মেনার গর্ভে রূপগুণসম্পন্ন তিন কন্তা এবং সুনাতনাম বিখ্যাত এক পুত্র
জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১ ॥ তন্মধ্যে মেনার জ্যেষ্ঠ কন্তার নাম রাগিণী । তাঁহার অঙ্গ রক্তবর্ণ,
লোচন রক্তবর্ণ এবং অম্বরও রক্তবর্ণ ॥ ২ ॥ মেনার দ্বিতীয়া কন্তার নাম কুটিলা । তাঁহার অঙ্গ
নিঃতিশয় সৌষ্ঠবসম্পন্ন, লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ, কেশপাশ কুক্ষিত ও নীলবর্ণ । এবং তাঁহার
মাণ্য ও অম্বর খেতবর্ণে অলঙ্কৃত ॥ ৩ ॥ মেনার কনিষ্ঠা কন্যার নাম কালী । তিনি নীলাঙ্গনচয়-
সম্ভিভা নীলেন্দীবরলোচনা এবং রূপে উপমামুতা ॥ ৪ ॥ হে যুনে ! সেই কন্তা ত্রয় ছয় বৎসরের
পূর্বেই তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলে, দেবগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন ॥ ৫ ॥ তখন আদিত্য-
গণ ও বসুগণ সেই শশিকরসম্ভিভা তপস্বিনী কুটিলাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলে ॥ ৬ ॥ দেবগণ
সকলে ব্রহ্মার গোচরে নিবেদন করিলেন, ইনি কি মহিবহন্ত পুত্র প্রসব করিবেন, বলিতে
আজ্ঞা হউক ॥ ৭ ॥ স্বরপতি পিতামহ উত্তর করিলেন, এই তপস্বিনী শত্ভুয় তেজঃ ধারণ
করিতে পারিবেন না । অতএব এই বরাকীকে ছাড়িয়া দাও ॥ ৮ ॥

নারদ ! তখন কুটিলা ক্রুদ্ধা হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি যাহাতে শত্ভুয় হৃদয়
তেজ ধারণ করিতে পারিব, তদনুরূপ যত্ন করিব । হে সন্তম ! শ্রবণ করুন । আমি পুনরায়
॥ ১০ ॥ যাহাতে মহাদেবের মন্তক অবনত করিতে সমর্থ হইব, হে দেব পিতামহ ! সত্য সত্য
বলিতেছি, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিব ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ভূতঃ পিতামহঃ ক্রুদ্ধঃ কুটীলাঃ প্রাহ দাক্ষণাঃ । ভগবানাদিকৃষ্ণা
সর্বকোপোপি মহামুনে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ । যস্মান্নঘটনং পাপে ন কাত্তং কুটিলে স্বরা । তস্মান্নচ্ছাপনির্দ্বন্দ্বা সর্বদ্বাপো
ভবিষ্যসি ॥ ১৩ ॥ ইতোবং ব্রহ্মণা শপ্তা হিমবদ্ভূতী মূনে । আপোময়া ব্রহ্মলোকং প্রাবয়ামাস
বেগিনী ॥ ১৪ ॥ তামুদ্রতজলাং দৃষ্ট্বা প্রববন্ধ পিতামহঃ । ঋকসামাথর্বযজুভির্কৃদনৈঃ
সর্বতো দৃঢ়ং ॥ ১৫ ॥ সা বন্ধা সংস্থিতা ব্রহ্মংস্তজ্জৈব গিরিকন্ডকা । আপোময়া প্রাবয়ন্তী
ব্রহ্মণো বিমলালয়ং ॥ ১৬ ॥ যা সা রাগবতী নাম সাপি নীতা স্ত্রৈর্দেবৈঃ । ব্রহ্মণে তাং নিবেদ্যৈব তা-
মপ্যাহ প্রজাপতিঃ ॥ ১৭ ॥ সাপি ক্রুদ্ধাবতীচনং তথা তস্যো মহন্তপঃ । যথা যন্নাম-
সংযুক্তো মহিবহ্নো ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ তাং শশাপাথ স ব্রহ্মা সঙ্ঘ্যারাগো ভবিষ্যতি । বা মহাকা-
মলজ্বাঃ বৈ স্ত্রৈর্লভ্যসে বলাৎ ॥ ১৯ ॥ সাপি জাতা মুনিশ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ্যারাগবতী ততঃ । প্রতীচ্ছন্
কৃত্তিকভাগে শৈলেশ্যা বিপ্রহং দৃঢ়ং ॥ ২০ ॥ ততো গতে কন্ডকে হে জাতা মেনা তপস্বিনী ।
তপসো বারয়ামাস উ মেতোবাব্রবীচ্চ সা ॥ ২১ ॥ তদেব মাতা নামাস্ত্যশ্চক্রে পিতৃশ্রুতী শুভা ।
উমেতোব হি কঙ্কারাঃ সা জগাম তপোবনং ॥ ২২ ॥ ততঃ সা মনসা দেবং শূলপাণিং বুধধ্বজং ।
ক্রুদ্ধং চেতসি সঙ্ঘাৰ্য্য তপস্তপে স্তুত্বকরং ॥ ২৩ ॥ ততো ব্রহ্মাবতীদেবান্ গচ্ছধ্বং হিমবৎ-
সুতাং । ইহানরধ্বং তৎকালং তপস্তপ্তীং হিমালয়ে ॥ ২৪ ॥ ততো দেবাঃ সমাজগা দৃদৃশুঃ

পুলস্ত্য কহিলেন হে মহামুনে ! সকলের পিতামহ, ঈশ্বর ও আদিকৃষ্ণ ভগবান্ ব্রহ্মা
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দাক্ষণপ্রকৃতি কুটীলায়ে কহিলেন ॥ ১২ ॥ অরি পাপে কুটিলে ! বেহেতু,
তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিলে না, সেইহেতু, আমার শাপে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া, সলিলমাঝে
পরিণত হইবে ॥ ১৩ ॥ মূনে ! হিমালয়নন্দিনী কুটীলা এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া, বেগবতী
আপোময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাবিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ পিতামহ ব্রহ্মা
তাঁহারে উদ্দামসলিলা দর্শন করিয়া ঋক, সাম, অথর্ব ও যজু রূপ বন্ধন দ্বারা সর্ব্বথা দৃঢ়রূপে
বন্ধ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মন্ ! গিরিকন্ডা কুটীলা এইরূপে নিষজ্জিত হইয়া, আপোময় কলে-
বরে পরমনির্ম্মল ব্রহ্মনিলয় প্রাবিত করিয়া, সেই স্থানে অবস্থিতি করিত লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

এদিকে দেবগণ সেই রাগিনীনামক দ্বিতীয়া হিমালয়নন্দিনীকে স্বর্গে আনয়ন ও পিতামহের
গোচরে নিবেদন করিলেন । পিতামহ তাহাকেও ঐরূপ বলিলেন ॥ ১৭ ॥ রাগিনী তচ্ছ বণে জাত-
ক্রোধা হইয়া, কহিলেন, আমি সেইরূপ কঠোর তপশ্চরণ করিব, যাহা ত আমার নামসংযুক্ত হইয়া,
মহিবহন্তা জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ১৮ ॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহারেও শাপ দিয়া কহিলেন, তুমি সঙ্ঘ্যারাগ
হইবে । বেহেতু, তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, বলপূর্ব্বক দেবগণকেও অতিক্রম
করিলে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! রাগিনী ব্রহ্মার শাপে সঙ্ঘ্যারাগ হইয়া, জন্মগ্রহণ
করিল ॥ ২০ ॥

তদনন্তর তপস্বিনী মেনা যখন জানিতে পারিলেন, আপনার দুই কন্ডা গত হইয়াছেন,
তখন তৃতীয়া কন্ডাকে তপশ্চরণে বিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, উমা অর্ধাৎ তপস্তা করিও না ॥ ২১ ॥
তিনি তাহাই অর্ধাৎ এই উমাশব্দেই কন্ডার নাম করণ করিলেন । তাহাতে তাঁহার নাম উমা
হইল । অনন্তর উমা তপোবন গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তথাঃ তিনি ভগবান্ বুধধ্বজ শূলপাণি
ক্রুদ্ধকে মন দ্বারা অদয়ে সঙ্ঘারিত করিয়া, স্তুত্বকর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

ভদ্রার্ধনে পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, তোমরা হিমালয়ে গমন করিয়া, তথায়
তপশ্চরণে সংযুক্তা হিমালয়স্থিতারে এখানে আনয়ন কর ॥ ২৪ ॥

শৈলনন্দিনীঃ । তেষাং বিকিতাস্ত্য ন শেকুরূপসর্পিভূম্ ॥ ২৫ ॥ ইত্যৌ মরুকাটৈঃ সার্কৈঃ
 নির্কৃতস্তেষাং তরা । অক্ষণোঃ ২২ধিকতেজোস্তা বিনিবেদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৬ ॥ ততো
 ব্রহ্মাবীন্দেবান্ এবং শঙ্করবল্লভা । সূর্য সতেজসো নুনং বিকিণ্ডাত্ত হতপ্রভাঃ ॥ ২৭ ॥
 তস্মাদ্ভুজধ্বং স্বঃ স্বঃ হি স্থানং ভো বিগতজরাঃ । সত্যরকং হি মহিবঃ বিদধ্বং নিহতং ব্রণে ॥ ২৮ ॥
 ইত্যেবমুক্তা দেবেন ব্রহ্মণা সেন্সকাঃ সুরাঃ । অগ্নুঃ সাস্তেব ধিক্যানি সদ্যো বৈ বিগতজরাঃ ॥ ২৯ ॥
 উমামপি তপস্ভক্তীঃ হিমবান্ পর্কতেশ্বরঃ । নিবর্ত্য তপসস্তস্মাৎ সদায়ো হ্রস্বদগৃহান্ ॥ ৩০ ॥
 দেবোপ্যাশ্রিত্য তজ্জ্যোজ্ঞঃ ব্রতং নামনিরাশ্রয়ং । বিচচার মহাশৈলাশ্চৈকপ্রাণান্ মহামতিঃ ॥ ৩১ ॥
 ন কদাচিন্মহাশৈলং হিমবন্তং সমাগতঃ । তেনাৰ্কিষ্ঠঃ শঙ্করানৌ তাং ব্রাহ্মিমবসকরঃ ॥ ৩২ ॥
 দ্বিতীরেহি গিরীশেন মহাদেবো নিমজ্জিতঃ । ইতৈব তিষ্ঠত্ব বিভো তপঃসাধনকারণাৎ ॥ ৩৩ ॥
 ইত্যেবমুক্তো গিরিণা হরশ্চক্রে মতিং চ তাং । তথা চ'শ্রমমাপ্রিত্য ত্যক্তা স স্বং নিরাশ্রমং ॥ ৩৪ ॥
 বসতোপ্যাশ্রমে তস্মৈ দেবদেবস্ত শূলিনঃ । তং দেশমগমৎ কালী গিরিরাজসুতা শুভা ॥ ৩৫ ॥
 তামাগতাং হরো দৃষ্ট্বা ভূয়া জাতাঃ প্রিরাঃ সতীং । আগতেনাভিসংপূজ্য তসৌ যোগরতো
 হরঃ ॥ ৩৬ ॥ সা চাত্যোত্য বরারোহা কৃতাজলিপরিগ্রহা । ববন্ধে চরণৌ শৈলে সখিভিঃ
 সহ ভামিনী ॥ ৩৭ ॥ ততস্ত শ্চিরাচ্ছর্যঃ সমীক্ষ্য গিরিকন্তকাং । ন যুক্তং চৈবমুক্তাথ

দেবগণ পিতামহের আদেশে যথাশ্রদ্ধা গমন করিয়া, শৈলনন্দিনীকে নয়নগোচর করি-
 লেন । কিন্তু তদীয় তেজে পরাভূত হইয়া, তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারিলেন না ॥ ২৫ ॥
 ইত্যু দেবগণের সহিত তাঁহার তেজে নির্কিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মার সকল শে তাঁহার তেজের এইপ্রকার
 আধিক্য নিবেদন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, নিশ্চয়ই ইনি শঙ্করের বল্লভা হইবেন । কেননা, তে ময়া সকলেই
 তাঁহার তেজে বিকিণ্ড ও প্রভাশূন্য হইয়াছ ॥ ২৭ ॥ অতএব, মহিষাসুর তারকের সহিত
 সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া, সন্তাপপরিহারপূরঃসর স্বস্ব স্থানে প্রতিস্থান কর ॥ ২৮ ॥

ইত্যনুসৃত সমুদায় দেববর্গ ভগবান্ পিতামহ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও বিগতসন্তাপ
 হইয়া, তৎক্ষণাৎ স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে, উমা তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে,
 পর্কতপতি হিমালয় পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারে তপস্তা হইতে বিনিবর্তিত করিয়া,
 গৃহে লইয়া আসিলেন ॥ ৩০ ॥ মহামতি ভগবান্ মহাদেবও সেই নিরাশ্রম রোদ্ভবত অশ্রয়
 করিয়া, মেরু প্রমুখস্থ মহাশৈল সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ তিনি
 বিচরণপ্রসঙ্গে কোন সময়ে মহাশৈল হিমালয়ে সমাগত হইলেন । তখন পর্কতপতি হিমাচল
 শঙ্কাসহকারে তাঁহার পূজাবিধি সম্পাদন কবিলেন । এবং মহাদেব একরাতি তথায় বাস
 করিলে ॥ ৩২ ॥ দ্বিতীয় দিনে তাঁহারে নিমজ্জন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে বিভো !
 তপঃসাধনার্থ এই স্থানেই অধিষ্ঠান করুন ॥ ৩৩ ॥ পর্কতপতি এইরূপ নিবেদন করিলে,
 উমাপতি মহাদেব সেই নিরাশ্রম ব্রত ত্যাগ ও আশ্রম আশ্রয় করিয়া, তথায় বাস করিতে
 কৃতমতি হইলেন ॥ ৩৪ ॥ দেবদেব শূলী এইরূপে আশ্রমী হইলে, গিরিরাজের তৃতীয়া কন্যা
 সেই সর্কসুন্দরী কালী ঐ স্থানে সমাগতা হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মহাদেব আপনার প্রিয়া সতীকে
 পুনরায় অনগ্রহণপূর্বক তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, আগতবাদসহকারে সখিশেষ অভি-
 বাদনা দি করিয়া, যোগচর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তখন সেই বরারোহা ভামিনী কালী
 কৃতাজলিপরিগ্রহা হইয়া, অভ্যাগমনপূর্বক সখীগণসমভিব্যাহারে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা
 করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহাদেব বহুক্ষেণের পর গিরিকন্যাকে দর্শন করিয়া, কহিলেন, তোমার

নগশোভনধে ততঃ ॥ ৩৮ ॥ সাপি সৰ্ব্ববচো ব্রৌজং ব্রজা জ্ঞানসমবিতা । অন্তর্হঃখেন দহতী
 পিতৃয়ঃ প্রাহ পার্শ্বতী ॥ ৩৯ ॥ তাত বাস্তে মহারণ্যে তন্তুং ঘোরং মহন্তপঃ । আরাধনায়
 দেবন্ত শঙ্করন্ত পিনাকিনঃ ॥ ৪০ ॥ তথৈতু্যাক্তং বচঃ পিত্র পাশে তস্যা বিন্দুভে । ললিতাখ্যা
 তপন্তেপে হর্যারাদনকামারী ॥ ৪১ ॥ তস্যঃ সখাস্তদা দেব্যাঃ পরিচর্যাক্ত কুর্কতে ।
 সমিৎকুশকলং চাপি মূল্যহরণমাদিতঃ ॥ ৪২ ॥ বিনোদনার্থং পার্শ্বত্যা মুগ্ধঃ শূলধ্বজঃ ।
 কৃতশ্চ তেজোযুক্তশ্চ ক্রজো মেস্থিতি শত্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ পূজাং করোতি তস্যা ব তং পশন্তী
 মুহমুহঃ । ততোহস্তান্তাষ্টিমগমচ্ছুরা ত্রিপুরাস্ককৎ ॥ ৪৪ ॥ বটরূপং সমাধায় আবাঢ়ীমুঞ্জ-
 মেখলী । ষাঙ্কোপবীতী ছত্রী চ মুগাজিনধরস্তথা ॥ ৪৫ ॥ কমণ্ডলুবাণকরো ভস্মাকৃণিতবিগ্রহঃ ।
 প্রত্যাশ্রমং পৰ্বটন্ স তং কাল্যাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৬ ॥ তমুখায় তদা কালী সখীভিঃ সহ নারদ ।
 পূজয়িত্বা বখান্যায়ং পর্যাপৃচ্ছদ্বিদম্ ॥ ৪৭ ॥

উমোবাচ । কস্মাদাগম্যতে ভিক্ষো কুত্র স্থানে তব আশ্রমঃ । কুতস্তং পরিগন্তাসি মম শীঘ্রং
 মিবেদয় ॥ ৪৮ ॥

ভিক্ষুকবাচ । মমাশ্রমপদং বালে বারাণস্যাং শুচিত্রতে । অশ্বতীর্থব জায়াঃ গমিষ্যামি পৃথুদকং ॥ ৪৯ ॥

দেবুবাচ । কিং পুণ্যং তত্র বিশ্লেজ্ঞ যদ্যসি ত্বং পৃথুদকে । পথি জ্ঞানেন চ কলং কেষু
 কিং লব্ধবানসি ॥ ৫০ ॥

এই অল্পঠান সৰ্ব্বথা বৃদ্ধিসহিত । এই বলিয়াই তিনি প্রমথগণের সহিত অন্তর্হিত
 হইলেন ॥ ৩৮ ॥

নিরিনকিনী তাঁহার এই অতীবভয়ঙ্কর বচন আকর্ণন করিয়া, জ্ঞানাবাগ প্রাপ্ত ও
 অন্তঃহঃখে দহমান হইয়া, পিতাকে আসিয়া কহিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাত ! আমি ভগবান্ মহা-
 দৈবের আরাধনামানসে ঘোর মহৎ তপশ্চরণার্থ মহাবনে গমন করিব ॥ ৪০ ॥ পিতা হিমালয়
 এই বাক্যে সন্তত হইলে, তিনি তাহারই পিতৃদেশে মহাদেবের আরাধনাভিলাষে
 ললিতানামধারণ পূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ তৎকালে তদীয় সখীরা আদি
 হইতে কল, মূল ও সমিৎ কুশ আহরণ করিয়া তাঁহার পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ এবং
 তাঁহার চিত্তবিনোদসমাধনার্থ মৃত্তিকানির্মিত শূলধারী বর নির্মাণ করিয়া দিলে, তিনি তদর্শনে
 কহিলেন, এই তেজস্বী ব্রজ যেন আমারই হন ॥ ৪৩ ॥ এই বলিয়া, তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহারে
 দর্শন করিয়া, তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন । ত্রিপুরারি তাঁহার এইরূপ শঙ্কাসন্দর্শনে
 তাহার প্রতি ক্রীতিমান হইলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর তিনি পলাশনির্মিত দণ্ড, মুঞ্জ মেখলা,
 ষাঙ্কোপবীত, ছত্র ও মুগাজিন এই সকল অলঙ্কৃত বটু বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ॥ ৪৫ ॥ কমণ্ডলুবাণ
 করে ভস্মাকৃণিত কলেবরে প্রতি আশ্রম পৰ্বটন করিতে করিতে সেই কালীর আশ্রমপদে পদার্পণ
 করিলেন ॥ ৪৬ ॥

নারদ ! কালী তৎকণাৎ সখীগণের সহিত উত্থান ও ন্যারানুসারে তাহার পূজা করিয়া,
 বক্ষ্যমাণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অরি ভিক্ষো ! কোথা হইতে আসিতেছেন ?
 কোথাই বা আপনার আশ্রম ? কোথাই বা আপন গমন করিবেন ? নীত্র আমারে
 বলুন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

ভিক্ষু কহিলেন, অরি বালে ! অরি শুচিত্রতে ! বারাণসীতে আমার আশ্রম ।
 অধুনা আমি তীর্থযাত্রা চসঙ্গে পৃথুদকে গমন করিব ॥ ৪৯ ॥

দেবী কহিলেন, আপনি যে পৃথুদকে যাইতেছেন, তথায় কিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে ?
 পশ্চিমোই বা কোন্ কোন্ তীর্থে জ্ঞান করিয়া, কিরূপ কল লাভ করিয়াছেন ? ॥ ৫০ ॥

ভিক্ষুর্বাচ । ময়' স্নানং প্রাগে তু কৃতং প্রথমমেবহি । ততঃ ততীর্থে কুর্ক'ম্ অহন্তে
চণ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১ ॥ বন্ধুবন্দে চ কৰ্কক্ষে তীর্থে কনথলে তথা । সরসভামগ্নিকুণ্ডে ভদ্রাবাস্ত
ত্রিবিষ্টপে ॥ ৫২ ॥ কোনটে কোটিতীর্থে চ তক্ষকে চ কুশোদরি । নিকামেন কৃতং স্নানং
ততো ভ্যাগাত্তবাস্রমং ॥ ৫৩ ॥ ইহস্থং স্থং সমাভাষ্য শমিষ্যামি পৃথুদকং । পৃচ্ছামি য'দহং
স্থং বৈ তত্র ন ক্রৌঞ্চুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥ অহং যত্নপসাত্মানং শোষয়ামি কুশোদরি । বাল্যোহপি
সংযততনুস্ততঃ স্নাঘ্যঃ দ্বিজস্মানাং ॥ ৫৫ ॥ কিমর্থং ভবতী বোদ্রং প্রথমে বয়সি স্থিঃ । তপঃ
সমাপ্রিতা ভীকু সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৬ ॥ প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং সহ ভদ্রা বিলাসিনি ।
সুভোগা ভোগিতাঃ কালো এজস্তু স্থির্যোবনে ॥ ৫৭ ॥ তপসা বাহুদন্তীঃ গিরিজে সচরাচরং ।
রূপাভিজনমৈশ্বৰ্য্যং তচ্চ তে বৰ্ত্ততে বহু ॥ ৫৮ ॥ তৎ কিমর্থমপ্যট্টোত্তানজংকারান্ জটা ধৃতাঃ ।
চীনাংগুকং পরিত্যজ্য কিং হং বন্ধলধারিণী ॥ ৫৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ততস্ত তপসা বৃদ্ধা দেব্যাঃ সোমপ্রভা সখী । ভিক্ষবে কথয়ামাস যথাবৎ সা হি
নারদ ॥ ৬০ ॥

সোমপ্রভোবাচ । তপশ্চর্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পার্শ্বত্যা যেন চেতুনা । তং শৃণু মহাকালী হং
ভক্ত্যরমিচ্ছতি ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । সোমপ্রভায়া বচনং শ্রুত্ব সংকম্পা বৈ শিরঃ । বিহস্য চ মহাত্মনঃ ভিক্ষুরাহ
বচস্বিদং ॥ ৬২ ॥

ভিক্ষুর্বাচ । বদাসি তে পার্শ্বতি বাক্যমেবং কেন প্রদত্তা তব বুদ্ধিরেবা । কথং করঃ

ভিক্ষু কহিলেন, আমি প্রথমে প্রয়াগ স্নান করিয়াছি । পরে যথাক্রমে কুর্কাস্র, অহন্তে,
চণ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১ ॥ বন্ধুবন্দে, কৰ্কক্ষে, কনথলে, সরসভীতে, অগ্নিকুণ্ডে, ভদ্রাতে, ত্রিবিষ্টপে ॥ ৫২ ॥
কোনটে, কোটিতীর্থে ও তক্ষকে নিকাম হইয়া, স্নান করিয়া, তোমার আশ্রমে আদিল'ম ॥ ৫৩ ॥
এখানে তোমাকে সংভাষণ করিয়া, পৃথুদকে গমন করিব । তোমাতে বাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি,
তাহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না ॥ ৫৪ ॥ অয়ি কুশোদরি ! আমি যে বাল্যকাল হইতেই সংযত-
তনু হইয়া, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়াছি, তাহা দ্বিজ তিগণের পক্ষে
স্নাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥ অয়ি ভীকু ! তুমি প্রথম বয়সে অবস্থিতি করিয়া, কি উদ্দেশে তপস্তা
প্রবৃত্ত হইয়াছ । তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অয়ি বিলাসিনি ।
প্রথম বয়সে সখীর সহিত বিবিধ উপাদেয় বিষয়ভোগেই স্ত্রীদিগের সময় অতিবাহিত হইয়া
থাকে ॥ ৫৭ ॥ অয়ি গিরিনন্দিনী ! লোকে তপস্যা দ্বারা রূপ, অভিজ্ঞান ও ঐশ্বৰ্য্য এই সকলই
বাহ্য করিয়া থাকে । তোমার ত সে সকল ভূরিপরিমাণেই আছে ॥ ৫৮ ॥ তবে তুমি কিজনা
অলঙ্কার পরিহার করিয়া, জটাতার ধারণ এবং চীনাংগুক ত্যাগ করিয়া, বন্ধল পরিধান
করিয়াছ ॥ ৫৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ ! তখন সোমপ্রভানামে দেবীর তপোবৃদ্ধা অন্যতর সখী সেই ভিক্ষুকে
যথাবৎ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পার্শ্বতী বেকারণে তপশ্চর্য্য
প্রবৃত্তা হইয়াছেন, শ্রবণ করুন । এই মহাকালী মহাদেবকে পতিক্রমে কামনা
করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভিক্ষুরূপী মহাদেব সোমপ্রভার এই কথা শুনিয়া, শিরঃস্পন্দন ও উঠে-
ন্বরে মহাহাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ অয়ি পার্শ্বতি ! আমি জিজ্ঞাসা
করিতেছি, কোন ব্যক্তি তোমাতে এইরূপ বুদ্ধ প্রদান করিল ? দেখ তোমার পল্লবকোমল বর

পল্লবকোমলস্তে সমেষাতে শার্ককরং সসর্পং ॥ ৬৩ ॥ তথা দ্বকূলান্বয়শালিনী ত্বং যুগারিচর্যাভি-
বুতস্ত কৃত্ত্বঃ । ত্বং চন্দনাক্রা স চ ভস্মভূষিতো ন যুক্তরূপং প্রতিভাতি মে ত্বিদং ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবং বাদিনি বিপ্রেন্দ্র পার্শ্বতী ভিক্ষুমত্রলীং । মামৈবং বদ ভিক্ষো ত্বং হরঃ
সর্কশুণাধিকঃ ॥ ৬৫ ॥ শিবো বাপাথবা ভীমঃ সধনো নির্ধনোথবা । অলঙ্কতো বা দেবেশকুথা
বাপানলকৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ যাদৃশস্তাদৃশো বাপি স মে নাথো ভবিষ্যতি । নিবার্যাতাময়ং ভিক্ষুর্কিৎকুঃ
ক্ষুরিতাধরঃ । ন তথা নিন্দকঃ পাপঃ যথা শ্রোতা শশিপতে ॥ ৬৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোবমুক্তা বরদা সমুখাতুমথৈচ্ছত । ততোহতাজ্জঙ্ঘিকরূপং স্বরূপস্তো-
হলবচ্ছিবঃ ॥ ৬৮ ॥ ভূত্বোবাচ প্রিয়ে গচ্ছ স্যেব ভবনং পিতুঃ । তবার্থায় প্রেতস্যামি মহর্ষীন্
হিমবদগৃহে ॥ ৬৯ ॥ যচ্চৎ রুদ্রমৌহস্ত্যা যুগ্ময়শ্চৈশ্বরঃ কৃতঃ । অসৌ ভদ্রেশ্ববেত্যেবং খ্যাতো
লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥ দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষাঃ কিংপুরুষোরগাঃ । পূজয়িষ্যন্তি সততং
দানবান্চ শুভেঙ্গবঃ ॥ ৭১ ॥ ইত্যোমুক্তা দেবেন গিরিরাজসুতা যুনে । জগাম স্তম্ভাশ্রমং
স্যেব ভবনং পিতুঃ ॥ ৭২ ॥ শঙ্করোপি মহাতেজা বিমূঢ়া । গরিকল্যকাং । পৃথুদাকং জগা-
মাথ স্তানং চক্রে বিধানতঃ ॥ ৭৩ ॥ ততস্ত দেব প্রব্রজে মহেশ্বরঃ পৃথুদকে । কৃতঃ হেন তদা
স্তানমপাস্তসর্ককল্যসঃ ॥ ৭৪ ॥ কৃত্বা সনন্দী সগণঃ সবাহনো মহাগিহিং মন্দরমজ্জাম ।
আয়াতি ত্রিপুরাস্তকে সহ গণৈঃ পর্যাযুতৈঃ সপ্তভিরারোহৎপুলকো বভৌ গিরিবরঃ সংদষ্টচিত্তঃ

কিরূপে মহাদেবের ভূজঙ্গ বেষ্টিত করের সহিত সংগত হইবে ? ॥ ৬৩ ॥ অধিক কি, তুমি দ্বকূল'স্বর
ধারণ করিতেছ । কিন্তু মহাদেব যুগ রিচর্য পরিধান করেন । তুমি চন্দনে চচিত, কিন্তু মহাদেব
ভস্মে বিভূষিত । সুতরাং, এই ঘটনা আমার যুক্তরূপ প্রতিভাত হইতেছে না । ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভিক্ষু এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, পার্শ্বতী তাহার বলিতে লাগিলেন,
অয়ি ভিক্ষো ! আপনি এরূপ কথা মুখে আনিবেন না । কেননা, মহাদেব সর্কপেতা সমধক
শুণহামে অলঙ্কৃত ॥ ৬৫ ॥ অথবা, তিনি শিবই হউন, আর ভীমই হউন, ধনীই হউন, আর
নির্ধনই হউন, অলঙ্কৃতই হউন, আর অনলঙ্কৃতই হউন ; অথবা তিনি যেমন তেমনই হউন,
তিনিই আমার নাথ । সখি ! এই ভিক্ষুককে নিবারণ কর । দেখ, আবার কি বলিবার জন্য
ইহার অধর ক্ষুরিত হইতেছে । মহাদেবের নিন্দা করিলে, যত না পাপ হয়, সেই নিন্দা শ্রবণ
করিলে, ততোধিক পাপ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ৬৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বরদা পার্শ্বতী এইমাত্র কহিয়া, উত্থান করি ত অভিনাষিনী হইলেন ।
তদ্বর্ণনে মহাদেব ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর তাঁহারে
বলিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে ! তুমি এখন পিতার ভবনেই গমন কর । আমি তোমার জন্য
হিমবদগৃহে তথায় প্রেরণ করিব ॥ ৬৯ ॥ তুমি রুদ্রের প্রাপ্তিকামনাবশংবদ হইয়া, তাঁহার
যুগ্ময় প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়াছ, ঐ মূর্তি ভদ্রেশ্বরনামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৭০ ॥
দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, উরগগণ এবং মানবগণ সকলেই শুভাভিলাষ-
বশত হইয়া, সতত তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৭১ ॥

তদবস্থান্ ভব এইরূপ কহিল, গিরিরাজনন্দিনী আকাশে অবগ হনপূর্বক পিতার নিলয়ে গমন
করিলেন ॥ ৭২ ॥ তখন মহাতেজা মহাদেবও তাঁহারে বিসর্জনপূর্বক পৃথুদকে সমাগত ও
তথায় স্থাবিধানে অতিশিষ্ট হইলেন ॥ ৭৩ ॥ এইরূপে দেবপ্রবর মহেশ্বর পৃথুদকে স্তান করিয়া,
সর্ক প্রবাবমুক্ত হইয়া ॥ ৭৪ ॥ নন্দী ও প্রমথগণ এবং বাহনের সমভিব্যাহারে মহাগিহি মন্দরে
বস করিলেন । ত্রিপুরাস্তক সেই মহাদেব গগনে সমাগত হইলে, মন্দরভূধর পরমপুলকিত

কথাৎ । চক্রে দিব্যফলৈর্জ্জলেন শুচিনা মূলৈশ্চ কন্দাদিভিঃ পূজাং সর্বগণেশ্বরৈঃ সহ বিভো-
রদ্রিষ্টিনেত্রস্ত তু ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমানস্তবে মন্দরগিরিপ্রবেশো নাম একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ সম্পূজিতো রুদ্রঃ শৈলেন প্রীতিমানভূৎ । সম্মাষ চ মহর্ষীংস্ত অরু-
দ্ধত্যা সমং ততঃ ॥ ১ ॥ তে সংস্রুতাস্ত্ব ঋষয়ঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা । সমাজগ্ম্যর্ষহাটশলং মন্দরং
চাক্রকন্দরং ॥ ২ ॥ তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব দেবদ্বিপুরনাশনঃ । অভ্যুখ্যান্নাভিপূজ্যৈতানিদং
বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ ধন্যোয়ং পর্বতশ্রেষ্ঠঃ শ্রাব্যঃ পূজ্যশ্চ দৈবতৈঃ । ধূতপাপস্তথা জাতো
ভবতাং পাদপঙ্কজৈঃ ॥ ৪ ॥ স্থীয়তাং বিস্তুতে রম্যে গিরিপ্রস্থে সমে শুভে । শিলাসু পদ্মবর্ণা-
সু শঙ্কাসু চ মৃদুপথ ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তা দেবেন শঙ্করেণ মহর্ষয়ঃ । সমবেত্য অরুদ্ধত্যা বিবিণ্ডুঃ শৈল-
সান্নত্নি ॥ ৬ ॥ উপবিষ্টেষু ঋষিষু নন্দী দেবগণাগ্রণীঃ । অর্ঘাদিভিঃ সমভর্চ্য স্থিতঃ প্রযত-
মানসঃ ॥ ৭ ॥ ততোহব্রবীৎ সুরপতির্দম্যং বাক্যং হিতং শ্রুয়ান্ । আত্মনো যশসৌ বৃষ্টে সপ্তর্ষীন্
নিরাস্বিতান্ ॥ ৮ ॥

হর উবাচ । সশ্রুপ তত্র বাক্যেয় গাধেয় শৃণু গোতম । ভরদ্বাজ শৃণু দমজিরস্তং শৃণু চ ॥ ৯ ॥
মমানীন্দকতনুহা িয়া দা দক্ষকোপতঃ । উৎসসর্জ সতী প্রাণান্ যোগং দৃষ্ট্বা পুরা কিল ॥ ১০ ॥
সাদা ভূঃ সমুদ্ভূতা, শৈলর জসুতা উমা । তাং মদর্থং শৈলেন্দ্রে যাচাতাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১১ ॥

ও তৎক্ষণ ৭ অতিমাত্র দৃষ্টচিত্ত হইয়া । এবং দিবা ফল মূল ও পরমপবিত্র সর্গিল প্রদান
করিয়া, সেই সর্বগণেশ্বরসংমিত্তি বিভূ পশুপতির পূজা করিল ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মন্দরগিরি প্রবেশ নামক একপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিমাগয় বিশেষ বিধানে পূজা করিলে, মহাদেব প্রীতিমান হইয়া, অরুদ্ধতী-
সমেত সপ্ত মহর্ষিকে স্মরণ করলেন ॥ ১ ॥ মহাত্মা শঙ্কর স্মরণ করণামাত্র, তঁ হারা চাক্রকন্দর-
শেভিত মন্দরাচলে সমাগত হইলেন ॥ ২ ॥ দেব ত্রিপুরনাশন তাঁহাদিগকে সমাগত
দর্শন করিয়া, অভ্যুখান ও সবিশেষ পূজাবিধানপূর্বক বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ এই
মন্দরপর্বত আপনাদের পাদপঙ্কজসংসর্গে ধন্য, শ্রেষ্ঠ, শ্রাব্যবিশিষ্ট ও দেবগণেরও পূজনীয় ।
এং সর্বথা পাতকপরিশূন্য হইল ॥ ৪ ॥ অধুনা, আপনারা এই সম, শুভ, রমণীয় ও বিস্তুত
গিরিপ্রস্থে মৃদু, শঙ্ক ও পদ্মসবর্ণ শিলাতলে অবাস্থতি করুন ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহর্ষিগণ ভগবান্ শঙ্করকর্তৃক এইরূপ-অতিহিত হইয়া, অরুদ্ধতীর সহিত
শৈলসান্নতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে, দেবগণাগ্রণী নন্দী অর্ঘ্যাদি
দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়, প্রযতমানসে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৭ ॥ তখন সুরপতি মহাদেব
আপনার যশোবৃদ্ধমানসে সেই বনপ্রান্তর সপ্তর্ষিকে ধর্মসঙ্গত হিতবাক্যে কহিলেন ॥ ৮ ॥ হে
কশ্যপ! হে অত্রৈ! হে বাকুণেয়! হে গাধেয়! হে গোতম! সকলে শ্রবণ করুন । হে
ভরদ্বাজ! আপনিও শ্রবণ করুন । হে অজিরা! আপনিও শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ দক্ষহুহিতা
সতী পূর্বে আমার প্রিয়া ছিলেন । দক্ষের প্রতি যৌবনশতঃ তিনি যোগমার্গের অনুসরণপূর্বক
জ্ঞানত্যাগ করেন ॥ ১০ ॥ অধুনা তিনি শৈলরাজহুহিতা উমারূপে পুনরায় সমুদ্ভূতা হইয়াছেন ।
হে দ্বিজসত্তমগণ! আমার জন্য সেই শৈলেন্দ্রের নিকট উমাধে যাত্রা করুন ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । সপ্তর্ষয়ৈশ্চবমুক্তা বাচমিত্যক্রবন্ বচঃ । ৩ নমঃ শঙ্করায়েতি প্রোক্তা
অগ্নুর্হিমালয়ং ॥ ১২ ॥ ততোপ্যক্রক্ৰতীং সৰ্বঃ প্রাণ গচ্ছস্ব সূন্দরি । পুরঞ্জেয়া হি পুরক্ৰীণাং
গতিং ধর্মস্য বৈ বিদুঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যেবমুক্তা তুলজ্যা লোকাচার্য্য অক্রক্ৰতী । নমস্তে ক্রদ্র
ইতুাক্ৰা জগাম পতিম্ সাহ ॥ ১৪ ॥ গতা হিমাদ্রিশিখরমোষধিগ্রন্থমেব চ । দদুতঃ শৈলরাজস্য
পুরন্দরপুরীমিব ॥ ১৫ ॥ ততঃ সম্পূজ্যমানাস্তে শৈলযোষিষ্টিরা দরং ৭ । সূনাতাদিভিষ্যতৈঃ
পূজ্যমানা বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥ গন্ধর্কৈঃ কিংনরৈর্যকৈস্তথ তৈস্তৎপুরঃসরৈঃ । বিবিণ্ডুভূবনং রমাং
হিমাজ্জৈর্হটকোজ্জলং ॥ ১৭ ॥ ততঃ সর্ক মহাস্ত্র নস্তপসা ধৌতকল্যাণাঃ । সমাগাদা মহাদ্বারং
সংতস্তুর্ধ্বাংস্বকারণাং ॥ ১৮ ॥ ততস্ত্ব ঝরিতোভাগাদ্ধ্বাস্থোজির্গন্ধমাদনঃ । ধারয়ৈ কয়ে দণ্ডং
পদ্যরাগময়ং মহৎ ॥ ১৯ ॥ ততস্তমুহূনয়ো গতা শৈলপতিং শুভং । নিবেদয়ান্মান্ সং প্রাপ্তান্
মহৎকার্য্যার্থিনো বয়ং ॥ ২০ ॥ ইত্যমুক্তঃ শৈলেন্দ্র ঋষির্ভির্গন্ধমাদনঃ । জগাম তত্র যজ্ঞাস্তে
শৈলরাজোহজিভিবৃতঃ ॥ ২১ ॥ নিষধো ভুবি জাহ্নত্যাং দদ্ব হস্তৌ মুখে গিতিঃ । দণ্ডং নিক্ষিপ্য
কক্ষায়ামদং বচনং ব্রবীৎ ॥ ২২ ॥

গন্ধমাদন উবাচ । ইমে হি ঋষয়ঃ প্রাপ্তা শৈলরাজ তবাজিরে । দ্বারে স্থিতাঃ কার্য্যণস্তে তব
দর্শনলালসাঃ ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । দ্বাস্থবাকাং সমাকর্ণ্য সমুখায়াচলেশ্বরঃ । স্বয়মভাগমদ্বারি সমাদ্যার্থ-
মুত্তমং ॥ ২৪ ॥ তাং চার্ঘ্যাদিনা শৈলঃ সমানীয় সভাতলং । উবাচ বাক্যং বাক্যজঃ কৃতাসন-
পরিগ্রহান্ ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সপ্তর্ষিরা এইরূপ অভিহিত হইয়া, তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন । অনন্তর
সকলে, ওঁ নমঃ শঙ্করায়, বলিয়া, হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ তখন শঙ্কর অক্রক্ৰতীকেও
বলিলেন, অয়ি সূন্দরি ! তুমিও হিমালয়ে গমন কর । কেননা, পুরক্ৰীড়া পুরক্ৰীণের ও
ধর্মের গতি বিদিত আছেন ॥ ১৩ ॥ অক্রক্ৰতী এইরূপ অভিহিত হইয়া, তুলজ্যা লোকাচারের
অনুরোধে, ক্রদ্র ! তেমাকে নমস্কার, এইপ্রকার বাগ্‌বচনাসপুরঃসর স্বামীর সহিত প্রস্থান
করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর সকলে ওষধিগ্রন্থনামক হিমাদ্রিশিখরে সমাগত হইয়া,
পুরন্দরপুরীর ন্যায়, তলীয় নগরী নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাহারা সমাগত হইল,
তত্ৰত্য যোষিদ্গণ ও সূনাতাদি অন্যান্য বক্তিবর্গ অব্যগ্রচিত্ত তাহঁদের পূজা করতে
লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ তদনন্তর তাহঁারা সকলে গন্ধর্কগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ ও
অন্যান্য পুংসরগণ সমভিষাহারে হিমালয় স্বর্ণসমুজ্জল রমণীয় ভবনে প্রবষ্ট হইলেন ॥ ১৭ ॥
তাহঁারা সকলেই মহাত্মা এবং সকলেই তপোবলে সর্বথা নিষ্পাপ হইয়াছেন । মহাদ্বারে
সমুপস্থিত হইয়া, দ্বারবানের অপেক্ষা করিতে লাগলেন ॥ ১৮ ॥ দ্বাররক্ষী স্বয়ং গন্ধমাদন
তদ্বর্শন কটিভি অভ্যাগত হইল । তাহার হস্তে পদ্যরাগ নিক্ষিপ্ত বৃহৎ দণ্ড । ১৯ ॥ ঋষিগণ
তাহারে কহিলেন, তুমি যাইয়া হিমালয়কে জানাও, আমরা কোন মহৎ কার্যের জন্য অদি-
য়া ছ ॥ ২০ ॥ গন্ধমাদন ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া হিমালয় বেধনে পর্বতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,
অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, ভূমিন্যস্তজাহ্ন উপবেশন ও মুখে হস্ত প্রদানপূর্বক
কক্ষমধ্যে দণ্ডনিক্ষেপনহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ হে শৈলরাজ ! ঋষিগণ আপনার
প্রাঙ্গণভূমিতে পদার্পণপূর্বক দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । তাহঁারা কোন কার্যের জন্য
আসিয়াছেন, আপনার দর্শনবাগনা করেন ॥ ২৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দ্বাস্থের কথা শুনিয়া, অচলেশ্বর হিমালয় স্বয়ং অধ্যগ্রহণপূর্বক, দ্বারদেশে
সমাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ এবং তাহাঙ্গিকে অভ্যর্থনা করিয়া, সভাতলে বসনহকারে আনয়ন

হিমবানুবাচ । অনন্তরুষ্টিঃ িমিস্থুতা হোহকুশ্মং কলং । অপ্রতর্ক্যামচিন্ত্যঞ্চ ভবদাগমন-
স্তিদং ॥ ২৬ ॥ অদ্য প্রভৃতি ধন্যোন্মি শৈলরাজোন্মি সত্তমাঃ । সংশ্লিষ্টদেহো ন্যাদৈব যন্তবন্তো
মমাজিরং ॥ ২৭ ॥ অসংসংসর্গং শুদ্ধং কৃতবন্তো বিজ্ঞোক্তমাঃ । দৃষ্টিপূত্রং পদাক্রান্তং তীর্থং
সারস্বতং যথ ॥ ২৮ ॥ দাসোহং ভবতাং বিপ্রাঃ কৃতপুণ্যশ্চ সাংপ্রতং । যেনার্থিনো হি তে যুয়ং
ভগ্ন হুজ্ঞাতুমর্হথ ॥ ২৯ ॥ সদারোহং সমং পুত্রৈর্ভূতোন প্রভুরব্যয়ঃ । কিংকরোহন্মিহিতো
যুয়দজ্ঞাকারী তচ্চাতাং ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৈলরাজবচঃ শ্রদ্ধা শ্রবয়ঃ সংশিতব্রতাঃ । উরুগিরিসং বৃদ্ধং কার্যমর্জৌ
নিবেদয় ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং নোদিতঃ সর্কো ঋষিভিঃ কশ্চপাদিভিঃ । প্রভুবাচ পরং বাক্যং
গিরিরাজঃ তমঙ্গিরাঃ ॥ ৩২ ॥

অঙ্গিরা উবাচ । শ্রবতাং পর্বতশ্রেষ্ঠ যেন কার্ষেণ বৈ বয়ং । সমাগতাস্তৎসদনমরুদ্ধত্যা
সমঙ্গিরে ॥ ৩৩ ॥ যোহসৌ মহাত্মা সর্বাত্মা দক্ষযজ্ঞকরুণকরঃ । শঙ্করঃ শূলধ্বক শর্ক ঋত্নেনেত্রো
ব্রহ্মবাহনঃ ॥ ৩৪ ॥ জীমূতকেতুঃ শক্রশ্রো যজ্ঞভোক্তা স্বয়ং প্রভুঃ । যমীশ্বরং বদন্ত্যেকে শিবং
স্বপ্নবরং হরং ॥ ৩৫ ॥ ভীষ্মগ্রঃ মহেশানং মহাদেবং পশোঃ পতিং । বয়ং তেন প্রেষিতাঃ
স্বস্তংসকাশং গিরীশ্বর ॥ ৩৬ ॥ ইয়ং যৎস্মৃতা কালী সর্বলোকেষু স্মদয়ী । তাং প্রার্থয় ত
দেবেশস্তাং ভবান্নাতুমর্হস ॥ ৩৭ ॥ স এব ধনো হি পিতা যন্ত পুত্রী পতিং শুভং । রূপাভি-
জনসংপন্ন্য প্রপ্নোত গিরি-ভব ॥ ৩৮ ॥ যাবন্তে জন্মমাগম্যা ভূতাঃ শৈল চতুর্কিধাঃ । তেষাং

করিলেন ॥ ২৫ ॥ অনন্তর তাঁহারা আসন পরিগ্রহ করিলে, সেই বাক্যজ্ঞ হিমালয় বলিতে
লাগিলেন, ইহা কি বিনামেষে বৃষ্টি অথবা কুশ্ম ব্যািরেকেই ফলেৎপত্তি? আপনাদের
আগমন সক্ষম চিন্তা ও তর্কের অতীত ॥ ২৬ ॥ হে সত্তমগণ! অত্রি হইতে আমি ধন্য ও
যথার্থ ই শৈলগণের রাজা হইলাম। এবং আমার দেহও সর্বথা শুদ্ধ হইল। যেহেতু, আপ-
নারা মদীয় অঙ্গির পদার্পণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ বলিতে কি, আপনারা পদার্পণ ও দৃষ্টিদ্বারা
পবিত্র করিয়া, অসং সংসর্গে সর্বথা মলিন মদীয় অঙ্গিকে সাক্ষাৎ সারস্বত তীর্থে পরিণত
করি লন ॥ ২৮ ॥ হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদের দান। সংপ্রতি কৃতপুণ্য হইলাম। আপনারা
যেজন্য অসিয়াছেন, তাহা বলিতে অজ্ঞা হউক ॥ ২৯ ॥ অম পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত
আপনাদের আশীকারী কিঙ্কররূপে অবস্থিতি করিতেছি; কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সংশিতব্রত ঋষিগণ শৈলরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদীয় গোচরে
কর্য্য নিবেদন করিবর জন্য বৃদ্ধ অঙ্গিরাকে প্রেরণা করিলেন ॥ ৩১ ॥ অঙ্গিরা কশ্চপাদি
ঋষিগণের প্রণোদনপরতন্ত্র হইয়া, গিরিরাজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে পর্বতশ্রেষ্ঠ!
আমরা যে কার্ষের জন্য অরুদ্ধতীর সহিত ভবদীয় সদনে আগমব করিয়াছি, শ্রবণ
কর ॥ ৩৩ ॥ যিনি মহাত্মা ও সর্বাত্মা; যিনি দক্ষযজ্ঞের ভগ্ন সমুৎপাদক, যিনি শঙ্কর ও
শূলধ্বক, যিনি শর্ক ও ঋত্নেনেত্র, যিনি ব্রহ্মবাহন ॥ ৩৪ ॥ যিনি জীমূতকেতু ও শক্রশ্র, যিনি
যজ্ঞভোক্তা ও স্বয়ং প্রভু, যাহাকে ঈশ্বর, শিব, স্বাপ্নবর ও হর বলিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যিনি ভীষ্ম,
উগ্র, মহেশান, মহাদেব ও পশুপতি নামে পরিগণিত, হে গিরীশ্বর! আমরা তাঁহারই
কর্তৃক বদীয় সকাশে প্রেরিত হইয়াছি ॥ ৩৬ ॥ তোমার হুহিত। এই সর্বলোকস্মদয়ী
কালকে সেই দেবদেব মহাদেব প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব তুমি দান কর ॥ ৩৭ ॥
হে গিরিদত্তম! সেই পিতাই ধন্য, যাহার কন্যা রূপ ও অভজন সম্পদের সহিত সর্বথা লোকোত্তর-
সৌভাগ্যসম্পন্ন পতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে গিরীজ! স্বাবর ও জন্মভেদে বাবতীর

মাতা ত্বিঃ দেবী ষতঃ প্রেক্ষঃ পিতা হরঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রণম্য শঙ্করং দেবাঃ প্রণমাংতু স্মৃতাঃ তব ।
কুরুষ পাদং শত্ৰুণাং মূর্খী তস্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪০ ॥ যাচিতারো বয়ং শর্কো বরো দাতা ত্বমপ্যমা । বধুঃ
সর্বজগন্মাতা কুরু যচ্ছৈয়সে তব ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তদ্বচোঃশ্রবণঃ শ্রুত্বা কালী তদ্ব্যবধৌমুখী । হর্ষমাগম্য সহসা পুনর্দৈন্য-
মুপাগতা ॥ ৪২ ॥ ততঃ গৈলপতিঃ প্রাহ পর্কতঃ গন্ধমাদনং । গচ্ছ শৈলাল্লুপামজ্ঞা সর্কানাংভূ-
মর্হসি ॥ ৪৩ ॥ ততঃ শীত্ৰতঃ শৈলো গৃহাদগৃহমগাজ্জবী । মের্কাদ্যান্ পর্কতশ্রেষ্ঠানাংজুহাব
সমস্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ তেপ্যাজগ্নুস্তরবস্তুঃ কার্ষাং মত্বা মহত্তদা । বিবিভর্কিস্ময়াবিষ্টঃ সৌবর্ণেশা-
সনেবুচ ॥ ৪৫ ॥ উদয়ো হেমকূটঃ রম্যকো মন্দরস্তথা । উদ্দালকো য় ক্রণশ্চ বরাহো গরুড়া-
সনঃ ॥ ৪৬ ॥ শুক্তিমান্ বেগসানুশ্চ দৃঢ়শৃঙ্গোপি শৃঙ্গবান্ । চিত্রকূটশ্চিকুশ্চ তগান্যো ক্ষুদ্র-
পর্কতাঃ ॥ ৪৭ ॥ উপবিষ্টাঃ সভায়াং বৈ প্রণিপত্য ঋষীংশ্চ তান্ । ততো গিরীশঃ স্বাং ভাষ্যং
মেনাম হুতবান্ স্বয়ং ॥ ৪৮ ॥ সম গচ্ছতু কল্যাণী সমং পুত্রেন ভামিনী । সাভিবন্দ্য ঋষিগণ-
চাণাংশ্চ তপস্বিনী । সর্কান্ জ্ঞাতীন্ সমাভাষ্য বিবেশ সস্মৃতা তদা ॥ ৪৯ ॥ ততোজ্জ্বু মহা-
শৈল উপবিষ্টেবু নারদ । উবাচ বাকাং বাক্যজ্ঞঃ সর্কানাভাষ্য স্মরয়ং ॥ ৫০ ॥

হিমাল্যুবাচ । ইমে সপ্তর্ষিঃ পুণ্য যাচিতারঃ স্মৃতাঃ মম । মহেশ্বরার্থং কন্যাস্ত তচ্চ বেদ্যং
ভবৎসু বৈ ॥ ৫১ ॥ তদ্বদধ্বং যথান্যায়ং জ্ঞাতয়ো যুয়মেব মে । নোল্লভ্যঃ যুয়ান্ দান্যাম
তৎ ক্রমং বক্তু মর্হথ ॥ ৫২ ॥

চতুর্কিঞ্চ ভূতপ্রায় দৃষ্টে হইয়া থাকে, এই দেবী কালী তাহাদের জননী হইবেন । বেহেতু,
মহাদেব তাহাদের পিতা বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৯ ॥ দেবগণ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া, তোমার
এই পুত্রীকে প্রণাম করুন । তুমি শঙ্করগণের মস্তকে ভস্মপরিপ্লুত চরণ স্তম্ভ কর ॥ ৪০ ॥ আমরা
যাচক, স্বয়ং মহাদেব বর, তুমি সম্প্রদাতা, এবং সর্ব-জগতের জননী এই উমা বধু । অতএব
য হাতে তে মার ভাল হয়, তাহা কর ॥ ৪১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অগ্নিরায় এই কথা শুনিয়া, কালী অধৌমুখী হইয়া, অবস্থিতি করিলেন ।
তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে হর্ষের অভ্যুদয় ও পরে পুনরায় দৈন্যভাবে আবির্ভাব
হইল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর গৈলপতি হিমালয় গন্ধমাদনকে কহিলেন, তুমি গমন করিয়া, সমুদয়
পর্কতকে নিমজ্জনপূর্বক আনয়ন কর । গন্ধমাদন তদায় আদেশানুসারে বেগতরে অতি
দ্রুত গৃহ হইতে গৃহে গমন করিয়া, মেরু প্রভৃতি পর্কতশ্রেষ্ঠদিগকে চতুর্দিক হইতে আহ্বান
করিল ॥ ৪৩ ॥ তাহারও সকলে কার্ষ্যের গো-বস্তা বিবেচনা করিয়া, স্বাসহকারে গিরিপ্রাঙ্ক-
ভবনে প্রবেশপূর্বক বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে সুবর্ণানুশ্রিত আসন সকলে উপবিষ্ট হইল ॥ ৪৪ ॥
এইরূপে উদয়, হেমকূট, রম্যক, মন্দর, উদ্দালক, বাক্রণ, বরাহ, গরুড়াসন ॥ ৪৬ ॥ শুক্তিমান,
বেগসানু, দৃঢ়শৃঙ্গ, শৃঙ্গবান, চিত্রকূট, চিকুট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্কত সকল ॥ ৪৭ ॥ সেই সকল
ঋষিকে প্রণাম করিয়া, সভামধ্যে উপবেশন করিল । ঐ সময়ে গিরিরাজ স্বকীয় সহধর্ম্মিণী
মেনাকে স্বঃ আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৪৮ ॥ কল্যাণী ! তুমি পুত্রের সহিত সমাগত
হও । তখন তপস্বিনী মেনা ঋষিগণের চরণ বন্দনা করিয়া, সমুদায় জ্ঞাতিকে আভাষণপূর্বক
কন্যার সহিত তথাক প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর পর্কত সকল উপবিষ্ট হইলে, মহাশৈল হিমালয় তাহাদিগকে সজ্জাষণ করিয়া,
সুশ্রব-বচন-বিন্যাস-সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ এই পরমপবিত্র স্বভাব সপ্তর্ষি মহাদেবের
জন্ত মদীয় হুহিতারে প্রার্থনা করিতেছেন । আমি তোমাদের সকলকেই তজ্জন্ত জানাইতেছি ॥ ৫১ ॥
তোমরা আমার জ্ঞাতি । এ বিষয়ে বাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা কীর্তন কর । আমি তোমাদিগকে

পুলস্ত্য উবাচ । হিমবদ্ভূতঃ শ্রদ্ধা মেরুদাঃ স্থাবরোদ্ভবাঃ । সৰ্ব্ব এবাক্রবন্ বাক্যং
 স্থিতাস্তেষামনেষু তে ॥ ৫৩ ॥ যাচিতারশ্চ মুনয়ো বরপ্রাপ্তবান্ হরঃ । দীৰ্ঘতাং শৈল কালীয়াং
 জামাতাভিমতো হি নঃ ॥ ৫৪ ॥ মেনাথ গ্রাহ ভৰ্ত্তারং শৃণু শৈলেন্দ্র মে বচঃ । পিতৃভিস্তনয়া মহাং
 দত্তানেনৈব হেতুনা ॥ ৫৫ ॥ যন্তস্যাং ভূতপতিনা পুত্রো দত্তে ভবিষ্যতি । স হনিষ্যতি দৈত্যেভ্যঃ
 মহিষস্তারকং তথা ॥ ৫৬ ॥ ইত্যোবং মেনয়া প্রেক্তঃ শৈলে শৈলেশ্বরঃ স্মৃতাং । প্রোবাচ
 পুত্রি দত্ত সি শর্কায় তং ময়াধুন ॥ ৫৭ ॥ ঋষীষুবাচ কালীয়াং মম পুত্রী তপোধনাঃ । প্রণামং
 শঙ্করধূর্তকিনম্ভা করোতি বঃ ॥ ৫৮ ॥ ততোপর্যক্কতী কালীমক্ষমারোপা চাটুটৈঃ । বিলজ্জ-
 মানামাখ্যাস্য হরনামোচিঠৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ সপ্তর্ষিঃ প্রোচঃ শৈলরাজ নিশাময় ।
 জামিত্রগুণসংযুক্তাং তিথিং পুণ্যাং স্ময়ঙ্গলাং ॥ ৬০ ॥ উত্তরাকান্তনৌযোগং তৃতীয়ে হি ত্রিমাংস-
 মান্ । গমিষ্যতি চ ভূতোকো মুহূর্ত্তে মৈত্রনামকঃ ॥ ৬১ ॥ তস্যাং তিথৌ হরঃ পাণিঃ
 গ্রহীষ্যতি সমস্তচং । তব পুত্রা বয়ং যামস্তদনুজাতুমর্হসি ॥ ৬২ ॥ ততঃ সংপূজ্য বিধিনা
 কলমূলাদিভিঃ শুভৈঃ । বিসর্জয়ামাস শনৈঃ শৈলরাজ ঋষিপুত্রবান্ ॥ ৬৩ ॥ তেপ্যা-
 ক্তগ্ন্যহ্নহাবেগাশ্রকম্য মন্দালং । আসাদ্য মন্দরগিরিং তুর্যোহপশ্যন্ত শঙ্করং ॥ ৬৪ ॥ প্রণমো-
 চুর্মহেশানং তবান্ ভৰ্ত্তাদ্রিষ্য বধূঃ । সত্রক্ষচ্ছয়ো লোকা দ্রক্ষান্তি ঘনবাহনং ॥ ৬৫ ॥ ততো
 মহেশ্বরঃ প্রীত ঋষীন্ সর্কাননুক্রমাৎ । পূজয়ামাস বিধিনা অরুন্ধত্যা সমং হরঃ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ

উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোন মতেই কন্যাগান করিতে পারিব না । অতএব, কি করিলে, সকল দিক
 রক্ষা হয়, তাহা কীৰ্ত্তন কর ॥ ৫২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হিমালয়ের কথা শুনিয়া, মেরু প্রভৃতি সমবেত সমস্ত ভূধর আসনে
 উপবেশন পূর্বক বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ সপ্তর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞা করিতেছেন, দাক্ষাৎ দেবাদিদেব
 মহাদেব বর । জামাতা সর্কাস্থেই আশ্রমের অভিযত । অতএব আপনি কালীকে সম্প্রদান
 করুন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর মেনা স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শৈলেন্দ্র ! আমার
 বাচ্য শ্রবণ করুন । মহাদেবকে দিবার জন্যই পিতৃগণ আমাকে এই কন্যা দান করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥
 ইহঁর গর্ভে ভূতপতি মহাদেব যে পুত্র সমুৎপাদন করিবেন, দৈত্যেভ্যঃ মহিষ ও তারক তাঁহারই
 হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৬ ॥ মেনা এইরূপ কহিলে, শৈলেন্দ্র হিমালয় কালীকে বলিলেন,
 বৎসে ! আমি অধুনা তোমাংকে মহাদেবহস্তে সম্প্রদান করিলাম ॥ ৫৭ ॥ এই বলিয়া,
 তিনি ঋষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনবর্গ ! আমার নন্দিনী এই কালী শঙ্করের বধু
 হইলেন । ভক্তিনম্র হইয়া, আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥ তখন অরুন্ধতী একান্ত-
 লজ্জাক্রান্তা কালীকে অঙ্ক আশ্রোপিত করিয়া, মহাদেবের নামসমুচিত পরমপবিত্র স্মৃতিবাক্য
 আশ্বাসিত করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর সপ্তর্ষিগণ শৈলরাজকে কহিলেন, শ্রবণ কর ; জামিত্র-
 গুণসংযুক্ত তিথি অতিশয় পবিত্র ও পরম মঙ্গলময়ী ॥ ৬০ ॥ তৃতীয় দিবসে উত্তরাকান্তগিরি
 সহিত তাহার যোগ হইবে । ঐ যোগমুহূর্ত্তের নাম মৈত্র ॥ ৬১ ॥ মহাদেব সেই তিথিতেই
 মন্ত্রপূর্বক তোমার কন্যার পাণিপীড়ন করিবেন । এক্ষণে অনুমতি দাও, আমরা গমন করি ॥ ৬২ ॥

শৈলরাজ হিমালয় তখন পবিত্র কলমূলাদি প্রদানপূর্বক যথাবিধানে ঋষিদিগের পূজা
 করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ॥ ৬৩ ॥ তাঁহারাও মহাবেগে আকাশে
 উত্থানপূর্বক পুনরায় মন্দরভূধরে সমাগত হইয়া, মহেশ্বরের সহিত দাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৬৪ ॥
 এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনি ভৰ্ত্তা ও অদ্ভিনন্দিনী আপনার বধু হইয়াছেন ।
 অধুন, ত্রক্ষর সহিত লোকত্রয় ঘনবাহনকে সপত্নী সন্দর্শন করিবে ॥ ৬৫ ॥ তখন মহেশ্বর প্রীতিমান
 হইয়া, অরুন্ধতাস্বারে যথাবিধানে অরুন্ধতীর সহিত ঋষিদিগের পূজা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

সংপূজিতা জগুঃ সুরাণাং মন্ত্রণায় তে । তেহধাজগুর্হরং দ্রষ্টুং ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রভাকরাঃ ॥ ৬৭ ॥
ততঃ সমভ্যোত্যা মহেশ্বরস্য কৃতপ্রণামা বিবিগুর্নহর্ষে । সম্যং নন্দিপ্রমুখাংশ্চ সর্বানভ্যোত্যা তে
বন্দ্য হরং নিযগ্নাঃ ॥ ৬৮ ॥ দেবৈর্গণৈশ্চাপি বুভো গণেশঃ সংশোভতে মুক্তজটাভারঃ ।
যথা বনে সর্জসদৃশমধ্যে প্রারোহমূলোহথ বনস্পতির্কী ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ঈমাসন্তবে গৌরীবিবাহে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুনস্ত্য উবাচ । সমাগতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা নন্দিরাখাতবান্ বিভো । অখোখায় হস্মিঃ তন্ত্যা
পরিষজ্যা ন্যাপীড়য়ৎ । ব্রহ্মাণং শিরসা নত্যা সমাভাব্য শতক্রতুং । আলোক্যান্যান্ সুরগণান্
সংভাবয়ৎ স শকরঃ ॥ ২ ॥ গণাশ্চ জয় দেবেতি বীরভদ্রপুরোগমাঃ । শৈবাঃ পাণ্ডপতাদ্যাশ্চ
বিবিগুর্নন্দরাচলঃ ॥ ৩ ॥ ততস্তস্মান্নহাশৈলং কৈলাসং সহ দৈবতৈঃ । জগাম ভগবান্ শর্কঃ
কর্তুং বৈবাহিকং বিধিং ॥ ৪ ॥ ততস্তস্মিন্ মহাশৈলে দেবমাতাদিতিঃ শুভা । সুরভিঃ সুরমা
চান্যাশ্চক্রুর্নগুনমাকুলাঃ ॥ ৫ ॥ মহাহিশেশ্বরী চাকুরোচনাতিলকো হরঃ । সিংহাজিনী চাতি-
নীল ভূজঙ্গকৃতকুণ্ডলঃ ॥ ৬ ॥ মহাহিরণ্যবলয়ো হারকেয়ুরনুপুরঃ । সমুন্নতজটাভারো বৃষভস্থো
বিরাজতে ॥ ৭ ॥ তস্যাগ্রতো গণাঃ শৈঃ শৈৱাক্রুড়া বাস্তি বাহনৈঃ । দেবাশ্চ পৃষ্ঠতো জগু-
র্হতাশনপুরোগমাঃ ॥ ৮ ॥ বৈনতেষাং সমাক্রুতঃ সহ লক্ষ্যা জনার্দিনঃ । প্রযাতি দেবপার্শ্বস্থো

তাঁহারা বিশিষ্টরূপে পূজিত হইয়া, দেবতা সকলের নিমন্ত্রণার্থ গমন করিলেন । তখন ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, ইন্দ্র ও ভাস্কর মহাদেবকে দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ হে মহর্ষে!
তাঁহারা মহেশ্বরের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাদের প্রণাম ও তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন । এই সময়ে
মহাদেব স্মরণ করিলে, নন্দিপ্রমুখ সমুদায় গণ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহাদের বন্দনাপূর্বক তথায়
উপবেশন করিল ॥ ৬৮ ॥ এইরূপে দেবগণ চতুর্দিক বেষ্টন করিলে, মহাদেব জটাভার-
মোচনপূর্বক তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া, অরণ্যভ্যন্তরে সর্জসমূহমধ্যে সন্নিবিষ্ট আরোহমূল
বনস্পতির স্থায় শোভমান হইলেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ম্যো গৌরীবিবাহে নাম ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

পুনস্ত্য কহিলেন, নন্দী দেবতাদিগকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, মহাদেবকে নিবেদন
করিল, হে বিভো ! দেবগণ আগমন করিয়াছেন । তখন মহাদেব গাতোখান করিয়া,
ভক্তিপ্রদর্শনপুরঃসর হরিকে আগমন ও তদীয় পাণি নিপীড়িত করিলেন ॥ ১ ॥ অনস্তর
ব্রহ্মাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম, ইন্দ্রকে সস্তাষণ ও অন্যান্য দেবগণকে অবলোকন করিয়া, সংভাবিত
করিলেন । তখন বীরভদ্রপ্রমুখ অমরগণ, এবং পাণ্ডপতাদ্য শৈবগণ সকলে তদীয় জয়
ঘোষণা করিয়া, মন্দর চলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩ ॥ অনস্তর মহাদেব বৈবাহিক ব্যাপার সমাধানার্থ
সেই মন্দরপর্বত হইতে দেবগণের সহিত কৈলাসচলে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥ দেবমাতা
অদিতি, সুরাত ও সুরমা প্রভৃতি অন্যান্য ঋষীর্গ তাঁহাদের সাজাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥
তখন মহাদেব মহাহিশেশ্বর, সূন্দর চোচমাতিলক, সিংহাজিন, নীল ভূজঙ্গরূপ কুণ্ডল ॥ ৬ ॥
মহাসর্পরূপ হিরণ্যবলয়, হার কেয়ুর ও নুপুর এবং সমুন্নত জটাভার, এই সকলে অলঙ্কৃত হইয়া,
বৃষভে আরোহণপূর্বক পরম শোভা বিস্তার করিলেন ॥ ৭ ॥ গণ সকল স্ব স্ব বাহনে অবিরুদ্ধ
হইয়া, তাঁহাদের অঙ্গগামী হইল । হতাশনপ্রমুখ দেবগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ৮ ॥

হংসেন চ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥ গজাধিক্রুটো দেবে দ্রুহুতঃ শুক্লপটং বিভো । ধারয়ামাস বিততং
সহেজ্ঞাণ্য মহশ্চরুক ॥ ১০ ॥ যমুনা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বালব্যাজনমুত্তমঃ । শ্বেতঃ প্রগৃহ্য হস্তেন
কচ্ছপে সংস্থিত্য যযৌ ॥ ১১ ॥ হংসকুন্দেন্দুপংকাশঃ বালব্যাজনমুত্তমঃ । সরস্বতী সরিচ্ছ্রেষ্ঠা
গজাক্রুটা সমাদধে ॥ ১২ ॥ ঋতবঃ ষট্ সমাদায় কুশুমং গন্ধসংযুতং । পঞ্চবর্ণং মহেশ বৈ জগ্মু-
স্তে কামচারিণঃ ॥ ১৩ ॥ মন্তুমৈব্রাবণনিভঃ গজমাক্রুহ্য বেগবান্ । অনুলেপনমাদায় যযৌ
তত্র পৃথুদকঃ ॥ ১৪ ॥ গন্ধর্ব্বাস্তবরুমা গায়ন্তো মধুরসরঃ । অনুজগ্মুর্নহাদেবঃ বাদয়ন্তুচ
কিন্নরাঃ ॥ ১৫ ॥ নৃত্যন্ত্য অরসশ্চৈব স্তবস্তো মুনয়শ্চ তং । গন্ধর্ব্বা যন্তি দেবেশং ত্রিনেত্রং শূল-
পাণিনং ॥ ১৬ ॥ একাদশ তথা কোট্যো রুদ্রাণাং তত্র বৈ যযুঃ । দ্বাদশৈকাদিতেয়ানামষ্টৌ
কোট্যো বসুনপি ॥ ১৭ ॥ সপ্তষষ্ঠিতথা কোট্যো গণানাম্বিশন্তমাঃ । চতুর্বিংশত্যং তদা জগ্মুর্গণানা-
মুর্দ্ধরেতসাং ॥ ১৮ ॥ অসংখ্যাতানি যথানি যক্ষকিন্নররক্ষসাং । অনুজগ্মুর্নহেশানং বিবাহায়
সমাকুলাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ক্ষণেন দেবেশঃ স্বাধরাধিপতেন্তলং । সংপ্রাপ্তশ্চাগমন্ শৈলাঃ কুঞ্জ-
রহাঃ সমন্ততঃ ॥ ২০ ॥ ততো ননাম ভগবাংস্ত্রিনেত্রঃ স্বাবরাধিপং । শৈলাঃ প্রণেমুরীশানং
ততোহসৌ মুদিতোহভবৎ ॥ ২১ ॥ সমং সুরৈঃ পার্শ্বদৈশ্চ বিবেশ বুধকেতনঃ । নন্দিনা দর্শিতে
মার্গে শৈলরাজপুরং মহৎ ॥ ২২ ॥ জীমূতকেতুরায়া ত ইত্যেবং নগরস্ত্রিয়ঃ । নিজকর্ম্ম পরিত্যজ্য-
দর্শনারাদৃতাভবন্ ॥ ২৩ ॥ মাল্যদাম সমাদায় করেণৈকেন ভামিনী । কেশপাশং দ্বিতীয়েন
শঙ্করাভিমুখী গতা ॥ ২৪ ॥ অন্যান্তকরাগাঢ্যঃ পাদং কৃৎস্না কুলেক্ষণা । অনলভকমেকং হি

জনার্দন লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া, এবং পিতামহ হংসবাহন অধিষ্ঠিত হইয়া,
ভাঁহার পার্শ্বদেশ আশ্রয় পূর্বক প্রয়াণ করিলেন ॥ ৯ ॥ সহস্রলোচন দেবরাজ শরীর সহিত
ঐরাবতে অধিক্রুট হইয়া, শুক্লপটাবৃত সুবিস্তৃত হ্রদে ধারণ পূর্বক সমভিযাহারী হইলেন ॥ ১০ ॥
সরিদবা যমুনা হস্তে উৎকৃষ্ট শ্বেত ব্যাজন গ্রহণ করিয়া, কচ্ছপারোহণে প্রস্থান করিলেন ॥ ১১ ॥
শ্রোতস্বিনীপ্রধানা সরস্বতী হংস, কুন্দ ও ইন্দুসন্নিভ উত্তম বালব্যাজন ধারণপূর্বক গজপৃষ্ঠে
অধিষ্ঠিত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ॥ ১২ ॥ কামচারী ঋতুষট্ পরমশুগন্ধি পঞ্চবর্ণ কুশুম
মহাদেবের অস্ত্র যজ্ঞসহকারে গ্রহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ পৃথুদক ঐরাবত-
সন্নিভ মন্ত গজে আরোহণ করিয়া, অনুলেপন হস্তে সবেগে প্রস্থান করিল ॥ ১৪ ॥ তুধুরু-
প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ মধুর সরে গান ও কিন্নরগণ বাতবাদনপূর্বক মহাদেবের অনুগামী হইল ॥ ১৫ ॥
অঙ্গরোগণ নৃত্য ও মুনিগণ ভাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ একাদশকোটি রুদ্র,
দ্বাদশকোটি আদিত্য ও অষ্টকোটি বসু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥ সপ্তষষ্ঠিকোটি
শ্রমথগণ, এবং চতুর্বিংশকোটি উর্দ্ধরেতা ঋষিগণ অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥
তদ্ব্যতীত, অসংখ্য রাক্ষস, কিন্নর ও যক্ষসম্প্রদায় বিবাহার্থ নিতান্ত আকুল হইয়া, পশ্চাদ্গামী
হইল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর মহাদেব ক্ষণমধ্যেই হিমালয়তলে সমুপস্থিত হইলেন । তখন পর্বত সকল
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সমস্ততঃ প্রত্যক্ষ্যমান করিল ॥ ২০ ॥ অনন্তর ত্রিলোচন স্বাবরাধিপতি
হিমালয়কে প্রণাম করিলে, ঐ সকল শৈল তাহাঁরে প্রণাম করিল । হিমালয় অতিমাত্র আক্লাদিত
হইলেন ॥ ২১ ॥ তৎকালে নন্দী পথ প্রদর্শন করিলে, মহাদেব পার্শ্বদ ও অমরগণের সহিত
শৈলরাজের সুবিশাল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২ ॥ জীমূতকেতু মহাদেব আগমন করিয়া-
ছেন, এই সংবাদ পাইয়া, পুররমণীরা স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তদীয় দর্শনার্থ অনুরাগিনী
হইল ॥ ২৩ ॥ তন্মধ্যে কোন ভামিনী এক হস্তে মাল্যদাম ও অস্ত্র হস্তে কেশপাশ গ্রহণ করিয়া,
শঙ্করের অভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪ ॥ অন্য রমণী এক পদ অনলভকরাগে রঞ্জিত ও অপরা

হরঃ স্রষ্টৃমুপাগতা ॥ ২৫ ॥ একেনাক্ষাংজিতেনৈব শ্রদ্ধা ভীষ্মমুপাগতঃ । সাংজনাঞ্চ অগৃহ্যান্য
শলাকাঃ সূর্য ধাবতি ॥ ২৬ ॥ অত্যা সরসনং বসঃ পাপিনাদায় স্কন্দরী । উন্মত্তেবাগময়্যা হর-
দর্শনলালসা ॥ ২৭ ॥ অনাতিক্রান্তমীশানং শ্রদ্ধা স্তনভরালসা । অনিন্দিত কুচৌ বালা
যৌবনং স্কন্দশোদরী ॥ ২৮ ॥ ইখং স নাগরজীবাং কোভং সংজনয়ন্ হরঃ । অগাম বুধমাক্রুচৌ
দিব্যং শ্বেতরমন্দিরং ॥ ২৯ ॥ ততঃ প্রবিষ্টঃ প্রসমীক্য শত্ৰুঃ শৈলেন্দ্রবেশন্যবলা ক্রবন্তি ।
স্থানে তপো দুশ্চরমস্থিকার্য্যশচীর্ণং মহানেব সুরস্ত শত্ৰুঃ ॥ ৩০ ॥ স এব যেনাজমনজতাং
কৃতং কন্দর্পনাগ্নঃ কুসুমাবুধস্ত । ক্রতোঃ কয়ী দক্ষবিনাশকর্তা ভগাক্ষিহা শূলধরঃ পিনাকী ॥ ৩১ ॥
নমো নমঃ শঙ্কর শূলপাণে মৃগারিচক্ষ্মাংবর কালশত্রো । মহাহিহারাক্ষিতকুণ্ডলার নমো নমঃ
পার্কীতিবলভায় ॥ ৩২ ॥ ইখং সংস্তুযমানঃ সুরপতিবিধুতেনাতপত্রেণ শত্ৰুঃ সিদ্ধৈর্কল্যঃ
সপক্ষৈরহিকৃতবলয়ী চারুভস্মোপলিপ্তঃ । অগ্রস্থেনাঞ্জেন প্রমুদিতমনসা বিষ্ণুনা চানুগেন
বৈবাহীং মঙ্গলাঢ্যাং হতবহসহিতামাকুরোহাথ বেদী ॥ ৩৩ ॥ আযাতি ত্রিপুরাস্তকে সহচরৈঃ
সাক্ষিঞ্চ সপ্তর্ষিভির্ব্যাগ্রোভূদিগিরিরাজবেশ্মনি জনঃ স্ত্যাসমালকৃতো । ব্যাকুলাং সমুপাগতাশ্চ
গিরয়ঃ পূজাদিনা দেবতাঃ প্রাযো ব্যাকুলিতা ভবন্তি স্তম্ভদঃ কণ্ঠ্যবিবাহোৎসুকাঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রসাধ্য দেবীং গিরিজাং ততঃ স্ত্রিয়ো দুকূলশুক্ল-বৃত্তাঙ্গযষ্টিকাং । ভ্রাতা সুনাতেন তদোৎসবে
কৃতে সা শঙ্করাভ্যাসমধোপপাদিতা ॥ ৩৫ ॥ ততঃ শুভে হর্ষাতলে হিরণ্যয়ে স্থিতাঃ সুরাঃ

পদ অনলকৃতক করিয়া, আকুল নয়নে মহাদেবকে দেখিবার জন্য ধাবমান হইল ॥ ২৫ ॥ কোন
কামিনী, মহাদেব আসিয়াছেন, শুনিয়া, এক চক্ষু অঞ্জনাক্ত করিয়া, অঞ্জনশলাকা হস্তেই সবেগে
গমন করিল ॥ ২৬ ॥ অপরা স্কন্দরী হরদর্শনবাসনাবশবর্ত্তিনী হইয়া, রসনাসহিত বস্ত্র হস্তে আস্ত
করিয়া, উন্মত্তার ন্যায়, নগ্না হইয়াই, ধাবমানা হইল ॥ ২৭ ॥ স্তনভারে মন্থরগমনা ক্রশোদরী
স্কন্দোত্তমা অস্ত্র ললনা, মহাদেব অতিক্রম করিয়াছেন, শুনিয়া, আপনার কুচযুগল ও যৌবন,
উত্তরের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ এইরূপে মহাদেব নগরবাসিনী রমণীগণের কোভ-
সমুৎপাদনপূর্ব্বক বুধভারোহুণে দিব্য শ্বেতরমন্দিরে সমাগত হইলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি শৈলেন্দ্রভবনে
প্রবেশ করিয়াছেন, অবলোকন করিয়া, তত্রত্য কামিনীকদম্ব বলিতে লাগিল, অস্ত্রিকা যে দুশ্চর
তপশ্চরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা উপযুক্ত হইয়াছে । কেননা, এই শত্ৰু সাক্ষাৎ মহাদেব ॥ ৩০ ॥
ইনিই কুসুমাবুধ কন্দর্পকে অনঙ্গ করিয়াছেন । ইনিই ক্রতুর ক্ষয়কর্ত্তা ; ইনিই দক্ষের বিনা-
শয়িতা ; ইনিই ভগ দেবতার দৃষ্টিনিহস্তা এবং ইনিই ত্রিশূল ও পিনাক ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥
হে শঙ্কর ! তোমাকে নমস্কার । হে শূলপাণে ! তোমাকে নমস্কার । হে মৃগারিচক্ষ্মাংবর !
হে কালশত্রু ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার । তুমি মহানাগরূপ হার ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত, তোমাকে
নবস্কার । তুমি পার্কীতীর বলভ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ মহাদেব এইরূপে অঞ্জনগণকর্ত্তক
স্তু যমান ও সপক্ষ সিদ্ধগণে বন্দ্যমান হইয়া, পরমমঙ্গলময়ী অগ্নিসহিত বৈবাহিক বেদিতে অধিকৃত
হইলেন । তাঁহার হস্তে সর্পের বলয় । কলেবর সুবিশদ ভস্মভারে বিভূষিত । স্বয়ং সুরপতি
তৎকালে তাঁহার মস্তকে আতপত্র ধারণ করিলেন । ব্রহ্মা প্রমুদিত মানসে তাঁহার অঙ্গগামী
হইলেন । এবং বিষ্ণু হর্ষাবিষ্ট স্বদরে অনুগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ ত্রিপুরাস্তক মহাদেব সপ্তর্ষি ও
সহস্রবর্গে বেষ্টিত হইয়া, আগমন করিলে, গিরিরাজভবনস্থ জন সকল ব্যগ্র হইয়া, কণ্ঠ্যকে সাজা-
ইতে লাগিলেন । সমবেত পর্ব্বত সকলও পূজাদি-ব্যাপার-সংসর্গে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল ।
কন্যাবিবাহে সমুৎসুক স্তম্ভদবর্গ প্রায়ই ঐরূপে ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর ত্রী
সকল দেবী কালীকে সুসজ্জিত ও শুক্ল দুকূলে উদীয় অঙ্গযষ্টি পরিবৃত্ত করিয়া, শঙ্করের সান্নিধ্যে
লইয়া গেল । তৎকালে ভ্রাতা সুনাত উৎসব সমাহিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সমাগত সুরগণ পরম

কুটিলাদেব্যা ললাটফলকাদ তং । কালী করালবদনানিঃসৃত্য যোগিনী শুভা ॥ ৫৪ ॥ খট্টাঙ্গ-
মাদার কয়েণ যৌজ্যমানঞ্চ কালোঃশয়কোশমুখং । সংকগাজী কুধিরাগ্নুতাজী নরেন্দ্রমুখাং
অজমুদহন্তী ॥ ৫৫ ॥ কাংশ্চিৎ খড়্গেন চিচ্ছেদ খট্টাঙ্গেন পরান্ রণে । নৃবৃন্দয়দৃশং ক্রুড়া
সরথাংচ গজান্ রিপূন্ ॥ ৫৬ ॥ চর্ম্মাংকুশং মুদগরঞ্চ সধনুঞ্চ সশনিকং । কুঞ্জরং সহ যজ্ঞেণ
প্রচিক্ষেপ মুখেন্দ্রিকা ॥ ৫৭ ॥ সচক্রকুবররথং সসারথিতুরজমং । সমং যোধেন বদনে ক্ষিপ্য
চর্ম্মগতে দ্রিকা ॥ ৫৮ ॥ একং জগ্রাহ কেশেযু গ্রীবারামপয়ং তথা । পাদেনাক্রম্য চৈবান্তং
শ্বেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৫৯ ॥ ততস্তত্ত্বলং দেব্যা ভক্ষিতং সগণাধিপং । ক্রুদ্ধদৃষ্ট্য প্রহুদ্রাব তং
চণ্ডো দদৃশে স্বয়ং ॥ ৬০ ॥ আজঘানাধ শিরসি খট্টাঙ্গেন মহাস্বরং । স পপাত হতো ভূম্যাং
ছিন্নমূল ইব ক্রমঃ ॥ ৬১ ॥ ততস্তাং পতিতং দৃষ্ট্য পশোরিব বিভাবরী । কোশমুৎকর্ভয়ামাস
করাদিচরণান্তিকং ॥ ৬২ ॥ সা চ কোশং সমাদার ববন্ধ বিমলা জটাঃ । একা ন বন্ধমগম্য তমুৎ-
পাট্যাক্ষিপদুবি ॥ ৬৩ ॥ সা জাত স্মৃতয়াং যৌদ্রা তৈলাভ্যাক্তশি রোরুহা । কৃষ্ণাৰ্দ্ধমর্দ্ধগুরুঞ্চ
ধারয়ন্তী স্বকং বপুঃ ॥ ৬৪ ॥ সাত্রয়ীদ্ব্যমেকচ্চ মারয়ামিমহাস্বরং । তস্যা নাম তদা চক্রে চণ্ড-
মারীত বিস্রুতং ॥ ৬৫ ॥ প্র হ গচ্ছস স্মৃতগে চণ্ডমুণ্ডা বিহীনয় । স্বয়ং হি মারয়িষ্যামি তাবানেভুং
স্বমর্হসি ॥ ৬৬ ॥ শ্রুত্বৈবং বচনং দেব্যাঃ স ভা দ্রাত তাবুভৌ । প্রহুদ্রবতুর্ভূতৌ দিশমাশ্রিত্য

ত্রিংশিখা ক্রকুটি আবিষ্কৃত করিলেন । তখন সেই ক্রকুটিকুটিল দেবীর ললাটফলক হইতে সর্ব-
সঙ্গলসম্পন্ন, করালবদনা, যোগিনী কালী বিনিঃসৃত্য হইলেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার হস্তে ভয়ঙ্কর
খট্টাঙ্গ এবং কালের ন্যায় উজ্জ ও অতীব প্রচণ্ড নিক্ষেপিত অসি । তাঁহার কলেবর অতিশুষ্ক ও
কুধিররাশিতে পরিপূর্ণ । এবং গলদেশে নরেন্দ্রমস্তকের মালা বিলম্বিত ॥ ৫৫ ॥ তিনি বিনিঃক্রান্ত
হইয়াই, কাহাকে খড়্গ দ্বারা ছেদন ও কাহাকে খট্টাঙ্গ দ্বারা বিদারণ করিলেন । এবং অতিমাত্র
রোষাবিষ্ট হইয়া, অশ্ব, গজ ও রথসহিত রিপুকুল নিঃশূল করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর
সেই অধিকা চর্ম্ম, অকুশ, মুদগর ধনু, ঘণ্টা ও যজ্ঞসহিত গজ মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥
এবং চক্র ও কুবরসহিত রথ, সারথিসহিত অশ্ব ও যোধদিগকে বদনগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া চর্ম্মণ
করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫৮ ॥ তিনি কাহারও কেশপাশ গ্রহণ, কাহারও গ্রীবাদেশ ধারণ ও
কাহারও পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, শমনভবন প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ৫৯ ॥ অনন্তর
দেবী গণাধিপদহিত সমুদায় সৈন্য ভক্ষণ করিলেন, দেখিয়া, ক্রুৎনামক দৈত্য তাঁহার প্রতি
ধাবমান হইল । চণ্ড স্বয়ং এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ তখন দেবী ঐ মহাস্বরকে
মস্তকে খট্টাঙ্গ প্রহার করিলে, সে নিহত হইয়া, ছিন্নমূল ক্রমের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া
গেল ॥ ৬১ ॥

দেবী তাহারে পতিত দেখিয়া, তাহার কর হইতে চরণ পর্য্যন্ত কোষ উৎকীর্ণ ॥ ৬২ ॥ এবং
তাহা গ্রহণ করিয়া, বিমল জটাভার বন্ধন করিলেন । তন্মধ্যে একগাছি জটা বদ্ধ হইল না ।
তৎকণাৎ তাহা উৎপাটিত করিয়া, ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই জটা অতীব ভয়ঙ্করী
মূর্তিতে প্রাহুভূত হইলেন । উহার কেশপাশ তৈলাভ্যাক্ত, এবং কলেবর অর্দ্ধকৃষ্ণ ও অর্দ্ধ-
শুক্ল ॥ ৬৪ ॥ সে প্রাহুভূত হইয়াই কহিল, আমি একজন প্রধান মহাস্বরকে সংহার করিব ।
দেবী তাহার নাম চণ্ডমারী রাখিলেন । ঐ নাম ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর তিনি
চণ্ডমারীকে কহিলেন, অসি স্মৃতগে ! চণ্ডমুণ্ডকে এখানে জানয়ন কর । আমি তাহাদিগকে
স্বয়ং সংহার করিব । তুমি আনিয়া দাও ॥ ৬৬ ॥

চণ্ডমারী-দেবীর এই কথা শুনিয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন । চণ্ডমুণ্ড তদর্শনে ভয়ানক হইয়া

দক্ষিণাং ॥ ৬৭ ॥ ততস্তাবপি বেগন প্রাধাবন্ত্যজ্বাসসা । সাধিকৃষ্ণ মহাবেগঃ সাসভং
গরুড়োপমং ॥ ৬৮ ॥ যতো গতো হি তো দৈত্যৌ তত্র শাস্ত্রযযৌ শিবা । সা দদর্শ তদা পৌণ্ড্রং
মহিবং বৈ যমন্য চ ॥ ৬৯ ॥ সা তস্যোৎপাটয়ামাস বিষাণং ভূজগাকৃতিং । তং গ্রহণ করৈর্নৈব
দানবানবগাজ্জবাৎ ॥ ৭০ ॥ তৌ চাপি ভূমিং সন্ত্যজ্যা জগদুর্গগনং তদা । বেগেনাভিস্রুতা
সা চ সাসভেন মহেশ্বরী ॥ ৭১ ॥ ততো দদর্শ গরুড়ং পন্নগেন্দ্রং বিষাদিষু । কর্কটকং স দৃষ্টে ব
উর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত ॥ ৭২ ॥ ভয়ার্ত্তশৈব গরুড়ো মাংসপিণ্ডোপমোবভৌ । তপতংস্তপ্ত পত্রাণি
রৌদ্রাণি হি পতত্রিণঃ ॥ ৭৩ ॥ খগেন্দ্রপত্রাণ্যাদায় নাগং কর্কটকং তথা । বেগেনাধাসন্নদেবী
চণ্ডমুণ্ডৌ ভয়াতুরৌ ॥ ৭৪ ॥ সংপ্রাপ্তৌ চ তদা দেব্যা চণ্ডমুণ্ডৌ মহান্বরৌ । বন্ধৌ
কর্কটকেনৈব বন্ধা বিদ্ধামুপাগমৎ ॥ ৭৫ ॥ নিবেদয়িত্বা কৌশিক্যাঃ কোশমাদায়
ভৈরবং । শিরোভির্দানবেষ্টিতাঃ তাক্ষ্যপট্টৈশ্চ শোভনৈঃ ॥ ৭৬ ॥ কৃৎস্না অজমনৌপম্যাং
চণ্ডিকাটয়ৈ ন্তবেদয়ৎ । ঘর্ঘরাঞ্চ মৃগেন্দ্রস্য চর্মণঃ সা সমর্পয়ৎ ॥ ৭৭ ॥ অজমন্তাং
খগেন্দ্রস্য পট্টৈর্মূর্দ্ধি নিবধ্য চ । আত্মনা সা পপৌ পানং কুধিরং দানবেষপি ॥ ৭৮ ॥
চণ্ডং হাদায় মুণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চান্মরনারকৌ । চকার কুপিতা দুর্গা বিশরন্ধৌ মহান্বরৌ ॥ ৭৯ ॥
তয়োরেব তদা দেব্যা শেখরঃ শিরসা কৃতঃ । কৃৎস্না জগাম কৌশিক্যাঃ সকাশং
শর্করা সহ ॥ ৮০ ॥ সমেতা সাত্রবীন্দেবি গৃহতাং শেখরোত্তমঃ । প্রথিতো দৈত্যশীর্ষাভ্যাং
নাগরাজেন বেষ্টিতঃ ॥ ৮১ ॥ তং শেখরং শিবা গৃহ চামুণ্ডা মূর্দ্ধি বিস্তৃৎ । ববন্ধ প্রাহ চৈতেনাং

দক্ষিণ দক আশ্রয় করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ তখন চণ্ডমারী গরুড়দৃশ মহা-
বেগবিশিষ্ট গর্দভে আরোহণ ও বসন ত্যাগ করিয়া, সবেগে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানা
হইলেন ॥ ৬৮ ॥ সেই দৈত্যদ্বয় যেখানে গমন করিল, দেবী সেইখানেই তাহাদের অনুগামিনী
হইলেন । গমনসময়ে ঘরের বাহন পৌণ্ড্র নামক মহিকে অবলোকন করিয়া ॥ ৬৯ ॥ তদীয়
ভূজগাকৃতি বিষাণযুগল উৎপাটিত করিলেন । এবং তাহা গ্রহণ করিয়া, বেগভরে তাহাদের
অনুগমনে প্রযুক্তা হইলেন ॥ ৭০ ॥ তদর্শনে তাহারা ভূমি ত্যাগ করিয়া, আকাশে গমন করিলে,
সেই পরমেশ্বরী গর্দভারোহণে সবেগে অভিসরণ করিলেন ॥ ৭১ ॥ পশ্চিমধ্যে গরুড় ও পন্নগ-
পতি কর্কটকক্ষে দর্শন করিয়া, উর্দ্ধরোমা হইলেন ॥ ৭২ ॥ তদর্শনে গরুড় ভয়ার্ত্ত হইয়া
মাংসপিণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিল । এবং তাহার ভয়ঙ্কর পতত্র সকল নির্পাত্ত হইল ॥ ৭৩ ॥
তিনি সেই পতত্র সকল গ্রহণ ও কর্কটককে হস্তধারণপূর্বক সবেগে ভয়াতুর চণ্ডমুণ্ডের অভি-
সরণ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর দেবী মহান্বর চণ্ডমুণ্ডকে সংপ্রাপ্ত হইয়া, কর্কটক দ্বারা বন্ধন
করিয়া, বিদ্ধ্যপর্বতে উপাগত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ এবং কৌশিকীকে নিবেদন ও ভয়ঙ্কর কোশ
গ্রহণ করিয়া, দানবেষ্টিগণের মস্তকপরম্পরা ও গরুড়ের শোভন পত্রসমূহ দ্বারা ॥ ৭৬ ॥ নিক্রপম
মালা রচনাপূর্বক চণ্ডিকার গোচরীকৃত এবং মৃগেন্দ্রচর্মের ঘর্ঘরা তাঁহারে সমর্পণ করিলেন ॥ ৭৭ ॥
অনন্তর গরুড়ের পত্র দ্বারা অন্যত্র মাল রচনা করিয়া, মস্তকে বন্ধনপূর্বক দানবকুধিররূপ পান
পান করিলেন ॥ ৭৮ ॥

এদিকে দেবী দুর্গা অশ্মরনারক চণ্ডমুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া, রোষভরে তাহাদের মস্তক ছেদন
করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮০ ॥ এবং তাহাদের মস্তক দ্বারা শেখর রচনা করিয়া, শর্কর সহিত
কৌশিকীর সকাশে সমাগত হইলেন ॥ ৮০ ॥ অনন্তর তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া কহিলেন,
এই শেখরোত্তম গ্রহণ করুন । নাগরাজ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, দৈত্যমস্তক দ্বারা ইহা প্রথিত
হইয়াছে ॥ ৮১ ॥ চামুণ্ডা সেই শেখর গ্রহণ ও মস্তকে বিস্তৃতরূপে বন্ধন করিয়া, তাঁহারে

কৃতং কৰ্ম্ম সূদাক্ষণঃ ॥ ৮২ ॥ শেখরং চণ্ডমুণ্ডাভ্যাং যস্মাক্ষারয়তে শুভং ! তস্মাল্লোকে তব
খ্যাতিশ্চমুণ্ডেতি ভবিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥ ইতোবমুক্তা বচনং ত্রিনেত্রাস্তঃ চণ্ডমুণ্ডসম্ভাৱণীঃ বৈ ।
দ্বিগ্ধাসম্ভাৱণাবদং প্রতীতা নিষুদয়স্মারিবলান্তমুনি ॥ ৮৪ ॥ স ত্রেমুক্তাধ বিধাণকোট্যা
সবেগযুক্তেন শরাসেনেন । নিষুদয়ন্তী রিপুসৈন্তমুগ্রকচাৱ চাত্যনন্তরাং শ্চখাদ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । চণ্ডমুণ্ডো চ নিহন্তো দৃষ্ট্ৱ সৈন্তঞ্চ বিক্রতঃ । সমাদিদেখাতিবলং রক্তবীজং
মহাসুরং ॥ ১ ॥ অক্ষৌহণীনাং ত্রিংশন্তঃ কোটিভিঃ পরিবাহিতং । তমাপত্যন্তং দৈত্যানাং
বলং দৃষ্টে ৰ চণ্ডিকাঃ ॥ ২ ॥ মুমোচ সিংহনাদং বৈ কাল্যা সহ মহেশ্বরী । নিনদন্ত্যাস্ততো দেব্যা
ব্রহ্মাণী মুখতোহভবৎ ॥ ৩ ॥ হংসযুক্তবিমানস্থা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ । মাহেশ্বরী ত্রিনেত্রা চ
বৃষাকৃঢ়া ত্রিশূলিনী ॥ ৪ ॥ মহাহিবলয়া রোদ্রা জাতা কুণ্ডলিনী কণাৎ । ততোহথ জাতা কোমারী
বর্হিপত্র চ শক্তিিনী ॥ ৫ ॥ সমুদ্ভূতা চ দেবর্ষে ময়ূরবরবাহনা । বাহুভ্যাং গরুড়াকৃঢ়া শঙ্খ-
গদাসিনী ॥ ৬ ॥ শাক্ষবাণধরা জাতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী । মহোগ্রমুশলী রোদ্রা দংষ্ট্রো-
ল্লিখিতভূতলা ॥ ৭ ॥ বাগ্রাহী পৃষ্ঠতো জাতা শেষনাগোপরিস্থিত । বিক্ষপন্তী সটাক্ষৈপেগ্রহ-
নক্ষত্রতারকাঃ ॥ ৮ ॥ নখিনী হৃদয়াজ্জাতা নারসিংহী সূদাক্ষণা । তা ভূনিপগতামানন্ত নিরীক্ষ্য
বলমান্সুরং ॥ ৯ ॥ ননাদ ভূয়ো নাদান বৈ চণ্ডিকা নির্ভয়া রিপুন । ত্রিনাদং মহচ্ছড়া ত্রৈ-

কহিলেন, তুমি অতি দক্ষ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ ॥ ৮২ ॥ যেহেতু, চণ্ডমুণ্ডের মস্তক দ্বারা প্রথিত
শেখর ধারণ করিতেছ সেইহেতু লোকে চামুণ্ড বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৮৩ ॥ চণ্ডমুণ্ডের মাল্য-
ধারিণী সেই ত্রিনেত্রাকে এইরূপ কহিয়া, প্রীতিভরে দ্বিগ্ধজ্ঞাকে কহিলেন, তুমি এই সমস্ত শত্রুসৈন্য
সংহার কর ॥ ৮৪ ॥ তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া, বিধাণকোটী ও বেগবান্ শরাসেন দ্বারা প্রচণ্ড
রূপবল সংহার ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়, অন্যান্য অসুরদগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চণ্ডমুণ্ডবধনামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, চণ্ডমুণ্ড নিহত ও সৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়িত হইয়াছে, দর্শন
করিয়া, শুভ মহাসুর রক্তবীজকে আদেশ করিল ॥ ১ ॥ তখন ত্রিংশৎকোটি অক্ষৌহণীতে পরিবৃত
হইয়া, রক্তবীজ ও দৈত্যসৈন্য আগমন করিতেছে, অবলোকন করিয়া পরমেশ্বরী চণ্ডিকা ॥ ২ ॥
কলীর সহিত সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন । তিনি ঐরূপ শব্দ করিলে তাঁহার মুখ হইতে
ব্রহ্মাণী প্রাভূত হইলেন ॥ ৩ ॥ তিনি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুহস্তে হংসযুক্ত বিমানে অধিষ্ঠিত
আছেন । তৎকণাৎ ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়নী, বৃষারোহণী মহা হবলয়শোভনা, কুণ্ডলিনী ঘোর-
প্রকৃতিশালিনী মহেশ্বরীও সমুদ্ভূতা হইলেন । অনন্তর বর্হিপত্রশোভিনী, শক্তিিনী কোমারীও
অন্নগ্রহণ করলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ হে দেবর্ষে ! তিনি ময়ূরব হনে অরোহণ করিয়া আছেন । পরে
তাঁহার বাহুযুগল হইতে শঙ্খচক্রগদাসধারিণী, গরুড়ারেনী ও শাক্ষবাণশোভিনী, রূপশালিনী
বৈষ্ণবী প্রাভূত হইলেন । অনন্তর দংষ্ট্রা দ্বারা ভূতল বিদারিত করিয় মহোগ্র মূবল হস্তে
ভয়ঙ্করপ্রকৃতি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ শেষনাগব্যস্থিতি বাগ্রাহী তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ করিলেন ।
পরে সটাক্ষটী বিক্ষপ্ত করিয়া, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা সকলকে ইতস্ততঃ প্রাক্ষপ্ত করিতে করিতে
নখরশালিনী অতীবদারুণপ্রকৃতি নারসিংহী তাঁহার হৃদয় হইতে প্রাভূত হইলেন । তাঁহার
অশ্রুধারা নিপাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ চণ্ডিকা নির্ভয়ে রিপুদগকে

লোক্যপ্রতিপূরকঃ ॥ ১০ ॥ সমাগম্য দেবেশঃ শূলপাণিঃ ত্রিলোচনঃ । অতোত্য বন্দ্য
 চৈবৈবনাং প্রাহ বাক্যং বদাহিকে ॥ ১১ ॥ সমাধাতোন্মি বৈ দুর্গে দেহাজ্ঞাং কিংকরোন্মি তে ।
 তদ্বাক্যসমকালক দেব্যা দেহে ভুবা শিবা ॥ ১২ ॥ জাতা সা চাহ দেবেশং গচ্ছ দৌত্যেন শঙ্কর । ক্রুহি
 শুভং নিশ্চিন্তক যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ১৩ ॥ তদগচ্ছধ্বং দুর্গাচার্যঃ সপ্তমং হি রসাতলং । বাসবো
 লততাং স্বর্গং দেবাঃ সন্ত গত্যথাঃ ॥ ১৪ ॥ যজন্ত ব্রাহ্মণাদ্যমী বর্ণা যজ্ঞাংশ্চ সাংগ্ৰহং । নোচেৎসলাব-
 লেপেন ভবন্তো যোদ্ধি মিচ্ছথ ॥ ১৫ ॥ তদগচ্ছধ্বমব্যগ্রা । এষাং বিনিবুদয়ে । যতন্ত সা
 শিবঃ দৌত্যে ত্রয়োজয়ত নারদ ॥ ১৬ ॥ ততো নাম মহাদেব্যাঃ শিবদুতীত্যজয়ত । তে চাপ
 শঙ্করবচঃ শ্রুত্বা গর্ভসমবিতং । হৃৎকৃত্যভ্যন্তরান্ সূৰ্য্যে বহু কাতারনী স্থিতা ॥ ১৭ ॥ ততঃ শটৈঃ
 শক্তিভিরংকুশৈর্কটৈঃ পরশ্বৈঃ শূলভুগুণ্ডিপট্টৈঃ । প্রাটৈঃ স্রুতীকৈঃ পদ্বিঘৈশ্চ বিদ্রুতৈ-
 র্ভবধুর্দৈত্যবর্গৈঃ সরস্বতীং ॥ ১৮ ॥ সা চাপি বাটৈর্করকামুকচ্যুতৈশ্চিচ্ছেদ শঙ্খাণ্যথ বাহুভিঃ
 সহ । অশ্বান চাত্তান রণচণ্ডিক্রমা মহাসুরান্ বাণশতৈশ্চৈবৈশ্বরী ॥ ১৯ ॥ মারী ত্রিশূলেন অশ্বান
 চাত্তান খট্টাঙ্গপাটৈরপরাংশ্চ কোশিকী । মহাজলক্ষেপহতপ্রভাবান্ ব্রাহ্মী তথাত্মানসুরাংশ্চ
 চহার ॥ ২০ ॥ মাহেশ্বরী শূলবিদারিতোরসশ্চহার দক্ষাংশ্চ পরাংশ্চ বৈষ্ণবী । শক্তা কুমারী
 কুলিশেন চণ্ডী ভুগুণ চক্রেন বরাহরূপিনী ॥ ২১ ॥ নৈখৈর্কিভিন্নানপি নারসিংহী অট্টাট্টহাসৈ-

উদ্দেশ্য করত, পুনরায় শঙ্ক করিয়া উঠিলেন ॥ ১০ ॥ তদ্বারা সমুদায় ত্রিভুবন প্রপূরিত হইয়া
 গেল । সেই সুবিপুল শক্তি প্রদর্শন করিয়া, দেবেশ শূলপাণি ত্রিলোচন তথায় সমাগত হইলেন ।
 সমাগত হইয়া, অহিকাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥ অয়ি দুর্গে ! আমি আসিয়াছি ;
 আজ্ঞা কর, আমি তোমার কিঙ্কর ।

মহাদেবের বাক্যসমকালেই দেবীর দেহ হইতে শিবা সমুদ্ভূতা হইয়া ॥ ১২ ॥ সেই দেবেশকে
 কমিলেন, হে শঙ্কর ! আপনি দৌত্যভরণগ্রহণপূর্বক গমন করিবা, শুভনিশ্চিন্তকে বলুন, যদি
 বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে ॥ ১৩ ॥ তাগা হইলে, রে দুর্গাচার্য । সপ্তম পাশে গমন কর ।
 বাসব স্বর্গলাভ করুন, দেবতার গত্যথা হউন ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান
 করুন । নচেৎ, বলগর্ভবশতঃ যদি যুদ্ধাসন কর ॥ ১৫ ॥ তাহা হইলে, অব্যগ্র চিত্তে আগমন
 কর, আমি সংহার করিব । হে নারদ ! যেহেতু তিনি শিবকে এইরূপে দৌত্যে নিষোধিত
 করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেইহেতু সেই মহাদেবীর নাম শিবদুতী হইল ।

দৈত্যগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গর্ভভরে হৃৎকৃত্যভ্যন্তরপরিহারপূর্বক সকলেই
 কাটাগ্নীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে নদ্বরে আগমন করিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর রাশি রাশি শর,
 শক্তি, অকুশ ও পরশ্ব, ভূরভুরিশূল, ভুগুণ্ডি ও পট্টিশ, স্রুতীক ও স্রুদ্রুত পদ্বিঘ দেবীর
 উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ তিনিও বরাহাশ্মরূপরিচ্যুত সরস্বতী; সন্ধান
 করিয়া, তাহাদের বাহনহিত তত্তৎ অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন । এবং সেই রণ-
 চণ্ডিক্রমা মহাদেবী বাণশতপ্রয়োগপূর্বক অন্যান্য মহাসুরদিগকেও শমনসদনে পাঠাইয়া
 দিলেন ॥ ১৯ ॥ ঐ সময়ে দেবী মারী ত্রিশূল দ্বারা অপরাপর অসুরদিগকে সংহার ও কোশিকী
 খট্টাঙ্গপ্রহারে অন্যান্যদিগের প্রাণহরণে প্রবৃত্তা হইলে, ব্রাহ্মী মহাসলিল বিক্ষিপ্ত করিয়া, অপরাপর
 দৈত্যগণের প্রভাব পরিস্কৃত করিলেন ॥ ২০ ॥ তখন মাহেশ্বরী শূলপ্রহারে অসুরদিগের বক্ষঃস্থল
 বিদীর্ণ ও বৈষ্ণবী তাগাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । তদদর্শনে দেবী কুমারী শক্তি দ্বারা,
 চণ্ডী বজ্র দ্বারা ও বারাহী ভুগুণ ও চক্র দ্বারা অন্যান্যদিগকে সংহার করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর
 নারসিংহী অপরাপরকে নখরধ্বরে বিদারিত, ক্রতুদুতী অট্টাট্টহাণ্য সহায় নিশাতিত, শ্রং

তস্মাৎ কোশাচ্চ না জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী যুনে । তামভ্যেতা সহস্রাকঃ প্রতিব্রথাহ দক্ষিণাং ।
প্রোবাচ গিরিনন্দী দেবো বাক্যঃ স্বর্গায় বাপবঃ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ । ইয়ং প্রদীয়তাং মহ্যং ভগিনী মেস্তু কৌশিকী । স্বৎকোশপদ্মবা চেয়ং
কৌশিকী কৌশিকোপায়ং ॥ ২৫ ॥ তাং প্রাদাদিত্তি সংশ্রুত্যা কৌশিকীঃ রূপদংযুতাং । সহ-
স্রাকোহপি তাং গৃহ্য বিদ্ব্যং বেগাজ্জগাম চ ॥ ২৬ ॥ তত্র গত্বা স্বথোবাচ তিষ্ঠ চাত্ৰ মহাচলে ।
পূজ্যমানা সুরৈর্নাম্না খ্যাতা স্বঃ বিদ্ব্যবাসিনী ॥ ২৭ ॥ তত্র স্থাপ্য হরির্দ্দেবীং দত্ত্বা সিংহক বাহনং ।
ভবামরারিহন্ত্রী চেতু্যক্তা স্বর্গমুপাগমৎ ॥ ২৮ ॥ উমাপি তদ্বয়ং লব্ধ্বা মন্দিরং পুনরেষ্য চ ।
প্রণম্য চ মহেশানং স্থিতা সবিনয়ং যুনে ॥ ২৯ ॥ ততোহমরগুরুঃ ক্রীমান্ পার্শ্বত্যা সহিতোব্যযঃ ।
তস্মৌ বর্ষসহস্রং হি মহামোহনকং যুনে ॥ ৩০ ॥ মহামোহস্থিতে রুদ্রে ভুবনাশ্চলুরুকৃতঃ ।
চুক্ষুভুঃ সাগরাঃ সপ্ত দেবাশ্চ ভয়মাগমন্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ সুরা মহেন্দ্রেণ ব্রহ্মণঃ সদনং গতাঃ ।
প্রণম্যোচূর্মহেশানং জগৎ ক্ষুকং তু কিং স্থিৎ ॥ ৩২ ॥ তানুবাচ ভবো নুনং মহামোহনকে স্থিতঃ ।
তেনাক্রান্তাস্থিমে লোকা জগ্মুঃ ক্ষোভং হুরত্যযং ॥ ৩৩ ॥ ইতু্যক্তা সোভবতু কুং ততোপূচুঃ
সুরা হরিং । আগচ্ছ শত্রু গচ্ছামৌ য বত্তন্ন সমাপ্যতে ॥ ৩৪ ॥ সমাপ্তে মোহনে বাগৌ যঃ সমুৎ-
পৎস্যতেহব্যয়ঃ । স নুনং দেবরাজস্য পদমৈন্দ্রং হরিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ ততোহমরাণাং বচনাদিবৌকো-
বলঘাতিনঃ । ওষাজ্জানং ততো নষ্টং ভাবিকর্ম্মপ্রচোদনাং ॥ ৩৬ ॥ ততঃ শত্রুঃ সুরৈঃ
সার্কিং বহ্নিনা চ সহস্রদৃক্ । অগাম মন্দরগিরিঃ তচ্ছৃৎস্বপি সত্তম ॥ ৩৭ ॥ অশক্তাঃ সর্ব এবে-

কেশ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মপরাগপ্রতিমা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ॥ ২৩ ॥ যুনে! তিনি সেই
কোশ হইতে পুনরায় কাত্যায়নীরূপে সমুদ্ভূতা হইলেন । তখন সহস্রাক ইন্দ্র অভ্যাগত হইয়া,
দেবী গিরিনন্দিকীকে কহিলেন ॥ ২৪ ॥ আপনার এই ভগিনী কৌশিকীকে আমাষ প্রদান
করুন । আপনার কোশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, বলিয়া, ইহার নাম কৌশিকী হইবে ॥ ২৫ ॥

দেবী এই কথা শুনিয়া, পরমসৌন্দর্য্যশালিনী কৌশিকীকে প্রদান করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে
গ্রহণ করিয়া, সঙ্গে বিদ্ব্যাচলে সমাগত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তথায় গমন করিয়া, তাঁহারে
কহিলেন, আপনি এই মহাচলে অধিষ্ঠান করুন । দেবগণ আপনার পূজা করিবেন এবং
আপনি বিদ্ব্যবাসিনী নামে বিখ্যাতা হইবেন ॥ ২৭ ॥ দেবরাজ দেবীকে তথায় স্থাপন ও সিংহ-
বাহন প্রদান করিয়া, আপনি সুরশত্রু সকলেব সংহারকর্ত্ত্রী হউন, এইপ্রকার কহিয়া, স্বর্গভুবনে
সমাগত হইলেন ॥ ২৮ ॥ উহাও বরলাভ করিয়া, নিজ মন্দিরে প্রত্যাগমনানন্তর মহাদেবকে
সবিনয়ে প্রণাম করিয়া, অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর অমরগুরু অবিনাশী ক্রীমান্ মহা-
দেব বর্ষসহস্র মহামোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৩০ ॥ তিনি মহামোহের বশবর্ত্তী হইলে,
ভুবন সমুদায় উদ্ভূত ও বিচলিত হইয়া উঠিল ; সপ্ত সাগর ক্ষুকভাবাপন্ন হইল ; দেবগণ ভয়ে
অভিভূত হইলেন ॥ ৩১ ॥ তখন সুরগণ মহেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া, সেই
মহেশানকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, কিজন্য বিশ্বসংসার ক্ষুক হইয়া উঠিয়াছে ? ॥ ৩২ ॥ তিনি
কহিলেন, ভগবান্ ভব মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়াছেন । এই দৃশ্যমান বিশ্ব তৎকৃত আক্রান্ত
হইয়া, হুরত্যয় ক্ষোভের আয়ত্নীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ এই বলিয়া, তিনি তুষ্টীস্তাব অবলম্বন
করিলে, দেবগণ হরিকে কহিলেন, হে শত্রু ! আগমন করুন । যাবৎ মহাদেবের মোহ নিবৃত্ত
না হয়, তাবৎ আমরা গমন করি ; চলুন ॥ ৩৪ ॥ মোহন নিবৃত্ত হইলে, যে অবিনাশী বালক
সমুৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবরাজের ইন্দ্রপদ হরণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥ দেবগণের
বচনে স্বর্গবাসিগণের বলবিনাশী ভয় ও ভাবিকর্ম্মের প্রণোদনাপ্রযুক্ত জ্ঞান বিলুপ্ত
হইল ॥ ৩৬ ॥ তখন দেবরাজ অগ্নি ও অমরগণের সহিত মন্দরভূধরে সমাগত হইলেন । কিন্তু

তে প্রবেষ্টং তদ্ব্যাজিরং । চিন্তয়িত্ব তু সুরিঃ পাবকস্তে ব্যসর্জয়ন্ ॥ ৩৮ ॥ স চাভেত্য সুর-
শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা দ্বারে চ নন্দিনঃ । হৃদ্রবেশস্ত তং দৃষ্ট্বা চিন্তাং বহ্নিঃ পরাদতঃ ॥ ৩৯ ॥ স তু
চিন্তাৰ্ণবে মগ্নঃ প্রাপণ চ্ছভুসদ্বনঃ । নিষ্ক্রামন্তীং মহাপঙ্ক্তিং হংসানাং বিমলাং তথা ॥ ৪০ ॥
অসাবুপায় ইত্যুক্ত্বা হংসরূপী হতাশনঃ । বঞ্চয়িত্ব প্রতীহারং প্রবিবেশ হরাজিরং ॥ ৪১ ॥
প্রবিশ্ব স্তম্ভমূর্তিচ্চ শিরোদেশে কপর্দিনঃ । প্রাহ প্রহসা গম্ভীরং দেবা দ্বারি স্থিতা ইতি ॥ ৪২ ॥
তচ্ছ ত্বা সহসোখায় পরিত্যজ্য গিরে স্মৃতাং । বিনিষ্ক্রান্তোজিরাচ্ছর্ক্য বহ্নিনা সহ নারদ ॥ ৪৩ ॥
বিনিষ্ক্রান্তে সুরপতৌ দেবা মুদিতমানসাঃ । শিরোভিরবনীং জগ্মুঃ সেন্সার্কশপিপাবকাঃ ॥ ৪৪ ॥
ততঃ প্রীত্যা সুরানাহ বদধ্বং কাৰ্য্যমাণে য়ে । প্রণামাবনতা বো হি দামোহং বরমুক্তমং ॥ ৪৫ ॥

দেবা উচুঃ । যদি তুষ্ঠোসি দেবানাং বরং দাতুমিহেচ্ছসি । তদিহ তাজ্যভাং তাবদ্ব্যহা
মৈথুনমীশ্বর ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর উবাচ । এবং ভবতু নস্তাকো ময়া ভাবোহররোত্তমাঃ । মমেং তেজ উদ্ভিতঃ
কশ্চিদেব প্রতীচ্ছতু ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তাঃ শম্বুনা দেবাঃ সেন্সচন্দ্রদিবাকবাঃ । অসীদন্ত যথা মগ্নাঃ পক্ষে
বুন্দারকা ইব ॥ ৪৮ ॥ সৌদংশু দৈবতধেব হতাশোভোত্য শঙ্করং । প্রোবাচ মুঞ্চ তেজস্ত্বং প্রতী
চ্ছাম্যেব শঙ্কর ॥ ৪৯ ॥ ততো মুমোচ ভগবাংস্তদ্রেতঃ স্তম্ভমেব তু জলং ত্বাৰ্দ্ধো বৈ যৎতৈল-
পানং পিপাসতঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ পীতে রেতসি বৈ শার্কে দেবেন বহ্নিনা । স্বহাঃ সুরাঃ সমা-

স্তাহার শৃঙ্গে ॥ ৩৭ ॥ মহাদেবের অজিরমধ্যে কেহই প্রবেশ করিতে না পারিয়া, বহুক্ষণ চিন্তার
পর অগ্নিকে বিসর্জন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ বহ্নি দ্বারদেশে অভ্যাগত হইয়া, নন্দিকে দর্শন
ও প্রবেশ করা হুঃসাধ্য নিরীক্ষণ করিয়া, অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তিনি চিন্তাৰ্ণবে
মগ্ন হইয়া, অবলোকন করিলেন, মহাদেবের ভবন হইতে বিমল হংসপঙ্ক্তি বিনিষ্ক্রান্ত হই-
তেছে ॥ ৪০ ॥ তদর্শন, ইহাই উপায়, এইরূপ কহিয়া, হতাশন হংসরূপী হইয়া, প্রতীহারকে
বঞ্চনা করিয়া, মহাদেবের অজিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥ প্রবেশ করিয়া স্তম্ভমূর্তিধারণ-
পূর্বক কপর্দীর শিরোদেশ আশ্রয় করত, উচ্চৈঃশাস্ত্রসহকারে গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,
দেবগণ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ নারদ ! মহাদেব এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ
উখান ও গিরিন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, বহ্নির সহিত অজির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥
সুরপতি বিনিষ্ক্রমণ করিলে, দেবগণ মুদিত মানসে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও পাবকের সমভিব্যাহারে
ধরাতে মস্তক ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন ভগবান্ ভব দেবগণকে প্রীতিভরে কহিলেন, মহর
বল, আমাকে কি করিতে হইবে । তোমরা প্রণামাবনত হইয়াছ । অতএব তোমাদিগকে
বর দিব ॥ ৪৫ ॥

দেবগণ কহিলেন, যদি দেবগণের প্রতি প্রীতিমান হইয়া, বরদানে অভিনাবী হইয়া থাকেন,
তাহা হইলে, হে ঈশ্বর ! মহামৈথুন পরিত্যাগ করুন ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, হে সুরোত্তমসমূহ ! আচ্ছা, তাহাই হইবে । আমি ইহা একবারেই ত্যাগ
করিলাম । আমার এই উদ্ভিত তেজঃ কোন ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করুক ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র ও দিবাকরসহিত দেবগণ শম্বুকর্জক এইরূপ উক্ত হইয়া, পক্ষমগ্ন
বুন্দারকবুন্দের স্তায়, অবসন্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮ ॥ তাঁহারা অবসন্ন হইলে, হতাশন সম্মুখীন
হইয়া, শঙ্করকে কহিলেন, হে শঙ্কর ! আপনি তেজঃ মোচন করুন ; আমি প্রতিগ্রহ করিব ॥ ৪৯ ॥
অনন্তর ভগবান্ ভব সেই তেজঃ মোচন করিলে, উহা যেমন প্রস্ফুটিত হইল, ত্বাৰ্দ্ধ জলের স্তায়,
অগ্নি যেমন তাহা পান করিয়া কেলিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে দেব বহ্নি শম্বুর তেজঃ পান করিলে,

মন্ত্ৰা হরং জগদ্বিবিষ্টপং ॥ ৫১ ॥ সংপ্রযাতেষু দেবেষু হরোপি নিম্নমন্দিরং । সমভ্যেত্য মহা-
দেবীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥ দেবী দেবৈরিহাভ্যেত্য যত্নাৎ প্রেষ্য হতাশনং । ততঃ প্রোক্তো
নিবিকল্প পুত্রোৎপত্তিঃ তবানুরাৎ ॥ ৫৩ ॥ ত্যপি ভৰ্তৃকৃতঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধা রক্তান্তলোচনা । শশাপ
দেবতাঃ সৰ্বা নষ্টপুত্রোন্তুবা শিবা ॥ ৫৪ ॥ যস্মান্নেচ্ছন্তি তে দুষ্টা মম পুত্রং মমৌরসং । তস্মা-
ন্তেন জনিষ্যন্তি যান্ম যোষিত্স্ম পুত্রকান্ ॥ ৫৫ ॥ এবং শপ্ত্বা স্মরান্ গোয়ী শৌচশালামুপা-
গমৎ । আহুধ মলিনীং স্নাতুং মতিং চক্রে তপোধন ॥ ৫৬ ॥ মালিনী স্মরতিং গৃহ স্নানুদ্বর্তনং শুভা ।
দেবাস্নানুদ্বর্তয়তে কদাভ্যাং কনকপ্রভা ॥ ৫৭ ॥ তচ্ছৌচং পার্শ্বতী নৈবং মেনে কীটশূণেন হি ।
উদ্বৃত্ত্য পার্শ্বতীং তাং তু শুভেনোদ্বর্তনেন চ ॥ ৫৮ ॥ মালিনীং তূর্ণমগমদগৃহং স্নানস্য কারণাৎ ।
তস্যাং গত্যাং শৈলৈযৌ মলাচ্চক্রে গজাননং ॥ ৫৯ ॥ চতুর্ভূজং পীনবক্ষঃ পুরুষং লক্ষণাবিতং ।
কুছোৎসসজ্জং তং ভূম্যাং স্থিতা ভদ্রাসনে পুনঃ ॥ ৬০ ॥ মালিনী তচ্ছিরঃস্নানং দদৌ বিহসতী
তদা । ঈষদ্ধাসমুখীং দৃষ্ট্বা মালিনীং প্রাহ নারদ ॥ ৬১ ॥ কিমর্থং ভীক শনকৈর্হমসি ত্বমতীব চ ।
সাধোবাচ হসামোবং ভবত্যাস্তনয়ঃ কিল ॥ ৬২ ॥ ভবিষ্যতীতি দেবেন প্রোক্তো নন্দিগণাধিপঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা মম হাসোহযং সজ্জাতে'দ্য কুশোদরি ॥ ৬৩ ॥ যস্মাদ্দেবি পুত্রকামাচ্ছকরো বিনিবারিতঃ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবী সস্রৌ তত্র বিধানতঃ ॥ ৬৪ ॥ স্নাহার্ক্য শকরং ভক্ত্যা সমভ্যাগাদগৃহং প্রতি ।
ততঃ শভুঃ সমাগত্য ভগ্নিন্ ভদ্রাসনেপি চ ॥ ৬৫ ॥ স্নাতস্তস্য ততস্তস্মাৎ স্থিতঃ সমলপুরুষঃ ।

স্বরগণ স্বস্থ হইয়া, মহাদেবকে বিহিতবিধানে আমন্ত্রণ করিয়া, স্বর্গে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৫১ ॥
দেবগণ প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিম্ন মন্দিরে অভ্যাগত হইয়া মহাদেবীকে কহিলেন ॥ ৫২ ॥
দেবি ! দেবগণ এখানে উপাগত হইয়া, যত্নসহকারে হতাশনকে প্রেরণ করিয়া, তোমার উদর
হইতে পুত্রোৎপত্তি প্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

তিনি স্নায়ীর কথা শুনিয়া, রোষভরে রক্তান্তলোচন হইয়া, সমুদায় দেববর্গকে এই বলিয়া
শাপ দিলেন, তোমাদেব কখন পুত্রোৎপত্তি হইবে না ॥ ৫৪ ॥ তোমরা দুষ্টপ্রকৃতি, সেইজন্ত
যেমন আমার পুত্রোৎপত্তিকামনা করিতেছ না, তেমন, তোমরা কখন স্ব স্ব স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন
করিতে পারিবে না ॥ ৫৫ ॥ গোয়ী দেবগণকে এইকপ শাপ দিয়া, শৌচশালায় গমন ও
মালিনীকে আহ্বান করিয়া, স্নান করিতে কৃতমতি হইলেন ॥ ৫৬ ॥ কনকপ্রভা মালিনী
পরম সুগন্ধ ও স্নান উদ্বর্তন গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা তদীয় অঙ্গ উদ্বর্তিত করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥
কিন্তু পার্শ্বতীর সেই শৌচ মনোমত হইল না । তখন মালিনী পরমপবিত্র ও নিরতিশ্রান্ত
উদ্বর্তন দ্বারা পার্শ্বতীকে উদ্বর্তিত করিয়া ॥ ৫৮ ॥ তদীয় স্নানহেতু স্নান গৃহমধ্যে গমন করিল ।
মালিনী গমন করিলে, শৈলনন্দিনী আপনার দেহকমল হইতে চতুর্ভূজ, বিশালবক্ষঃ ও লক্ষণাবিত
গজাননকে সৃষ্টি করিলেন । সৃষ্টি করিয়া, ভূমিতে উৎসর্জনপূর্বক স্বয়ং ভদ্রাসনে পুনরায় উপবিষ্টা
হইলেন ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ তদর্শনে মালিনী হাসিতে হাসিতে সেই শিরঃস্নান প্রদান করিল ।
নারদ ! মালিনীকে ঈষৎ হাসামুখী দেখিয়া, দেবী কহিলেন ॥ ৬১ ॥ অযি ভীক ! কিজন্য
ধীরে ধীরে অতীব হাস্য করিতেছ ? মালিনী কহিল, আপনার পুত্র হইবে ; ভগবান্ ভব
নপাধিপ নন্দীকে এই কথা বলিয়াছেন ; তজ্জন্ত আমি হাসিতেছি ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ইহার কারণ এই
দেবগণ মহাদেবকে পুত্রকাম হইতে প্রতিষেধ করিয়াছেন । দেবী এই কথা শুনিয়া,
যথাবিধানে তথায় স্নান করিলেন ॥ ৬৪ ॥ স্নানান্তর ভক্তিসহকারে অভ্যর্চনা করিয়া, গৃহমধ্যে
প্রবিষ্ট হইলেন ।

অনন্তর মহাদেব সমাগত হইয়া, সেই ভদ্রাসনে ॥ ৬৫ ॥ উপবেশন পূর্বক স্নান করিলেন ।

উমাশ্বেদভবেদঃ জলভূমিসমস্থিতঃ ॥ ৬৬ ॥ তৎসম্পর্কং সমুত্তমো কুংকৃত্য করমুত্তমঃ ।
 অপত্যং হি বিদিত্বা চ প্রীতিমান্ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ তথা দায় হরো নন্দিমুবাচ ভগনেজ হ ।
 কৃত্তঃ স্নাত্বা চ দেবাদীন্ বাগ্ভিষগিঃ পিতৃমপি ॥ ৬৮ ॥ জপ্ত্বা সহস্রনামানমুপার্শ্বমুপাগতঃ ।
 সমেতা দেবীং বিহসন্ শঙ্করঃ শূলধৃগ্ভটঃ ॥ ৬৯ ॥ প্রাহ তং পশু শৈলৈরি তৎসুতঃ গুণসংযুতঃ ।
 বহুদক্ষমলাদিব্যঃ কৃতো গজমুখো নরঃ ॥ ৭০ ॥ ইত্যুক্তা পর্কতস্তু হ্যপেত্যা পশুদন্তুতঃ । ততঃ
 প্রীতা গিরিসুতা তং পুত্রং পরিবব্রজে ॥ ৭১ ॥ মুর্চ্ছিতৈচনমুপাভ্রায় ততঃ শর্কোত্রবীজমাং । নার-
 কেন বিনা দেবী মম ভূতোপি পুত্রকঃ ॥ ৭২ ॥ বস্মাজ্জাতস্ততো নান্না ভবিষ্যত বিনায়কঃ ।
 এব বিহসহস্রাণি দেবাদীনাং হনিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥ পুত্রয়িষ্যন্তি দেবাশ্চ দেবি লোকাশ্চরাচরাঃ ।
 ইত্যেবমুক্ত্বা দেব্যাক্ত দত্তবাংস্তনয়ং স হি ॥ ৭৪ ॥ সহায়ন্ত গণশ্রেষ্ঠে নান্না খ্যাতং ঘটোদরং ।
 তথা মাতৃগণা ঘোরা ভূতা বিস্বকস্মাশ্চ বে ॥ ৭৫ ॥ তে সর্কে পরমেশেন দেবাঃ প্রীত্যোপ-
 পাদিতাঃ । দেবী চ তং সূতং দৃষ্ট্বা পরাশ্রুদমবাপ চ ॥ ৭৬ ॥ রেমেথ শস্ত্রনা সার্কিং মন্দিরে
 চাক্রকন্দরে । এবং ভূয়োভবদেবী ইয়ং কাত্যায়নী বিভো । যা জঘান মহাদৈত্যো পুরা শুভ
 নিশুভংকো ॥ ৭৭ ॥ এতত্তবেক্তং বচনং সূভাষ্যং যথোদ্বতঃ পর্কততো মৃড়ান্যাঃ । স্বর্গাং
 বশন্তং চ তথাষহারি আখ্যানমূর্জঙ্করমদ্রিপুত্র্যঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে বিনায়কোৎপত্তিনাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

সেই সমল পুরুষ গজানন স্নানান্তর তথায় অবস্থিত হইলেন । উমার শ্বেদ ও মহাদেবের
 শ্বেদ জলভূমিতে সংসক্ত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥ তাহার সম্পর্কে কুংকার সহকারে গজাননের
 পরম প্রশস্ত হস্ত সমুপস্থিত হইল । ভুবনেশ্বর মহেশ্বর আপনার অপত্যকে অবগত হইয়া প্রীতি-
 মান হইলেন ॥ ৬৭ ॥ অনন্তর তিনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, নন্দিকে কহিলেন, ইনি আমার
 পুত্র । পরে তিনি স্নানান্তর পিতৃগণ, দেবগণ ও অগ্নির পূজা ॥ ৬৮ ॥ এবং সহস্রনামায়
 জপ করিয়া, উমার পার্শ্বে উপাগত হইলেন । এবং তাহার সহিত সংমিলিত হইয়া, সহাস্য
 আশ্রিত কহিলেন ॥ ৬৯ ॥ অয়ি শৈলৈয়ি ! গুণগ্রামভূষিত ত্বদীয় অপত্যকে অবলোকন কর ।
 তোমারই অঙ্গমল হইতে এই গজমুখ দিব্যাকৃতি নর বিনির্মিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ পার্শ্বতী এই
 কথায় সমীপস্থ হইয়া, সেই অদ্ভুতস্বভাব পুত্রকে অবলোকনপূর্বক প্রীতিভরে গাঢ়
 আলিঙ্গন ॥ ৭১ ॥ এবং মস্তক আভ্রাণ করিলেন । তখন শস্ত্র তাহাকে কহিলেন, আমি
 তোমার নায়ক । এই পুত্র সেই নায়ক বিনা উৎপন্ন হইয়াছে । এই হেতু ॥ ৭২ ॥ বিনায়ক নামে
 বিখ্যাত হইবে, এবং দেবাদিগণের বিহ্ব সহস্র বিনাশ করিবে ॥ ৭৩ ॥ হে দেবি ! এই
 কারণে দেবগণ ও স্বাবর জঙ্গম লোক সকল ইহার পূজা করিবে । এই বলিয়া, দেবীকে তিনি সেই
 পুত্র দান করিলেন ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর ঘটোদরনামক গণশ্রেষ্ঠকে তাহার সহায় করিয়া দিলেন ।
 তদ্ব্যতীত, মাতৃগণ, ঘোরস্বভাব ভূতগণ এবং অন্তান্ত বিস্বকরগণ ॥ ৭৫ ॥ সকলকেই তিনি দেবীর
 প্রীতি নিমিত্ত তাহার সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন । দেবী সেই পুত্রকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র প্রীতি-
 মতী হইলেন ॥ ৭৬ ॥ এবং শস্ত্রর সহিত সুনন্দরকন্দরবিমণ্ডিত মন্দরভূধরে বিহার করিতে লাগিলেন ।

হে বিভো ! এইরূপে দেবী কাত্যায়নী পুনরায় সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন । এবং মহাদৈত্য
 শস্ত্র ও নিশুভকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ মৃড়ানী যেরূপে হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হন,
 আমি আপনার নিকট সেই এই সূভাষ্য আখ্যান কীর্তন করিলাম । অদ্রিনন্দিনীর এই
 আখ্যান শ্রবণ করিলে, স্বর্গলাভ হয়, বশঃসঞ্চয় হয়, সমুদ্রের পাপের ধ্বংস হয়, এবং পরমর্ত্তেজঃ-
 সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিনায়কোৎপত্তিনামক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করকালিচেষ্টিতং । পশুন্তি দেবোপি সমং কৃশাঙ্গ্য লোকাভ্যুজুষ্টং পদমাসসাদ ॥ ৩৬ ॥ যত্র
ক্ৰীড়াবিচিহ্নাঃ স্কুশুমতরবো বারিণো বিন্দুপাটৈর্গন্ধাট্যৈর্গন্ধচূর্ণৈঃ প্রবিব্রলমবনৌ শুভিতৌ
শুভিকার্যাঃ । মুক্তাদামৈঃ প্রকামং হরগিরিতনয়াক্রীড়নর্থং তদাব্রন্ পশ্চাৎ সিন্দুরপুঞ্জৈ-
রবিরতবিততৈশ্চক্রতুঃ স্রাং সুরভাং ॥ ৩৭ ॥ এবং ক্রীড়াং হরঃ কৃদ্য সমং চ গিরিকন্ধ্যা ।
আগচ্ছদক্ষিণাং বেদিমুঘিতিঃ সেবিতাং দৃঢ়াং ॥ ৩৮ ॥ অধ্যায়গাম হিমবান্ শুক্রাশ্বরধরঃ
শুচিঃ । পবিত্রপাণিরাদায় মধুপর্কমথাকুলং ॥ ৩৯ ॥ উপবিষ্টেহিনেত্রস্ত শাকৌন্দিনমপশ্যত ।
সপ্তর্ষিকাংশ্চ শৈলেন্দ্রঃ সুপবিষ্টোবিলোকয়ন্ ॥ ৪০ ॥ সুখাসীনস্ত সর্বস্ত কৃতাজ্জলিপুটো গিরিঃ ।
প্রোবাচ বচনং শ্রীম'ন ধর্মসাধনমায়নঃ ॥ ৪১ ॥

হিমবানুবাচ । মৎপুত্রীং ভগবন্ কালীং পৌত্রীং চ পুলহাশ্বে । পিতৃণামপি দৌহিত্রীং
প্রীতীচ্ছমাং ময়োদিতাং ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্য শৈলেন্দ্রো হস্তং হস্তেন যোজয়ন্ । প্রাদাৎ প্রীতীচ্ছ ভগবন্
ইদমুচ্চৈরুদীরয়ন্ ॥ ৪৩ ॥

হর উবাচ । ন মেহস্তি মাতা ন পিতা তথৈব ন জাতয়ো বাপি চ বান্ধবাদ্যাঃ । নিরাশ্রয়োহহং
গিরিশৃঙ্গবাসী সূতাং প্রীতীচ্ছামি তবান্দিরাজ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্য বরদোহবপীড়য়ৎ কলং
করেণাদিকুমারিকার্যাঃ । সা চাপি সংস্পর্শমবাপ্য শস্ত্রোঃ পরাশ্রুদং লক্শবতীঃস্বরর্ষে ॥ ৪৫ ॥
তথাধিক্রুড়োবরদোহথ বেদিং সহাদ্রিপুত্র্যা মধুপর্কমগ্নন্ । দত্বা চ লাজান্ কলমস্ত শুক্রাংস্ততো

শোভন হিরণ্যয় হর্ম্যতলে অধিষ্ঠান করিয়া, শঙ্কর ও কালী উভয়ের পুজিচেষ্টিত অবলোকন করিতে
লাগিলেন । এইরূপে হর কৃশাঙ্গী কালীর সহিত লৌকিক ব্যবহারপদ্ধতির অনুসরণে প্রবৃত্ত
হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তথায় কুম্মিত তরু সকলও বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া থাকে । তাহারা তৎকালে
শুভিকাভূমিতে তাহাদের ক্রীড়নর্থ বারিবিন্দু পাত ও গন্ধাচ্য গন্ধচূর্ণে হুতদেহ হরপার্কীতীকে
মুক্তাদাম দ্বারা যথেষ্ট আঘাত করিতে লাগিল । অনন্তর তাহারা উভয়ে অবিরত-বিতত সিন্দুর-
পুঞ্জ দ্বারা ভূমিতল নিতান্ত রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহাদেব এইরূপে গিরিকন্ধ্যার
সহিত ক্রীড়া করিয়া, ঋষিগণে পরিসেবিত দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণা বেদিতে সমাগত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন
হিমবান্ শুচি হইয়া, শুক্রবস্ত্র পরিধান ও ব্যাধিচিহ্নে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া, কুশহস্তে আগমন করি-
লেন । ৩৯ ॥ ঐ সময়ে মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া, ঐন্দ্রী দিক্ ও গিরিরাজ সুখাসীন হইয়া, সপ্তর্ষি-
দিগকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ অনন্তর তিনি কৃতাজ্জলিপুট হইয়া, সুখোপবিষ্ট শঙ্করকে
সম্বোধন করিয়া, আপনার ধর্মসাধন বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১ ॥ হে ভগবন্ !
আমার পুত্রী ও পুলহাশ্বজের পৌত্রী এবং পিতৃগণের দৌহিত্রী এই কালীকে প্রতিগ্রহ করুন,
আমি সম্প্রদান করিতেছি ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শৈলরাজ এবংবিধ বাগ্বিন্যাসপুরঃসর, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে, হে ভগবন্ !
প্রতিগ্রহ করুন । এই প্রকার উদীরণাধিকারে হস্ত দ্বারা হস্তযোজনা করিয়া, কালীকে সম্প্রদান
করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তখন মহাদেব কহিলেন, আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জাতি নাই এবং বান্ধবাদি নাই ।
আমি সর্বথা নিরাশ্রয় । এবং গিরিশৃঙ্গেই আমার বাস । হে অদ্রিরাজ ! সেই আমি : আপ-
নার পুত্রীকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ এই বলিয়া, বরদ মহাদেব হস্ত দ্বারা অদ্রিকুমারীর
হস্ত পীড়ন করিলেন । হে স্বরর্ষে ! তখন তিনি মহাদেবের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া, পরম হর্ষা-
বিশ্তা হইলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর মহাদেব অদ্রিনন্দিনীর সহিত বেদিতে অধিরোহণ ও মধুপর্ক
পয়োগ করিয়া, শুক্রবর্ণ কলম-লাজবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেন । তদবসানে স্বয়ং পিতামহ দেবী

বিরঞ্জে গিরিজানুবাচ হ ॥ ৪৬ ॥ কালি পঞ্জেণবদনং রম্যং শশধরপ্রভং । সমদৃষ্টিঃ স্থিরা ভূভা
কুরুষাগ্নেঃ প্রদক্ষিণাং ॥ ৪৭ ॥ ততোহশ্বিকাঃ হরমুখে দৃষ্টে শৈত্যমুপাগতা । যথাক্ষরশ্চিস্তপ্তা
প্রাপ্য বৃষ্টিমিবাবনিঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূয়ঃপ্রাহ বিভোর্কজ্জমীকশ্বেতি পিতামহঃ । লজ্জয়া সাপি দৃষ্টেতি
শনৈব্রজ্জগমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ সমং গিরিজয়া তেন হতাশস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং । কৃতো লাজাশ্চ
হবিষা সমং ক্ষিপ্তা হতাশনে ॥ ৫০ ॥ ততো হরাজ্জিহ্মালিন্যা গৃহীতো দায়কারণাৎ । কিং
যাচসি চ দাস্তামি মুঞ্চশ্বেতি হরোব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ মালিনী শঙ্করং প্রাহ মৎসখ্যা দেহি শঙ্কর ।
সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ৫২ ॥ অথোবাচ মহাদেবো দত্তং মালিনি
মুঞ্চ মাং । সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং যোন্ত্যাস্তং শৃণু বচ মি তে ॥ ৫৩ ॥ যোহসৌ পীতাম্বরধরঃ
শঙ্খধ্বজধুসুদনঃ । এতদীয়ং হি সৌভাগ্যং দত্তং মন্তোত্রমেব হি ॥ ৫৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে
প্রমুখোচ বৃষধ্বজঃ । মালিনী নিজগোত্রস্ত শুভচারিত্রমালিনী ॥ ৫৫ ॥ যদা হরো হি মালিন্যা
গৃহীতশ্চরণে শুভে । তদা কালীমুখং ব্রজা দদর্শ শশিনোহধিকং ॥ ৫৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা মোক্ষমগম-
কুরুচ্যতিমবাপ চ । তচ্ছ্রুতং বালুকায়াক্ষ খিলীচক্রে সসাক্ষসঃ ॥ ৫৭ ॥ ততোব্রবীকুরো
ব্রহ্মন্ ন দ্বিজান্ হন্তুমর্হসি । অমী মহর্ষয়ো ধন্যা বালখিল্যাঃ পিতামহ ॥ ৫৮ ॥ ততো মহেশ-
বাক্যাস্তে সমুত্তমুস্তপস্বিনঃ । অষ্টাশীতি সহস্রাণি বালখিল্যা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥ ততো
বিবাহে নিবৃন্তে প্রবিষ্টঃ কোতুকং হরঃ । রেমে মহোময়া রাজিঃ প্রভাতে পুনরুখিতঃ ॥ ৬০ ॥

কালীকে কহিলেন ॥ ৪৬ ॥ অয়ি কালি ! তুমি শঙ্করের শশাঙ্কসম্ভিত রমণীয় মুখমণ্ডল অবলোকন
এবং সমদৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক স্থির হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ কর ॥ ৪৭ ॥ পিতামহের এই বাক্যে
অশ্বিকা হরমুখ দর্শন করিয়া, সূর্য্যকরসম্ভৃতা মেদিনী যেমন বৃষ্টি পাইলে, শৈত্য অনুভব করেন,
তদ্রূপ অন্তরে জীতল হইলেন ॥ ৪৮ ॥ পিতামহ পুনরায় কহিলেন, মহাদেবের মুখ নিরীক্ষণ
কর । তিনি লজ্জাপ্রযুক্ত ব্রজাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, দর্শন করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর মহাদেব
গিরিনন্দিনীর সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাহাতে লাজ সকল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫০ ॥

ঐ সময়ে মালিনী নামক অশ্বিকার কোন সখী দায় নিমিত্ত মহাদেবের চরণ ধারণ করিলে,
তিনি কহিলেন, ছাড়িয়া দাও, কি প্রার্থনা করিতেছ, বল ; তাহা প্রদান করিব ॥ ৫১ ॥ মালিনী
কহিলেন, হে শঙ্কর ! আমার সখী কালীকে নিজগোত্রীয় সৌভাগ্য প্রদান করুন, তাহা
হইলে, পরিহার পাইবেন ॥ ৫২ ॥

মহাদেব কহিলেন, অয়ি মালিনী ! আমি তাহাই দিলাম । এক্ষণে ছাড়িয়া দাও ।
আমি তোমার এই সখীকে নিজ গোত্রীয় সৌভাগ্যস্বরূপ যাহা দিলাম, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥
এই যে শঙ্খচক্রপীতাম্বরধারী মধুসুদন বিরাজ করিতেছেন, আমি ইহঁারই সৌভাগ্য ও নিজ
গোত্র প্রদান করিলাম ॥ ৫৪ ॥ বৃষধ্বজ এইরূপ বলিলে, নিজ গোত্রের শুভচারিত্রমালিনী
মালিনী তাঁহারে ছাড়িয়া দিল ॥ ৫৫ ॥ মালিনী যখন মহাদেবের চরণগ্রহণ করে, তখন ব্রজা দেখিলেন,
দেবী কালীর মুখমণ্ডল শশাঙ্ক অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যে লাজিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫৬ ॥
তদর্শনে তিনি মুক্তিলান্স করিলেন এবং তাঁহার রেতও স্থলিত হইল । তিনি সভয়ে সেই শুক্র
বালুকামধ্যে খিলীকৃত করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মহাদেব এই ঘটনা অবলোকনে তাঁহারে কহিলেন,
হে ব্রহ্মন্ ! দ্বিজদিগকে বধ করা আপনার উচিত হয় না । হে পিতামহ ! ইহঁারা সাক্ষাৎ
সর্বলোকবরণীয় বালখিল্য মহর্ষি ॥ ৫৮ ॥ মহাদেবের বচনাবসানে অষ্টাশীতি সহস্র তপস্বী সমুখিত
হইলেন । তাঁহাদের নাম বালখিল্য হইল ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে,
মহাদেব কোতুকমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, উমার সহিত বিহারপুরঃসর পুনরায় প্রভাতে উখিত

ততোদ্রিপুত্রীঃ সমবাপ্য শত্ৰুঃ সর্কৈঃ সমং ভূতগণৈশ্চ পৃষ্টেঃ । সংপূজিতঃ পর্কতপার্শ্বিবেন
স্বমন্দিরং শীঘ্রমুপাজগাম ॥ ৬১ ॥ ততঃ স্মরান্ ব্রহ্মহরীশ্চমুখ্যান্ প্রণম্য সংপূজ্য যথাবিভাগং ।
বিসৃজ্য ভূতৈঃ সহিতো মহীধমধ্যাবনন্মন্দরমষ্টমূর্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে উমাসম্ভবে গৌরীবিবাহো নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গিরৌ বসন্ ক্রজঃ শ্বেচ্ছয়া বিচরন্ মুনে । বিশ্বকর্মাণমাহুয় অবোচৎ
কুরু মে গৃহং ॥ ১ ॥ ততশ্চকার শর্কশ্চ গৃহং স্তম্ভিকলক্ষণং । যোজনানি চতুঃষষ্টিং প্রমাণেন
হিরণ্ময়ং ॥ ২ ॥ দন্ততোরণনির্কৃৎ গুপ্তাজালাস্তরং শুভং । শুদ্ধফটিকসোপানং বৈদূর্য্য-
কুতরূপকং ॥ ৩ ॥ সপ্তকক্ষং সুবিস্তীর্ণং সর্কং সমুদিতং গুণৈঃ । ততো দেবপতিশ্চক্রে যজ্ঞং
গার্হস্থ্যলক্ষণং ॥ ৪ ॥ তং পূর্ব্বেচরিতং মার্গমবুধ্যতি স্ম শঙ্করঃ । তথা সতত্বিনেত্রস্ত মহান্
কালোভাগান্মুনে ॥ ৫ ॥ রমতঃ সহ পার্কত্যা ধর্ম্মাপেক্ষী জগৎপতিঃ । ততঃ কদাচিদ্বিধার্থং
কালীভ্যক্তা ভবেন হি ॥ ৬ ॥ পার্কতী মনুনানাবিষ্টা শঙ্করং বাক্যমববীৎ । সংরোহতীযুগাবিক্রং
বনং পরশুনা হতং । বাচা হুরুজং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্যকতং ॥ ৭ ॥ বাজায়কা বদনান্নিস্পতন্তি
তি তৈরাহতঃ শোচতি রাজ্যহানি । ন তান্ বিমুঞ্চত হি পণ্ডিতো জনস্তদদ্য ধর্ম্মং বিতথস্তয়া
কৃতং ॥ ৮ ॥ তস্মাদ্ভুজামি দেবেশ তপস্তপ্তু মনুভয়ং । তথা যতিষ্যে ন যথা তবান্ কালীতি

হইলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে তিনি অদ্বিস্মৃতাকে লাভ করিয়া, পূর্ব্বেতপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত ও
সংপূজিত হইয়া, সমুদায় ভূতগণের সমভিবাহারে সম্মুখে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥
এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে যথাবিভাগে প্রণামপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বিদায় দিয়া,
ভূতগণের সহিত মন্দরমহীধরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে গৌরীবিবাহনামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে ! মহাদেব সেই মন্দরাচলে অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান
করিয়া, কহিলেন, আমার গৃহ নির্মাণ করিয়া দাও ॥ ১ ॥ তখন বিশ্বকর্মা-মহাদেবের স্তম্ভিক-
লক্ষণ গৃহ নির্মাণ করিলেন । ঐ গৃহ প্রমাণে চতুঃষষ্টিযোজন ও সুবর্ণে নির্মিত । উহার তোরণ
হস্তিদন্তের । উহার অন্তরবিভাগ মুক্তাজালে খচিত ও সোপান সকল শুদ্ধ ফটিকে নির্মিত ;
বৈদূর্য্য কুতরূপক সেই গৃহ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ সপ্তকক্ষায় বিচ্ছিন্ন, অতীববিস্তীর্ণ এবং সর্কবিধ-গুণসম্পন্ন ।
গৃহ নির্মিত হইলে, দেবপতি পশুপতি গার্হস্থ্যলক্ষণ যজ্ঞ করিলেন ॥ ৪ ॥ মুনে ! তিনি পূর্ব্বেচরিত
পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তদবস্থায় অবস্থিতি করিয়া, সেই ত্রিনেত্রের বহুকাল পর্য্য-
বসিত হইল ॥ ৫ ॥ তিনি ধর্ম্মাপেক্ষী হইয়া, পার্কতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । কোন
সময়ে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্ত পার্কতীতে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥ ৬ ॥ তন্নিবন্ধন,
পার্কতী মনুযুক্ত হইয়া, তাহারে কহিলেন, অরণ্য ষাণবিক্র অথবা কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে,
পুনরায় প্ররোহিত হয় । কিন্তু হুরুজবাক্যে বীভৎসরূপে বিদ্ধ করিলে, তাহার আর পুনরুত্থান
হয় না ॥ ৭ ॥ বদন হইতে বাক্যায়ক সকল নিস্পত্তি হইয়া, বাহ্যকে আঘাত করে, সে দিন
রাত্রি শোক করিয়া থাকে । পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহাদিগকে কখন বিমোচন করিতে পারেন না ।
এই কারণে অদ্য ভূমি ধর্ম্মের বৈতথ্য বিধান করিলে ॥ ৮ ॥ অতএব, হে দেবেশ ! আমি

বক্ষ্যাত ॥ ৯ ॥ ইত্যেবমুক্তা গিরিজা প্রণম্য চ মহেশ্বরং । অনুজ্ঞাতা ত্রিনেত্রেণ দিবমেবোৎপপাত হ ॥ ১০ ॥ সমুৎপত্য চ বেগেন হিমাদ্রেঃ শিখরং শিবং । টঙ্কচ্ছিন্নং প্রযত্নেন বিধাতা নির্মিতং বধা ॥ ১১ ॥ ততোহবতীৰ্ধ্য সম্মার জয়াং চ বিজয়াং তথা । জয়ন্তীং চ মহাপুণ্যাং চতুর্থীমপরাজিতাং ॥ ১২ ॥ তাঃ সংসৃত্যঃ সমাজগ্নুঃ কালীজ্যেষ্ঠুং হি দেবতাঃ । অনুজ্ঞাতা-স্তথা দেব্যাঃ শুশ্রুবাঃ চক্রিরে শুভাঃ ॥ ১৩ ॥ ততস্তপসি পার্শ্বত্যাং স্থিতায়াং হিমবদনাং । সমাজগাম তং দেশং ব্যাজ্ঞো দংষ্ট্রানখায়ুধঃ ॥ ১৪ ॥ একপাদস্থিতায়াং বৈ দেব্যাং ব্যাজ্ঞ-চিন্তয়ৎ । বদা পতিষ্যতে চেষ্টং তদা দাস্তামি বৈ অহং ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবঞ্চিন্তয়ন্তেব দত্ত-দৃষ্টিমৃগাধিপঃ । পশুমানস্তদ্বদনমেকদৃষ্টিরজায়ত ॥ ১৬ ॥ ততো বর্ষণতং দেবী গৃণন্তী ব্রহ্মণঃ পদং । তপোহতপ্যতাতোভ্যাগাদব্রজা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ পিতামহস্তথোবাচ দেবীঃ প্রীতোন্মি শাশ্বতে । তপসা ধূতপাপাসি বরং বৃণু যথেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥ অথোবা চ বচঃ কালী ব্যাজ্ঞস্ত কমলোদ্ভব । বরদো ভব তেনাহং যাস্যে প্রীতিমন্নতমাং ॥ ১৯ ॥ ততঃ প্রাদাৎ বরং ব্রজা ব্যাজ্ঞস্যাত্মতকর্ষণঃ । গাণপত্যাং বিভৌ ভক্তিবজ্রেশ্বরঞ্চ ধর্মিতাং ॥ ২০ ॥ বরং ব্যাজ্ঞায় দদেবংশিবকাস্তামথাববীৎ । বৃণীষ বরমবগ্রা বরং দাস্যে তবাস্মিকে ॥ ২১ ॥ ততো বরং গিরিসুতা প্রাহ দেবী পিতামহং । বরঃ প্রদীয়তাং ব্রহ্মন্ বর্ণং কনকসন্নিভং ॥ ২২ ॥ তথৈ-ভ্রাজ্ঞা গতো ব্রজা পার্শ্বতী চাভবত্ততঃ । কোশং কৃষ্ণং পরিত্যজ্য পদ্মকিঞ্জলসন্নিভা ॥ ২৩ ॥

অনুত্তম তপশ্চরণার্থ গমন ও এইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে আর তুমি আমারে কালী বলিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥

গিরিনন্দিনী মহেশ্বরকে এইরূপ কহিয়া, প্রণাম করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণান্তর স্বর্গে সমুৎপত্তি হইলেন ॥ ১০ ॥ তিনি সবেগে সমুৎপতনপূর্বক হিমালয়ের পরম প্রশস্ত শেখরে অবতরণ করিলেন ॥ ১১ ॥ অবতরণ করিয়াই, জয়া, বিজয়া, মহাপুণ্যা জয়ন্তী ও অপরাজিতারে স্মরণ করিলেন ॥ ১২ ॥ স্মরণ করিবামাত্র, তাঁহার দেবী কালীকে দর্শন করিবার জন্য তথায় সমা-গত হইলেন এবং তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর পার্শ্বতী তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে, দংষ্ট্রানখায়ুধ এক ব্যাজ্ঞ হিমালয়ের বন হইতে বহির্গত হইয়া, সেই স্থানে আগমন করিল ॥ ১৪ ॥ দেবী পার্শ্বতী একপাদে অবস্থিতি করিলে, ব্যাজ্ঞ চিন্তা করিতে লাগিল, এই দেবী পতিতা হইলেই, আমি ইলাকে গ্রহণ করিব ॥ ১৫ ॥ মৃগাধিপ এই প্রকার চিন্তা করিয়া, দত্তদৃষ্টি হইয়া, পার্শ্বতীর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং তদবস্থায় একদৃষ্টি হইয়া রহিল ॥ ১৬ ॥ এদিকে দেবী ব্রহ্মপদসমুচ্চারণসহকারে একশত বৎসর তপস্তা করিলে, ত্রিভুবনেশ্বর ব্রজা সমাগত হইলেন ॥ ১৭ ॥ এবং পার্শ্বতীরে কহিলেন, অয়ি শাশ্বত-স্বরূপিণি ! আমি প্রীত হইয়াছি । তপঃপ্রভাবে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়াছে । যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৮ ॥

পার্শ্বতী কহিলেন, হে কমলোদ্ভব ! এই ব্যাজ্ঞকে বরদান করুন । তাহা হইলেই, আমি পরম প্রীতিমন্তী হইব ॥ ১৯ ॥

তখন কমলযোনি সেই অদ্ভুতকর্মা ব্যাজ্ঞকে বর দিয়া, বলিলেন, তুমি গণপতি হইবে ; মহাদেবে ভক্তিয়ুক্ত হইবে, অজ্ঞেয় হইবে এবং ধার্মিক হইবে ॥ ২০ ॥ এইরূপে তিনি ব্যাজ্ঞকে বর দিয়া, শিবকাস্তা পার্শ্বতীকে কহিলেন, অয়ি অস্মিকে ! তুমি অব্যর্থচিত্তে বর বরণ কর, আমি প্রদান করিব ॥ ২১ ॥

গিরিনন্দিনী দেবী পিতামহকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমার বর্ণ যেন কনকসন্নিভ হয় । আমাকে এই বর দিন ॥ ২২ ॥ ব্রজা তাহাই হইবে, বলিয়া প্রস্থান করিলেন । পার্শ্বতীও কৃষ্ণ-

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কশ্যপস্ত দনুর্নামা ভার্য্যানীদ্বিজসত্তম । তস্তাঃ পুত্রত্রয়ঃ চানীং সহস্রাক্ষ-
বলাধিকং ॥ ১ ॥ জ্যেষ্ঠঃ শুভ্র ইতি খ্যাতো নিশুন্তচাপরোহস্বরঃ । তৃতীয়ো নমুচিনাম
মহাবলসমব্রিতঃ ॥ ২ ॥ যোহসৌ নমুচিরিতোবঃ খ্যাতো দনুঃস্বতোহস্বরঃ । তং হস্তমিচ্ছতি
হরিঃ প্রগৃহ্য কুলিশকরে । ৩ ॥ ত্রিদিবেশঃ সমাস্রাণ্ডঃ নমুচিস্ত ভয়াদথ । প্রবিবেশ রথং
ভানোন্ততো নাশংদ্যুতঃ ॥ ৪ ॥ শক্রস্তেনাথ সমস্রং প্রচক্রে স মহামনাঃ । অবধ্যৎ বরং
প্রাদাচ্ছৈবৈশ্চ নারদ ॥ ৫ ॥ ততোহবধ্যতমাজার শঙ্কৈরৈশ্চ নারদ । সংতাজ্য
ভানুরথং পাতালমুপয়াদথ ॥ ৬ ॥ স নিমজ্জর পি জলে সামুদ্রং ফেনমুত্তমং । দদৃশে দানব-
পতিস্তং প্রগৃহেদমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ যদুক্তং দেবপতিনা বাসবেন বচোস্ত তৎ । অস্রং স্পৃগতু মাং
ফেনঃ করাভ্যাং গৃহ্য দানবঃ ॥ ৮ ॥ মুখনাসাদিকর্ণাদীন সমাপূর্য যথেষ্টয়া । তস্মিন্
শক্ৰোহুজ্জ্বলমংতর্হিতমপীশ্বরং ॥ ৯ ॥ তেনাসৌ রুদ্ধনাসান্তঃ পপাত চ মমার চ । সময়েন
তথা নষ্টে ব্রহ্মহত্যাস্পৃশকরিং ॥ ১০ ॥ স তৈত্তীর্থমাসাদ্য স্নাতঃ পাপাদমুচ্যত । ততোহস্ত
ভ্রাতরৌ বীরৌ ক্রুদ্ধৌ শুভ্রনিশুন্তকৌ ॥ ১১ ॥ উদ্যোগং স্মমহৎ কৃত্বা সুরান্ বাধিতুমা-
গতৌ । সুরাস্তেপি সহস্রাক্ষং পুরস্কৃত্য বিনির্গমুঃ ॥ ১২ ॥ জিতাস্রাক্ষম্য দৈত্যভ্যাং
সবলাঃ সপদানুগাঃ । শক্রস্তাহত্য চ গজো যাম্যশ্চ মহিষো বলাৎ ॥ ১৩ ॥ বক্রণস্ত মণি
ছত্রং গদাং বৈ মাধবস্ত চ । নিধয়ঃ শঙ্খপদ্মাদ্যাহতাস্রাক্ষম্য দানবৈঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রিলোকী বশগা
চাস্তেহনয়োনারদ দৈত্যয়োঃ । আজগতুর্মহীপৃষ্ঠং দদৃশাতে মহাস্বরং ॥ ১৫ ॥ রক্তবীজমথোচ্চ-

পুলস্ত্য কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! কশ্যপের দনুর্নামে যে ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে তিন
পুত্রের জন্ম হয় । তাহারা তিন জনেই সহস্রাক্ষ অপেক্ষা অধিক বলবান্ ॥ ১ ॥ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের
নাম শম্ভু, মধ্যমের নাম নিশুন্ত ও তৃতীয়ের নাম নমুচি । এই নমুচি মহাবলসমব্রিত ছিল ॥ ২ ॥
দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র হস্তে গ্রহণ করিয়া, নমুচি নামে বিখ্যাত দনুর ঐ পুত্রকে সংহার করিতে
সংকল্প করিলেন ॥ ৩ ॥ নমুচি ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া, ভয়ে ভানুমানের রথে প্রবেশ করিল ।
ইন্দ্র আর তাহাকে বধ করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥ তখন সেই মহামনা ইন্দ্র তাহার সহিত
নিয়ম বন্ধন করিলেন, এবং ভূমি অস্ত্র বা শস্ত্রে বধা হইবে না, বলিয়া বর দিলেন ॥ ৫ ॥

নারদ ! অসুর আপনাকে অস্ত্র ও শস্ত্রে অবধ্য জানিয়া, ভানুরের রথ পরিহার করিয়া,
প তালে গমন করিল । এবং সমুদ্রসলিলে নিমগ্ন হইয়া, উৎকৃষ্ট ফেন দর্শন ও তাহা গ্রহণ
করিয়া, বলিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হউক । এই
ফেন আমারে স্পর্শ করুক । এই বলিয়া, হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ॥ ৮ ॥ ইচ্ছানুসারে তদ্বারা
আপনার মুখ নাসাদি ও কর্ণাদি পরিপূরিত করিলে, ঈশ্বর ইন্দ্র তাহাতে অন্তর্হিত বজ্র সৃষ্টি
করিলেন ॥ ৯ ॥ তদ্বারা নাসিকা রুদ্ধ হওয়াতে, নমুচি যেমন পড়িল, অমনি মরিল । তখন
ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের শরীরে আবিষ্ট হইল ॥ ১০ ॥ তিনি তীর্থযাত্রা করিয়া, তথায় কৃতাভিব্যেক
হইয়া, পাপমুক্ত হইলেন ।

এদিকে নমুচির ভ্রাতা বীর শুভ্র ও নিশুন্ত জাতক্রোধ হইয়া ॥ ১১ ॥ বিপুল উদ্যম সহকারে
দেবগণকে ব্যাহত করিবার মানসে আগমন করিল । তদর্শনে সুরগণ ইন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়া,
বহির্গত হইলেন ॥ ১২ ॥ শুভ্র ও নিশুন্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, বল ও পদানুগ সহিত
পরাজয় করিল । এবং বলপূর্বক ইন্দ্রের ঈরাবত ও যমের মহিষ ॥ ১৩ ॥ বক্রণের মণি ও ছত্র
এবং মাধবের গদা কাড়িয়া লইল । অনন্তর দানবগণ আক্রমণ করিয়া, শঙ্খ পদ্মাদি নিধি সকল
হরণ করিল ॥ ১৪ ॥ হে নারদ ! সমুদ্র ত্রিলোকী এই দুই দৈত্যের বশীভূত হইল । অনন্তর

স্তে কো ভবানিতি মোহরবীৎ । স চাহ দৈত্যোন্মি বিভো সচিবো মহিষস্ত তু ॥ ১৬ ॥ রক্ত-
বীজেতি বিখ্যাতো মহাবীৰ্য্যো মহাভূজঃ । অমাত্যো রুচিরো বীরো চণ্ডমুণ্ডাবিতি শ্রুতো ॥ ১৭ ॥
তাবাস্তাং সলিলে মগ্নো ভগ্নাদেব্যো মহাভূজো । যন্তাসীৎ প্রভুরস্মাকং মহিষো নাম দানবঃ ॥ ১৮ ॥
নিহতঃ স মহাদেব্যো বিক্ষ্যণৈলে সুবিস্তৃতে । ভবন্তো কন্ত তনয়ৌ কিং বা নান্না পরিক্রতো ।
কিংবীৰ্য্যো কিংপ্রভাবো চ এতচ্ছংসিতুমর্হথ ॥ ১৯ ॥

শুভ উবাচ । অহং শুভ ইতি খ্যাতো দনোঃ পুত্রস্তথোরসঃ । নিশুন্তোয়ং মম ভ্রাতা
কনীয়ান্ শক্রদর্পহা ॥ ২০ ॥ অনেন বহুশো দেবাঃ সেন্সকুন্ডদিবাকরাঃ । সমেত্য নির্জিতা
বীরা যে চান্যে বলবত্তরাঃ ॥ ২১ ॥ তদ্ব্যচ্যুতাং কথং দৈত্যো নিহতো মহিষাস্ত্রঃ । যাবন্তান্
ঘাতয়িষ্যাবঃ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ ॥ ২২ ॥ ইথং তয়োস্ত বদতো নর্মদায়াস্তটে মুনৈ । জল-
বাসাধিনিষ্ঠৌ চণ্ডমুণ্ডৌ চ দানবৌ ॥ ২৩ ॥ ততোভ্যোত্যাশ্রশ্চেষ্ঠৌ রক্তবীজং সমাশ্রিতৌ ।
উচতুর্কচনং শঙ্কং কোয়ং তব পুরস্রয়ঃ ॥ ২৪ ॥ স চোভৌ প্রাহ দৈত্যোন্মৌ শুভো নাম
সুরার্দনঃ । কনীয়ানস্য চ ভ্রাতা দ্বিতীয়ো হি নিশুন্তকঃ ॥ ২৫ ॥ এতাবাশ্রিত্য তাং দৃষ্টাং
মহিষস্রীং ন সংশয়ঃ । অহং বিবাহয়িষ্যামি রত্নভূতাং জগদ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

চণ্ড উবাচ । ন সম্যগুক্তং ভবতা রত্নাহৌসি ন সংপ্রতং । যঃ প্রভুঃ স্যাৎ স রত্নাহঁস্তস্মাক্ষুস্তায়

তাহারা মহীপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া, মহাসুর রক্তবীজকে দর্শন করিল ॥ ১৫ ॥ দর্শন করিয়া
তাহাকে কহিল, তুমি কে ?

রক্তবীজ উত্তর করিল, আমি দৈত্য ও বিভু মহিষের সচিব ॥ ১৬ ॥ এবং মহাবীৰ্য্য ও
মহাবাহু রক্তবীজ নামে বিখ্যাত । মহিষের আর দুইজন অমাত্য আছেন । তাঁহাদের নাম
চণ্ড ও মুণ্ড । তাহারা উভয়েই রুচিরভাববিশিষ্ট । এবং অতিমাত্র বীৰ্য্যসম্পন্ন ॥ ১৭ ॥ সেই
মহাবাহু চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ভয়ে সলিলে মগ্ন হইয়া আছে । আমাদের যিনি প্রভু ছিলেন, সেই
দানব মহিষ ॥ ১৮ ॥ মহাদেবী কর্তৃক সুবিস্তৃত বিক্ষ্যণৈলে নিহত হইয়াছেন । আপনারা
কাহার পুত্র ? আপনাদের নামই বা কি ? বীৰ্য্যই বা কিরূপ ? প্রভাবই বা কীদৃশ ? এই
সমুদায় কীর্ত্তন করুন ॥ ১৯ ॥

শুভ কহিল, আমি দনুর ঔরস পুত্র শুভ নামে বিখ্যাত । আর এই নিশুন্ত আমার
কনীয়ান্ ভ্রাতা ও ইক্ষুর দর্পনিহস্তা ॥ ২০ ॥ এই নিশুন্ত ইক্ষু, রুদ্র ও দিবাকর সহিত দেব-
গণকে ও অচ্যুত বলবত্তর বীরদিগকে আক্রমণ পূর্বক জয় করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ এক্ষণে, বল,
মহিষাসুর কিরূপে নিহত হইয়াছে । আমরা উভয়ে স্বকীয় সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া,
ঘাতকদিগকে সংহার করিব ॥ ২২ ॥

মুনৈ ! তাহারা নর্মদাতটে অবস্থিতি করিয়া, এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে দানব চণ্ড
ও মুণ্ড উভয়ে জলবাস হইতে বিনিক্ষান্ত হইল ॥ ২৩ ॥ এবং রক্তবীজকে আশ্রয় করিয়া, মধুর
বাক্যে বলিতে লাগিল, ইনি কে তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রক্তবীজ তাহাদের উত্তরকে কহিল, ইহার নাম সুরনিহস্তা শম্বু । আর এই দ্বিতীয়
ইহার কনিষ্ঠ নিশুন্ত নামে বিখ্যাত ॥ ২৫ ॥ আমি ইহাদের উত্তরকে আশ্রয় করিয়া, জগতের
রত্নস্বরূপ সেই দৃষ্ট মহিষনিহন্ত্রীকে বিবাহ করিব, স শয় নাই ॥ ২৬ ॥

চণ্ড কহিল, তোমার এই বাক্য সমীচীন নহে । কেননা, তুমি আজিও রত্নলাভের উপযুক্ত
হও নাই । যে প্রভু হইয়া থাকে, সেই রত্নাহঁ । এই কারণে শুভকেই সেই দ্বীপ প্রদান কর।

যোজ্যতাং ॥ ২৭ ॥ তদাচচক্ষে শুভায় নিশুভায় চ কৌশিকীং । ভূয়োপি তদ্বিধাং জাতাং
কৌশিকীং রূপশালিনীং ॥ ২৮ ॥ ততঃ শুভো নিজঃ দূতঃ সূগ্রীবং নাম দানবং । দৈত্যক
প্রেষয়ামাস সকাশং বিদ্যবাসিনীং ॥ ২৯ ॥ স গতা তদ্বচঃ শ্রুত্ব দেব্যাংগতা মহাসুরঃ । নিশুভ-
শুভাবাহেদং মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥ ৩০ ॥

সূগ্রীব উবাচ । যুবরোক্ষচন্দ্রাবৌ প্রদীপ্তৌ দৈত্যনাথকৌ । গতবানহমদ্যৈব তামহং
বাক্যমব্রবং ॥ ৩১ ॥ যথা শুভোতিবিখ্যাতঃ ককুদঃ দানবেষপি । স ত্বাং প্রাহ মহাভাগে
প্রভুরস্মি জগজ্জয়ে ॥ ৩২ ॥ যানি স্বর্গে মহীপৃষ্ঠে পাতালে চাপি স্কন্দরি । রত্নানি সন্তি তাবন্তি
মম বেষ্মনি নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥ তুমুক্তা চওমুণ্ডভ্যাং রত্নভূতা কুশোদরী । তস্মাদুভয় মাং বা ত্বং
নিশুভঃ বা মমানুভবং ॥ ৩৪ ॥ সা চাহ মাং বিহসতী শৃণু সূগ্রীব মদ্বচঃ । সত্যমুক্তং ত্রিলোকেশঃ
শুভো রত্নাহ এব চ ॥ ৩৫ ॥ কিং হস্তি তুর্কিনীতায়। হৃদয়ে মে মনোরথঃ । যো মাং বিদ্রয়তে
যুদ্ধে স তুর্ভী স্যান্নহাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥ ময়া চোক্তাবলপ্তাসি যো জয়েৎ সসুরাসুরান্ । স ত্বাং
কথং ন জয়তে সা সমুত্তিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৩৭ ॥ সাথ মাং প্রাহ কিং কুর্ম্যো যদনালোচিতঃ কৃতঃ ।
মনোরথস্ত তদাচ্ছ শুভায় ত্বং নিবেদয় ॥ ৩৮ ॥ তরৈবমুক্তস্তভ্যাংগাং ত্বৎসকাশং মহাসুর ।
ত্বাং চাগ্নিকোটিসংকাশং মঈষবং কুরু ধৎ ক্ষমং ॥ ৩৯ ॥ প্রাহ দূতং ত্বিদং শুভো দানবং ধূম্রলোচনং ।
শুভ উবাচ । ধূম্রাক্ষ গচ্ছ ত্বাং দৃষ্টাং কেশাকর্ষণবিস্রলাং । সাপরাধাং যথা দাসীং কৃত্বা

হউক ॥ ২৭ ॥ এই বলিয়া, সে শুভ নিশুভের নিকট কৌশিকীর কথা বর্ণন করিল এবং কহিল,
সেই রূপশালিনী কৌশিকী পুনরায় সেইরূপেই জন্মিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

তখন শুভ আপনার দূত সূগ্রীবনামক দানবকে বিদ্যবাসিনীর সকাশে প্রেরণ করিল ॥ ২৯ ॥
মহাসুর সূগ্রীব গমন করিয়া, দেবীর কথা শুনিয়া, প্রত্যাগত হইয়া, রোষাবিষ্ট চিত্তে শুভ
নিশুভকে কহিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ হে দৈত্যনাথগণ! আপনাদের বচনানুসারে অদ্যই
গমন করিয়া, দেবীকে কহিলাম ॥ ৩১ ॥ অযি মহাভাগে! শত্ৰু অতি বিখ্যাত ও দানবগণের
অগ্রগণ্য । তিনি তোমারে কহিয়াছেন, আমি জগৎত্রয়ের প্রভু ॥ ৩২ ॥ অযি স্কন্দরি! স্বর্গে,
মহীপৃষ্ঠে, পাতালে যে কিছু রত্ন আছে, তৎসমস্ত নিত্য আমার গৃহে বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥
অযি কুশোদরি! চওমুণ্ড বলিয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ রত্নস্বরূপ । অতএব, তুমি আমাকে, অথবা
মদীয় অনুজ নিশুভকে ভজনা কর ॥ ৩৪ ॥ দেবী এই কথায় হাসিতে হাসিতে আমারে
কহিলেন, হে সূগ্রীব! শ্রবণ কর । সত্য বলিতেছি, ত্রিলোকপতি শত্ৰু রত্নভাভেরই যোগা-
পাত্র ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু আমি অতীব উদ্ধত । আমার হৃদয়ে এইরূপ মনোরথ আছে, যে মহাসুর
যুদ্ধে আমারে জয় করিবে, সেই আমার দামী হইবে ॥ ৩৬ ॥ আমি উত্তর করিলাম, তুমি
অতিমাত্র গর্কিতা হইয়াছ । দেখ, যিনি সুরাসুরসমেত সমুদায় লোক জয় করিয়াছেন, তিনি
কি তোমারে জয় করিতে পারিবেন না? অতএব, ভামিনী উত্থান কর ॥ ৩৭ ॥ দেবী
প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি কি করিব, বিবেচনা না করিয়াই, এইরূপ মনোরথ কল্পনা করিয়াছি ।
অতএব তুমি গমন করিয়া, শুভকে আমার কথা জানাও ॥ ৩৮ ॥ হে মহাসুর! দেবীর এই
কথা শুনিয়া, আমি আপনার সকাশে আসিলাম । সেই দেবী অগ্নিকোটিন্নিভা । ইহা জানিয়া
যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা করুন ॥ ৩৯ ॥

এই কথা শুনিয়া, শুভ আপনার অন্যতর দূত দানব ধূম্রলোচনকে কহিল, অযি ধূম্রাক্ষ!
তুমি গমন করিয়া, সেই দৃষ্টাকে সাপরাধা দাসীর ন্যায়, কেশাকর্ষণসহকারে বিস্রলিত করত,

শীঘ্রমিহানয় ॥ ৪০ ॥ যশ্চাস্যাঃ পক্ষকৃৎ কশ্চিদ্ভবিষ্যতি মহাবলঃ । স হস্তবোহবিচাৰ্ঠ্যব
যদি হি স্যাৎ পিতামহঃ ॥ ৪১ ॥ স এবমুক্তঃ শুভেন ধূম্রাক্ষোহকৌহিণীশঠৈঃ । বৃতঃ
যড়্ভির্নহাতেজা বিজ্ঞাং গিরিমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা চ তাং দুর্গাং ভ্রাস্তৃদৃষ্টিকবাচ হ ।
এহেহি মুঢ়ে ভৰ্ত্তারং শুভমিচ্ছস্ব কৌশিকি । ন চেৎলাগ্নয়িষ্যামি কেশাকর্ষণবিস্মলাং ॥ ৪৩ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ । শ্রেণিতোসীহ শুভেন বলান্নেতুং হি মাঙ্কিণ । তত্র কিং শবলা কুর্ঘাদযথেচ্ছসি
তথা কুরু ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তো বিভাবৰ্ঘ্য। বলবান্ ধূম্রলোচনঃ । হস্তায়েনৈব তং ভ্রাস্তৃশাং
চকারাংবিকা তথা ॥ ৪৫ ॥ ততো হাহাকৃতমভূজ্জগত্যস্মিংশচরাচরে । স বলং ভ্রাস্তৃশাস্ত্রীতং
কৌশিক্য। বীক্ষ্য দানবং ॥ ৪৬ ॥ তঞ্চ শুভোপি শুশ্রাব মহচ্ছবমুদীরিতং । অথাপিদেশ বলিনো
চণ্ডমুণ্ডী মহাসুরৌ ॥ ৪৭ ॥ রুদ্রঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং তথা জগমুর্দাষিতাঃ । তেষাঞ্চ সৈন্তমতুলং
গজাশ্বরথসঙ্কুলং ॥ ৪৮ ॥ সমাজগাম সহসা যত্রান্তে কোশদন্তবা । তদায়াস্তং রিপুবলং দৃষ্ট্বা
কোটিশতাবরং ॥ ৪৯ ॥ অথ সিংহো ধূতসটঃ পাটয়ন্ দানবান্ যগে । কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ
কাংশ্চিদাস্তেন লীলয়া ॥ ৫০ ॥ নখরৈঃ কাংশ্চিদাক্রম্য উরসাস্তমিয়া চ । তে বধ্যমানাঃ
সিংহেন গিরকন্দরবাসিনা ॥ ৫১ ॥ ভূতৈশ্চ দেবানুচরৈঃ চণ্ডমুণ্ডৌ সমাশ্রয়ং । তাবার্ত্তং শ্রবণং
দৃষ্ট্বা কোপপ্রফুরিতাধরৌ ॥ ৫২ ॥ সমাজ্জবেতাং দুর্গাং বৈ পতঙ্গাবিব পাবকং । তাবা-
য়াস্তৌ ততো রৌদ্রৌ দৃষ্ট্বা ক্রোধপরিপ্লুতা ॥ ৫৩ ॥ ত্রিশিখাং ভৃকুটীকৈব চকার পরমেশ্বরী । ভৃকুটী-

সদরে এখানে আনয়ন কর ॥ ৪০ ॥ যে মহাবল ইহার পক্ষকৃৎ হইবে, সে যহ পিতামহ হইলেও,
কোন বিচার না করিয়া, বধ করিব ॥ ৪১ ॥

ধূম্রাক্ষ এইরূপ আদিষ্ট ও দৃঢ় অকৌহিণীতে পরিবৃত্ত হইয়া, মহাতেজে বিক্রাপর্কতে গমন
করিল ॥ ৪২ ॥ এবং সেই দেবী দুর্গাকে দর্শন করিয়া, ভ্রাস্তৃদৃষ্টি হইয়া, বলিতে লাগিল, অগ্নি
মুঢ়ে কৌশিকি ! আগমন কর এবং শুভকে স্বামিভে প্রতিগ্রহ কর । নতুবা, কেশাকর্ষণপূর্বক
বিস্মলিত করিয়া, বলপ্রয়োগসহকারে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥

দেবী কহিলেন, আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইবার জন্য শুভ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে ।
আমি অবলা, কি করিতে পারি । অতএব তোমার যেমন ইচ্ছা, কর ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কৌশিকী এইরূপ বলিয়াই মহাবল ধূম্রলোচনকে তৎক্ষণাৎ ভ্রাস্তৃ করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৪৫ ॥ কৌশিকী দানবকে ঐরূপে বলসহিত ভ্রাস্তৃ করিলেন, দর্শন করিয়া,
সমস্ত সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৪৬ ॥ এই ভূমূল হাহাকার শব্দ শুভেরও কর্ণগোচরে
নিপতিত হইল । তখন সে মহাবল মহাসুর চণ্ড মুণ্ড ও বলিশ্রেষ্ঠ রুদ্রকে আদেশ করিলে
তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গমন করিল । তাহাদের গজাশ্বরথসংকুল অতুল সৈন্য ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥
তৎক্ষণাৎ কৌশিকীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে সমাগত হইল । তখন, কোটিশত রিপুবল আগমন
করিতেছে, দেখিয়া ॥ ৪৯ ॥ দেবীর বাহন কেশরী সটাচ্ছটাবিকম্পিত করিয়া, দানবদিগকে যুদ্ধে
বিদারিত করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ কাহাকে কর প্রহারে ও কাহাকেও বা আস্য দ্বারা অবলীলাক্রমে
বিপাটিত করিল । কাহাকে নখপ্রহারপূরঃসর ও কাহাকেও বা বক্ষস্থলসহায়ে আক্রমণ
করিয়া, যমালয়ের অতিথি করিতে লাগিল । দৈত্যগণ গিরিকন্দরবিহারী কেশরী কর্তৃক বধ্যমান
॥ ৫১ ॥ এবং দেবীর অনুচর ভূতগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া, চণ্ডমুণ্ডের আশ্রয়ে সমাগত হইল ।
তাহারা স্বকীয় সৈন্য সকলকে আর্তিভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, রোষভরে প্রফুরিতাধর
হইয়া ॥ ৫২ ॥ পতঙ্গ পাবকের ন্যায়, দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল । দেবী সেই ভয়ঙ্করপ্রকৃতি
চণ্ডমুণ্ডকে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধে পরিপ্লুতা হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৩ ॥ এবং তৎক্ষণাৎ

রপি রুদ্রদূতী । রুদ্রশিশূলেণ তথৈব চান্ধানু বিনায়কশ্চাপি পরশ্বধেন ॥ ২২ ॥ এবং হি দেব্যা
বিবিধৈস্ত ক্রূপৈর্নিপাত্যমানা দনুপুঙ্গবাস্তে । পেভুঃ পৃথিব্যাং ভূবি চাপি ভূতৈস্তে ভক্ষ্যমাণাঃ
ঐলয়ং প্রভৃগুঃ ॥ ২৩ ॥ তে বধ্যমানাস্থ দেবতাভির্নৃশাস্ত্রা মাভিরাকুলাস্ত । বিমুক্ত-
কেশান্তরলক্ষণা ভয়াত্তে রক্তবীজঃ শরণং হি জগুঃ ॥ ২৪ ॥ স রক্তবীজঃ সহস্রভূতপেতা বরাহ-
মাদ'য় চ মাতৃমণ্ডলং । বিদ্রাবধনু ভূতগণান্ সমস্তাধিবেশ কোপাৎ ক্ষুরিতাধরশ্চ ॥ ২৫ ॥
তমাপতংতঃ প্রসমীক্ষ্য মাতরঃ শত্রৈঃ শিতাঐর্দ্বিভিজং ববর্ষুঃ । যো রক্তবিন্দুর্ভূতপতং পৃথিব্যাং
স তৎপ্রমাণস্তপরোহপি জজ্ঞে ॥ ২৬ ॥ ততশ্চ মারী স্বয়মস্মিকাথ প্রহন্ততাঃ সাংপ্রতমিত্যবাচঃ
পিবস্ব চণ্ডে কধিরস্ত্রাতের্কিহন্ত বক্তুং বড়বানলাভং ॥ ২৭ ॥ সা হেবমুক্তা বরদাস্মিকা হি বিতত্য
বক্তুং বিকরালমুখং । ভুগুং নভঃস্পৃক পৃথিবীস্পৃগাস্তং কুত্বা চিরং তিষ্ঠতি চর্ম্মমুণ্ডা ॥ ২৮ ॥ ততো-
হস্মিকা কেশবিকর্ষণাকুলং কুত্বা স্পৃগুং প্রাক্ষিপত স্ববক্ত্রে । বিভেদ শূলেণ তথাপ্যুরস্তঃ ক্ষতো-
স্তবো বাস্তপতংশ্চ বক্ত্রে ॥ ২৯ ॥ ততস্ত শোষণং ঐলয়গাম রক্তং রক্তকয়ে হীনবলো বড়ব । তং
হীনবীর্ষ্যং শতধা চকার চক্রেন চামীকরভূষিতেন ॥ ৩০ ॥ তস্মিন্ হতে বৈ দনুসৈন্যানাথ তে
দানবা দীনতরং বিনেতুঃ । হা তাত হা ভ্রাতরিতি ক্রবন্তঃ ক যাসি তিষ্ঠস্ব মুহূর্তমেব হি ॥ ৩১ ॥ তথ-
প র বিলুপিতকেশপাশা বিশীর্ণচর্ম্মাভরণা দিগম্বরাঃ । নিপাতিতা ধরণিতলে বৃডান্মা ঐলয়বুর্গিগি-

রুদ্র শিশূলপ্রয়োগে সংহার ও বিনায়ক পরশ্বধের আঘাতে শমননদনের অতিথিমাং করিতে
লাগিলেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে দেবী বিবিধ-স্বরূপ-পরিগ্রহপূর্বক সংহারকার্য্য প্রবৃত্তা হইলে,
দনুপুঙ্গবগণ পৃথিবীপৃষ্ঠে যেমন পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, ঐলয়দশা
লাভ করিল ॥ ২৩ ॥ সেই মহাসুরগণ দেবতাগণ কর্তৃক বধ্যমান ও মাতৃগণ কর্তৃক বাকুলিত
হইয়া, বিমুক্তকেশে চঞ্চল নয়নে সত্যান্তঃকরণে রক্তবীজের শরণাপন্ন হইল ॥ ২৪ ॥ রক্তবীজ
তৎক্ষণাৎ বরাহগ্রহণপূর্বক অভ্যাগত হইয়া, সমস্তাৎ ভূতদিগকে বিদ্রাবিত ক্রিতে করিতে
গোষভরে প্রক্ষুরিতাধরে মাতৃমণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২৫ ॥ মাতৃগণ তাহাকে আগমন
করিতে দেখিয়া, তাহার উৎসরি শিতাশ্র শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহার শরীর হইতে
পৃথিবীত যে রক্তবিন্দু নিপাতিত হইল, তাহা হইতে সেই রক্তবীজের সমানাকৃতি অপর রক্তবীজ
জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৬ ॥ তদর্শনে দেবী মারী ও স্বয়ং অস্মিকা বলিতে লাগিলেন, ইহা
এখনই নিপাতিত কর । অয়ি চণ্ডে ! তুমি বড়বানলাভ বদন বিতত করিয়া, এই শত্রুর রক্ত
পান কর ॥ ২৭ ॥

সেই বরদা অস্মিকা এইপ্রকার কহিয়া, অতীব প্রচণ্ড ও বিকরাল বক্তৃ ব্যাদান করিয়া,
অবস্থিতি করিলেন । তদর্শনে দেবী চর্ম্মমুণ্ডা অকাশ ও পৃথিবীব্যাপী বদন আবিষ্কৃত করিয়া,
দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অস্মিকা সেই শত্রুকে কেশে আকর্ষণপূর্বক বিহ্বলিত
করিয়া, স্বকীয় বদনমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিলেন । পরে শূল দ্বারা তদীয় বক্ষস্থল বিদারিত করিলে,
তাহার ক্ষতেদ্ধূত অস্ত্র অস্তুরও বদনমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ২৯ ॥ তাহাতে রক্ত শুষ্ক হইয়া
গেল, রক্ত ক্ষয় হইলে, রক্তবীজ হীনবল হইয়া পড়িল । সে হীনবীর্ষ্য হইলে, চামীকরভূষিত
চক্র দ্বারা তাহারে শতধা করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥

দনুসৈন্যনাথ রক্তবীজ নিহত হইলে, দানবগণ অস্মিকার দীনভাবে শব্দ করিয়া উঠিল এবং
হাধাকারসহকারে, হা ভ্রাতঃ ! হা তাত ! তুমি বিনষ্ট হইলে ; কোথায় যাইতেছ ; মুহূর্তমাত্র
অপেক্ষা কর, আগমন কর, এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ বৃডানী অন্যান্য অস্তুরদিগকে ধরাতল
নিপাতিত করিলে, তাহাদের কেশপাশ বিলুপিত হইতে লাগিল । তাহাদের চর্ম্ম ভরণ বিশীর্ণ
হইয়া গেল । এবং তাহার নগ্ন হইয়া পড়িল । তদর্শনে অস্তুরগণ পলায়ন করিতে

বঃমুহু দৈত্যৈঃ ॥ ৩২ ॥ বিশীর্ণচৰ্ম্মাশুধভূষণং তদ্বলং নিরীক্যৈব হি দানবেন্দ্রঃ । বিকীর্ণচক্রাক-
 রথে নিমন্তঃ ক্রোধান্মৃদানীঃ সমুপ জগাম ॥ ৩৩ ॥ খড়্গং সমাদায় চ চৰ্ম্ম ভাঙ্গরক্ষুধন্ শিরঃ
 প্রেক্ষ্য চ রূপমস্তাঃ । সংস্তুভ্য মোহং অরপীড়িতোথ চিত্রে যথানৌ লিখিতো বভূব ॥ ৩৪ ॥ তং
 স্তুভিতং বীক্য সুরারিমগ্রে প্রোবাচ দেবী বচনং বিহস্ম । অনেন বীৰ্য্যেণ সুরাস্তা জিতা অনেন
 মাং প্রার্থয়ে বলেন ॥ ৩৫ ॥ অত্র তু বাক্যং কৌশিক্য দানবঃ সুরিরাদব । প্রোবাচ চিত্ত-
 যিত্বাথ বচনং বদতাশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ স্কুমারগরীণা ত্বং মচ্ছদ্রপতনাদপি । শতদা যান্যতে ভীকু
 আমপাত্মমিবাস্তসি ॥ ৩৭ ॥ এবং সক্ষিত্তয়মর্থং স্বাং প্রহৰ্তুং ন স্কন্দ য় । করো ম বুদ্ধিং তস্মৈ স্বং
 মাং ভজস্বায়ংক্ষেপে ॥ ৩৮ ॥ মম খড়্গনিপাতং হি নৈন্দ্রো ধারয়িতুং ক্ষমঃ । নিবৰ্ত্তয় মতিং যুদ্ধা-
 ত্ত্বা মে ভব সাংপ্রতং ॥ ৩৯ ॥ ইথং নিমন্তবচনং শ্রুত্বা যোগেশ্বরী মুনে । বিহস্য ভাবগম্ভীরং
 নিমন্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ নাজিতাঃ রণে বীর ভবে ভার্য্য । হি কস্য চিত্ । ভবান্ যদীহ
 ভার্য্যাবী ততো মাং জয় সংযুগ ॥ ৪১ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে খড়্গমুত্তাম্য দানবঃ । প্রচিক্ষেপ
 তদা বেগাং কৌশিকীং প্রতি নারদ ॥ ৪২ ॥ তমাপতংতং নিম্নিংশং বড়্ ভিক্ষির্হণবাজিভিঃ ।
 চিচ্ছেদ চৰ্ম্মণা সার্কং তদঙ্কুঃমিবাববৎ ॥ ৪৩ ॥ খড়্গো সচৰ্ম্মণি হিন্নে গদাং গৃহ্য মহাসুরঃ ।
 সমদ্রবৎ কোশভবাং বায়ুবেগসমো জবে ॥ ৪৪ ॥ তস্তাপতত এবাশু করৌ শ্লিষ্টৌ সমৌ দৃঢ়ৌ ।
 গদয়া সহ চিচ্ছেদ সুরপ্রেণ রণেশ্বিকা ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্নিপতিতে রৌদ্রে সুরশত্রৌ ভয়ঙ্করে । চণ্ড্যা-
 দ্যা মাতরো হৃষ্টাশ্চক্রুঃ কিলকিলাধ্বনিং ॥ ৪৬ ॥ গগনস্থাস্ততো দেবাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ।

লাগিল ॥ ৩২ ॥ মৈত্র সকলের চৰ্ম্ম, অশুধ ও ভূষণ সমস্ত বিকীর্ণ হইয়াছে, অবলোকন করিয়া,
 দানবেন্দ্র শুভ বিকীর্ণচক্রাক রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে মৃদানীর সম্মুখীন হইল ॥ ৩৩ ॥
 এবং ভাস্বর খড়্গগ্রহণ, চৰ্ম্ম ও শরাসনধারণ ও মস্তককম্পন পুরঃসর, তদীয় রূপ দর্শন করিয়া,
 মোহসংস্তনসহকারে অরপীড়িত হইয়া, চিত্রলিখিতের ন্যায় হইল ॥ ৩৪ ॥ দেবী সেই সম্মুখীন
 সুরারিকে সংস্তুভিত নিরীক্ষণ করিয়া, উচ্চৈঃশান্য করত বলিতে লাগিলেন, তুমি এইরূপ বীৰ্য্য-
 সঙ্গাথেই অমরদিগকে পরাভূত করিবাছ এবং এইরূপ বলসাহায্যেই আমাং প্রার্থনা
 করিতেছ ॥ ৩৫ ॥ বদতাশ্বর শুভ কৌশিকীর কথা কৰ্ণগে চর করিয়া, বহুক্ষণ চিন্তানন্তর
 বক্ষ্যমণ বাক্যে প্রভাস্তর করিল ॥ ৩৬ ॥ অয়ি ভীকু ! তে ম র কলেবর অতি বোমল ও
 মৃদলভাবাপন্ন । আমার শত্রুপাত্ম্যেই জলসম্পর্কে আমপাত্রের ন্যায় শতধণ্ড হইয়া যাইবে ॥ ৩৭ ॥
 অয়ি স্কন্দরি ! এইরূপ চিন্তা করিয়াই, তোমাং প্রহার করিতে মানস করি নাই । অতএব,
 অয়ি আরতলোচনে ! আমাং র ভজনা কর ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রও আম র খড়্গাঘাত সঙ্গ করিতে
 পারেন না । অতএব যুদ্ধমতি ত্যাগ করিয়া, সম্প্রতি আমাং ভার্য্য হও ॥ ৩৯ ॥

মুনে ! যোগেশ্বরী নিমন্তের এই কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃশাস্ত করিয়া, ভাবগম্ভীর বচনে তাহাং
 কহিলেন ॥ ৪০ ॥ হে বীর ! যুদ্ধে আমাং জয় না করিলে, আমাং কাহারও ভার্য্য হই না ।
 অতএব তুমি যদি ভার্য্যার্থী হইয়া থাক, যুদ্ধে আমাং জয় কর ॥ ৪১ ॥

মৃদানী এই কথা বলিলে, দানব খড়্গ উদ্ভ্রামিত করিয়া, সবেগে কৌশিকীর প্রতি প্রযোগ
 করিল ॥ ৪২ ॥ দেবী ময়ুরপত্রভূষিত দৃঢ় শরে সেই আপতিত খড়্গ চৰ্ম্মের সহিত ছেদন করিলে,
 তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল । ৪৩ ॥ চৰ্ম্মসহিত খড়্গা ছিন্ন হইলে, মহাসুর গদা গ্রহণ
 করিয়া, বায়ুবেগসমান গতি অবলম্বনপূর্ব্বক কৌশিকীর প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪৪ ॥ অস্ত্রিকা
 ধাবমানপট্টেই স্কুরপ্রেণপ্রহার করিয়া, গদার সহিত তাহাং সন, শ্লিষ্ট, দৃঢ় হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন ॥ ৪৫ ॥ সেই ভয়ঙ্কর রৌদ্রপ্রকৃতি সুর-ক্র নিপতিত হইলে, চণ্ডাদি মাতৃকা
 হৃষ্ট হইয়া, কিলকিলাধ্বনি করতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ শত্রু নিপাতিত হইলে, গগনে অবস্থিতি

জয়ন্ত বিজয়ে তুচ্ছাঃ শত্রৌ নিপাতিতে ॥ ৪৭ ॥ ততস্তূৰ্ঘ্যাণাবাদ্যন্ত ভূতসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ ।
 পুষ্পবৃষ্টিং যুযুহুঃ সুরাঃ কাত্যায়নীং প্রতি ॥ ৪৮ ॥ নিশুন্তঃ পতিতঃ দৃষ্ট্বা শুভঃ ক্রোধান্নহ'মুনে ।
 বৃন্দারকং সমাক্রুত প্রাসপাণিঃ সমভ্যাগাৎ ॥ ৪৯ ॥ তমাপতন্তঃ দৃষ্ট্বাধি সপতং দ'নবেশ্বরং ।
 জগাহ চতুর্দো বাণশ্চ চন্দ্রাৰ্দ্ধাকারবর্চসঃ ॥ ৫০ ॥ ক্ষুরপ্রোভ্যাং সমঃ পাদৌ প্রচিচ্ছেদদ্বিপদ্য সা ।
 দ'ভ্যাকুন্তে জঘানাথ হস্তী লীলয়াস্থিকা ॥ ৫১ ॥ নিকৃষ্টাভ্যাং গজঃ শস্তাঃ নিপপাত যথেষ্টরা ।
 শক্রবজ্রসমাক্রান্তঃ শৈলরাজশিরো যথা ॥ ৫২ ॥ তস্তাবর্জিতনাগস্য শুভ্রস্তাপ্যুৎপতিব্যতঃ ।
 শিরশ্চিচ্ছেদ বাণেন কুণ্ডলালঙ্কৃতং শিবা ॥ ৫৩ ॥ ছিন্নে শিরসি দৈত্যোস্ত্রো নিপপাত সঙ্কল্পরঃ ।
 যয়া স মহিষঃ ক্রৌঞ্চো মহাসেনেন সংহতঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রুত্বা সুরাসুররিপু নিহতৌ মৃণালী সেন্যঃ
 সমূৰ্ধ্যামকদ শ্ববসুপ্রধানাঃ । আগত্য তদ্বিরিবরং বিনয়াবনম্রা দেব্যাস্তদ শ্রুতিসুখস্বদমীরয়ন্তঃ ॥ ৫৫ ॥

দেবা উচুঃ ॥ ওঁ ॥ নমোস্তু তে ভগবতি পাপনাশিনি নমোস্তু তে সুররিপুদর্পণাতনি ।
 নমোস্তু তে হরিহররাজ্যদায়িনি নমোস্তু তে মথভূজকার্যকারিণি ॥ ৫৬ ॥ নমোস্তু তে ত্রিদশরিপু-
 ক্ষয়করি নমোস্তু তে শতমথাদপূজিণে । নমোস্তু তে মহিষবিনাশকারিণি নমোস্তু তে হরিহর-
 ভাস্করস্বতে ॥ ৫৭ ॥ নমোস্তু তে অষ্টাদশবাহুশালিনি নমোস্তু তে শুভ্রনিশুভ্রঘাতিনি । নমোস্তু তে
 চার্ভিহরে ত্রিশূলিনি নমোস্তু নারায়ণি চক্রধারিণি ॥ ৫৮ ॥ নমোস্তু বারাহি সদা ধরাধরে ত্বাং নার-
 সিংহি প্রণতা নমোস্তু তে । নমোস্তু তে বজ্রধরে গজধ্বজে নমোস্তু কৌমারি ময়ূরবাহিনি ॥ ৫৯ ॥

করিয়া, শতক্রতুপ্রমুখ দেবগণ দৃষ্টে চিত্তে কাত্যায়নীর জয় হউক, বলিয়া উঠিলেন ॥ ৪৭ ॥
 ভূতগণ চতুর্দিকে তূৰ্ঘ্যাসকল বাজাইতে আরম্ভ করিল । দেবগণ কাত্যায়নীর উপর পুষ্পবর্ষণে
 প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ মহামুনে ! নিশুন্ত পতিত হইয় ছে, দর্শন করিয়া, শুভ্র ক্রোধভরে
 বৃন্দারকে আঘোঃপূৰ্ণক প্রাস স্ত্রে সমাগত হইল ॥ ৪৯ ॥ দেবী দানবেশ্বরকে গজায়ে'হণে
 আগমন করিতে দেখিয়া, চন্দ্রাৰ্দ্ধাকারবর্চস বাণচতুষ্টয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০ ॥ এবং ক্ষুরপ্র-
 যুগল প্রায়াগপূৰ্ণক এককালেই হস্তের দুই পা কাটিয়া ফেলিলেন । অনন্তর হাসিতে হাসিতে
 অলীলাক্রমে অগ্নি দুই ক্ষুরপ্রোভার কুন্ত আহত করিলেন ॥ ৫১ ॥ পদদ্বয় নিকৃষ্ট হইলে, সেই
 হস্ত, শক্রবজ্রমাক্রান্ত শৈলরাজপে'থরের ন্যায় যথেষ্ট নিপতিত হইল ॥ ৫২ ॥ হস্তী পতিত
 হইলে, শুভ্র যেমন উৎপতিত হইবার উপক্রম করিল, তৎক্ষণাৎ শিবা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত
 মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে, শুভ্র হস্তির সহিত পতিত হইল ॥ ৫৪ ॥

মৃড়ানী সুরাসুরশক্র শুভ্র নিশুন্তকে সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র, সূৰ্য্য, মরুৎ,
 অশ্বী ও বসুগণপ্রমুখ দেবগণ গিরিবর বিক্রো আগমন করিয়া, বিনয়বশে অবনম্র হইয়া, শ্রুতিসুখ-
 সমুৎপাদনসহকারে দেবীর স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥ ওঁ ভগবতি ! তুমি পাপ বিনাশ
 করিয়া থাক ; তোমাকে নমস্কার । তুমি সুর-শক্রসকলের দর্প দলিত কর ; তোমাকে নম-
 স্কার । তুমি দেবগণের কার্য্য সংবিধান কর ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৬ ॥ তুমি ত্রিদশগণের
 রিপুক্ষয় করিয়া থাক ; তোমাকে নমস্কার । শতমথ ইন্দ্র তোমার পাদপূজা করেন ; তোমাকে
 নমস্কার । তুমি মহিষবিনাশকারিণী ; তোমাকে নমস্কার । হরি, হর ও ভাস্কর তোমার
 স্তব করেন ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥ তুমি অষ্টাদশবাহুশালিনী ; তোমাকে নমস্কার ।
 তুমি শুভ্রনিশুভ্রনিপাতিনী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি আর্ভিহারিণী ও ত্রিশূলিনী ; তোমাকে
 নমস্কার । তুমি নারায়ণী ও চক্রধারিণী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥ তুমি সর্বদা ধরাধারিণী
 বারাহী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি নারসিংহী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি বজ্রধারিণী ;
 ও গজধ্বজশালিনী , তোমাকে নমস্কারে । তুমি ময়ূরবাহিনী কৌমাণী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৯ ॥

নমোস্তু পৈতামহি হংসবাহনে নমোস্তু মালাবিকটে স্নকেশিনি । নমোস্তু তে রাসভপৃষ্ঠবাহিনি
নমোস্তু সর্কার্তিহরে জগন্নাথ । ৬০ ॥ নমোস্তু বিশ্বেশ্বর পাহি বিশ্বং নিমদয়ারিং বিজ্জদেবতানাং ।
নমোস্তু তে সর্কময়ি ত্রিনেত্রে নমো নমোস্তে বরদে প্রসাদ ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মাণী ঙ্গ মৃড়ানী বরশিখিগমনা
শক্তিহন্তা কুমাণী বারাহী ঙ্গ সুবক্তা খগপতিগমঃ বৈষ্ণবী ঙ্গ শশাঙ্গী । দুর্দ্ধর্শী নারসিংহী সুর-
যুরিতরবা ঙ্গ তৈধলী সজ্জা ঙ্গ মারী চণ্ডমুণ্ডাশবগমনরতা যোগিনী যোগিনী ॥ ৬২ ॥ ওঁ নমোস্তে
ত্রিনেত্রে ভগবতি তব চরণানুচ্ছিতা যে অহরহর্কিন্তশিরোধরাংসনজাঃ । নহি নহি পরমস্ত্য-
শুভঃ সততঃ স্ততিবলিকুসুমকরাঃ সততঃ যে ॥ ৬৩ ॥ ওঁ । এবং স্ততা সুরবটৈঃ সুরশক্র-
নাশিনী প্রাহ প্রহস্ত সুরসঙ্কমহর্বির্ঘ্যান্ । প্রাপ্তৌ ময়াদ্রুততমো ভবতাং প্রসাদাং সংগ্রাম-
মূর্দ্ধি সুরশক্রজয়ঃ প্রমদাং ॥ ৬৪ ॥ ইমাং স্ততঃ ভক্তিপরা নরোত্তমা ভবন্তিকৃত্যমুকীর্তয়ন্তি ।
দুঃস্বপ্ননাশো ভবিতা ন সংশয়ো বরস্তথা ত্রৈবতামভী পতঃ ॥ ৬৫ ॥

দেবী উচুঃ । যদি বরদা ভবতী ত্রিশানাং দ্বিজশত্বেষু যতন্তঃ হিতায় । পুনরপি দেব-
রিপূনপরাংসং প্রদহ হতাশনতুল্যশরীরে ॥ ৬৬ ॥

দেবীবাচ । ভূয়ো বধিষ্যামি সুরারিমুক্তমং সন্তুষ্ট নন্দস্ত গৃহে যশোদয়া । তত্রাবতীর্ণা লবণং
তথাপত্রৌ শুভং নিশুভং দশনপ্রহারিণী ॥ ৬৭ ॥ ভূঃ স্ত্যস্তিষাযুগে নিরাশনান্নিরীক্ষ্য মারী চ
গৃহে শতক্রতোঃ । সন্তুষ্ট দেবী ইতি সপ্তধা ময়া সুরান্ ভরিষ্যামি চ শাকসঙ্কটৈঃ ॥ ৬৮ ॥ ভূয়ো

তুমি হংসবাহিনী ব্রহ্মাণী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি মালাবিকটা ও স্নকেশিনী ; তোমাকে
নমস্কার । তুমি রাসভপৃষ্ঠবাহিনী ; তেমকে নমস্কার । তুমি সকলের আর্তিহারিণী ও জগ-
ন্নাথী ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৬০ ॥ তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি বিশ্বপালন
ও বিজ্জদেবগণের শত্রু সংদলন কর ; তুমি সর্কময়ী ও ত্রিলোচনী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি
বরদা ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার । তুমি প্রসাদা হও ॥ ৬১ ॥ তুমি ব্রহ্মাণী ; তুমি মৃড়ানী ;
তুমি শক্তিহন্তা কুমাণী ও বরশিখিবাহনে আশ্রয় করিয়া থাক ; তুমি সুন্দরবদনশালিনী বারাহী ;
তুমি গরুড়বাহিনী শাস্ত্রধারিণী বৈষ্ণবী ; তুমি অতি দুঃপ্রেক্ষণীয়া নারসিংহী ; সুরযুরিত শত্রু
করিয়া, থাক ; তুমি বজ্রধারিণী ঐন্দ্রী ; তুমি মারী ও চণ্ডচণ্ডী ; তুমি শববাহিনী যোগিনী
যোগিনী ॥ ৬২ ॥ তুমি ত্রিনেত্রী ও ভগবতী ; তোমাকে নমস্কার । যাহারা অহরহ শিরোধরাংস
অবনত করিয়া, নম্র হইয়া, তোমার চরণ আশ্রয় করে, এবং যাহারা সতত স্ততিপরায়ণ, ও বলি-
কুসুমহস্ত, তাহাদিগকে কখন অশুভ ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৬৩ ॥

সুরশক্রনাশিনী কাত্যায়নী সুরবরনিকর কড়ক এইরূপ স্তত হইয়া, মহাশ্রু আসো সুর, সিদ্ধ
ও মহর্বিদিগকে কহিতে লাগিলেন, আমি আপনাদেরই প্রসাদে এইরূপে যুদ্ধে প্রমদনপূর্বক
অদ্ভুততম সুরশক্রবিজয় লাভ করিয়াছি ॥ ৬৪ ॥ যে সকল নরেন্দ্র সম আপনাদের প্রণীত এই স্তব
ভক্তিপন্ন হইয়া, অমুকীর্তন করিলে, তাহাদের দুঃস্বপ্ননাশ হইবে, সংশয় নাই । অধুনা আপনারা
অন্তবিধ অতীন্দ্রিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৬৫ ॥

দেবগণ কহিলেন, যেহেতু, আপনি গো, ব্রাহ্মণ ও শত্রুদিগের হিতানুষ্ঠানে সর্বদাই নিরত,
অতএব যদি আমরা আপনাকে বর দিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, হতাশনতুল্য শরীরে
আবিভূত হইয়া, পুনরায় অপরাপর দেবশত্রুদিগের সংহার করুন ॥ ৬৬ ॥

দেবী কহিলেন, আমি নন্দগৃহে যশোদাগর্ভে অবতীর্ণা হইয়া, পুনরায় সুরশক্র সকলের
সংহার করিব । এবং এইরূপে আবিভূত হইয়া, লবণ এবং দশনপ্রহারসমুদ্যত অপরাপর
শত্রু নিশুভের বিনাশনাশনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ৬৭ ॥ হে সুরগণ ! পুনরায় আমি ত্রিষাযুগে লোক-
দিগকে নিরশন নিরীক্ষণ করিয়া, শতক্রতুর গৃহে মারীকপে প্রাবিভূত হইব । এবং শাকসঙ্কর

বিপক্ষপক্ষপণায় দেবা বিদ্যো ভবিষ্যাম্যধিবক্ষণার্থং । হুবৃন্তেচেষ্টান্‌ বিনিহত্য দৈত্যান্‌ ভূঃ সমে-
ষ্যামি সুরা জয়ং হি ॥ ৬৯ ॥ যদাক্ষণাক্ষো ভবিতা মহাসুরস্রঙ্গা ভবিষ্যামি হিতায় দেবতঃ ।
মহালিঙ্গপেণ বিনষ্টজীবিতং কৃৎস্না সমেষ্যামি পুনর্জিবিষ্টপং ॥ ৭০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা সুরাণাং কৃৎস্না প্রণামং দ্বিজপুত্রবানান্‌ । বিসৃজ্য ভূতানি
জগাম দেবী ধং সিদ্ধসম্ভৈরনুগম্যমানা ॥ ৭১ ॥ ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং দেব্যা জয়ং মঙ্গল-
দায়ি পুংসাং । শ্রোতব্যমেতন্নিঃশেষৈঃ স দেব রক্ষোহমেতন্তুগবানুবাচ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে শুভ্রনিশুভ্রবধো নাম ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । কথং ন মহিষঃ ক্রৌঞ্চো ভিন্নঃ স্কন্দেন সুরতঃ । এতন্মে বিস্তরাৎ শ্রুত্ব কথয়-
স্মামিতহ্যতে ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু কথয়িষ্যামি কথ্যং পুণ্যং পুরাতনীং । যশোবুদ্ধিং কুমারস্য কার্ত্তি-
কেয়ন্ত নারদ ॥ ২ ॥ যন্তু পীতং হতাশেন স্কন্দঃ শুক্রং পিনাকিনঃ । তেনাক্রান্তোভবদুশ্রুত্ব
মন্দতেজা হতাশনঃ ॥ ৩ ॥ ততো জগাম দেবানাং সকাশমমিতহ্যতিঃ । তৈশ্চাপি প্রহিতস্তুর্ণং
ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৪ ॥ স গচ্ছন্‌ কুটীলাং দেবীং দদর্শ পথি পাবকঃ । তাং দৃষ্ট্বা আহ কুটিলে
তেজ এতৎ সুদুর্দ্ধরং ॥ ৫ ॥ মহেশ্বরেণ সন্ত্যক্তঃ নির্দেহদুহানাত্মপি । তস্মাৎ প্রতীচ্ছ পুত্রোয়ং
তব যন্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ইত্যগ্নিনা সা কুটীলা স্তব্ধা সমতমুত্তমং । প্রক্ষিপ্যাস্তসি মম গ্রাহ

দ্ব রা সুর সকলের ভরণ করিব ॥ ৬৮ ॥ হে দেবগণ ! পুনরায় আমি বিপক্ষপক্ষপণ ও ঋষিগণের
রক্ষণার্থ হুবৃন্ত দৈত্যদিগকে দলন করিয়া, সুরগণের জয় সংবিধন করিব ॥ ৬৯ ॥ হে দেবগণ !
যখন অক্ষণক্ষ মহাসুর উদ্ভূত হইবে, তখন সকলের হিতের নিমিত্ত প্রাহুভূত হইবে । এবং
মহালিঙ্গপে ত হারে নিষ্টজীবিত করিবা, পুনরায় স্বর্গ অগমন করিব ॥ ৭০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বরদা কাত্যায়নী সুরদিগকে এইরূপ কহিয়া, দ্বিজ পুত্রদিগকে প্রণাম
করিয়া, ভূঃসকলকে বিদায় দিয়া, সিদ্ধগণ কর্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া, আকাশে উখিত হইলেন ॥ ৭১ ॥
দেবীর এই পরমপতি পুরাণ জয়াখ্যান পুরুষের মঙ্গল সমুদ্ভবন করে । এবং স্বয়ং ভগবান
বলিয়াছেন, ইহা রাক্ষস নিনাশ করিয়া থাকে । অতএব নিরত হইয়া ইহা শ্রবণ করবে ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুভ্রনিশুভ্রবধন মক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ৫৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে সুরত ! কার্ত্তিকেয় ক্রুরূপে নেই মহিষ ও ক্রৌঞ্চকে বিদারিত করেন ?
হে অমিতহ্যতে ! হে ব্রহ্মন ! আমার নিকট এই বৃন্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নারদ ! শ্রবণ কর ; আমি কার্ত্তিকেয়ের যশোবুদ্ধি, পবিত্রকারিণী,
পুরাতনী কথা কীর্ত্তন করিব ॥ ২ ॥ হতাশন পিনাকীর খলিত তেজঃ পান করিয়া, তাহার
আক্রমণপ্রযুক্ত মন্দতেজা হইয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর অমিতহ্যতি অনল দেবগণের সকাশে
গমন করিলেন । তাহারা সত্তর পাঠাইয়া দিলে, ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তিনি
গমনসময়ে পথিমধ্যে দেবী কুটীলাকে দেখিতে পাইলেন । তাহারে দর্শন করিয়া কহিলেন,
অয়ি কুটিলে ! এই সুদুর্দ্ধর তেজঃ ॥ ৫ ॥ মহেশ্বর ত্যাগ করিয়াছেন । ইহা ভুবন সমুদায়
অনায়াসেই দক্ষ করিতে পারে । অতএব তুমি ইহা প্রতিগ্রহ কর । তোমার জিহ্ববনপুত্র
পুত্ররূপে প্রাহুভূত হইবে ॥ ৬ ॥

বহিঃ মহাপগা ॥ ৭ ॥ ততস্তদধারয়দেবী শার্কস্তেজস্বপুপুৰ্ব্বং । হতাশনোপি ভগবান্ কামচারী
 পরিভ্রমন্ ॥ ৮ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ধৃতবান্ হব্যভুক্ ততঃ । মাংসমস্থীনি কধিরং মেদোমজ্জাথ
 তন্ত হি ॥ ৯ ॥ রোমশ্চক্ষুঃকিকেশাদ্যাঃ সর্কে জাতা হিরণ্ময়াঃ । হিরণ্যারেতা লোকেষু তেন
 গীতশ্চ পাবকঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কুটীলা জলনোপমং । ধারয়তী তদা গর্ভং ব্রহ্মণঃ
 স্থানমাগতা ॥ ১১ ॥ তাং দৃষ্টবান্ পদ্মজয়া সন্তপ্যন্তঃ মহাপগাঃ । দৃষ্ট্বা পশ্চচ্চ কেনারং তব গর্ভঃ
 সমাহিতঃ ॥ ১২ ॥ সা চাহ শঙ্করং যন্তচ্ছক্রং পীতং হি বহিনা । তদশক্তেন তেনাদ্য নিক্ষিপ্তং
 ময়ি সত্তম ॥ ১৩ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ধারয়ন্ত্যা পিতামহ । গর্ভন্ত বর্ধতে কালো নারং পতিতি
 ক হঁচিৎ ॥ ১৪ ॥ তচ্ছ্রদ্ধা ভগবানাহ গচ্ছ ত্বদং গিরিঃ । তত্রাস্তি যোজনশতং রৌদ্রং শরবণং
 মহৎ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈনং ক্ষিপ স্মশ্রোণি বিস্তীর্ণে গিরিসানুনি । দশবর্ষসহস্রান্তে ততো বালো
 ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ সা শ্রদ্ধা ব্রহ্মণো বাক্যং রূপিণী গিরিজা গতা । আগত্য গর্ভন্তত্যাগ মুখে নৈবাস্ত্রি-
 নন্নিবী ॥ ১৭ ॥ সানুসন্তান্য তং বালং ব্রহ্মণং সহসাগমৎ । আপোময়ী মন্তবশাং সঞ্জাতা
 কুটীলা সতী ॥ ১৮ ॥ তেজসা চাপি শর্কেণ রৌক্যং শরবণং মহৎ । তন্নিবাসয়তাশ্চাত্তো পাদপা
 মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দশমু পূর্ণেষু শরদাং হি শতেশ্বতঃ । বালংকদীপ্তিঃ সঞ্জাতো বালঃ
 কমললোচনঃ ॥ ২০ ॥ উত্তানশায়ী ভগবান্ দিব্যে শরবণে স্থিতঃ । মুখেহমুষ্ঠং সমাক্ষিপ্য রুরোদ

মহাপগতা কুটীলা অগ্নির বাক্যে আপনার অভিপ্রেত স্মরণ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন,
 অম্বার সলিলমধ্যে ইহা প্রক্ষেপ করুন ॥ ৭ ॥ তখন অগ্নি উহা নিক্ষেপ করিলে দেবী তাহা
 ধারণ করিয়া, পোষণ করিতে লাগিলেন । ভগবান্ হতাশনও ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ
 করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥ হব্যভুক্ অগ্নি সেই তেজঃ পঞ্চবর্ষসহস্র ধারণ করিয়াছিলেন ।
 তাহাতে, তাঁহার মাংস, অস্থি, কধির, মেদ, মজ্জা ॥ ৯ ॥ রোম, শৃঙ্গ, অক্ষি, কেশ প্রভৃতি
 সমুদায় হিরণ্ময় হইয়া উঠিল । সেই বারণে লোকে তাঁহার নাম হিরণ্যারেতা বলিয়া পরিগণিত
 হইয়াছে ॥ ১০ ॥ এদিকে, কুটীলাও পঞ্চবর্ষসহস্র সেই জলনোপম গর্ভ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মের
 লক্শণে সমাগতা হইলেন ॥ ১১ ॥ পদ্মজয়া সেই মহাপগাস কুটীলাকে পরমভৃগুমতী দর্শন
 করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি তোমার এই গর্ভ সমধান করিল ॥ ১২ ॥ তিনি
 কহিলেন, মহাদেব যে তেজঃ ত্যাগ করেন, অগ্ন তাহা পান করিয়াছিলেন । অনন্তর হে সত্তম !
 তঁান অশক্ত হইয়া, আমাতে উহা নিক্ষেপ করেন ॥ ১৩ ॥ হে পিতামহ ! আমি পঞ্চবর্ষসহস্র
 ঐ তেজঃ ধারণ করিতেছি । গর্ভকালও উপস্থিত হইয়াছে । তথাপি উহা কোনরূপেই পতিত
 হইতেছে না ॥ ১৪ ॥ ভগবান্ পিতামহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি উদয়পর্বতে গমন
 কর । তথায় যোজনশতবিস্তৃত অতীব বিশাল ও নিতান্ত ভয়াবহ যে শরবণ আছে ॥ ১৫ ॥
 সেইখানে, হে স্মশ্রোণি ! বিস্তীর্ণ গিরিসানুতে উহা নিক্ষেপ কর । দশবর্ষসহস্রপর্য্যবসানে
 বালক জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ১৬ ॥ রূপিণী কুটীলা ব্রহ্মাণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উদয়গিরিতে
 সমাগত হইলেন । সমাগত হইয়া, মুখযোগে গর্ভত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে তিনি সেই
 বালককে ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মণাং পিতামহের গোচরে আগমন করিলেন এবং মন্তবশে
 আপোময়ী হইলেন ॥ ১৮ ॥

এদিকে, সেই শতুত্তেজের সংসর্গবশতঃ সুবিশাল শরবণ স্বর্ণময় হইয়া উঠিল । তদ্রূপে
 পদপ ও মৃগ পক্ষিগণও স্বর্ণময় মূর্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর দশশত বৎসর পূর্ণ হইলে,
 তরুণাক্ষরসমুদ্ভূতি কমললোচন বালক সমুদ্ভূত হইল ॥ ২০ ॥ সেই পূর্ণৈশ্বর্যসম্বিত বালক উত্তান-
 শায়ী হইয়া, শরবণ আশ্রয় ও মুখে অমুষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া, বনরাজের স্তায়, গভীরস্বরে রোদন

খনরাড়িব ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নস্তর দিব্যাঃ কুন্তিকাঃ সট্ স্ততেজসঃ । দদৃশুঃ পেচ্ছয়া যাস্তে ॥ বালঃ
শরবণে স্থিতঃ ॥ ২২ ॥ কৃপায়ুক্তঃ সমাঙ্গীর্ষ্য ব্রহ্মদেবঃ স্থিতোহভবৎ । অহং পূর্বমহং পূর্বং তস্মৈ
স্তম্ভঃ বিচুকুশুঃ ॥ ২৩ ॥ বিবদন্তীঃ স তা দৃষ্ট্বা যগ্মুখঃ সমজায়ত । অখীভরং চ তাঃ সর্কাঃ শিশু-
স্নেহাচ্চ কুন্তিকাঃ ॥ ২৪ ॥ ভ্রিয়মাণঃ স তা ভিস্ত বাকৌ বুদ্ধিমগান্মুনে । কার্তিকেষ ইতি খ্যাতো
জাতঃ স বলিনাশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ এতস্মিন্নস্তরে ব্রহ্মন্ পাবকং প্রাহ পদ্মভূঃ । কিং যমাণঃ পুত্রস্তে
বর্ততে সাংপ্রতদুহঃ ॥ ২৬ ॥ স তদ্বচনমাকর্ণ্য জ্ঞানমপি হি চাব্রজৎ । প্রোবাচ বহ্নির্দেবেশং
ন বেদা কতমো গুহঃ ॥ ২৭ ॥ তং প্রাহ ভগবান্ প্রীতস্তেজঃ পীতং পুষ্ণা ভয়া । ত্রৈয়ং বকং
ত্রিলোকেশো জাতঃ শরবণে শিশুঃ ॥ ২৮ ॥ ঋদ্ধা পিতামহবচঃ পাবকস্ত্রিভোহভাগাৎ । বেগিনঃ
মেঘমারুহ কুটিল্য তং দদর্শ হ ॥ ২৯ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ কুটিল্য শীঘ্রং ক ব্রজসে কবে । মোহব্রবীৎ
পুত্রদৃষ্ট্যর্থং জাতঃ শরবণে শিশুঃ ॥ ৩০ ॥ সার্বলীভনয়ো মহং মমেত্যাহ চ পাবকঃ । বিবদন্তৌ
দদর্শাথ পেচ্ছাচারী জনার্দনঃ ॥ ৩১ ॥ তো পপ্রচ্ছ কিমর্থং বা বিবাদমিহ চক্রতুঃ । তাবুচতুঃ
পুত্রহেতো রুদ্রশুক্লোদুবো যদি ॥ ৩২ ॥ তাবুবাচ হরির্দেবো গচ্ছতঃ ত্রিপুরাস্তিকং । স যদক্ষ্যতি
দেবেশস্তৎ কুরুধ্বমসংশয়ং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন কুটিল্যগ্রী হরাস্তিকে ৷ সমভ্যেত্যো-
চতুস্তথ্যং কস্ত পুত্রোতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ রুদ্রস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হর্ষনির্ভরমানসঃ । দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি

করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এই অবসরে পরমতেজস্বিনী দিবাক্রপিনী ছখীকুন্তিকা পেচ্ছাক্রমে
গমন করিতে করিতে, তদবস্থ বালককে বিলোকন করিলেন ॥ ২২ ॥ এবং কৃপায়ুক্ত হইয়া,
বালকের অধিষ্ঠিত প্রদেশে উপাগত হইলেন । এবং আমি অথ্যে, আমি অগ্রে ইহাকে স্তনপান
করাইব, বলিয়া, পরস্পর চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তাহাঁদিগকে বিবাদপরায়ণ
অবলোকন করিয়া, বালকের ছয় মুখ আবির্ভূত হইল । তখন তাহাঁরা সকলেই শিশুর প্রতি
স্নেহবশতঃ তাহাঁরে ভরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মুনে ! তাহাদের কর্তৃক ভ্রিয়মাণ হইয়া,
বালক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন । এবং কার্তিকের নামে বিখ্যাত ও বলবান্গণের অগ্রগণ্য
হইলেন ॥ ২৫ ॥

ঐ সময়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা পাবককে কহিলেন, সম্প্রতি তোমার পুত্র ও কৌদৃশ আকৃতি সম্পন্ন
হইয়াছেন ? ॥ ২৬ ॥ হতাশন তদীয় বচন আকর্ষণপূর্বক, গুহকে আপনার আব্রজ জানিয়াও,
দেবেশ কমলযোনিকে কহিলেন, গুহ কে, তাহা জানি না ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া,
তাহাকে কহিলেন, তুমি পূর্বে যে শার্ক তেজঃ পান করিয়াছিলে, তাহা হইতেই, ত্রিলোকের
ঈশ্বর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া, শরবণে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ পিতামহের কথা শুনিয়া,
পাবক ভ্রাস্বিৎ হইয়া, বেগগামী মেঘে আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন । কুটিল্য
তাহাঁরে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর কুটিল্য জিজ্ঞাসিলেন, বহে ! শীঘ্র কোথায়
যাইতেছ ? তিনি কহিলেন, পুত্রকে দেখিবার জন্ত । সেই শিশু শরবণে জন্মিয়া, তথায় অবস্থিতি
করিতেছে ॥ ৩০ ॥ কুটিল্য কহিলেন, ঐ পুত্র আমার । অগ্নি কহিলেন, তোমার নহে,
আমারই ।

পেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত জনার্দন তাহাঁদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া, ॥ ৩১ ॥
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিজন্ত বিবাদ করিতেছ ? তাহাঁরা কহিলেন, রুদ্রের শুক্লোদব
পুত্রের জন্ত বিবাদ করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ জনার্দন কহিলেন, তোমরা ত্রিপুরনিহতা মহা-
দেবের নিকট গমন কর । সেই দেবেশ বাহ্য বলিবেন, নিঃসংশয় হইয়া, তাহা বিধান কর ॥ ৩৩ ॥

কুটিল্য ও অগ্নি বাসুদেবের বচনানুসারে মহাদেবের সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, ঐ পুত্র
কাহার ? ॥ ৩৪ ॥

গিরিজাং শ্রোত্ব তপুলকোত্রবীং ॥ ৩৫ ॥ ততোস্থিকা গ্রাহ হরং দেব পচ্ছাব তং শিশুং । প্রষ্টুং
সমাশ্রয়েদধঃ স তন্ত পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ বাচমিত্যেব ভগবান্ সমুত্তমো বৃষধ্বজঃ । সহো-
ময়া কুটিলয়া পাবকেন চ ধীমতা ॥ ৩৭ ॥ সংপ্রাপ্তান্তে শরবণং হরোমাকুটীলাগয়ঃ । দদৃশুঃ
শিশুকন্তঞ্চ কৃত্তিকোৎসঙ্গশায়িনং ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স বালকশ্চেবাং মত্ৰা চিত্তিতমাদরাৎ ।
যোগাক্ততুমূর্তিরভূচ্ছিত্তেপি চ বগ্নুখঃ ॥ ৩৯ ॥ কুমারঃ শঙ্করমগাদিশাঙ্ক্য। গিরিজামগাৎ ।
কুটীলামভ্যাগাচ্চাখো নৈগমেয়োগি মভাগাৎ ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রীতিযুতো রুদ্র উমা চ কুটীলা তথা ।
পাবকশ্চাপি দেবেণঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥ ৪১ ॥ ততোক্রবন্ কৃত্তিকাস্তাঃ বগ্নুখঃ কিং হরাভ্রজঃ ।
ততোহব্রবীদ্ধরঃ প্রীত্যা বিশেষবচনং মুনে ॥ ৪২ ॥ নারায়ণ তু কার্ত্তিকেয়েতি যুগ্মাকঞ্চভবত্সৌ ।
কুটীলায়াঃ কুমারেতি পুত্রোহয়ং ভবিতাব্যয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ স্কন্দ ইত্যেব বিখ্যাতো গৌরীপুত্রো ভবত্স-
সৌ । শুভ ইত্যেব নারায়ণ চ মমাদৌ তনয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ মহাসেন ইতি খ্যাতো হতাশস্তাস্ত
পুত্রকঃ । সারস্বত ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ শরবণস্ত চ ॥ ৪৫ ॥ এবমেব মহাযোগী পৃথিব্যাং খ্যাতি-
মেঘ্যতি । ষড়ংশত্ৰয়ম্ মহাবাহুঃ সগ্নুখো নাম গীৰ্যতে ॥ ৪৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ শূলপাণিঃ
পিতামহঃ । সন্মার দৈবতৈঃ সার্কং তেপ্যাজগ্নুস্তরাষিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রণিপত্য চ কামারিমুখাঞ্চ
গিরিনন্দিনীং । দৃষ্ট্বা হতাশনং প্রীত্যা কুটীলাং কৃত্তিকাস্তথা ॥ ৪৮ ॥ দদৃশুর্কালমত্যাগঃ
বগ্নুখং সূর্যাসন্নিতং । মুঞ্চন্তমিব চক্ষুঃষিঃ তেজসা সেন দেবতাঃ ॥ ৪৯ ॥ কোতুকাভিবৃত্তাঃ

নারদ ! রুদ্র সেই কথা শুনিয়া, হর্ষনির্ভর প্রদয়ে পুলকাবিত কলেবরে গিরিজারে বারংবার
বলিতে লাগিলেন, আহা, কি সৌভাগ্য ॥ ৩৫ ॥

তখন অস্থিকা মহাদেবকে কহিলেন, হে দেব ! আমরা সেই শিশুর নিকট আগমন করি
চলুন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব । তাহাতে, সে যাহারে আশ্রয় করিবে, তাহাবই পুত্র
হইবে ॥ ৩৬ ॥ ভগবান্ বৃষধ্বজ, তাহাই হইবে, বলিয়া, উমা, কুটীলা ও ধীমান্ বহির সহিত
উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর সকলে শরবনে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, সেই
কোমলাঙ্গ শিশু কৃত্তিকাগণের উৎসঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই বালক আদরসহকারে তাঁহাদের অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া, যোগবলে সেই
শিশু অবস্থাতেও চতুমূর্তি ও ষড়্‌বদন হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে কুমাররূপে শঙ্করকে, বিশাখরূপে
গিরিজাকে, শাখরূপে কুটীলাকে ও নৈগমেয়রূপে অগ্নিকে আশ্রয় করিলেন ॥ ৪০ ॥ তন্নিবন্ধন,
রুদ্র, উমা ও কুটীলা সকলেই প্রীতিযুক্ত এবং দেবশ অগ্নিও অতিমাত্র আক্লাদিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর কৃত্তিকার বলিতে লাগিলেন, এই ষড়্‌বদন কি মহাদেবের আভ্রজ ? তচ্ছ বণে
মহাদেব প্রীতিভরে বিশেষ বচনে কহিলেন ॥ ৪২ ॥ এই বালক কার্ত্তিকেয় নামে তোমাদের
হইলেন । আর, কুমার নামে কুটীলার পুত্র হইবেন ॥ ৪৩ ॥ পুনশ্চ, এই বালক স্কন্দ নামে
গৌরীর পুত্র হউন । এবং শুভ নামে আমার তনয় বলিয়া, বিখ্যাত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ আর,
মহাসেন নামে হতাশনের পুত্র হউন । এবং সারস্বত নামে শরবনের তনয় হইবেন ॥ ৪৫ ॥
এইরূপে এই মহাযোগী পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবেন । ষড়ংশত্ৰয়ম্ এই মহাবাহু ষড়্‌বদন
নামে পরিগণিত হইবেন ॥ ৪৬ ॥

ভগবান্ শূলপাণি পিতামহকে এইরূপ কহিয়া, দেবগণকে স্মরণ করিলে, তাহারা স্বরাষিত
হইয়া, আগমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এবং কামারি ও গিরিনন্দিনী উমাকে প্রণিপাত করিয়া,
প্রীতিভরে হতাশন, কুটীলা ও কৃত্তিকাদিগকে দৃষ্টিদানপূর্বক ॥ ৪৮ ॥ সেই সূর্যাসন্নিত, ষড়্‌বদন-
সম্পন্ন, অত্যাগ বালককে নয়নগোচর করিলেন । তিনি স্বকীয় তেজে'ষেন সকলের চক্ষু মুষিত
করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তদর্শনে সুরসন্তমগা কোতুকাবলিত হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন,

সর্কে এবমুচঃ সুরোত্তমাঃ । দেবকার্য্যঃ যয়া দেব কৃতং দিব্যাগ্নিনা তদা ॥ ৫০ ॥ তদুত্তিষ্ঠ
ব্রহ্মমোদ্য তীর্থমৌজসমব্যয়ং । কুরুক্ষেত্রং সরস্বত্যাভিষিক্তাম বণ্মুখম্ ॥ ৫১ ॥ সেনায়াঃ
পতিরশ্বেষ দেবগন্ধর্ব্বকিংনরাঃ । মহিষঃ ঘাতয়শ্বেষ তারকং চ স্মদাক্রণং ॥ ৫২ ॥ বাচমিত্য-
ব্রবীচ্ছকঃ সমুত্তমুঃ সুরাস্ততঃ । কুমারলহিতা জগুঃ কুরুক্ষেত্রং মহাকলং ॥ ৫৩ ॥ তত্ৰৈব দেবতাঃ
সেল্লা ক্রতব্রহ্মজনার্দনাঃ । যত্তমস্যাভিষেকার্থং চক্রমুনিগঠৈঃ সহ ॥ ৫৪ ॥ ততোমুনা
সপ্তসমুদ্রবাহিনা নদীজলেনাপি মহাকলেন । বনৌষধিষেব সহস্রমূর্ত্তিভিস্তমভ্যধিকং ত হরা-
চ্যুতাদ্যাঃ ॥ ৫৫ ॥ অভিষিক্তে তু সেনাত্যাং কুমারেদিব্যরূপিণি । জগুর্গন্ধর্ব্বা ঋষয়ো ননুভূচ্চা-
স্পরোগণাঃ ॥ ৫৬ ॥ অভিষেকঃ কুর্বাৎ হি গিরিপুত্রী নিরীক্ষ্য চ । স্নেহাহুৎসংগগং স্কন্ধং
মূৰ্দ্ধাজিহ্মমুহ্মুহুঃ ॥ ৫৭ ॥ জিহ্মতী কার্ত্তিকেয়স্য অভিষেকাদ্রমাননং । ভাত্যজিজ্ঞা যথেন্দ্রস্য
দেবমাতাদিতিঃ পুরা ॥ ৫৮ ॥ তদাভিষিক্তং তনয়ং দৃষ্ট্বা শর্কো মুদং যযৌ । পাবকঃ কৃত্তিকাষ্টে চ ব
কুটিলো চ বশস্বিনী ॥ ৫৯ ॥ ততোভিষিক্তস্য হরঃ সেনাপত্যে ওহস্য চ । প্রমথ্য চতুর্ভুজঃ
প্রাদাচ্ছকতুল্যপরাক্রমান ॥ ৬০ ॥ ঘটাকর্ণং লোহিতাক্ষং নন্দিষেণং চ দাক্ষণং । চতুর্গং
বলিনাং মুখ্যং খ্যাতং কুমুদমালিনং ॥ ৬১ ॥ হরদত্তান্ গগান্ দৃষ্ট্বা দেবাঃ স্কন্দস্য নারদ ।
প্রদহুঃ প্রমথান্ স্মাংশ্চ সর্কে ব্রহ্মপুংরাগমাঃ ॥ ৬২ ॥ স্থাণুং ব্রহ্মা গণং প্রাদাদ্বিষ্ণুঃ প্রাদাদাগত্যয়ং ।
সংক্রমং বিক্রমং চৈব তৃতীয়ং চ পরাক্রমং ॥ ৬৩ ॥ উৎক্রেশপঙ্কজো শক্রো রুবির্দণ্ডকপিঞ্জলো ।
চন্দ্রো মণিঃ বসুমণিমশ্বিনো বৎসনংদিনো ॥ ৬৪ ॥ জ্যোতির্হতাশনঃ প্রাদাজ্জলজ্জিহ্মঃ তথা

হে অগ্নি ! তুমি দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিষাছ ॥ ৫০ ॥ অধুনা উত্থান কর । অদ্যই
সকলে ওজস ও অব্যয় তীর্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া, সরস্বতীসলিলে বড়বদনকে অভিষিক্ত
করিব ॥ ৫১ ॥ হে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনিকর ! ইনিই সেনাপতি হইয়া, মহিষ ও অতি দাক্ষণ-
প্রকৃতি তারককে সংহার করুন ॥ ৫২ ॥

মহাদেব এই কথায় সম্মত হইলে, পুরাণ সমুখিত হইয়া, কুমারের সমভিব্যাহারে পরম-
ফলোপধায়ক কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ তথায় ক্রত, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, জনার্দন ও মুনিগণের
সহিত সম্মিলিত হইয়া, কুমারের অভিষেকার্থ যত্নপ্রায়ণ হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর হর ও অচ্যুত
প্রভৃতি দেবগণ সপ্তসমুদ্রবাহী মলিন ও মহাকল নদীজল দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করি-
লেন ॥ ৫৫ ॥ দিব্যরূপধারী কার্ত্তিকেয় সেনানীপদে অভিষিক্ত হইলে, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ গান
করিতে লাগিলেন । অস্পরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৫৬ ॥ গিরিপুত্রী কার্ত্তিকেয়কে অভি-
ষিক্ত নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহবশতঃ তাহারে ক্রোড়ে লইয়া, বায়সার মস্তকে আভ্রাণ করিতে
লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ তিনি কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকাদ্র বদন আভ্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইশ্বের
আনন্যাত্মানিরত দেবমাতা অদিতির গায় তাহার শোভা হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারে অভিষিক্ত
দর্শন করিয়া, মহাদেব আক্লাদিত হইলেন । পাবক, কৃত্তিকাগণ এবং বশস্বিনী কুটিলো ও নিরত
অক্লাদিত অল্পভব করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর মহাদেব সেনাপত্যে অভিষিক্ত ওহকে শক্রতুল্য-
পরাক্রম প্রমথচতুর্ভুজ প্রদান করিলেন ॥ ৬০ ॥ তাহাদের নাম ঘটাকর্ণ, লোহিতাক্ষ, নন্দিষেণ
এবং বলিপ্রধান কুমুদমাণী ॥ ৬১ ॥ নারদ ! হরদত্ত গণচতুর্ভুজকে দর্শন করিয়া, দেবগণ
ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করিয়া, সস্ব গণ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা
স্থাণু নামক গণ প্রদান করিলেন । বিষ্ণু সংক্রম বিক্রম ও পরাক্রম নামে প্রথিত গণত্রয়
সম্প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ শক্র উৎক্রেশ ও পঙ্কজ, রুবি দণ্ড ও কপিঞ্জল, চন্দ্র মণি ও বসুমণি,
অশ্বিদ্বয় বৎস ও নন্দী ॥ ৬৪ ॥ হতাশন জ্যোতিঃ ও জলজ্জিহ্ম, এবং ধাতা কুন্দ, মুকুন্দ ও কুমুম

পুরং । কুন্দং মুকুন্দং কুসুমং জীর্ণাধাতুচরান্ দদৌ ॥ ৬৫ ॥ চক্রাশুচক্রৌ তৃষ্টা চ বেধা নিস্থির-
 স্থস্থিরৌ । পাণিত্যজং কালিকং চ প্রাদাৎ পুষা মহাবলৌ ॥ ৬৬ ॥ স্বর্ণমালং ঘনাস্বং চ হিমবান্
 প্রমথোত্তমৌ । প্রাদাদেবোচ্ছ্রিতৌ বিক্রান্তিকৃষ্ণং চ পার্শ্বদং ॥ ৬৭ ॥ শুবর্চসং চ বক্রণঃ
 প্রদদৌ চাতিবর্চসং । সংগ্রহং বিগ্রহং চাপি নাগা জয়পরাজয়ৌ ॥ ৬৮ ॥ উন্মাদং শঙ্কুর্কণং
 চ পুষ্পদন্তুত্থাশ্বিকা । ঘসং চাতিঘসং বায়ুঃ প্রাদাদনুচরাবুভৌ ॥ ৬৯ ॥ পরিঘং বটকং ভীমং
 দাহাভিদহনৌ তথা । প্রদদাবংশুমান্ পঞ্চ প্রমথান্ বগ্নুখায় হি ॥ ৭০ ॥ যমঃ প্রমথমুন্মাতঃ
 কালসেনং মহামুখং । তালপত্রং কালজজ্ঞং ষড়্ভেবানুচরান্ দদৌ ॥ ৭১ ॥ সুপ্রভঃ শুভকর্মাণং
 দদৌ ধাতা গণেশ্বরৌ । সূত্রতঃ সত্যসন্ধঃ চ মিত্রঃ প্রাদাদদ্বিজোত্তম ॥ ৭২ ॥ অনন্তঃ শঙ্কুপীঠশ্চ
 নিকুন্তঃ কুমুদোম্মুজঃ । একাক্ষঃ কুনটী চক্ষুঃ কিরীটী কলশোদরঃ ॥ ৭৩ ॥ সূচীবক্ত্রঃ কোকনদঃ
 প্রহাসঃ প্রিয়কোহচ্যুতঃ । গণাঃ পঞ্চদশৌ তে হি যক্ষৈর্দত্তা গুহস্য তু ॥ ৭৪ ॥ কালিন্দী কল-
 কন্দশ্চ নর্মদায়া রণোৎকটঃ । গোদাবরী সিন্ধুযাত্রা তমসা সাদ্রিকম্পকৌ ॥ ৭৫ ॥ সহস্রবাহুঃ
 শীতায়ঃ বগ্নুলায়াঃ স্মিতোদরঃ । মন্দাকিনী স্তন্য গন্ধো বিপাশায়াঃ প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৭৬ ॥
 ঐরাবত্যাশ্চতুর্দ্বংষ্ট্রঃ বোড়শাখ্যো বিতস্তুরা । মাজরিং কোশিকী প্রাদাৎ ক্রথক্রোঞ্চৌ চ
 গৌতমী ॥ ৭৭ ॥ বাহুদা শতশীর্ষং চ বাহা গোনন্দনন্দিকৌ । ভীমং ভীমরথী প্রাদাৎ বেগারি
 সরযুর্দদৌ ॥ ৭৮ ॥ অষ্টবাহুং দদৌ কালী সূবাহুমপি গণ্ডকী । মহানদী চিত্রদেবং শিপ্রা চিত্র-
 রথং দদৌ ॥ ৭৯ ॥ কুহুঃ কুবলয়ং প্রাদান্নধুবর্ণং মধুদকা । জম্বুকং ধূতপাপা চ বেত্রা শ্বেতা-
 ননন্দদৌ ॥ ৮০ ॥ স্তুতং চ প্রথমং বেণা রেবা সাগরবেগিনং । প্রভাবার্থদহং প্রাদাৎ কাঞ্চনা কনকে-
 ক্ষণং ॥ ৮১ ॥ গৃধ্রবক্ত্রং চ বিমলা চাক্রপত্রং মনোহরা । ধূতপাপা মহারাবং কর্ণা বিক্রমসন্নিভম্ ॥ ৮২ ॥
 স্নগ্ধসাদং স্নবেণুঞ্চ জিহ্বামোষবতী দদৌ । যজ্ঞবাহুং বিশালা চ সরস্বত্যো দহর্গণান্ ॥ ৮৩ ॥

নামক গণত্রয় গুহের অনুচর্যার্থ নিয়োগ করিয়া দিলেন ॥ ৬৫ ॥ অনন্তর তৃষ্টা চক্র ও অনুচক্র
 নামে দুই গণ প্রদান করিলে, বেধা নিস্থির ও স্থস্থির নামে বিখ্যাত গণদ্বিতয় সম্প্রদান করি-
 লেন । অনন্তর পুষা পাণিত্যজ ও কালিক নামক দুই মহাবল গণ প্রদান করিলে ॥ ৬৬ ॥
 হিমবান্ স্বর্ণমাল ও ঘন নামে দুই প্রধান প্রমথ তদীয় অনুচর্যে নিয়োজিত করিয়া দিলেন ।
 তদনন্তর বিক্রান্তিকৃষ্ণ, অতিকৃষ্ণ পার্শ্বদ ॥ ৬৭ ॥ বক্রণ শুবর্চ ও অতিবর্চা, নাগ সকল সংগ্রহ, বিগ্রহ,
 জয় ও পরাজয় ॥ ৬৮ ॥ অশ্বিকা উন্মাদ, শঙ্কুর্কণ, পুষ্পদন্ত, বায়ু ঘস ও অতিঘস নামক অনুচর-
 দ্বয় ॥ ৬৯ ॥ ও অংশুমান্ গণ পঞ্চ প্রদান করিলেন । তাহাদের নাম পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও
 অভিদহন ॥ ৭০ ॥ যম প্রমথ, উন্মথ, কালসেন, মহামুখ, তালপত্র ও কালজজ্ঞ নামক ছয়
 গণ ॥ ৭১ ॥ ধাতা সুপ্রভ ও শুভকর্মা, মিত্র সূত্রত ও সত্যসন্ধ ॥ ৭২ ॥ এবং যক্ষেরা অনন্ত,
 শঙ্কুপীঠ, নিকুন্ত, কুমুদ, অম্মুজ, একাক্ষ, কুনটী, চক্ষু, কিরীটী, কলশোদর ॥ ৭৩ ॥ সূচীবক্ত্র,
 কোকনদ, প্রহাস, প্রিয়ক, অচ্যুত এই পঞ্চদশ গণ গুহের সাহায্যার্থ নিয়োগ করিয়া দিলেন ॥ ৭৪ ॥
 অনন্তর কালিন্দী কলকন্দ, নর্মদা রণোৎকট, গোদাবরী সিন্ধুযাত্রা, তমসা অদ্রি ও কম্পক ॥ ৭৫ ॥
 শীতা সহস্রবাহু, বগ্নুলা স্মিতোদর, মন্দাকিনী গন্ধ, বিপাশা প্রিয়ঙ্কর ॥ ৭৬ ॥ ঐরাবতী চতু-
 র্দ্বংষ্ট্র, অবি শোড়শ, কোশিকী মাজরি, গৌতমী ক্রথ ও ক্রোঞ্চ ॥ ৭৭ ॥ বাহুদা শতশীর্ষ, বাহা
 গোনন্দ ও নন্দিক, ভীমরথী ভীম, সরযু বেগারি ॥ ৭৮ ॥ কালী অষ্টবাহু, গণ্ডকী সূবাহু, মহানদী
 চিত্রদেব, শিপ্রা চিত্ররথ ॥ ৭৯ ॥ কুহু কুবলয়, মধুদকা মধুবর্ণ, ধূতপাপা জম্বুক, বেত্রা শ্বেতানন ॥ ৮০ ॥
 বেণা স্তুত, রেবা সাগরবেগ, কাঞ্চনা প্রভাবার্থদহ ও কনকেক্ষণ ॥ ৮১ ॥ বিমলা গৃধ্রবক্ত্র,
 মনোহরা চাক্রপত্র, ধূতপাপা মহারাব, কর্ণা বিক্রমসন্নিভ ॥ ৮২ ॥ ওঘবতী স্নগ্ধসাদ ও স্নবেণু,
 বিশালা যজ্ঞবাহু ॥ ৮৩ ॥ এবং কুটীলা ইন্দ্রতুল্যবলবিশিষ্ট ত্রিংশৎ গণ প্রদান করিলেন । ঐ গণ

কুটিলান্ন তনয়ান্ প্রাদাভ্রিংশচ্ছক্ৰবলান্ গগান্ । করালং সিতকৈশং চ কৃষ্ণকেশং জটধরা ॥ ৮৪ ॥
 মেঘনাদং চতুর্দংষ্ট্রং বিদ্যাজ্জিহ্বং দশাননং । সোমাপ্যায়নমেবোগ্রং দেবযাজ্ঞিনমেব চ ॥ ৮৫ ॥
 হংসাস্যং কুণ্ডজঠরং মুদগগ্রীবং হয়াননং । কূর্শ্মগ্রীবং চ পঠৈতান্ দহুঃ পুত্রায় কৃত্তিকাঃ ॥ ৮৬ ॥
 স্থাণুজংঘং কুন্তবক্রং লাহজংঘং মহাননং । পিণ্ডাকরঞ্চ পঠৈতান্ দহুঃ স্বন্দায় চৰ্ষধঃ ॥ ৮৭ ॥
 নাগজিহ্বং চম্পভাসং পাণিকূর্শ্মমশিক্ষকং । চাষবক্রং চ জম্বকং দদৌ তীর্থং পৃথুদকং ॥ ৮৮ ॥
 চক্রতীর্থং সূচক্রাখ্যং মকরাখ্যং গয়াশিরঃ । গণপঞ্চ শিবং নাম দদৌ কনখলং শকং ॥ ৮৯ ॥
 বন্ধুদত্তং চাজিশিরা বাহুশালং চ পুষ্করং । সর্কৌজসং মাহিষকং মানসং পিঙ্গলং তথা ॥ ৯০ ॥
 রুদ্রমৌশনসং প্রাদাত্তোতান্নাতরো দহুঃ । বসুদামং সোমতীর্থং প্রভাসো নন্দিনীমপি ॥ ৯১ ॥
 ইন্দ্রতীর্থং বিশোকং চ উদপানো ঘনশ্বনাং । সপ্তসারস্বতঃ প্রাদান্নাতরশ্চতুরোহস্তুতাঃ ॥ ৯২ ॥
 গীতপ্রিয়াং মাধবীং চ তীর্থনেমিঃ স্মিতাননং । একচূড়াং নাগতীর্থং কুরুক্ষেত্রং ফণাস্পদং ॥ ৯৩ ॥
 ব্রহ্মযোনিশ্চণ্ডীতাং ভদ্রকালী ত্রিপিষ্টপং । রৌণ্ডীসেণ্ডীপোষভেণ্ডীং প্রাদাদ্বিরদপাবনং ॥ ৯৪ ॥
 যোপলীয়াং মহাপ্রাদাচ্ছালিকাং মানসো হৃদঃ । শতঘণ্টাং শতানন্দা তথোলুখলমেখলাং ॥ ৯৫ ॥
 পদ্মাবতীং মাধবীং চ দদৌ বদরিকাশ্রমং । সুষমামেকচূড়াং চ দেবী ধমধমাং তথা ॥ ৯৬ ॥
 উৎকৃথনী বেদমজ্জাং কেদারো মাতরো দদৌ । সুনক্ষত্রং কলুলাঞ্চ সূপ্রভাতং সূমঙ্গলং ॥ ৯৭ ॥
 দেবমিত্রাং চিত্রসেনাং দদৌ রৌদ্রমহালয়ঃ । কোটরামূৰ্দ্ধবেণ্ডী শ্রীমতীং বাহুপুত্রিকাং ॥ ৯৮ ॥
 পতিতাং কমলাক্ষীঞ্চ প্রয়াগো মাতরো দদৌ । সুষমাং মধুপিঙ্গাঞ্চ ক্ষান্তিঃ দহদহাং পরং ॥ ৯৯ ॥
 প্রাদাৎ খেটকরাং চাত্তাং সর্কপাপবিমোচনং । সন্তানিকাং চ বিকলাং ক্রমুকুং বরবাসিনীং ॥ ১০০ ॥
 জলেশ্বরীং ককুটিকাং সূদামা লোহমেখলাং । বপুষ্মত্যাঙ্কাক্ষী চ কোকনামা মহাসনী ।
 রৌদ্রা ককটিকা তুণ্ডা শ্বেততীর্থো দদৌ ত্রিমাং ॥ ১০১ ॥ এতানি ভূতানি গণাংশ্চ মাতরো দৃষ্ট্বা

তাইর তনয় । জটধরা করাল, সিতকেশ, কৃষ্ণকেশ, জটধর, মেঘনাদ, চতুর্দংষ্ট্র, বিদ্যাজ্জিহ্ব, দশানন সোমাপ্যায়ন, উগ্র, দেবযাজী ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ এবং কৃত্তিকার হংসাস্ত, কুণ্ডজঠর, মুদগগ্রীব-হয়ানন, কূর্শ্মগ্রীব এই পঞ্চ গণ, পুত্রের অনুচররূপে নিবেগ করিয়া দিলেন ॥ ৮৬ ॥ ঋষিগণ স্থাণু-জংঘ, কুন্তবক্র, লাহজংঘ, মহানন, ও পিণ্ডাকর এই পঞ্চ গণ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥ পৃথুদক তীর্থ নাগজিহ্ব, চম্পভাস, পাণিকূর্শ্ম, অশিক্ষক, চাষবক্র জম্বক ॥ ৮৮ ॥ কনখল চক্রতীর্থ, মকরাখ্য, সূচক্রাখ্য, গয়াশিরঃ ও শিব ॥ ৮৯ ॥ পুষ্করতীর্থ বন্ধুদত্ত, আজিশিরা ও বাহুশাল ; মানস-তীর্থ সর্কৌজস, মাহিষ ও পিঙ্গল ॥ ৯০ ॥ মৌশনস রুদ্র ও মাতৃকারা অত্যাণ্ড গণ সম্প্রদান করিলেন । অনন্তর সোমতীর্থ বসুদাম, প্রভাস নন্দিনী ॥ ৯১ ॥ ইন্দ্রতীর্থ বিশাকা, উদপান ঘনশ্বনা, সপ্ত সারস্বত অদ্ভুতস্বভাববিশিষ্ট গীতপ্রিয়া, মাধবী তীর্থনেমি ও স্মিতানন নামে বিখ্যাত মাতৃকা-চতুষ্টয় নাগতীর্থ একচূড়া, কুরুক্ষেত্র ফণাস্পদ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ব্রহ্মযোনি চণ্ডীতা, ভদ্রকালী ত্রিপিষ্টপ, দ্বিরদপাবন রৌণ্ডীসেণ্ডীপোষভেণ্ডী ॥ ৯৪ ॥ মানসহৃদ শালিকা শতানন্দা শতঘণ্টা ও উলুখলমেখলা ॥ ৯৫ ॥ বদরিকাশ্রম পদ্মাবতী, মাধবী, সুষমা ও একচূড়া, দেবী ধমধমা ॥ ৯৬ ॥ উৎকৃথনী বেদমজ্জা, কেদার মাতৃকাসমূহ, সুনক্ষত্র কলুলা, সূপ্রভাত, সূমঙ্গল ॥ ৯৭ ॥ রৌদ্রমহালয় দেবমিত্রা, চিত্রসেনা, কোটরা, মূৰ্দ্ধবেণা, শ্রীমতী, বাহুপুত্রিকা ॥ ৯৮ ॥ পতিতা ও কমলাক্ষী, সর্কপাপবিমোচন প্রয়াগ মাতৃকাসমূহ, সুষমা, মধুপিঙ্গা, ক্ষান্তি, দহদহা ॥ ৯৯ ॥ খেটকরা, সন্তানিকা, বিকলা, ক্রমুকা, বরবাসিনী ॥ ১০০ ॥ জলেশ্বরী ও ককুটিকা, সূদামা লোহমেখলা, শ্বেততীর্থ বপুষ্মতী, উলুকাঙ্কী, কোকনামা, মহাসনী, রৌদ্রা, ককটিকা ও তুণ্ডা প্রদান করিল ॥ ১০১ ॥

মহাত্মা বিনতাতনুজঃ । দদৌ মঘূরং স্বস্মৃতং মহাজবং তথাক্রণস্তাশ্চূড়ং চ পুত্রকং ॥ ১০২ ॥
শক্তিং হতাশোহদ্রিস্মৃত্য চ বজ্রং দণ্ডং গুরুঃ সা কুটীলা কমণ্ডলুং । মালাং হরিঃ শূলধরঃ পতাকাং
কণ্ঠে চ হারং মঘবানুরন্তঃ ॥ ১০৩ ॥ গণৈর্বর্ত্তো মাতৃভিরধ্বযাতো মঘূরসংস্থো বরশক্তিপানিঃ ।
সেনাধিপত্যে স কৃতো ভবেন ররাজ সূর্য্যোব মহাবপুশ্চান্ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কার্ত্তিকৈয়াভিষেকে নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । সেনাপত্যোভিষিক্তস্ত কুমারো দৈবতৈরথ । প্রণিপত্য ভবং ভক্ত্যা গিরিজাং
পাবকং শুচিং ॥ ১ ॥ ষট্ কৃত্তিকাশ্চ সরসা প্রণমা কুটীলামপি । ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ইদং
বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

কুমার উবাচ । নমো ভগবতীং দেবীমোং নমোহস্ত তপোধনাঃ । যুগ্মং প্রসাদাজ্জ্যমি
শত্রু মহিষতারকৌ ॥ ৩ ॥ শিশুরস্মি ন জানামি বক্তুং কিঞ্চন দেবতাঃ । দীপ্যতাং ব্রহ্মণা সার্কম-
ভুজাং মম সাংপ্রতং ॥ ৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে কুমারেণ মহাত্মনা । মুখং নিরীক্ষ্য তস্মৈব
সর্ব্বৈ বিগতসাধবসাঃ ॥ ৫ ॥ শঙ্করোপি স্মৃতশ্চেহাং সমুখায় প্রজ্ঞাপতিং । আদায় দক্ষিণে পার্শ্বে
স্কন্ধান্তিকমুপাযযৌ ॥ ৬ ॥ অধোমা প্রাহ তনয়ং পুত্র এহেহি শত্রুহন । বন্দ্য চরণৌ দিব্যৌ
বিক্ষোলোকনমস্কৃতৌ ॥ ৭ ॥ ততো বিহস্তাহ গুহঃ কোরং মাতর্কদম্ব মাং । যন্তাদরাং প্রণা-
মোয়ং ক্রিয়তে মদ্বিধৈর্জ্ঞৈঃ ॥ ৮ ॥ তং মাতা প্রাহ বচনং কৃত্যে কৰ্ম্মণি পদভূঃ । বক্ষ্যতে তব

মহাত্মা গরুড় এই সকল গণ ও মাতৃকাগণকে দর্শন করিয়া, স্বীয় পুত্র মহাবেগ মঘুরকে
অক্রণ নিজাত্মা তাম্রচূড়কে প্রদান করিলে ॥ ১০২ ॥ হতাশন শক্তি, অদ্রিস্মৃতা বজ্র, গুরু দণ্ড,
কুটীলা কমণ্ডলু, হরি মালা, শূলপানি পতাকা ও ইন্দ্র কণ্ঠহার প্রদান করিলেন ॥ ১০৩ ॥ তখন
মহাবপুশ্চান্ কার্ত্তিকৈয় গণ সকলে পরিবৃত, মাতৃগণে অনুস্মৃত ও মঘুরে অধিষ্ঠিত এবং মহাদেব
কংক সেনাধিপত্যে নিযোজিত হইয়া, হস্তে বরশক্তিধারণপূর্ব্বক সূর্য্যের স্মার, বিদ্যাজিত
হইলেন ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কার্ত্তিকৈয়াভিষেকনামক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কুমার দেবগণ কর্ত্তক সেনাপতি নিযোজিত হইয়া, ভক্তিসহকারে মহা-
দেবকে প্রণিপাত, গিরিনন্দিনী, অগ্নি ॥ ১ ॥ ছয় কৃত্তিকা ও কুটীলাকে প্রণাম এবং ব্রহ্মাকে নমস্কার
করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ভগবতী দেবীকে নমস্কার । হে তপোধন-
গণ ! আমি আপনাদের প্রসাদে শত্রু মহিষ ও তারককে জয় করিধ ॥ ৩ ॥ হে দেবগণ !
আমি শিশু, কিছু বলিতে জানি না । অতএব, সম্প্রতি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া, আমারে
অভুজা প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

মহাত্মা কুমার এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলে বিগতসাধব হইয়া, তদীয় মুখ
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ শঙ্কর পুত্রশ্চেহের বশবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত সমুখিত হইয়া,
প্রজ্ঞাপতিকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, কুমারের অন্তিকে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন উমা
তঁাহারে কহিলেন, হে পুত্র ! হে শত্রুহস্তা ! আগমন কর এবং বিষ্ণুর সর্ব্বলোকনমস্কৃত চরণ-
যুগল বন্দনা কর ॥ ৭ ॥ গুহ এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! ইনি কে, আমারে
বলুন । মদ্বিধ লোকমাজ্জ্যেই আদরসহকারে ইহা প্রণাম করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ জননী তঁাহারে

যোঃ হি মহাত্মা গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৯ ॥ কেবলং স্থিহ মাং বেদংস্থপিতা প্রাহ শঙ্করঃ । নাশ্চঃ
পরতরোন্মাকি বয়মগ্রে চ দেহিনঃ ॥ ১০ ॥ পার্শ্বত্যা গদিতে স্বন্দঃ প্রণিপত্য জনার্দনঃ । তস্যৌ
কৃতাজলিপুটজাঃ প্রার্থয়তেহ্যুতাত ॥ ১১ ॥ কৃতাজলিপুটঃ স্বন্দঃ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কৃত্বা স্বস্তায়নং দেবো হনুজাঃ প্রদদৌ ততঃ ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ । যন্তং স্বস্তায়নং পুণ্যং কৃতবান্ গরুড়ধ্বজঃ । শিখিধ্বজায় বিপ্রার্থে তন্মে
ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু স্বস্তায়নং পুণ্যং যৎ প্রাহ ভগবান্ হরিঃ । স্বন্দশ্চ বিজয়ার্থায় বধায়
মহিষশ্চ চ ॥ ১৪ ॥ ওঁ স্বস্তি কুরুতং ব্রহ্মা পদ্মযোনিরজোগুণঃ । স্বস্তি চক্রাঙ্কিতকরো বিষ্ণু
স্তে বিদধাত্বজঃ ॥ ১৫ ॥ স্বস্তি তে শঙ্করো ভক্ত্যা সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ । পাবকঃ স্বস্তি ভূতাক্ষ করোতু
শিখিবাহনঃ ॥ ১৬ ॥ দিবাকরঃ স্বস্তি করোতু তে সদা সোমঃ স ভোমঃ স বুধো গুরুশ্চ । কাব্যঃ
সদা স্বস্তিকরোতু ভূত্যাং শনৈশ্চরঃ স্বস্তায়নং করোতু ॥ ১৭ ॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ
ক্রতুর্কসিষ্ঠো ভৃগুরংগিরাশ্চ । মৃগাংকজস্তে কুরুতাজি মঙ্গলং মহর্ষয়ঃ সপ্ত দিবিস্থিতাশ্চ যে ॥ ১৮ ॥
বিশ্বেশ্বিনৌ সাধ্যমরুদগণায়রৌ দিবাকরাঃ শূলধর্য মহেশ্বর্যঃ । যক্ষাঃ পিশাচ ব সবোহথ
কিন্নরাস্তে স্বস্তি কুর্কন্ত সন্দোদ্যাতামৌ ॥ ১৯ ॥ নাগাঃ শূপর্ণাঃ সন্নিতঃ সরাসি তীর্থানি পুণ্যানি
হৃদাঃ সমুজ্জাঃ । মহাবল ভূতগণা গণেন্দ্রাস্তে স্বস্তি কুর্কন্ত সন্দোদ্যাতামৌ ॥ ২০ ॥ স্বস্তি দ্বিপা-
দিকেন্দ্ৰাশ্চ চতুষ্পাদেভ্য এব চ । স্বস্তি তে বহুপাদেভ্যাপাদেভ্যোহুতাময়ং ॥ ২১ ॥ প্রাগ্দিগং

কহিলেন, দেবকার্য সমাপ্ত হইলে, পদ্মযোনি এই মহাত্মা গরুড়ধ্বজের পরিচয় প্রদান করি-
বেন ॥ ৯ ॥ কেবল তোমার পিতা মহাদেব আমারে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, আমরা
বা অন্য কোন দেহীই ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি ॥ ১০ ॥

পার্কী এইরূপ বলিলে, কুমার জনার্দনকে প্রণিপাত করিয়া, তদীয় আজ্ঞাপ্রার্থনায়
কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ১১ ॥ তখন ভূতভাবন ভগবান্ দেব কৃতাজলিপুট স্বন্দকে
স্বস্তায়ন করিয়া, অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, গরুড়ধ্বজ শিখিধ্বজকে তৎকালে যে পরমপবিত্র স্বস্তায়ন করিয়াছিলেন,
হে বিপ্রার্থে! আমারে তাহা বলুন ॥ ১৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ হরি কার্তিকেয়ের বিজয় ও মহিষের বধার্থ যে পরমপবিত্র স্বস্তায়ন
করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥ পদ্মযোনি রজোগুণ ব্রহ্মা তোমার স্বস্তি বিধান
করুন । চক্রাঙ্কিতহস্ত বিষ্ণু তোমার স্বস্তি সম্পাদন করুন ॥ ১৫ ॥ বৃষধ্বজ মহাদেব পত্নীর সহিত
মিলিত হইয়া, ভক্তিসহকারে তোমার স্বস্তি সংবিধান করুন । শিখিবাহন পাবক তোমার স্বস্তি
সম্পাদন করুন ॥ ১৬ ॥ দিবাকর, ভোমসহিত চন্দ্র, বুধসহিত গুরু, ইহার সর্বদা তোমার স্বস্তি
সংবিধান করুন । কাব্য নিয়ত তোমার স্বস্তি সম্পাদন করুন । শনৈশ্চর তোমার স্বস্তায়ন বিধান
করুন ॥ ১৭ ॥ মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, সোমাত্মজ, এবং
স্বর্গস্থ সপ্ত মহর্ষি সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন ॥ ১৮ ॥ বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমার, সাধ্যগণ,
মরুদগণ, অগ্নি সকল, আদিত্যগণ, শূলধারী মহেশ্বরবর্গ, যক্ষ ও পিশাচগণ, অষ্টবসু ও কিন্নরগণ
সকলে সর্বদা উদ্যত হইয়া, তোমার স্বস্তি বিধান করুন ॥ ১৯ ॥ নাগগণ, শূপর্ণসকল, সন্নিত
ও সরোবরসমূহ, পবিত্র তীর্থ ও হৃদসমস্ত, সমুদ্রসমুদায়, মহাবল ভূতগণ, ও গণেন্দ্রসকল সর্বদা
সমুদ্যত হইয়া, তোমার স্বস্তি বিধান করুন ॥ ২০ ॥ দ্বিপদগণ ও চতুষ্পদগণ হইতে তোমার
স্বস্তি সংবিহিত হউক । বহুপাদ ও অপাদগণ তোমার স্বস্তি সাধন করুক ॥ ২১ ॥ বজ্রী তোমার

রক্ষতাং দক্ষিণঃ দক্ষিণঃ ২২ ॥ পাণী প্রতীচীমবতু যক্ষেশঃ পাতু চোত্তরাং ॥ ২২ ॥ বহি-
র্দক্ষিণপূর্বাং কুবেরো দক্ষিণপরাং ॥ প্রতীচীমুত্তরাং বায়ুঃ শিবঃ পূর্বোত্তরামপি ॥ ২৩ ॥
উপরিষ্ঠাং ধ্রুবঃ পাতু ত্র্যম্বকঃ ধরাধরঃ ॥ মুশলী লাংগলী বজ্রী ধনুশ্চানন্তরেষু চ ॥ ২৪ ॥ বারাহোশু-
নিধৌ পাতু দুর্গে পাতু নৃকেশরী ॥ সামবেদধ্বনিঃ শ্রীমান্ সর্বভঃ পাতু মাধবঃ ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ ॥ এবং কৃষ্ণস্তনো গুহঃ শক্তিধরোহগ্রীঃ ॥ অগ্নিপত্য সুরান্ সর্কান্
ধমুৎপপাত ভূতলাং ॥ ২৬ ॥ তমন্তে চ গণাঃ সর্কে দেবাস্চ মুনিদৈবতৈঃ ॥ অনুজগুঃ কুমারং
তে কামরূপা বিহঙ্গমাঃ ॥ ২৭ ॥ মাতরশ্চ তথা সর্কাঃ সমুৎপেতুর্নভস্তলং ॥ সমং কন্দেন বলিনো
হস্তকামা মহাসুরান্ ॥ ২৮ ॥ ততঃ স্তদীর্ঘমধ্বানং গতা কন্দোহব্রবীদগণান্ ॥ ভূম্যাঃ তূর্ণং
মহাবীৰ্যাঃ কুরুধ্বম তারণঃ ॥ ২৯ ॥ গণা গুহবচঃ শ্রুত্ব অবতীৰ্ণা মহীতলং ॥ আরাং পর্বত-
মভ্যেত্য নাদং চক্রুর্ভয়ঙ্করং ॥ ৩০ ॥ তন্নিদাদৌ মহীং সর্কামাপূৰ্বা চ নভস্তলং ॥ বিবেশার্ণব-
রন্ধ্রেণ পাতালং দানবালং ॥ ৩১ ॥ শ্রুত্ব স মহিষেণাথ তারণে চ ধীমতা ॥ বিরোচনেন
কুস্তেন নিকুস্তেনাসুরেণ চ ॥ ৩২ ॥ শ্রুত্বা চ সহস্রা নাদং বজ্রপাতোপমং দৃঢ়ং ॥ দ্বিমেতদতি
সন্ধিতা তূর্ণং জগুঃসদাঙ্ককং ॥ ৩৩ ॥ তে সমেত্যাক্কেনৈব সমং দানবপুঙ্গবাঃ ॥ মস্ত্রয়ামাসু-
কৃষ্ণাঙ্কচক্ষুঃ প্রতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ মস্ত্রয়ন্তু চ দৈত্যেযু পাতালাং শূকরাননঃ ॥ পাতাল-
কেতুর্দৈত্যোদ্রঃ সংপ্রাপ্তোহথ রসাতলং ॥ ৩৫ ॥ স বাণবিক্রো ব্যপিতঃ কম্পমানো মুহুমুহঃ ॥ অব-
বীচনং দীনং সমভ্যেত্যাক্কাশুরং ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব দিক, দণ্ডধর তোমার দক্ষিণ দিক, পাণী তোমার প্রতীচিদিগ্ ও যক্ষেশ্বর তোমার উত্তর
দিক রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥ বহি দক্ষিণপূর্ব দিক, কুবের দক্ষিণপশ্চিম দিক, বায়ু প্রতীচী ও
উত্তর দিক, ও শিব তোমার পূর্বোত্তর দিক পালন করুন ॥ ২৩ ॥ ধ্রুবঃ তোমার উপরিষ্ঠাং
রক্ষা ও ধরাধর তোমার অধস্তাং পালন করুক ॥ আর, মুশলী, লাংগলী, বজ্রী ও ধনুশ্চান্
তোমার অন্তর সকল রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥ বারাহ তোমাতে সাগরে, নৃকেশরী দুর্গে, এবং
সামবেদধ্বনি শ্রীমান্ মাধব সকল দিকে ও সকল স্থলে তোমাতে রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ মাধব এইরূপে সস্ত্যয়ন করিলে, সকলের অগ্রণী শক্তিধর গুহ
সমুদায় সুরবর্গকে অগ্নিপাত করিয়া, ভূতল হইতে গগন তলে উৎপত্তি হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন
অন্তান্ত গণ সকল ও দেবগণ মুনিগণের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ তাঁহারা সকলেই
কামরূপ ॥ ২৭ ॥ তদর্শনে মাতৃকাগণও আকাশে উৎপত্তি হইলেন ॥ তাহারা কন্দের সম্বিত
যোগদান করিয়া, মহাবল মহাসুরদিগকে বধ করিতে অভিলাষিনী হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর
কুমার স্তদীর্ঘ পথ গমন করিয়া গণ সকলকে বলিলেন, হে মহাবীৰ্যা সকল! তোমরা সত্তরে
ভূমিতলে অবতরণ কর ॥ ২৯ ॥ গণ সকল গুহের আদেশানুসারে মহাভয়ঙ্কর শব্দ করিতে
লাগিল ॥ ৩০ ॥ সেই শব্দ, সমুদায় মহীতল ও গগনতল সর্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া, অর্ণবরন্ধ্রযোগে
দানবগণের আশ্রয় পাতালতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩১ ॥ এবং মহিষ, ধীমান্ তারক, বিরোচন,
কুস্ত, নিকুস্ত, এই সকল মহাসুরের ক্রতিবিষয়ে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥ তাহারা সকলে এই
বজ্রপাতোপম দৃঢ় শব্দ সহস্রা শ্রবণ করিয়া, ইহা কি, এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে,
সত্তরে অন্ধকাশুরের অন্তিকে গমন করিল ॥ ৩৩ ॥ সেই সকল দানবপুঙ্গব অন্ধকের সহিত
সমেত হইয়া, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সেই শব্দলক্ষ্য মস্ত্রণা করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা সকলে
মিলিত হইয়া, মস্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে দৈত্যোদ্র শূকরানন পাতালকেতু পাতাল
হইতে রসাতলে গমন করিল ॥ ৩৫ ॥ সে বাণবিক্র হইয়াছিল ॥ তজ্জন্ত ব্যথিত ও বারম্বার
কম্পাশ্রিত হইয়া, অন্ধকাশুরের অভিমুখে গমনপূর্বক অতীব ব্যাকুল বচনে কহিল ॥ ৩৬ ॥

পাতাগন্ধেভুরুবাচ । গতোহহমাদং দৈত্যৈশ্চ গালবস্ত্রাশ্রমং প্রতি । তদ্বিধংসমিতুং যত্নঃ
সমারকো বসাম্ময়া ॥ ৩৭ ॥ যাবচ্চুকররূপেণ প্রবিশামি তদাশ্রমম্ । ন জানেহং নরং রাজান্
যেন মে প্রহিতঃ শরঃ ॥ ৩৮ ॥ শরসত্ত্বিন্জক্রশ্চ ভয়ার্ত্তশ্চ মহাজবঃ । প্রপলায্যাশ্রমাস্তম্যাম্ চ
চ মাং পৃষ্ঠতোবগাৎ ॥ ৩৯ ॥ তুরগধুরনির্ধোষঃ শ্রয়তে পরমোহস্মর । তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বদতঃ শূক-
রশ্চ চ পৃষ্ঠতঃ । তন্তুযাদস্মি জলধিঃ সংপ্রাপ্তো দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ৪০ ॥ যাবৎ পশ্যামি তত্রস্থান্
নানাবেশাকৃভীন্নরান্ । কেচিদগর্জন্তি ঘনবৎ প্রত্যগর্জ্জংস্তথা পরে ॥ ৪১ ॥ অন্তে চোচুর্কষং নুনং
নিহন্মো মহিষাস্মরং । তারকং ষাতরামোদ্য বদন্ত্যন্তে স্মৃতেজসঃ ॥ ৪২ ॥ তচ্ছৃদ্ধা স্মৃতরাং
জানো মম আতোহস্মরেশ্বর । মহার্ণবং পরিত্যজ্য পতিতোস্মি ভয়াতুরঃ ॥ ৪৩ ॥ ধরণ্যাং বিবৃতং
গর্ভং স মামিবপতদ্বনী । তন্তুযাং সংপরিচ্যজ্য হিরণ্যপুরমাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥ তবাস্তিকমনু পাণ্ডুঃ
প্রসাদং কৰ্ত্তুমর্হসি । তচ্ছৃদ্ধা চাক্রকো বাক্যং প্রোচ মেঘননং বচঃ ॥ ৪৫ ॥ ন ভেতব্যাং ত্বয়া
তস্যাং সত্যং গোপ্তাস্মি দানব । মহিসস্তারকশ্চোগ্রো বাণশ্চ বলিনন্দনঃ ॥ ৪৬ ॥ অনাথাযৈব
তে বীরাস্ত্রককং মহিষাদয়ঃ । অপরিগ্রহসংযুক্তা ভূমিযুদ্ধায় নির্যবুঃ ॥ ৪৭ ॥ যত্র তে দারুণা-
কারা গণাশ্চক্রম্বহাননং । তত্র দৈত্যাঃ সমাজগ্নাঃ সাযুধাঃ সবলঃ যুনে ॥ ৪৮ ॥ দৈত্যানাং
পতয়ো দৃষ্টা কার্ত্তিকেয়গণাস্ততঃ । সত্যদবস্ত্র সহসা স চোগ্রং মাতৃমণ্ডলম্ ॥ ৪৯ ॥ তেষাং
পুরঃসরঃ স্থানুঃ প্রগৃহ্য পরিঘং বনী । গ্রাসদয়ং পরবলং ক্রুদ্ধা রুদ্ধঃ পশুনিব ॥ ৫০ ॥ তন্নিবস্তং

হে দৈত্যৈশ্চ! এক মাগ হইল, আমি নালবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। এবং
তাহা একবারেই ধ্বংস করিবার জন্য কৃতযত্ন হইয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥ আমি, যেমন শূকররূপে
সেই আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলাম, তেমনি, জানি না, কোন্ মনুষ্য আমার প্রতি শর
প্রয়োগ করিল ॥ ৩৮ ॥ জক্রদেশে শরাঘাতে বিদারিত হওয়াতে, আমি ভয়ার্ত্ত হইয়া,
মহাবেগে সেই আশ্রম হইতে পলায়মান হইলে, ঐ ব্যক্তি আমার অনুগমনে প্রবৃত্ত
হইল ॥ ৩৯ ॥ হে অস্মর! তৎকালে বিপুল তুরগধুরশব্দ শ্রয়মাণ হইতে লাগিল।
আমার পশ্চাতে থাকিয়া, ঐ ব্যক্তি আমারে থাক, থাক, বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার
ভয়ে আমি দক্ষিণ সাগরে সমাগত হইলাম ॥ ৪০ ॥ তথায় আসিয়া, আমি নানাবেশধারী ও
নানাকৃতিসম্পন্ন মানবদিগকে দর্শন করিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ মেঘের আয় গর্জ্জন,
কেহ প্রতিগর্জ্জন ॥ ৪১ ॥ ও কেহ বা এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, আমরা নিশ্চয়ই
মহিষাস্মরকে নিহত করিব। অত্যান্ত পরমতেজস্বী ব্যক্তিরাও বলিতেছে, আমরা তারককে
বিনাশ করিব ॥ ৪২ ॥ হে অস্মরেশ্বর! এই সকল শুনিয়া, আমার অতিমাত্র ত্রাস
উপস্থিত হইল। তখন আমি ভয়াতুর হইয়া, মহার্ণব পরিত্যাগ করিয়া, ধরণীতে বিবৃত গর্ভ-
মধ্যে পতিত হইলে, ঐ ব্যক্তি আমার অনুপতন করিল। তাহার ভয়ে আমি আপনার হিরণ্যপুর
পরিত্যাগ করিয়া ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ভবদীঘ অন্তিকে আগমন করিলাম, অনুগ্রহবিতরণে আজ্ঞা হউক।
এই কথা শুনিয়া, অন্ধক মঘনিপ্নন বচনে কহিতে লাগিল, তোমার ভয় নাই। আমি সতাই
তোমারে রক্ষা করিব ॥ ৪৫ ॥

এদিকে, ঐ কথা শুনিয়া, মহিষ, তারক, বলিনন্দন উগ্রপ্রকৃতি বাণ ॥ ৪৬ ॥ ইত্যাদি
বীরবর্গ অন্ধককে না বলিয়াই, স্ব স্ব পরিকল্পিত সহ মিলিত হইয়া, ভূমিযুদ্ধের জন্য নির্গাণ করিল ॥ ৪৭ ॥
যেখানে সেই দারুণাকৃতি গণ সকল মহাশব্দ করিতেছে, দৈত্যগণ আয়ুধ হস্তে সবলে তথায়
সমাগত হইল ॥ ৪৮ ॥ তাহার। কার্ত্তিকেয়ের গণসমস্তকে যেমাত্র দর্শন করিল, তৎক্ষণাৎ
প্রচণ্ডপ্রকৃতি মাতৃমণ্ডল তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪৯ ॥ স্থানু তাহাদের পুরোগামী
হইয়া, পরিঘগ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে রুদ্ধ যেমন পশুদিগকে, তদ্রূপ পরবল সকলকে সংহার

মহাদেবং নিরীক্ষ্য কলশোদরঃ । কুঠারং পাণিনাদায় হস্তি সর্কান্নহাস্তুবান্ ॥ ৫১ ॥ জালা-
 মুখো ভয়কঃ করোদায় চাস্তুরং । সারথং সগজং সাশ্বং বিস্তুতে বদনেহক্ষিপৎ ॥ ৫২ ॥ দণ্ড-
 কশ্চাপি সংক্রুদ্ধঃ প্রসপাণিঃ মহাস্তুরং । সবাহনং প্রক্ষিপতি সমুৎপাট্য মহার্ণবে ॥ ৫৩ ॥
 শঙ্ককর্ণশ্চ মুশলী হলেনাহত্য দানবান্ । সংচূর্ণয়তি মন্ত্রীব রাজানং হীনপৌরুষং ॥ ৫৪ ॥ খড়্গা-
 চর্ম্মধরো বীরঃ পুষ্পদন্তো গণেশ্বরঃ । দ্বিধাত্রিধা চ বহুধা চক্রে দৈতেয়দানবান্ ॥ ৫৫ ॥ পিঙ্গলো
 দণ্ডমুণ্ডেণ যত্র তত্র প্রধাবতি । তত্র তত্র প্রদৃষ্টো রাশয়ঃ সর্কদানবৈঃ ॥ ৫৬ ॥ হস্তনয়নঃ
 শূলং ভ্রাময়ন্তৈ গণাশ্রয়ীঃ । নিজঘানাস্তুরান্ বীরঃ সর্বাঙ্গিরথকুঞ্জরান্ ॥ ৫৭ ॥ ভীমো ভীমশিলা-
 বর্ষৈঃ স পুরঃসরিণোহস্তুরান্ । নিজঘান যথৈবেজ্ঞো বজ্রবৃষ্ট্যা নগোত্তমান্ ॥ ৫৮ ॥ রৌদ্রঃ
 শকটচক্রাখ্যো গণঃ পঞ্চশিখো বলী । ভ্রাময়ন্তুঙ্গারং বেগান্নিজঘান বলাদ্রিপূন ॥ ৫৯ ॥ গিরি-
 ভেদী তলেনৈব সারোহং কুঞ্জরং রণে । ভঙ্গ চক্রে মহাবেগো রথঞ্চ রথিনা সহ ॥ ৬০ ॥
 নাড়ীজজ্ঞো নিপাটৈশ্চ মুষ্টিভির্জানুনাস্তুরান্ । কীলাভির্কঙ্কতুল্যাভির্জঘান বলবান্মুনে ॥ ৬১ ॥
 কূর্ম্মগ্রীবোহয়গ্রীবো শিরসা চরণেন চ । লুণ্ঠনেন তদা দৈত্যান্ নিজঘান সর্বাঙ্গান্ ॥ ৬২ ॥
 পিণ্ডাকরস্ত তুণ্ডেন শৃঙ্গাভ্যাং চ কলিপ্রিয়ঃ । বিদারয়তি সংগ্রামে দানবান্ সমরোদ্ধতান্ ॥ ৬৩ ॥
 ততো দৃষ্টে বমতুলং বধ্যমানং গণেশ্বরৈঃ । প্রচুদ্ভাবাথ মহিষস্তারকশ্চ গণাশ্রয়ীঃ ॥ ৬৪ ॥ তে
 হস্তমানাঃ প্রমথ্য দানবানাং বরাযুধৈঃ । পরিবার্য্য সমংতাভে যুষ্মধুঃ কুপিতাস্তদা ॥ ৬৫ ॥
 হংসাস্তাঃ পট্টিশেনাথ জঘান মহিষাস্তুরং । ষোড়শাখ্যস্ত্রিশূলেণ শতশীর্ষো বরাসিনা ॥ ৬৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন কলশোদর মহাদেবকে শক্রবলসংহারে প্রবৃত্ত দর্শন করিয়া,
 হস্তে কুঠারগ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় মহাস্তুরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫১ ॥ ভয়ঙ্কর জালা-
 মুখ অশ্ব, গজ ও রথের সহিত অস্তুরকে হস্তে গ্রহণ করিয়া, বিস্তুত বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে
 লাগিল ॥ ৫২ ॥ দণ্ডক ও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রাসপাণি মহাস্তুরকে বাহনের সহিত সমুৎপাটিত
 করিয়া, মহার্ণবমধ্যে ফেলিয়া দিল ॥ ৫৩ ॥ মুসলধারী শঙ্ককর্ণ হল দ্বারা দানবদিগকে আহত করিয়া,
 মন্ত্রী যেমন পৌরুষহীন রাজাকে, তেমনি তাহাদিগকে সংচূর্ণিত করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ খড়্গা-
 চর্ম্মধর বীর গণেশ্বর পুষ্পদন্ত দৈতেয় ও দানবদিগকে দ্বিধা, ত্রিধা ও বহুধা খণ্ডিত করিয়া
 ফেলিল ॥ ৫৫ ॥ পিঙ্গল দণ্ড ও মুণ্ডের সা-ত-তে যে যে স্থানে ধাবমান হইল, সমুদায় দানবগণ
 সেই সেই স্থানে বহুরাশি দর্শন করিল ॥ ৫৬ ॥ গণাশ্রয়ী সহস্রনয়ন শূল ভ্রামিত করিয়া, অশ্ব,
 রথ ও গজের সহিত অস্তুরদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ ভীম ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি সহকারে
 সপারিকর অস্তুরাদিগকে, বজ্রবৃষ্টিপাতে নগোত্তমদিগকে ইন্দ্রের আয়, নিহত করিল ॥ ৫৮ ॥ চক্রনামক
 পঞ্চশিখাবিশিষ্ট, অতীব বিকটপ্রকৃতি, মহাবল গণ সবলে মুদগর ভ্রামিত করিয়া, দৈত্য-
 দিগের প্রাণহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ গিরিভেদিনামক গণ তলপ্রহারপুরঃসর আরোহ
 সহিত কুঞ্জর ও মহাবেগনামক গণ রথিসহিত রথ ভঙ্গ করিয়া ফেলিল ॥ ৬০ ॥ মহাবল নাড়ী-
 জ্ঞান নিপাতন, মুষ্ঠ্যাঘাত, জালুপ্রহার ও বজ্রতুল্য কীলাসকল দ্বারা অস্তুরসকলকে সংহার
 করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥ কূর্ম্মগ্রীব ও হয়গ্রীব শির ও চরণপ্রহারে এবং লুণ্ঠনসহকারে বাহন-
 সহিত দৈত্যদিগকে যমভবনে প্রেরণ করিল ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডাকর তুণ্ড দ্বারা ও কলিপ্রিয় শৃঙ্গযুগল
 সহায়ে সংগ্রামে সংগ্রামোদ্ধত দানবদিগকে বিদারিত করিয়া ফেলিল ॥ ৬৩ ॥

গণেশ্বরগণ এইরূপে সেই অতুল দৈত্যবল নিহত করিতেছে, দর্শন করিয়া, দৈত্যগণাশ্রয়ী
 তারক ও মহিষ উভয়ে সবেগে তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৬৪ ॥ তখন প্রমথগণ দানব-
 গণের বরাযুধে হস্তমান হইয়া, ক্রোধভরে চতুর্দিক্ পরিবৃত্ত করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥
 হংসাস্তা পট্টিশ দ্বারা মহিষাস্তুরকে আহত করিলে, ষোড়শাখ্য তাহার উপরি ত্রিশূল প্রয়োগ ও

শ্রুতায়ুধস্ত গদয়া বিশোকো মুশলেন চ । বন্ধুদন্তস্ত শূলেন মূর্ধ্নি দৈত্যমতাড়য়ৎ ॥ ৬৭ ॥ তথাষ্টৈঃ
পার্বদৈর্মূর্ধ্বে শূলশক্ত্যাষ্টিপট্টিশৈঃ । নাকম্পতুদ্যমানোপি মৈনাক ইব পর্কতঃ ॥ ৬৮ ॥ তারকো
ভদ্রকাল্যা চ তথোন্মথলয়া রণে । বধ্যতেনেকচূড়য়া দার্বাতেপরমায়ুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥ তৌ তাড্য-
মানৌ ঐমথৈর্ন্যাতৃভিশ্চ মহাসুরৌ । ন ক্ষোভঃ জগতুর্বারৌ ক্ষোভয়ন্তৌ গণানপি ॥ ৭০ ॥
মহিষো গদয়া তুর্ণঃ প্রহারৈঃ প্রমথানপি । পরাজিত্য প্রযাতোব কুমারঃ প্রতি সাযুধঃ ॥ ৭১ ॥
তমাপতন্তঃ মহিষঃ সূচক্রাক্ষো নিরীক্ষ্য হি । চক্রমুদ্যমা সংক্রুদ্ধো রুরোধ দল্লনন্দনঃ ॥ ৭২ ॥
গদাচক্রাক্ষিতকরৌ গণাসুরমহারথৌ । অযুধ্যোতাং তদা একন্ লঘু চিত্রং চ সূর্ষ্ট চ ॥ ৭৩ ॥
গদাং মুমোচ মহিষঃ সমাবিধ্য গণায় তু । সূচক্রাক্ষো নিজং চক্রমুৎসসজ্জ রথঃ প্রতি ॥ ৭৪ ॥
গদাঙ্জিহ্বা স্ততীক্ষারং চক্রং মহিষমাদ্রবৎ । তত উচ্চক্রুণ্ডৈর্দৈত্যা হা হতো মহিষস্থিতি ॥ ৭৫ ॥
তচ্ছ্রদ্ধাভ্যদ্রবদ্বাণঃ পাশমাবিধ্য বেগবান্ । জঘান চক্রং রক্তাক্ষঃ পঞ্চমুষ্টিগতেন হি ॥ ৭৬ ॥
পঞ্চবাহুশতেনাপি সূচক্রাক্ষং ববন্ধ সঃ । বলবানপি বাণেন নিপ্রযত্নগতিঃ কৃতঃ ॥ ৭৭ ॥
সূচক্রাক্ষং সূচক্রং হি বন্ধং বাণাসুরেন হি । দৃষ্ট্বাদ্রবদগদাপাণির্মকরাঙ্কো মহাবলঃ ॥ ৭৮ ॥
গদয়া মূর্ধ্নি পাতেন নিজঘান মহাবলঃ । স চাপি তন সংযুক্তা ব্রীড়াযুক্তো মহামনাঃ ॥ ৭৯ ॥ স
সংগ্রামঃ পরিত্যজ্য শালিগ্রামমুপায়যৌ । বাণোপি মকরাঙ্কেন তাড়িতোভূৎ পরাশ্রুথঃ ॥ ৮০ ॥
বভ্রু তদবলং সর্কং দৈত্যানাং সুরতাপস । প্রভজ্য তবলং সর্কং দৈত্যানাং তে গণেশ্বরঃ ॥ ৮১ ॥
অতিষ্ঠন্ত ভৃশং ক্রুদ্ধা দৈত্যান্ বিজ্রাবয়ন্ বণে । ততঃ স্ববলমীক্ষ্যাব প্রভগ্নং তারকো বলৌ ।

শতশীর্ষ তাহ রেখরধার খড়্গের আঘাত ॥ ৬৬ ॥ এবং শ্রুতায়ুধ গদা, বিশোক মুশল ও বন্ধুদন্ত
শূল দ্বারা তাহার মস্তক তাড়িত করিল ॥ ৬৭ ॥ অনন্তর অনাগ পার্বদগণ ও শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও
পট্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, সে, মৈনাকপর্কতের ন্যায়, কম্পমান হইল না ॥ ৬৮ ॥
ঐ সময়ে ভদ্রকালী, উন্মথলা ও অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট অযুধ সকল প্রয়োগ করিয়া, তারককে
আহত ও বিদারিত করিতে লাগিলেন । সেই মহাসুরদ্বয় প্রমথগণ ও মাতৃমণ্ডলী কর্তৃক
তাড়্যমান হইয়া, কোনমতেই ক্ষুদ্র হইল না ; প্রত্যুত, গণদিগকে ক্ষুদ্র করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥
মহিষ সত্বরে গদাপ্রহারে প্রমথদিগকে পরাজিত করিয়া, কুমারের প্রতি আযুধ হস্তে প্রশ্নান
করিল ॥ ৭১ ॥ সূচক্রাক্ষ মহিষকে আপতমান নিরীক্ষণ করিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্র
উদ্যত করিয়া, তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৭২ ॥ তাহার পরস্পর গদা ও চক্রহস্তে লঘু
চিত্র ও সূর্ষ্টকপে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ মহিষ গদা সমাবদ্ধ করিয়া, সূচক্রাক্ষের প্রতি প্রয়োগ
করিলে, সেই সূচক্রাক্ষ আপনার চক্র তাহার রথলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৭৪ ॥ ঐ স্ততীক্ষ অর-
ণোভিত চক্র গদা ছেদন করিয়া, মহিষের প্রতি ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ ধাহাকারপূরঃসর, মহিষ
হত হইল, বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৭৫ ॥ বাণ ঐ শব্দ শুনিয়া পাশ আবিদ্ধ করিয়া,
সবেগে অভিগমনপূর্বক পঞ্চমুষ্টিগত দ্বারা সেই চক্রকে আহত ॥ ৭৬ ॥ ও পঞ্চবাহুশত দ্বারা
সূচক্রাক্ষকে বন্ধন করিল । এইরূপে সূচক্রাক্ষ বলবান হইলেও, বাণাসুর তাহাকে নিপ্রযত্নগতি
করিয়া ফেলিল ॥ ৭৭ ॥

মহাসুর বাণ সূচক্রবিশিষ্ট সূচক্রাক্ষকে বন্ধ করিয়াছে, দেখিয়া, মহাবল মকরাঙ্ক গদাহস্তে
ধাবমান হইল ॥ ৭৮ ॥ এবং গদা মস্তকে পাতিত করিয়া বাণাসুরকে আহত করিল । মহা-
মনা বাণ আহত হইয়া, লজ্জাবিত হইল ॥ ৭৯ ॥ তখন মকরাঙ্ক সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া
শালিগ্রামের সমীপে গমন করিল ॥ ৮০ ॥ বাণাসুরও তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া, যুদ্ধে
পরাস্রুথ হইল । হে দেবর্ষে । তদর্শনে সমুদায় দৈত্যসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল । তখন
গণেশ্বর গণ সমুদায় দৈত্যবল প্রভগ্ন করিয়া ॥ ৮১ ॥ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দানবদলদলন করত,

খড়্গোদ্যতকরো দৈত্যঃ প্রহুদ্রাব গণেশ্বরান্ ॥ ৮২ ॥ ততস্ত তেনাপ্রতিমেন সাসিনা তে
হংসবক্ত্রপ্রমুখা গণেশ্বরাঃ । তা মাতরশ্চাপি পরাজিতা রণে স্কন্দঃ ভয়ার্ত্তাঃ শরণং প্রপেদিরে ॥ ৮৩ ॥
ভগ্নান্ গগনান্ বীক্ষ্য মহেশ্বরাজ্ঞস্তং তারকং সাসিনমাপতন্তঃ । দৃষ্টে ব শক্ত্যা হৃদয়ে বিভেদ
স ভিন্নমর্শী নৃপতং পৃথিবাং ॥ ৮৪ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি ভগ্নদর্পে ভয়াভুরোভূন্নহিষো মহর্ষে ।
সংত্যজ্য সংগ্রামশিরো দুরাশ্চা অগাম শৈলং স হিমাচলং চ ॥ ৮৫ ॥ বাণোহথ বীরে নিহতেহথ
তারকে গতে হিমাদ্রৌ মহিষে ভয়ার্ত্তে । ভয়াদ্বিবেশোগ্রমপাং নিধানং গণৈর্কলে বিধাতি
সাপরাধে ॥ ৮৬ ॥ হৃদ্বা কুমারো রণমুর্চ্ছিতারকং প্রগৃহ্য শক্তিং মহতা জবেন । ময়ূরমাক্রুজ
শিখণ্ডমণ্ডিতং যযৌ নিহন্তং মহিষাসুরজ ॥ ৮৭ ॥ স পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষ্য শিখণ্ডিকেতনং সমাপতন্তঃ
বরশক্তিপাণিন । কৈলাসমুৎসৃজ্য হিমাচলং তথা ক্রৌঞ্চং সমভ্যোত্যা গুহ্যং বিবেশ ॥ ৮৮ ॥
দৈত্যঃ প্রবিষ্টঃ স পিনাকিস্নুজুগোপ যজ্ঞাস্তগবান্ গুহোপি । সবন্ধুহন্তা ভবিতা কথং ত্বং
বিচিন্তয়স্বৈব ততঃ স্থিতোভূৎ ॥ ৮৯ ॥ ততোভাগাৎ পুষ্করসম্ভবশ্চ হবো মুরারিঙ্গ্রিদেশেশ্বরশ্চ ।
অভ্যোত্যা চোচুর্মহিষং সশৈলং ভিন্ধয় শক্ত্যা কুরু দেবকার্য্যং ॥ ৯০ ॥ তৎ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রিয়মেব
তথ্যং শ্রুত্বা বচঃ শ্রাহ সুরান্ বিহন্ত । কথং হি মাতামহনপ্তৃকঞ্চ স ভ্রাতরং ভ্রাতৃস্বতঞ্চ
মাতুঃ ॥ ৯১ ॥ এষা শ্রুতিশ্চাপি পুরাতনৌ কিল গায়ন্তি যাং বেদবিদৌ মহর্ষয়ঃ । কৃত্বা চ যজ্ঞাং
মতমুত্তমায়াং স্বর্গং ব্রজন্তি ভূতিপাপিনোপি ॥ ৯২ ॥ গাং ব্রাহ্মণং বৃদ্ধমথাপি চাচ্যং বালং
স্ববন্ধুং ললনাং সুহৃদাং । কৃতাপরাধমপি নৈব বধ্যাদাচার্য্যমুখ্য গুরুবস্তুথৈব ॥ ৯৩ ॥ এবং

রণমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥ বলশালী তারক, সবল প্রভগ্ন হইয়াছে, অবলোকন
করিয়া, খড়্গোদ্যত হস্তে গণেশ্বরগণের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৮৩ ॥ তখন হংসবক্ত্রপ্রমুখ
গণেশ্বরনিষ্ঠর এবং মাতৃকানমূহ সেই অসিহস্ত অপ্রতিম তারক কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও ভয়ার্ত্ত
হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইলেন । মহেশ্বরাজ্ঞ কুমার গণদিগকে ভগ্ন ও তারককে অসি হস্তে
সমাগত দেখিয়া, শক্তিপ্রহারে তদীয় হৃদয় বিদারিত করিলেন । মর্শ্মস্থল নির্ভিন্ন হইলে, তারক
ধরাতে পতিত হইল ॥ ৮৪ ॥ ভ্রাতা তারক নিহত ও ভগ্নদর্প হইলে, মহিষ অতিমাত্র ভীত
হইয়া, সংগ্রামশির পরিত্যাগ করিয়া, হিমালয়ে গমন করিল ॥ ৮৫ ॥ বীর তারক নিহত ও
মহিষ ভয়ার্ত্ত হইয়া হিমালয়ে সমাগত এবং গণ কর্তৃক নৈষ্ঠ সকল সমাহত হইলে, বাণ ভয়বশতঃ
সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৬ ॥ এদিকে কুমার রণমস্তকে তারককে সংহার ও শক্তিগ্রহণ
পূর্বক, শিখণ্ডমণ্ডিত ময়ূরে আরোহণ করিয়া, মহাবেগে মহিষাসুরকে বিনাশ করিবার জ্ঞা প্রস্থান
করিলেন ॥ ৮৭ ॥ মহিষ বরশক্তি হস্তে শিখণ্ডিকেতন কার্ত্তিকেয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে
দেখিয়া, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, ক্রৌঞ্চ পর্বতে সমাগত ও গুহ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৮ ॥ ভগ-
বান্ পিনাকপাণিনন্দন গুহও, মহিষ প্রবেশ করিলে, যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং
কিরূপে স্ববন্ধুহত্যায় আবৃত্ত হইব, এইরূপ চিন্তাক্রান্তচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৮৯ ॥ ইত্যবসরে
পন্নয়োনি ব্রহ্মা, ভগবান্ ভব, মুরারি ও দেবরাজ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, শক্তি-
প্রহারপূরঃসর শৈলসহিত মহিষকে বিদারিত করিয়া, দেবগণের কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৯০ ॥

কার্ত্তিকেয় এই প্রিয় তথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহস্র আশ্রয় সুরদিগকে কহিলেন, আমি
কিরূপে মাতামহের নপ্তা, আপনার ভ্রাতা ও জননীর ভ্রাতৃপুত্রকে বিদারিত করিব ? ॥ ৯১ ॥
বেদবিদগণ যাহা গান করেন, এবং যাহার অমুষ্ঠান করিলে, অতি পাপাত্মারাও স্বর্গে গমন
করিয়া থাকে, সেই পুরাতনী শ্রুতি এইরূপ প্রচলিত আছে ॥ ৯২ ॥ গো, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, আচা,
বালক, স্ববন্ধু, সুহৃদা ও কৃতাপরাধ ললনা এবং আচার্য্যমুখ্য গুরুসম্প্রদায়, ইহাদিগকে বধ

জানন্ ধৰ্মমথ্যং সুরেন্দ্রা নাহং বধ্যাং ভ্রাতঃ মাতুলেয়ং । যথা দৈত্যোভিগমিষ্যদুহাতস্তথা
 শক্ত্যা ষাতিষ্যামি শক্রং ॥ ৯৪ ॥ শ্রদ্ধা কুমারবচনং ভগবান্ মহর্ষে কৃত্বা মতং স্বহৃদয়ে গুহ-
 মাহ শক্রঃ । মন্ত্রো শুভান্ন মতিমান্ বদসে কিমিখং বাক্যং শৃণুষ হরিণা গদিতং হি পূৰ্ব্বং ॥ ৯৫ ॥
 নৈকস্যার্থে বহুন্ হত্যা দিত্তি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ । একং হন্যা দ্বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে ॥ ৯৬ ॥
 এতচ্ছ্রদ্ধা ময়া পূৰ্ব্বং সময়ন্তেন চাগ্নিজ । নিহতো নমুচিঃ পূৰ্ব্বং সোদরোপি সহানুজঃ ॥ ৯৭ ॥
 তস্মাদ্বহূনামর্থায় সক্রৌঞ্চঃ মহিষাসুরং । ষাতিষ্য পদাক্রম্য শক্ত্যা পাবকদন্তয়া ॥ ৯৮ ॥
 পুরন্দরবচঃ শ্রদ্ধা ক্রোধাদারক্তলোচনঃ । কুমারঃ প্রাহ বচনং কম্পমানঃ শতক্রতুম্ ॥ ৯৯ ॥
 মূঢ় কিং তে বলং বাহ্নোঃ শারীরং বাপি বৃদ্ধহন্ । যেনাধিক্ষিপসে মাং ত্বং ভুবনে
 মতিমানসি ॥ ১০০ ॥ তমুবাচ সহস্রাক্ষঃ স্ততোহং বলবান্ গুহ । তং গুহঃ প্রাহ এহেহি যুদ্ধাস্ত
 বলবান্ যদি ॥ ১০১ ॥ শক্রঃ প্রাহাথ বলবান্ জায়তে কৃত্তিকাস্মৃত । প্রদক্ষিণং শীঘ্রতরং
 যঃ কুৰ্য্যাৎ ক্রৌঞ্চমেব হি ॥ ১০২ ॥ শ্রদ্ধা তদ্বচনং স্কন্দো ময়ুরং প্রোজুৰ্য তৎক্ষণাৎ । প্রদক্ষিণং
 পাদচারী কর্তুং তূর্ণতরোভ্যাগাৎ ॥ ১০৩ ॥ শক্রোবতীৰ্ণা নাগেন্দ্রাৎ পাদেনাথ প্রদক্ষিণাং ।
 কৃত্বা ততো গুহোভ্যেত্য মূঢ় কিংদ্রিৎ স্থিতো ভবান্ ॥ ১০৪ ॥ তমিন্দ্রঃ প্রাহ কোটিল্যান্ময়া
 পূৰ্ব্বং প্রদক্ষিণা । কৃতাস্য তত্ত্বয়া পূৰ্ব্বং কুষ্ণারঃ শক্রমবলীৎ ॥ ১০৫ ॥ ময়া পূৰ্ব্বং ময়া পূৰ্ব্বং

করিতে নাই ॥ ৯৩ ॥ হে সুরেন্দ্রবর্গ ! আমি এবংবিধ অগ্রা ধর্ম অবগত হইয়া, মাতুলেয়
 ভ্রাতাকে সংহার করিতে পারিব না । দৈত্য যেমন গুহা হইতে অভিগত হইবে, তেমনি শক্তি
 দ্বারা ইহারে সংহার করিব ॥ ৯৪ ॥

হে মহর্ষে ! ভগবান্ ইন্দ্র কুমারের এই কথা কর্ণগোচর ও আপনার হৃদয়ে মত করিয়া
 কবিধা, তাঁহারে কহিলেন, আমি অপেক্ষা তুমি বুদ্ধিমান্ নহ । অতএব, কিঞ্চিৎ একপ বলি-
 তেছ ? ভগবান্ হরি পূৰ্ব্বে ষাতি বলিয়াছেন, শবণ কর ॥ ৯৫ ॥ একের জন্ত বহুর প্রাণ হরণ
 করিবে না, তাহাই শাস্ত্রের মৌমাংসা । বহুর জন্ত একতরের সংহার করিলে, পাপগ্রস্ত হইতে
 হয় না ॥ ৯৬ ॥ হে অগ্নিনন্দন ! আমি এইকপ বাক্য শবণ কবিয়া, পূৰ্ব্বে সময়স্থাগনপূৰ্ব্বক
 সোদর ও অনুজের সহিত নমুচিরে নিহত করিয়াছিলাম ॥ ৯৭ ॥ অতএব বহুর জন্ত ক্রৌঞ্চের
 সহিত মহিষকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, পাবকদন্ত শক্তি প্রহারে সংহার কর ॥ ৯৮ ॥

পুরন্দরের কথা শুনিয়া, কুমার ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পমান হইয়া, কহিতে লাগি-
 লেন ॥ ৯৯ ॥ হে মূঢ় বৃদ্ধহন্ ! তোমার শরীরের অধবা বাহুর এমন কি বল আছে, যাহাতে
 আমারে অধিক্ষিপ্ত করিতেছ । আর ভূতলমধ্যে তুমিই বুদ্ধিমান্ ? ॥ ১০০ ॥

সহস্রাক্ষ উত্তর করিলেন, হে গুহ ! আমি স্ততই বলবান্ ।

গুহ উত্তর করিলেন, যদি তুমি বলবান্, তাহা হইলে, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১০১ ॥

শক্র কহিলেন, হে কৃত্তিকানন্দন ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি সত্বরে ক্রৌঞ্চ
 পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে, সেই বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ১০২ ॥

স্কন্দ এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ময়ুর ত্যাগ করিয়া পাদচারে অতি শীঘ্র প্রদক্ষিণ করিবার
 জন্ত অভ্যাগত হইলেন ॥ ১০৩ ॥ শক্রও নাগেন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পাদচারে প্রদক্ষিণ
 করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলেন । স্কন্দ অভ্যাগত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, মূঢ় ! কিঞ্চিৎ
 তুমি অবস্থিতি করিতেছ ? ॥ ১০৪ ॥ ইন্দ্র কুটিলতাপ্রকাশপূৰ্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, আমি
 তোমার অগ্রেই প্রদক্ষিণ করিয়াছি ; পরে তুমি প্রদক্ষিণ করিয়াছ । কুমার কহিলেন ॥ ১০৫ ॥

বিবাদন্তৌ পরস্পরং । আগমোচুর্মহেশায় ব্রহ্মণে মাধবায় চ ॥ ১০৬ ॥ অথোবাচ হরিঃ কন্দঃ
 ঐষ্টুমর্হসি পর্কতং । যোহয়ং বক্ষ্যতি পূর্কঃ স ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ১০৭ ॥ তন্মাধববচঃ শ্রুত্বা
 ক্রৌঞ্চমভ্যোত্যা পাবকিঃ । পঞ্চচ্ছাদ্রিমিদং কেন কৃতং পূর্কং প্রদক্ষিণং ॥ ১০৮ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ
 ক্রৌঞ্চস্ত প্রাহ পূর্কং মহামতিঃ । চকার গোত্রভিৎ পূর্কং স্বয়া কৃতমথো গুহ ॥ ১০৯ ॥ এবং
 ক্রবন্তুঃ ক্রৌঞ্চঃ স ক্রোধাৎ প্রফুরিতাধরঃ । বিভেদ শক্ত্যা কুটিল্যান্মহিসেন সমং তদা ॥ ১১০ ॥
 তস্মিন্ হতেহথ তনয়ে বলবান্ সুনাতো বেগেন ভূমিধরপার্শ্ববজ্রস্তথাগাৎ । ব্রহ্মেন্দ্রকুদ্রমকুদশি-
 বসুপ্রধানা জগ্নুর্দেবঃ মহিমমীক্ষ্য হতঃ গুহেন ॥ ১১১ ॥ সমাতুলং বীক্ষ্য বলা কুমারঃ শক্তিং সমুৎ-
 পাটা নিহন্তুকামঃ । নিবরিতশ্চক্রধরেণ বেগাদালিঙ্গ্য দের্ভ্যঃ গুরুরিত্যদৌৰ্ঘ্য ॥ ১১২ ॥
 সুনাতমভ্যোত্যা হিমাচলস্ত প্রগৃহ্য হস্তেন নিনায় তঞ্চ । হরিঃ কুমারং স শিখণ্ডিনং নমদ্বৈগাদ্ধিবঃ
 পন্নগশক্রপুত্রঃ ॥ ১১৩ ॥ তসৌ গুহঃ প্রাহ হরিং সুরেশঃ মোহেন নষ্টো ভগবন্ বিবেকঃ ।
 ভ্রাতাময়্য মাতুলেযো নিরস্তস্তস্মাৎ করিষ্যে শ্বশরীবশোষণং ॥ ১১৪ ॥ তমাহ বিষ্ণুর্ভ্রজ তীর্থবর্ষাৎ
 পৃথদকং পাপহরং কুমর । স্নানৌষবত্যাং হরমীক্ষ্য ভক্ত্যা ভবিষ্যসে সূর্যাসমপ্রভাবঃ ॥ ১১৫ ॥
 ইত্যেবমুক্তো হরিণা কুমারস্তভ্যোত্যা তীর্থং প্রসমীক্ষ্য শভুং । স্নানার্চ্যা দেবান্ স রবিপ্রকাশো
 জগাম শৈলং সদনং হরন্ত ॥ ১১৬ ॥ সূচক্ৰনেত্রোপি মহাশ্রমতপশ্চচার শৈলে পবনাশনস্ত ।

আমি অগ্রে, আমি অগ্রে এই বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর উভয়ে
 আগমন করিয়া, মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গোচর করিলেন ॥ ১০৬ ॥ বিষ্ণু কহিলেন, স্বন্দ !
 তুমি ক্রৌঞ্চকেই জিজ্ঞাসা কর । এই ক্রৌঞ্চ যাহার কথা অগ্রে বলিবে, সেই বলবান্ হইবে ॥ ১০৭ ॥

পাবকি মাধবের এই কথা শুনিয়া, ক্রৌঞ্চকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে
 কে অগ্রে তোমারে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন ? ॥ ১০৮ ॥

মহামতি ক্রৌঞ্চ এইরূপ উক্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে গুহ ! ইন্দ্র প্রথমে প্রদক্ষিণ
 করিয়াছেন । পরে তুমি করিয়াছ ॥ ১০৯ ॥

ক্রৌঞ্চ এইরূপ বলিলে, কুমার ক্রোধবশে প্রফুরিতাধর হইয়া, শক্তিপ্রহারপূরঃসর কুটিলতা
 করিয়া, মহিষের সহিত সেই ক্রৌঞ্চকে তৎক্ষণাৎ বিদারিত করিলেন ॥ ১১০ ॥

পুত্র নিহত হইলে, পর্কতরাজনন্দন সুনাত তথায় আগমন করিলেন । তখন কুদ, ইন্দ্র,
 মরুৎ অশ্বী ও বসুপ্রমুখ দেবগণ মহিষকে নিহত দর্শন করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ১১১ ॥
 অনন্তর কুমার আপনার মাতুলকে দর্শন করিয়া, শক্তিসমুৎপাটন পূর্বক সংহার ক্রটিতে
 সমুদ্যত হইলে, চক্রধর বিষ্ণু বাহুধুগলে আলিঙ্গন করিয়া, গুরুহত্যা করিও না বলিয়া, তাঁহারে
 নিবারিত করিলেন ॥ ১১২ ॥ ঐ সময়ে হিমাচলে অভ্যাগত হইয়া, সুনাতকে হস্তে গ্রহণ করিয়া,
 লইয়া গেলেন । ভগবান্ হরিও শিখণ্ডিবাহন কার্তিকেয়কে সবেগে স্বর্গে সমানীত করি-
 লেন ॥ ১১৩ ॥ অনন্তর গুহ সুরেশ্বর হরিকে কহিলেন, ভগবন্ ! মোহবশে আমার বিবেক
 নষ্ট হইয়াছিল । সেইজন্যই আমি মাতুলের ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়াছি । অতএব অধুনা শ্বশরীর
 শোধিত করিব ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণু তাঁহারে কহিলেন, অয়ি কুমার ! তুমি পাপহর তীর্থপ্রবর পৃথ-
 দকে গমন কর । তথায় ওষবতীতে স্নান ও ভক্তিসহকারে মহাদেবকে দর্শন করিলে, সূর্যাসম-
 প্রভাসম্পন্ন হইবে ॥ ১১৫ ॥ কুমার এইরূপ অভিহিত হইয়া, পৃথদকে অভ্যাগমন ও মহাদেবকে
 অবলোকন পূর্বক স্নান ও দেবগণের অভ্যর্থনা করিয়া, রবির স্থায় প্রকাশবিধিষ্ট হইয়া, মহা-
 দেবের আলায় কৈলাসে গমন করিলেন ॥ ১১৬ ॥ ঐ সময়ে সূচক্ৰনেত্র নামক গণেশ্বর বায়ুমাত্র

আরাধ্যমান বৃষধ্বজং তথা হরোহপি তুষ্ঠো বরদো বভূব ॥ ১১৭ ॥ দেবাং স বত্রে বরমায়াধার্থে
ক্রৌঞ্চাস্তকারী রিপুবাহুখণ্ডং । হিন্দ্যাং তথা স্বপ্ৰতিমং করেণ বাণস্য তস্মৈ ভগবান্ দদাতু ॥ ১১৮ ॥
তমাহ শত্রুরজ দত্তমেতদ্বয়ং হি চক্রণ্য তবায়ুধন্য । বাণস্য তদ্বাহবনং প্রবুদ্ধং সংচ্ছেৎস্যাসে
নাত্র বিচার্যমস্তি ॥ ১১৯ ॥ বরে প্রদত্তে ত্রিপুরাস্তকেন গণেশ্বরঃ স্কন্দমুপাজগাম । নিপত্য পাদৌ
প্রতিবন্দ্য স্তুষ্টৌ নিবেদয়ামাস হরপ্রদাদং ॥ ১২০ ॥ এবং তবোক্তং মহিষাসুরস্য বধস্তিনেত্রা-
ন্বজশক্তিভেদাৎ । ক্রৌঞ্চস্য মৃত্যুঃ শরণাগতানাং পাপাপহং পুণ্যবিবর্দ্ধনকং ॥ ১২১ ॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরতারকোপাখ্যানেন ক্রৌঞ্চভেদনং নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যোনৌ মজ্জয়তাং প্রাপ্তৌ দৈত্যানাং শরতাডিতঃ । স কেন্দ্রবদ নির্ভিন্নঃ
শরেণ দিতিজেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । আসীদ্রূপো রযুকূলে রিপুজন্মহর্ষে তস্তাত্মজো গুণগণৈকনিধির্মহাত্মা ।
শূরোরিসৈন্যদমনো বলবান্ স্তুষ্টৌ বিপ্রান্ধদীনকুপণার্তিশমঃ পৃথিব্যাং ॥ ২ ॥ ঋতধ্বজো নাম
মহামহীশঃ স গালবার্গে তুরগাধিক্রুতঃ । পাতালকেতুং নিজঘান পৃষ্ঠে বাশেন চন্দ্রার্কনিভেন
বেগশঃ ॥ ৩ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং গালবস্যাসৌ সাধয়ামাস সত্তম । যেনাসৌ পত্রিণা তুণং নিজ-
ঘান নৃপাত্মজঃ ॥ ৪ ॥

ভক্ষণ করিখা, মহাশমে তপশ্চরণ সহকারে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল । তিনি তুষ্ঠ
হইয়া, বরদানে উদ্যত হইলেন ॥ ১১৭ ॥ তখন সূচক্র তাহার নিকট আয়ুধার্থে এই বর প্রার্থনা
করিল, ক্রৌঞ্চাস্তকারী কার্তিকেয় তোমার সদৃশ দস্ত বিশিষ্ট বাণের বাহুসমূহ যাহা দ্বারা ছেদন
করিতে পারেন, তাহারে এইরূপ আয়ুধ প্রদান করিতে হইবে ॥ ১১৮ ॥

মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, তুমি গমন কর ; যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহাই দিলাম । এই
চক্রায়ুধ দ্বারাই বাণের সেই অতিবর্দ্ধিত বাহুবন ছেদন করিবে, ইহাতে আর বিচার্য্য নাই ॥ ১১৯ ॥

ত্রিপুরাস্তক হর বরপ্রদান করিলে, গণেশ্বর কার্তিকেয়ের গোচরে উপগত ও তদীয় পাদে
নিপতিত হইয়া, প্রতিবন্দনাপূর্বক স্তুষ্টিতে মহাদেবের অনুগ্রহ বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ১২০ ॥
তিনেত্রান্বজ শক্তি দ্বারা বিদারিত করিয়া, মহিষাসুর ও ক্রৌঞ্চকে যেরূপে নিহত করেন, তোমার
নিকট তাহা কীর্তন করিলাম । ইহা শুনিলে, পাপ সকলের ধ্বংস ও পুণ্যবিবর্দ্ধিত হয় ॥ ১২১ ॥
ইতি শ্রীবামনপুরাণে মহিষাসুরতারকোপাখ্যানেন ক্রৌঞ্চভেদনং নাম অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

নারদ কহিলেন, দৈত্যগণ মজ্জণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই যে অসুর শরতাডিত হইয়া,
আগমন করিয়াছিল, কেন্ বাক্তি তাহাকে শরপ্রহারে নির্ভিন্ন করিয়াছিল ? ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহর্ষে ! রযুকূলে রিপুজন্মানাম রাজা ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম
ঋতধ্বজ । ঋতধ্বজ গুণগণৈকনিধি, মহাত্মা, শূর, শত্রুসৈন্যমর্দন, বলবান্ ও প্রস্তুষ্টম্ভাব এবং
বিপ্র, অন্ধ, দীন ও কুপণগণের আর্তপ্রশমন করিতেন । সেই মহামহীপতি ঋতধ্বজ গালবের
অন্য তুরগাধিক্রুত হইয়া, চন্দ্রার্কসন্নিভ বাণ দ্বারা পাতালকেতুর পৃষ্ঠদেশ আহত করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

নারদ কহিলেন, হে সত্তম ! কিজন্য তিনি গালবের কার্যসাধন করিয়াছিলেন, যে
সত্তরে দৈত্যকে শরাঘাত করেন ? ॥ ৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পুরা তপস্তপ্যতি গালবর্ষৌ মহাশ্রমে য়ে সততং নিবিষ্টে । পাতালকেতুস্তপ-
সোস্য বিঘ্নং ক্রোতি মোচাৎ স সমাধিভঙ্গঃ ॥ ৫ ॥ ন চেব্যাভেনো তপসো বায়ং হি শক্নোতি
কর্তৃভূত্ব ভক্ষ্যমাভুঃ । আকাশমীক্ষ্যাস্থ স দীর্ঘমুখঃ মুমোচ নিশ্বাসমবুভুতমঃ হি ॥ ৬ ॥ ততো-
হম্বহাদ্ব্যজিবরঃ পপাত বভূব বাণী অশরীরিণী চ । অসৌ তুরঙ্গো বলবান্ ক্রমেণ হুহা সহস্রাণি
তু যোজনানাং ॥ ৭ ॥ স তং প্রগৃহ্যাস্ববরঃ তুরঙ্গমৃতধ্বজং যোজ্য তদাভুশস্ত্রং । স্থিতস্তপস্যেব
ততো মহর্ষির্দৈত্যং সমভোক্ত্য নৃপো বিভেদ ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ । কেনাস্বরতলাদাজী নিঃসৃষ্টো বদ স্মরত । বাক্যাদেহিনী জাতা পরং কোতু-
হলং মম ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । বিশ্বাবস্মূর্নম মহেন্দ্রং গায়নো গন্ধর্করাজো বলবান্ যশস্বী । নিসৃষ্টবান্
ভুবলয়ে তুরঙ্গমৃতধ্বজৈব স্মতার্থমাণ্ড ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ । কোর্থো গন্ধর্করাজস্য যেনাটপ্রবীন্মহাধবঃ । রাজঃ কুবলয়াশ্বস্য কোর্থো
নৃপস্মৃতস্য চ ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । বিশ্বাবসোঃ শীলগুণোপপন্ন্য আসীৎ পুরস্কৃতী স্মভগা ত্রিলোকে । লাবণ্যরাশিঃ
শশিকান্তিতুল্যা মদালসা নাম মদালসেব ॥ ১২ ॥ তাং নন্দনে দেবরিপুস্তরস্বী সংক্ৰীড়ন্তীং রূপ-
বতীং দদর্শ । পাতালকেতুস্ত জহার তস্বীং তস্যার্থতঃ শোশবরঃ প্রদত্তঃ ॥ ১৩ ॥ হত্বারিদৈত্যং
নৃপতেন্তনুজো লক্ষ্মী বরোরুণমপি সংস্থিতোহভূৎ । দৃষ্টো যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ শচ্যা তথা রাজ-
সৃষ্টো মৃগাক্ষ্য ॥ ১৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্বে মহর্ষি গালব স্বকীয় মহাশ্রমে সতত সন্নিবিষ্টে হইয়া, তপশ্চরণে আবৃত
হইলে, দৈত্য পাতালকেতু মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ও সমাধি ভঙ্গ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥
মহর্ষি অনায়াসেই তাহারে ভক্ষ্য করিতে পারিতেন । কিন্তু তপস্যার ক্ষয় করিতে অভিলাষী
হইলেন না । কেবল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অতিদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসতার পরিহার
করিলেন ॥ ৬ ॥ তখন অম্বর হইতে অশ্ববর পতিত ও তৎসহকারে এইরূপ অশরীরিণী বাণী
প্রাচুভূত হইল, এই বলবান্ তুরঙ্গ এক দিনেই সহস্রযোজন অতিক্রম করিবে । গালব সেই
তুরঙ্গ গ্রহণ ও ঋতুধ্বজকে শস্ত্রধারণপূর্বক রক্ষণার্থে নিয়োজিত করিয়া, তপশ্চরণে নিবিষ্ট হইলেন
এবং রাজা দৈত্যকে সমভ্যাগত হইয়া, শর দ্বারা নির্ভিন্ন করিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, হে স্মরত ! কোন্ ব্যক্তি অস্বরতল হইতে সেই অশ্ব নিঃসৃষ্ট করিলেন ?
কোন্ ব্যক্তিই বা সেই অশরীরিণী বাণী প্রাচুভূত হইল ? শুনিবার জন্য পরম কোতূহল
উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিশ্বাবস্মূনা মহেন্দ্রের গায়ন, বলবান্, যশস্বী, গন্ধর্করাজ স্বকীয় কন্যার
জন্য ঋতুধ্বজের উদ্দেশে অশ্ব ও ঐ অশ্ব ভুবলয়ে নিষ্ক্ষেপ করেন ॥ ১০ ॥

নারদ কহিলেন, গন্ধর্করাজ বিশ্বাবস্মু যে মহাবেগবিশিষ্ট অশ্ব নিসৃষ্ট করিলেন, তদ্বারা কি
ইষ্টাপত্তি সাধিত হইয়াছিল । আর, নৃপনন্দন রাজা কুবলয়াশ্বেরই বা কি উদ্দেশ্য সমাহিত হইল ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিশ্বাবস্মুর মদালসার স্ত্রী, মদালসানামে কন্যা ছিল । মদালসা যেমন
শীলগুণশালিনী ও ত্রিলোকমধ্যে স্মভগা, সেইরূপ, সাক্ষাৎ লাবণ্যরাশি ও শশিকান্তিসন্নিভা ॥ ১২ ॥
সেই রূপবতী মদালসা নন্দনে ক্রীড়া করিতেছিল । দেবরিপু পাতালকেতু দর্শন করিয়া, সেই
তস্বীকে সবেগে হরণ করিল । তাহার উদ্ধার জন্য ঐ অশ্ব প্রদত্ত হইল ॥ ১৩ ॥ নৃপনন্দন
দেবারিকে নিহত করিয়া, সেই বরোরুণকে লাভ করত, সংস্থিত হইলেন । মহেন্দ্র যেমন শচী-
সহবাসে সেই রাজনন্দন তেমন ঐ মৃগাক্ষীর সংসর্গে বিরাজমান হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

নারদ উবাচ । এবং নিরন্ত্রে মহিষে তারকে চ মহাস্বরে । হিরণ্যাক্ষস্তো ধীমান্ কিমাচে-
ষ্টত বৈ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তারকং নিহতং দৃষ্ট্বা মহিষং চ রণেদ্ধকঃ । কোপকাক্ষে স্মৃদ্বুর্কির্দেহ্যানাং
দেবসৈন্তহা ॥ ১৬ ॥ ততঃ স্বল্পপরীবারঃ প্রগৃহ্য পরিঘং কৰে । নির্জগামাথ পাতালং বিচর্য
চ মেদিনীম্ ॥ ১৭ ॥ ততো বিচর্য তেন মন্দ্রে চারুকন্দরে । দৃষ্ট্বা গৌরী চ গিরিঞ্চা সখী
মধ্যস্থিতা শুভা ॥ ১৮ ॥ ততোভূৎ কামবাণার্ভঃ সহসৈবাক্ষকাস্তরঃ । তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্কাজীং
গিরিরাজমুতাং বনে ॥ ১৯ ॥ অথোবাচাস্ত্রো মূঢ়ো বচনং মন্থথাক্ষকঃ । কস্যোয়ঞ্চাক্ষসর্কাজী
বনে চরতি স্ত্রী ॥ ২০ ॥ ইয়ং যদি ভবেন্নৈব মমাস্তঃপূর্ববাসিনী । তস্মদীয়েন জীবন ক্রিয়তে
নিফলেন কিং ॥ ২১ ॥ যদস্যাস্তুতুমধ্যায়ান পরিষদ্বানহং । অতো ধিগ্ মম রূপেণ কিং হি রণ
প্রয়োজনং ॥ ২২ ॥ স মে বন্ধুঃ স সচিবঃ স ভ্রাতা সাংপরায়িকঃ । যে মমাসিতকেশীং তাং যোজয়েন্-
মৃগলোচনাং ॥ ২৩ ॥ ইথাং বদতি দৈত্যোজ্ঞে প্রহ্লাদো বুদ্ধিগাগরঃ । পিধায় কর্ণে হস্তাভ্যাং
শিরঃকম্পংবচোহব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ মাতৈমবদ্যদ দৈত্যোজ্ঞ জগতো জননী ত্বয়ং । লোকনাথস্য ভাৰ্য্যায়
শঙ্করস্য ত্রিশূলিনঃ ॥ ২৫ ॥ মা কুরুষ স্মৃদ্বুর্কিং সদ্যঃ কুলবিনাশিনীং । ভবতঃ পরদারেয়ং মা নি-
মজ্জ রসাতলে ॥ ২৬ ॥ সৎসু কুৎসতমেব হি অসৎস্বপি হি কুৎসিতং । শত্রবন্তে প্রকূৰ্দ্ধ
পরদারাবগ হনং ॥ ২৭ ॥ কিং ন শ্রতো নৈতানাত্বেহ কিং ন গীতঃ শ্লোকো গাধিনা পার্থিবেন ।
দৃষ্ট্বা নৈন্তং বিশ্বাস্তং প্রসক্তং পথ্যং তথ্যং সর্বলোকে হিতকং ॥ ২৮ ॥ বরং প্রাণান্ত্যাজ্যান বত

নারদ কহিলেন, এইরূপে মহাস্বর তারক নিরন্ত হইলে, হিরণ্যাক্ষের পুত্র ধীমান্ অন্ধক
পুনর য কি কবিধাছিল ? ॥ ১৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তারক ও মহিষ উভয়ে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, দেবসৈন্ত-
নিহদন নিতাঙ্ক দুর্ভুন্ধি অন্ধক জাতক্রোধ হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর স্বল্প পরিকরে পরিবৃত হইয়া,
পরিঘহস্তে পাতাল হইতে নির্গমনপূর্বক পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ এইরূপ
বিচরণপ্রসঙ্গে সে চারুকন্দরমণ্ডিত মন্দরভূধরে সখীমধ্যে স্নিবিষ্ট গিরিনন্দিনী গৌরীকে অব-
লোকন করিল ॥ ১৮ ॥ সেই চারুসর্কাজী গিরিরাজনন্দিনীকে অরণ্যমধ্যে অবলোকন করিয়া,
সে তৎক্ষণাৎ কামবাণে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর সে মোহের বশবর্তী
ও মদনোন্মাদে অকৌতুহ হইয়া, কাহিতে লাগিল, এই চারুসর্কাজী সুন্দরী ললনা কাহারও পরিগ্রহ ?
কিহু বনে বিচরণ করিতেছে ? ॥ ২০ ॥ এই কামিনী যদি আমার অন্তঃপূর্ববাসিনী না হয়,
তাহা হইলে, আমার নিফল জীবন ধারণ করিয়াই বা ফল কি ? ২১ ॥ যদি আমি এই তনুমধ্যায়
আলিঙ্গন প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে, আমাকে ধিক্ ! আমার স্থির রূপেই বা প্রয়োজন
কি ? ২২ ॥ সেই আমার বন্ধু সেই আমার সচিব, সেই আমার ভ্রাতা এবং সেই আমার
সাংপরায়িক ; যে ব্যক্তি এই অসিতকেশী মৃগলোচনারে আমার সহিত যোজনা করিয়া দিবে ॥ ২৩ ॥

দৈত্যোজ্ঞ অন্ধক এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, বুদ্ধিগাগর প্রহ্লাদ হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন
ও শিরঃকম্পন পূর্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দৈত্যোজ্ঞ ! এরূপ বলিও না । কেননা,
ইনি জগতের জননী । এবং সাক্ষাৎ লোকনাথ ত্রিশূলধারী শঙ্করের সহধর্মিণী ॥ ২৫ ॥ তুমি
এরূপ অতিমাত্র দুর্ভুন্ধিপরতন্ত্র হইও না ; ইহাতে সদ্যঃ বংশনাশ হইবে । ইনি তোমার পরদার ।
অতএব রসাতলে নিমগ্ন হইও না ॥ ২৬ ॥ পরদারাবমর্শন সাবুসমাজে যেমন নিন্দনীয়, অসাধু-
সমাজেও তেমন কুৎসিত । অতএব তোমার শত্রুগণই তাহাতে প্রবৃত্ত হউক ॥ ২৭ ॥ হে দৈত্যপতে !
রাজা গাধি এতৎসম্বন্ধে যে শ্লোক গান করিয়াছেন, তাহা কি তোমার শুনা নাই ? তাঁহার
ঐ শ্লোক যেমন বাথার্থগুণে অলঙ্কৃত, সেইরূপ সকল লোকেরই হিতকর ও পরম ফলোপ-

পরহিংসা অভিযতা বরং মোহনং কাৰ্ঘ্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং । বরং ক্রীবৈবর্ত্যব্যং ন চ পর-
কলত্রাভিগমনং বরং ভিক্ষার্থিৎ ন চ পরধনানাং হি হরণং ॥ ২৯ ॥ স প্রহ্লাদবচঃ শ্রুত্বা ক্রোধা-
ক্কো মদনাতুরঃ । ইয়ং সা শত্রুজননীত্যেবমুক্তা প্রহৃৎবে ॥ ৩০ ॥ ততে হৃদ্যাবনৈতেয়া যজ্ঞ-
মুক্তা ইবোপলাঃ । তানদ্রাবহলানক্ষী চক্রোদ্যতকরোহব্যয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ময়তারপুংরোগান্তে বারিতা
দ্রাবিতাস্থা । কুলিশেনাহতাস্তূর্ণং জগ্মুর্ভীতা দিশো দশ ॥ ৩২ ॥ তানন্দিতান্ রণে দৃষ্ট্য়া
নন্দিনাক্কদানবঃ । পরিঘেণ সমাহতা পাতয়ামাস নন্দিনং ॥ ৩৩ ॥ শৈলৈয়ং পতিতং দৃষ্ট্য়া
ধাবমানং তথাক্কং । শতরূপাভবদগৌরী ভয়াস্তস্য ছুরাঅনঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ স দেবীগণমধ্য-
সংস্থিতঃ পরিভ্রমন্ ভাতি মহাস্বরেজঃ । যথা বনে মত্তকরী পরিভ্রমন্ করেণুযথো মদলোলদৃষ্টিঃ ॥ ৩৫ ॥
ন পরিজ্ঞাতবাংস্তত্র কা তু সা গিরিকন্তকা । নাত্রাশ্চর্যং ন পশুন্তি চত্বারোহমী নদৈব হি ॥ ৩৬ ॥
ন পশুতোহ জাত্যক্কো রাগক্কোহপি ন পশুতি । ন পশুতি মনোন্মত্তা লোভাক্কাস্তো ন পশুতি ।
সোহপশুমানো গিরিকাক্কং পশুন্নপি তদাক্ককঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রদারবাদদত্তাসাং যুবতা ইতি চিস্তয়ন্ ।
ততো দেব্য। স কুট্টীক্সা শতাবর্য। নিরাক্কৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ কুট্টিতঃ প্রবরৈঃ শতৈর্নিপপাত মহীতলে ।
বাক্ক্যাক্ককং নিপতিতং শতরূপা বিভাবরী ॥ ৩৯ ॥ তস্মাৎ স্থানাদপাক্কম্য গতান্তর্ক নমস্বিকা ।
পতিতাক্কাক্কং দৃষ্ট্য়া নৈত্যদানবযূথপাঃ ॥ ৪০ ॥ কুর্কন্তঃ স্তুমহাশকং প্রোদ্রবন্ত রণার্থিনঃ ।

ধায়ক ॥ ২৮ ॥ তিনি বলিয়াছেন, বরং প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি পরহিংসা কখন অভিমত
নহে । বরং চূপ করিয়া থাকিবে, তথাপি কখন অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিবে না । বরং
ক্রীব হইবে, তথাপি কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না । বরং ভিক্ষার্থী হইবে, তথাপি কখন পরধন
হরণ করিবে না ॥ ২৯ ॥

অন্ধক প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া মদনাতুর ও ক্রোধাক্ক হইয়া, এই গৌরী শত্রুর জননী ;
এই কথা বলিয়াই ধাবমান হইল ॥ ৩০ ॥ তদর্শনে অন্যান্য দৈত্যগণ যজ্ঞমুক্ত উপলের নায়,
তাহার অনুগমন করিল । নন্দী চক্রোদ্যতহস্তে তাহ দিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥
সেই ময়তারপুংরোগম দৈত্যগণ নন্দী কর্তৃক বারিত, দ্রাবিত ও বজ্রপ্রহারে আহত হইয়া, সত্বরে
সতয়ে দশদিকে গমন করিল ॥ ৩২ ॥ অন্ধক নন্দী কর্তৃক অশ্মরদিগকে বিদ্রাবিত বিলোকন
করিয়া, পরিঘ দ্বারা আঘাত কৃত, তাহাকে ধরাতলে নিপতিত করিল ॥ ৩৩ ॥ নন্দীকে পতিত
ও অন্ধককে ধাবমান দর্শন করিয়া, গৌরী সেই ছুরাআর ভয়ে শতরূপা হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন
অন্ধকাস্মর দেবীগণমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরিভ্রমণ করতে লাগিল । তৎকালে অরণ্যমধ্যে
করেণুসমাজে ভ্রমমাণ মদলোলদৃষ্টি করীর নায়, তাহার শোভা প্রাচুর্ভূত হইল ॥ ৩৫ ॥ তাঁহাদের
মধ্যে কে, গিরিনন্দিনী সে তাহা জানিতে পারিল না । এবিষয় আশ্চর্য্য নহে । কেননা,
সংসারে এই চাঁড়জন, কোন কালেই দেখিতে পায় না ॥ ৩৬ ॥ প্রথম, যে ব্যক্তি
জন্মাক্ক, সে কখন দেখিতে পায় না । দ্বিতীয়, রাগাক্ক, তৃতীয়, মদাক্ক ; এবং চতুর্থ লোভাক্কও
দেখিতে পায় না । সেই কারণে দেবীকে সে দেখিতে পাইল না । অনন্তর দেবীগণকে
দর্শন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ তাহাদিগকে যুবতী ভাবিয়া, বেগে ধাবমান হইল । দেবী
সেই শতরূপেই সেই ছুরাআকে নিবারিত ॥ ৩৮ ॥ ও প্রবর শত্ৰাঘতে কুট্টিত করিলে, সে
মহীতলে নিপতিত হইল । তখন শতরূপা গিরিনন্দিনী অন্ধককে নিপতিত দর্শন করিয়া ॥ ৩৯ ॥
সেই স্থান হইতে অপক্রমণপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন ।

ঐ সময়ে অন্ধককে নিপতিত দেখিয়া, দৈত্য ও দানবযূথপতিগণ ॥ ৪০ ॥ তুমুল শব্দ করত

ভেষামাপত্ততাং শকং শ্রুত্বা তস্থৌ গণেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ আদায় বজ্রং বলবান্নঘবানিব কোপিতঃ ।
দানবান্ সময়াবীক্ষ্য পরাজিতা গণেশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥ সমভ্যেত্যশ্বিকাং দৃষ্ট্বা ববন্ধে চরণৌ ভূভৌ ।
দেবী চ ত্ৱা নিম্না মূর্তীস্থাহ গচ্ছধ্বমিচ্ছয়া ॥ ৪৩ ॥ বিহরধ্বং মহীপৃষ্ঠে পূজ্যমানা মরৈরগ্নিহ । বনতি-
ৰ্ভবতীনাঞ্চ উদ্যানেষু বনেষু চ ॥ ৪৪ ॥ বনস্পতিবু বৃক্ষেষু গচ্ছধ্বং বিগতস্রবঃ । তান্ধেব-
মুক্তাঃ শৈলেষা প্রণিপত্যাস্বিকাং ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ দিক্ষু সর্কাস্ত জগুস্তা স্তূয়মানাস্চ কিন্নরৈঃ ।
অন্ধকোপি স্ম তং লক্ষ্য অপশুগ্নজ্বিনন্দিনীম্ । স্ববলং নির্জিতং দৃষ্ট্বা ততঃ পাতালমাদ্রবৎ ॥ ৪৬ ॥
ততো দূরাত্মা স তদাঙ্ককো মূনে পাতালমভ্যেত্য দিবান ভুংক্তে । রাত্নৌ ন শেতে মদনেষু
ভাঙিতো গৌরীং স্ম তং কামবলাভিপন্নঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রোক্তভাবে অন্ধকপরাজয়ো নাম একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ক গতঃ শকরো হাসীদেয়নাস্য নন্দিনা সহ । অন্ধকং বোধয়ামাস এতন্মে
বক্ষুর্মহর্ষি ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । যদা বর্ষসহস্রম্ মহামোহে স্থিতো ভবঃ । তদা প্রভৃতি নিস্তেজা হীনবীৰ্য্যঃ
প্রদৃষ্টতে ॥ ২ ॥ স্বমাত্মানং নিরীক্ষ্যথ নিস্তেজোহংশং মহেশ্বরঃ । তপোর্থায় তদা চক্রে মতিং
মতিমতাস্বরঃ ॥ ৩ ॥ স মহাব্রতমুৎপাদ্য সমাশ্বস্ত্যশ্বিকাং বিভূঃ । শৈলমুদিং স্থাপ্য গোপ্তারং

রণার্থী হইয়া, ধাবমান হইল । গণেশ্বর সেই আপতমান দৈত্যগণের শক শ্রবণ করিয়া, দণ্ডায়-
মান হইলে ॥ ৪১ ॥ বোধ হইল, যেন বলবান্ মঘবান্ বজ্র গ্রহণ করিয়া, কোপভরে অবস্থিতি
করিতেছেন । অনন্তর গণেশ্বর ময়নহিত দানবদিগকে দর্শন ও পরাজয় করিয়া ॥ ৪২ ॥ অগ্নি-
কার সকাশে গমন ও তাঁহারে সন্দর্শন পূর্বক, তদীয় পবিত্র চরণযুগলে প্রণাম করিল । তখন
দেবী আপনার সেই মূর্তি সকলকে কহিলেন, তোমরা যথেষ্ট গমন কর ॥ ৪৩ ॥ এবং মনুষ্য-
গণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া, বিহার করিয়া বেড়াও । উদ্যান সকলে, অরণ্যসমূহে, বনস্পতি-
সমুদায়ে ও বৃক্ষসমস্তে তোমাদের বাস হইবে । তোমরা বিগতস্র হইয়া গমন কর ।

শৈলনন্দিনী এইরূপ কহিলে, তঁহার। তাঁহাকে যথাক্রমে প্রণিপাত করিয়া ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥
কিন্নরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া, সমুদায় দিকে গমন করিলেন । এ সময়ে অন্ধক সংজ্ঞালাভ করিয়া,
অজ্বিনন্দিনীকে দেখিতে না পাইয়া, নিজদৈত্য সকল পর জিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া পাতালে
সমাগত হইল ॥ ৪৬ ॥ হে মুন ! দূরাত্মা অন্ধক বিষম শরের শরণ্যে নিতান্ত আহত ও
কামবলে অভিপন্ন হইয়াছিল । তজ্জন্ত, সে পাতালে অভ্যাগত হইয়া, দিবসে আহার পরিহার
ও রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়, কেবল দেবী গৌরীরই ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকপরাজয়নামক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

নারদ কহিলেন, দেবদেব শকর কোথায় গিয়াছিলেন, যে, সেইজন্ত অশ্বিকা স্বয়ং নন্দির সহিত
মিলিত হইয়া, অন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । অনুগ্রহপূর্বক এই বৃহত্ত বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেব বর্ষসহস্র মহামোহে অবস্থিতি করিতে, সেই অবধি নিস্তেজ ও
হীনবীৰ্য্য লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তিনি স্বয়ং আপনাকে নিস্তেজোংশ নিরীক্ষণ করিয়া,
তপোব্রতানার্থ কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ৩ ॥ এবং মহাব্রত অবলম্বন ও আত্মাকে সমাশ্বাসিত

বিচচাৰ মতীতলে ॥ ৪ ॥ মহামুদ্রাপিত্ত্রীবো মহাহিক্তকুণ্ডলঃ । ধারঃশ্চ কটীদেশে মহা-
শম্ভস্য মেখলাং ॥ ৫ ॥ কপালং দক্ষিণে হস্তে সর্বো গৃহ্য কমণ্ডলুং । একাহবাসী বৃক্ষাদ্রি শৈল-
সান্ননদীষু চ ॥ ৬ ॥ স্থানং ত্রৈলোক্যমাস্থায় মূলান্নারোহুভোজনঃ । বায়ুশারস্তথা তস্থৌ
নববর্ষশতং ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ততো বীটাং মুখে ক্ষিপ্য নিরুচ্ছাসো ভবেদযদি । বিস্তুতে হিমবৎ-
পৃষ্ঠে রম্যে সমশিতাতলে ॥ ৮ ॥ ততো বীটা বিদার্য্যব কপালং পরমেষ্ঠিনঃ । সার্চ্চিমতী অটো-
মধ্যান্নিক্ষিপ্তা ধরণীতলে ॥ ৯ ॥ বীটয়া তু পতত্যাদ্রিকারিতঃ স্নানমোভবৎ । যাবতীর্থবতঃ
পুণ্যঃ কেদার ইতি বিজ্ঞতঃ ॥ ১০ ॥ ততো হরো বরং প্রাদাৎ কেদারে বৃষভধ্বজঃ । পুণ্যবৃদ্ধি-
করং ব্রহ্মন্ পাপহরং মোক্ষসাধনং ॥ ১১ ॥ যে জলং তাবকে তীর্থে শীত্বা সংযমিনো নরাঃ । মধু-
মাংসনিবৃত্তাস্ত ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ যথাসাঙ্কারবিষ্যন্তি নিবৃত্তাঃ পরপাকতঃ । তেষাং
দ্ব্যংপক্কেষেব তল্লিঙ্গং ভবিতা ক্রবৎ ॥ ১৩ ॥ ন চাস্ত পাপেষু রতির্ভবিষ্যতি কদ'চন । পিতৃণাম-
ক্ষয়ং শ্রীক্সং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ স্নানদানতপাংসৌহ হোমঅপ্যাदिशाः क्रियाः । ভবি-
ষ্যত্যক্ষয়া নৃণাং মৃত্যুনাং পুনর্ভবঃ ॥ ১৫ ॥ এতদ্বরং হরাতীর্থং প্রাপ্য মুঞ্চ স্ত দেবতাঃ । পুনাতি
পুংসাং কেদারজিনেজবচনং যথা ॥ ১৬ ॥ কেদারায় বরং দত্ত্বা অগাম য়রিতো হরঃ । স্নাতুং
ভাস্ত্রস্মৃতাং দেবীং কালিন্দীং পাপনাশিনীং ॥ ১৭ ॥ অবতীৰ্য্য ততঃ স্নাতুং নিমগ্নশ্চ মহাস্ত'স ।
ক্রপদাং নাম গায়ত্রীং জজ্ঞাপাত্তর্জ্জলে হরঃ ॥ ১৮ ॥ নিমগ্নে শঙ্করে দেব্যাং সংসৃত্যাং কলিপ্রিয় ।
সার্কঃ সত্বৎসরো যাতে ন চোন্মজ্জতদেহঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নকরে ব্রহ্মন্ ভুবনাত্তর্গবাস্তথা । চেলুঃ

করিয়া, নন্দীকে রক্তরূপে স্থাপনপূর্বক মতীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এবং
ঐকাদেশে মহামুদ্রা অর্পণ, মহাসর্পের কুণ্ডল ধারণ, কটীদেশে মহাশংখের মেখলা পরিধান ॥ ৫ ॥
দক্ষিণ হস্তে কপাল ও সর্বাকরে কমণ্ডলু গ্রহণ, এবং বৃক্ষ, অদ্রি, শৈলসান্ন ও নদী সকল
এক দিনমাত্র অবস্থান ॥ ৬ ॥ ত্রৈলোক্যস্থান অশ্রয়, মূল আহার, জল ভোজন ও বায়ু ভক্ষণ
করিয়া, ক্রমাৎ ত নব্বিশত বর্ষ যাপন করিলেন । ৭ ॥ অনন্তর মুখমধ্যে বীটা নিষ্পেক্ষ করিয়া,
সেই বিস্তুত হিমবৎপৃষ্ঠে রমণীয় সম শিতাতলে শ্রান্ন রাখ করবর উপক্রম করিলে ॥ ৮ ॥ সেই
বীটা তদীয় কপাল বিদারিত করিয়া, প্রভাজাল বিস্তার করত অটোমধ্য হইতে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত
হইল । ৯ ॥ বীটা পতিত হইলে, অদ্রি বিদারিত ও পৃথিবীর সমান হইয়া গেল । এবং কেদার
নামে পরম পবিত্র তীর্থ প্রধানরূপে প্রাপ্তভূত হইল ॥ ১০ ॥ অনন্তর বৃষভধ্বজ হর কেদারে
বরপ্রদান করি । কহিলেন, তোমার জল পুণ্য বর্দ্ধিত, পাপ বনাশিন ও মোক্ষ সমাহিত
করিবে ॥ ১১ ॥ যাহারা সংযত, মধুমাংসবিবর্জিত, ব্রহ্মচারিব্রতেপ্রতিষ্ঠিত ও পরপাক হইতে
বিমিবৃত্ত হইয়া, তোমার তীর্থে জলপান করিয়া, ছয় মাস ধারণ করিবে, তাহাদের দ্ব্যংপক্কে
সেই লিঙ্গ আবির্ভূত হইবে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ তাহাদের পাপে কখন রত হইবে না । তাহারা পিতৃ-
গণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা অক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ এখানে মরিলে, তাহাকে
পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে না । এখানে স্নান, দান, তপশ্চা, অপ ও হোমাদি যে কোন
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, অক্ষয় ফললাভ হইবে ॥ ১৫ ॥ মহাদেবের নিকট এইরূপ বর পাইয়া,
সেই কেদারতীর্থ, সাক্ষৎ তদীয় বাক্যের শ্রায়, লোকের পবিত্রতা সাধন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

মহাদেব এইরূপে কেদারকে বর দিয়া, সত্বরে সর্বপাপবিনাশিনী ভানুনন্দিনীতে স্নান করি-
বার জন্ত গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় স্নানার্থ অবতীর্ণ ও গভীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া, ক্রপদা-
নারী গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ হে কলিপ্রিয় ! শঙ্কর ঐরূপে অন্তর্জলে নিমগ্ন
হইয়া, সার্ক বৎসর যাপন করিলেন । তথাপি উন্মগ্ন হইলেন না । ১৯ ॥ এই অবসরে সমুদায়

পেতুর্জগৎ নক্ষত্রং তারকৈঃ সহ ॥ ২০ ॥ অসমেভাঃ প্রচলিতা দেবাঃ শক্রপুৰোগমাঃ ।
 স্বস্ত্যস্ত লোকেভ্য ইতি জপন্তঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষুদ্রাশ্চ দেবা লোকেষু ত্র্যক্ষাণঃ ঐষ্টমাগতাঃ ।
 দৃষ্টোচুঃ কিমিদং লাকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সংশয়মাগতাঃ ॥ ২২ ॥ তানাহ পদ্মসমুত্তো ন তেষ্মি চ কারণঃ ।
 তদা গচ্ছত বো যুগং দ্রষ্টুং চক্রগদাধরং ॥ ২৩ ॥ পিতামহেনৈবমুক্তা দেবাঃ শক্রপুৰোগমাঃ ।
 পিতামহং পুরস্কৃত্য মুরারিসদনং গতাঃ ॥ ২৪ ॥

নারদ উবাচ । কোনৌ মুরারির্দেবর্ষে দেবো যক্ষোহু কিম্বরঃ । দৈত্যো বা রাক্ষসো বাপি
 পার্থিবো বা তদ্বচাতাং ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । যোঁসৌ রজঃসত্তময়ো গুণবাশ্চ তমোময়ঃ । নিগুণঃ সর্বগো ব্যাপী মুরারি-
 মধুসূদনঃ ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ । যোহসৌ মুর ইতি খ্যাতঃ কশ্চ পুত্রঃ স গীয়তে । কথঞ্চ নিহতঃ সংখ্যে
 বিষ্ণুনা তদ্বদশ্ব মে ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রয়তাং কথন্তি বামি সুরাসুরনিবর্হণং । বিচিত্রমিদমাখ্যানং পুণ্যদং
 পাপনাশনং ॥ ২৮ ॥ কশ্যপস্যোরসঃ পুত্রো মুরো নাম দনুস্তবঃ । স দদর্শ রণে ভগ্নান্ দিতিপুত্রান্
 সুরোত্তমৈঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ স মরণভ্যন্তস্তপ্তা বর্ষগণান্ বহুন্ । আরাধয়ামাস বিভুঃ ত্র্যক্ষাণম-
 পরাজিতং ॥ ৩০ ॥ ততোহস্য তুষ্টৌ বরদঃ প্রাহ বৎস বরং বৃণু । স চ বত্রে বরং তৈত্যো বরমেবং
 পিতামহাং ॥ ৩১ ॥ যঃ যঃ করতলেনাহং স্পর্শেৎ সময়ে বিভো । স স মক্সন্তনং স্পষ্টৈশ্চমরোপি

ভূবন ও সমুদায় সাগর বিচলিত হইয়া উঠিল । নক্ষত্র ও তারকা সকল ধরাতে পতিত হইতে
 ল গিল ॥ ২০ ॥ শক্রপমুখ দেবগণ আসনভ্রষ্ট হইয়া উঠিলেন । পরমর্ষিগণ, লোকেয় স্বস্তি
 হউক, বলিয়া, জপ করিতে ল গিলেন ॥ ২১ ॥ দেবগণ ক্ষুদ্র হইয়া, ত্র্যক্ষকে কারণ খিজাণা
 করিবার জন্ত গমন করিলেন । এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিজন্ত
 লোক সকল ক্ষুদ্র ও সংশয়ভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥ পদ্মযোনি কহিলেন, অ মি ইহার কারণ
 অবগত নহি । তোমরা চক্রগদাধর বিষ্ণুর দর্শনার্থ গমন কর ; তাহাই যুক্তিযুক্ত ॥ ২৩ ॥ পিতা-
 মহের এইরূপ আদেশ পাইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ তাহারে পুস্কৃত করিয়া, মুরারিসদনে সমা-
 গত হইলেন ॥ ২৪ ॥

নারদ কহিলেন, হে দেবর্ষে ! সেই মুরারি কে ? দেবতা, না, যক্ষ, শিৱ, না, রাক্ষস,
 দৈত্য, না, পার্থিব, নির্দেশ করুন ॥ ২৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, যিনি রজঃসত্তময় ; গুণময় ও তমোময়, যিনি নিগুণ, সর্বগত, সর্বব্যাপী,
 সেট মধুসূদনই মুরারিনামে বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥

নারদ কহিলেন, যে সেই মুর নামে বিখ্যাত, সে কাহার পুত্র ? কিরূপে সংগ্রামে বিষ্ণু
 কর্তৃক নিহত হয়, আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি এই সুরাসুরনিবর্হণ, পুণ্যসংজনন, পাপরিনাশন, বিচিত্র আখ্যান
 কীর্তন করিব, শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥ কশ্যপের গুহরসে দহুর গর্ভে মুর নামে দানবের জন্ম হয় ।
 সে অবলোকন করিল, সুরোত্তম সকল দিতিপুত্রদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছে ॥ ২৯ ॥
 তদর্শনে সে মরণভয়ে আক্রান্ত হইয়া, বহুবর্ষগণ তপস্তা করিয়া, অপরাজিত বিভু ত্র্যক্ষার আরা-
 ধনা করিল ॥ ৩০ ॥ ত্র্যক্ষা তুষ্ট ও বরদানে উদ্যত হইয়া, কহিলেন, বৎস ! বর গ্রহণ কর ।
 সে পিতামহের নিকট এই বর প্রার্থনা করিল ॥ ৩১ ॥ আমি সংগ্রামে যে যে ব্যক্তিকে করতল
 দ্বারা স্পর্শ করিব, হে প্রভো ! হে অজ ! সে অমর হইলেও আমার হস্তস্পর্শমাত্রে যেন

ম্মিয়েদজ ॥ ৩২ ॥ বাঢ়মিতা'হ ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ততোহভ্যাগান্নহাতেজা মুরঃ
 স্মুরগিরিং বলী ॥ ৩৩ ॥ সমেতাস্থরতে দেবযক্ষং কিন্নরমেব বা । ন কশ্চিদস্যুযুধে তেন সমং
 দৈত্যেন নারদ ॥ ৩৪ ॥ ততোহমরাবতীঃ ক্রুদ্ধঃ স গতা শক্রমাস্থয়ৎ । নানেন সহ যোদ্ধুং বৈ
 মতিং চক্রে পুরন্দরঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স করমুদ্যম্য প্রবিবেশামরাবতীঃ । প্রবিশন্তং ন তং কশ্চি-
 ন্নিবারয়িতুমুৎসাহ ॥ ৩৬ ॥ স গতা শক্রসদনং প্রোবাচেক্ষঃ মুরস্তদা । দেহি যুদ্ধং সহস্রাক্ষ
 নোচেৎ স্বর্গং পরিত্যজ ॥ ৩৭ ॥ ইত্যেবমুক্তো দৈত্যেন ব্রহ্মন্ হরিহরস্তদা । স্বর্গরাজ্যং পরি-
 ত্যজ্য ভূচরঃ সমজায়ত ॥ ৩৮ ॥ ততো গজেন্দ্রকুলিশো দ্ব্যতৌ শক্রস্ত শক্রণা । সকলত্রো
 মহাতেজা দেবৈঃ সহ স্মৃতেন চ ॥ ৩৯ ॥ কালিন্দী দক্ষিণে কূলে নিবিবেশ পুরং হরিঃ । মুরশ্চাপি
 মহাভোগান্ বুভুজে স্বর্গপংস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ দানবাশ্চাপরে রৌদ্রা ময়তাপুহোগমাঃ । মুরমা-
 সাদ্য যাদ্যন্তে স্বর্গে স্কৃতিনো যথা ॥ ৪১ ॥ স কদাচিন্মহীপৃষ্ঠং সমায়তো মহাসুরঃ । একাকী
 কুঞ্জরাক্রুতঃ সরযুং নিয়গাং প্রতি ॥ ৪২ ॥ স সরযুস্তটে বীরঃ রাজানঃ সূর্য্যবংশজঃ । দদৃশে
 রঘুনামানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥ তমুপেত্যাব্রীদৈত্যো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ।
 নোচেন্নিবর্ত্ততাং যজ্ঞো নেষ্টব্য দেবতাস্থয়া ॥ ৪৪ ॥ তমুপেত্য মহাতেজা মিত্রাবরুণসম্ভবঃ ।
 প্রোবাচ বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মন্ বসিষ্ঠস্তপতাস্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং তে জিতৈর্নরৈর্দৈত্য অজিতান্নুশাসয় ।
 প্রহর্ত্তুমিচ্ছসি যদি তং নিবারয় চাস্তকং ॥ ৪৬ ॥ স বলী শাসনং তে বৈ ন কবোতি
 মহাসুর । তস্মিন্ জিতে হি বিজিতঃ সর্বমচ্যুত ভূতলং ॥ ৪৭ ॥ স তদ্বসিষ্ঠবচনং নিশম্য

মরিয়া যায় ॥ ৩২ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, আচ্ছা, ত হাই হইবে, বলিলেন । মহা-
 তেজা মহাবল মুর বর পাইয়া, স্মুরগিরিতে সমাগত হইল ॥ ৩৩ ॥ সমাগত হইয়া, দেব,
 যক্ষ ও কিন্নরদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল । কিন্তু নারদ ! কেহই তাহার সহিত
 যুদ্ধ করিলেন না ॥ ৩৪ ॥ তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া, অমরাবতীতে গমন ও ইন্দ্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান
 করিল । কিন্তু পুরন্দর তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর সে কর উদ্যত
 করিয়া, অমরাবতীতে প্রবেশ করিল । প্রবেশ করিবার সময় কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে
 সাহসী হইল না ॥ ৩৬ ॥ সে শক্রসদনে গমন করিয়া, তাহাকে কহিল, হে সহস্রাক্ষ ! আমার
 সহিত যুদ্ধ কর । নচেৎ স্বর্গ ত্যাগ করিয়া যাও ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মন্ ! মুর এইরূপ কহিলে, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন মুর ইন্দ্রের ঐরাবত ও বজ্র আত্মসাৎ করিল । ইন্দ্র পুত্র, কলত্র ও
 দেবগণের সহিত ॥ ৩৯ ॥ কালিন্দীর দক্ষিণ কূলে নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন । মুর স্বর্গে থাকিয়া,
 মহাতেগ সকল ভোগ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ ময় ও তারপ্রমুখ অপরাপর রৌদ্রপ্রকৃতি দানব-
 গণ মুরের শরণাপন্ন হইয়া, স্বর্গে স্কৃতিগণের ন্যায়, আমোদ আত্মসাৎ প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥
 কোন সময়ে মহাসুর মুর মহীপৃষ্ঠ সমাগত ও একাকী কুঞ্জররোহণে সরযুনদীর তটে উপস্থিত
 হইল ॥ ৪২ ॥ তথায় সে অবলোকন করিল, সূর্য্যংশীর বীর রাজা রঘু যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত
 হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ দৈত্য তাহার নিকট গিয়া কহিল, অ্যামারে যুদ্ধ দাও । নচেৎ যজ্ঞ হইতে
 নিবৃত্ত হও । দেবতাদের পূজা করিতে পাইবে না ॥ ৪৪ ॥

মহাতেজা, মহাবুদ্ধি, তপ স্বশ্রেষ্ঠ, মিত্রাবরুণনন্দন তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন ॥ ৪৫ ॥
 হে দৈত্য ! মনুষ্যাগণ তোমার নিকট পরাজিতই আছে । অতএব তাহাদিগকে জয় করিয়া,
 তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইবে ? তাহারাজ্য অজিত, তাহাদিগকে অনুশাসন কর । যদি যুদ্ধ করিতে
 ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যমকে নিরস্ত কর ॥ ৪৬ ॥ যম অতি বলবান্ । তোমার শাসন
 পালন করিবে না । তাহারে জয় করিলেই, তোমার সমুদায় সংসার জয় করা হইবে ॥ ৪৭ ॥

দনুপুঙ্গবঃ । জগাম ধৰ্ম্মরাজানং বিজ্ঞেতুং দণ্ডপানিনং ॥ ৪৮ ॥ তমায়ান্তং যমঃ শ্রুত্বা
মস্ত বধ্যঞ্চ সংযুগে । স সমাক্রুত্ব মদ্বিষং কেশবাস্তিকমাগমৎ ॥ ৪৯ ॥ সমেত্য চাতিবা-
দোনং প্রোবাচ মুচ্যেষ্টিতং । স চাহ গচ্ছ মমদ্য প্রেষয়ন্ত মহামুখম্ ॥ ৫০ ॥ স বাসুদেববচনং
শ্রুত্বা চ ত্বব্যান্বিতঃ । এতস্মিন্নস্থরে দৈত্যঃ সংপ্রাপ্তো নগরীং মুরঃ । ৫১ ॥ তমাগতং যমঃ প্রাহ
কিং মুরো কৰ্ত্তুমিচ্ছসি । বদন্ত বচনং কৰ্ণা তদীয়ং দানবেশ্বর ॥ ৫২ ॥

মুর উবাচ । যম প্রজাসংযমনান্নিবৃত্তিং কৰ্ত্তুমিচ্ছসি । নোচেত্তবাদ্য ছিত্বাহং মূৰ্দ্ধানং পাতয়ে
ভুবি ॥ ৫৩ ॥ তমাহ ধৰ্ম্মরাজ বাক্যং যদি সংযমসে ভবান্ । গোপিতাসি মুরো নিত্যং কস্মিণ্যে
বচনং তব ॥ ৫৪ ॥ মুরস্তমাহ ভবতঃ হোহধিকস্তং বদন্ত মে । অহমেব পরাজিত্য বারয়ামি
ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ যমস্তং প্রাহ মে বিষ্ণুর্দেবশচক্রগদাধরঃ । শ্বেতদ্বীপনিবাসী যঃ স মাং সংযম-
তেব্যঃ ॥ ৫৬ ॥ তমাহ দৈত্যশার্দূলঃ কাসৌ বসতি কীর্তয় । স্বয়ং তত্র গমিষ্যামি তন্ত
সংযমনোদ্যতঃ ॥ ৫৭ ॥ তমুব'চ যমো গচ্ছ ক্ষীরে দং নাম সাগরং । তত্রান্তে ভগব ন্ বিষ্ণুলোক-
নাথো জগন্নাথঃ ॥ ৫৮ ॥ মুরস্তমাক্যমাকর্ণ্য প্রাহ গচ্ছামি কেশবং । কিং তু ত্বা ন তাবন্ধি
সংযম্যা ধৰ্ম্মমানবাঃ ॥ ৫৯ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং তুষ্ণাক্ষিগমম্মুরঃ । যত্র স্তে শেষপর্য্যঙ্কে
চতুর্মূর্তির্জনার্দনঃ ॥ ৬০ ॥

দনুপুঙ্গব মুর তদীয় বচন আকর্ণন করিয়া, দণ্ডপানি যমকে জয় করিবার জন্য গমন
করিল ॥ ৪৮ ॥ যম তাহাকে আসিতে শুনিয়া, সংগ্রামে তাহাকে বধ করিয়া ইবে না, ভবিয়া,
মহিষে অরেহণ করিয়া, ভগবান্ কেশবর নিকট সমাগত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এবং সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া, তাঁহারে অভিবাদন করিয়া, মুরের বিচেষ্টিত বিজ্ঞাপিত করিলেন । তিনি
কহিলেন, তুমি যাইয়া, এখনই সেই মহামুখকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও ॥ ৫০ ॥ ধৰ্ম্মরাজ
বাসুদেবের বচনানুসারে ত্বব্যান্বিত হইলেন । এই অবসরে মুর তদীয় নগরীতে আগমন
করিল ॥ ৫১ ॥ সে আগমন করিলে, যম তাহারে কহিলেন, হে মুর ! তোমার কি করিতে
অভিলাষ, বল । দে দানবেশ্বর ! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৫২ ॥

অম্মুর কহিল, হে যম ! আমি তোমাকে প্রজাগণের সংযমন হইতে নিবৃত্ত করিতে অভি-
লাষী হইয়াছি । নতুবা, অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিয়া, পৃথিবীতে পাতিত করিব ॥ ৫৩ ॥

ধৰ্ম্মরাজ তাহারে কহিলেন, তুম যদি আমারে সংযমন ও নিত্য রক্ষা করিতে পার, তাহা
হইলে, আমি তোমার কথা রক্ষা করিতে পারি ॥ ৫৪ ॥

মুর কহিল, তোমা অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি প্রাধান্যবিশিষ্ট, আমারে বল । আমি তাহারে
পরাজয়পূর্বক প্রতিষিদ্ধ করিব, সংশয় নাই ॥ ৫৫ ॥

যম তাহারে কহিলেন, যিনি শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী, সেই চক্রগদাধর ভগবান্ অধিনাশী
বিষ্ণু আমারে সংযমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

দৈত্যশার্দূল মুর যমকে কহিল, কোথায় তাহর বাস, কীর্তন কর । আমি স্বয়ং তাহার
সংযমনোদ্যত হইয়া, তথায় গমন করিব ॥ ৫৭ ॥

যম তাহারে কহিলেন, তুমি ক্ষীরোদনামক সাগরে গমন কর । লোকনাথ, জগন্নাথ ভগবান্
বিষ্ণু তথায় বিরাজমান আছেন ॥ ৫৮ ॥

মুর তাহার কথা শুনিয়া, কহিল, আমি কেশবের সকাশে গমন করিব । তুমি তাৎকাল
ধৰ্ম্মিষ্ঠ মানবদিগকে সংযমন করিও না ॥ ৫৯ ॥ এই কথা বলিয়া, সে ক্ষীরোদসাগরে গমন
করিল, যেখানে চতুর্মূর্তি জনার্দন শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ৬০ ॥

নারদ উবাচ । চতুর্মূর্তিঃ কথং বিষ্ণুরেক এব নিগদ্যতে । সৰ্ব্বেগদ্বাং কথমপি অব্যক্তদ্ব্যচ্চ তদ্বদ ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । অব্যক্তঃ সৰ্ব্বেগোহপীহ এক এব মহামুনে । চতুর্মূর্তির্জগন্নাথো যথা
ব্রহ্মসুখা শৃণু ॥ ৬২ ॥ অপ্রতর্ক্যমনির্দেষ্ঠ্যঃ শুক্লঃ শান্তঃ পরম্পদঃ । বাসুদেবাখ্যমব্যক্তং
স্বভূতং দ্বাদশপত্রকং ॥ ৬৩ ॥

নারদ উবাচ । কথং শুক্লঃ কথং শান্তমপ্রতর্ক্যমনির্দিতং । কান্যস্ত দ্বাদশোক্তানি পত্রকানি
মহামুনে ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু বচনং শুভং পরমেষ্ঠি প্রভাবিতং । ঋতং সনৎকুমারেণ তেন'-
খ্যাতং চ বদাম ॥ ৬৫ ॥

নারদ উবাচ । কোহিহং সনৎকুমারেতি যথোক্তং ব্রহ্মণঃ স্বয়ং । তবাপি তেন গদিতং
বদ মামনুপূৰ্ব্বকঃ ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ধর্ম্মস্ত ভাৰ্য্যাহিংসাখ্যা তস্তাং পুত্রচতুষ্টয়ং । সংজাতং মুনিশার্দ ল যোগ-
শাস্ত্রবিচারকঃ ॥ ৬৭ ॥ জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারোভূদ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ । তৃতীয়ঃ সনকো নাম
চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ ॥ ৬৮ ॥ সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোচুমান্মুরং । দৃষ্ট্য পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠং
যোগযুক্তং তপোনিধিঃ ॥ ৬৯ ॥ ততস্তস্তাননং দদ্যাচ্ছ্যায়ানপি কনীয়সে । মৌনশুভং
মহাযোগং কপিলাদীহুবাচ সঃ ॥ ৭০ ॥ সনৎকুমারশ্চাত্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং । অপৃচ্ছ-
দেবাগবিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মোবাচ । কথমিধ্যামি তে সাধ্য যদি পুত্রোতি মে বচঃ । শৃণোষি কুরুষে তচ্চ জ্ঞানং
সাংখ্যযুক্তো ত্ববান্ ॥ ৭২ ॥

নারদ কহিলেন, বিষ্ণু এক ; কিজন্তু তাহাকে চতুর্মূর্তি বলিয়া থাকে ? তিনি সৰ্ব্বেগ ও
অব্যক্ত । তবে কিরূপে চতুর্মূর্তি হইলেন, নির্দেশ করুন ॥ ৬১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহামুনে ! জগন্নাথ জনার্দন সৰ্ব্বেগ ও অব্যক্ত এবং এক হইলেও,
যে রূপে চতুর্মূর্তি হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৬২ ॥ বাসুদেবনামক পরপদ অপ্রতর্ক্য,
অনির্দেষ্ঠ্য, শুক্ল, শান্ত এবং দ্বাদশপত্রক বলিয়া, পরিগণিত ॥ ৬৩ ॥

নারদ কহিলেন, শুক্ল, শান্ত, অপ্রতর্ক্য ও অনির্দিত, এই সকল কিরূপে হইয়াছে ? হে
মহামুনে ! ই হাঁর দ্বাদশপত্রই বা কিরূপ ? ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহের কথিত এই শুভ আখ্যান শ্রবণ কর । সনৎকুমার উহা
শুনিয়া, আমায় বলিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

নারদ কহিলেন, সনৎকুমার কে. ব্রহ্মা স্বয়ং যাহাকে বলিয়াছেন ? তিনি আবার আপনার
নিকট কীর্তন করিয়াছেন । আমুপূর্ব্বক আমায়ে বলুন ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ধর্ম্মের ভাৰ্য্যা অহিংসা । তাহার গর্ভে পুত্রচতুষ্টয় প্রাভূত হন । হে
মুনিশার্দ ! তাহার সকলেই যোগশাস্ত্রের বিচারক ছিলেন ॥ ৬৭ ॥ ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক, এবং চতুর্থের নাম সনন্দন ॥ ৬৮ ॥ তৎকালে
কপিলকে সাংখ্যবেত্তা, যোগযুক্ত, তপোনিধি ও এই কারণে সকলের শ্রেষ্ঠ দেখিয়া ॥ ৬৯ ॥
সনৎকুমার জ্যেষ্ঠ হইলেও, কনিষ্ঠকে আসন প্রদান এবং কপিলাদি সকলকেই মৌনশুভ মহাযোগ
উপদেশ করিলেন ॥ ৭০ ॥

সনৎকুমার কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, যোগবিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রজা-
পতি তাঁহারে কহিলেন ॥ ৭১ ॥ হে ধর্ম্মনন্দন ! যদি আমার কথা শুন, এবং তদনুসরণ অনুষ্ঠান
কর, তাহা হইলে, আমি যোগবিজ্ঞান উপদেশ করিব । বেহেতু, তুমি সাংখ্যযুক্ত ॥ ৭২ ॥

সনৎকুমার উবাচ । পুত্র এবান্মি দেবেশ ৩ঃ শিষ্যোন্ম্যহঃ বিভো । ন বিশেষোহস্তি পুত্রস্ত
শিষ্যস্ত চ পিতামহ ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ । বিশেষঃ শিষ্যপুত্রভ্যাং বিদ্যতে ধৰ্ম্মনন্দন । ধৰ্ম্মকৰ্ম্মসমাবোগে তথাপি গদতঃ
শৃণু ॥ ৭৪ ॥ পুন্নামো নরকান্নাতি পুত্রস্তেনেহ গীয়তে । শেষপাপহরঃ শিষ্য ইতীযং বৈদিকী
শ্রুতিঃ ॥ ৭৫ ॥

সনৎকুমার উবাচ । কোহয়ং পুন্নামকো দেব যস্মান্নাতি চ পুত্রকঃ । তস্মাচ্ছেবং তথা
পাপং হরেচ্ছিষ্যস্ত তদ্বদ ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ । এতৎ পুরাণং পরমং মহর্ষে যোগাঙ্গযুক্তং চ তথা সদৈব । তথৈব চোৎস
ভয়হারিপুণ্যং বদামি তে শাম্যতি যেন পাপম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাত্তর্ভাবে ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদো নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । পরদারাভিগমনং পাপিনামুপসেবনং । পাক্ষ্যং সৰ্বভূতানাং প্রথমং নরকং
মতং ॥ ১ ॥ ফলন্তেয়ং মহাপাপং ফলহীনং তথাটনং । ছেদনং বৃক্ষজাতীনীং দ্বিতীয়ং নরকং
স্বতং ॥ ২ ॥ বর্জ্যাদানং তথা দ্বৈষ্টমবধ্যবধবন্ধনং । বিবাদো বান্ধবৈঃ সার্কং তৃতীয়ং নরকং
মতং ॥ ৩ ॥ ভয়দং সৰ্বসত্ত্বানাং ভবভূতিবিনাশনং । ভ্রংশনং নিজধৰ্ম্মাণাং চতুর্থং নরকং
স্বতং ॥ ৪ ॥ মারণং মিত্রকৌটিল্যং মিথ্যাভিশংসনং চ যৎ । মিষ্টৈকাশনমিত্যুক্তং পঞ্চমং তু
নৃযাতনং ॥ ৫ ॥ যত্র ফলাদিহরণং যমনং যোগনাশনং । যানঘৃগ্নস্ত হরণং ষষ্ঠমুক্তং

সনৎকুমার কহিলেন, হে দেবেশ । আমি আপনার পুত্র । যেহেতু, আপনার শিষ্য
হইয়াছি । হে বিভো ! হে পিতামহ ! শিষ্য ও পুত্র এই উভয়ে বিশেষ নাই ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ধৰ্ম্মনন্দন ! ধৰ্ম্মকৰ্ম্মসমাবোগস্থলে শিষ্য ও পুত্র উভয়ে বিশেষ আছে ।
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥ পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে, বলিয়া, পুত্র নাম হইয়াছে ।
আর, শেষ পাপ হরণ করে বলিয়া, শিষ্যনাম কীর্তিত হইয়া থাকে । এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি
প্রচলিত আছে ॥ ৭৫ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে দেব ! পুত্র যাহা হইতে ত্রাণ করে, সেই পুন্নাম নরক কীদৃশ ?
আর, শেষ পাপ কাহাকে বলে, যাহা হরণ করে, বলিয়া, শিষ্য নাম হইয়াছে ? ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি তোমার নিকট পরমপ্রাচীন, যোগাঙ্গযুক্ত, সৰ্বদা
উগ্রভয়নিহীন, পরমপবিত্র, এই আখ্যান কীর্তন করিব । ইহা দ্বারা পাপ বিনাশিত
হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাত্তর্ভাবে ব্রহ্মসনৎকুমারসংবাদো নাম ষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পরদারাভিগমন, পাপিগণের উপসর্পণ ও পক্ষযতাবলম্বন, এই তিনটি সৰ্ব-
ভূতের প্রথম নরক ॥ ১ ॥ চৌর্য্য, বৃথা পর্য্যটন ও বৃক্ষজাতিগণের ছেদন, এই কয়টি দ্বিতীয়
নরক ॥ ২ ॥ বর্জ্য দ্রব্যের পরিগ্রহ, অবধ্যবধ ও বন্ধন এবং বান্ধবগণের সহিত বিবাদ, এই
কয়টি তৃতীয় নরক ॥ ৩ ॥ ভবভূতি বিনাশ করিয়া, সৰ্বসত্ত্বের ভয় সমুৎপাদন এবং নিজ ধৰ্ম্মের
ভ্রংশন, ইহাদের নাম চতুর্থ নরক ॥ ৪ ॥ মারণ, মিত্রগণের প্রতি কৌটিল্য প্রদর্শন, মিথ্যাভি-
শংসন ও একাকী মিষ্টভোজন এই কয়টি পঞ্চম নরক ॥ ৫ ॥ ফলাদিহরণ, নিয়মন, যোগনাশন

স্বাভাৱঃ ॥ ৬ ॥ রাজভাগহরণং মৃতং রাজকীয়ানিবেষণং । রাজ্যমহিতকৰ্ত্ত্বং সপ্তমং নরকং
 স্মৃতং ॥ ৭ ॥ লুক্কৃতং লোণুপত্নং চ লক্ষধৰ্ম্মার্থনাশনং । লালাসংকীর্ণমেষোক্তমষ্টমং নরকং
 স্মৃতং ॥ ৮ ॥ বিপ্রোক্তং ব্রহ্মহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিন্দনং । বিরোধং বন্ধুভিশ্চোক্তং নবমং
 নরকাতনং ॥ ৯ ॥ শিষ্টাচারবিনাশং চ শিষ্টদেষং শিশৌৰ্কষং । শাস্ত্ৰভেদং ধৰ্ম্মভেদং দশমং
 পরিকীৰ্ত্তিতং ॥ ১০ ॥ ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড়গুণ্যপ্রতিবেধনং । একাদশং তথৈবোক্তং
 নরকং সত্ত্বিকস্তমং ॥ ১১ ॥ সংস্র নিন্দা সদা চৌরমনাচারমসৎক্রিয়া । সংস্কারপরিহীনম্ভিমদং
 ষাদশমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ হানিধৰ্ম্মার্থকামানামপবৰ্গস্ত হারণং । সংবেদঃ সংবিদামেতৎ ত্রয়োদশম-
 মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ ক্ষপণং ধৰ্ম্মহীনং চ যজ্ঞজ্ঞাং যচ্চ বহুদং । চতুৰ্দশং তথৈবোক্তং নরকং তদ্বি-
 গৰ্হিতং ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞানং চাপ্যস্মদমশৌচমশুভাবহং । স্মৃতং তৎ পঞ্চদশকমসত্যবচনানি
 চ ॥ ১৫ ॥ আলস্যং বৈ বোদ্ধশকং সক্রোধঃ চ বিশেষতঃ । সৰ্কস্য চাততায়িত্বমাবাসেন্নি-
 দাপনং ॥ ১৬ ॥ ইচ্ছা চ পরদারেণ নরকার নিগদ্যতে । ঈৰ্ষ্যাভাবশ্চ শাস্ত্রেণ উদ্ধৃতং
 বিগৰ্হিতং ॥ ১৭ ॥ এতৈস্ত পাটৈঃ পুরুষঃ পুন্নামানৈর্ন সংশয়ঃ । সংযুক্তঃ প্রীগয়েন্দেবং
 সন্তত্যা জগতঃ পতিং ॥ ১৮ ॥ প্রীতঃ সৃষ্ট্যা তু ভুংক্সা সমধ্যান্তে তমচ্যুতং । পুংনাম নরকং
 ঘোরং বিনাশয়তি সৰ্কতঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্যাং কাংক্ষাং সাধ্য ততঃ পুত্রেতি গদ্যতে । অতঃপরং
 প্রবক্ষ্যামি শেষপাৰ্শস্য লক্ষণং ॥ ২০ ॥ দেবে বর্ষভূতানামমুজ্ঞানাং পিতৃনথ । লিপ্সা পরধনে-
 ধেব সৰ্কবর্ণেণ চৈকতা ॥ ২১ ॥ ওঙ্কারাদপি নিবৃত্তিঃ পাপকারিস্মৃতিশ্চ সঃ । গুরোৰ্কাদো
 মহাপাপমগম্যাগমনং তথা ॥ ২২ ॥ স্মৃতাদিবিক্রয়ো ঘোরশ্চণ্ডালাদিপরিগ্রহঃ । স্বদোষচ্ছাদনং
 পাপং পরদোষপ্রকাশনং ॥ ২৩ ॥ মৎসরিষ্যং বাগ্দুষ্টং নিষ্টুরং তথা পরে । টাকিভং

ও যানযুগ্মহরণ, ইহাদের নাম ষষ্ঠ নরক ॥ ৬ ॥ মোহবশতঃ রাজভাগহরণ, রাজপত্নীগমন ও
 রাজ্যের অহিতাচরণ, ইহাদের নাম সপ্তম নরক ॥ ৭ ॥ লুক্কৃত্য, লোণুপত্না, লক্ষধৰ্ম্মার্থবিনাশন,
 ইহাদের নাম অষ্টম নরক ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহরণ, ব্রাহ্মণগণের নিন্দাকরণ ও বন্ধুগণের সহিত বিরোধ-
 সংঘটন, ইহাদের নাম নবম নরক ॥ ৯ ॥ শিষ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদেষ, শিশুহত্যা, শাস্ত্রচুরি,
 ধৰ্ম্মচুরি, ইহাদের নাম দশম নরক ॥ ১০ ॥ ষড়ঙ্গনিধন, ষাড়গুণ্যপ্রতিবেধন, এই কয়টিকে
 সাধুগণ একাদশ নরক বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥ সাধুনিন্দা, সৰ্কদা চৌর্যবৃত্তির পরিচর্যা,
 অনাচার, অসৎক্রিয়া, সংস্কার বর্জন, ইহাদের নাম ষাদশ নরক ॥ ১২ ॥ ধৰ্ম্মার্থকামহানি,
 চতুর্কর্গপরিহারণ ও সংবিৎসংবেদ, ইহাদের নাম ত্রয়োদশ নরক ॥ ১৩ ॥ ধৰ্ম্মহীন
 ক্ষপণ ও বর্জন এবং অগ্নিপ্রয়োগ, ইহাদের নাম চতুর্দশ নরক । এই নরক অভি-
 ভূত ॥ ১৪ ॥ অজ্ঞান, অস্মরা, অশৌচ ও অসত্য বাক্য, এই কয়টির নাম পঞ্চদশ
 নরক ॥ ১৫ ॥ আলস্য, বিশেষতঃ, ক্রোধ ও সকলের আততায়িত্ব এবং আবাসে অগ্নিদান,
 ইহাদের নাম ষোড়শ নরক ॥ ১৬ ॥ পরদারে বাসনা, শাস্ত্রে ঈৰ্ষ্যাভাব, ও উদ্ধৃত্য, এই কয়টিও নর-
 কের হেতু ॥ ১৭ ॥ পুরুষ উল্লিখিত পুন্নামাদ্য পাপসকলে সংযুক্ত হইয়া, সন্ততি দ্বারা জগৎপতি
 জনার্দনকে যদি সন্তুষ্ট করে ॥ ১৮ ॥ তাহা হইলে, তিনি প্রীত হইয়া, শুভসৃষ্টি দ্বারা তাহারে
 সন্তোষিত করিয়া থাকেন । এবং তদ্বারা সৰ্কভাৱে পুন্নাম নরক বিনাশ করেন ॥ ১৯ ॥
 হে ধৰ্ম্মনন্দন ! এই কারণেই পুত্র নাম হইয়াছে । অতঃপর শেষ পাপের লক্ষণ কীৰ্ত্তন
 করিব ॥ ২০ ॥ দেবগণ, ঋষিগণ, ভূতগণ, মনুজগণ, ও পিতৃগণ, ইহাদের দেয় দ্রব্যে লোভ,
 পরধনে লিপ্সা, সৰ্কবর্ণে একতা ॥ ২১ ॥ ওঙ্কার হইতে নিবৃত্তি, পাপকারিস্মৃতি, গুরুনিন্দা,
 অগম্যাগমন ॥ ২২ ॥ স্মৃতাদিবিক্রয়, চণ্ডালাদিপরিগ্রহ, স্বদোষগোপন, পরদোষপ্রকাশন ॥ ২৩ ॥
 মৎসরিষ্য, বাগ্দুষ্ট, নিষ্টুর, বাহার নাম করিলে ও যাহা বলিলেও অধৰ্ম্ম হয় সেই টাকিভ ও

তালবাদিহং নান্না বা চাপ্যধর্মজং ॥ ২৪ ॥ দারুণত্বমধর্মিহং নরকাবহমুচ্যতে । এতৈশ্চ
পাপৈঃ সংযুক্তঃ ঐশ্বর্যেন্দ্রাদি শঙ্করং ॥ ২৫ ॥ জ্ঞানাদিকমশেষেণ শেবং পাপং জয়েত্ততঃ । শারীরং
বাচিকং যচ্চ মানসং সাধিকং চ যৎ ॥ ২৬ ॥ পিতৃমাতৃকৃতং যচ্চ কৃতং যচ্চাশ্রিতৈর্নরৈঃ । ভ্রাতৃভিক্ষাক্ষবৈ-
শ্চাপি তস্মিন্ জন্মনি ধর্মজ ॥ ২৭ ॥ তৎ সর্বং বিলয়ং যাতি স ধর্মঃ স্মৃতিশাস্যয়োঃ । বিপরীতে
ভবেৎ সাধ্যা বিপরীতঃ পদক্রমঃ ॥ ২৮ ॥ তস্ম্যচ্চ পুত্রশিষ্যৌ হি বিধাতব্যৌ বিপশ্চিতা । এতদধ-
র্মমিধ্যায় শিষ্যাচ্ছেষ্ঠতরং স্মৃতঃ । শেবাংস্তারয়তে শিষ্যঃ সর্বতোপি হি পুত্রকঃ ॥ ২৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সাধ্যাঃ প্রাহ তপোধনঃ । ত্রিসত্যং তব পুত্রোহং
দেব যোগং বদ শ্রমে ॥ ৩০ ॥ তুমুবাচ মহাযোগী তন্মাতাপিতরৌ যদি । দাস্যেতে চ ততো
যোগং দায়াদো হসি পুত্রক ॥ ৩১ ॥ সনৎকুমারঃ প্রোবাচ দায়াদপরিকল্পনা । যেয়ং
ভগবতা প্রোক্তা তাত্ মে তং ধাতুমর্হসি ॥ ৩২ ॥ তদ্বক্তৃঃ সাধ্যমুখ্যেন বাক্যং শ্রুত্বা পিতামহঃ ।
প্রাহ প্রহসন্ত ভগবান্ শৃণু বৎসেতি নারদ ॥ ৩৩ ॥ ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ দত্তঃ কৃত্রিম এব চ ।
গুটোৎপন্নো অপবিক্ষত দায়াদা বাক্ষবাস্তি যট্ ॥ ৩৪ ॥ অমীষু যটসু পুত্রেষু ঋণপিণ্ডধনক্রিয়াঃ ।
গোত্রসাম্যং কুলে বৃদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠা শাস্বতী তথা ॥ ৩৫ ॥ কানীনশ্চ সহোদ্রশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা ।
সয়ংদত্তঃ পারসবঃ যটপুত্রাস্ত্ৰ একীর্জিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ অমীষাণুগণপিণ্ডাদিকথা । নৈবেহ বিদ্যতে ।
নামধারক এবৈহ গোত্রে চ কুলসংমতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততোস্ত বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ সনকাগ্রজঃ ।

তালবাদিহ ॥ ২৪ ॥ দারুণত্ব ও অধর্মিত্ব, এই সকল নরকের হেতু । এই সমস্ত পাপে সংযুক্ত
হইয়া, যদি জ্ঞানাদিক শঙ্করকে অশেষরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে শেব পাপ জয়
করিয়া থাকে । তাহা হইলে, শারীর, বাচিক, মানস ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ পিতৃমাতৃকৃত, আশ্রিত কর্তৃক
অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃগণ ও বাক্ষবগণ কর্তৃক বর্তমান জন্মে বিহিত ॥ ২৭ ॥ ইত্যাদি সমস্ত পাতক
ক্রয় প্রাপ্ত হয় । ইহাই পুত্র ও শিষ্যের ধর্ম । হে ধন্যনন্দন ! ইহার বিপরীত হইলে, বিপরীত
শব্দে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ এই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তি পুত্র ও শিষ্য বিধান করিবেন ।
এইরূপ অর্থ অভিধান করিলে, শিষ্য অপেক্ষা পুত্র প্রধান হইয়া থাকে । অর্থাৎ শিষ্য শেষ
সকলের উদ্ধার করে, কিন্তু পুত্র সকলেরই পরিভ্রাণ করিয়া থাকে । ২৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন সনৎকুমার পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব !
ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র ; অতএব আমাকে যোগ উপদেশ করুন ॥ ৩০ ॥

তখন মহাযোগী পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার পিতামাতা যদি আগাকে তোমায়
প্রদান করেন, তাহা হইলে, যোগ উপদেশ করিব । কেননা, তখন তুমি আমার দায়াদ
হইবে ॥ ৩১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, ভগবন্ । আপনি যে দায়াদপরিকল্পনা কীর্তন করিলেন, তাহার
অর্থ কি, আমাকে বলুন । ৩২ ॥

হে নারদ ! ভগবান্ পিতামহ সাধাপ্রধান সনৎকুমারের অভিহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া,
সহাস্ত্র আস্যে কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥ ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গুটোৎপন্ন
ও অপবিক্ষ, এই ছয়জন দায়াদনামে অভিহিত হয় ॥ ৩৪ ॥ এই ছয় পুত্রে ঋণ, পিণ্ড,
ধন, ক্রিয়া, গোত্রসাম্য, কুলবৃদ্ধি ও শাস্বতী প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ এতদ্ব্যতীত,
কানীন, সহোদ্র, ক্রীত, পৌনর্ভব, সয়ংদত্ত, পারসব, এই ছয়টি পুত্র কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥
ইহাদের ঋণপিণ্ডাদিকথা নাই । ইহারা গোত্রে নামধারকমাত্র । এবং কুলসংমত ॥ ৩৭ ॥

উবাচৈনং বিশেষঃ হি ব্রহ্মণ্যে খ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৮ ॥ ততোব্রবীৎ সুরপতির্কিশেবঃ শৃণু পুত্রক ।
 ঔরসো যঃ স্বয়ংজাতঃ প্রতিবিশ্বমিবান্ননঃ ॥ ৩৯ ॥ ক্রীবোন্মত্তে বাসনিনি পত্যো তস্তাজ্জয়া
 তু যঃ । ভাৰ্য্যা হনাতুরা পুত্রং জনয়েৎ ক্ষেত্রজন্তু সঃ ॥ ৪০ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং যো দত্তঃ স দত্তঃ
 পরিগীয়তে । মিত্রপুত্রং মিত্রদত্তং কৃত্রিমং প্রাহরুস্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ ন জায়তে গৃহে কেন জাতস্তি
 স গুচকঃ । বাহুতঃ সযমানীতঃ সোপবিদ্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪২ ॥ কণ্ঠাজাতস্ত কানীনঃ স-
 গর্ভোচ্চঃ নহোচ্চকঃ । মূলোগৃহীতঃ ক্রীতঃ স্তাধিবিশ্বঃ স্তাৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥ দত্তাপ্যকস্ত যা
 কণ্ঠা ভূষোহন্যস্য প্রদীয়তে । তজ্জাতস্তনযো জেসো লোকে পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ হৃভিক্ষে
 বাসনে চাপি যেনাত্মা বিনিবেদিতঃ । স স্বয়ংদত্ত ইত্যুক্তস্তথাত্মৈঃ কারণান্তরৈঃ ॥ ৪৫ ॥
 ব্রাহ্মণস্য সূতঃ শূদ্রাং জায়তে যন্ত সূত্রত । উচ্যাতাং চাপ্যনুচ্যাতাং স পারসব উচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
 এতস্মাৎ কারণাৎ পুত্র ন স্রঃ দাতুমর্হসি । স্বমাত্ননং গচ্ছ শীঘ্রং পিতর্বো সমুপাহ্বয় ॥ ৪৭ ॥
 ততঃ স মাতাপিতরৌ সন্ম্যাব বচনাধিভোঃ । তাবাজ্জগতুরীশানং ত্রষ্টুং বৈ দম্পতী মূন ॥ ৪৮ ॥
 প্রণিপত্য তু ব্রহ্মাণমাদেশো দেব দীয়তাম্ । উপবিষ্টৌ সুখাসীনৌ সাধো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥
 সনৎকুমার উবাচ । যোগঃ জিগমিষুস্তাত ব্রহ্মাণং সমচূচদং । মামুক্তবংস্ত পুত্রার্থে
 তস্মাদ্ভঃ দাতুমর্হসি ॥ ৫০ ॥ তাবেবমুক্তৌ পুত্রো যোগাচার্য্যঃ পিতামহঃ । উক্তবংতো
 প্রভো যঃ হি আবয়োস্তুনমোহস্তু চ ॥ ৫১ ॥ অদ্যপ্রভতাষং পুত্রস্তব ব্রহ্মন্ ভবিষ্যতি । ইতুক্ত্বা

সনৎকুমার পিতামহেব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারে কহিলেন, ব্রহ্মন । আমাৰে বিশেষ
 করিয়া, এ বিষয় বলুন । ৩৮ ॥

তখন সুরপতি কহিলেন, বৎস ! বিশেষ কবিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে পুত্র আত্মার
 প্রতিবিশ্বসদৃশ স্বয়ং সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঔরস ॥ ৩৯ ॥ পতি ক্রীব, উন্মত্ত ও বাসনী হইলে,
 তাহার আজ্ঞাক্রমে ভদীয় অনাতুবা ভাৰ্য্যায় অপরে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম
 ক্ষেত্রজ ॥ ৪০ ॥ মাতাপিতা কর্তৃক প্রদত্ত পুত্রকে দত্ত বলিয়া থাকে । মিত্রদত্ত ও মিত্রপুত্র
 কৃত্রিম বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৪১ ॥ কোন্ ব্যক্তি গৃহে জন্ম দিয়াছে, তাহা জানা ন থাকিলে,
 সেই পুত্রকে গুচোৎপন্ন বলে । আব, বাহু হইতে সযং আনিত পুত্রের নাম অপবিদ্ধ ॥ ৪২ ॥
 কণ্ঠার গর্ভে জাতপুত্রের নাম কানীন । সগর্ভা কর্তৃক উচুপুত্রকে সগোচ্চক বলিয়া থাকে ।
 মূল্য দিয়া গ্রহণ করা পুত্রের নাম ক্রীত পুত্র ॥ ৪৩ ॥ যে কণ্ঠাকে একজনের হস্তে সম্প্রদান
 করিয়া, পুনরায় অন্য পাণ্ড্রে চুষ্ট কবা হয়, তাহার গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥
 হৃভিক্ষ ও বাসনসময়ে য ব্যক্তি আত্মাকে বিনিবেদিত করে, এবং অন্যবিধ হেতুতেও ঐকপে
 আত্মদান করিয়া থাকে, তাহাকে দত্ত বলে ॥ ৪৫ ॥ হে সূত্রত ! বিবাহিতা ও অবিবাহিতা
 শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ যে পুত্রোৎপাদন করেন, তাহার নাম পারসব ॥ ৪৬ ॥ বৎস ! এই সকল
 কারণে তুমি স্বয়ং আত্মদান করিতে পার না । অতএব, শীঘ্র গমন করিয়া, পিতামাতাকে
 আহ্বান কর ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর সনৎকুমার বিহু ব্রহ্মার বচনানুসারে পিতামাতাকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা উভয়ে
 সকলের ঈশ্বর সেই পিতামহকে দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এবং তাঁহাকে
 প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে দেব । কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন । এই বলিয়া তাঁহারা
 সুখাসীন হইলে, সনৎকুমার তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ আমি যোগ জানিবার অভিলাষে
 পিতামহকে প্রেরণা করিয়াছিলাম । ইনি আমাৰে পুত্র হইবার আদেশ করিয়াছেন । অতএব
 আপনারা আমাৰে ইহার হস্তে পুত্ররূপে প্রদান করুন ॥ ৫০ ॥ তাঁহারা পুত্র কর্তৃক ঐকপ
 উক্ত হইয়া, যোগাচার্য্য পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্ ! এই সনৎকুমার এতদিন আমাদেৱ

জগৎস্বর্গং যেনৈবাত্যাগতো যথা ॥ ৫২ ॥ পিতামহোপি তং পুত্রং সাধ্যং চ বিনয়ান্বিতম্ ।
 সনৎকুমারং প্রোবাচ যোগং দ্বাদশপত্রকং ॥ ৫৩ ॥ শিখাসংস্থস্ত ওঙ্কারো মেবোস্য শিরসি
 স্থিতঃ । পত্রং বৈশাখমাসো হি প্রথমং পরিকীর্তিতং ॥ ৫৪ ॥ নকারো মুখপংছোপি বৃষস্তত্র
 প্রকীর্তিতঃ । জ্যৈষ্ঠমাসশ্চ তৎ পত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতং ॥ ৫৫ ॥ মোকারো ভূজয়োযুগ্মং
 মিথুনস্তত্র সংস্থিতঃ । আষাঢ় ইতি বিখ্যাতস্তৃতীয়ং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৬ ॥ তকারং নেত্রযুগলং
 তত্র কর্কটকঃ স্থিতঃ । মাসঃ শ্রাবণ ইত্যুক্তশ্চতুর্থং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৭ ॥ গকারং হৃদয়ং প্রোক্তং
 সিংহো বসতি তত্র চ । মাসো ভাদ্রপদঃ প্রোক্তঃ পঞ্চমং পরিগীয়তে ॥ ৫৮ ॥ বকারং কবচং
 বিদ্যাং কৃত্য তত্র প্রতিষ্ঠিতা । মাসশ্চাশ্বযুজি দোক্তঃ ষষ্ঠং তৎপত্রকং স্মৃতং ॥ ৫৯ ॥ তেকারং
 মনসি প্রোক্তং তুলা তত্র চ সংস্থিতা । মাসশ্চ কার্তিকো নাম সপ্তমং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৬০ ॥
 বাকারং নাভিসংযুক্তং স্থিতস্তত্র তু বৃশ্চিকঃ । মাসো মার্গশিরা নাম অষ্টমং পত্রকং মুনে ॥ ৬১ ॥
 স্রকারং জঘনং প্রোক্তং তত্রশ্চ ধনুর্ধরঃ । পৌষো নিগদিতো মাসো নবমং পরিকীর্তিতং ॥ ৬২ ॥
 দেকারশ্চাঙ্ঘ্রিযুগলে তত্রশ্চ তিমির উচ্যতে । মাসো মাঘেতি বিখ্যাতো দশমং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৬৩ ॥
 বাকারো জাহ্নবুগ্মং চ কুন্তস্তত্রাদিনংস্থিতঃ । পত্রকং ফাল্গুনঃ প্রোক্তঃ তদেকাদশমুত্তমং ॥ ৬৪ ॥
 পাদো যকারো মীনোহপি স চৈত্র বসতে মুনে । ইদং তু দ্বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কেশবস্য
 হি ॥ ৬৫ ॥ দ্বাদশারং তথা চক্রং যদ্যভি দ্বিযুতং তথা । ত্রিবাহুমেকমূর্তিষ্ঠ তথোক্তঃ
 পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥ তত্র চোক্তং তু দেবস্য রূপং দ্বাদশপত্রকং । যস্মিন্ জ্ঞাতে মুনিশ্রেষ্ঠ ন
 ভূয়ো মরণং লভেৎ ॥ ৬৭ ॥ দ্বিতীয়মুক্তং সত্বাদ্যং চতুর্ধ্বং চতুর্মুখং । চতুর্দ্বাহুদারাদ্যং

পুত্র ছিলেন ॥ ৫১ ॥ আজি হইতে আপনার পুত্র হইলেন । এই বলিয়া তাঁহার। যে পথে
 আসিয়াছিলেন, সেই পথেই স্বর্গে গেলেন ॥ ৫২ ॥

তখন পিতামহ সেই বিনয়ান্বিত সনৎকুমারকে দ্বাদশপত্রক যোগ উপদেশ দিয়া, কহিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ ওঙ্কার শিখাসংস্থ ; মেঘ ইহার শিরোদেশে অধিষ্ঠিত, বৈশাখ মাস ইহার
 প্রথম পত্র ॥ ৫৪ ॥ নকার মুখদেশে অবস্থিত । বৃষও সেই বদনমণ্ডলে বিরাজমান হইতেছে ।
 জ্যৈষ্ঠ মাস তাহার দ্বিতীয় পত্র ॥ ৫৫ ॥ মোকার ভূজযুগ্ম । মিথুন তাহাতে বিরাজ করিতেছে ।
 আষাঢ় নামে বিখ্যাত মাস তাহার তৃতীয় পত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ তকার
 নেত্রযুগল ; কর্কটক তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে । শ্রাবণ মাস তাহার চতুর্থ পত্র বলিয়া
 পরিগণিত ॥ ৫৭ ॥ সকার হৃদয়দেশ নামে অভিহিত, সিংহ তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে ।
 ভাদ্রমাস তাহার পঞ্চম পত্র বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ বকার কবচ । কৃত্য
 তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে । আশ্বিন মাস তাহার ষষ্ঠ পত্র ॥ ৫৯ ॥ তেকার মন ; তুলা তাহাতে
 বিরাজ করিতেছে । কার্তিকনামক মাস তাহার সপ্তম পত্র ॥ ৬০ ॥ বকার নাভিদেশ । বৃশ্চিক
 তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেছে । মার্গশিরানামক মাস তাহার অষ্টম পত্র ॥ ৬১ ॥ স্রকার
 জঘনদেশ । ধনুর্ধর তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে । পৌষনামে মাস তাহার নবম পত্র ॥ ৬২ ॥
 দেকার পদযুগল ; তিমির তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে । মাঘনামে বিখ্যাত মাস দশম পত্র রূপে
 পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ বাকার জাহ্নবুগ্ম ; কুন্ত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে । ফাল্গুনমাস
 একাদশ পত্র ॥ ৬৪ ॥ যকার পাদযুগল ; হে মুনে ! মীন তাহাতে বাস করিতেছে । চৈত্র
 মাস দ্বাদশ পত্র নামে পরিগণিত ॥ ৬৫ ॥ তাঁহার চক্র দ্বাদশ অর ও দ্বাদশ নাভি সমন্বিত । সেই
 পরমেশ্বর স্বয়ং ত্রিবাহু ও একমূর্তি ॥ ৬৬ ॥ এই দ্বাদশ পত্রক সেই ভগবানের রূপ ।
 মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহা জ্ঞাত হইলে, পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না ॥ ৬৭ ॥ তাঁহার দ্বিতীয়
 মূর্তি সত্বাদ্য ; উহা চতুর্ধ্ব, চতুর্মুখ ও চতুর্দ্বাহু বিশিষ্ট এবং জীবৎসে অলঙ্কৃত । উহার অঙ্গ সকল

কীর্ত্তনমধ্যমঃ ॥ ৬৮ ॥ তৃতীয়স্তামসো নামশেষমূর্ত্তিঃ সহস্রধা । সহস্রবদনঃ শ্রীমান্
 প্রজাগণৈরকারকঃ ॥ ৬৯ ॥ চতুর্থো রাজসো নাম রক্তবর্ণচতুর্মুখঃ । দ্বিভুজো ধারয়ন্ মালাং
 সৃষ্টিকর্ত্তা দিপুরুষঃ ॥ ৭০ ॥ অব্যাক্তাং সংভবন্ত্যেতে ত্রয়োব্যক্তা মহামুনে । অতো মরীচি-
 প্রযুক্তাশ্চাপি সহস্রশঃ ॥ ৭১ ॥ এতত্ত্ববোক্তং মুনিবর্ষ্য রূপং বিকোঃ পুরাণমতিপুষ্টিবর্দ্ধনং ।
 চতুর্ভুজং চাপি মুকুটরায়া কৃতান্তবাক্যং পুনরাসাদ ॥ ৭২ ॥ তমাগতং প্রাহ মুনে মধুসূ-
 তপ্রাহসি কেনাস্মৈ কারণেন । স প্রাহ যোদ্ধুঃ সহ বৈ স্মাদ্য তং প্রাহ ভূয়োহস্মৈ
 পুংহস্তা ॥ ৭৩ ॥ যদীহ মাং যোদ্ধু মুপাগতোসি তৎ কম্পতে তে হৃদয়ং কিমর্থম্ । অস্মাতুরসোহ-
 যমুহমুহৈর্কৈ তন্নৈব যোৎস্যে সহ কাতরেণ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যেবমুক্তো মধুসূদনে ন মুকুটদাস্য-
 যদয়ে বহুতঃ । কথং ক কপ্যেতি মুকুটদোক্তো নিপাতয়ামাস বিপন্নবুদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥ হরিশ্চ চক্রঃ
 মুহুলাঘবেন যুমোচ তদ্বৎকমলং চ শত্রোঃ । চিচ্ছেদ দেবাস্ত গত্যথাভবন্ দেবঃ প্রশংসন্তি চ
 পদ্মনাভঃ ॥ ৭৬ ॥ এতত্ত্ববোক্তং মুরদৈত্যনাশনং কৃতং হি যুক্ত্য শিতচক্রপাণিনা । অতঃ
 প্রসিদ্ধিঃ সমুপাজগাম মুরারিস্রিত্যেব বিভূনৃসিংহঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাহৃত্তাবে মুরবণো নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

উদার এবং উহার কোনকালেই বিনাশ নাই ॥ ৬৮ ॥ তৃতীয় শেষ মূর্ত্তি তমোময় । উহা সহস্রধা
 বিরাজমান, সহস্র বদনে শোভমান ও পরম শ্রীমান্ এবং প্রজাগণের প্রিয় করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥
 চতুর্থ রাজসমূর্ত্তি ; উহা রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজবিশিষ্ট, বনমালায় অলঙ্কৃত এবং উহাই সৃষ্টিকর্ত্তা
 আদিপুরুষ ॥ ৭০ ॥ ° হে মহর্ষে ! এই ব্যক্তমূর্ত্তি ত্রয় অব্যাক্ত হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । ইহা
 হইতেই মরীচিশ্রমুখ ঋষি সকল ও অন্যান্য সহস্র সহস্র পুরুষ অবতরণ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥ হে
 মুনিবর্ষ্য ! তোমার নিকট বিষ্ণুর এই অতীবপুষ্টিবর্দ্ধন, পুরাণ রূপ কীর্ত্তন করিলাম । ইহা ভূজ-
 চতুর্ভুজে অলঙ্কৃত । দুরাত্মা মুর কৃতান্তের বচনানুসারে পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিল ॥ ৭২ ॥
 মধুসূদন তাহাকে আগত অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি মুর ! তুমি কিজন্য
 আসিলে ? সে কহিল, অদ্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, বলিয়া আসিলাম । অস্মরনিহন্তা হরি পুনরায়
 তাহারে কহিলেন ॥ ৭৩ ॥ যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিব র অন্য আসিয়া থাক, তাহা হইলে,
 তোমার হৃদয় কিজন্য কাঁপিতেছে ? অস্মাতুরের হৃদয় যেমন বাহুবাহু কম্পিত হয়, তোমার
 হৃদয়েরও তদ্রূপ দশা আবিভূত হইয়াছে । তুমি অবশ্য কাতর হইয়াছ ; কাতরের সহিত আমি
 যুদ্ধ করিব না ॥ ৭৪ ॥ মধুসূদন কর্ত্তক এইরূপ উক্ত হইয়া, মুর তৎক্ষণাৎ আপনার হৃদয়ে স্বকীয়
 হস্ত ন্যস্ত করিল । কি কারণে, কোথায়, কাহার, এইরূপ কহিয়া, হস্তপ্রদান করিবামাত্র,
 বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া, ধরাতে নিপতিত হইল ॥ ৭৫ ॥ তদর্শনে হরি মুহুলাঘবসহায়ে তদীয় হৃৎকমলে
 চক্র প্রয়োগ করিলেন । এবং তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন দেবগণ গত্যথা হইয়া,
 ভগবান্ পদ্মনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ ভগবান্ হরি স্মরণিত চক্রহস্তে মুরকে
 যেক্রমে বিনাশ করেন, তাহা বলিলাম । মুরকে বধ করিয়া অবধি সেই বিভূ নৃসিংহ, মুরারি
 নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মুরবধনামক একষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো মুরারিভুবনঃ সমভ্যোতা সুরাস্ততঃ । উচুর্দেবঃ নমস্কৃত্য জগৎ-
সংকোভকারণম্ ॥ ১ ॥ তচ্ছৃণ্বা ভগবান্ প্রাহ গচ্ছামো হরমন্দিরং । স বেৎস্যাতি মহাজ্ঞানী
জগৎ ক্লকং চরাচরং ॥ ২ ॥ তথোক্তা বাসুদেবেন দেবাঃ শক্রপুয়োগমাঃ । জনার্দনঃ পুরস্কৃত্য
জগন্মন্দরভূধরং । ন তত্র দেবঃ বুধভঃ ন দেবীঃ চ ন নন্দিনঃ ॥ ৩ ॥ শূন্তং গিরিমগন্ত্ব
অজ্ঞানতিমিরাবৃত্যঃ । তান্ মূঢ়দৃষ্টীন্ সংশ্লেক্ষ্য দেবো বিকুর্ন্বহাহ্যতিঃ ॥ ৪ ॥ প্রোবাচ কিং ন
পশুধ্বং মহেশং পুরতঃ স্থিতং । তমূচুর্নৈব দেবেশং পশ্যামো গিরিজাপতিং ॥ ৫ ॥ ন বিদ্বঃ
কারণং তচ্চ যেন দৃষ্টির্হতা হি নঃ । তানুবাচ জগন্মূর্তির্ভূয়ঃ দেবস্য সাগসঃ ॥ ৬ ॥ পাণিষ্ঠা গর্ভ-
হস্তায়ো মৃড়ান্নাঃ সার্থতৎপর্যঃ । তেন জ্ঞানং বিবেকো বা হতো দেবেন শূলিনা ॥ ৭ ॥ যেনাশ্রিতঃ
স্থিতমপি পশ্যন্তোপি ন পশ্যথ । তস্মাৎ কার্যবিশুদ্ধার্থঃ দেবদৃষ্ট্যর্থমাদরাৎ ॥ ৮ ॥ তপ্তকৃচ্ছ্রেণ
সংস্কাঃ কুরুধ্বং জ্ঞানমীশ্বরে । ক্ষীরস্নানং প্রযুঞ্জীত সাধুকুস্তশতং পুরা ॥ ৯ ॥ দধিস্নানে
চতুঃষষ্টির্দ্বাত্রিংশদ্বিষোহর্হণে । পঞ্চগব্যান্ত শুদ্ধস্য কুস্তাঃ ষোড়শ কীর্তিতাঃ ॥ ১০ ॥ মধুনো-
হষ্টৌ জলস্যোক্তাঃ সর্কে তে দ্বিগুণাঃ সুরাঃ । ততো রোচনয়া দেবমষ্টোত্তরশতেন হি ॥ ১১ ॥
অনুলিম্পেৎ কুকুমেন চন্দনে চ ভক্তিতঃ । বিষপত্রৈঃ স্কমলৈঃ কপূরাণ্ডকচন্দনৈঃ ॥ ১২ ॥
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ অতিমুক্তৈস্তথার্চয়েৎ । অগুরুং সহকালৈরং চন্দনৈর্নাপি ধূপয়েৎ ॥ ১৩ ॥
অপ্তব্যং শতরুদ্রীয়মুখেদোকং পদক্রমৈঃ । এবং কৃতে তু দেবেশং পশুধ্বং নেতরেন হি ॥ ১৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর দেবগণ মুরারিভবনে সমাগত হইয়া, তাঁহারে নমস্কার করিয়া, জগৎ-
কোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ ভগবান্ মুরারিপু তাহা শুনিয়া, কহিলেন, হরমন্দিরে
গমন করি, চল । তিনি মহাজ্ঞানী ; অবশ্যই জানিবেন, যেজন্য চরাচর জগৎ ক্লক হইয়াছে ॥ ২ ॥

বাসুদেব এইরূপ কহিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া, মন্দরভূধরে গমন
করিলেন । কিন্তু অজ্ঞানতিমিরে আবৃত হইয়া, তথায় বুধভদ্রজ অথবা দেবী কিম্বা নন্দী,
কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । ৩ ॥ শূন্য পর্বত অবলোকন করিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহা-
দিগকে মূঢ়দৃষ্টি দর্শন করিয়া ॥ ৪ ॥ বলিতে লাগিলেন, মহাদেব পুরোভাগে বিরাজ করিতেছেন ।
আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা গিরিজাপতি মহা-
দেবকে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫ ॥ যেজন্য আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত হইয়াছে, তাহার কারণ
অবগত নহি । জগন্মূর্তি জনার্দন তাঁহাদিগকে কহিলেন ॥ ৬ ॥ তোমরা সার্থতৎপর হইয়া,
মৃড়ানীয় গর্ভ নষ্ট করিয়া, মহাপাপগ্রস্ত ও তজ্জন্ত মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছ ; সেইজন্য
ভগবান্ শূলী তোমাদের জ্ঞান বা বিবেক বিনষ্ট করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ সেই কারণেই তোমরা
সম্মুখে বিরাজমান বুধভদ্রকে দেখিয়াও, দেখিতে পাইতেছ না । অতএব সকলে কাশ্যশোধন ও
দেবদর্শননিমিত্ত আদরসংস্কারে ॥ ৮ ॥ তপ্তকৃচ্ছ দ্বারা সর্বিশেষ শুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের জ্ঞানলাভ
কর । প্রথমে সাধুকুস্তশত ক্ষীরস্নান প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৯ ॥ দধিস্নানে চতুঃষষ্টি, স্ততর্হণে
দ্বাত্রিংশৎ ও শুদ্ধ পঞ্চগব্যে ষোড়শ কুস্ত বিহিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ আর, মধুপূজায় অষ্ট কলস
ও জলার্হণে সকলের দ্বিগুণ কুস্ত বিধান করিতে হয় । অনন্তর অষ্টোত্তরশতকুস্ত রোচনা ॥ ১১ ॥
কুকুম ও চন্দন দ্বারা ভক্তিসংস্কারে ভবানীপতিকে অনুলিপ্ত করিয়া, বিষপত্র, কমল, চন্দন,
অগুরু, কপূর ॥ ১২ ॥ মন্দার, পারিজাত ও অতিমুক্ত দ্বারা তাঁহারে অর্চনা ও অগুরুসহ কালৈয়
চন্দন দ্বারা ধূপ প্রদান ॥ ১৩ ॥ এবং পঞ্চক্রমসহায়ে ঋক্বেদোক্ত শতরুদ্রীয় জপ করিবে । এইরূপ
করিলে, ভগবান্ ভবকে দেখিতে পাইবে । অন্য উপায়ে তাঁহারে দর্শন করা সাধ্য নহে ॥ ১৪ ॥

ইতুজ্জ্বা বাসুদেবেন দেবঃ কেশবমক্রবন্ । বিধানং তপ্তকৃচ্ছস্য কথ্যতাং মধুসূদন ।
যস্মিন্শীর্ণে কায়শ্চ'দ্ধবতে সার্বকালিকী ॥ ১৫ ॥

বাসুদেব উবাচ । ত্রাহমুক্ষঃ পিবেচাপজ্যাহমুক্ষঃ পয়ঃ পিবেৎ । ত্রাহমুক্ষঃ পিবেৎ
সর্পির্কায়ুভকো দিন তয়ং ॥ ১৬ ॥ পলা দ্বাদশতো যস্য পলাষ্টৌ পয়সঃ সুরাঃ । বটপলাঃ সর্পিষঃ
প্রোক্তাঃ দিবসে দিবসে পিবেৎ ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোবমুক্তে বচনে সুরাঃ কায়বিশুদ্ধয়ে । তপ্তকৃচ্ছরহস্যং বৈ চক্রঃ
শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো ব্রতে সুরাশীর্ণে বিমুক্তাঃ পাপতে'হভবন্ । বিমুক্তপাপা দেবেশং
বাসুদেবমধাক্রবন্ ॥ ১৯ ॥ কাসৌ বদ জগন্নাথ শত্মুস্তিষ্ঠতি কেশব । যং কীরাদ্যভিষেকেন
স্নাপয়ামৌ বিধানতঃ ॥ ২০ ॥ অথোবাচ সুরাশ্বক্ষুরেব তিষ্ঠতি শঙ্করঃ । মন্দেহে কিং ন
পশুধ্বং যোগং প্রাপ্য প্রতিষ্ঠিতং ॥ ২১ ॥ তমূচুর্নৈব পশুধ্বমঃ সত্যো বৈ ত্রিপুরাস্তকং । সত্যঃ
বদ সুরেশান মহেশানঃ ক তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ ততোহব্যয়ায়া স হরিঃ স্বহৃৎপঙ্কজশায়িনঃ ।
দর্শয়ামাস দেবানাং সুরাঃ লিঙ্গমৈশ্বরং ॥ ২৩ ॥ ততোহমরাঃ ক্রমেণৈব কীরাদিভিরনুষ্ঠমৈঃ ।
স্নাপয়াংচক্রিরে লিঙ্গং শাস্ত্রতঃ ধ্রুবমব্যয়ং ॥ ২৪ ॥ গৌরোচনায়া আলিপ্য চন্দনে স্নগন্ধিনা ।
বিস্বপত্রাংবুজৈর্দেবং পূজয়ামাসুরঞ্জনা ॥ ২৫ ॥ ধূপং দ্বিত্বা গুরুং ভক্ত্যা নিবেদ্য পরমৌষধীঃ ।
অষ্টাষ্টশতনামানি ত্রণামং চক্রিরে ততঃ ॥ ২৬ ॥

বাসুদেব এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন ! কিরূপে তপ্ত-
কৃচ্ছর অনুষ্ঠান করিতে হয়, কীর্তন করুন । এই তপ্তকৃচ্ছ ব্রত বিহিত হইলে, সার্বকালিকী
কায়শুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বাসুদেব কহিলেন, তিনদিন উষ্ণ জল পান করিয়া থাকিবে । পরে তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধমাত্র
পান করিবে । তদনন্তর তিন দিন উষ্ণ স্নাত মাত্র পান করিয়া, পরে তিন দিন বায়ু মাত্র ভোজন
করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥ হে দেবগণ ! দ্বাদশপল জল, অষ্টপল দুগ্ধ, বটপল স্নাত দিবসে দিবসে
পান করিবে ; ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বাসুদেব এবং বিধি বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবগণ কায়বিশুদ্ধির জন্য
ইজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া, তপ্তকৃচ্ছরহস্তানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ ব্রত উদযাপনান্তে
তাহাদের পাপমোচন হইয়া গেল । পাপবিমুক্ত হইলে, তাহারা দেবদেব বাসুদেবকে কহি-
লেন ॥ ১৯ ॥ হে জগন্নাথ ! হে কেশব ! মহাদেব কোথায় বিরাজ করিতেছেন ? আমরা
তাঁহারে কীরাদি দ্বারা অভিষেক করিয়া, স্নান করাইব ॥ ২০ ॥

তখন বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, এই মহাদেব আমার দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন । তিনি
যোগবলে ঐরূপে দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । আপনার কি দেখিতে পাইতেছেন না ? ॥ ২১ ॥
তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা স্বয়ং ত্রিপুরাস্তককে দেখিতে পাইতেছি না । হে সুরেশান ।
সত্য বলুন, মহেশান কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ? ॥ ২২ ॥ তখন অব্যয়ায়া সুরারি হরি
আপনার স্বহৃৎপঙ্কজশায়ী ঐশ্বর্যলিঙ্গকে দর্শন করাইলেন ॥ ২৩ ॥ অমরগণ ক্রমানুসারে অনুষ্ঠম
কীরাদি দ্বারা সেই শাস্ত্রত, অবিচলিত ও কয়োদয়বিরহিত লিঙ্গকে স্নান করাইতে লাগি-
লেন ॥ ২৪ ॥ প্রথমে গৌরোচনা ও স্নগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত করিয়া, পরে বিস্বপত্র ও
অম্বুজ দ্বারা সেই ভগবান্ লিঙ্গরূপী হরের পূজা করিলেন ॥ ২৫ ॥ তৎপরে ভক্তিসহকারে
ধূপপ্রদান ও দ্বিবি ওষধি সমস্ত নিবেদন করিয়া, অষ্টাষ্টশতনামজপসহকারে প্রণিপতিত
হইলেন ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ । ইত্যেবং চিন্তয়ন্তস্তে দেবদেবৌ হরাচ্যাতৌ । কথং যোগসমাপনৌ
সঙ্কেন তমসাবৃতৌ ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । সুরাণাং চিন্তিতং জ্ঞানং বিশ্বমূর্তিরভূবিভুঃ । সৰ্বলক্ষণসংযুক্তঃ সৰ্বসুধ-
ধরোব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥ সার্কিদ্ধিনেত্রং কমলাহিকুণ্ডলং জটাওড়াকেশখগৰ্ভভধ্বজঃ । সমাধবঃ হারভূজ-
ভূষণং পীতাজিনাচ্ছন্নকটিপ্রদেশং ॥ ২৯ ॥ চক্রাসিহস্তং হলশার্ঙ্গপাণিং পিনাকশূলাজগবাস্বিতং
চ । কপর্দখট্টাকপালঘটং শশজটাকারবং মহর্ষে ॥ ৩০ ॥ দৃষ্টেব দেবা হরিশঙ্করং তং
নমোহস্ত তে সৰ্বগতাব্যয়েতি । প্রোক্তপ্রণামাঃ কমলাসনাদ্যাশ্চকুর্মতিং চৈকতরাং
নিযুজ্য ॥ ৩১ ॥ তানেকচিত্তান্ বিজায় দেবান্ দেবপতির্হরঃ । প্রগৃহ্যভ্যাবৃত্ত্বর্ণং কুরুক্ষেত্রং
সমাশ্রমং ॥ ৩২ ॥ ততঃ পশুস্তি দেবেশ স্থাগুভূতং জলে স্থিতং । দৃষ্টো নমঃ স্থাগবে তু প্রোক্ত ।
সৰ্বৈগ্যুপাविशन् ॥ ৩৩ ॥ ততোহব্রবীৎ সুরপতিরেহি নো দীয়তামরঃ । ক্ষুদ্রং জগজ্জগন্নাথ
উন্নজ্জগৎ পিখাতিথে ॥ ৩৪ ॥ ততস্তাং মধুরাং বাণীং শুশাব বুধবদধঃ । শ্রোত্বোত্তমৌ চ বেগেন
সৰ্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৫ ॥ নমোহস্ত দেবদেবেভ্যঃ প্রোবাচ প্রহসন্ হরঃ । স চাগতঃ সুরৈঃ
সৈলৈঃ প্রপত্তৌ শিখাশ্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মুচুদেবতাঃ সৰ্বাস্তাজ্যতাং শঙ্কর জগৎ । মহাব্রতং
ত্রয়া লোকাঃ ক্ষুদ্রান্তে তেজসার্দিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ অথোবাচ মহাদেবো ময়া তাক্তো মহাব্রতঃ ।
ততঃ সুরা দিবং জগ্মুঃ স্তৈঃ প্র যঃমানসাঃ ॥ ৩৮ ॥ তয়ো বিকম্পতে পৃথ্বী সার্কিধীপা মহামুনে ।

নারদ কহিলেন, দেবগণ এইরূপে ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই সময়ে ও তমোওণ বৃত্ত হরির
কিরূপে পরস্পর এককলেবর হইয়াছিলেন ? ॥ ২৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বিভূ সুরগণের চিন্তিত অবগত হইয়া, বিশ্বমূর্তি হইলেন । ঐ মূর্তি সৰ্ব-
লক্ষণসংযুক্ত, সৰ্বসুধসুশোভিত ও ক্ষয়োদয়বিরহিত ॥ ২৮ ॥ এবং সার্কিদ্ধিনয়ন, কমল ও
অহিকুণ্ডল, জটা ও ওড়াকেশ, গরুড় ও বৃষভ, এবং হর ও ভূজঙ্গ, এই সকলে অলঙ্কৃত । উহার
কটিপ্রদেশ পীতবসন ও অজিনে আচ্ছন্ন ॥ ২৯ ॥ হস্তে চক্র, অসি, হল ও শার্ঙ্গ, পিনাক, শূল
ও আজগব । এবং কপর্দ, খট্টাক, কপাল, ঘট্টা ও শজা ॥ ৩০ ॥ হে মহর্ষে ! দেবগণ সেই
হরিরূপকে দর্শন করিয়া, হে অব্যয় ! হে সৰ্বগত ! তোমাকে নমস্কার, এইরূপ কহিয়া,
কমলাসনের সহিত প্রণাম করিলেন । তৎকালে তাঁহারা সকলেই তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত
হইলেন ॥ ৩১ ॥

দেবপতি হরি তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্ত জানিয়া, সমভিষাধারে লইয়া, সম্মুখে স্বকীয় আশ্রম
কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তাঁহারা তথায় জলমধ্যে অধিষ্ঠিত স্থাগুভূত মহেশ্বরকে
নয়নগোচর করিয়া, স্থাগুকে নমস্কার, বলিয়া, উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩ ॥

তখন সুরপতি কহিলেন, আশ্বন, আমাদিগকে বর দিন । হে জগন্নাথ ! সমুদায় জগৎ
ক্ষুদ্র হইয়াছে । অতএব, হে প্রিয়াতিথে ! উন্নয় হউন ॥ ৩৪ ॥

বৃষভধ্বজ সেই মধুর বাক্য কর্ণগোচর করিলেন । কর্ণগোচর করিয়া, সেই সৰ্বব্যাপী নিরঞ্জন
হর সবেগে উখিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ এবং মহাস্য আস্যে কহিলেন, দেবদেবদিগকে নমস্কার ।

তিনি আগমন করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরনিকর বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬ ॥
এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন, হে শঙ্কর ! সম্মুখে এই মহাব্রত ত্যাগ করুন । ত্রিভুবন
ভবদীয় তেজে অর্দিত ও তজ্জন্য ক্ষুদ্র হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব কহিলেন, আমি এই মহাব্রত ত্যাগ করিলাম । এই কথায় ইন্দ্রাদ্য অমরগণ হর্ষা-
বিষ্ট হইয়া, প্রায়ত মানসে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে মহামুনে ! তৎকালে পৃথিবী সাগর

ততো হৃষ্টময়ক্রদঃ কিমর্থঃ ক্ষুভিতা মহী । ৩৯ ॥ ততঃ পর্য্যচরচ্চুলী কুরুক্ষেত্রঃ সমংততঃ ।
দদর্শৌষবতীতীরে উশনসং তপোনিধিং ॥ ৪০ ॥ ততোব্রবীৎ সুরপতিঃ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ ।
জগৎকোভকরং বিপ্র তচ্ছীঘ্রং কথ্যতাং মম ॥ ৪১ ॥

উশনা উবাচ । তবারাধনকামার্থং তপ্যতে হি মহত্তপঃ । তস্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং
জাতুমিচ্ছে ত্রিলোচন ॥ ৪২ ॥

হর উবাচ । তপসা পরিভুষ্টোন্মি স্মৃতপ্তেন তপোধনঃ । তস্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং ভবান্
জানন্তি ততঃ ॥ ৪৩ ॥ বরং লক্ষ্য ততঃ শুক্রস্তপসঃ সংন্যবর্তত । তথাপি চলতে পৃথ্বী সাক্ষিভূ-
ত্বেগাবতা ॥ ৪৪ ॥ ততোগমনমহাদেবঃ সপ্তসারস্বতং শুচি । দদর্শ নৃত্যমানঞ্চ ঋষিঃ মঙ্গল-
সংজিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ভাবেন পোপ্লয়তি বালবৎ স ছুজৌ প্রসারৈষাব ননর্ত্ত বেগাৎ । তৈশ্চৈব
বেগেন সমাহতা ভু চচাল ভূভূমিধরৈঃ সতৈব ॥ ৪৬ ॥ তং শঙ্করোহভ্যোতা করে নিগৃহ্য প্রোবাচ
বাক্যং প্রহসন্নহর্ষে । কিংভাবিতো নৃত্যসি কেন হেতুনা বদস্ব মামদ্য কিমত্র তুষ্টিঃ ॥ ৪৭ ॥ স
ব্রাহ্মণঃ প্রাহ মমাদ্য তুষ্টির্ধেনেহ জাতা শৃণু তদ্বিজৈল্ল । তপস্ততো মে বহবো গতা হি সসৎ-
সরাঃ কার্যবিশোধনার্থং ॥ ৪৮ ॥ ততোহনুপশ্যামি কয়াৎ কতোথং নির্গচ্ছতে শাকরসং মমেহ ।
ভেনাতিভুষ্টোন্মি ভূপং দ্বিজৈল্ল যেনাস্মি নৃত্যামি স্মুভাবিতান্মা ॥ ৪৯ ॥ তং প্রাহ শঙ্কুর্দ্বিজ
পশু মহং ভূম্য প্রবৃন্তং করতোতিগুরুং । সংতাড়নাদেব ন চ প্রহর্ষো মমাস্তি নুনং হি ভবান্

ও পর্বত সকলের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন । তদর্শনে ক্রদ চিন্তা করিতে লাগিলেন,
পৃথিবী কিজন্ম ক্ষুভিতা হইলেন ? ॥ ৩৯ ॥ এইরূপ চিন্তানস্তর তিনি কুরুক্ষেত্রের সমস্তাৎ পর্য্যটন
করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, ওষবতীনদীতটে তপোনিধি উশনা অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪০ ॥
তদর্শনে সুরপতি ভব তাঁহারে কহিলেন, তুমি কিজন্ম তপস্যা করিতেছ ? হে বিপ্র ! শীঘ্র বল ।
কেননা, তোমার এই তপস্যায় জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪১ ॥

উশনা কহিলেন, আপনার আরাধনাবাসনায় আমি এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ।
হে ত্রিলোচন ! তৎপ্রভাবে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে তপোধন ! তোমার এই স্মৃতপ্ত তপস্যায় পরম ভুই হইয়াছি । অতএব
তুমি বখাতত্ত্ব সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত হইবে ॥ ৪৩ ॥

শুক্র বরলাভ করিয়া, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন । তথাপি, পৃথিবী সাগর, ভূধর
ও পাদপ সহিত বিচলিতা হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তদর্শনে মহাদেব পরমপবিত্র সপ্তসারস্বতে
গমন করিলেন । দেখিলেন, মঙ্গলকনামে মহর্ষি নৃত্য করিতেছেন । তিনি বালকের ন্যায়,
ভাবভরে বাহু প্রসারিত করিয়া, সবেগে প্রুতগতিতে ঐরূপে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তদীয়
বেগে সমাহত হইয়া, পৃথিবী সর্বত সকলের সহিত বিচলিতা হইতেছেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ মহাদেব
তদর্শনে অভ্যাগত হইয়া তাঁহার কর নিগৃহীত করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, মহর্ষে ! কি
ভাবিয়া, কি কারণে নৃত্য করিতেছেন ; কিজন্যই বা আপনার এরূপ তুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে,
বলুন ॥ ৪৭ ॥

মঙ্গলক কহিলেন, হে দ্বিজৈল্ল ! যে কারণে অদ্য আমার ঈদৃশী তুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে,
শ্রবণ করুন । কার্যবিশোধনার্থ তপস্যা করিতে করিতে আমার বহু সংবৎসর গত হই-
য়াছে ॥ ৪৮ ॥ এক্ষণে দেখিতেছি, আমার কর হইতে কতযোগে এই শাকরস 'নঃপ্রাবিত
হইতেছে । হে দ্বিজৈল্ল ! তজ্জন্য অতিমাত্র সন্তোষ উপস্থিত হওয়াতে, আমি পরমভাবাবিষ্ট
হইয়া, নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শঙ্কু তাঁহারে কহিলেন, হে দ্বিজ ! অবলোকন করুন, তাড়না করাতে, আমার হস্ত হইতে

প্রমত্তঃ ॥ ৫০ ॥ অশ্বাথ বাক্যং বুযভধ্বজং তং নদ্বা মুনির্শ্রীংকণকো মহর্ষে । নৃত্যং পরিত্যজ্য
 স্তবিত্তোহথ ববন্ধ পাদৌ বিনয়াবনম্রঃ ॥ ৫১ ॥ তমাহ শঙ্কুর্বিজ গচ্ছ লোকং তং ব্রহ্মণা হৃগম এব
 যশ্চ । ইদঞ্চ তীর্থং প্রবরং পৃথিব্যাং পৃথুদকং স্ত্রাং স্মমহৎফলং হি ॥ ৫২ ॥ সান্নিধ্যমট্টেব স্মরাস্মরাণাং
 গন্ধর্ববিদ্যাধরুকিংমরাণাং । সদাস্তু ধর্মস্তু নিধানমগ্রাং সারস্বতং পাপমলাপহারি ॥ ৫৩ ॥
 স্প্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ স্রবেণুর্কমলোদকা । মহোদরা চৌষবতী বিশালা চ সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ এতাঃ
 সপ্তসরস্বত্যো নিবসিষ্যন্তি মিত্যশঃ ॥ সোমপানফলং সর্বাঃ প্রযচ্ছন্তি সুপুণ্যদাঃ ॥ ৫৫ ॥ ভবা-
 নপি কুরুক্ষেত্রে মূর্তিঃ-স্থাপ্য গরীয়সীং । গমিষ্যতি মহাপুণ্যং ব্রহ্মলোকং সূহৃগমঃ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেব
 মুক্তো দেবেন শঙ্করেণ তপোধন । মূর্তিঃ স্থাপ্য কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মলোকমগাদশী ॥ ৫৭ ॥ গতে-
 মঙ্কণকে পৃথী নিশ্চলা সমজায়ত । অথাগান্মন্দরং শঙ্কুনির্জমাবসথং শুচি ॥ ৫৮ ॥ এবং তবোক্তং
 দ্বিজ শঙ্করস্ত গত্যদাসীতপসস্ত শৈলে । শূন্যেভ্যাদ্ভট্টমুতির্হি দেব্যা স যোজিতো যেন হি
 কারণেন ॥ ৫৯ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রোক্তভাবে মঙ্কণকোপাখ্যানং নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । গতোদ্ধকস্ত পাতালে কিমচেষ্টেত দানবঃ । শঙ্করো মন্দরস্থোপি যচ্চকার
 তদুচ্যতাং ॥ ১ ॥

এই অতিমাত্র গুরুবর্ণ ভস্ম সমুখিত হইতেছে । কিন্তু ইহাতে আমার হর্ষের বিষয় কিছুই নাই ।
 আপনি নিশ্চয়ই প্রমত্ত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

হে মহর্ষে ! মহাদেবের বাক্যশ্রবণপূর্বক মঙ্কণক তাঁহাকে প্রণাম ও নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া,
 নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও বিনয়ভরে অবনত হইয়া, তদীয় পদযুগল বন্দনা করিলেন ॥ ৫১ ॥

তখন মহাদেব তাঁহারে কহিলেন, এই পৃথুদক পৃথিবীতে প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে
 এবং মহৎ ফল সম্ভাবিত করিবে ॥ ৫২ ॥ স্মরাস্মর ও গন্ধর্বগণ এবং বিদ্যাধর ও কিন্নরবর্গ
 সর্বদা এখানে সন্নিহিত থাকিবে । ভদ্রাতীত, ইহা ধর্মের নিধান হইবে, সমুদায় তীর্থের অগ্রণী
 হইবে এবং পাপমল অপহরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ স্প্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, স্রবেণু, কমলোদকা, মহো-
 দরা, ওষবতী, বিশালা ও সরস্বতী ॥ ৫৪ ॥ এই সপ্ত সরস্বতী এখানে নিত্য অবস্থিত হইবে ।
 এবং সকলেই সোমপানফল প্রদান ও পরম পুণ্য সংবিধান করিবে ॥ ৫৫ ॥ আপনিও কুরুক্ষেত্রে
 গরীয়সী মূর্তি স্থাপন করিয়া, পরমপবিত্র সূহৃগম ব্রহ্মলোকে সমাগত হইবেন ॥ ৫৬ ॥

হে তপোধন ! দেবদেব মহাদেব এইরূপ কহিলে, বশী মঙ্কণক কুরুক্ষেত্রে মূর্তি স্থাপন করিয়া,
 ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মঙ্কণক গমন করিলে, পৃথিবী স্থির হইলেন । মহাদেবও
 পরমপবিত্র নিজ আবসথ মন্দরে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ হে দ্বিজ ! মহাদেব যেকারণে তৎকালে
 তপস্কার্থ গমন করিয়াছিলেন । যেকারণে দেবীকে দেখিবার জন্য এবং অন্ধক শূন্যশৈলে গমন
 করে, তাহা তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৫৯ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রোক্তভাবে মঙ্কণকোপাখ্যাননামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

নারদ কহিলেন, অন্ধক পাতালে গমন করিয়া, কি করিয়াছিল ? মহাদেবও মন্দরভূমিতে
 অধিষ্ঠানপূর্বক যাহা করেন, নির্দেশ করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পাতালস্থোদ্ধকো ব্রহ্মন্ বাধ্যতে মদনাগ্নিনা । সন্তপ্তবিগ্রহঃ সৰ্কান্
দানবানিহমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ স মে স্নহৎ স মে বন্ধুঃ স জাতা স পিতা মম । যন্তামদ্রিস্মৃতাং শীঘ্রং
মমাস্তিকমুপানয়েৎ ॥ ৩ ॥ এবং ক্রবতি দৈত্যেন্দ্রে অন্ধকে মদনাতুরে । মেঘগন্তীরনির্ঘোষঃ
প্রহ্লাদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ যেয়ঃ গিরিনন্দিতা বীর সা মাতা ধর্মতস্তব । পিতা জিনয়নো দেবঃ
ঋয়তামত্র কারণং ॥ ৫ ॥ তব পিত্রা ত্বপুত্রেণ ধর্মনিত্যেন দানব । আরাধিতো হরো দেবঃ
পুত্রার্থায় পুরা কিল ॥ ৬ ॥ তস্মৈ ত্রিলোচনেনাসীদতোধোপোব দানবঃ । পুত্রকঃ পুত্রকামস্ত
প্রোক্তে ধ্বং বচনং বিভো ॥ ৭ ॥ নেত্রত্রয়ঃ হিরণ্যাক্ষ সনর্ম্ম স্তুতয়া মম । পিহিতং যাগসংস্থ্য
ততোদ্ধমভবত্তমঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাচ্চ তমসো জাতো ভূতো নীলবর্ণমশ্বনঃ । তদিদং গৃহতাং
দৈত্য তবোপায়িকমায়ুজং ॥ ৯ ॥ যদা তু লোকবিদ্বিষ্টং কর্ম্ম চায়ং করিষ্যতি । ত্রৈলোক্যজননীং
চাপি অভিবাঞ্ছিষ্যতেহধমঃ ॥ ১০ ॥ যাতয়িষ্যতি বা বিপ্রং যদা প্রাক্ষিপ্য চাসুর । তদাস্ত স্নয়-
মেবাহং ক'র্যো ক'র্যশেষণং ॥ ১১ ॥ এবমুক্তা গতাঃ শত্ৰুঃ স্বস্থানং মন্দরাচলং । ত্বংপিতাপি
সমভ্যাগাত্বানাদায় রসাতলং ॥ ১২ ॥ এতেন কারণেনাস্মা শৈলজা তব দানব । সৰ্কস্তাপীহ
জগতো গুরুঃ শত্ৰুঃ পিতা ক্রবৎ ॥ ১৩ ॥ ভবানপি তথা যুরুঃ শাস্ত্রবেত্তা গুণাভুতঃ । নেদৃশে
পাপসংকল্পে মতিং কুর্যাদ্ভবদ্বিধঃ ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্যপ্রভুরব্যাক্রো ভবঃ সর্কৈর্নমস্কৃতঃ । অজেয়-
স্তস্য ভার্য্যেয়ং নঃসমর্হোহমরাদ্ধন ॥ ১৫ ॥ ন চাপি শক্তঃ সংপ্রাপ্তুং শৈলরাজ্যায়ুজাং শুভাং ।

পুলস্ত্য বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! অন্ধক পাতালস্থ হইয়া, মদনানলে দহমান হইতে লাগিল ।
তাহার দেহ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল । তদবস্থায় সে দানবদিগের সকলকেই বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥
যে ব্যক্তি সেই অদ্রিনন্দিনীকে আমার অস্তিকে সত্ত্বর আনিয়া দিবে, সেই আমার বন্ধু, সেই
আমার জাতা, সেই আমার পিতা ও সেই আমার স্নহৎ ॥ ৩ ॥

দৈত্যেন্দ্রে অন্ধক মদনাতুর হইয়া, এবংবিধ বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহ্লাদ মেঘগন্তীর
নির্ঘোষে তাহারে কহিলেন ॥ ৪ ॥ হে বীর ! সেই গিরিনন্দিনী ধর্মতঃ তোমার জননী এবং
ত্রিলোচন তোমার পিতা । ইহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ হে দানব ! তোমার পিতা সৰ্কদা
ধর্ম্ম সংস্কৃত ছিলেন । তাহার পুত্র হয় নাই । পূর্বে তিনি পুত্রকামনায় মহাদেবের আরাধনা
করেন ॥ ৬ ॥ মহাদেব তদীয় আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, তোমাকে পুত্ররূপে প্রদান করিলেন ।
প্রদান করিবার সময় সেই পুত্রকাম দৈত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ হে হিরণ্যাক্ষ ! আমি
যোগস্থ হইব, মমোর পুত্রী নর্ম্মপূর্বক আমার নয়নজন্ম আচ্ছাদিত করে । তাহাতে
অন্ধতমঃ প্রাপ্তভূত হয় ॥ ৮ ॥ সেই তমঃ হইতে এই নীলবর্ণ-ঘনশ্বন ভূত আবির্ভূত হইয়াছে ।
হে দৈত্য ! ইহা তোমার উপযুক্ত আয়ুজ । অতএব ইহাকে গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥ তোমার এই
পুত্র যখন লোকবিদ্বিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ; অথবা যখন ত্রৈলোক্যজননীর অভিলাষ
করিবে ॥ ১০ ॥ কিংবা যখন ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে, তাহার হত্যায় ব্যাপ্ত হইবে, তখন
আমি স্নয়ঃ ইহার ক'র্যশেষণ করিব ॥ ১১ ॥ এই বলিয়া শত্ৰু স্বস্থান মন্দরাচলে গমন করিলেন ।
তোমার পিতাও তোমাতে গ্রহণ করিয়া, রসাতলে অভাগত হইলেন ॥ ১২ ॥ হে দানব !
এই কারণে শৈলনন্দিনী তোমার জননীস্থানীয়া । কলতঃ, শত্ৰু সমুদায় জগতের গুরু ও
পিতা ॥ ১৩ ॥ তুমিও শাস্ত্রবেত্তা ও অদ্ভুত গুণগ্রামে ভূষিত এবং সর্কথা যুক্তিজানে অমস্কৃত ।
ভবদ্বিধ ব্যক্তির কখন ঐদৃশ পাপসঙ্কল্পে কৃতমতি হয় না ॥ ১৪ ॥ অব্যক্তস্বরূপ মহাদেব সাক্ষাৎ
ত্রৈলোক্যের প্রভু, সকল লোকের নমস্কৃত ও অজেয় । এই শৈলনন্দিনী তাহার ভার্য্যা ।
অতএব, হে অমর্য্যারি ! তুমি কখনই তাহারে কাগনা করিতে পার না ॥ ১৫ ॥ আর, তাহারে
প্রাপ্ত হওয়াও, তোমার কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে । কলতঃ, মহাদেবকে তদীয়গণসংহিত জয়

অজিহা সগণং ক্রতুং স চ কামোহথ দুর্ভঃ ॥ ১৬ ॥ যন্তরেৎ সাগরং দোৰ্ভ্যাং পাতয়েদ্বি
ভাস্করঃ । মেরুমুৎপাটয়েদ্বাপি ন জয়েচ্চ শূলপাণিনঃ ॥ ১৭ ॥ উতাহোষিদিমাং শক্রঃ ক্রিয়াং
কর্তুং মহাবলঃ । ন চ শক্যো হরং জাতুং সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ১৮ ॥ কিং ত্বা ন শ্রুতং
দৈত্য যথা দণ্ডো মহীপতিঃ । পরদ্বীকামনামূঢ়ঃ সরাষ্ট্রো নাশমাপ্তবান্ ॥ ১৯ ॥ আসীদণ্ডো নাম
নৃপঃ প্রভূতবলবাহনঃ । স চ বত্রে মগ্নতেজাঃ পৌরোহিত্যায় ভার্গবং ॥ ২০ ॥ ইজে চ
বিবিধৈর্ঘৈজেনৃপতিঃ শুক্রপালিতঃ । শুক্রশাস্ত্রীচ্ছ হুহিতা অরজা নাম নামতঃ ॥ ২১ ॥ শুক্রঃ
কদাচিদগমদ্ব্যপর্ক্যগমাস্তরং । তেনাচ্চির্চিৎশিৎ তত্র তস্তৌ ভার্গবদত্তমঃ ॥ ২২ ॥ অরজাঃ
স্বগৃহং বহিঃ শুশ্রবন্তী মহাসুর । অতিষ্ঠত সূচাক্ষসী ততোভ্যাগান্নরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥ স পপ্রচ্ছ ক
শুক্ৰতি তমূঢ়ঃ পিচ রিক্সাঃ । ততঃ স ভগবান শুক্ৰো যাজনায় দনোঃ সূঃস্ ॥ ২৪ ॥ পপ্রচ্ছ
নৃপতিঃ কা তু তিষ্ঠতে ভার্গবাশ্রমে । তাস্তমূঢ়রোঃ পুত্রী সংতিষ্ঠতাজা নৃপ ॥ ২৫ ॥ তামাশ্রমে
শুক্ৰসুতান্দ্রষ্টুমিচ্ছাকুনন্দনঃ । প্রবিবেশ মহাবাহুর্দর্শনারজসঃ ততঃ ॥ ২৬ ॥ তাং দৃষ্ট্বা
কামসন্তপ্তস্তৎক্ষণাদেব পার্থিবঃ । সংজাতোকঞ্চ দণ্ডশ্চ কৃতান্তবলচোদিতঃ ॥ ২৭ ॥ বিসর্জয়ামাস
তদা ভৃত্যান্ ভ্রাতৃনু স্নহন্তমান্ । শুক্রশিষ্যানপি বলী একাকী পৃষ্ঠ আব্রজৎ ॥ ২৮ ॥ তমাগতং
শুক্ৰসুতাপ্রভুত্বায় যশস্বিনী । পূজয়ামাস সান্বষ্টা ভ্রাতৃভাবেন দানব ॥ ২৯ ॥ ততস্তামাহ

না করিলে, কোন ব্যক্তি তাদৃশ কামনা করিয়া, সফল হইতে পারে না । যে ব্যক্তি বাহুগল-
সহায়ে সাগর তরণ করিতে সমর্থ, অথবা, যে ব্যক্তি সূর্য্যকে আকাশ হইতে পাতিত করিতে
সক্ষম ; কিম্বা যে ব্যক্তি মেরু নমুৎপাটন করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট, সেই শূলপাণিকে জয় করিতে
পারে ॥ ১৬/১৭ ॥ অয়ি মহাবল ! তুমি কি ঐ সকল কার্য্য করিতে সক্ষম ? আমি সত্য সত্য
কহিতেছি, তুমি মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত নহ ॥ ১৮ ॥

হে দৈত্য ! তুমি কি শুন নাই, মহীপতি দণ্ড পরদ্বীকামনাবশে হতজ্ঞান হইয়া, রাজ্যের
সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন ? ॥ ১৯ ॥ দণ্ডনামে রাজা ছিলেন । তিনি প্রভূতবলবাহনবিশিষ্ট ও
পরম তেজস্বী এবং ভার্গবকে পৌরহিত্যে বরণ করন ॥ ২০ ॥ অনন্তর সেই ভার্গব কর্তৃক
রক্ষিত হইয়া, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ভার্গবের অরজানামে এক ছুহিতা
ছিল ॥ ২১ ॥ শুক্র কোন সময়ে ব্যপর্ক্যার নিকট গমন করিয়াছিলেন । তথায় তৎকর্তৃক
অর্চিত হইয়া, বহুকাল অবস্থিতি করেন ॥ ২২ ॥ হে মহাসুর । সূচাক্ষসী অরজা স্বগৃহে অগ্নি
সেবা করত, অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে মহীপতি দণ্ড তথায় অভ্যাগত হই-
লেন ॥ ২৩ ॥ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক্র কোথায় ? পরিচারিকারা কহিল, ভগবান ভার্গব
যাজনার্থ ব্যপর্ক্যার নিকট গমন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভার্গবের আশ্রমে কোন্ রমণী অবস্থিতি করিতেছেন ?

তাহা রা উত্তর করিল, রাজনু ! শুক্রর পুত্রী অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

এই কথায় মহাবাহু ইচ্ছাকুনন্দন শুক্রছুহিতাকে দর্শন করিবার জন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন
এবং অরজাকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥ অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণে কামবশে একান্ত
দহমান হইয়া উঠিলেন । হে অন্ধক ! মহীপতি দণ্ড কৃতান্তবলপ্রেরিত হইয়াছিলেন । তাহা-
তেই তাঁহার ঐপ্রকার কামসন্তাপ সমুপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর মহাবল দণ্ড ভৃত্যগণ,
ভ্রাতৃবর্গ ও স্নহন্তমদিগকে এবং শুক্রের শিষ্য সমুদায়কেও বিসর্জন করিয়া, একাকী গমন করিতে
লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তিনি সমাগত হইলে, শুক্রনন্দিনী যশস্বিনী অরজা প্রভুত্বান করিয়া অতিমাত্র
হর্ষতরে তাঁহারে ভ্রাতৃভাবে পূজা করিলেন ॥ ২৯ ॥

নৃপতির্কালে কাশ্মিরাপিতং । মাং সমাক্লাদয় স্বাদ্য স্বপরিদংগবাবিণা ॥ ৩০ ॥ সাপি গ্রাহ
নরশ্রেষ্ঠঃ সবিনীতাতমাপ্তঃ । পিতা মম মহাক্রোধী ত্রিদশানপি নির্দহেৎ ॥ ৩১ ॥ মূঢ়বুদ্ধে
ভবান্ ভ্রাতা মমাপি স্বয়মাগতঃ । ভগিনী ধর্মতন্ত্ৰেহঃ ভবান্ শিষ্যঃ পিতুর্নমঃ ॥ ৩২ ॥ সোত্রবী-
ভীক্ মাং শুক্রঃ কালেন পরিধক্যতি । কামাগ্নিনির্দহতি মামদৈব তনুমধ্যমে ॥ ৩৩ ॥ সা গ্রাহ
দণ্ডং নৃপতিং মুহূর্তং পরিপালয় । তমেব যাচস্ব শুক্রং স তে দাস্ত্যাসংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ দণ্ডোত্রবীৎ
শ্রুতবদ্বি কালক্ষেপো ন মে ক্ষমঃ । হতাবসরকর্তৃষে বিষমায়ীতি শ্রুদ্রি ॥ ৩৫ ॥ ততো
ত্রবীচ্চ বিরজা নাহং স্বাং পার্থিবান্ধব । দাতুং শক্তা তথাস্থানমস্বতংত্রা হি যোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥
কিং বা তে বহুনোক্তেন মা স্বং নাশং নরাধিপ । গচ্ছস্ব শুক্রশাপেন সতৃত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥
ততোহত্রবীররপতিঃ শ্রুত্ব শৃণু চেষ্টিতং । চিত্রাংগদায়া যদ্বৃত্তং পুরা দেবযুগে শুভে ॥ ৩৮ ॥
বিশ্বকর্ষশ্রুতা সাধ্বী নারী চিত্রাঙ্গদাত্তবৎ । রূপযৌবনসংপন্ন পদ্মহীনী তু পদ্মিনী ॥ ৩৯ ॥ সা
কদাচিন্মহারণ্যং সখীতিঃ পরিবারিতা । জগাম নিমিষং নাম স্নাতুং কমললোচনা ॥ ৪০ ॥ সা স্নাতু-
মবতীর্ণা চ অথাত্যাগারব্রেশ্বরঃ । স্নদেবতনয়ো ধীমান্ শ্রুতথো নাম নামতঃ ॥ ৪১ ॥ সংবৃত্তা
সা সখীঃ গ্রাহবচনং সঙ্গমংযুতং । অসৌ নরাধিপশ্চতো মদনেন কদর্থ্যতে ॥ ৪২ ॥ যদর্থো চ
ক্ষমং মেচ্ছ সঞ্চর্দানং শ্রুত্বপিণঃ । সখ্যস্তামক্ৰবন্ বাল্যে অশ্রুগলভাসি শ্রুদ্রি ॥ ৪৩ ॥ অস্বাতং-

নৃপতি তাঁহারে কহিলেন, অয়ি বাল! আমি কামানলে দহমান হইতেছি। স্বকীয়
আলিঙ্গনরূপ নলিলদান পূর্বক আমারে অদ্য আক্লাদিত কর ॥ ৩০ ॥

অরজা বিনয়সহকারে কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মদীর পিতা অতীব কোপনস্বভাব; দেবতা-
দিগকেও দগ্ধ করিতে পারেন ॥ ৩১ ॥ অয়ি মূঢ়বুদ্ধে! তুমি আমার ভ্রাতা। আমি ধর্মতঃ
তোমার ভগিনী। যেহেতু, তুমি আমার পিতার শিষ্য ॥ ৩২ ॥

দণ্ডক কহিলেন, ভীক্! শুক্র কালসহকারে আমারে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু অয়ি তনুমধ্যমে!
কামাগ্নি এখনই আমারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥ ৩৩ ॥

অরজা কহিলেন, রাজন্! মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া, পিতার নিকট যাক্রা করুন। তিনি
আমারে দন করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

দণ্ড কহিলেন, শ্রুতবদ্বি! কোনরূপ কালক্ষেপেই আমার ক্ষমতা নাই। শ্রুদ্রি! হতাব-
সরকর্তৃষে বিষ সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

তখন বিরজা কহিলেন, পার্থিবনন্দন! স্ত্রীজাতি স্বাধীন নহে। শ্রুতরাং, আমি কোন
ক্রমেই আশ্রয়দান করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ তোমারে আর অধিক বলিয়াই বা কি হইবে? তুমি
শুক্রেয় শাপে ভূতা, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইও না ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডক এই কথায় উত্তর করিলেন, শ্রুতবু! পূর্বে পরম পবিত্র দেবযুগে চিত্রাঙ্গদা যেরূপ
ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বকর্ষার চিত্রাঙ্গদানামে বিখ্যাত এক ছদ্মভূতা
ছিল। তিনি যেমন সাধ্বী, সেইরূপ রূপগুণশালিনী। সেই পদ্মিনী চিত্রাঙ্গদা স্বকীয় পৌকুমার্যো
পদ্মকেও তিরস্কৃত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই কমললোচনা কোন সময়ে সখীগণে পরিবৃত্তা
হইয়া, স্নান করিবার জন্য মহারণ্য নিমিষে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি স্নান করিবার জন্য
অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইত্যবসরে স্নদেবের তনয় মহীপতি ধীমান্ শ্রুতথ আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন ॥ ৪১ ॥ চিত্রাঙ্গদা সংবৃত্তা হইয়া, সখীদিগকে সঙ্গসংযুত বাক্যে কহিলেন, এই নরাধিপ-
নন্দন মদন কর্তৃক কদর্থিত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥ তজ্জন্য এই পরম সৌন্দর্যশালী রাজনন্দনকে
আশ্রয়দান করা আমার সর্বথা যুক্তিসঙ্গত। সখীগণ তাঁহারে কহিল, শ্রুদ্রি! তুমি বাল্যে ও

ত্ৰ্যম্বকোহ প্রদানে স্বাত্মনোনেষে । পিতা তবাস্তি ধর্মিষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪৪ ॥ ন তে
যুক্তমিহাশ্রানং দাতুং নরপতেঃ স্বয়ং । এতস্মিন্নস্তরে রাজা সুরথঃ সত্যকঃ শুচিঃ ॥ ৪৫ ॥ সম-
ভ্যোত্যাব্রবীদেনাক্ষদর্পণরপীড়িতঃ । স্বং মুখে মোহয়সি মাং দৃষ্ট্যেব মদিরেক্ষণে ॥ ৪৬ ॥
স্বদৃষ্টিশরবাণেন স্মরণোভ্যোত্যা তাড়িতঃ । তন্মাকুচতলে তন্মে অভিষায়িতুমহঁসি । নোচেৎ
প্রধক্ষ্যতে কামো ভূষো ভূয়োতি দর্শনাৎ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা চাক্রসর্কাজীং রাজো রাজীব-
লোচনা ॥ ৪৮ ॥ বার্ষ্যমাণা সখীভিস্ত প্রাদাদাত্মনমাত্মনা । এবং পুরা তয়া তব্যা পরিজাতঃ
স ভূপতিঃ ॥ ৪৯ ॥ তস্মাৎসমপি স্মশ্রোণি মাং পরিজাতুমহঁসি । অরজ্জকাত্রবীদওঃ তস্মা
যদ্বৃন্তমুত্তমং ॥ ৫০ ॥ কিং স্বয়া ন পরিজাতং তস্মাত্তৎ কথয়াম্যহং । তদা তয়া তু তবঙ্গ্যা সুরথস্য
মহীপতেঃ ॥ ৫১ ॥ আত্মা প্রদত্তঃ স্বাতন্ত্র্যাস্তত্তমশপৎপিতা । যস্মাক্ষ্মং পরিত্যজ্য স্ত্রীভাবান্-
মনচেতসে ॥ ৫২ ॥ আত্মা প্রদত্তস্তস্মাক্ষ্মি ন বিবাহো ভবিষ্যতি । বিবাহরহিতা নৈব সুরথঃ
লক্ষ্যসি ভর্তৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ নচ পুত্রকলং নৈব পতিনা যোগমেষ্যসি । উৎসৃষ্টমাত্রে শাপে তু অ-
পোবাহ সন্নতী ॥ ৫৪ ॥ অকৃতার্থঃ নরপতিঃ যোজনানি ত্রয়োদশ । অপকৃষ্টে নরপতো
সাপি মোহমুপাগতা ॥ ৫৫ ॥ ততস্তাঃ দিষিচুঃ সর্কাজীঃ সন্নত্যা জলেন হি । সা দিচ্যমানা
সুঃস্রাং শিশিরেণাথ বারিণা ॥ ৫৬ ॥ মৃতকল্পা মহোৎসাহা বিশ্বকর্ষস্তুভাবৎ । তাং
মৃতামিব বিজায় জগ্মুঃ সখ্যস্তরাষিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ আহর্ভূমপরাঃ কাষ্ঠঃ বহ্নিমানেন্দুমাकुलाः ।

অগ্রগল্ভা ॥ ৪৩ ॥ অয়ি অনঘে ! আত্মপ্রদানে তোমার স্বতন্ত্রতা নাই । কেননা, তোমার
পিতা আছেন । তিনি পরম ধার্মিক ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ ॥ ৪৪ ॥ স্মৃতরাং স্বয়ংসিদ্ধা হইয়া,
নরপতিকে আত্মদান কর । তোমার কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । সখীগণ
এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে সত্যসম্পন্ন পরমবিশুদ্ধস্বভাব রাজা সুরথ ॥ ৪৫ ॥ কন্দর্পশরে
নিভাস্ত অভিভূত ও তথায় অভ্যাগত হইয়া চিত্রাঙ্গদারে কহিতে লাগিলেন, অয়ি মুখে !
অয়ি মদিরেক্ষণে ! তুমি দর্শন করিয়াই, আমারে মোহিত করিয়াছ ॥ ৪৬ ॥ মদন অভ্যাগত
হইয়া, তদীয় দৃষ্টিক্রম শর দ্বারা আমারে আহত করিয়াছে । অতএব তুমি আমারে স্বকীয়
কুচতলতলে শয়ন করাও ॥ ৪৭ ॥ নতুবা, বারংবার অতিদর্শন প্রভাবে কাম আমাকে দগ্ধ
করিয়া কেলিবে । রাজার এই কথায় চাক্রসর্কাজী রাজীবলোচনা চিত্রাঙ্গদা ॥ ৪৮ ॥
সখীগণকর্তৃক প্রতিষিদ্ধা হইয়াও, আপনি আপনাকে দান করিলেন । এইরূপে পূর্বে সেই
ভবী রাজাকে পরিজ্ঞান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥ অতএব, স্মশ্রোণি ! তুমিও আমাকে পরিজ্ঞান কর ।

শুকনন্দিনী অরজা উত্তর করিলেন, রাজন্ ! পরিণামে চিত্রাঙ্গদার যেকপ ঘটয়াছিল ॥ ৫০ ॥
তাহা কি তোমার পরিজ্ঞাত নাই ? আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর । তৎকালে তবঙ্গী চিত্রাঙ্গদা
মহীপতি সুরথকে ॥ ৫১ ॥ স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, আত্মদান করিলে, তদীয় পিতা এইরূপ স্বাধীনতা-
বশতঃ তাহারে শাপ দিয়া কহিলেন, রে মনচেতসে ! তুমি স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ
করিয়া ॥ ৫২ ॥ আত্মাকে দান করিয়াছ । এই কারণে তোমার বিবাহ হইবে না । বিবাহরহিতা
হইয়া, তুমি স্বামিস্থখে বঞ্চিতা ॥ ৫৩ ॥ পুত্রকললাভে অসমর্থ । এবং পতির সহিত সর্কথা বিযো-
জিতা হইবে । এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবারাত্র সন্নতী সেই অকৃতার্থ নরপতিকে তৎক্ষণাৎ
তথা হইতে ত্রয়োদশ যোজন দূরে অপবাহিত করিলেন । নরপতি অপবাহিত হইলে, চিত্রাঙ্গদা
মোহের বশতাপন্ন হইলেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ তখন সখীগণ সকলে সংমিলিত হইয়া, সন্নতীসলিলে
তাহারে অভিষিক্ত করিল । চিত্রাঙ্গদা সাতিশয় স্নানীতল সলিলে সিন্ধ্যমানা হইয়া ॥ ৫৬ ॥
মৃতকল্পাহইলেন । তখন সখীগণ সেই বিশ্বকর্ষনন্দিনী মহামোহশালিনী চিত্রাঙ্গদাকে মৃতার
ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বরাষিতা হইয়া গমন করিল ॥ ৫৭ ॥ তাহাদের মধ্যে কেহ কাষ্ঠ আহরণার্থ

স। চ তাবপি সর্কাস্থ গতাস্থ বনযুক্তম্ ॥ ৫৮ ॥ সংজ্ঞাং লেভে সূচাৰ্কদী দিশশ্চেত্যবলোক্য
 চ। অপমৃত্যু নরপতিং তথা স্নিগ্ধং সখীজনং ॥ ৫৯ ॥ নিপপাত সরসত্যা বয়োভিত্তিরিত্তেজসা।
 তাং বেগাৎ কাঞ্চনাক্ষীং তু মহানদ্যাং নরেশ্বর ॥ ৬০ ॥ গোমত্যাং চ পরিক্ষেপ তরঙ্গকুটিলে
 জলে। তয়াপি তস্যাস্তম্ভাব্যং বিদিত্বাশ বিশাম্পতে ॥ ৬১ ॥ মহাবনে পরিক্ষিপ্তা সিংহব্যাঙ্গ-
 সমাকুলে। এবং তস্যাঃ স্রঃ তত্র যা অবস্থা শ্রুতা মথ্য ॥ ৬২ ॥ তস্মান দাস্যাম্যান্নানং রক্ষন্তী
 শীলযুক্তমঃ। তস্যাস্তদ্রচনং শ্রদ্ধা দণ্ডঃ শক্রসমো বলী। বিহস্য স্বরজাং প্রাহ স্বার্থমঙ্গলকরং ॥ ৬৩ ॥
 দণ্ড উবাচ। তস্যা যদুত্তরং বৃন্তং তৎপিতৃশ্চ কুশোদরি। সুরথস্য তথা রাজ্যস্তচ্ছ্রীতু-
 যতিমাদধে ॥ ৬৪ ॥ যদা প্রকৃষ্টে নৃপতো পতিতা সা মহাবনং। তথা গগনসংচারী দৃষ্টবান্
 গুহ্যকো জনঃ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ সোভোত্য তাং বাল্যং পরিভাষ্য প্রযত্নতঃ। প্রাহ আগচ্ছ
 স্তভগে নয়ামি সুরথং প্রতি ॥ ৬৬ ॥ ধ্রুবমেবাদি তেন ত্বং সংযোগমসিতেক্ষণে। তস্মাদাগচ্ছ
 শীঘ্রং ত্রুষ্টং ত্রীকণ্ঠমীশ্বরং ॥ ৬৭ ॥ ইতোবমুদ্ভূতাসা তেন গুহ্যকেন সুলোচনা। ত্রীকণ্ঠমাগতা
 তূর্ণং কালিন্দ্যা দক্ষিণোত্তরং ॥ ৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা মহেশং ত্রীকণ্ঠং স্নাত্বা রবিস্থতাজলে। অতিষ্ঠত
 শিরোনম্রা যাবন্যধোস্থিতো রবিঃ ॥ ৬৯ ॥ অথাজগাম দেবশ্চ ন্নানং কর্তুং তপোধনঃ। শুভঃ
 পাণ্ডপতাচার্য্যঃ সামবেদী ঋতধ্বজঃ ॥ ৭০ ॥ রূপতীমিব স্থিতাং তামনঙ্গপরিবর্জিতাং। তাং
 দৃষ্ট্বা স মুনির্দ্যানমগমৎ কেয়মিত্যথ ॥ ৭১ ॥ অথ সা তমুযিং তদ্য কৃতাজলিকপহিতা। তাং প্রাহ

বাস্ত হইয়া পড়িল ; কেহ ব। অগ্নি আনিবার জন্য আকুল হইল। তাহার। সকলে অরণ্যমধ্যে
 গমন করিলে ॥ ৫৮ ॥ সূচাৰ্কদী চিত্রাঙ্গদা সংজ্ঞালাভ করিলেন। এবং দশ দিক অবলোকন
 করিয়া, নরপতি বা পরমপ্রণয়শালী সখীজন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ॥ ৫৯ ॥ ভ্রিত-
 লোচনে সরসতীসলিলে পতিতা হইলেন। হে নরেশ্বর ! তখন কাঞ্চনাক্ষী বেগতরে তাহারে
 মহানদী ॥ ৬০ ॥ গোমতীতে তরঙ্গকুটিল সলিলমধ্যে পরিক্ষিপ্ত করিল। হে বিশাংপতে ! সেই
 গোমতী আকার তাহার ভবিতব্যতা অবগত হইয়া ॥ ৬১ ॥ সিংহব্যাঙ্গসমাকুল মহাবনে তাহারে
 নিক্ষেপ করিল। এইরূপে তথায় তাহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি ॥ ৬২ ॥
 অতএব, আমি আশ্রয়দান করিব না ; সর্কীয় সচ্চারিত্র সর্কতোভাবে রক্ষা করিব।

শক্রসদৃশ বলশালী দণ্ড তদীয় বচন আকর্ষণ করিয়া, সহাস্য আস্যে সেই অরজারে
 কহিলেন ॥ ৬৩ ॥ অয়ি কুশোদরি ! সেই চিত্রাঙ্গদার, তদীয় পিতার ও রাজা সুরথের পরিণামে যাহা
 হইয়াছিল, তাহা শুনিবার জন্য কৃতসংকল্প হও ; আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

নরপতি সেইরূপে অপবাহিত হইলেন। চিত্রাঙ্গদা মহাবনে পরিক্ষিপ্তা হইয়া, গগনবিহারী
 কোন গুহ্যকের দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিতা হইলেন ॥ ৬৫ ॥ সেই গুহ্যক তাহারে দর্শন করিয়া,
 অভ্যাগত হইয়া, প্রযত্নপূর্বক সম্ভাষণসহকারে কহিল, স্তভগে ! আগমন কর। আমি তোমার
 সুরথের সকাশে লইয়া যাইব ॥ ৬৬ ॥ অয়ি অসিতেক্ষণে ! তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত মিলিত
 হইবে। অতএব তুমি সত্বরে ভগবান ত্রীকণ্ঠের নিকট গমন কর ॥ ৬৭ ॥

গুহ্যক এইরূপ কহিলে, সেই সুলোচনা চিত্রাঙ্গদা সত্বরে কালিন্দীর দক্ষিণোত্তরে প্রতিষ্ঠিত
 ভগবান ত্রীকণ্ঠের সদনে সমাগতা হইলেন ॥ ৬৮ ॥ এবং সেই মহেশ্বর ত্রীকণ্ঠকে দর্শন ও
 কালিন্দীসলিলে অভিষেক করিয়া, নম্রাশিরে, যাবন্যধারু অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ইত্যবসরে
 শুভলক্ষণলক্ষিত, পাণ্ডপতাচার্য্য, সামবেদী, তপোধন ঋতধ্বজ ত্রীকণ্ঠের নানসমাধানার্থ
 সমাগত হইলেন ॥ ৭০ ॥ চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গপরিবর্জিতা হইয়া, বোদনপরায়ণার ন্যায়, অবস্থিতি
 করিতেছিলেন। ঋতধ্বজ তদবস্থ তাঁহারে দর্শন করিয়া, এই ভাবিনীকে, এইপ্রকার চিন্তা
 করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥ অনন্তর চিত্রাঙ্গদা কৃতাজলিপুটে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা

পুত্রি কস্যাসি স্মৃতা স্মরস্মতোপমা ॥ ৭২ ॥ কিমর্থমাগতানীহ নির্মমুশ্যমুগে বনে । ততঃ সা গ্রাহ
 তুম্বিং যথাতথ্যং ক্রশোদরী ॥ ৭৩ ॥ ঋত্বিঃ কোপমগমদশপচ্ছিন্নিনাং বরং । যস্মাৎ সতমু-
 জাতেরং পরদেয়াণি প পিনা ॥ ৭৪ ॥ যে জিতা নৈব পতিনা তস্মাচ্ছাখামুগোহস্ত সঃ । ইত্যুক্তা
 স মহাভাগো ভূয়ঃ স্নাত্বা বিধানতঃ ॥ ৭৫ ॥ উপাস্ত পশ্চিমাং সঙ্ঘাং পূজয়ামাস শঙ্করং ।
 সঃপূজ্য দেবদেবেশং যথোক্তবিধিনা হরং ॥ ৭৬ ॥ উবাচ গম্যতাং সূক্রং রুদন্তীং পতিলাসমাং ।
 গচ্ছস্ব স্মভগে দেশং সপ্তগোদাবরং শুভং ॥ ৭৭ ॥ তত্রোপাস্ত মহাদেবং মহান্তং হাটকেশ্বরং ।
 তত্র স্থিতায়া রন্তোক খ্যাতা দেববতী শুভা ॥ ৭৮ ॥ আগমিষ্যতি দৈত্যস্ত পুত্রী কন্দরমালিনঃ ।
 তথান্না শুহকস্মৃতা দময়ন্তীতি বিক্রতা ॥ ৭৯ ॥ অঞ্জনস্তাপি তত্রাপি সমেয্যতি উপস্থিতী । তথা-
 পরা বেদবতী পর্জন্তুহুহিতা শুভা ॥ ৮০ ॥ যদা তিস্রঃ সমেয্যন্তি সপ্তগোদাবরে জলে । হাটকাথে
 মহাদেবে তদা সংযোগমেয্যসি ॥ ৮১ ॥ ইত্যেবমুক্তা মুনিরা বাল্য চিত্রাঙ্গদা তদা । সপ্তগোদা-
 বরং তীর্থমগমস্বরিতা ততঃ ॥ ৮২ ॥ সংপ্রাপ্য তত্র দেবশং পূজয়ন্তী ত্রিলোচনং । সমধ্যাস্তে শুচি-
 পরা ফলমূলাননাভবৎ ॥ ৮৩ ॥ স চর্ষির্জানসম্পন্নঃ শ্রীকণ্ঠায় ততোহলিখৎ । শ্লোকং ত্রৈকং
 মহাত্মনং তস্তাশ্চ প্রিয়কামায়া ॥ ৮৪ ॥ ন দোহন্তি কচ্ছিত্রিদশোহস্মরো বা যক্ষোথ মর্তৌ রজ্জনী-
 চরো বা । ইদং হি হৃৎখং মৃগশাবনেত্র্যা নির্মমুজ্জঘেদযঃ অপরাক্রমেণ ॥ ৮৫ ॥ ইত্যেবমুক্তা স মুনি-
 র্জগাম দ্রষ্টুং বিভূং পুঙ্করনাথমতিং । নদীং পয়ে স্বীং মুনিবৃন্দবন্দ্যং সঞ্চিন্তয়ন্তেব বিশালনেত্র্যাং ॥ ৮৬ ॥
 ইতি শ্রীবামনপুরাণে তৈরব প্রাহুর্ভাবে দণ্ডোপাখ্যানেন বিশ্বকর্ষশাপো নাম ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

করিলে, তিনি তাহাঁরে কহিলেন, বৎসে ! তুমি সাক্ষাৎ সুরস্মৃতাঙ্গদীনী । কাহার কথা ॥ ৭২ ॥
 কিজন্য এই মনুষ্যশূন্য মৃগশূন্য বনে আঁ সয়াছ ?

ক্রশোদরী চিত্রাঙ্গদা তাহাঁরে যথাতথ্য সমুদায় ঘটনা নিবেদন করিলেন ॥ ৭৩ ॥ ঋষি শুনিয়া,
 জাতক্রোধ হইয়া, বিশ্বকর্ষাকে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু, পাপী বিশ্বকর্ষা এই
 পরদেয়া স্বকীয় তনয়াকে ॥ ৭৪ ॥ পতির সহিত যোজিত করে নাই, সেইহেতু সে বানর-
 যোনিতে পতিত হউক । এই বলিয়া, সেই মহাভাগ ঋত্বিজ যথাবিধানে পুনরায় স্নান
 করিয়া ॥ ৭৫ ॥ পশ্চিম-সঙ্ঘাবন্দনাসমাধানস্তু মহাদেবের পূজা করিলেন । যথোক্তবিধানে
 দেবদেবেশ শঙ্করের অভ্যর্থনা করিয়া ॥ ৭৬ ॥ সেই পতিলাসমা, রোদনপরায়ণা, সূক্র চিত্রাঙ্গদারে
 কহিলেন, আগমন কর । অয়ি স্মভগে ! সপ্তগোদাবরে গমন ॥ ৭৭ ॥ ও ভূমাস্বরূপ হাটকেশ্বর
 মহাদেবের উপাসনা করিয়া, তথায় অবস্থিতি কর । অয়ি রন্তোক ! কন্দরমালী দৈত্যের
 পুত্রী দেববতী নামে বিখ্যাতা । সেই কল্যাণী তথায় আগমন করিবে । তদ্বাতিত, অঞ্জন-
 নামক গুহের হুহিতা দময়ন্তী নামে বিখ্যাতা । সে তথায় সমাগতা হইবে । পর্জন্তের হুহিতা বেদ-
 বতী নামে প্রসিদ্ধা । সেই তপ স্মনীও সেখানে অ গমন করিবে ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ এইরূপে সেই
 তিন জন সপ্তগোদাবরসলিলে সমাগতা হইলে, তুমি হাটকেশ্বর মহাদেবে সম্মিলিতা হইবে ॥ ৮১ ॥

মুনি এইরূপ বলিলে, বাল্য চিত্রাঙ্গদা ভরাঘিতা হইয়া, সপ্ত গোদাবরতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৮২ ॥
 তথায় সমাগত হইয়া, শৌচ অবলম্বন ও ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করিয়া, দেবদেব মহাদেবের পূজা করত,
 অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥ এদিকে সেই জ্ঞানসম্পন্ন ঋষি তদীয় প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া,
 শ্রীকণ্ঠের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ শ্লোক রচনা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ এমন কেহ দেবতা বা অশুর বা যক্ষ বা
 মনুষ্য বা রাক্ষস নাই, যিনি স্বকীয় পরাক্রমে এই মৃগলোচনা চিত্রাঙ্গদার এই হৃৎখ নিরাকৃত করিতে
 পারেন ॥ ৮৫ ॥ এইরূপ শ্লোক লিখিয়া, সকলের পূজনীয়, সর্বব্যাপী পুঙ্করনাথের দর্শনার্থ মুনিবৃন্দবন্দিত
 পয়োন্মীতে গমন করিলেন । বাইবার সময় বিশালনয়না চিত্রাঙ্গদারে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিশ্বকর্ষার প্রতি শাপদাননামক ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

দণ্ড উবাচ । চিত্রাঙ্গদায়াস্তরজে তত্র সত্য্য যথাস্থখং । অরস্তাঃ স্ত্রুংথঃ বীরং মহান্ কালঃ সমভ্যাগাৎ ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্মাপি মুনির্না শপ্তো বানরতাজতঃ । ত্রুপতশ্চৈকশিখরাদ্ভূপৃষ্ঠং বিধিনো- দিতঃ ॥ ২ ॥ বনং ঘোরং স্তম্ভল্যাঢ্যং নদীং শালুকিনীমহু । স ঘোরং পর্বতশ্রেষ্ঠং সমাবসতি স্তুন্দরি ॥ ৩ ॥ তত্রাসতোহস্ত সূচিরং ফলমূলানুধানতঃ । কাশোভাগাদ্বরারোহে বহুবর্ষগণো বনে ॥ ৪ ॥ একদা দৈত্যশার্দূলঃ কন্দরাখ্যঃ সূতাং প্রিয়াং । প্রতিগৃহ্য সমভ্যাগাৎ খ্যাতাং দেববতীং দিবি ॥ ৫ ॥ তাক্ষ তদ্বনমায়াভাং সমং পিত্রা বরাননাং । দদর্শ বানরশ্রেষ্ঠঃ প্রজ্ঞা হ বলাৎ কয়ে ॥ ৬ ॥ ততো গৃহীতাং কপির্না স দৈত্যঃ সসূতাং শুভে । কন্দরো বীক্ষ্য সংক্রুদ্ধঃ খড়্গমুদ্যম্য চাঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥ তমাপত্তংতং দৈত্যোজ্জং দৃষ্ট্বা শাখামৃগো বলী । তথৈব সহ চার্কদ্বী হিমাচলমুপাগমৎ ॥ ৮ ॥ দদর্শ চ মহাদেবং ত্রিকণ্ঠং যমুনাতটে । তস্য বিদূরে গহনমশ্রমং ঋষির্বিজ্ঞিতং ॥ ৯ ॥ তস্মিন্ মহাশ্রমে পুণ্যে স্থাপ্য দেববতীং কপিঃ । ত্রুমজ্জত স কালিন্দ্যাং পশুতঃ কন্দরস্য হি ॥ ১০ ॥ সোহজ্ঞানত মৃতাং পুত্রীং সমং শাখামৃগেন হি । জগাম চ মহাতেজাঃ পাতালং নিলয়ং নিজং ॥ ১১ ॥ স চাপি বানরো দেব্যা কালিন্দ্যা বেগতো ভ্রুশং । নীতঃ শিবেতি ব্যাখ্যাতং দেশং স্কোতজনাশ্রিতং ॥ ১২ ॥ ততস্তীর্থাৎ বেগেন স কপিলবনং প্রতি । গন্তুকামো মহাতেজা যত্র কুস্তা স্তুলোচনা ॥ ১৩ ॥ অথাপশ্যৎ সমায়াতমংজনং গুহ্যকোত্তমং । দময়ন্তী সমং পুত্র্যা গতা জিগমিষুঃ কপিঃ ॥ ১৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বামন্তত শ্রীমান্ দেয়ং দেববতীং ক্রবৎ । তন্মে বৃথাশ্রমো জাতো জদমজ্জনসম্ভবঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি সংচিন্তয়ন্তেব সমাদ্রবত স্তুন্দরি । সা তন্তুয়া-

দণ্ড কহিলেন, অরজে ! চিত্রাঙ্গদা বীর সুরথের ধ্যানধারণায় ব্যাপ্ত হইয়া, তথায় যথাস্থখে অস্থিতি করিয়া, বহুকাল আতিবাহিত করিলেন ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্মাও মুনি কর্তৃক অভিগপ্ত হইয়া, বানরযোনি প্রাপ্ত এবং বিধিধেরিত হইয়া, মেরুশেখর হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ॥ ২ ॥ স্তুন্দরি ! তিনি শালুকিনীনদীর তটবর্তী ঘরে বনে পর্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতে লগিলেন ॥ ৩ ॥ অয়ি বরাহো ! তথায় ফলমূল ভক্ষণ করত, অবস্থিতি করিয়া, তাহার বহুবর্ষগণ-কাল অতি-বাহিত হইল ॥ ৪ ॥ একদা দৈত্যশার্দূল কন্দর স্বকীয় প্রিয়ত্মহিতারে সমভ্যাগারে লইয়া, তথায় আগমন করিল । তাহার স্ত্রীতা দেববতী নামে স্বর্গে প্রথিতা ॥ ৫ ॥ বানরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা পিতার সহিত সেই বাননাকে অরণ্যে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, বলপূর্বক করে গ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥ শুভে ! কন্দর ত্মহিতাকে বানর কর্তৃক গৃহীত অবলোকন করিয়া, অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়্গ উদ্যত করত ধাবমান হইল ॥ ৭ ॥ মহাবল শাখামৃগ তাহারে আগমন করিতে দেখিয়া, সেই চার্কদ্বী দেববতীয়ে লইয়া, হিমাচলে গমন ॥ ৮ ॥ এবং তথায় যমুনাতটে মহাদেব ত্রিকণ্ঠকে দর্শন ও তাহার অবিদূরে ঋষির্বিজ্ঞিত গহন আশ্রম অবলোকন করিল ॥ ৯ ॥ তখন সে সেই পবিত্র আশ্রমে দেববতীকে স্থাপন করিয়া, কন্দরের সমক্ষে কালিন্দীসলিলে মগ্ন হইল ॥ ১০ ॥ তদর্শনে মহাতেজাঃ কন্দর শাখামৃগের সহিত ত্মহিতা দেববতী প্রণত্যাগ কার-রাছে, জানিয়া, নিজনিলয় পাতালে গমন করিল ॥ ১১ ॥

এদিকে, সেই শাখামৃগ দেবী কালিন্দী কর্তৃক অতিমাত্র বেগভরে শিব নামে বিখ্যাত স্তম্ভ-জনসমাশ্রিত কোন জনপদে নীত হইল ॥ ১২ ॥ অনন্তর সেই পরমভেজস্বী কপি তথা হইতে বেগে উত্তরণ করিয়া, কপিলারণ্যের অভিমুখে গমন করিতে বাসনা করিল, যেখানে স্তুলোচনা দেববতীকে রাখিয়া আসিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ ঐ সময়ে সে অবলোকন করিল, গুহ্যকপ্রবর অজ্ঞান স্বীয় ত্মহিতা দময়ন্তীর সহিত আগমন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ ঐ বালাকে দর্শন করিয়া, সে মনে করিল, এই কস্তা নিশ্চয়ই সেই দেববতী । অতএব আমার জলমজ্জনপরিশ্রম বৃথা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

চ স্তপতন্নদীং চৈব হিরণ্যতীং ॥ ১৬ ॥ শুভ্রকো বীক্য তনয়াং পতিতামাপগাজলে । দুঃখশোক-
সমায়ুক্তো অগামাংজনপর্কতং ॥ ১৭ ॥ তত্রাসৌ তপ আস্থায় মৌনব্রতধরঃ শুচিঃ । সমান্তে
বৈ মহাতেজাঃ সংসরগগান্ বহুন্ ॥ ১৮ ॥ দময়ন্ত্যপি বেগেন হিরণ্যতাপবাহিতা । নীতা
দেশং মহাপুণ্যং কোশলং সাধুভিযুতং ॥ ১৯ ॥ গচ্ছন্তী সা চ রুদতী দদৃশে বটপাদপং । প্ররোহ-
প্রাবৃত্ততনুং জটায়রমিবেশ্বরং ॥ ২০ ॥ তং দৃষ্ট্বা বিপুলচ্ছায়ং বিশ্রাম বরাননা । উপবিষ্টা
শিলাপটে ততো বাচঃ প্রশুশ্রবে ॥ ২১ ॥ ন সোস্তি পুরুষঃ কশ্চিদন্তঃ ক্রণাত্তপোধনং ।
যথা স তনয়স্তভ্যমুদ্বজ্জো বটপাদপে ॥ ২২ ॥ সা শ্রুত্বা তাং তদা বাণীং বিশিষ্টাকরসংযুতাং ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধশৈব সমজ্ঞাদবলোকয়ন্ ॥ ২৩ ॥ দদৃশে বৃক্ষশিখরে শিশুং পঞ্চাবকং স্থিতং । পিঙ্গ-
লাভিজ্জটাবিস্ত উদ্বজ্জং যত্নতঃ শুভে ॥ ২৪ ॥ তং বিক্রবন্তঃ দৃষ্টে বদময়ন্তী স্নুদুঃখিতা । প্রাহ
কেনাসি বন্ধুত্বং পাপিনা বন পোতক ॥ ২৫ ॥ স তামাহ মহাভাগে বন্ধোন্মি কপিনা বটে । জট-
স্বেবং স্নুদৃষ্টেন জীবামি তপসৌ বলাৎ ॥ ২৬ ॥ পুরা মনুপুরে চৈব তত্র দেবো মহেশ্বরঃ । তত্র-
স্তি তপসোরশিঃ পিতা মম ঋতধ্বজঃ ॥ ২৭ ॥ তদ্যাস্মি তপ্যমানস্য মহাযোগান্মহান্ননঃ । জাতো-
হলিবৃন্দসংযুক্তঃ সর্কণাঙ্গবিশারদঃ ॥ ২৮ ॥ ততো মামব্রবীতাতো নমস্কৃত্য শুভাননে ।
জাবালীতি পরিজ্ঞায় তচ্ছৃণু শুভাননে ॥ ২৯ ॥ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাল এব ভবিষ্যতি । দশবর্ষ-
সহস্রাণি কুমারস্বৈ ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ বিংশতিবর্ষে বনস্থায়ী স্থাবির্যোদ্বিগুণং ততঃ । পঞ্চবর্ষশতান্

স্মন্দরি ! শাখামৃগ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, সবেগে গমন করিতে লাগিল । তাহার
ভয়ে সেই বাল্য হিরণ্য নদীতে পড়িয়া গেল ॥ ১৬ ॥ শুভ্রক তনয়াকে নদীতীরে
নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখশোকসমায়ুক্ত হইয়া, অজনপর্কতে গমন এবং ॥ ১৭ ॥ তথায়
শুচি ও মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া, তপশ্চরণ করিয়া, বহুসংবৎসর কাল অতিবাহিত করিল ॥ ১৮ ॥
দময়ন্তীও হিরণ্যতী কর্তৃক সবেগে অববাহিতা হইয়া, সাধুগণে পরিবৃত্ত পদ্মপ্রশস্ত কোশল দেশে
আসিয়া, উপনীত হইল ॥ ১৯ ॥ গমনসময়ে যৌদন করিতে করিতে, কোন বটবৃক্ষ দর্শন
করিল । তাহার কলেবর প্ররোহসমূহে পরিবৃত্ত । দেখিলে, সাক্ষাৎ জটায়র মহেশ্বর বলিয়া
জ্ঞাতীতি জন্মে ॥ ২০ ॥ বরাননা সেই বিপুলচ্ছায়াবিশিষ্ট বটতরু দর্শন করিয়া, শিলাপটে উপ-
বেশনপূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল । ঐ সময়ে সে বক্ষ্যমাণ বাক্য শুনিতে পাইল ॥ ২১ ॥
এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে, তপোধন ঋতধ্বজকে গিয়া বলে, তোমার পুত্র বটপাদপে
উদ্বজ্জ রহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

এইরূপ বিশিষ্টাকরবিশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, সে তির্য্যক্, উর্দ্ধ, অধঃ, সমস্তাৎ দৃষ্টিসঞ্চারণ-
পূর্বক ॥ ২৩ ॥ অবলোকন করিল, পঞ্চবর্ষসংস্ক এক শিশু বৃক্ষশেখরে অবস্থিতি করিতেছে ।
কোন ব্যক্তি পিঙ্গলবর্ণ জটায়র দ্বারা, তাহারে যত্নসহকারে তথায় বন্ধন করিয়া গিয়াছে ॥ ২৪ ॥
দময়ন্তী এই ব্যাপার বিলে কন করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া, তাহারে বলিতে লাগিলেন,
অয়ি পোতক ! কোন্ পাপাত্মা তোমারে এরূপে বন্ধন করিয়াছে, বল ॥ ২৫ ॥

শিশু তাহারে কহিল, মহাভাগে ! কোন স্নুদৃষ্ট কপি আমারে এইরূপে এই বটবৃক্ষে জট-
দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে । আমি কেবল তপোবলেই বাঁচিয়া আছি ॥ ২৬ ॥ পূর্বে মনু-
পুরে দেব মনেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । তথায় আমার পিতা সাক্ষাৎ তপোরশি ঋতধ্বজ বাস
করেন ॥ ২৭ ॥ তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, সেই মহান্নার মহাধেগ বলে আমি সর্কণাঙ্গ-
বিগারদ হইয়া, জন্মগ্রহণ করি ॥ ২৮ ॥ অয়ি শুভাননে ! তিনি আমাকে জাবালি জানিয়া,
নমস্কার করিয়া, মাহা বলিলেন, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ তিনি কহিলেন, তুমি পঞ্চবর্ষসহস্র বালক
থাক । দশবর্ষসহস্র কোমারদশা ভোগ করিবে ॥ ৩০ ॥ বিংশতিবর্ষসহস্র যৌবনে স্থায়ী

বালো ভোক্ত্যসে বৎসনং দৃঢ়ং ॥ ৩১ ॥ দশবর্ষশতান্যেব কোমারে কায়পীড়নং । যৌবনে পরমান্
ভোগান্ দ্বিসহস্রং সমাস্তথা ॥ ৩২ ॥ চত্বারিংশচ্ছতান্তেব বার্ককে ক্লেশমুত্তমং । আপ্যাসে ভূমিশয্যায়াং
কদম্বাশনভোজনং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ পিত্রাহং বালঃ পঞ্চাঙ্গদেশকঃ । বিচরামি মহীপৃষ্ঠে
গচ্ছন্ স্নাতুং হিরণ্যতীং ॥ ৩৪ ॥ ততোহপশুং কপিবরং সৌবদ স্মাক যাস্যসি । ইমাং দেববতীং গৃহ
মুচু ন্যস্তাং মহাশ্রমে ॥ ৩৫ ॥ ততোহসৌ মাং সমাদায় বিষ্ণুরন্তং শিশুং ততঃ ॥ বট প্রেহস্মিনু-
দবদ্ধ জটাভিরপি স্মন্দরি ॥ ৩৬ ॥ তথাচ রক্ষা কপিণা কৃতা ভীক নিরন্তরৈঃ । লতাপাশৈর্মহাযজ্ঞঃ
মধ্যস্থা হুষ্টবুদ্ধিনা ॥ ৩৭ ॥ অভেদ্যোষমনাক্রম্য উপরিবাস্তথা বধঃ । দিশাং মুখেষু সর্কেষু কৃতং
যজ্ঞং লতাময়ং ॥ ৩৮ ॥ সংযম্য মাং কপিবরঃ প্রবাতোহমরপর্কতং । যথেষ্টয়া যযা দৃষ্টমেতন্তে
গদিতং শুভে ॥ ৩৯ ॥ তবতী কা মহারণ্যে ললনা পতিবর্জিতা । সমায়াতা স্তচাৰ্কজী কেন কার্ষ্যেণ
মাং বদ ॥ ৪০ ॥ সাত্ৰবীদংজনো নাম শুহকেন্দ্রঃ পিতা মম । দময়ন্তীতি মে নাম প্রমোচাগর্ভ-
সম্ভবা ॥ ৪১ ॥ তত্র মে জাতকে প্রোক্তমুখিণা মুদগলেন হি । ইয়ং নরেন্দ্রমতিবী ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ তদাক্যসমকালং তু ন্যানদক্ষিণি হৃন্দুভিঃ । শিবাশ্চাশিবনির্ঘোষাস্তাতো ভূয়ো-
হব্রবীশুনিঃ ॥ ৪৩ ॥ ন সন্দেহো নরপতের্মহারাজী ভবিষ্যতি । মহাস্তং সংশয়ং হে রং কন্যা-
ভাবে সমেষ্যসি ॥ ৪৪ ॥ ততো জগাম স ঋষিরেব মুক্তাবচো ক্রতং । পিতা মামপি চাদায়

হইবে । এব তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধ হইয়া, ষাপন করিবে । তন্মধ্যে বালক অবস্থায় পঞ্চবর্ষশত
দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া থাকিবে ॥ ৩১ ॥ পরে দশবর্ষশত কোমারে কায়পীড়ন অনুভব ও যৌবনে
দ্বিসহস্র বৎসর পরমভোগ সকল সম্ভোগ করিবে ॥ ৩২ ॥ বার্ককে চত্বারিংশৎ শত বৎসর অতি-
মাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে । তৎকালে ভূমিশয্যায়া শয়ন ও কদম্বভোজন করিবে ॥ ৩৩ ॥

পিতা এইরূপ কহিলে, অ মি সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক অবস্থাতে মহীপৃষ্ঠে বিচরণ কাত,
হিরণ্যতীতে স্নান করিবার জন্ত গমন করিলাম ॥ ৩৪ ॥ তথায় কপিবরকে দর্শন করিলে, সে
আমায় কহিল, আমি দেববতীকে এই মহাশ্রমে রাখিয়াছিলাম । মুচু তুমি ইহাকে লইয়া, কোথা
যাইতেছ ? ॥ ৩৫ ॥ স্মন্দরি ! আমি শিশু, তাহার কথা শুনিয়াই কাপিতে লাগিলাম । তদবস্থা-
তেই সে আমারে গ্রহণ করিয়া, এই বটশেখরে জটা দ্বারা উদ্বদ্ধ করিল ॥ ৩৬ ॥ ভীক ! সেই
হুষ্টবুদ্ধি কপি নিরবচ্ছিন্ন লতাপাশ দ্বারা মহাযজ্ঞনিৰ্ম্মাণপূর্বক তাহার মধ্যদেশে আমারে রাখিয়া
দিল ॥ ৩৭ ॥ সে সমুদায় দিক্প্রান্তেই লতাময় যজ্ঞ বিধান করিল । তন্নিবন্ধন, উপরি হাতে
আমার এই বন্ধন ভেদ বা আক্রমণ করা কাহারও সাধ্য নহে ॥ ৩৮ ॥ সেই কপিবর
এইরূপে সংযত করিয়া, অমরপর্কতে যদৃচ্ছাক্রমে প্রয়াণ করিল । আমি যাহা
দেখিয়াছি, তাহাই তোমারে বলিলাম ॥ ৩৯ ॥ এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি
কে ? কাহার ললনা ? কি কার্যের জন্ত পতিবর্জিত হইয়া, এই মহারণ্যে আগমন করিয়াছ,
আমারে বল ॥ ৪০ ॥

সে কহিল, অজ্ঞাননামে বিখ্যাত শুহকেন্দ্র আমার পিতা । আমার নাম দময়ন্তী । আমি
প্রমোচার গর্ভে উদ্ভূত হইয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমার জাতকসময়ে মহর্ষি মুদগল বলিয়াছিলেন,
এই বাল্য রাজমহিষী হইবে । তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪২ ॥ তাহার বাক্যসমকালেই স্বর্গীয়
হৃন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল । শিব ও অশিব নির্ঘোষ সকলও প্রোক্তভূত হইল ॥ ৪৩ ॥
ঋষি পুনরায় কহিলেন, এই বাল্য মহারাজী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু কলকাবেস্থায়
মহাঘোর সংশয়ে পতিত হইবে ॥ ৪৪ ॥ মহর্ষি মুদগল এই কথা বলিয়াই, সত্বরে গমন করিলেন ।

সমাগন্তমথৈচ্ছত ॥ ৪৫ ॥ তীর্থং ততো হিরণ্যতীর্থাৎ কপিরথোৎপত্তং । শুভ্রাচ্চ ময়া
হ্যত্মা ক্ষিপ্তঃ সাগরগাজলে । তয়ান্মি দেণমানীতা ইমং মানুষ্যবর্জিতম্ ॥ ৪৬ ॥

দণ্ড উবাচ । ঋত্ব জাবালিরথ তদ্বচনং বৈ তয়োদিতং । গ্রাহ শূন্দরি গচ্ছত্ব শ্রীকৃষ্ণং
যমুনাতটে ॥ ৪৭ ॥ তত্রাগচ্ছতি মধ্যাহ্নে মংগিতা শিবমর্চিতুম্ । তন্মৈ নিবেদয়ান্ত্বং ততঃ
শ্রেয়োহভিলক্ষ্যসে ॥ ৪৮ ॥ ততস্ত্বং ত্রিতা কালে দময়ন্তী তপোনিধিঃ । পরিভ্রাণার্থমগমচ্ছিমাত্রৌ
যমুনাং নদীং ॥ ৪৯ ॥ সা স্বদীর্ঘেণ কালেন কন্দমূলফলাশনা । সংপ্রাপ্তা শঙ্করস্থানং যত্র গচ্ছতি
তাপসঃ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সা দেবদেবেশং শ্রীকৃষ্ণং লোকবন্দিতং । প্রতিবন্দ্য ততোহপস্ত-
দক্ষরাণি মহামুনে ॥ ৫১ ॥ তেষা মর্থং হি বিজ্ঞায় সা তদা চাক্রহাসিনী । আপমান্যাদিতং
শ্লে কমলিখচ্চাত্মমাত্মনা ॥ ৫২ ॥ মুদগলেনান্মি গদিতা রাজপত্নী ভবিষ্যতি । সা চাবস্থামিমাং
প্রাপ্তা কশিণ্মাত্মাতুমীশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥ ঈভূল্লিখ্য শিলাপটে গতা স তুং যমাহুজাং । দদৃশে
চাশ্রমবরং মন্ত্রকোকিলনাদিতং ॥ ৫৪ ॥ অতো মধ্যমসাবৃষনূনং তিষ্ঠতি সত্তমঃ । ইত্যেবং
চিন্ততি সা সংপ্রবিষ্টা মহাশ্রমং ॥ ৫৫ ॥ তাতা দদর্শ দেবানাং স্থিতাং দেববতীং শুভাং ।
শুকান্তাঞ্চলনেত্রাং তু পরিপ্লানামিবাভিনীং ॥ ৫৬ ॥ সা চাপতন্তীং বৃন্দদৃশে যক্ষজাং দৈত্যানন্দিনীং ।
কেয়মিত্যেব সংচিন্ত্য সমুখায় স্থিরাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ ততোহন্তোহন্তঃ সমাল্লিখ্য গাঢ়ং গাঢ়ং শূদ্রস্তয়া ।
পর্যাপ্চ্ছত্তদাত্তোত্তং কথয়ামাসতুস্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ তে পরিজ্ঞাত্ত্বার্থে অন্তোত্তং ললনোত্তমে ।

তখন পিতা আমারে গ্রহণ করিয়া, হিরণ্যতীর্থের সমাগত হইতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪৫ ॥
তথায় গমন করিলে, কপি ঐ নদীর তীরদেশ হইতে উৎপত্তিত হইল । তাহার ভয়ে আমি
আত্মাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিলাম । অনন্তর সেই নদীবীগ এই নির্মলুপ্যদেশে সমানীত
হইলাম ॥ ৪৬ ॥

দণ্ড কহিলেন, জাবালি তাহার এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, শূন্দরি ! তুমি যমুনাতটে
শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন কর ॥ ৪৭ ॥ মদীর পিতা মধ্যাহ্নে শিবমর্চনা জন্ত তথায় আসিয়া থাকেন ।
তুমি শীঘ্র তাই রে এই বৃত্তান্ত নিবেদন কর, মঙ্গললাভ করিবে ॥ ৪৮ ॥ দময়ন্তী এই কথা
শুনিয়া, সত্বরে আশ্রিতার্থ হিমালয়পর্বতে যমুনাতটে তপোনিধি ঋতধ্বজের সকাশে যথা-
সময়ে গমন করিল ॥ ৪৯ ॥ এবং কন্দমূলফলাশিনী হইয়া, অল্পকালমধ্যেই সেই তাপস
ঋতধ্বজের প্রতিষ্ঠিত শঙ্করস্থান প্রাপ্ত হইল ॥ ৫০ ॥ অনন্তর সে সর্বলোকবন্দিত দেবেশ
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবন্দনা করিয়া, সেই অক্ষর সকল দর্শন করিল ॥ ৫১ ॥ তাহার অর্থ পরিজ্ঞাত
হইয়া, সেই চাক্রহাসিনী স্বয়ং এই শ্লোক লিখিল ॥ ৫২ ॥ মুদগল ব লয়াছেন, আমি রাজপত্নী হইব ।
কিন্তু সেই আমি অধুনা এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি । কেহ কি আমার পরিভ্রাণ
করিতে পারিবে ? ॥ ৫৩ ॥ শিলাপটে এইরূপ লিখিয়া, স্নান করিবার জন্য যমুনার গমন
করিল । তথায় মন্ত্রকোকিল ননা দত আশ্রম তাহার নেত্রবিষয়ে পতিত হইল ॥ ৫৪ ॥
তদদর্শনে সে চিন্তা করিতে লাগিল, সেই ঋষিসত্তম ঋতধ্বজ নিশ্চয়ই এই আশ্রমমধ্যে আছেন ।
এইরূপ চিন্তাপ্রসঙ্গে সে সেই মহাশ্রমে প্রবিষ্টা হইল ॥ ৫৫ ॥ তথায় অবলোকন করিল, পরম-
কল্যাণী দেববতী সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহার বদনমণ্ডল শুক ও লোচনযুগল
চঞ্চলভাবাপন্ন । দেখিলে, বোধ হয়, যেন কমলিনী নিত শু শ্লানভ বে আক্রান্ত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥
অনন্তর দেববতী, সেই দৈত্যানন্দিনীকে আসিতে দেখিয়া, ইনি কে, এইরূপ চিন্তা করিয়া,
উত্থানপূর্বক স্থির হইয়া রহিল ॥ ৫৭ ॥ পরে পরস্পর সৌহার্দ্যভাবের আবির্ভাব হওয়াতে,
অতিমাত্র গঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৮ ॥

সমাসাতে কথাভিস্তে নানারূপাভিরাদরাৎ ॥ ৫৯ ॥ এতন্নিম্নস্তরে প্রাপ্তঃ শ্রীকণ্ঠমর্চ্চতুঃ মুনিঃ ।
 ঋতধ্বজো মুনিশ্রেষ্ঠস্ততোহপশুদধাকরান্ ॥ ৬০ ॥ স দৃষ্টো বাচয়িত্বা চ তদর্থমধিগম্য চ । মুহূর্ত্তং
 ধ্যানমাহ্বায় ব্যজানাক্ষ তপোনিধিঃ ॥ ৬১ ॥ ততঃ সম্পূজ্য দেবেশং ভরয়ামাস ঋতধ্বজঃ । অযোধ্যা-
 মগমৎ ক্ষিপ্তং দ্রষ্টুমিচ্ছাকুমীষরং ॥ ৬২ ॥ তং দৃষ্টো নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ তাপসো বাক্যমব্রবীৎ ।
 অয়তাং নরশাৰ্দূল বিজ্ঞপ্ত্যর্থম পার্থিব ॥ ৬৩ ॥ মম পুত্রো গুণৈযুক্তঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ । উৎকঃ
 কপিরাজেন বিষয়াস্তে তবৈব হি ॥ ৬৪ ॥ তং হি মোচয়িতুং ন ত্যঃ শক্তস্তত্তনয়াদৃতে । শকুনি-
 ন্যম রাভেজ্ঞ স হত্ৰ বিধিপারগঃ ॥ ৬৫ ॥ তন্মুনীক্যাকর্ণ্য পিতা মম কুশোদরি । আদিদেশ ত্রিযং
 পুত্রং শকুনিং নাম শাস্ত্রে ॥ ৬৬ ॥ ততঃ প্রসূতিঃ পিত্রা ভ্রাতা মম মহাত্মজঃ । সংপ্রাপ্তোথ
 বনোদ্দেশং সমং হি পরমর্ষিণা ॥ ৬৭ ॥ দৃষ্টোত্তমোহমৃত্যুচ্চং প্ররোহশ্বেতদিধুগং । দদর্শ
 যুগ্মশিখরে উৎকম্বিষপুত্রকম্ ॥ ৬৮ ॥ তচ্চললতাপাশং দৃষ্টো নৃপতিঃ স সমং ততঃ । দৃষ্টো স মুনি-
 পুত্রং তং স্বজটাসংযতং বটে ॥ ৬৯ ॥ ধনুর্দ্বারায় বলবানধিজাং স চকার হ । লাঘবদ্বি পুত্রস্ত
 সমং চিচ্ছেদ মার্গণৈঃ ॥ ৭০ ॥ কপিণা যৎ কৃতং পূৰ্ব্বং লতাপাশং চতুর্দিকং পঞ্চবর্ষশতে কালে
 গতে কৃতং তদা শটৈঃ ॥ ৭১ ॥ লতাচ্ছন্নং ততস্তূর্ণমাকরোহ মুনির্কটং । প্রাপ্তং স্বপিতরং দৃষ্টো
 জাবালিঃ সংযতোহপি সন্ ॥ ৭২ ॥ আদরাৎ পিতরং মূৰ্দ্ধা ববন্দে তু বিধানতঃ । সংপরিষজ্য
 স মুনিমূৰ্খ্যাস্তায় সমং ততঃ ॥ ৭৩ ॥ উন্মোচয়িতুমারকো ন শশাক শ্বযত্রিতং । ততস্তূর্ণং

এইরূপে সেই ললনাললাম্বিতর পরম্পরের তত্ত্বার্থ পরিজ্ঞাস্ত হইয়া, আদরসহকারে নানারূপ
 কথাপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করিতে ল গিল ॥ ৫৯ ॥

ইতাবস্তরে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ শ্রীকণ্ঠের অর্চনা করবার জন্য তথায় আনীত হইলেন । এবং
 উল্লিখিত অক্ষর সকল দর্শন করলেন ॥ ৬০ ॥ দর্শন করিয়া, পাঠ ও তাহার অর্থগ্রহণপূর্ব্বসর
 মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যানপরায়ণ ও সমুদায় স বশেষ অবগত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তখন ভর পূর্ব্বক মহাদেবের
 পূজা করিয়া, শীঘ্র নরপতি ইচ্ছাকুকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥
 তথায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে নরশাৰ্দূল ! আমর বিজ্ঞপ্তি
 শ্রবণ করুন ॥ ৬৩ ॥ কপিরাজ আপনার র জ্যাপ্রাপ্তে আমার গুণগ্রামভূষিত সৰ্ব্বশাস্ত্রবিশারদ
 পুত্রকে বঁধিয়া রাখিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ আপন র পুত্র বাতিরেকে আর কাহারই তাহাবে মোচন করিবার
 ক্ষমতা নাই । আপনার পুত্রের নাম শকুনি । হে রাভেজ্ঞ ! সেই এবিষয়ে বিধিপারগ ॥ ৬৫ ॥

কুশোদরি ! মদীয় পিতা ঋষির কথা কর্ণগে চর করিয়া, রাজা প্রিয়পুত্র শকুনিকে বন্ধন ম চনার্থ
 আদেশ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, মদীয় মহাবাহু সখোদর সহায় আসিয়া
 মহর্ষি ঋতধ্বজের সহিত সেই বনোদ্দেশে উপনীত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ এবং সেই অত্যাচ বটপাদপ
 পর্য্যবলোকন করিলেন । তাহার প্ররোহপরম্পরায়াদক্প্রাপ্ত ঋতবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে । তাহার
 শেখরদেশে ঋষিপুত্রকে বদ্ধাবস্থায় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ তাহার চতুর্দিকে সেই চঞ্চল
 লতাপাশও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল । তিন মুনিপুত্রকে বটশেখরে স্বকীয় জটাপাশে সংযত
 দর্শন করিয়া । ৬৯ ॥ ধনু গ্রহণ ও তাহাতে জ্যা যেজন করিলেন । অনন্তর হস্তল ঘবপ্রদর্শন-
 পূর্ব্বক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০ ॥ এইরূপে কপি কর্তৃক চতুর্দিকে যে
 লতাপাশ বিরচিত হইয়াছিল, পঞ্চবর্ষশতকাল অতীত হইলে, শর দ্বারা তাহা ছিন্ন হইয়া
 গেল ॥ ৭১ ॥ তখন মহর্ষি ঋতধ্বজ সত্বরে লতাচ্ছন্ন বটপাদপে অধিরোহণ করিলেন । জাবালি
 স্বকীয় পিতাকে সমাগত দর্শন করিয়া, সংযত থাকিলেও ॥ ৭২ ॥ আদরসহকারে মস্তক দ্বারা
 যথাবিধানে তাঁহারে বন্দনা করিলেন । মুনিও পুত্রকে গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মস্তকে আত্মাণ
 করিয়া ॥ ৭৩ ॥ উন্মুক্ত করিবার জন্য কৃতযত্ন হইলেন । কিন্তু একান্ত সংযত থাকাতে, মুক্ত

ধনুর্নাম্য বাণাংশ্চ শকুনির্কলী ॥ ৭৪ ॥ আকরোহ বটং তূর্ণং সমুন্মোচয়িতুং জটঃ । নচ শক্ৰোতি
সংযতং দৃঢ়ং কপিবরেণ হি ॥ ৭৫ ॥ যদা ন শকিতস্তেন সমং মোচয়িতুং জটঃ । তদাবতীর্ণঃ
শকুনিঃ সহিতঃ পরমুর্বিণা ॥ ৭৬ ॥ তত্র হ চ ধনুর্কাণাংশ্চকার শরমণ্ডপং । লাঘবদর্কচক্ষাভ্যাং
শাখাঞ্চিচ্ছেদ স ত্রিধা ॥ ৭৭ ॥ শাখয়া কুণ্ডয়া চার্ঘ্যে ভারবহী তপোধনঃ । শরসোপানমার্গেণ
অবতীর্ণোথ পাদপাৎ ॥ ৭৮ ॥ তস্মিন্স্থিতা স্তে তনয়ে ঋতধ্বজস্ততো নরেন্দ্রস্ত স্মৃতেন ধর্ম্মনা ।
জাবালিনা ভারবহেন সংযুতঃ সমাগমামাখ নদীং স সূর্য্যজাং ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাহৃত্যবে জাবালিমোচনং নাম চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

দণ্ডক উবাচ । এতস্মিন্নস্থয়ে বালে যক্ষাস্বরস্মৃতে মুনে । সমাগতে হরস্মৃষ্টে মুনিং
যোগিনাং বরং ॥ ১ ॥ দদৃশাতে পরিস্রানং সংশুকুসুমং বিভুং । বহুনির্ম্মালাসংযুক্তং গতে
তস্মিন্ ঋতধ্বজে ॥ ২ ॥ ততস্ত বীক্ষ্য দেবেশং তে উভে বরকণ্ঠকে । স্নাপয়েতে বিধানেন
পূজয়েতে অহর্নিশং ॥ ৩ ॥ তাভ্যাং স্থিতাভ্যাং তত্রৈব ঋষিরভ্যাগমদ্বনং । দ্রষ্টুং শ্রীকণ্ঠমব্যক্তং
গালবো নাম নামতঃ ॥ ৪ ॥ স দৃষ্ট্বা কন্যকাযুগ্মং কশ্চেদমিতি চিন্তয়ন্ । প্রবিবেশ মুনিঃ স্নাত্বা
কালিন্দ্যা বিমলে জলে ॥ ৫ ॥ ততোনুপূজয়ামাস শ্রীকণ্ঠং গালবো মুনিঃ । গায়েতে স্তব্বরং
গীতং যক্ষস্মৃতে ততঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ স গীতমাকর্ণ্য গালবো হে অজানত । গন্ধর্ব্বকণ্ঠকে

কবিতে পারিলেন না । তদর্শনে মহাবল শকুনি ধনু আনমন ও বাণযোজনা করিয়া ॥ ৭৪ ॥
জটাপাশ উন্মুক্ত করিবার জন্য সত্বরে বটবৃক্ষে অধিরোহণ করিলেন । কিন্তু কপিবর দৃঢ়রূপে
সংযত কর তে, অভিপ্রেত সাধনে সক্ষম হইলেন না ॥ ৭৫ ॥ যখন তিনি জটাপাশ মোচন
করিতে পারিলেন না, তখন মহর্ষি ঋতধ্বজের সহিত অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৬ ॥ এবং ধনুর্কাণ
গ্রহণ ও শরমণ্ডপ স বিধান করি । লাঘববশতঃ অর্কচক্ষু বাণদ্বয় দ্বারা সেই শাখা তিন খণ্ড
করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৭ ॥ শাখা ছিন্ন হইলে, মণ্ডক শাখাভারবহনপূর্ব্বক তপোধন জাবালি
শরসোপানমার্গে পাদপ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৮ ॥ এইরূপে স্বকীয় তনয় উন্মুক্ত হইলে,
মহর্ষি ঋতধ্বজ নরেন্দ্রনন্দন ধনুর্কারী শকুনি ও সেই ভারবহ জাবালির সহিত মিলিত হইয়া,
যমুনানদীতে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে জাবালির বন্ধনমোচননামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

দণ্ডক কহিলেন, বালে ! এই সময়ে যক্ষস্মৃতা ও অস্বরস্মৃতি উভয়ে মহাদেব ও যোগি-
গণের অগ্রগণ্য ঋতধ্বজ, ইহা দগকে দেখিবার জন্য গমন করিল ॥ ১ ॥ তাহারা দেখিল,
বিভূ মহাদেব নিতান্ত স্নান ও তাহার পুষ্প ও একান্ত শুক হইয়াছে । এবং চতুর্দিকে রাসীকৃত
নির্ম্মাল্য পড়িয়া আছে । ঋতধ্বজ গমন করিতেই, এইরূপ ঘটনা ছ ॥ ২ ॥ তদর্শনে সেই
ললনাললামদ্বয় যথাবধানে মহাদেবকে স্নান ও অহর্নিশ পূজা করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ তাহারা
তথায় অবস্থিতি করিলে, গালবনামে বিখ্যাত ঋষি অব্যক্তস্বরূপ শ্রীকণ্ঠকে দেখিবার জন্য অরণ্যে
সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তিনি কন্যকাযুগ্মকে দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা
কাহার কন্যা । অনন্তর তিন বিমল যমুনাসলিলে কৃতান্তিষেক হইয়া, তথায় প্রবেশ করিয়া ॥ ৫ ॥
শ্রীকণ্ঠের পূজা করিলেন । ঐ কন্যকাদ্বয় স্তব্বরে গান করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

চৈব সংদেহো নান্ন ত্ৰিধ্যতে ॥ ৭ ॥ সম্পূজ্য দেবমীশানং গালবন্ত বিধানতঃ । কৃতজপ্যঃ সমধ্য'স্তে
কৃত্যভ্যামভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ স মুনিঃ কন্তকে কন্ত কথ্যতাং । কুলালকারকরণে
ভক্তিবৃক্ষে ভবন্ত হি ॥ ৯ ॥ তমুচতুর্মুনিশ্রেষ্ঠং যথাযথ্যং শুভাননে । জাতো বিদিতবৃত্তান্তো
গালবন্তপতাধরঃ ॥ ১০ ॥ সমুবা তত্র রজনীং তাভ্যাং সম্পূজিতো মুনিঃ । প্রাতরুথায়
গৌরীশং সম্পূজ্য চ বিধানতঃ ॥ ১১ ॥ তে উপেত্যাব্রবীদ্যাস্তে পুঙ্করায়ণ্যমুত্তমং । আমন্ত্রয়াম-
বাস্তবো মামমুজ্জাতুর্হৃদ ॥ ১২ ॥ ততস্তে উচতুর্ব্রহ্মণ্ হ্রলভং দর্শনং তব । কিমর্থং
পুঙ্করায়ণ্যে ভবান্ যান্ততাপাদরাৎ ॥ ১৩ ॥ তে উবাচ মহাতেজা অহংকারসমবৃত্তিঃ । কার্তিকী
পুণ্যদা ভাবিপুঙ্করেষেব কার্তিকে ॥ ১৪ ॥ তে উচতুর্ব্রহ্মণঃ যামো ভবান্ যত্র গমিষ্যতি । ন ত্রয়া
স্মু বিনা ব্রহ্মগ্নিহ স্নাতুং সমুৎসহে ॥ ১৫ ॥ বাঢ়্যাহ মুনিশ্রেষ্ঠস্ততো নম্রা মহেশ্বরং । গতে চ
ঋষিণা সার্কং পুঙ্করায়ণ্যাদরাৎ ॥ ১৬ ॥ তথাস্তে ঋষয়স্তত্র সমারাতাঃ সহস্রশঃ । পার্থিবা জ্ঞান-
পদাশ্চ মূর্ত্যুঃ কং তু ঋতধ্বজং ॥ ১৭ ॥ ততঃ স্নাতুং চ কার্তিক্যাম্বরঃ পুঙ্করেষথ । রাজানশ্চ
মহাভাগা নাভাগেক্কাবুসংযুতাঃ ॥ ১৮ ॥ গালবোপি সমঃ তাভ্যাং কন্তকাভ্যামবাতরৎ । স
স্নাতুং পুঙ্করজলে মধ্যমে ধনুবাং প্লু'র্তী ॥ ১৯ ॥ নিমগ্নশ্চাপি দৃশ্যে মহামৎস্যং জলেশয়ং ।
বহ্নীভির্দ্বংস্তকন্তাভিঃ প্রীয়মাণং মুহূর্মুহঃ ॥ ২০ ॥ স তাচ্ছাহ বিনির্মুক্তা ইমং ধর্ম্মং ন জানথ ।
জনাপবাদং ঘোরং হি ন শক্তঃ সোঢ়ুমুখং ॥ ২১ ॥ তাস্তা উচূর্মহামৎস্যং কিং ন পশ্যাম গালবং ।

মহর্ষি গালব সেই গীত শ্রবণ করিয়া, জানিতে পারিলেন, ইহারা উভয়ে গন্ধর্ব্বকণ্ঠা, সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

অনন্তর মহর্ষি গালব যথাবিধানে দেব ঈশ নের জপ সমাধানান্তে পূজা করিয়া, সেই কন্তাদ্বয় কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া, অধ্যাসীন হইলেন ॥ ৮ ॥ এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা উভয়েই হরের প্রতি ভক্তিমতী এবং উভয়েই কুলভূষণ । কে তে মাদের পিতা, কীর্তন কর ॥ ৯ ॥ সেই শুভাননা কন্তাভিত্তর যথাযথ বৃত্তান্ত মুনিশ্রেষ্ঠের বিদিত করিল । তপস্বিপ্রধান গালব বিদিতবৃত্তান্ত ॥ ১০ ॥ ও তাহাদের কর্তৃক পূজিত হইয়া, প্রাতঃকালে উথান এবং হরপার্কতীর পূজা করিয়া ॥ ১১ ॥ তাহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি পরমশ্রুশ্রু পুঙ্করায়ণ্যে গমন করিব । তোমাদের আমন্ত্রণা করিতেছি । আমা'রে অনুজ্ঞা প্রদান কর ॥ ১২ ॥ তাহারা কহিল, ব্রহ্মণ্ । আপনার দর্শন পাওয়া সহজ ন হ । কিজন্ত আপনি আদরসহরকারে পুঙ্করায়ণ্যে গমন করিতেছেন ? ॥ ১৩ ॥ মহাতেজাঃ অহংকারী গালব উত্তর করিলেন, পুঙ্করে কার্তিকী পৌর্ণমাসী পুণ্য সম্পাদন করে ॥ ১৪ ॥ তাহারা কহিল, আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও তথায় গমন করিব । ব্রহ্মণ্ ! আপনা ব্যতিরেকে এখানে অবস্থিতি করিতে আমাদের উৎসাহ নাই ॥ ১৫ ॥ ঋষি তাহাতে সন্মত হইলে, তাহারা মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সেই মুনির সমভিব্যাহারে পুঙ্করায়ণ্যে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ তৎকালে তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ঋষি সমাগত হইলেন । তদ্ব্যতীত, রাজা ও জনপদবাসীগণও আগমন করিল । কেবল ঋতধ্বজকে দেখিতে পাওয়া গেল না ॥ ১৭ ॥ অনন্তর কার্তিকী পৌর্ণমাসী উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ, নাভাগ ও ইক্ষাকুসহিত মহাভাগ নরপতিগণ সকলে পুঙ্করে স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৮ ॥ গালবও সেই কন্তাযুগলের সহিত মধ্যমপুঙ্করসলিলে স্নানার্থ অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ নিমগ্ন হইয়া দেখিলেন, কোন মহামৎস্য জলমধ্যে শয়ন করিয়া আছে । বহুসংখ্য মৎস্যকণ্ঠা মুহূর্মুহ তাহার প্রীতিসম্পাদনে সমুদ্রত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তদর্শনে ঐ মৎস্য তাহাদিগকে কহিতেছে, তোমরা একান্ত ঘেচ্ছাচারিনী হইয়াছ । ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জান না । আমি নিতান্ত দুর্কি'বহ ঘোর জনাপবাদ কোনমতেই সহ করিতে পারিব না ॥ ২১ ॥

তাপসং কণ্ঠকাত্যাং বৈ বিচরন্তঃ যথেষ্টয়া ॥ ২২ ॥ যদ্যসাবপি ধর্ম্মায়া ন বিভেতি তপোধনঃ ।
 জনাপবাদান্তং কিং তং বিভেষি জলমধ্যগঃ ॥ ২৩ ॥ ততশ্চাপ্যাহ স নিমিনৈব বেত্তি তপোধনঃ ।
 রাগাক্ষৌ নাপি চ ভয়ং বিজানাতি শ্রবণশিঃ ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা মৎস্তবচনং গালবো ব্রীড়য়া যুতঃ ।
 নোত্তরায় নিমগ্নোপি তস্মৈ স শিজিতেল্লিয়ঃ ॥ ২৫ ॥ স্নাত্বা হে তেপি রন্তোক্ত সমুত্তীর্ণ্য তটে
 স্থিতে । প্রতীক্ষ্যো মুনিবঃ তদর্শনসমুৎস্রকে ॥ ২৬ ॥ ব্রূতা তু পুঙ্করে যাত্রা গতৌ লোকৌ
 যথাগতং । ঋষয়ঃ পার্থিবাস্তান্তে নানাঙ্গানশদাস্তথা ॥ ২৭ ॥ তত্র স্থিতৈকা শ্রুদতী বিশ্বকর্ম্মতনু-
 ক্রহা । চিত্রাঙ্গদা শ্রুচাক্ষসী বীক্শসী তনুমধ্যমা ॥ ২৮ ॥ তে স্থিতে বাপি বীক্শন্তৌ গালবঃ মুনি-
 সন্তমঃ । সংস্মৃতে নির্জনে তীর্থে গালবোত্তর্জলে তথা ॥ ২৯ ॥ ততো ভ্যাগাঘেদবতৌ নান্না গন্ধর্ষ-
 কন্থকা । পর্জন্তনয়া সাধ্বী স্বতাচী গর্ভসম্ভবা ॥ ৩০ ॥ সা চাভ্যাত্য কূলে পুণ্যে স্নাত্বা মধ্যম-
 পুঙ্করে । দদর্শ কন্থাধিতয়মুত্তমোত্তমোঃ স্থিতং ॥ ৩১ ॥ চিত্রাঙ্গদাং সমভ্যাত্য পর্যাপৃচ্ছ
 নির্ভূরং । কাসি কেন চ কার্ষ্যেণ নির্জনে স্থিতব্যসি ॥ ৩২ ॥ স তামুবাচ পুত্রীং মাং বিন্দস্ব শ্রু-
 বর্জিকে । চিত্রাঙ্গদেতি শ্রোণে বিখ্যাতাঃ বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ৩৩ ॥ সাহমভ্যাগতা ভদ্রে স্নাত্বা
 পুণ্যাং পরম্বতীং । নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষীং তু বিখ্যাতাঃ ধর্ম্মমাতরং ॥ ৩৪ ॥ তত্রাগতা শ্রুত্বাহং
 দৃশ্য বৈদর্ভকেণ হি । শ্রুত্বেন স কামার্ভো মামেব শরণং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ ময়াহা উস্ত দত্তশ্চ
 সাখ্যভিক্ষার্থ্যমাণয়া । ততঃ শপ্তাস্মি তাতেন বিযুক্তাস্মি চ ভূভুভা ॥ ৩৬ ॥ মর্ত্তং কৃতমতির্ভদ্রে

মৎস্যাক্ষরী উত্তর করিল, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, এই তাপস গালব কণ্ঠাশ্রুগলের
 সহিত যথেষ্ট বিচরণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥ ইনি ধর্ম্মায়া ও তপোধন । ইহার যদি লোকাপবাদে
 ভয় না হয়, তাহা হইলে, তুমি জলচর হইয়া, কিজন্য লোক-বাদে ভয় করিতেছ ? ॥ ২৩ ॥

মৎস্য কহিল, এই তপসী গালব রাগাক্ষ হইয়াছেন । এবং তন্নিবন্ধন মোহে আচ্ছন্ন হই ।
 উঠিয়াছেন । এই কারণে ধর্ম্ম অবগত ও লোকাপবাদেও ভীত নহেন ॥ ২৪ ॥

গালব মৎস্যের এই কথা শুনিয়া, লজ্জান্বিত হইলেন ; জল হইতে আর উত্তরণ করিতে
 পারিলেন না ; পূর্ববৎ মগ্ন হইয়াই রহিলেন । ২৫ ॥ সেই রন্তোক্ত কন্থাধিতয় স্নান করিয়া,
 সমুত্তীর্ণ হইয়া, তটে থাকিয়া, মুনিবর গালবের দর্শনকামনায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥
 ঐ সময়ে পুঙ্করযাত্রা বিনিবৃত্ত হইলে, লোক সকল যথাগত প্রস্থান এবং সমবেত ঋষিগণ, নরপতি-
 গণ ও অন্যান্য জনপদবাসিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মার নন্দিনী,
 শ্রুচাক্ষসী, তনুমধ্যমা, শ্রুদতী চিত্রাঙ্গদাই কেবল একাকিনী চতুর্দিকে দৃষ্টি বিসারণ করিয়া,
 তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তৎকালে তীর্থ একবারেই নির্জনে হইয়া উঠিল ।
 সেই কন্থাধিতয় মুনিসন্তম গালবের প্রতীক্ষা করত, তথায় দণ্ডায়মান থাকিল । গালব জলমধ্যে
 মগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর বেদবতী নামে গন্ধর্ষকন্যা তথায় অভ্যাগত হইল ।
 পর্জন্ত্যনামক গন্ধর্ষ তাহার জনক ও স্বতাচী তাহার গর্ভধারিণী ॥ ৩০ ॥ সে অভ্যাগত হইয়া,
 মধ্যমপুঙ্করে স্নান করিয়া, উভয় তটে অবাস্তত কন্থাধিতয়কে অবাকন করিল ॥ ৩১ ॥ এবং
 চিত্রাঙ্গদার সমীপস্থ হইয়া, অনির্ভূর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে ? কিজন্য এই নির্জনে
 অবস্থিতি করিতেছ ? ॥ ৩২ ॥

সে উত্তর করিল, অগ্নি শ্রুদতী ! আমি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা চিত্রাঙ্গদা, জানিবে ॥ ৩৩ ॥ ভদ্রে !
 আমি এই নৈমিষারণ্যবাহিনী ধর্ম্মজননী কঞ্চনাক্ষী নামে পরমপবিত্র সন্ন্যাসীতে স্নান করিয়া জন্ত
 আসিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥ এখানে আসিলে, বিদর্ভবংশীয় শ্রুত্ব আমায়ে দর্শন করিয়া, কামার্ভ
 হইল, আমার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩৫ ॥ তদর্শনে সখীগণ প্রতিষেধ করিলও, আমি তাঁহারে
 জাহ্নদান করিলাম । তখন পিতা আমার শাপ দিলেন । সেই শাপে শ্রুত্বের সহিত

বারিতা শুভকেন চ । ত্রীকৰ্ণমগমঃ দ্রষ্টুং ততো গোদাবরীজলং ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদিদং সমায় তা
 তীর্থপ্রবরমুত্তরং । ন চাপি দৃষ্টঃ সুরথঃ সমনোহ্লাদনঃ পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ ভবতী চাত্র কা বালে
 বুভুধে স্বাত্র কলেশুনা । সমাগতা হি তচ্ছংস মম সত্যেন ভামিনি ॥ ৩৯ ॥ সাত্রবীক্ষয়তাং
 বাস্মি মন্দভাগ্যা কুশোদরী । যথা যাত্রাকলে বুভুধে সমারাতাস্মি পুঙ্কঃ ॥ ৪০ ॥ পৰ্জন্তস্ত স্বতাচ্যাং
 কুজাতা বেদবতীতি হি । রমমাণা বনোদ্দেশে দৃষ্টাস্মি কপিণা সখি ॥ ৪১ ॥ স চাত্যেত্যা-
 ত্রবীক্ষাত্ব বাসি বেদবতী ক হি । আনীতান্ত্রাশ্রমাং কেন ভূপৃষ্ঠান্মেরুপৰ্বতং ॥ ৪২ ॥ ততো
 ময়োকুং নাস্ম্যতি কপে বেদবতীত্যাহং । নাস্মি বেদবতীত্যাং মেরাবপি কুতাশ্রমা ॥ ৪৩ ॥
 ততস্তেনাতিহুষ্টেন বানরেণাভিবিদ্রতা । সমাক্রুতাস্মি সহসা বন্ধুজীবং নগোত্তমং ॥ ৪৪ ॥
 তেনাপি বৃক্ষস্তবনা পাদাক্রান্তস্তভজ্যত । ততোস্ত বিপুলং শাখাং সমালিঙ্গ্য স্থিতা স্ব ॥ ৪৫ ॥
 ততঃ প্রবংগমো বৃক্ষং প্রাক্ষিপৎ সাগরাভিসি । সহ তেনৈব বৃক্ষেণ পতিতস্যাহমাকুলা ॥ ৪৬ ॥
 ততোহম্বরতলাবৃক্ষং নিপতন্তঃ যদৃচ্ছয়া । দদন্তঃ সৰ্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪৭ ॥ ততো
 হাহাকৃতং লোটেক্ষ্যং পতন্তীং নিরীক্ষ্য হি । উচুশ্চ সিদ্ধগন্ধৰ্ব্বাঃ কষ্টং সেরং মহাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
 ইক্ষুছ্যন্নস্ত মহিবী গদিতা ব্রহ্মণা স্বয়ং । মনোঃ পুত্রস্ত বীরস্য সহস্রকৃত্যুযজিনঃ ॥ ৪৯ ॥ তাং
 বাণীং মধুরাং শ্রুত্ব মোহমস্ম্যাগতা ততঃ । ন চ জানে স কেনাপি বৃক্ষশ্চিন্নঃ সতশ্রধা ॥ ৫০ ॥

আমার বিরোগযোগ সংঘটিত হইল ॥ ৩৬ ॥ ভদ্রে ! এই কারণে আমি মরিতে উদ্যত হইলে,
 কোন শুভক আসিয়া, প্রতিষিদ্ধ করিল । অনন্তর আমি ত্রীকর্ণের দর্শনার্থ গোদাবরীজলে গমন
 করিলাম ॥ ৩৭ ॥ তথা হইতে এই উত্তর তীর্থপ্রবরে আসিয়াছি । সেই সুরথই আমার হৃদয়ের
 আনন্দসম্পাদন এবং তিনিই আমার পতি । কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৮ ॥
 বালে ! তুমি কে, কিজ্ঞা এখানে অবস্থিত করিতেছ ? পুঙ্করযাত্রাকল অতীত হইয়া গিয়াছে ।
 তবে কি কারণে এখানে আগমন করিলে ? ভামিনি ! সত্য করিয়া, আমার নিকট সমস্ত
 সবিস্তার নির্দেশ কর ॥ ৩৯ ॥

বেদবতী কহিল, কুশোদরি ! হতভাগিনী আমি কে এবং যাত্রাকল অতীত হইলেও,
 যেকারণে এই পুঙ্করে আসিয়াছি, সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥ আমার নাম বেদবতী ।
 আমি পৰ্জন্যের ঔরসে স্বতাচীর গর্ভে জন্মিয়াছি । বনোদ্দেশে বিহার করিতেছিলাম ; এমন
 সময়ে কোন কপি দর্শন করিয়া ॥ ৪১ ॥ অভ্যাগত হইয়া আমারে কহিল, বেদবতি ! কোথায়
 যাইতেছ ? কেন ব্যক্তি তোমাংরে আশ্রম হইতে মেরুপৰ্বত আনয়ন করিল ॥ ৪২ ॥ আমি
 বলিলাম, কপে ! আমি বেদবতী নহি । বেদবতী নামে সেই কন্যা মেরুপৰ্বত আশ্রয় করিয়া,
 অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ এই কথায় সেই ভূষ্টবনর সবেগে আক্রমণ করিলে, আমি
 বন্ধুজীবনামক নগোত্তমে আরোহণ করিলাম ॥ ৪৪ ॥ তখন সেই কপি সবেগে পাদ দ্বারা
 আক্রমণ করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল । আমি তাহার বিপুল শাখা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া,
 অবস্থিতি করিলাম ॥ ৪৫ ॥ তদর্শনে কপিবর সাগরসলিলে সেই বৃক্ষ প্রক্ষেপ করিল । আমি
 অতমাত্র ব্যাকুল হইয়া, সেই বৃক্ষের সহিত জলমধ্যে পতিত হইলাম ॥ ৪৬ ॥ তৎকালে অম্বরতল
 হইতে যদৃচ্ছক্রমে বৃক্ষ পতিত হইতে লাগিল, স্বাবর জঙ্গম সৰ্বভূত তাহা অবলোদন
 করিল ॥ ৪৭ ॥ আমাকেওঁত হর সহিত পতিত হইতে দেখিয়া, সকলেই হাহাকর করিয়া
 উঠিল । এবং সিদ্ধ ও গন্ধৰ্ব্বগণ বলিতে লাগিলেন, হায়, কি কষ্ট ! স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন,
 এই বেদবতী মহাত্মা ইক্ষুছ্যন্নের মহিবী হইবে । যে ইক্ষুছ্যন্ন মধুর পুত্র ও অতিমাত্র বীৰ্য্যশালী
 এবং সহস্র যজ্ঞের আহরণ করবেন ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া, আমি মোহের বশীভূত হইলাম । অন্তরাং, জানিতে পারিলাম

ততোস্মি বেগাদ্বলিনা জ্ঞানলপথেন হি । সমানীতাস্মাহমিমং স্বং দ্রষ্টা বাদ্য সুন্দরি ॥ ৫১ ॥
 তত উত্তিষ্ঠ গচ্ছাবঃ কে উভে সংস্থিতে বরে । কন্তকে অণুপশ্বেহ পুঙ্করসোত্তরে তটে ॥ ৫২ ॥ এব-
 মুক্তা বরাঙ্গী সা তয়া সুতনুকণ্ঠয়া । জগাম কন্তকে দ্রষ্টুং শ্রষ্টুং কার্ষ্যং তু কোতুকাৎ ॥ ৫৩ ॥
 ততো গতা পর্যাপৃচ্ছতে উ তু কন্তে অপি । বাথাতথ্যঃ তয়োস্তাভ্যাং স্বমাস্মানং নিবেদিতং ॥ ৫৪ ॥
 ততস্তাশ্চতুরোপীহ সপ্তগোদাবরং জলং । সংপ্রাপ্য তীরে তিষ্ঠন্তি অর্চন্ত্যো হ টকেশ্বরং ॥ ৫৫ ॥
 ততো বহুন্ বর্ষগণান্ বভ্রুমুস্তে জনাঙ্করঃ । তানামর্থায় শকুনির্জাবালিঃ স ঋতধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥
 ভারবাহী ততো ভিন্নো দশান্ দশতিকৈ গতে । কালে জগাম নির্কেদাৎ সমং পিত্রাংমুশাকলং ॥ ৫৭ ॥
 তস্মিন্নরপতিঃ শ্রীমানিন্দ্রদ্যুম্নো মনোঃ সূতঃ । সমধ্যান্তে স বিজ্ঞায় সার্থ্যপাদ্যো বিনির্ঘ যী ॥ ৫৮ ॥
 সম্যক্ সম্পূজিতস্তেন স জাবালিঋতধ্বজঃ । স চেক্ষাকুস্মতো ধীমান্ শকুনির্ভ্রাতৃজোহর্চিতঃ ॥ ৫৯ ॥
 ততো বাক্যং মুনিঃ প্রাহ ইন্দ্রদ্যুম্নমুতধ্বজঃ । রাজরষ্টা সূতাস্মাকং নন্দরস্তীতি বিব্রতা ॥ ৬০ ॥
 তাদর্শে চ বৈ বসুধা অস্মাভিরটিতা নৃপ । তস্মাদুত্তিষ্ঠ মার্গণ্য সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥ ৬১ ॥
 অথোবাচ নৃপো ব্রহ্মন্ মমাপি ললনোত্তমা । নষ্টা কৃতশ্রমশ্চাপি কস্যাহং কথয়ামি তাং ॥ ৬২ ॥
 অংকণাং পর্বতাকারঃ পতমানো নগোত্তমঃ । সিদ্ধানাং বাক্যমাকর্ণ্য বাঐশিহ্নিঃ
 সহস্রধা ॥ ৬৩ ॥ তেনৈব সা বরারোহা বিভিন্না লাঘবান্ময়া । ন চ জ্ঞানামি সা কুজ
 তস্মাদগচ্ছামি মার্গিতুং ॥ ৬৪ ॥ ইত্যেবমুক্তা স নৃপঃ সমুখায় ত্বরাস্থিতঃ । সান্দধানি দ্বিজভ্যাং

না কোন্ ব্যক্তি সেই বৃক্ষকে সহস্র খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৫০ ॥ অনন্তর বলবান্ বায়ু
 প্রবাহিত হইয়া, সবেগে আমারে এই প্রদেশে আনয়ন করিল । সুন্দরি ! তাহাতেই তুমি
 আম রে অদ্য দেখিতে পাইলে ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে উত্থান কর । ঐ কন্যাধর্যকে, পুঙ্করের উত্তর
 তটে আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে, যাইয়া দর্শন করিব ॥ ৫২ ॥

বরাঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সেই সুতনু কন্যা কর্তৃক অভিহিতা হইয়া, ঐ দুই রমণীয় নহিত সাক্ষাৎ
 ও তাহাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, কোতুকাক্রান্তহৃদয়ে গমন করিল ॥ ৫৩ ॥ গমন
 করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উভয়ে আপনাদের যথায়থ বৃত্তান্ত তাহাদের গোচরে
 বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর চারিজনে একত্র সংমিলিত হইয়, সপ্ত গোদাবরসলিলে
 গমন ও হাটকেশ্বরের অর্চনা করিয়া, তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

এদিকে তাহাদের জন্য শকুনি, জাবালি ও ঋতধ্বজ এই তিন জন বহুবর্ষ গণ ভ্রমণ করিয়া
 যাপন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ কালসহকারে জাবালি দশান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নির্কিঙ্ক হৃদয়ে
 পিতার সহিত কোশল রাজ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ মনুর পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় বাস
 করিতেছেন । তিনি জানিতে পারিয়া, পাদ্য ও অর্ঘ্য হস্তে বিনির্গত হইয়া ॥ ৫৮ ॥ জাবালি ও ঋতধ্বজ
 উভয়ের যথাবিধানে পূজা এবং ভ্রাতৃপুত্র ধীমান্ শকুনিরও অর্চনা করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর
 ঋতধ্বজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, রাজন্ ! আমাদের নন্দরস্তী নামে নন্দিনী নিকৃদ্দিষ্টা
 হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥ তাঁহার জন্য আমরা সমগ্র বসুধা পর্যটন করিয়াছি । অতএব উত্থান
 করিয়া, আমাদেরকে এবিষয়ে সাহায্য করুন ॥ ৬১ ॥

রাজা কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমারও ললনোত্তমা কোথায় গিয়াছেন, জানি না । আমি
 তাহার অন্বেষণার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছি । কাহারেই বঃ তাহার কথা বলিব ? ॥ ৬২ ॥ আকাশ
 হইতে পর্বতাকৃতি পাদপপ্রবর পতমান হইলে, আমি সিদ্ধগণের কথা শ্রবণ করিয়া, শরপঃস্পরা-
 প্রয়োগপূর্বক তাহাকে সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলাম ॥ ৬৩ ॥ এবং লধুহস্তপ্রদর্শনপূর্বক
 সেই বরারোহাকেও তাহা হইতে পৃথক্কৃত করিলাম । জানি না, সেই ললনোত্তমা কোথায়
 আছেন । অতএব, তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিব ॥ ৬৪ ॥ এই বলিয়া, রাজা সত্বরে সমুখিত

স ভ্রাতৃভ্রাতৃর্চাৰ্পয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ তেহধিকৃতরথাস্তূর্ণং মার্গন্তে বসুধাং ক্রমাৎ । বদৰ্য্যাশ্রমমাসাদ্য
দদৃশুস্তপসাং নিধিঃ ॥ ৬৬ ॥ তপসা কৰ্শিতং দীনং মলপঙ্কজট'ধরং । নিশ্ব'সায়াসপৰমং
প্রথমে বসু'মি স্থিতং ॥ ৬৭ ॥ তমুপেত্যাব্রবীজ্জা ইন্দ্রহ্যম্মো মহাত্মজঃ । তপস্বিন্ যৌবনে
যোর আহিতোহসি শ্রুতশ্চরং ॥ ৬৮ ॥ তপঃ কিমর্থং তচ্ছংস কিমভিপ্রেতমুচ্যতাং ।
সোব্রবীৎ কো ভবান্ ক্রহি মমাত্মানং শ্রুতত্ত্বয়া ॥ ৬৯ ॥ পরিপৃচ্ছসি শোক'ৰ্ত্তং পরিদূনং তপো-
চৰিতং । স প্রাহ রাজান্মি বলী তপস্বিন্ শাকলে পুরে ॥ ৭০ ॥ মনোঃ পুত্রঃ প্রিয়োঃ ভ্রাতা ইক্ষাকৈঃ
কথিতং তব । স চাষ্টম্য পূৰ্ব্বেচরিতং সৰ্ব্বং কথিতবান্ পঃ ॥ ৭১ ॥ শ্রুত্বা প্রোবাচ রাজর্ষির্শ্রী মুঞ্চ
কলেবরং । আগচ্ছ যামি তথংগীং বিচেতুং ভ্রাতৃজ্ঞোসি মে ॥ ৭২ ॥ ইত্থাকু' সংপরিষজ্য নৃপং
ধমনিমজ্জতং । সমারোপ্য রথং তূর্ণং তাপসাত্মানং বেদয়ৎ ॥ ৭৩ ॥ ঋতধ্বজঃ সপুত্রস্ত তং
দৃষ্ট্য়া পৃথিবীপতিং । প্রোবাচ রাজশ্লেহেহি কৰিষ্যামি তব প্রিয়ং ॥ ৭৪ ॥ যাসৌ চিত্রাঙ্গদা নাম
জ্ঞয়া দৃষ্টো হি নৈমিষে । সপ্তগোদাবরং তীর্থং সা ময়ৈব বিবৰ্জিতা ॥ ৭৫ ॥ আগচ্ছ চাগমিষ্যামো
তস্মাদেব হি কারণাৎ । তজ্জান্মাকং সমেযান্তি কন্তান্তিস্তত্থাপরাঃ ॥ ৭৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্য়া
স ঋষিঃ সমাখাসা শ্রুদেবজং । শকুনিং পুরতঃ কৃত্বা সেল্লহাসঃ সপুত্রকঃ ॥ ৭৭ ॥ সান্দনেনাশ-
বৃজেন গজং সমুপচক্রমে ॥ সপ্তগোদাবরং তীর্থং যত্র তাঃ কন্তকা গতাঃ ॥ ৭৮ ॥ এতস্মিন্নস্তরে
তদ্বী যুতাচী শোকসংযুতা । বিচচারোদয়গিরিং বিচিষন্তী শ্রুতাং নিজাং ॥ ৭৯ ॥ তমানসাদ চ কপিং

হইয়া, সেই দ্বিজদ্বয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে রথ প্রদান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ তাহারা শীঘ্র রথারূঢ় হইয়া,
যথাক্রমে পৃথিবী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তৎপ্রসঙ্গে বদর্য্যাশ্রমে গমন করিয়া, কোন
তপোনিধিকে দর্শন করিলেন ॥ ৬৬ ॥ তাহার দেহ তপোবলে কৰ্শিত, দীনভাবাপন্ন, মলপঙ্কে
পরি লপ্ত ও জট'ভারে সমাচ্ছন্ন । তিনি যুবা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিশ্বাস পরিহার করিতেছেন ।
তজ্জন্ম ত হার অতিমাত্র আয়ান উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহাবাহু রাজা ইন্দ্রহ্যম্ম তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, তপস্বিন্ ! আপনি যৌবনে
পদার্পণ করিয়া, কিজন্ম শ্রুতশ্চর তপো'বুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার অভিপ্রায় কি, বলুন ।

তপস্বী কহিলেন, আপনি কে ? আমি শোক'ৰ্ত্ত ও অতিমাত্র দৈন্তগ্রস্ত হইয়া, তপস্বী
করি'তেছি । আপনি সৌহার্দবশতঃ আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

ইন্দ্রহ্যম্ম ক'হিলেন, আমি শাকলনগরের বলবান্ রাজা ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ মহুর পুত্র এবং
ইক্ষাকুর ভ্রাতা । নিজের এট পরিচয় প্রদান করিলাম । এই কথায় তপস্বী আপনার সমুদায়
পূৰ্ব্বেচরিত তাহার গোচর করিলেন ॥ ৭১ ॥ তখন রাজর্ষি ইন্দ্রহ্যম্ম কহিলেন, তুমি কলেবর পরিত্যাগ
করিও না । তুমি আমার ভ্রাতৃপুত্র । আগমন কর । সেই তদ্বজীর অন্বেষণ করিব ॥ ৭২ ॥
এই বলিয়া, ইন্দ্রহ্যম্ম সেই ধমনীমন্তত রাজাকে গাঢ় আভিজন ও রথে অধিকৃত করিয়া, শীঘ্র সেই
তাপসদ্বয়ের গোচরে লইয়া গেলেন ॥ ৭৩ ॥

সপুত্র ঋতধ্বজ সেই পৃথিবীপতিকে দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! আগমন কর ।
আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ॥ ৭৪ ॥ আপনি যে সেই চিত্রাঙ্গদাকে নৈমিষে নম্রনগোচর
করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে সপ্তগোদাবরতীরে রাখিয়া আসিয়াছি ॥ ৭৫ ॥ অতএব আগমন
করুন, তথায় গমন করিব । সেখানে আমাদের অপর কন্তাত্ময় সমাপ্ত হইবে ॥ ৭৬ ॥ এই
বলিয়া ঋতধ্বজ শ্রুদেবজকে আখাস দিয়া শকুনিকে পুরস্কৃত করিয়া, ইন্দ্রহ্যম্ম ও পুত্রের
সহিত ॥ ৭৭ ॥ অশ্বযুক্ত রথারোহণে, যেথানে সেই কন্তাত্ময় সপ্তগোদাবরতীরে গমন করিয়াছে,
তথায় প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন ॥ ৭৮ ॥

ঐ সময়ে তদ্বী যুতাচী শোকসংযুক্ত হইয়া, দীর্ঘ দুহিতাকে অন্বেষণ করত, উদয়গিরিতে বিচরণ

পর্যাপ্তদমথাঙ্গরাঃ । কিং বালা ন ভয়া দৃষ্টে কপে সত্যং বদস্ব মে ॥ ৮০ ॥ তস্যাস্তবচনং শ্রুত্বা
স কপিঃ প্রাহ বালিকাং । দৃষ্টে দেববতী নাম সা চ ব্রহ্মা মহাশ্রমে ॥ ৮১ ॥ কালিন্দীয়া বিমলে
তীরে যুগপক্ষিসমবৃতে । শ্রীকণ্ঠায়তনস্যাগ্রে মধা সত্যং তরোদিতং ॥ ৮২ ॥ সা প্রাহ বানরবরং
নাম্না বেদবতীতি সা । ন হি দেববতী খাতা তদাগচ্ছ ব্রজাবহে ॥ ৮৩ ॥ স্মৃতাচ্য স্তবচঃ শ্রুত্বা
বানরস্তরিতক্রমঃ । পৃষ্ঠতোস্যাঃ সমাগচ্ছন নদীমধেব কৌশিকীং ॥ ৮৪ ॥ প্রাপ্তা রাজর্ষি-
প্রব্রাজয়ন্তে চাপি কৌশিকীং । দ্বিতয়ং তাপদাভ্যাং চ রথাঃ পঞ্চাশবেগিভিঃ ॥ ৮৫ ॥ অব-
তীৰ্ঘ্য রথেভ্যস্তে স্নাতুমভ্যাগমন্নদীং । স্মৃতাচ্যপি নদীং স্নাতুং সুপুণ্যমাজগাম হ ॥ ৮৬ ॥ তামধেব
কপিঃ প্রায়াদৃষ্টো জাবা লনা তথা । দৃষ্টে ব পিতরং প্রাহ পার্থিবং চ মহাবলং ॥ ৮৭ ॥ স এব
পুনরায়্যতি বানরস্তাত বেগবান্ । পূৰ্ব্বং জটাস্থেব বলাদেষন বন্ধান্মি পাদপে ॥ ৮৮ ॥ তজ্জাবালি-
বচঃ শ্রুত্বা শকুনিঃ ক্রোধসংযুতঃ । সশরং ধনুৰানম্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮৯ ॥ ব্রহ্মন্ প্রদীয়তাং
মহমাজ্ঞা তাত বদস্ব মে ॥ যাবদেনং নিহন্যাদ্য শরৈগৈকেন বানরং ॥ ৯০ ॥ ইত্যেবমুক্তে
বচনে সৰ্বভূতহিতে রতঃ । মহর্ষিঃ শকুনিঃ প্রাহ হেতুযুক্তং বচো মহৎ ॥ ৯১ ॥ ন কশ্চিত্তাত-
কেনাপি বধ্যতে বধ্যতেপিবা । বধবন্ধৌ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মবশৌ নৃপতিনন্দন ॥ ৯২ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ
শকুনির্জয়ঃ বচনমব্রবীৎ । মগাজ্ঞা দীয়তঃ ব্রহ্মন্ শাশ্বি কিং করবাণাহং ॥ ৯৩ ॥ ইত্যুক্তঃ
প্রাহ স যুনিষ্ঠং বানরপতিং বচঃ । মম পুত্রস্ত্রয়োদশো জটাবিকটপাদপে ॥ ৯৪ ॥ নচেন-

করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ কপির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কপে !
সত্য করিয়া বল, তুমি কি আমার নন্দিনীকে দর্শন কর নাই ? ॥ ৮০ ॥ , কপি তাহার কথা
শুনিয়, উত্তর করিল, আমি তোমারে সত্য বলিবেছি, তোমার নন্দিনীকে দর্শন ও কালিন্দীয়া
যুগপক্ষিসমবৃত্ত বিমল তীরে শ্রীকণ্ঠায়তনের অগ্র তাহারে স্থাপন করিয়াছি ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥
স্মৃতাচী বানরকে কহিল, তাহার নাম বেদবতী, দেববতী নহে । অতএব আইস, গমন
করিব ॥ ৮৩ ॥ স্মৃতাচীর এই কথা শুনিয়া, বানর ত্বরিত বিক্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৌশিকী
নদীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥ তৎকালে সেই তিন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ জাবালি ও
ঋতধ্বজর সহিত এবং তাহাদের অবিষ্ঠিত অখযোজিত পঞ্চ রথ কৌশিকীতীরে উপস্থিত
হইল ॥ ৮৫ ॥ তাঁহারা সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, স্নান করিবার জন্ত নদীতে গমন
করিলেন । স্মৃতাচীও সেই পরমপবিত্র স্রোতস্বিনীতে অভিষেকার্থ সমাগত হইল ॥ ৮৬ ॥
কপিও স্মৃতাচীর অনুগমন করিল । এবং জাবালির নয়নপথে পতিত হইল । তিনি কপিকে
দর্শন করিয়া, পিতা ও মহাবল রাজাকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তাত ! সেই এই বেগবান্ বানর
পুনর্বার আসিতেছে । যে আমাকে পূৰ্ব্বে জটাপাশ দ্বারা পাদপে বন্ধন করিয়াছিল ॥ ৮৮ ॥

জাবালির এই কথা শুনিয়া, শকুনি ক্রোধসংযুক্ত হইয়া, সশর শরাসন আনমিত করিয়া,
বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন এবং বলুন,
এখনই আমি একমাত্র শরে এই বানরকে নিহত করিতেছি ॥ ৯০ ॥

এইপ্রকার বাক্য প্রবে দ্রিত হইল, সৰ্বভূতহিতেরত মহর্ষি শকুনিকে হেতুযুক্ত উদার বচনে
কহিলেন ॥ ৯১ ॥ তাত ! কোন ব্যক্তিকেই বধ ও বন্ধন করা কাহারই কর্তব্য নহে । অগ্নি
রাজনন্দন ! বধ ও বন্ধন পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মবশেই সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

শকুনি এইরূপ অভিহিত হইয়া, ঋষিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! তরে আমাকে কি করিতে হইবে,
আজ্ঞাপ্রদান করুন ॥ ৯৩ ॥

ঋষি এইপ্রকার উক্ত হইয়া, সেই বানরপতিকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্রকে জটাজট

মোচয়িতুং বৃক্ষাচ্ছুর্য্যাস্তাপি বভূবতঃ । তদনেন নরেন্দ্রেণ ত্রিধা কৃত্বা তু শাখিনং ॥ ৯৫ ॥ শাখাঃ
বহতি মৎস্রুঃ শিরসা তাং বিমোচয় । দশবর্ষশতান্তস্য শাখাং বৈ বহতো গতাঃ ॥ ৯৬ ॥ ন চাস্তি
পুরুষঃ কশ্চিদেবা হান্মোচতুঃ ক্ষমঃ । স ঋষেৰ্কা কামাকর্ণ্য কপির্জাংলিনো জটাঃ ॥ ৯৭ ॥
শনৈরুন্মোচয়ামাস ঋণ হুন্মো চিত্রাশ্চ তাঃ । ততঃ প্রীতো মুনিশ্রেষ্ঠো বরদোভূতধ্বজঃ ॥ ৯৮ ॥
কপিং প্রাহ বৃণীষ স্বং বরং যন্মনসেন্দ্রিতং । ঋতধ্বজবচঃ শ্রুত্বা ইমং বরমযচ্চত ॥ ৯৯ ॥ বিশ্ব-
কর্মা মহাতেজাঃ কপিষে প্রতিসংস্থিতঃ । ব্রহ্মন্ ভবান্ বরং মহং যদি দাতুং বথেষ্টসি ॥ ১০০ ॥
তচ্চ দত্তো মহাধোয়ো মম শাপো নিবর্ত্যতাং । চিত্রাঙ্গদারিঃ পিতরং মাং দৃষ্ট্বরং
তপোধনং ॥ ১০১ ॥ অভিজানীহি ভবতঃ শাপাদানরতাং গতং । স্মৃহুনি চ পাপানি ময়া
যানি কৃতানি হি ॥ ১০২ ॥ কপিচাপল্যদোষেণ তানি মে যাস্তু সংক্ষয়ং । তত ঋতধ্বজঃ প্রাহ
শাপস্যাস্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০৩ ॥ বদা যুতাচাং তনয়ং জনিষ্যসি মহাবলং । ইত্যেবমুস্তঃ
সংস্রষ্টঃ স তথা কপিসত্তমঃ ॥ ১০৪ ॥ স তুং তুং মহানদ্যামবতীর্ণঃ কুশোদরি । ততস্ত্ব সর্কে
ক্রমশঃ স্নাত্বা চ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১০৫ ॥ ভগ্নুহৃষ্টা বথেষ্টান্তে যুতাচী দিবমুৎপতৎ । তামেষ্ব
মহাবেগঃ স কপিঃ প্রবতাস্বরঃ ॥ ১০৬ ॥ দদৃশে রূপসংপন্নং যুতাচীং স প্রবংগমঃ । সপি তং
বলিনাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্টেব কপিকুঞ্জরং ॥ ১০৭ ॥ জ্ঞাত্ব বিশ্বকর্মাণং কাময়ামাস কামিনী ।
ততোহু পর্কতশ্রেষ্ঠে খ্যাতে কোলাহলে কপিঃ ॥ ১০৮ ॥ বরয়ামাস তাং তবীং সা চ তং

জ্ঞাত্ব বৃক্ষে উদ্বক করিয়াছিলে ॥ ৯৪ ॥ কোন ব্যক্তিই বড় করিয়াও, ইহাকে উন্মুক্ত করিতে
পারে নাই । পরে এই নরেন্দ্র শর দ্বারা সেই বৃক্ষকে তিনখণ্ড করিয়া দিলে ॥ ৯৫ ॥ আমার
পুত্র অদ্যাপি তাহার শাখা মস্তকে বহন করিতেছেন । অধুনা তুমি মোচন করিয়া দাও । শাখাবহন
করত, দশবর্ষশত অতীত হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥ এমন কোন পুরুষ নাই, যে ইহাকে উন্মুক্ত করিতে
পারে ।

কপি ঋষির এই কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানির জটাবার ॥ ৯৭ ॥ ধীরে ধীরে উন্মোচন
করিলে, ঋণমধ্যেই তাহা উন্মোচিত হইয়া গেল । তদর্শন মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ প্রীত ও বরদানে
সমুদাত হইয়া ॥ ৯৮ ॥ কপিকে কহিলেন, তোমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, সেই বর গ্রহণ কর ।

ঋতধ্বজের কথা শুনিয়া, কপিয়ে নিত নিপতিত সেই মহাতেজা বিশ্বকর্মা এই বর চাহিলেন,
ব্রহ্মন্! আপনি যদি আমাকে যথাভিলষিত বরদানে উৎসুক হইয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥ ১০০ ॥
তাহা হইলে আমাকে যে ভঙ্কর শাপ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রতিসংহত হউক ।
অমি চিত্রাঙ্গদার পিতা, তপোবন বিশ্বকর্মা ॥ ১০১ ॥ আপনাই শাপে বানরযোনি
লাভ করিয়াছি, জানিবেন । আমি যে বহুবিধ পাপ করিছি ॥ ১০২ ॥ কপিচাপল্যদোষেই
তাহা করিয়াছি । অতএব সে সকলও যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

তখন ঋতধ্বজ কহিলেন, তুমি যেসময়ে যুতাচীর গর্ভে মহাবল পুত্র উৎপাদন করিবে,
তৎকালে তোমার শাপান্ত সংঘটিত হইবে ।

কপিসত্তম এইরূপ কথিত ও অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ সত্বরে মহানদীতে
স্নান করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইল । অনন্তর সকলে যথাক্রমে স্নান ও পিতৃদেবগণের তর্পণ
করিয়া ॥ ১০৫ ॥ হর্ষভরে যথাগোহণে গমন করিলে, যুতাচী স্বর্গে উৎপত্তি হইল । তদর্শনে
কপিবর মহাবেগে তাহার অনুগমন করিল ॥ ১০৬ ॥ অনন্তর সেই বলিশ্রেষ্ঠ শাখামৃগ যেমন
যুতাচীকে দর্শন করিল, যুতাচীও তেমন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ॥ ১০৭ ॥ তাহারে
বিশ্বকর্মা জানিয়া, কামনাপর হইল । তখন কোলাহল নামে বিখ্যাত পর্কতশ্রেষ্ঠে কপিশ্রেষ্ঠ ॥ ১০৮ ॥

বানরোত্তমঃ । এবং রমন্তৌ সূচিরং প্রাপ্তৌ তৌ বিদ্যাপর্কতং ॥ ১০৯ ॥ রথেষু চাপি
তত্তীর্থং সংপ্রাপ্তাস্তে নরোত্তমাঃ । মধ্যাহ্নসময়ে শ্রান্তাঃ সপ্তগোদাবরং জলং ॥ ১১০ ॥ প্রাপ্তা
বিশ্রামণ্ডেত্বমবতেরুদ্ভৃষাদ্ভিতাঃ । তেষাং সারথয়োহশ্বংশ্চ স্নাত্বা পীতৌদকাঃ প্লুতান্ ॥ ১১১ ॥
রমণীয়ে বনোদ্দেশে প্রচারায় সমুৎসৃঞ্ । শাদলাটোষু দেশেষু মুহূর্তাদেব বাজিনঃ ॥ ১১২ ॥
তৃপ্তাঃ সমাদ্রবন্ সর্কে দেবালয়মুত্তমং । তুরগধুরনির্বেষং শ্রবণা ত্য যোষিতাস্বরাঃ ॥ ১১৩ ॥
কিমিতদিতি চোতৈস্তে ব প্রগুর্হাটকেশ্বরং । আকুহ বনভীতাস্ত সমুদৈকস্ত সর্কশঃ ॥ ১১৪ ॥
অপশ্যন্তীর্থসলিল আপ্লুতান্ নরোত্তমান্ । ততশ্চিত্তাদদা দৃষ্ট্বা জটামণ্ডলধারিণং । সুরথং
হসন্তী প্রাহ সংরোহৎপুলক সখীং ॥ ১১৫ ॥ যৌসৌ যুবা নীলঘনপ্রকাশঃ সংলক্ষ্যতে দীর্ঘভুজঃ
স্বরূপঃ । স এব নুনং নরদেবস্বনুর্ভূতো ময়া পূর্কপতিঃ পতির্ষঃ ॥ ১১৬ ॥ যশৈচৈব জাম্বুনদঃ
তুল্যবর্ণঃ শ্বেঃ জটোভারমধারয়িষ্যৎ । স এব নুনং তপতাং বরিত্ত ঋতধ্বজো নাত্র বিচার-
ণাস্তি ॥ ১১৭ ॥ ততোহিব্রবীদথো দৃষ্টো নন্দয়ন্তী সখীজনং । এষোহপরোদৈস্যব স্মৃতৌ জাবালি-
র্নত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৮ ॥ ইতোবমুক্ত্বা বচনং বলভ্যা অবতীর্ণ্য চ । সমাসরাগ্রতঃ শস্তোর্গ যন্তৌ
গীতকান্ শুভান্ ॥ ১১৯ ॥ ওঁ নমোহস্ত শর্ক শস্তো ত্রিনেত্র চাক্রগাত্র ত্রৈলোক্যনাথ উমাপতে
দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসকারক কামাজনাশন ঘোরপাপপ্রণাশন মহাপুরুষ মহোৎসর্গমূর্তে সর্কস্বকর
শুভকর মহেশ্বর ত্রিশূলধর স্মরারে গুহ্যধামন্ দিগ্বাসঃ মহাশঙ্কশেখর জটোধর কপালমালাবিভূষিত-

যুতাচীর সহিত বিহার আশ্রয় করিল । পরস্পর বহুকাল বিহার করিয়া, বিদ্যাপর্কতে সমাগত
হইল ॥ ১০৯ ॥

ঐ সময়ে সেই ঋতধ্বজাদি নরোত্তমগণ রথারে হণে উল্লিখিত তীর্থে মধ্যাহ্ন সময়ে আগমন
করিলেন । সকলেই পরিশ্রান্ত ও অতিমাত্র তৃষর্ভ হইয়াছিলেন । তজ্জন্ত সপ্তগোদাবরজল
প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন । তাঁহাদের সারথ সকলও স্নান ও জলপান করিয়া,
অশ্বদিগকে আপ্লবিত করত ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥ রমণীয় বনোদ্দেশে প্রচুর শাদলবিশিষ্ট ক্ষেত্রে
মুহূর্তের জন্ত ছাড়িয়া দিল ॥ ১১২ ॥ অনন্তর সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়া, সেই পরমপ্রশস্ত
দেবালয়ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সেই যোষিদ্বয়গণ তুরগসমূহের খুরনির্বেষ শ্রবণ
করিয়া ॥ ১১৩ ॥ ইহা কি, এইপ্রকার কহিয়া, হাটকেশ্বরে গমন করিল । এবং বনভীতে
আরোহণ করিয়া, সকল দিক্ আগ্রহসহকারে দেখিতে লাগিল ॥ ১১৪ ॥ তখন তীর্থসলিলে
আপ্লুত জনরশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের নয়নবিষয়ে পতিত হইলেন । চিত্রাঙ্গদা তাঁহাদের মধ্যে
জটামণ্ডলধারী সুরথকে দর্শন করিয়া, পুলকিতা হইয়া, মহাস্য আশ্রয়ে সখীকে কহিতে
লাগিল ॥ ১১৫ ॥ ঐ যে শ্রামলজলদ-সন্নিভ, মহাবাহু যুবা পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, যাহার রূপ
অতি মনোহর, সেই এই রাজনন্দনকেই আমি পূর্ক পতিরূপে বরণ করিয়া ছিলাম ॥ ১১৬ ॥
আর, এই যিনি জাম্বুনদের স্নায় বর্ণদম্পন এবং শ্বেতবর্ণ জটোভার বিমণ্ডিত, ইনিই তপস্বীশ্রেষ্ঠ
ঋতধ্বজ । ইহাতে কে ন বিচারণাই নাই ॥ ১১৭ ॥

তখন নন্দয়ন্তী হর্ষাবিষ্টা হইয়া, সখীদিগকে কহিল, আর এই অপর ব্যক্তি ঋতধ্বজের পুত্র
জাবালি, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১১৮ ॥ এই বলিয়া, বলভী হইতে অবতীর্ণা হইয়া, শস্তুর
সম্মুখে গমন করিয়া, স্মরণে মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ১১৯ ॥ ওঁ হে শর্ক ! শস্তো,
ত্রিনেত্র, চাক্রগাত্র, ত্রৈলোক্যনাথ ও উমাপতে ! তোমারে নমস্কার । হে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসকারক !
হে কামাজনাশন ! হে ঘোরপাপপ্রণাশন ! হে মহাপুরুষ ! হে মহোৎসর্গমূর্তে ! হে সর্কস্ব-
কর ! হে শুভকর, মহেশ্বর, ত্রিশূলধর ও স্মরারে ! হে গুহ্যধামন্, দিগ্বাস, মহাশঙ্কশেখর,

শরীর বামচক্ষুঃস্তুতিতদেবপ্রজাধ্যক্ষ ভগাঙ্কোঃ ক্ষয়ঙ্কর ভীমসেন নাথ পশুপতে কামাঙ্গদাহিন্ চত্বরবাসিন্ শিব মহাদেব ঈশান শঙ্কর ভীম ভব বৃষধ্বজ কটভ প্রৌঢ়মহানাটোশ্বর ভূতিরত অবিমুক্তক রুদ্র রুদ্রেশ্বর স্থাগো একলিঙ্গ কালিন্দীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত রিপুভয়ঙ্কর নন্তোষপতে বামদেব অঘোর তৎপুরুষ মহাঘোর অঘোরমূর্ত্ত শান্তঃ সরস্বতীকান্ত সহস্রমূর্ত্তে মহোত্তব বিভো কালাগ্রে রুদ্র রৌদ্র হর মহীধর প্রিয় সর্বতীর্থাদিবাস হংস কামেশ্বর কেশর অধিপতে পরিপূর্ণ মুচ্চুন্দ মধুনিবাস কৃপাণপানে ভয়ঙ্কর বিদ্যারাজ সোমরাজ কামরাজ মহীধররাজকন্যাহৃদজবসতে সমুদ্রশায়িন্ গয়ামুখ গোকর্ণ ব্রহ্মধোনে সহস্রবক্ত্রাঙ্কচরণ হাটকেশ্বর নমস্তে । এতদ্ব্যনন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব এবাধিপা র্থবাঃ । দৃষ্টুং ত্রৈলোক্যকর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরং ॥ ১২০ ॥ সমাক্রুতাচ্চ স্তম্ভাতা দদৃশুর্বোষিতঃ শুভাঃ । স্থিতাস্ত পুরতন্ত্য গায়ন্ত্যা গেষমুত্তমং ॥ ১২১ ॥ ততঃ স্তদেব-তনয়ো বিশ্বকর্মাশ্বতঃ প্রিয়াং । দৃষ্ট্বা স্থিতিচিন্তস্ত স রোহৎপুলকো বভৌ ॥ ১২২ ॥ ঋত-ধ্বজোপি তদ্বক্ষীং দৃষ্ট্বা চিত্রাঙ্গদাং । স্থতাং । প্রত্যভিজায় যোগাত্মা বালো মুদিতমানসঃ ॥ ১২৩ ॥ ততস্তেপি সমভ্যোত্য দেবেশং হাটকেশ্বরং । সংপূজয়ন্ত্যাকং তে সংস্তুতঃ ক্রমাগতম্ ॥ ১২৪ ॥ চিত্রাঙ্গদাপি তান্ দৃষ্ট্বা ঋতধ্বজপুরোগমান্ । সংমতাভিঃ কৃশাঙ্গভিরভ্রাথস্রাভ্যবাদয়ৎ ॥ ১২৫ ॥ স চ তাঃ প্রাতঃকালৈব সমং পূজেন তাপসঃ । সমং নৃপতির্ভিষ্টেঃ সংবেশ যথাস্থতঃ ॥ ১২৬ ॥ ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তো যুতাচ্যা সহ স্কন্দরি । স্রাস্তা গোদাবরীতীর্থে দদৃক্ষুর্হাটকেশ্বরং ॥ ১২৭ ॥ ততোহপশুচ্চ তাং ওষীং যুতাচীং শুভদর্শনাং । সাপ তাং মাতরং দৃষ্ট্বা স্থতাভূধরবর্গিনী ॥ ১২৮ ॥

জটাস্বর ও কপালমালাবিভূষিতশরীর ! হে বামচক্ষুঃস্তুতিতদেবপ্রজাধ্যক্ষ, ভগাঙ্কিক্ষয়ঙ্কর, ভীমসেন, নাথ, পশুপতে, কামাঙ্গদাহিন্, চত্বরবাসিন্, শিব, মহাদেব, ঈশান, শঙ্কর, ভীম, ভব, বৃষধ্বজ ও কটভ ! হে প্রৌঢ়মহানাটোশ্বর ! হে ভূতিরত, অবিমুক্তক, রুদ্র, রুদ্রেশ্বর, স্থাগো, একলিঙ্গ, কালিন্দী প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ, নীলকণ্ঠ, অপরাজিত ও রিপুভয়ঙ্কর ! হে নন্তোষপতে, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, মহাঘোর, অঘোরমূর্ত্ত, শান্ত, সরস্বতীকান্ত, সহস্রমূর্ত্তে, মহোত্তব, বিভো, কালাগ্রে, রুদ্র, রৌদ্র, হর, মহীধর, প্রিয়, সর্বতীর্থাদিবাস, হংস, কামেশ্বর, কেশর, অধিপতে, পরিপূর্ণ, মুচ্চুন্দ, মধুনিবাস, কৃপাণপানে, ভয়ঙ্কর, বিদ্যারাজ, সোমরাজ, কামরাজ, মহীধররাজকন্যাহৃদজবসতে, সমুদ্রশায়িন্ গয়ামুখ, গোকর্ণ, ব্রহ্মধোনে, সহস্রবক্ত্রাঙ্কচরণ হাটকেশ্বর ! তোমারে নমস্কার ।

এই অবসরে ঋষি ও পার্শ্বি গণ ত্রৈলোক্যকর্ত্তা ত্রিলোচন হাটকেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ১২০ ॥ তাহারা বিহিত বিধানে স্নান করিয়া, অশ্বে আরোহণপূর্বক অবলোকন করিলেন, সেই সকল চাক্রদর্শাদী ললনা হাটকেশ্বরের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়, উৎকৃষ্ট গান করিতেছে ॥ ১২১ ॥ অনন্তর স্তদেবতনয় বিশ্বকর্ম্মার তনয়া প্রিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া, দৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন ॥ ১২২ ॥ যোগাত্মা ঋতধ্বজ ও তদ্বক্ষী চিত্রাঙ্গদাকে তথায় অবস্থতা দেখিয়া, চিন্তিতে পারিয়া, দৃষ্টচিন্ত হইলেন ॥ ১২৩ ॥ পরে সকলে অভিযুধীন হইয়া, যথাক্রমে ভগবান্ হাটকেশ্বরের বিহিতবিধানে পূজা ও স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

চিত্রাঙ্গদা ঋতধ্বজপ্রমুখ এই সকল ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, সবিশেষ মাননীয় দেববতী প্রভৃতি কৃশাঙ্গী রমণীগণের সহিত অভ্যুখিত হইয়া, তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন ॥ ১২৬ ॥ তাপস ঋতধ্বজ পুত্র ও নৃপতিগণের সহিত সমবেত হইয়া, হর্ষভরে তাঁহাদের প্রতিনন্দনপুংসর যথাস্থখে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১২৬ ॥ স্কন্দরি ! এই সময়ে গোদাবরীতীর্থে স্নান করিয়া, হাটকেশ্বরকে দর্শন করিবার অভিলাষে যুতাচীর সহিত কপিবর তথায় আগমন করিল ॥ ১২৭ ॥ বরবর্গিনী চিত্রাঙ্গদা আপনার জননী শুভদর্শনা তদ্বক্ষী যুতাচীকে দর্শন করিয়া, আত্মাদিত হইল ॥ ১২৮ ॥

ভতো যুতাচী স্বং পুত্রীঃ পরিষদ্য ন্যাপীড়য়ৎ । স্নেহাৎ সবাঙ্গনয়ন্য বৃহত্তাং পরিজিজ্ঞী ॥ ১২৯ ॥
 তত ঋতধ্বজঃ স্রীমান্ কপিং বচনমব্রবীৎ । গচ্ছানেতুং শুদ্ধকং স্বমংজনাঙ্গৌ মহাজনং ॥ ১৩০ ॥
 পাতালাদপি দৈত্যেশঃ বীরং কন্দরমালিনং । স্বর্গাঙ্কক্ষরাজানং পর্জন্যং শীঘ্রমানয় ॥ ১৩১ ॥
 ইত্যেবমুক্তে মুনিরা প্রাহ দেববতী কপিং । গালবং বানরশ্রেষ্ঠ ইহানেতুং স্বমর্হসি ॥ ১৩২ ॥
 ইত্যেবমুক্তে বচনে কপীন্দ্রোমিতবিক্রমঃ । গভাংজনং সমামন্ত্র্য অগামামরপর্কতং ॥ ১৩৩ ॥
 পর্জন্যং তত্র গামজ্য প্রেষয়িত্বা মহাশ্রমে । সপ্তগোদাবরীতীর্থে পাতালমমং কপিং ॥ ১৩৪ ॥
 তত্রামজ্য মহাবীৰ্য্যঃ কপিঃ কন্দরমালিনং । পাতালাদভিনিক্রম্য মহীং পর্য্যচরচ্ছবী ॥ ১৩৫ ॥ গালবং
 তপসো বানিং দৃষ্ট্বা মাহিষতীমহু । সমুৎপত্যানয়চ্ছীঘ্রং সপ্তগোদাবরীজলং ॥ ১৩৬ ॥ তত্র
 স্নাত্বা বিধানেন সংপ্রাপ্তো হাটকেশ্বরঃ । দদৃশে নন্দয়ন্তীং তাং হিতাং দেববতীমপি ॥ ১৩৭ ॥ ততঃ
 দৃষ্ট্বা গালবং চৈব সমুখায়াভ্যাবদয়ৎ । তে চাপি নৃপতিশ্রেষ্ঠান্তঃ সংপূজ্য তপোধনং ॥ ১৩৮ ॥
 প্রহর্ষমতুলং গচ্ছ উপবিষ্টা যথাস্থখং । তেষুপস্থিষ্টেযু তদা বানরেণ নিমজ্জিতাঃ ॥ ১৩৯ ॥
 সমায়াতা মহান্ন নো যক্ষগন্ধর্কদানবাঃ । তানাগতান্ সমীক্ষ্যৈব পুত্র্যস্তাঃ পৃথুলোচনাঃ ॥ ১৪০ ॥
 স্নেহার্জনয়নাত্মা বৈ তদা সন্থজয়ে পিতৃন্ । নন্দয়ন্ত্যাদিকা দৃষ্ট্বা সপিতৃকা বরাননা ॥ ১৪১ ॥
 সবাঙ্গনয়ন্য জাতা বিশ্বকর্ষসুতা তদা । অথ তামাহ স মুনিঃ সত্যং সত্যধ্বজৌ বচঃ ॥ ১৪২ ॥
 যা বিবাদং কৃথাঃ পুত্রী পিতায়ন্তব বাবয়ঃ । সা তবচনমাকর্ণ্য ব্র ডোপহতচেতনা ॥ ১৪৩ ॥ কথন্তু
 বিশ্বকর্ষাসৌ বানরভং গতৌহুনা । হৃষ্পুত্র্যাং স্বয়ি জাতায়াং তস্মাস্ত্যাক্যে কলেবরং ॥ ১৪৪ ॥

অনন্তর যুতাচী স্নেহশতঃ সবাঙ্গনয়নে সকীয় ছিতা চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গনপূর্বক নিপীড়ত
 ও বারম্বার অঘ্রাণ করিতে লাগল ॥ ১২৯ ॥ তদর্শনে ঋতধ্বজ কপিকে কহিলেন, তুমি মায়া
 শুদ্ধককে অনিবার জন্ত অঞ্জনা দ্রুতে গমন কর ॥ ১৩০ ॥ এবং শীঘ্র পাতাল হইতে বীর কন্দর-
 মালীকে ও স্বর্গ হইতে গন্ধর্করাজ পর্জন্যকেও এখানে লইয়া আইস ॥ ১৩১ ॥

মুনি এইরূপ বলিলে, দেববতী কপিকে কহল, হে কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি গালবকেও এখানে
 আনয়ন করিও ॥ ১৩২ ॥ দেববতী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, অমিতবিক্রম কপীন্দ্র গমন
 করিয়া, অঞ্জনকে আমন্ত্রণপূর্বক অমরপর্কতে সমাগত হইল ॥ ১৩৩ ॥ তথায় পর্জন্যকে আম-
 ত্রণ ও মগ্নাশ্রমে প্রেরণ করিয়া, সপ্তগোদাবরীতীর্থে গমন করিল ॥ ১৩৪ ॥ তথায় মহাবীৰ্য্য কপি
 কন্দরমালীকে আমন্ত্রণ ও পাতাল হইতে (নিক্রমণপূর্বক) সবেগে পৃথিবীপরক্রমণে প্রবৃত্ত
 হইল ॥ ১৩৫ ॥ অনন্তর মাহিষতীনগরে তপোনিধি গালবকে দর্শন করিয়া সত্বরে সমুৎপতিলিত
 হইয়া, সপ্তগোদাবরজলে তাহারে লইয়া আসিল ॥ ১৩৬ ॥ তথায় যথাবিধানে স্নান করিয়া,
 হাটকেশ্বরে উপনীত হইল ॥ এবং দেখিল, দময়ন্তী ও দেববতী উভয়ে তথায় অবস্থিতি করি-
 তেছে ॥ ১৩৭ ॥ গালবকে দর্শন করিয়া, সমুখানপূর্বক অভিবন্দন করিল ॥ সেই নরপতিগণও
 তপোধন গালবকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিয়া ॥ ১৩৮ ॥ অতুলপ্রহর্ষলাভপুরঃসর যথাস্থখে আসীন
 হইলেন ॥ তাহার উপবিষ্ট হইলে, কপি কর্তৃক নিমজ্জিত ॥ ১৩৯ ॥ মহানুভব যক্ষ, গন্ধর্ক
 ও দানবগণ তথায় আগমন করিল ॥ তহাদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া তাহাদের সেই পৃথু-
 লোচনা পুত্রীগণ ॥ ১৪০ ॥ স্নেহার্জনয়নে সেই পিতৃদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ নন্দয়ন্তী
 প্রভৃতি বরাননা রমণী দগকে সস পিতার সহিত সংমিলিত দর্শন করিয়া ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বকর্ষার
 মন্দিরী চিত্রাঙ্গদা বাঙ্গলিলে পূর্ণনয়ন্য হইলেন ॥ তখন ঋতধ্বজ তাঁহাকে সত্যবাক্যে কহি-
 লেন, পুত্রি ! তুমি বিষম হইও না ॥ এই বানর তে মার পিতা ॥ ঋতধ্বজের কথা শুনিয়া,
 তাহার চেতনা ব্রীড়াবশে উপহত হইল ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥ তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বিশ্বকর্ষা
 কিরূপে বানর হইলেন ॥ সর্বথা আমি হৃষ্পুত্রী অগ্নিগাহি ॥ সেইজন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে ॥

ইতি সংচিন্ত্য মনসা ঋতধ্বজমুবাচ হ । পরিভ্রাণম্ম মাং ব্রহ্মন্ পাপোপহতচেতসং ॥ ১৪৫ ॥
 পিতৃহরীমভূমিচ্ছামি তদমুজাতুমর্হসি । অধোবাচ মুনিস্তম্বীঃ মাংবিবাদকৃৎসুনা ॥ ১৪৬ ॥
 সন্তাব্যে ন বিনাশোস্তি তন্মা তাকীঃ কলেবরং । ভবিষ্যতি পিতা তুভ্যং ভূয়োপ্যমরবার্দ্ধকি ॥ ১৪৭ ॥
 জাতেহপত্যে যুতাচ্যাস্ত নাত্র কার্ধা বিচারণা । ইত্যেবমুক্তে বচনে মুনিরা ভাবিতাশ্বনা ॥ ১৪৮ ॥
 যুত'চী তাং সমভ্যেত্য প্রাহ চিত্রাজদাং বচঃ । পরিত্যজস্ব শোকং ত্বং মাতৈসর্দগভিরাশ্রজঃ ॥ ১৪৯ ॥
 ভবিষ্যতি পিতৃভুলো মৎসকশাস্ত্র সংশয়ঃ । ইত্যেবমুক্তা সংজ্ঞষ্টা বভৌ চিত্রাজদা তদা ॥ ১৫০ ॥
 যং প্রতীকস্ত চার্কসীবিবাহং পিতৃদর্শনং । সর্কাস্তা অপি তাবৎকালং স্মৃতকৃৎসুকাঃ ॥ ১৫১ ॥
 প্রতীকস্ত বিবাহং হি তস্তা এব প্রিয়েশ্ববং । ততো দশম্ মাসেব সমভীতেষাং পুরাঃ ॥ ১৫২ ॥
 তচ্ছিন্ গোদাবরীতীরে প্রসূতা জনয়ং নলং । জাতেহপত্যে কপিছাচ্চ বিশ্বকর্মাণ্যমুচ্যত ॥ ১৫৩ ॥
 সমভ্যেত্য প্রিয়ার পুত্রীং পর্য্যবসত চাদিয়াৎ । ততঃ প্রীতেন মনসা সন্মার স্মরবার্দ্ধকী ॥ ১৫৪ ॥
 স্মরণামধিপং শক্রং নটৈব স্মরকিন্নরৈঃ । বহ্লীধ সংস্কৃতঃ প্রাপ্তঃ শক্রোহমরগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৫৫ ॥
 স্মরৈশ্বর্যহেজঃ সংপ্রাপ্ততত্তীর্থং হাটকাস্তয়ং । সমাযাতেষু দেবেষু গন্ধর্বেষু পুংসু চ ॥ ১৫৬ ॥
 ইচ্ছহ্যস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজমুবাচ হ । জাবালৈর্দীয়তাং ব্রহ্মন্ সূতাং কন্দরমালিনঃ ॥ ১৫৭ ॥
 গৃহ্যতু বিধিবৎ পাণিং দৈত্যেন তনয়া তব । নন্দনস্তীক শকুনিঃ পরণেতা স্বরূপবান্ ॥ ১৫৮ ॥
 মযেরং বেদবত্যস্ত হস্তা হব্যং বিধানতঃ । বাচমিত্যববীৎ নোপি মুনিশ্চক্ষুস্তং নৃপং ॥ ১৫৯ ॥
 ততোহুতহস্তং হষ্টা বিবাহবিধিমুত্তমং । ঋতজোগালবাদ্যাস্ত হস্তা হব্যং বিধানতঃ ॥ ১৬০ ॥

অতএব কলেবর পরিত্যাগ করিব ॥ ১৪৪ ॥ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ঋতধ্বজকে কহিল, ব্রহ্মন্! পাপবশে আমার চেতনা উপহৃত হইয়াছে, আমাকে পরিভ্রাণ করুন ॥ ১৪৫ ॥ আমি পিতৃহরী । সেইজন্য মতিতে অভিলাষিনী হইয়াছি । আমাকে অমুজা করুন ।

মুনি সেই তম্বীকে কহিলেন, অধুনা বিষয় হইও না ॥ ১৪৬ ॥ তোমার বিনাশ নাই । অতএব কলেবর ত্যাগ করিও না । তোমার পিতা পুনরায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪৭ ॥ যুত'চীর গর্ভে পুত্র জন্মিলেই, ঐরূপ ঘটবে, সন্দেহ নাই । ভাবিতাশ্বা মহর্ষি এইরূপ কহিলে ॥ ১৪৮ ॥ যুতাচী চিত্রাজদার সমীপস্থ হইয়া বলিল, তুমি শোক পরিত্যাগ কর । দশমাসমধ্যেই আমার গর্ভে পিতৃভুল্য পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাহাতে সংশয় নাই । যুতাচী এইরূপ কহিল, চিত্র তদা অভিযাত্র হর্ষাবিষ্ট হইল ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ এবং আপনার বিবাহ ও পিতৃদর্শন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল । সেই সকল স্মৃততম্বী কন্যাও ॥ ১৫১ ॥ তদীয় প্রিয়কামনার বশবদ হইয়া, তাবৎকাল তাহার বিবাহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । অনন্তর দশমাস পর্য্যবসিত হইলে, অঙ্গরা যুতাচী ॥ ১৫২ ॥ সেই গোদাবরীতীরে পুত্র নলকে প্রসব করিল । অপত্য উৎপন্ন হইলে, বিশ্বকর্মার কপিছ-মোচন হইল ॥ ১৫৩ ॥ তখন তিনি আদরসহকারে প্রিয়া পুত্রী চিত্রাজদাকে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর তিনি প্রীতমনে ॥ ১৫৪ ॥ স্মরাধিপতি ইচ্ছকে স্মর ও কিন্নরগণের সহিত স্মরণ করিতে লাগিলেন । স্মরণ করিষামাত্র দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন ॥ ১৫৫ ॥ ইচ্ছ সেই হাটকতীর্থে সমাগত এবং দেবগণ, গন্ধর্ভগণ ও অঙ্গরোগণ উপনীত হইলে ॥ ১৫৬ ॥ ইচ্ছহ্যস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! জাবালিকে কন্দরমালীর পুত্রী প্রদান করুন ॥ ১৫৭ ॥ দৈত্যনন্দিনী আপনার পাণিগ্রহণ করুক । নন্দনস্তীর সহিত পরমরূপবান্ শকুনির বিবাহ হউক ॥ ১৫৮ ॥ আর যথাবিধানে হতাশনে অহুতি দিয়া, এই বেদবতী আমারে স্বামিষে বরণ করুক । ঋতধ্বজ মহাপুত্রের প্রস্তাবে সন্মত হইলেন ॥ ১৫৯ ॥

তখন গালবাদি ঋতগুণ যথাবিধানে হোম করিয়া, হর্ষভরে বিবাহবিধি বিধান করি-

গায়ন্তি তত্র গন্ধৰ্বা নৃত্যাংতাপ্সরসস্তথা । আদৌ জাবালিনঃ পানিগ্রহীতো দৈত্যকন্তরা ॥ ১৬১ ॥
 ইন্দ্রহ্যগ্নেন তদহু বেদবত্যা বিধানতঃ । ততঃ শকুনির্না পানিগ্রহীতো যক্ষকন্তরা ॥ ১৬২ ॥
 চিত্রাঙ্গদায়াঃ কল্যাণি সুরথং পানিগ্রহীৎ । এবং ক্রমাধিবাহন্ত নিবৃত্তস্তম্ভমধ্যমে ॥ ১৬৩ ॥
 বৃন্তে মুনির্কিঁবাহে তু শক্রদীন্ গ্রাহ দানবান্ । অশ্বিন্যস্তীর্থে ভবন্তিস্ত সপ্তগোদাবরে সদা ॥ ১৬৪ ॥
 হেয়ং বিশেষতো মানসিমং মাধবযুত্তমং । বাঢ়মুক্তা সুরাঃ সার্কৈ অগ্নুদ্বষ্টা দিবং ক্রমাৎ ॥ ১৬৫ ॥
 মুনয়ো মুনিমাদায় সপত্রং অগ্নুয়াদরাৎ । ভার্ঘ্যাশ্চাদায় রাজানঃ স্বং স্বং নগরমাগতাঃ ॥ ১৬৬ ॥
 সংস্থষ্টাঃ সসুখং তদ্বুভুজানা বিবরৈজ্জয়ান্ । চিত্রাঙ্গদায়াঃ কল্যাণি পূর্ববৃত্তং পুরা কিল ॥ ১৬৭ ॥
 তস্মাৎ কমলপত্রাকি ভজস্ব ললনোত্তমৈ । ইত্যেবমুক্তা নরদেবসুহৃতাঃ ভূমিদেবস্ত স্মৃতাং
 বরোক্তং । শ্রবন্ মৃগাকীং মৃহুনা ক্রমেণ সা চাপি বাক্যং নৃপতিস্বভাবে ॥ ১৬৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চিত্রাঙ্গদাবিবাহো নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

অরজা উবাচ । নাশ্বানং তব দাস্যামি বহনোক্তেন কিং তব । যক্ষস্তী ভবতঃ শাপাদাশ্বানং
 চ মহীপতে ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । ইখং বিবদমানাং তাং ভার্গবেজ্জহুতাং বলাৎ । কামোপহতচিত্তাস্তা বিধ্বং-

লেন ॥ ১৬০ ॥ গন্ধৰ্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল । দৈত্যকন্তা প্রথমে জাবা-
 লির পানিগ্রহণ করিল ॥ ১৬১ ॥ তৎপশ্চাৎ যথাবিধানে ইন্দ্রহ্যগ্নের সহিত বেদবতীর পরিণয়
 সমাহিত হইল । পরে শকুনি যক্ষকন্তার পানিপীড়ন করিলেন ॥ ১৬২ ॥ অনন্তর চিত্রাঙ্গদা
 সুরথের সহিত পরিণীতা হইলেন । অয়ি তনুমধ্যমে ! অয়ি কল্যাণি ! এইরূপে যথাক্রমে
 বিবাহবিধি বিনির্কীৰ্ত্তিত হইল ॥ ১৬৩ ॥ পরিণয়ব্যাপার সম্পাদিত হইলে, ঋতধ্বজ ইন্দ্রাদি দানব-
 দিগকে কহিলেন, আপনারা এই সপ্তগোদাবরে সর্কদা ॥ ১৬৪ ॥ বিশেষতঃ এই প্রশস্ত বৈশাখ
 মাসে অবস্থিতি করিবেন । সুরগণ তথাস্ত বলিয়া, হর্ষভরে স্বর্গে যথাক্রমে গমন করিলেন ॥ ১৬৫ ॥
 তখন মুনিগণ সপুত্র ঋতধ্বজকে গ্রহণ করিয়া, আদরসহকারে গ্রহণ করিলে, নরপতিগণও
 স্ব স্ব ভার্ঘ্যাসমভিব্যাগারে স্বকীয় নগরে সমাগত হইলেন ॥ ১৬৬ ॥ এবং সকলেই পরমহর্ষভরে
 বিষয়সুখসন্তোগসহকারে সুখিত অন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কল্যাণি ! চিত্রাঙ্গদার
 এই পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । অতএব, হে পদ্মপলাশলোচনে ললনাললামভূতে ! আমায়ে
 ভজনা কর ॥ ১৬৭ ॥ নরদেবনন্দন দণ্ড এবং বিধবচনরচনাপুরঃসর সেই ভূমিদেবনন্দিনী
 মৃগলোচনা বরোক্ত অরজাকে স্তব করিতে লাগিলেন । অরজাও মৃহুক্রমে তাহারে কহিলেন ॥ ১৬৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চিত্রাঙ্গদাপরিণয়নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

অরজা কহিলেন, রাজন্ ! আপনাকে আর অধিক বলিয়া কি হইবে । কোন মতেই আশ্বদান
 করিতে পারিব না । আশ্বদান না করিলে, আমাকে ও আপনাকে পিড়শাপ হইতে রক্ষা
 করিতে সমর্থ হইব ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, রাজা দণ্ডকের দুর্বুদ্ধি ষটিয়াছিল । এবং আশ্বা ও চিত্ত কামবশে
 উপহত হইয়াছিল । সেইজন্য ভার্গবেজ্জহুতি অরজা এইরূপ বিবাদ করিতে আরম্ভ

নবত মক্ষীঃ ॥ ২ ॥ তাং কৃষা চ্যুতচারিত্রাং মদাঙ্কঃ পৃথিবীপতিঃ । নিশ্চক্রামাশ্রমাস্ত্র্যাস্তীতশ্চ
 ২ গগ্নং মিজং ॥ ৩ ॥ শাপি শুক্রপুত্রা, তবী অরজা রজসাপুত্রা । আশ্রমাদথ নির্গত্য বহিস্ত্র্যাবধো-
 মুখী ॥ ৪ ॥ চিত্তরতী পণিতরং রুদতী চ মুহুমুহঃ । মহাগ্রহোপক্ৰুৎসেব যোহগী শশিনঃ
 প্রিয়া ॥ ৫ ॥ ততো বহুতিথে কালে সমাপ্তে যজ্ঞকর্ম্মণি । পাতাল'দাপমক্ৰুৎসেব যোহগী শশিনঃ
 মুনিঃ ॥ ৬ ॥ আশ্রমাত চ দদৃশে স্মৃতামেত্য রজসলাং । মেঘলেখামিবাকাশে সঙ্ক্যারাগেণ
 সংজিতাং ॥ ৭ ॥ তাং দৃষ্টা পয়িপত্রাচ্ছ পুত্রি কেনাসি ধর্ম্মিতা । কঃ ক্রীড়তি সরে'বেণ সমমাসী-
 বিবেণ হি ॥ ৮ ॥ ক্রাট্যেব যামি ক গতঃ পাপকৃৎ স স্মৃৎসতিঃ । কস্যং শুদ্ধসমাচারাবিধংসয়তি
 পাপকৃৎ ॥ ৯ ॥ ততঃ পণিতরং দৃষ্টা কল্যামা পুনঃ পুনঃ । রুদতী ত্রীড়রোপেতা মক্ষং
 মক্ষমুবাচ হ ॥ ১০ ॥ তব শিষ্যেণ দণ্ডেন বার্ষ্যমাণেন চাসকৃৎ । বলাদনাথা রুদতী নীতাং
 বচনীয়তাং ॥ ১১ ॥ এতৎপুত্রা বচঃ শ্রদ্ধা কোধসংকুলোচনঃ । উপস্পৃশ্য শুচিভূত্বা ইদং বচনম-
 ব্রবীৎ ॥ ১২ ॥ বস্মাত্তেনাবিনীতেন মমাজাতয়মুস্তমং । গৌরবং চ তিরস্কৃত্য চ্যুতধর্ম্মারজাঃ
 কৃতা ॥ ১৩ ॥ তস্মাৎ সরাস্ত্রঃ সবলঃ সততো বাহনৈঃ সহ । সপ্তরাত্রাস্তুরাস্ত্রম নগাং দৃষ্টা
 ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ইত্যেবমুক্তা মুনিপুত্রবোসৌ শপ্তা । স দণ্ডং সম্মত'মুবাচ । তং পাপমোক্ষার্থ-
 মিহৈব পুত্রি তিষ্ঠন কল্যাণি তপশ্চরন্তী ॥ ১৫ ॥ শপ্তে'থং ভগবান্ শুকো দণ্ডমিচ্ছাকুনন্দনং ।

করিলে, তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহারে স্থিরংসিত করিলেন ॥ ২ ॥ পৃথিবীপতি দণ্ড মদবশে
 অন্ধ হইয়াছিলেন । অরজার চরিত্র ভ্রষ্ট করিয়া, আশ্রম হইতে বিনির্গত ও স্বকীয় নগরে
 সমগত হইলেন ॥ ৩ ॥ তবী অরজা শুক্রপুত্রা ও রজঃপুত্রা হইয়া, আশ্রম হইতে বিনিষ্ক্রমণ
 করিয়া, অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ এবং সীম পিতাকে স্মরণ করত, বারংবার
 রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাগ্রহ কতৃক উপকৃষ্ট শনিপ্রিয়া রে হিণীর আয়, তাঁহার
 শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

অনন্তর বহুতিথ্যকালপর্য্যবসানে যজ্ঞকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, শুক্র পাতাল হইতে স্বকীয় আশ্রমে
 আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥ আগমন করিয়া দেখিলেন সীম দুহিতা অরজা রজসলা হইয়া, সঙ্ক্যা-
 রাগসংগত আকাশবিহারী মেঘলেখার আয়, আশ্রমপ্রান্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥ উদ্দর্শনে
 বিজ্ঞান করিলেন, পুত্রি ! কোন্ ব্যক্তি তোমারে ধর্ম্মিত করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি
 সরোব আশাবিষের সহিত ক্রীড়া করিতে উদ্যত হইয়াছে ? ॥ ৮ ॥ সেই পাপকৃৎ ও অতিমাত্র
 দুর্ম্মতি পুরুষ কদ্য কোথায় গেল ? আমিই বা আজি কোথা যাইব ? তুমি অতি শুদ্ধচরিত্রী ।
 কোন্ পাপাত্মা তোমারে বিধ্বংসিত করিল ? ॥ ৯ ॥

অরজা স্বকীয় পিতাকে দর্শন করিয়া, বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন । এবং রোদন-
 পরায়ণ হইয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন ॥ ১০ ॥ আমি বারংবার নিবারণ ও রোদন করিতে লাগিলেও,
 ভবদীয় শিষ্য দণ্ড অনাথা আমায়ে বচনীয়তায় নিষ্কম্প করিল ॥ ১১ ॥

পুত্রীর এই কথা শুনিয়া, শুক্রের লোচনযুগল রোষবশে অতিমাত্র কষায়িত হইয়া উঠিল ।
 তিনি শুচ হইয়া, উপস্পর্শনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন ॥ ১২ ॥ যেহেতু, সেই দণ্ড
 উদ্ধত হইয়া, আমার আজ্ঞা, ভয় ও গৌরব তিরস্কৃত করিয়া, অরজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ॥ ১৩ ॥ এবং তাহাঁরে
 নগ্ন দর্শন করিয়াছে, সেইহেতু সপ্তরাত্রমধ্যে রাণ্য, নৈশ, ভূত্য ও বাহনগণের সহিত ভস্মীভূত
 হইবে ॥ ১৪ ॥ মুনিপুত্রব শুক্র এইরূপ বলিয়া, দণ্ডকে শাপ দিয়া, অরজাকে কহিলেন, পুত্রি !
 তুমি পাপরেচনার্থ তপোব্রুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, এইস্থানে অবস্থিতি কর ॥ ১৫ ॥

ভগবান্ শুক্র এইরূপে ইচ্ছাকুনন্দন দণ্ডকে অভিশপ্ত করিয়া, দানব দগের উৎকৃষ্ট অলয়

অগাম ন হি পাতালং দানবানয়মুত্তমং ॥ ১৬ ॥ দণ্ডোহপি ভস্মসাত্ত্বতঃ সরাষ্ট্রবলবাহনঃ ।
মহতা বলগর্বেণ সপ্তরাজ্যাস্তরে তদা ॥ ১৭ ॥ এবং তে দণ্ডকারণ্যং পরিত্যজ্যন্তি দেবতাঃ ।
অলয়ং রাক্ষসানাং তু কৃতং দেবেন শত্ৰুনা ॥ ১৮ ॥ এবং পরকলত্রানি মরন্তি স্মৃতাঙ্গাদপি ।
ভস্মভূতান্ প্রাকৃতান্চ মহাস্তং চ পরাভবং ॥ ১৯ ॥ তস্মাদক্ষক হুবুর্দ্ধির্ন কার্ধ্যা ভবতা বিয়ং ।
প্রাকৃতাপি দহেগ্নারী কিমুতাহোদ্রিনন্দিনী ॥ ২০ ॥ শক্যোপি ন দৈত্যেণ শক্যো যেভুঃ
স্বরাস্ত্রৈঃ । ন ত্রষ্টুমপি শক্যোসৌ কিমু যোধয়িতুং রণে ॥ ২১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বচনে তুচ্ছস্তাত্ত্বিকণঃ শ্বসন্ । বাক্যমাহ মহাতেজাঃ
প্রহ্লাদং চাক্ষকাস্ত্রঃ ॥ ২২ ॥ কিং ময়্যাসৌ রণে যোদ্ধুং শক্তদ্বিনয়মোশ্বর । একাকী ধর্মবহিতো
ভস্মাক্রণিতবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥ নাক্ষকো বিভিরাদিত্রাদানরেভ্যঃ কথঞ্চন । স কথং বুধপত্রাধ্যাক্ষিতে-
ত্রিপুরবেক্ষণাং ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ বাক্ত বচো ঘোরং প্রহ্লাদঃ প্রাহ নারদ । ন সহং গহং ভবতা
বিরুদ্ধং ধর্মতোর্থতঃ ॥ ২৫ ॥ হতাশনপতঙ্গাত্যাং সিংহকোষ্টকরোরিব । গজেন্দ্রমশকাত্যাং
চ রুক্মপাষণয়ে রপি ॥ ২৬ ॥ এতেষামেব গদিতং যাবদস্ত্রমক্ষক । তাবদেবাস্তরং নাস্তি ভবতো
হি হরস্য চ ॥ ২৭ ॥ বারিতোহসি ময়া বীর ভূয়ো ভূয়স্চ বার্ষ্যসে । শৃণু বাক্যং দেবর্ষেরসিতস্ত
মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ যো ধর্মশীলো জিতমানরোযো বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী স্বদারভূটঃ
পরদারবর্জী ন তস্ত লোকে ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ যো ধর্মহীনঃ কলহপ্রিয়ঃ সঙ্গা পরোপতাপী

পাতালে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর রাজা দণ্ড অতিমাত্র বলগর্ভবশতঃ সপ্তরাজ্যমধ্যেই
রাষ্ট্র, বল ও বাহন সহিত ভস্মসাৎ হইলেন ॥ ১৭ ॥ এই কারণেই দেবগণ দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ
করিয়াছেন । এবং এই কারণেই ভগবান শত্ৰু উহাকে রাক্ষসদিগের নিলয় করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥
পরকীয় রমনীরা এইরূপেই প্রাকৃত পুরুষদিগকে স্মৃতাঙ্গভূত করিয়া, ভস্মীভূত ও অতিমাত্র পরাভূত
করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অতএব, অক্ষক ! তুমি হুবুর্দ্ধি করিও না । সামান্ত রমনীও যখন দণ্ড
করিয়া থাকে, তখন অদ্রিনন্দিনীর কথা আর কি বলিব ? ॥ ২০ ॥ হে দৈত্যেণ ! মহাদেবকেও
জয় করা স্বরাস্ত্রগণের সাধ্য নহে । তাহাঁরে যখন দর্শন করিতে পারা যায় না, তখন তাহাঁর
সহিত যুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ২১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ বলিলে, অক্ষক রোষাবিষ্ট হইয়া, কষায়িত লোচনে নিখাস
তাগ করিয়া, মহাতেজে প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ হে অশ্বর ! মহাদেবের কোন
ধর্মই নাই । তাহার দেহ ভস্মে অকণিত । সে একাকী আমার সহিত কি যুদ্ধ করিতে
পারিবে ? ॥ ২৩ ॥ অক্ষক সয়ং ইন্দ্রকেও ভয় করে না, মনুষ্যকেও তাহার কোনরূপে ভয় হয় না ;
সুতরাং বুধবাহন মহাদেবকে কিরূপে ভয় করিবে ? ॥ ২৪ ॥

নারদ ! প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা
বলিলে, তাহা গমন ধর্মবিরুদ্ধ, সেইরূপ, সর্বথা অর্থবহিভূত । এই কারণে অতিমাত্র নিন্দ-
নীয় বলিয়া, কোন অংশই সহ্য করিতে পারা যায় না ॥ ২৫ ॥ অগ্নি ও পতঙ্গ, সিংহ ও শৃগাল,
গজেন্দ্র ও মশক, সর্প ও পাষণ ॥ ২৬ ॥ এই সকলের বাবৎ প্রভেদ উল্লিখিত হইয়াছে,
হে অক্ষক ! মহাদেব ও তোমাতে তাবৎ প্রভেদও লক্ষিত হয় না ॥ ২৭ ॥ এই কারণেই,
হে বীর ! আমি তোমার বারম্বার বারণ করিয়াছি এবং করিতেছি । মহাত্মা দেবর্ষি অনিত্য
যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥ তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধর্মশীল এক অতিমান ও
যৌব জয় করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ও কখন কাহারও সন্তাপ বা ক্রোধ সমুৎ-
পাদন করে না ; এবং যে ব্যক্তি স্বদারভূট ও পরদারপরাধু, সংসারে তাহার কিছুমাত্র ভয়
নাই ॥ ২৯ ॥ যে ব্যক্তি ধর্মহীন, কলহপ্রিয়, সর্বদা পরোপতাপী, ক্রোধহীন ও শাস্তবর্জিত এবং

ঐতশাশ্ববর্জিতঃ । পরার্থদারৈশ্চ স্তবর্ণসংগমীশুখং স বিদ্বেন্ন পরত্র চেহ ॥ ৩০ ॥ ধর্ম্যাবিতো-
হতুগবান্ প্রভাকরঃ সত্যজ্যৈবশ্চ মুনিঃ স বাকুণিঃ । বিদ্যাষিতোভূম্বনুরকপুত্রঃ স্বদারসংতুষ্ট-
মনাশ্চগন্ত্যঃ ॥ ৩১ ॥ এতানি পুণ্যানি কৃতান্তমী ভর্ন পাপবদ্ধা হি কুলক্রমোত্তমা । তেজোবিতাঃ
শাপবরকমান্ত জাতান্ত সর্কে স্তবর্ণসিদ্ধপুজাঃ ॥ ৩২ ॥ অধর্ম্যযুক্তোদ্যোগিতো বভূববিভূশ্চ নিত্যং
কলহপ্রিয়োহুৎ । পরোপতাপী নমুচিহ্নরাক্ষা পরাবলেনী সনযো হি রাজা ॥ ৩৩ ॥ পরার্থ-
লিপ্সুর্জিহ্মিহ্নে হিবণাদক্ মূর্খশ্চ তস্মাপানুজঃ স্তবর্ম্মতিঃ । স্তবর্ণগামী যত্নকৃত্যেহী এতে গিনেণ্ড-
জ'নয়াং পুর হি ॥ ৩৪ ॥ তস্মাদ্ধর্ম্মা ন সত্যাজ্যো ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ । ধর্ম্মহীনা নরা
যা শু ভোরঃ - রহং মহৎ ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মস্ত গতিঃ পুস্তস্তারণং দিবি চেহ চ । পতনায় তথাধর্ম্ম
ইহলোকে পত্র চ ॥ ৩৬ ॥ ত্যাজ্যঃ ধর্ম্মাবিতৈর্জিত্যঃ পরদারোপসেবনঃ । নরন্তি পরদারান্ত
নরকানেকবিশতিং । সর্কেষামেব বর্ণানামেব ধর্ম্ম ইহোচাতে ॥ ৩৭ ॥ পরার্থপরদারৈবু যন্ত
বাহ্যঃ ক'রব্যতি । স যাতি নরকং ঘোরং রোরবং বহুশাঃ সমাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং পুরা স্তবর্ণপতে
দেবর্ষিরসিতোব্যয়ঃ । প্রাহ ধর্ম্মব্যবস্থানং খগেন্দ্রারাকুণায় হি ॥ ৩৯ ॥ তস্মাদু দূরতো বর্জেৎ
পরদার বিচক্ষণঃ । নরন্তি নিকৃতপ্রজঃ পরদারাঃ পরাভবং ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোবমুক্তে বচনে প্রক্লাণঃ প্রাহ চাক্রকঃ । ভবান্ ধর্ম্মপরস্তেকো নাহং
ধর্ম্মং সমাচরে ॥ ৪১ ॥ ইত্যব মুক্তা প্রক্লাদমন্ধকঃ প্রাহ শম্বরং । গচ্ছ শম্বর শৈলেন্দ্রমন্দরং

যে ব্যক্তি পরদার ও পরধানে লোভপরায়ণ এবং যে ব্যক্তি অবর্ণসংগমী, সে ইহলোক ও পরলোক
কুতাপি সুখী হইতে প'রে না ॥ ৩০ ॥ এই কারণে ভগবান্ প্রভাকর ধর্ম্মাবিত হইয়াছেন ।
এই কারণে মহর্ষি 'বাকুণি' রোব ত্যাগ করিয়াছেন । এই কারণে স্তবর্ননন্দন মনু বিদ্যা ব্রত
হইয়াছেন । এবং এই কারণেই অগন্ত্য স্তবর্ণপতোষ অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ এই সকল
মহাত্মা কুলক্রমোক্তি অনুস রে পাপে বদ্ধ নহেন সর্কদাই তত্ত্বং, পুণ্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত, সেইজন্তই
তেজস্বী হই য়াছেন, সেইজন্তই শাপ ও বরদানে ক্ষমতালাভ করিয়াছেন, এবং সেইজন্তই সকলে
স্তবর্ণ ও সিদ্ধগণেরও পু'ন্যই হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ উদ্যোগিত নিত্য অধর্ম্মযুক্ত হইয়াছিল । বিভূও
নিত্য কলহে অতিমাত্র আসক্ত ছিল । দ্রাব্য নমুচিও নিত্য পরের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিত ।
রাজা সনকও নিত্য অতিমাত্র গর্জিত ছিল ॥ ৩৩ ॥ হিরণ্যাকও নিত্য পরধনে লোভ করিতেন ।
তাহাঁর অনুজও মূর্খ ও অতিশয় দুর্ম্মতি ছিলেন । এবং মহাতেজা যত্নও সর্কদা স্তবর্ণহরণ করি-
তেন । এইরূপ অন্যান্যবশতঃ তাহাঁদের সকলেরই বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥ অতএব
কোন মতেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, ধর্ম্মই পরমগতি । ধর্ম্মবর্জিত হইলে, লোকমাতেই মহা-
রৌরবে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মই পুরুষকে স্বর্গে ও মর্ত্তে উদ্ধার করে । এবং অধর্ম্মই
তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে পাতিত করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মা যত ব্যক্তিগণ নিত্য পরদার-
সেবা পরিহার করিবেন । কেননা, পরদার একবিশতি নংকে নিপাতিত করে । সমুদায়
বর্গেই ইহাই একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া, উল্লিখিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি পরার্থে ও পর-
দারে কামনা করে, তাহাকে বহুবৎসর ভয়ঙ্কর রৌরবনরক ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৮ ॥ দেবর্ষি
অসিত পূর্বে এইরূপে গুরু ও অরুণ উভয়কে ধর্ম্মব্যবস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এই
কারণে বিচক্ষণ ব্য'ক্ত দূর হইতেই পরদার বর্জন করিবেন । পরদার নিকৃতপ্রজ ব্যক্তিকে
পরাভূত করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রক্লাদ এইরূপ বলিলে, অন্ধক তাহাঁরে কহিল, আপনিই একমাত্র ধর্ম্ম-
পরায়ণ । অতএব আপনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন । আমি করিব না ॥ ৪১ ॥ প্রক্লাদকে এই
কথা বলিয়া, শৈলেন্দ্রমন্দরে গমন করিয়া, শম্বরকে

বদ শব্দরং ॥ ৪২ ॥ ভিক্ষো কিমর্থঃ শৈলেন্দ্রঃ স্বর্গতুলাং সকন্দরং । পরিরক্ষণি কেনাদ্য তে
বদন্তো বদন্ত মাং ॥ ৪৩ ॥ তিষ্ঠন্তি শাসনে মন্থং দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । তৎ কিমর্থং নিবসসে মামনা-
দৃত্যমন্দরে ॥ ৪৪ ॥ যদীষ্টস্তব শৈলেন্দ্রঃ ক্রিয়তাং বচনং মম । যেহং হি ভবতঃ পত্নী সা মে শীঘ্রং
প্রদীয়তাং ॥ ৪৫ ॥ ইতু্যুক্তঃ স তদা তেন শব্দরো মন্দরং ক্রতং । জগাম তত্র যত্রাস্তে সহ
দেব্যা পিনাকধ্বক্ ॥ ৪৬ ॥ গহোবাচাক্ষবচো যাখাতথ্যঃ দনোঃ স্মৃতঃ । তমুত্তরং হরঃ গ্রাহ
শৃঙ্খল্যা গিরিকন্ডয়া ॥ ৪৭ ॥ সমায়ং মন্দরো দত্তঃ সহস্রাঙ্কেণ ধীমতা । তন্ন শক্তোন্মি সত্যাক্রুঃ
বিনাক্ষাং বৃজবৈরিণঃ ॥ ৪৮ ॥ বচ্চাববীন্দ্রীয়াতাং মে গিরিপুজীতি দানবঃ । তদেবা যাতু স্বং
কামং নাহং ধারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোহববীন্দ্রিগিরিসুতা শব্দরং মুনিসত্তম । ক্রুহি গহ্বাক্ষকং
বীর মম বাক্যং বিপশ্চিতং ॥ ৫০ ॥ অহং পদাতিঃ সংগ্রামে ভবানীশস্তদা হি নো । প্রাণদ্যুতং
পরিস্তীৰ্ণা যো জেয্যতি স লপ্যতে ॥ ৫১ ॥ ইত্যেবমুক্তো মতিমান্ শব্দরোদ্ধকমাগমৎ ।
সমাগম্যাববীন্দ্রাক্যং সর্কং গোষ্ঠ্যা চ ভাষিতং ॥ ৫২ ॥ তচ্ছ্রুতা দানবপতিঃ ক্রোধদীপ্তেকণঃ
খসন্ । সমাহুযাববীন্দ্রাক্যং হৃষ্যোদনমিদং বচঃ ॥ ৫৩ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাবাহো তেরীং সাম্রাহিকীং
দৃঢ়াং । তাড়য়াদ্য বিশ্রকনুঃশীলামিব যোষিতং ॥ ৫৪ ॥ সমাদিষ্টোদ্ধকনাথ তেরীং হৃষ্যোদনো
বলাৎ । তাড়যামাস বেগেন যথা প্রাণেন ভূরসা ॥ ৫৫ ॥ সা তাড়িতা বলবতা তেরী হৃষ্যোদনে
হি । সন্ধান ভৈরবাকারং রৌববং রাসভী যথা ॥ ৫৬ ॥ তথা তং স্বরমাকর্ষ্য সর্কএব মহাসুরাঃ ।
সমাস্রাতাঃ সভাং তূর্ণং কিমেতদिति বাদিনঃ ॥ ৫৭ ॥ যাখাতথ্যং চ তান্ সর্কানাং সেনাপতির্কলী ।

বল ॥ ৪২ ॥ হে ভিক্ষো ! তুমি কিজন্য স্বর্গতুলা, সকন্দর মন্দরের রক্ষা করিতেছ ? তোমার
অভিপ্রায় কি, নির্দেশ কর ॥ ৪৩ ॥ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সকলেই অমার আজ্ঞাবর্তী । তবে
তুমি কিরূপে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মন্দরে বাস করিতেছ ? ॥ ৪৪ ॥ যদি শৈলেন্দ্র মন্দর
তোমার একান্তই মনোমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বাহা বলিতেছি, কর । এই যিনি তোমার
পত্নী, শীঘ্র তাহাকে আমায় প্রদান কর ॥ ৪৫ ॥

শব্দর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, ভগবান্ ভব যেখানে ভবানীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, সেই
মন্দরে সহরে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥ গমন করিয়া, অন্ধক বেদপ বলয়। দিয়া ছল, যথাযথ
মহাদেবের গোচর করিল । মহাদেব পার্কতীর সমক্ষে উত্তর করিলেন, ধীমান্ ইন্দ্র অমারে
এই মন্দর প্রদান করিয়াছেন । অতএব, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি ইহা ত্যাগ করিতে পার
না ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ আর, যে, গিরিপুজীকে আমায় দাতা, বলিয়াছে, তাহার উত্তর এই, ইনি
স্ব ইচ্ছায় গমন করুন । আমি ধরিয়া রাখিতে পারিব না ॥ ৪৯ ॥ হে মুনিসত্তম ! তখন গিরিসুতা
শব্দরকে কহিলেন, হে বীর ! তুমি গমন করিয়া, সেই বিপশ্চিত অন্ধককে আমার কথা বল ॥ ৫০ ॥
আমি সংগ্রামে পদাতি । তুমি ও মহাদেব উভয়ে প্রাণরূপ দাতাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, তোমাদের
মধ্যে যে ব্যক্তি জয় করিতে পারিবে, সেই আমারে পাইবে ॥ ৫১ ॥

মতিমন্ শব্দর এইরূপ উক্ত হইয়া, অন্ধকের নিকটে আসিয়া, গৌরীর প্রয়োজিত বাক্য
যথাযথ নির্দেশ করিল ॥ ৫২ ॥ তাহা শুনিয়া, দানবপতি অন্ধক ক্রোধে দীপ্তলোচন হইয়া,
নিখাস ত্যাগ করিয়া, হৃষ্যোদনকে আহ্বানপূর্বক কহিল ॥ ৫৩ ॥ মহাবাহো ! তুমি গমন
করিয়া, এখনই যুদ্ধসজ্জার উপযোগিনী দৃঢ়া হনুতি, হুঃশীলা যোষিতের ন্যায়, সবিশেষে তাড়না
কর ॥ ৫৪ ॥ হৃষ্যোদন অন্ধকের আদেশ পাইয়া, বলপূর্বক সবেগে যথাপ্রাণ দৃঢ়রূপে তেরী
তাড়িত করিল ॥ ৫৫ ॥ বলবান্ হৃষ্যোদন কর্তৃক তাড়িত হইয়া, সেই তেরী, রাসভীর ন্যায়,
ভৈরবাকারে বারবার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ সমুদায় মহাসুর সেই স্বর আকর্ষণ করিয়া
কিজন্য তেরী বাদিত হইতেছে, এইরূপ বলিতে বলিতে, সহরে সভাহলে সমাগত হইল ॥ ৫৭ ॥

তে চাপি বলিনাং ভেষ্ঠাঃ সম্রাট্য যুদ্ধকাজিকঃ ॥ ৫৮ ॥ সহস্রকণা নির্ঘূতে গটৈরুট্টৈর্হৈথৈঃ ।
অন্ধকো বধমাহার পঞ্চনদ্যঃপ্রমাণতঃ ॥ ৫৯ ॥ জ্যৈষ্ঠকন্ত পরাজেতুং কৃতবুদ্ধির্নির্ঘবৌ ।
জন্তঃ কুজন্তো হুশ্চ তুহুঃ শব্দয়ো বলিঃ ॥ ৬০ ॥ বাণঃ কার্ত্তনরো হস্তীশূর্য্যশত্রুর্মহোদরঃ ।
অয়ঃশকুঃ শিবিঃ শাশ্বো বুধপর্কী বিরোচনঃ ॥ ৬১ ॥ হরজীবঃ কালনেমিঃ সংহ্রাদঃ কালমাশনঃ ।
সরভট্টৈশ্চ সবলো বলো বুদ্ধশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৬২ ॥ তুর্ধ্যোধনশ্চ পাকশ্চ বিপাকঃ কালশব্দরো ।
এতে চান্যে চ বহবো মহাবীৰ্য্যা মহাবলাঃ । প্রজগুরুশ্চক্কা বোদ্ধুং নানামুধধরা যুগে ॥ ৬৩ ॥
ইথাং হুরায়া দমুদৈত্যপালস্তদাক্রোহঃ যোদ্ধুমনা হরেন ॥ মহাচলং মন্দরমভ্যাপেয়িবান্ স কাল-
পাশাবণিতোপি মন্দরীঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে ঠেবপ্রাণ্ডর্ভাবে অন্ধকসৈন্যনির্ধাণং নাম ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । হরোপি সমরাসন্নঃ সমাহুয়াথ নন্দিনং । জাহ মন্ত্রয়ৈশ্চাদে যে স্থিতাস্তব
শাসনে ॥ ১ ॥ ততো মহেশ্বচনানন্দী তূর্ণতরঙ্গতঃ । উপস্পৃশ্ব জলং জীমান্ সম্মার গণনায়-
কাম্ ॥ ২ ॥ নন্দিনা সংসৃতঃ সর্বে গণনাধাঃ সহস্রশঃ । সমুৎপত্য স্বরাযুক্তঃ প্রণতাজিদশে-
শ্বরে ॥ ৩ ॥ আগতাংশ্চ গণানন্দী কৃতাজলিপুটোব্যয়ঃ । সর্বাগ্নিবেদয়া ম স শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥

নন্দিক্রবাচ । ষোনেতান্ পশুসে শস্তো ত্রিনেজান্ জটিলান্ শুচীন্ । এতে ক্রদ্রা ইতি
খ্যাতাঃ কোট্যেষোদশৈব তু ॥ ৫ ॥ বানরাস্তান্ পশুসে যান্ শার্দূলসমাবক্রমান্ । এতেষাং

বলী সেনাপতি তুর্ধ্যোধন তাহাদিগকে যথাতথ্য বিজ্ঞাপিত করিল । তখন সেই বলিশ্রেষ্ঠ মহা-
সুরগণ যুদ্ধবাসনাবশংবধ ও বন্ধনগ্রাহ হইয়া ॥ ৫৮ ॥ অন্ধকের সহিত গজেন্দ্রে, অশ্বে, উষ্ট্রে ও
রথে আরোহণ করিয়া, বিনির্গত হইল । অন্ধক স্বয়ং পঞ্চনদ্যপ্রমাণ রথে অধিরূঢ় ॥ ৫৯ ॥ ও
মহাদেবের পরাজয়ার্থ কৃতবুদ্ধি হইয়া, নির্গমন করিল । তৎকালে জন্ত, কুজন্ত, তুহু, তুহুও,
শব্দর, বলি ॥ ৬০ ॥ বাণ, কার্ত্তনর, হস্তী, শূর্য্যশত্রু, মহোদর, অয়ঃশকু, শিবি, শাশ্ব, বুধপর্কী,
বিরোচন ॥ ৬১ ॥ হরজীব, কালনেমি, সংহ্রাদ, কালমাশন, সরভ, সবল, বীৰ্য্যবান্ বুদ্ধ ॥ ৬২ ॥
তুর্ধ্যোধন, পাক, বিপাক, কাল ও শব্দর ইহারা ও অন্যান্য মহাবল মহাবীৰ্য্য বহুসংখ্য দানব
বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া, যুদ্ধকামনার গমন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥ হুরায়া দমুদৈত্যপতি
অন্ধক তুর্ধ্যোধনরওস্ত ও কালপাশে অবশিত হইয়াছিল । সেইজন্য এইরূপে মহা দেবের সহিত
যোদ্ধুমনা হইয়া, মহাচল মন্দরে অভ্যাগত হইল ॥ ৬৪ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে অন্ধকসৈন্যনির্ধাণনমক ষট্‌ষষ্ঠিঃম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেবও সমরাসন্ন হইয়া, নন্দীকে আস্থান করিয়া কহিলেন, যাহারা
তোমার আজ্ঞাবর্তী, তাহাদের সকলকেই আমন্ত্রিত কর ॥ ১ ॥

মহাদেবের আদেশানুসারে নন্দী অতি সত্বরে গমন ও জল উপস্পর্শন করিয়া, গণনায়কদিগকে
স্বরণ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ স্বরণ করিবামাত্র সহস্র সহস্র গণনায়ক সকলেই অতি সত্বরে
সমুপস্থিত হইয়া, ত্রিশশেখর মহাদেবকে প্রণাম করিল ॥ ৩ ॥ তখন নন্দী কৃতাজলিপুট হইয়া
মহাশয় শঙ্করকে তাহাদের আগমনবৃত্তান্ত জানাইল ॥ ৪ ॥ এবং বলিতে লাগিল, হে শস্তো!
আপনি এই যে জটাজুটমণ্ডিত, তুর্চয়তাব, ত্রিনেত্র গঙ্গসকলকে দেখিতেছেন, ইহারা ক্রম্বনামে
বিখ্যাত । ইহাদের সংখ্যা একাদশ কোটি ॥ ৫ ॥ এই যে শার্দূলসমবিক্রমসম্পন্ন, বানরমুখ

দ্বারপালাশ্চ সজ্জমানা যশোধনাঃ ॥ ৬ ॥ যগ্মুখান্ পশ্চাৎ যশাংশ্চ শক্তিপাণীন গিখিধ্বজান্ । ষট্-
চ ষষ্টিস্তথা কোট্যঃ স্কন্দনামঃ কুমারকান্ ॥ ৭ ॥ এতাবত্যস্তথা কোট্যঃ শাখনামঃ ষড়াননাঃ ।
বিশাখাস্তাবদেবোক্তা নৈগমেয়াশ্চ শঙ্কর ॥ ৮ ॥ সপ্তকোটীগতং শস্তো অমৌ বৈ প্রমথোত্তমাঃ ।
একৈকং প্রতি দেবেশ তাবত্যো হপি মাতরঃ ॥ ৯ ॥ ভস্মাকুণিতদেহাশ্চ ত্রিনেত্রাঃ শূলপাণরঃ ।
এতে শৈবা ইতি প্রোক্তাস্তত্র চোক্তা গণেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ তথা পাণ্ডপতাশ্চাত্তে ভস্ম প্রহরণা
বিভো । এতে গণাস্তনংখ্যাতাঃ সাহায্যার্থং সমাগতাঃ ॥ ১১ ॥ পিনাকধারিণো রৌদ্রা গণাঃ
কালমুখাঃ পরে । তব ভক্তাঃ সমায়াতা জটামগুলিনোধুনা ॥ ১২ ॥ খট্টাঙ্গযোধিনো বীরা
রক্তচন্দনভূষিতাঃ । ইমে প্রাপ্তা গণা যোদ্ধুঃ মহাব্রতিন উত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ দিগ্বাসসো মৌলিনশ্চ
ঘণ্টাপ্রহরণাঃ পরে । নিরাশ্রয়া নাম গণাঃ সমায়াতাশ্চ হে বিভো ॥ ১৪ ॥ সার্কদ্বিনেত্রাঃ
পদ্মাস্ক্রাঃ শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষসঃ । সমায়াতাঃ খগারূঢ়া বুধভধ্বজিনোহব্যয়াঃ ॥ ১৫ ॥ মহাপাণ্ড-
পতা নাম চক্রশূলধরাস্তথা । ভৈরবো বিষ্ণুনা সার্কমতেদেনাচ্ছিতো হি যৈঃ ॥ ১৬ ॥ ইমে মৃগেন্দ্র-
বদনাঃ শূলবাণধরুর্দ্ধরাঃ । গণাস্ত্রদ্রোমসংভূতা বীরভদ্রপরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ এতে চান্যে চ
বহবঃ শতশোহথ সহস্রশঃ । সাহায্যার্থস্তবায়াতা যথাশ্রীত্যাশিশ্ব তান্ ॥ ১৮ ॥ ততোভ্যোত্যা
গণাঃ সর্কে প্রণেমুর্বৃষকেতনং । সৎকারেণৈব চ গণান্ সমাখ্যাস্যোপবেশয়ৎ ॥ ১৯ ॥ মহা-
পাণ্ডপতান্ দৃষ্ট্বা সমুখাপ্য মহেশ্বরঃ । সংপরিদৃষ্টতাদ্যক্ষাংস্তে প্রণেমুর্নৃহেশ্বরং ॥ ২০ ॥ ততস্ত-

গণসকলকে অবলোকন করিতেছেন, ইহারা উহাদের দ্বারপাল । ইহারা সকলেই যশোধন
এবং সকলেই সজ্জমান হইয়া, অবস্থিত করিতেছে ॥ ৬ ॥ এই যে যগ্মুখ, শিখিধ্বজ, শক্তিহস্ত
কুমারকদিগকে দেখিতেছেন, ইহারা স্কন্দনামে বিখ্যাত । ইহাদের সংখ্যা ষট্‌ষষ্টি কোটি ॥ ৭ ॥
শাখনামে বিখ্যাত ষড়ানন গণসকলও সংখ্যায় ষট্‌ষষ্টিকোটি । হে শঙ্কর ! বিশাখ ও নৈগমেয়
নামক গণসকলও ষট্‌ষষ্টিকোটি বলিয়া বিখ্যাত আছে ॥ ৮ ॥ হে শস্তো ! এই প্রমথশ্রেষ্ঠ গণের
সংখ্যা সপ্তকোটিশত । হে দেবেশ ! ইহাদের একেকের প্রতি তাবৎসংখ্যক মাতৃকা আছেন ॥ ৯ ॥
এই শূলপাণি, ত্রিনেত্র, ভস্ম কুণিতদেহ গণেশ্বর সকল শৈবনামে বিখ্যাত ॥ ১০ ॥ হে বিভো !
ইহাদের নাম পাণ্ডপত গণ । ইহাদের ভস্মই প্রহরণ এবং ইহাদের সংখ্যা নাই । ইহারা
সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছে ॥ ১১ ॥ এই কালবদন, পিনাকধারী অপর রৌদ্রগণ আপনার
প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ; ইহারাও আসিয়াছে ॥ ১২ ॥ এই মহাব্রতীনামক গণসকল যুদ্ধার্থ উপস্থিত
হইয়াছে । ইহারা খট্টাঙ্গযোধী, বীর ও রক্তচন্দনে ভূষিত ॥ ১৩ ॥ হে বিভো ! এই নিরাশ্রয়-
নামক গণসকলও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ইহারা দিগ্বজ, মৌলীধারী এবং ঘণ্টাই ইহাদের
প্রহরণ ॥ ১৪ ॥ বুধভধ্বজী গণসকলও আসিয়াছে । ইহারা সকলেই সার্কদ্বিনেত্র ও পদ্মাক্ষ,
সকলেই শ্রীবৎসাক্ষিত-বক্ষোবিশিষ্ট এবং সকলেই খগারূঢ় ; ইহাদের বিন শ নাই, কয় নাই ॥ ১৫ ॥
এই মহাপাণ্ডপতনামক গণসকলও উপস্থিত হইয়াছে । ইহারা বিষ্ণুর সহিত অভেদে মহাদেবের
আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ আপনার রোম হইতে সমুত বীরভদ্রপ্রমুখ এই গণসকলও
আগমন করিয়াছে । ইহারা সকলেই সিংহের ন্যায় বদনবিশিষ্ট ও সকলেই শূলবাণধরুর্দ্ধর ॥ ১৭ ॥
এতদ্ভিন্ন, অন্যাণ্ড শত শত ও সহস্র সহস্র গণও আপনার সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছে । আপনি
যথাশ্রীত ইহাদিগকে আদেশ করুন ॥ ১৮ ॥

নন্দী এইরূপ পরিচয় দিলে, গণসমূহ সকলেই সম্মুখীন হইয়া, বৃষকেতনকে প্রণাম করিতে
লাগিল । তিনি সৎকারপ্রদর্শনপুরঃসর তাহাদের সকলকেই সবিশেষ আশ্বস্ত করিয়া, উপবেশন
করাইলেন ॥ ১৯ ॥ তন্মধ্যে তিনি মহাপাণ্ডপতনামক গণদিগকে দর্শন ও সমুখাপিত করিয়া,
তাহাদের অধ্যক্ষদিগকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । তাহারা তাঁহারে প্রণাম

দদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বং গণেশ্বরঃ । অবিম্বিতাশ্রুত্বা হাসন্ কিমিদং চিস্তয়ন্তিতি ॥ ২১ ॥
 বিম্বিতাক্তান্ গগান্ দৃষ্ট্বা শৈলাদির্যোগিনাং বরঃ । প্রাহ প্রহস্য দেবেশং শূলপাণিং গণা-
 ধিপঃ ॥ ২২ ॥ বিম্বিতা হি গণা দেব সৰ্ব্ব এব মহেশ্বর । মহাপাশুপতান্যং হি যদ্বয়ালিঙ্গনং
 কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ তেষাং মহাদেব ক্ষুটং ত্রৈলোক্যবৃংহকধিকং । রূপং জ্ঞানং বিবেকঞ্চ তদ্বদ-
 শ্বেচ্ছয়া বিভো ॥ ২৪ ॥ প্রমথাদিপতেৰ্কাব্যং বিদিত্বা ভূতভাবনঃ । বভাষে তান্ গগান্ সৰ্বান্ ভাবা-
 ভাববিচারিণঃ ॥ ২৫ ॥

রুদ্র উবাচ । ভবন্তিভক্তিসংযুক্তৈর্জরো ভাবেন পূজিতঃ । অহঙ্কারবিমূঢ়ৈশ্চ নিন্দন্তি-
 কৈৰ্ষণ্যং পদং ॥ ২৬ ॥ তেনাজ্ঞানেন ভবতাং সাদৃশ্যং হি নিবাসিতং । যোহং স ভগবান্
 বিষ্ণুর্নামো সৌমব্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥ নাবাভ্যাং বৈ বিশেষোস্তি একা মূর্তির্দ্বিধা স্থিতা । তনমীভি-
 ন রব্যাঐর্ভক্তিভাবযুতৈর্গণাঃ ॥ ২৮ ॥ যথাহৈষ পরিজাতো ন ভবন্তিস্তথা हरिः । যথা
 বিনিন্দিতো হ্যস্মান্তবন্তমুচুবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৯ ॥ তেন জ্ঞানং হি বো নষ্টং নাতজ্জালিঙ্গিতো ময়া ।
 ইত্যেবমুক্তে বচনে গণাঃ প্রোচুর্মহেশ্বরং ॥ ৩০ ॥ কথং ভবান্ সতৈক্যং হি সংস্থিতো জ্ঞান-
 নির্মলঃ । শুক্লফটিকসংকাশঃ শান্তঃ শুক্লো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩১ ॥ স চাপ্যঞ্জনসঙ্কাশঃ কথন্তেনেহ
 যুজ্যতে । তেষাং বচনমর্থাদ্যং শ্রুত্বা জীমূতফেতনঃ ॥ ৩২ ॥ বিহন্ত মেঘগন্তীরং গগানেবমুবাচ
 হ । শ্রয়তাং সৰ্ব্বমাখ্যাস্যে স্বয়শোবর্জনং বচঃ ॥ ৩৩ ॥ ন ত্র্যোগ্যাশ্চ যুগং হি মহাজ্ঞানস্য

করিল ॥ ২০ ॥ এই অদ্ভুততম বাপার দর্শনে সমুদায় গণেশ্বরবর্গ নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, চিন্তা
 করিতে লাগিল, এক্রূপে আলিঙ্গন করিয়া, আদরাতিশয় প্রদর্শন করিবার কারণ কি ? ॥ ২১ ॥

যোগিবর নন্দী তাহাদিগকে বিস্মিত দেখিয়া, হাস্য করিয়া, দেবদেব শূলপাণিকে নিবেদন
 করিল । ২২ ॥ হে দেব মহেশ্বর ! আপনি মহাপাশুপতদিগকে আলিঙ্গন করিতে, অত্যাশা গণ
 সকল বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২৩ ॥ অতএব, হে মহাদেব ! মহাপাশুপতদিগের ত্রৈলো-
 ক্যের সমৃদ্ধিসাধক জ্ঞান, রূপ ও বিবেক শ্বেচ্ছানুসারে বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৪ ॥

প্রমথাদিপতি নন্দীর বাক্য বিদিত হইয়া, ভূতভাবন ভব ভাবাভাববিচারনমর্থ সমবেত গণ-
 সকলকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তোমরা অহঙ্কারে হতজ্ঞান, সেইজন্য বৈষ্ণবপদের নিন্দায়
 প্রবৃত্ত ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়া, ভাবভরে হরের পূজা করিয়া থাক ॥ ২৬ ॥ আমিই সেই ভগবান্
 বিষ্ণু এবং সেই ভগবান্ বিষ্ণুই আমি । এইরূপে আমাদের পরস্পরের যে সাদৃশ্য আছে,
 ঐরূপ অজ্ঞানপ্রযুক্তই তোমরা তাহা নিরূপণ করিতে পার না ॥ ২৭ ॥ আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র
 বিশেষ নাই । এক মূর্তিই দুই হইয়া আছি । এই পাশুপতনামক গণ স্বভাবতই ভক্তিভাব-
 সম্বিত । ইহারা ঐরূপ সাদৃশ্য অনুসারে ॥ ২৮ ॥ আমাকে ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যেক্রূপ অভেদাব-
 ক্ষেদে অবগত আছে, তোমরা পেরূপ নহ । তোমরা মুঢ়বুদ্ধি ; এই কারণেই বিষ্ণুনিন্দায়
 প্রবৃত্ত হইয়া থাক ॥ ২৯ ॥ এবং এই কারণেই তোমাদের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে । বলিতে কি,
 এই কারণেই আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি নাই ।

এইপ্রকার বাক্য উদীরিত হইলে, গণসকল মহেশ্বরকে নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ আপনি
 কিরূপে हरिঃ সহিত এক হইয়া আছেন ? দেখুন, আপনি জ্ঞানবলে পরমবিশুদ্ধস্বভাব, সুনির্মল-
 ফটিক দৃশ, শান্ত, শুক্ল ও নিরঞ্জনপ্রকৃতি ॥ ৩১ ॥ কিন্তু বিষ্ণু অঞ্জনসদৃশ । সুতরাং উভয়ের
 যোগ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

জীমূতবাহন মহাদেব তাহাদের অর্থাদ্য বচন আকর্ষণ করিয়া ॥ ৩২ ॥ মহাশয় আস্যে
 মেঘগন্তীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর, সমুদায় বলিতেছি । ইহাতে নিজের যশোবৃদ্ধি
 হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তোমরাও কখন মহাজ্ঞানের অযোগ্য পাষাণ নও । অপবাদভয়েই

কর্হিচিৎ । অপবাদভয়াদ্ভূতং ভবতাং হি প্রকাশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ প্রীতৈত্যবমপি বৈ তেন বন্ধে চেতসি
 নিত্যশঃ । একরূপমেকদেহং কুরুধ্বং যত্নমাস্রিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ পরস্যা হবিষাদৈশ্চ আপয়ে-
 ত্বং প্রযত্নতঃ । চন্দ্রনাদিভিরেবাতৈথ্যন মে প্রীতিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৬ ॥ যত্নাৎ ক্রকচমাদায়-
 ছিন্দধ্বং মম বিগ্রহং । তথাপি দৃশ্যতে বিষ্ণুর্মম দেহে সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ একাহারো ভবেদনস্ত
 বিষ্ণুভক্তশ্চ যো ভবেৎ । উভৌ তৌ সদৃশৌ লোকে নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥ ৩৮ ॥ নায়ং বদি-
 ম্যতে লোকে ভেদকৈব কদাচন । অতোর্থং ন ক্ষিপাম্যদ্য ভবতো নরকেভুতে ॥ ৩৯ ॥ যন্নিন্দধ্বং
 জগন্নাথং পুঙ্করাক্ষক মন্থতং । স দেব ভগবান্ সর্বঃ সর্বব্যাপী গণেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ ন তস্ম
 সদৃশো লোকে বিদ্যতে সচরাচরে । শ্বেতমূর্তিঃ স ভগবান্ পীতো রক্তো জগৎপতিঃ ॥ ৪১ ॥
 তস্মাৎ পরতয়ং লোকে নাত্র সত্যং হি বিদ্যতে । সাত্ত্বিকং রাজসকৈব তামসং মিশ্রকং তথা ॥ ৪২ ॥
 স এব ধন্তে ভগবান্ সর্বপূজ্যঃ সদাশিবঃ । শঙ্করশ্চ বচঃ শ্রদ্ধা শৈলাদ্যাঃ প্রমথোত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥
 প্রভূচূর্ভগবন্ ক্রহি সদাশিববিশেষণং । তেষাং তদ্ভাবিতং শ্রদ্ধা প্রমথানাং সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥
 দর্শয়ামাস তদ্রূপং স চ শৈবঃ নিরঞ্জনঃ । সহস্রচক্রচরণং সহস্রভুজমৈশ্বরং ॥ ৪৫ ॥ দণ্ডপাণিঃ
 সূর্যদৃশ্যং লোকৈকবাণ্ডং সমন্ততঃ । দণ্ডসংস্থানি দৃশ্যন্তে দেবপ্রহরণানি চ ॥ ৪৬ ॥ ততস্ত্রৈক-
 মুখং ভূয়ো দৃশুঃ শঙ্করং গণাঃ । রৌদ্রেশ্চ বৈষ্ণবৈশ্চৈব ধৃতং চিত্রৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥ অর্দ্ধেন
 বৈষ্ণববপুর্দ্বৈন হরবিগ্রহঃ । খগধ্বজং বুধাক্রুতং খগাক্রুতং বুধধ্বজং ॥ ৪৮ ॥ যথা যথা ত্রিনয়নো

তোমাদের নিকট এই গুহ্যবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আমার মনে চিরকালই ইহা
 জাগরুক হইয়া আছে । প্রীতিবশতই বলিতেছি । তোমরা যত্নপূর্ব্বক একরূপ ও একদেহ হইয়া,
 শ্রবণ কর ॥ ৩৫ ॥ ছুগ্ন বা স্নাতাদি দ্বারা, অথবা উৎকৃষ্ট চন্দ্রনাদি দ্বারা যত্নাতিশয়সহকারে স্নান
 করাইলেও আমার সেরূপ প্রীতি জন্মে না ॥ ৩৬ ॥ যত্নসহকারে ক্রকচ গ্রহণ করিয়া, আমার
 দেহ ছেদন কর, সেই সনাতন বিষ্ণুকে তাহার মধ্যে দেখিতে পাইবে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি একা-
 হারী এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান, তাহার উভয়েই সমান, সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ লোকে
 কখন তাহাদের প্রভেদ নির্দেশ করিতে পারে না । এই কারণে অদ্য তোমাদিগকে মহানরকে
 নিক্ষিপ্ত করিলাম না ॥ ৩৯ ॥ যেহেতু, তোমরা জগন্নাথ পদপলাশলোচন বিষ্ণুর নিন্দা করিয়া
 থাক । সেই ভগবান্ সর্বদাই সর্বস্বরূপ, সর্বব্যাপী ও গণসকলের ঈশ্বর ॥ ৪০ ॥ এই সচরাচর
 লোকে কেহই তাঁহার সদৃশ নহে । সেই ভগবান্ যেমন শ্বেতমূর্তি, সেইরূপ পীত ও রক্তবর্ণ ।
 এবং তিনিই জগতের পতি ॥ ৪১ ॥ তাঁহা অপেক্ষা সংসারে কেহই শ্রেষ্ঠ বা সভ্য নাই ।
 সাত্ত্বিক, রাজস, তামস এবং মিশ্রক ॥ ৪২ ॥ এই সমুদায়ই সেই ভগবান্ ধারণ করিয়া আছেন ।
 তিনিই সর্বপূজ্য সদাশিব ।

নন্দীপ্রমুখ প্রমথশ্রেষ্ঠগণ মহাদেবের কথা শুনিয়া ॥ ৪৩ ॥ প্রতিবচন প্রদান করিয়া, কহিতে
 লাগিল, ভগবন্ ! সদাশিবের বিশেষণ নির্দেশ করুন ।

প্রমথগণের এই বাক্য আকর্ষণ করিয়া, সুরেশ্বর ॥ ৪৪ ॥ পশুপতি সেই নিরঞ্জন শৈবমূর্তি
 প্রদর্শন করিলেন । ঐ ঐশ্বর স্বরূপের সহস্র সহস্র বদন, সহস্র সহস্র চরণ ও সহস্র সহস্র
 বাহু : উহার হস্তে দণ্ড । উঃ সমুদায় লোক সমস্তাৎ বাণ্ড করিয়া আছে । উহা অতীব
 দুশ্শ্রেয়স্কর । সেই দণ্ডমধ্যে দেবগণের গ্রহণ সমস্ত লুক্কিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর
 শঙ্করের উল্লিখিত গণসমস্ত পুনরায় একমুখমূর্তি দর্শন করিল । সহস্র সহস্র রৌদ্র ও বৈষ্ণবচিত্রে
 উহা বিভূষিত ॥ ৪৭ ॥ উহার অর্দ্ধক বৈষ্ণবদেহ ও অর্দ্ধক হরবিগ্রহ । তন্নিবন্ধন, উহা খগধ্বজ
 ও বুধাক্রুত, আবার বুধধ্বজ ও খগাক্রুত ॥ ৪৮ ॥ সেই পুণ্যাগ্রণী ত্রিনয়ন তৎকালে . . . মূর্তি

রূপক্ৰমে গুণাশ্রয়ঃ । তথা তথাচ জায়ন্তে মহাপাশুপতা গণাঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোভবচ্চৈকরূপী
শঙ্করো বহুরূপবান্ । ক্ষণাচ্ছেদ্যঃ ক্ষণাদ্রুতঃ পীতো নীলঃ ক্ষণাদপি ॥ ৫০ ॥ মিশ্রকো বর্ণ-
হীনশ্চ মহাপাশুপতস্তথা । ক্ষণান্তবতি রুদ্রেন্দ্রঃ ক্ষণাচ্ছত্ৰুঃ প্রভাকরঃ ॥ ৫১ ॥ ক্ষণাচ্ছঙ্করো
বিষ্ণুঃ ক্ষণাচ্ছর্কঃ পিতামহঃ । ততস্তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা শৈবাদয়ো গণাঃ ॥ ৫২ ॥ অংখানন্ত চৈক্যেন
ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চভাকরং । যদা ভেদেনাজানন্ দেবদেবঃ সনাতনং ॥ ৫৩ ॥ তদা নিধূতপাপাস্তে
সমজায়ন্ত পার্শ্বদাঃ । তেষেবন্ধুতপাপেষু অভিন্নেষু হরীশ্বরঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রীতাত্মা বিবর্তো শত্ৰুঃ
শ্রীত্যা যুক্তোব্রবীষচঃ । পরিভূষ্টোহস্মি সর্কেষাং জ্ঞানেনানেন স্তবতাঃ ॥ ৫৫ ॥ বৃণুধ্বংসমানন্ত্যং
দাস্যে বো মনসোপ্সতঃ । উচুস্তে দেহি ভগবন্ বরমস্মাকমীশ্বর । ভিন্নদৃষ্ট্যা মহং পাপং যদাপ্তং
তৎ প্রযাতু নঃ ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । বাচমিত্যব্রবীচ্ছর্কশ্চক্রে নিধূতকল্মষান্ । সংপর্যায়জতাব্যক্তন্তান্ সর্কান্
গণধ্বংসনান্ ॥ ৫৭ ॥ ইতি বিভূনা প্রণতার্ত্তিহরেণ গণপতয়ঃ সহযোগিষ মেঘরথেন । শ্রুতিগদিতা
সুগমেন বিবুধাবতেন গিরিমবত্য ॥ ৫৮ ॥ আচ্ছাদিতো গিরিবরঃ প্রমথৈর্ঘনাইভরাভাতি
শুক্লতম্রগীশ্বরপাদজুষ্টেঃ । নীলাজিনাতততনুঃ শরদভ্রবর্ণো যদ্বিভাতি বলবান্ বৃষভো হরস্ত ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাহর্য্যাবে সদাশিবদর্শনং নাম সপ্তষষ্টিতমোধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ধারণ করিতে লাগিলেন, সেই সেই মূর্তিতেই মহাপাশুপতগণ অবতরণ করিতে আরম্ভ
করিল ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর পশুপতি পুনরায় একরূপ ও আবার বহুরূপ হইলেন । এবং ক্ষণে শ্বেত, ক্ষণে রক্ত,
ক্ষণে পীত, ক্ষণে নীল ॥ ৫০ ॥ ক্ষণে মিশ্রক, ক্ষণে বর্ণহীন ও ক্ষণে মহাপাশুপতরূপে
বিরাজ করিতে লাগিলেন । আবার, ক্ষণে রুদ্রেন্দ্র, ক্ষণে শত্ৰু ও ক্ষণে প্রভাকর ॥ ৫১ ॥ এবং
ক্ষণাক্ষে শঙ্কর, ক্ষণাক্ষে বিষ্ণু ও ক্ষণাক্ষে পিতামহ ব্রহ্মার রূপ পরিগ্রহ করিলেন । শৈবাদি গণ-
সমূহ এই অতীববিস্ময়াবহ বাপার বিলোকনপূর্ব্বক ॥ ৫২ ॥ স্পষ্টই বুঝি ত পারিল, ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রভাকর, ইহারা একই । এইরূপে যখন দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে অভেদাব-
চ্ছেদে জানিতে পারিল ॥ ৫৩ ॥ তখন সেই পার্শ্বদগণ সকলেই পাপবিনিমুক্ত হইল ।

তাহারা এইরূপে অভেদবুদ্ধির উদয়ে পাপবিন্মুক্ত হইলে, হরীশ্বর ॥ ৫৪ ॥ শত্ৰু শ্রীতচিত্ত
হইলেন এবং হর্বভরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই স্তবত । তোমাদের যে একরূপ অভেদ-
জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিমাত্র সন্তোষ লাভ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ এক্ষণে আনন্ত্য
বর গ্রহণ কর । তোমাদের মনোভিলষিত প্রদান করিব । তাহারা কহিল, হে ভগবান্ মহে-
শ্বর ! আমাদেরকে এই বর দিন, ভিন্নদৃষ্টির বশবর্তী হওয়াতে, আমাদের যে পাপ সঞ্চিত হই-
য়াছে, তাহা যেন বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অব্যক্তস্বরূপ মহাদেব তাহাই হইবে বলিয়া, সেই গণেশ্বরদিগের সকল-
কেই নিষ্পাতক করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন গণপতি সকল প্রণতার্ত্তি বিনাশন
মহাদেবের সহিত মেঘগভীরনিম্বন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, মন্দরাচলে গমন
করিল ॥ ৫৮ ॥ সেই ঘনশব্দিত প্রমথগণ চতুর্দিকে বেঠন করিলে, মহেশ্বরের পাদজুষ্ট শুক্লদেহ ঐ
ভূধর, নীলাজিনে আবৃতদেহ, শরদভ্রবর্ণ, বলবান্ হরবৃষভের ন্যায়, অতিমাত্র শোভমান হইল ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সদাশিবদর্শননামক সপ্তষষ্টি অধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । এতস্মিন্নস্তরে ঐশ্বর্যঃ সমঃ দৈত্যৈস্তথাক্ষকঃ । মন্দরং পৰ্বতশ্রেষ্ঠং
 প্রমথপ্রিতকন্দরং ॥ ১ ॥ প্রমথান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা চক্রুঃ কিলিকিলাধ্বনিং । প্রমথান্চাপি
 সংরক্তা জঘ্নুস্তুর্য্যায়ানেকশঃ ॥ ২ ॥ স চাব্ধিগোমহানাদো রোদসীং প্রলয়োপমঃ । শুশ্রাব
 বায়ুমার্গেণো বিঘ্ননাথো বিনায়কঃ ॥ ৩ ॥ সমভ্যয়াৎ সমং ক্রুদ্ধঃ প্রমথৈরভিসংবৃতঃ । মন্দরং
 পৰ্বতশ্রেষ্ঠং দদৃশে পিতরং তথা ॥ ৪ ॥ প্রণিপত্য তথা ভক্ত্যা বাক্যমাহ মহেশ্বরং । কিং তিষ্ঠসি
 জগন্নাথ সমুত্তিষ্ঠ রণোৎসুক ॥ ৫ ॥ ততো বিদ্রেশ্বরবচো জগন্নাথোদ্বিগতঃ বচঃ । আহ বামোদ্ধকং
 হস্তং স্বয়মেবাশ্রমন্তয়া ॥ ৬ ॥ ততো গিরিসুতা দেবঃ সমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ । হরং নিরীক্ষ্য
 সন্নেহং আহ গচ্ছ তথাক্ষকং ॥ ৭ ॥ ততোমরগুরুর্গৌরী চন্দনং রোচনোজ্জলং । প্রতিবন্দ্য
 সুসংপ্রীতা পাদাবেব ভবন্দত ॥ ৮ ॥ ততো হরঃ আহ বচো বয়স্তাং মালিনীমিতি । জয়াঞ্চ বিজয়াং
 চৈব জয়ন্তীং চাপরাজিতাং । ৯ ॥ যুগ্মাভিরশ্রমতাভিঃ স্বেয়ং গেহে সুরক্ষিতে । রক্ষণীয়া
 প্রযত্নেন গিরিপুত্রী প্রমাদতঃ ॥ ১০ ॥ ইতি সন্নিশ্চ তাতঃ সর্কীঃ সমাক্রুত বৃষং প্রভুঃ । নির্জগাম
 গৃহাকৃষ্টো জগ্মুস্তে পৃষ্ঠতো গণাঃ ॥ ১১ ॥ নির্গচ্ছন্তস্ত ভবনাদীশ্বরস্ত গণা ধপাঃ । সমায়াতাঃ
 পরীবার্ধ্য জয়শকাংশ্চ চক্রিরে ॥ ১২ ॥ রণায় নির্গচ্ছতি লোকপালে মহেশ্বরে শূলধরে মহর্ষে ।
 শুভানি সৌম্যানি স্মমঙ্গলানি চিহ্ন নি শংসন্তি জয়ং হি তস্য ॥ ১৩ ॥ শিবা স্থিতা বামতরে চ
 ভাগে প্রায়ান্তথাগ্রে সুরসং নদন্তী । ক্রব্যাদসজ্জাশ্চ তথামিষৈষিণঃ প্রযান্তি হৃষ্টাস্তৃষিতা-

পুলস্ত্য কহিলেন, এই অবসরে অক্ষক দৈত্যগণের সহিত পৰ্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে আগমন করিল ।
 প্রমথগণ উহার কন্দর আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ১ ॥ দানবদল প্রমথদিগকে দেখিয়া কিলিকিলা-
 ধ্বনি করিতে লাগিল । তখন সেই প্রমথগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দানবদিগের অনেককেই
 সহরে সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ২ ॥ দানবগণের সেই প্রলয়সদৃশ তুমুল কিলিকিলাধ্বনি স্বর্গ ও
 পৃথিবী আবৃত করিল । বিঘ্ননাথ বিনায়ক বায়ুমার্গে য কিয়া, তাহা শুনিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥
 তখন তিনি ক্রুদ্ধ ও প্রমথগণে পতিত হইয়া, সবেগে পৰ্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে অভ্যাগমন ও পিতার
 সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥ ৪ ॥ এবং ভক্তিভরে মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া, কহিতে লাগি-
 লেন, আপনি জগন্নাথ ও রণোৎসুক । কিজন্ত বসিয়া আছেন ? উত্থান করুন ॥ ৫ ॥

বিদ্রেশ্বরের বচনাবসানে মহেশ্বর অধিকাকে কহিলেন, আমি স্বয়ং অক্ষককে বধ করিবার জন্ত
 গমন করিব ॥ ৬ ॥ তুমি অশ্রমন্তা হইয়া, অবস্থিত কর । গিরিনন্দিনী তাহারে বারবার আলিঙ্গন
 করিয়া, সন্নেহদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপসহকারে কহিতে লাগিলেন, অক্ষকের সংহারার্থ গমন করুন ॥ ৭ ॥
 এই বলিয়া, গৌরী অমরগুরু মহাদেবের পাদযুগল পরমপ্রীতিভরে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন
 মহাদেব বয়স্তা মালিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা, ইহাদিগকে কহিলেন ॥ ৯ ॥ তোমরা
 অশ্রমন্ত হইয়া, সুরক্ষিত গেহে অবস্থিতি এবং গিরিপুত্রীকে প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ১০ ॥
 সকলকে এইরূপ সন্নিষ্ট করিয়া, বৃষভে সমাক্রুত হইয়া, হর্ষভরে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ।
 গণ সকল তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১১ ॥ তদর্শনে গণপতি সফলও মহেশ্বরের গৃহ হইতে
 বিনিষ্কাশ হইল । এবং জয়শব্দসমুচ্চারণসহকারে মহাদেবকে পরিবেষ্টিত করিয়া, মন্দরপৰ্বতে
 সমাগত হইল ॥ ১২ ॥

হে মহর্ষ ! লোকপাল মহেশ্বর শূল ধারণ করিয়া, যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, শুভ, সৌম্য ও
 স্মমঙ্গল চিহ্ন সকল তদীয় জয় সূচনা করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ শিবা সকল বামভাগ আশ্রয়
 করিয়া, সুরসে শয়ন করত, গমন করিতে আরম্ভ করিল : আমিমলোভী ক্রব্যাদগণ ভূষিত

স্বর্গার্থে ॥ ১৪ ॥ দক্ষিণাঙ্গং নখাস্তং বৈ সমরুপ্তশূলিনঃ । শকুনিশ্চাপি হারীতো মোনী যাতি
পরাস্থঃ ॥ ১৫ ॥ নিমিত্তমীদৃশং দৃষ্ট্বা ভূতভব্যভবো বিভুঃ । শৈলাদিং প্রাহ বচনং সস্মিতং
শশিশেখরঃ ॥ ১৬ ॥

শশিশেখর উবাচ । নন্দিন্ অযো ভাব্যতে দান ন কথঞ্চিৎ পর জয়ঃ । নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে
সংভূতানি গণেশ্বর ॥ ১৭ ॥ তচ্ছবুচনং শ্রুত্বা শৈলাদিঃ প্রাহ শঙ্করঃ । সন্দেহঃ কে মহাদেব
জয় ইং শাস্ত্রবান্ বহুন্ ॥ ১৮ ॥ ইতোবমুক্ত্বা বচনং নন্দী ক্রুদ্ধগণাংস্তথা । সমাদিদেশ যুদ্ধায়
মহাপাণ্ডপতৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥ ভেভ্যোত্য দানববলং বিনিঘ্নং তচ্চ বেগিনঃ । নানাশস্ত্রধরা বীরা
বৃক্ষানশনয়ো যথা ॥ ২০ ॥ তে ভিদ্যমানা বলিভিঃ প্রমথৈর্দৈত্যদানবঃ । প্রবৃন্তাঃ প্রমথান্
হস্তং কুটুমুদারপাণয়ঃ ॥ ২১ ॥ ততোস্বরতলে দেবাঃ সেন্দ্রৈকুপতামহাঃ । সমুখ্যভিপূরোগাশ্চ
সমাযাতা দিদৃক্ষবঃ ॥ ২২ ॥ ততোস্বরতলে ঘোষঃ সশ্বনঃ সমজায়ত । গীতবাদ্যাদিসংমিশ্রো
হ্রুদুভীনাং কলিপ্রিয় ॥ ২৩ ॥ ততঃ পশুংসু দেবেষু মহাপাণ্ডপতাদয়ঃ । গণাং দানবং সৈন্যং
নিঘ্নন্তি স্ম শ্লোকোপিতাঃ ॥ ২৪ ॥ চতুরঙ্গং বলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং গণেশ্বরৈঃ । ক্রোধাঘ্রিতস্ত
দণ্ডস্ত বেগেনাভিসমাব হ ॥ ২৫ ॥ আদায় পরিঘং ঘোরং পট্টোদ্ধমযশস্বয়ং । রাজতে তস্য
হস্তম্বিলম্বধ্বজমিবোদ্ধৃতং ॥ ২৬ ॥ তং ভ্রাময়ানো বলবান্ নিজঘান রণে গণান্ । ক্রুদ্রাদীন্
স্কন্দপর্য্যন্তাংস্তেহতস্ত ভয়াতুরাঃ ॥ ২৭ ॥ তচ্চ ভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা গণনাথো বিনায়কঃ ।
সমদ্রবত বেগেন তুহুং দম্বপুঙ্গবং ॥ ২৮ ॥ আপতন্তঃ গণপতিং দৃষ্ট্বা দৈত্যো হ্রস্ববান্ ।

হইয়া, শে গিতপান করিব র মানসে হর্ষভবে প্রয়ণ কবিতো লাগিল ॥ ১৪ ॥ মহাদেবের দক্ষিণ
অঙ্গ নখপয্যস্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল । শকুনি ও হাবীত মোনী ও পরাস্থ হইয়া, গমন করিতে
লাগিল ॥ ১৫ ॥ ভূতভব্যভবকপ সর্কব্যাপী মহাদেব ঈদৃশ নিমিত্ত দর্শন কবিয়া, নন্দীকে
সস্মিত বাক্য কহিলেন ॥ ১৬ ॥ হে নন্দিন্ ! অদ্য জয় হইবে ; কোনমতেই পরাজয় হইবে না ।
অয়ি গণেশ্বর । শুভ নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

নন্দী এই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবকে কহিল, হে দেব । আপনি সমুদায় শত্রু জয়
করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১৮ ॥ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ কবিয়া, নন্দী ক্রুদ্ধগণ-
দিগকে মহাপাণ্ডপতগণের সহিত সংমিলিত হইয়া, যুদ্ধার্থ আদেশ করিল ॥ ১৯ ॥ তাহারা
সবেগে অভ্যাগত হইয়া, বিবিধশস্ত্রধাবণপূর্বক বজ্র যেমন বৃক্ষদিগকে, সেইরূপ দানবদিগকে
বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ দৈত্য ও দানবগণ বলবান্ প্রমথগণ কর্তৃক ভিদ্যমান হইয়া,
কুটুমুদার হস্তে তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২১ ॥ অমরগণ ঐ যুদ্ধকাণ্ড অব-
লোকন করিবার জন্ত ইন্দ্র, বিষ্ণু, পিতামহ ও ভৃগুস্বরের সহিত অস্বরতলে সমাগত হইলেন ॥ ২২ ॥
হে কলিপ্রিয় ! তখন সেই আকাশপথে গীত ও বাদ্যাদির সহিত সংমিলিত হইয়া, সশব্দে
হ্রুদুভিনির্ঘোষ সমুখিত হইল ॥ ২৩ ॥ দেবগণ ঐরূপে অবলোকন করিতে ল গিলে, মহাপাণ্ডপত-
প্রমুখ গণসকল অতিমাত্র কুপিত হইয়া, দানবসৈন্যসংহরণে প্রবৃন্ত হইল ॥ ২৪ ॥ গণেশবগণ
দৈত্যগণের চতুরঙ্গবাহিনী বিনাশ করিতেছে, দর্শন কবিয়া, দণ্ডনামক দানব ক্রোধাঘ্রিত হইয়া,
অভিসংগ করিল । তাহার হস্তে পট্টোদ্ধম লোহময় ভযঙ্কর পরিঘ । তৎকালে তদীয় হস্তে থাকিয়া,
সেই পরিঘ সমুদিত ইন্দ্রস্বজের ন্যায়, সাতিশয় শোভমান হইল ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ দণ্ড ঐ পরিঘ
পরিভ্রামিত করিয়া, ক্রুদ্রাদি স্কন্দপর্য্যন্ত গণসকলকে নিহত করিতে ল গিলে, তাহারা ভয় তুর হইয়া,
রণে ভঙ্গ দিল ॥ ২৭ ॥ গণনাথ বিনায়ক স্বয়ং ভগ্ন দেখিয়া, সবেগে দম্বপুঙ্গব তুহুংকে আক্রমণ
করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৮ ॥ হ্রস্ববান্ দৈত্য গণপতিকে আপত্তিত অবলোকন করিয়া, অতি-

পরিঘং পাতয়ামাস কুন্তমধ্যে মহাবলঃ ॥ ২৯ ॥ বিনায়কস্য মিষতঃ পরিঘং বজ্রভূষণঃ । শতধা স্ব-
গমধ্বজান্ মেয়োঃ কুটমিবাশনিঃ ॥ ৩০ ॥ পরিঘং বিফলং দৃষ্ট্বা সমাঘাতং চ পার্শ্বদং । ববজ্জ
বাহুপাশেন বলাপাকৃষ্য দানবঃ ॥ ৩১ ॥ তং জঘানাত শিরসি মুদগারেণ মহোদরঃ । পরশ্বধেন
দৈত্যোজ্জং গণেশো হি মহোদরঃ ॥ ৩২ ॥ কাষ্ঠবৎ স দ্বিধাভূতো নিপপাত ধরাভলে । তথা পিনাত্য
তদ্বাহুং বলবান্ দানবেশ্বরঃ । মোক্ষার্থমকরোদয়ভুং ন শশাক স নারদ ॥ ৩৩ ॥ বিনায়কং
সংযতমীক্ষ্য বাহুনা কুণ্ডোদরো নাম গণেশ্বরোথ । প্রগৃহ্য তূর্ণং মুশলং মহাত্মা বাহুং সমং-
তাৎ স জঘান তস্য ॥ ৩৪ ॥ ততো গণেশঃ কলশধ্বজস্ত প্রাসেন রাহুং হৃদয়ে বিভেদ । হতে
তুহুগে বিমুখে তু রানো গণেশ্বরাঃ ক্রোধবিষং মুক্ষবঃ ॥ ৩৫ ॥ পঠৈব কালানলসন্নিকাশা
বিশন্তি সেনাং দত্তপুঞ্জবানাং । তাং বধ্যমানাং স্বচমুং সমীক্ষ্য বলির্কলী মারুতবেগতুলঃ ॥ ৩৬ ॥
গদাং সমাবিধ্য জঘান মূর্চ্ছি বিনায়কং কুন্তকটে করে চ । কুণ্ডোদরং ভগ্নকরং মহোদরং শীর্ণং
শিরস্কন্নমহাকপালং ॥ ৩৭ ॥ কুন্তধ্বজং বৃণিতসন্ধিবন্ধং ঘটোদরং চোকাবিপন্নসন্ধিং । গণাধিপান্তান্
বিমুখাংস্ত দৃষ্ট্বা বলাবিতো বীরতরোমুৎপ্লবঃ ॥ ৩৮ ॥ সমেত্য ধাবৎস্বরীতে নিহন্তঃ গণেশ্বরান্
স্কন্দবিশাখমুখ্যান্ । তমাপত্তন্তং ভগবান্ সমীক্ষ্য মহেশ্বরঃ শ্রেষ্ঠতমং গণানাং ॥ ৩৯ ॥ শৈলাদি-
মামংত্র্য তথা বভাষে গচ্ছস্ব দৈত্যং জহি বীর যুদ্ধে । ইত্যেবমুক্তো বৃষভধ্বজেন চক্রং সমাদায়
শিলাদমুচুঃ ॥ ৪০ ॥ বলিং সমভ্যোত্যা জঘান মূর্চ্ছি সংমোহিতশ্চাবনিমাসসাদ । সংমোহিতঃ

মাত্র বলপ্রয়োগ সহকারে তদীয় কুন্তমধ্য পরিঘ নিপাতিত করিল ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মানু! অশনি
যেমন মেরুশৃঙ্গ শতধা চূর্ণ করে, তদ্রূপ বিনায়কের কুন্তমধ্যে পতিত হইয়া, সেই বজ্রভূষণ
পরিঘ শতখণ্ড হইয়া গেল ॥ ৩০ ॥ পরিঘ বর্ষ ও গণপতি অভিপতিত হইলেন, দর্শন করিয়া,
দানব বলপূর্বক বাহুপাশে তাঁহারে আকর্ষণপূর্বক বন্ধন ॥ ৩১ ॥ ও তাঁহার মস্তকে মুদগরের
আঘাত, এবং বিনায়কও দৈত্যোজ্জকে পরশ্বধ দ্বারা প্রতিঘাত করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই আঘাতে
সে দ্বিধা হইয়া, কাষ্ঠবৎ ধরাভলে নিপতিত হইল । তথাপি সে বাহুপাশ ত্যাগ করিল না ।
নারদ! বিনায়ক মোক্ষার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন । তথাপি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডোদরনামক গণেশ্বর মহোদর বিনায়ককে বাহুপাশে সংযত অবলোকন করিয়া, সত্বরে
মুশলগ্রহণপূর্বক দৈত্যের বাহুতে আঘাত করিল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর গণেশ্বর কলশধ্বজ প্রাসাদ-
প্রয়োগপূর্বক রাহুর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল । তুহুও নিহত ও রাহু পরাশ্রুত হইলে,
গণেশ্বরগণ ক্রোধবিষ মোচন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ কালানলসন্নিভ পাঁচ জন গণেশ্বর
দত্তপুঞ্জবগণের বিশতি সেনা সহায় করিয়া ফেলিল । স্বকীয় সৈন্য বধ্যমান হইতেছে, দর্শন
করয়া, মহাবল বলি মারুততুল্য বেগে ॥ ৩৬ ॥ গদা সমাবিদ্ধ করিয়া, বিনায়কের কুন্তে ও
করে আঘাত করিল । কুণ্ডোদরের কর ভগ্ন হইয়া গেল । মহোদরের মস্তক চূর্ণ হইল । এবং
মহাকপাল ভষ্ট হইয়া পড়িল ॥ ৩৭ ॥ কুন্তধ্বজের সন্ধিবন্ধ চূর্ণিত হইল । ঘটোদরের উরুসন্ধি
বিপন্ন হইয়া গেল, তৎকালে গণাধিপগণকে বিমুখ লোকন করিয়া, বীরবর বলাবিত অসু-
রেজ ॥ ৩৮ ॥ স্কন্দ ও বিশাখপ্রমুখ অত্যাচ্য গণেশ্বরদিগকে সংহার করিবার জন্য সমাগত ও
সত্বরে ধাবমান হইল । ভগবান্ মহেশ্বর তাকে অভ্যাগত দর্শন করিয়া, গণসকলের মধ্যে
শ্রেষ্ঠতম ॥ ৩৯ ॥ নন্দীকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, হে বীর! গমন করিয়া, যুদ্ধ দৈত্যকে
সংহার কর ।

নন্দী বৃষধ্বজের আদেশ পাইয়া, চক্র গ্রহণ করিয়া ॥ ৪০ ॥ বলীর সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার
মস্তকে আঘাত করিল । সে সেই আঘাতেই ধরাশায়ী হইল । বলবান কুন্ত ভ্রাতৃপুত্রকে

ভ্রাতৃশতং বিদিত্বা বলী কুজন্তো মুশলং প্রগৃহ ॥ ৪১ ॥ সংগ্রাময়ন্ তুর্গতয়ং স বেগাৎ সসর্জ নন্দিং
 প্রতি জাতকোপঃ । তমাপত্যন্তং মুশলং প্রগৃহ করেণ তুর্গং ভগবান্ স নন্দী ॥ ৪২ ॥ জঘান
 তে নৈব কুজন্তুমাহবে স প্রাণহীনোপি পপাত ভূম্যাং । হত্বা কুজন্তু মুশলেণ নন্দী বজ্রেণ নন্দী শত-
 শো জঘান ॥ ৪৩ ॥ তে বধ্যমানা গণনায়কেন তুর্ঘ্যোধনং বৈ শরণং প্রপন্নাঃ । তুর্ঘ্যোধনঃ
 প্রেক্ষ্য গণাধিপেন বজ্রপ্রহারৈর্নিহতান্ দিতীশান্ ॥ ৪৪ ॥ পাশঃ সমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশঃ
 নন্দিং প্রতিক্ষেপ হতে সি বিক্রবন্ । তমাপত্যন্তং কুলিশেন নন্দী বিভেদ শুভ্রং পিশুনো
 বধ্য নরঃ ॥ ৪৫ ॥ তং পাশমালক্য তদা তু কুন্তং সংবর্ত্য মুষ্টিং গণমাসসাব । ততোস্ত বজ্রো কুলিশেন
 তর্গ শিরশ্চ ছিন্নঃ তালফলপ্রকাশঃ ॥ ৪৬ ॥ হতোহথ ভূমৌ নিপপাত বেগাদৈত্যাশ্চ ভীতা বিগতা
 দিশো দশ । ততো হতং স্বং তনয়ং নিরীক্ষ্য হস্তী তদা নন্দিনমাজগাম ॥ ৪৭ ॥ প্রগৃহ বাণাসন
 মুণ্ডবেগং বিভেদ বাণৈর্ষমদওকরৈঃ । গণান্ সনন্দীন্ বুধভক্ষজাংস্তান্ ধারাভিরেবাবুধরাস্ত
 শৈলম্ ॥ ৪৮ ॥ তে ছাদ্যমানা দম্ববাণজালৈর্কিনারকাদ্যা বলিনোপি বীরাঃ । সিংহপ্রগুরা বুধভা
 বথৈব ভয়াতুরা তুফ্রবিরে সমস্তাং ॥ ৪৯ ॥ পরস্পরান্ প্রেক্ষ্য গণান্ কুমারঃ শক্তিং নিশাতামথ
 ধারদ্বিত্বা । তুর্গং সমন্ত্যেত্য রিপুপুঙ্গবেষু প্রগৃহ শক্তিং হৃদয়ং বিভেদ ॥ ৫০ ॥ শক্তির্নির্ভিন্ন-
 হৃদয়ো হস্তী ভূম্যাং পপাত হ । সমরে চাপি পৃতনামধ্যেসৌ দম্বপুঙ্গবঃ ॥ ৫১ ॥ তমরাতিগণং
 দৃষ্ট্বা ভয়ং ক্রুঙ্কা গণেশ্বরঃ । পুরতো নন্দিনং কৃত্বা জিঘাংসন্তশ্চ দানবান্ ॥ ৫২ ॥ তে বধ্যমানাঃ

সংমোহিত সন্দর্শন করিয়া, মুশল গ্রহণ ॥ ৪১ ॥ ও তাহা ঘূর্ণনপূর্বক, সত্বরে রোষভরে নন্দীর
 প্রতি বেগাধিকার সহকারে বিসর্জন করিল । ভগবান্ নন্দী সেই মুশল আপতিত অবলোকন
 ও হস্ত দ্বারা শীঘ্র তাহা গ্রহণ করিয়া ॥ ৪২ ॥ কুজন্তুকে আঘাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন
 হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল । নন্দী মুশলাঘাতে কুজন্তুকে নিহত করিয়া, অন্যান্য শতশত
 দৈত্যকে বজ্রের আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তাহারা বধ্যমান হইয়া, গণনায়ক
 তুর্ঘ্যোধনের শরণাপন্ন হইল । সে, নন্দী কর্তৃক বজ্রপ্রহারপূরঃসর দিতীশ্বরদিগকে নিহত নিরীক্ষণ
 করিয়া ॥ ৪৪ ॥ পাশ সমাবদ্ধ করত, নন্দি ! তুমি হত হইলে, বলিয়া সবেগে তাহার প্রতি
 নিক্ষেপ করিল । পিশুনস্বভাব পুরুষ যেমন রহস্ত ভেদ করে, নন্দী তদ্রূপ আপতনসময়েই
 বজ্র দ্বারা তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৫ ॥ পাশ ছিন্ন হইল, দেখিয়া, তুর্ঘ্যোধন মুষ্টিসংবর্তন-
 পূর্বক নন্দীকে আক্রমণ করিল । বজ্রধর নন্দী বজ্রপ্রয়োগ সহকারে সত্বরে তাহার তালফল-
 সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৪৬ ॥ তখন সে নিহত ও সবেগে ধরাতলে পতিত হইলে,
 দৈত্যগণ ভীত হইয়া, দশদিকে অপসৃত হইল ।

হস্তী নামক অশুর আপনার পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নন্দীকে আক্রমণ ॥ ৪৭ ॥
 এবং উগ্রবেগ বাণাসন গ্রহণপূর্বক যমদওকল্প শরনিকর দ্বারা তাহারে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ।
 এবং মেঘ যেমন বারিধারাবর্ষণপূর্বক পর্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ নন্দীর সহিত বুধভক্ষজগণ-
 সকলকে শরধারায় সমাচ্ছন্ন করিল ॥ ৪৮ ॥ বিনায়ক প্রমুখ মহাবল বীর্য্যসম্পন্ন গণসকল অশু-
 রের শরজালে আচ্ছাদিত হইয়া, সিংহপ্রগুর বুধভগণের ন্যায়, ভয়াতুর হৃদয়ে সমস্তাং পলায়ন
 করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ কার্তিকেয় তাহা দর্শন ও স্মৃশানত শক্তি ধারণ করিয়া, সত্বরে
 সমাগত হইয়া, তদ্বারা শত্রুর হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫০ ॥ হস্তী শক্তি দ্বারা বিদীর্ণহৃদয়
 হইয়া, সমরাসনে স্বকীয় পৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৫১ ॥ তৎকালে গণেশ্বরনিকর
 অগ্নাতদিগকে সমরপরাভূত পর্য্যবলোকন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, নন্দীকে অগ্রে
 করিয়া, দানবদিগকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইল ॥ ৫২ ॥ দৈত্যগণ প্রমথগণ কর্তৃক বধ্যমান ও

প্রমথৈর্দৈত্যৈশ্চাপি পরাধুখাঃ । ভূয়ো নিবৃত্তা বলিনঃ কুর্কৃত্তশ্চ পুরো গগান্ ॥ ৫৩ ॥ তান্নিবৃত্তান্
সমীক্যৈব ক্রোধদীপ্তৈক্ষণঃ স্বমন্ । নন্দিষেণো ব্যাঘ্রমুখো নিবৃত্তশ্চাপি বেগবান্ ॥ ৫৪ ॥ তস্মিন্
নিবৃত্ত গগণে পট্টিগাথকরে তদা । কান্তস্বরোপি বিবৃতে গদামাদায় নারদ ॥ ৫৫ ॥ তমাপতন্তঃ
জলনপ্রকাশং গগঃ সমীক্যৈব মহাস্বরেজঃ । তং পট্টিগং ভ্রাম্য ভবান মুক্তি কান্তস্বরং বিশ্বরমূ-
দন্তং ॥ ৫৬ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি মাতুলষে পাসাং সমাবিধ্য তুরঙ্গকধ্বজঃ । ববদ্ধ বীরং সহ পট্টি-
শেন গণেশ্বরং চাপ্যথ নন্দিষেণং ॥ ৫৭ ॥ নন্দিষেণং তথা বদ্ধং সমীক্য বলিনাময়ঃ । বিষাণঃ
কুপিতোভ্যোত্য শক্তিপানিরূপহিতঃ ॥ ৫৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাশপানিরঃশিরাঃ ।
সংযোধয়ামাস বলিং বিশাখং কুকুটধ্বজং ॥ ৫৯ ॥ বিশাখং সন্নিরুদ্ধং বৈ রণে দৃষ্ট্বা গণোত্তমো ।
শাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ তুং তুঙ্গবতু রপুং ॥ ৬০ ॥ একতো নৈগমেধেন ভগ্নঃ শক্ত্যা অয়ঃশিরাঃ ।
একতশ্চৈব শাখেন বিশাখপ্রিয়কামায়া ॥ ৬১ ॥ স ত্রিভিঃ শঙ্করস্মৃতেঃ পীড্যমানো জহৌ রণম্ ।
স প্রাপ্য শম্বরং তুং রক্ষ মাং হি গণেশ্বরায় ॥ ৬২ ॥ পাশং শক্ত্যা সমাহত্য চতুর্ভিঃ শঙ্করা-
ন্বজৈঃ । জগাম নিলয়ং তুর্গাকাশাদিব ভূতলং ॥ ৬৩ ॥ পাশে নিকৃষ্টে যাতে চ শম্বরঃ
কাতরেক্ষণঃ । দিশোথ ভেজে দেবর্ষে কুমারঃ সৈন্যমর্দয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ সা বধ্যমানা পুতনা মহর্ষে
সদানবা সর্কস্মৃতের্গণৈশ্চ । বিবর্ণরূপা ভয়বিহ্বলাঙ্গী জগাম শুক্রং শরণং ভয়ান্বিতা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দৈত্যপরাজয়ো নামাষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

৬ পরাধুখ হইয়া, পুনরায় নিবৃত্ত হইল এবং এবং বলশালী প্রমথদিগকে অগ্রগামী
করিল ॥ ৫৩ ॥ ত হাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দর্শন করিয়া, বেগবান্ ব্যাঘ্রদন নন্দিষেণনামক
গণপতি রোষাক্রণ লোচনে নিশ্বাশ ত্যাগ করত, বিনিবৃত্ত হইল ॥ ৫৪ ॥ সেই গণপতি
পট্টিগ হস্তে নিবৃত্ত হইলে, কান্তস্বর গদাহস্তে বিবৃত্ত হইল ॥ ৫৫ ॥ সেই জলনসন্নিভ মহা-
স্বরেজকে অনিতে দেখিয়া, গণপতি পট্টিগ ভ্রামিত করিয়া, তাহার মস্তকে আঘাত করিল ।
সে বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥ সেই মাতুলেয় ভ্রাতা নিহত হইলে,
তুরঙ্গকধ্বজ পাশ সমাবদ্ধ করিয়া, পট্টিশের সহিত সেই গণেশ্বর নন্দিষেণকে বদ্ধন করিয়া
ফেলল ॥ ৫৭ ॥ বলিশ্রেষ্ঠ বিষাণ নন্দিষেণকে বদ্ধ হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে শক্তি হস্তে উপ-
স্থিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহাকে দর্শন করিয়া, বলবান্গণের অগ্রগণ্য অয়ঃশিরা পাশহস্তে মহাবল
কুকুটধ্বজ বিশাখের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ এবং তাহাকে একবারেই বদ্ধ করিয়া
ফেলিল । তদর্শনে গণেশ্বর শাখ ও নৈগমেয় সহরে শঙ্কর প্রীতি ধাবমান হইলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর
একদিকে নৈগমেয় ও অন্যদিকে শাখ বিশাখের প্রিয়কামনায় সেই অয়ঃশিরাকে শক্তিপ্রহারে
ভগ্ন করিলেন ॥ ৬১ ॥ অয়ঃশিরা সেই তিন শঙ্করস্মৃত কর্তৃক পীড্যমান হইয়া, সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া,
সহরে শম্বরের সকাশে গমনপূর্বক কহিল, আমারে গণেশ্বরদিগের হস্তে পরিভ্রমণ কর ॥ ৬২ ॥
অনন্তর শঙ্করের আয়ুজচতুষ্টয় শক্তিসহকারে পাশ সমাহত করলে, উহা আকাশ হইতে যেন
স্বকীয় লিঙ্গ ভূতলে গমন করিল ॥ ৬৩ ॥ পাশ ছিন্ন হইয়া, গমন করিলে, শম্বর কাতর লোচনে
ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল । তখন কুমার দৈত্যসৈন্য মর্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥
হে মহর্ষে ! শম্বুর পুত্র ও গণসকল এইরূপে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, সেই দানবসৈন্য
ভয়ান্বিত ও বিবর্ণরূপ হইয়া, ভয়বিহ্বল কলেবরে শুক্রের শরণ গ্রহণ করিল ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দৈত্যপরাজয়নামক অষ্টযষ্টিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ কুজন্তে চ যমালয়জতে হতে চ সৈন্যে প্রমথৈর্দ্ব্যুতঃ ॥ ১ ॥ অন্ধ কোভেত্য শুক্রন্ত ইদং বচনমববীৎ । ভগবন্ত্যাং সমাশ্রিত্য বয়ং বাধাম দেবতাঃ । অথাত্মানপি বিপ্রৈর্ষে গন্ধর্ব্বক্ষুরকিন্নরান্ ॥ ২ ॥ তদিমাং পশু ভগবন্ সমগুপ্তাং বরুধিনীং । অনাথেব যথা নারী প্রমথৈরপি কাল্যতে ॥ ৩ ॥ কুজন্তাদাশ্চ নিহতা ভ্রাতরৌ মম ভার্গব । অসংখ্যাতাঃ প্রমথান্তে কুরুক্ষেত্রফলং যথা ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ কুরুষ চ তথা যথা ন জ্ঞায়তে পটৈঃ । জয়েম চ পরান্ যুদ্ধে তথা তং কর্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রোক্তকবচঃ শ্রুত্বা সাস্তুয়ন্ পরমো শুক্রঃ । বচনং প্রাহ দেবর্ষে হর্ষয়ন্ দানবে-
শ্বরঃ ॥ ৬ ॥ তচ্ছি তীর্থে গমিষ্যামি করিষ্যামি তব প্রিয়ং । ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং বিদ্যাং সঞ্জীবনীং
কবিঃ ॥ ৭ ॥ আবর্তয়ামাস তদা বিধানেন শুচিত্বতঃ । তস্তামাবর্তমানায়ান্ বিদ্যায়ামশ্বরে-
শ্বরঃ ॥ ৮ ॥ যে হতাঃ প্রমথৈর্যুদ্ধে তে চ সর্কে সমুখিতাঃ । কুজন্ত্যদিশু দৈত্যৈর্ভূয় এবো-
খিতেষধ ॥ ৯ ॥ যোদ্ধুং সমাগতেষেব নন্দী শঙ্করমববীৎ । যে হতাঃ প্রমথৈর্দৈত্যৈঃ যথা শক্ত্যা
রণাঞ্জিরে ॥ ১০ ॥ তে সমুজ্জীবিতা ভূয়ো ভার্গবেণাথ বিদ্যায়া । তদিদং যন্নহাদেব মহৎ কর্ম
কৃতং যুগে ॥ ১১ ॥ সজাতং স্বল্পমেবেশ শুক্রবিদ্যাবলাশ্রয়াৎ । ইত্যেবমুক্তে বচনে নন্দিনং
কুলনন্দিনং ॥ ১২ ॥ প্রভুবাচ প্রভুঃ প্রীত্যা স্বার্থসাধনমুক্তমম্ । গচ্ছ শুক্রং গণপতে মমাস্তিক-
মুপানয় ॥ ১৩ ॥ অহং তং সংযমিষ্যামি যথাযোগং সমেত্য হি । ইত্যেবমুক্তো ক্রোধেণ নন্দী গণ-
পতিশ্রুতঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম দৈত্যানাঞ্চমুং শুক্রজিঘৃক্ষয়া । তং দদর্শান্মুরশ্রেষ্ঠো বলবাংস্ত

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রমথগণ কুজন্তকে যমালয়ের অতিথি ও সৈন্যদিগকে নিহত করিলে ॥ ১ ॥
অন্ধক অভ্যাগত হইয়া, শুক্রকে বলিতে লাগিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, দেবগণ
ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি অন্যান্যদিগকে বাহত করিয়া থাকি ॥ ২ ॥ কিন্তু ভগবন্! অবলোকন
করুন, আমাদের এই পুতনা নিতান্ত অরক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে । প্রমথগণ, অনাথা রমণীর
ন্যায়, ইহাকে সংহার করিতেছে ॥ ৩ ॥ হে ভার্গব! কুজন্ত প্রভৃতি মদীয় ভ্রাতৃগণ নিহত হইয়াছে ।
কুরুক্ষেত্রফলের ন্যায়, প্রমথগণের সংখ্যা নাই ॥ ৪ ॥ অতএব, যাহাতে শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে
তাহাদিগকে আমরা যুদ্ধে জয় করিতে পারি, এরূপ কৌশল বিধান করুন ॥ ৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, পরমশুরু শুক্র অন্ধকের কথা শুনিয়া তাহারে সাস্তুনা ও হর্ষিত করিয়া,
কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ আমি তীর্থে গমন ও তোমার প্রিয় সম্পদন করিব । তিনি ইত্যা-
কারবচনরচনাপুরঃসর বিধানানুসারে শুচি হইয়া, সঞ্জীবনীবিদ্যা আবর্তিত করিলেন । সঞ্জীবনী
বিদ্যা আবর্তিত হইলে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ প্রমথগণ যুদ্ধে যে সকল অশ্বরকে সংহার করিয়াছিল,
তাহারা সকলেই সমুখিত হইল । এইরূপে কুজন্তাদি অশ্বরগণ সমুখিত হইয়া ॥ ৯ ॥ পুনরায়
যুদ্ধ র্থ সমাগত হইলে, নন্দী মহাদেবকে কহিলেন, প্রমথগণ যথাসক্তি সংগ্রামে যে সকল দানবকে
সংহার করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ ভার্গব সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিষাছেন ।
অতএব, হে মহাদেব! সংগ্রামে যে মহৎ কর্ম সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ শুক্রের বিদ্যাবল
আশ্রয়প্রযুক্ত তাহা স্বল্প হইয়া উঠিয়াছে ।

কুলনন্দী নন্দী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাদেব তাহারে প্রীতিভরে স্বার্থসাধক
প্রশস্তি বাক্যে প্রভাত্তর করিলেন, অয়ি গণপতে! তুমি গমন করিয়া, শুক্রকে আমার নিকট
লইয়া আইস ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ আমি যথাবিধানে যোগ আশ্রয় করিয়া, তাহারে সংযত করিব ।

কদ্দ এইরূপ কহিলে, গণপতি নন্দী ॥ ১৪ ॥ শুক্রকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে দৈত্যগণের

ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥ স কুরোধ তদা মার্গং সিংহস্তেব পশুর্করেন । সমুপেত্যাহতঃ নন্দী বজ্জৈশ্চ-
শনিতৈঃ স ॥ ১৬ ॥ সংপপাতাথ নিঃসংজ্ঞো যযৌ নন্দী ততস্তদ্রত্ন । ততঃ কুজস্তো জন্তশ্চ
বলো বৃদ্ধশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ১৭ ॥ স্বয়ং চ রণশার্দূলো নন্দিনঃ সমুপাদ্রবন্ । তথাস্তে দানবশ্ৰেষ্ঠা ময়-
ভাদিপূরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ নানাশ্রয়ণা যুদ্ধে গণনাথমভিজবন্ । ততো গণানামধিপং কুট্যমানং
মহাবলৈঃ ॥ ১৯ ॥ সমপশুস্ত দেবাস্তঃ পিতামহপূরোগমাঃ । তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ প্রাহ দেবান্
শক্রপূরোগমান্ ॥ ২০ ॥ সাহায্যং ক্রিয়তাং শস্তোরেতদন্তরমুক্তমম্ । পিতামহোক্তং বচনং শ্রুত্বা
দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ২১ ॥ সমাপতস্ত বেগেন শিবসৈন্যমথাংবরাং । তেষামাপততাং বেগঃ
প্রমথানাং বলে বভৌ । আপগানাং মহাবেগঃ পতন্তীনাং মহার্ণবে ॥ ২২ ॥ ততো হলহলা-
শকঃ সমজায়ত চোভয়োঃ । বসয়োর্যোরসঙ্কাশো সুরপ্রমথয়োরথ ॥ ২৩ ॥ তদন্তরমুপাগম্য
নন্দী সংগৃহ্য বেগবান্ । তং ভার্গবং সমাক্রামৎ সিংহো বনমৃগং যথা ॥ ২৪ ॥ তমাদায় হরাভ্যাসমা-
গমদগণনায়কঃ ॥ ২৫ ॥ নিপাত্য রক্ষিণঃ সর্কানথ শুক্রং স্তবেশয়ন্ । তমানীতং কবিং শর্কঃ
প্রাক্ষিপদ্বদনে প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥ স শস্ত্রুনা কবিশ্ৰেষ্ঠো এস্তো অষ্ঠরমাস্থিতঃ । তুষ্টাব ভগবন্তং তং
বাগ্ভির্ভগব আদরাৎ ॥ ২৭ ॥

শুক্র উবাচ । বরদায় নমস্তুভ্যং হরায় গুণশালিনে । শঙ্করায় মহেশায় বিশ্বেশায় নমো
নমঃ ॥ ২৮ ॥ জীবনায় নমস্তুভ্যং লোকনাথ বুধাকপে । মদনাগ্রে কালশত্রো বামদেবায় তে
নমঃ ॥ ২৯ ॥ সবিত্রে বিশ্বকপায় বামনায় সদাগতে । মহাদেবায় শর্কায় ঈশ্বরায় নমো

সৈন্যমধ্যে গমন করিল । ভয়ঙ্কর বলবান্ অসুরশ্রেষ্ঠ তাহারে দেখিতে পাইয়া, পশু যেমন
বনমধ্যে সিংহের, তক্রপ তাঁহার মার্গরোধ করিলে, সেই গণপতি সমুপেত হইয়া, অশনিসদৃশ
তেজঃসম্পন্ন বজ্র দ্বারা তাহারে আহত করিল ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ সে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইল ।
তখন নন্দী ত্রাপূর্বক গমন করিতে লাগিল । তদর্শনে কুজন্ত, জন্ত, বল, বৃদ্ধ ও রাক্ষসগণ ॥ ১৭ ॥
এবং ময় ও ভাদিপ্ৰমুখ অন্যান্য রণশার্দূল দানবগণ, সকলেই তাহার প্রতি ধাবমান হইল ॥ ১৮ ॥
এবং বিবিধ শ্রয়ণহস্তে তাহার কুট্রিত করিতে লাগিল । তাহার সর্বদেহেই মহাবল । গণনাথ
নন্দীকে কুট্রিত করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহপ্রমুখ দেবগণ তাহা দেখিতে পাইলেন ।
দেখিতে পাইয়া, ভগবান্ ব্রহ্মা শক্রপূরোগম সুরগণকে কহিলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ তোমরা এই শুভাব-
সরে দেবদেব শস্তুর সাহায্য কর ।

পিতামহের কথা শুনিয়া, সবানব দেবগণ ॥ ২১ ॥ অসুর হইতে শিবসৈন্যমধ্যে সমাপতিত
হইলেন । তাঁহার আপতিত হইলে, মহার্ণবে পতমান নন্দীসমূহের মহাবেগ যেমন, তাহাদের
বেগ তেমন গণমধ্যে প্রতিভাত হইল ॥ ২২ ॥ তখন প্রমথ ও অসুর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে
ঘোরসংকাশ হলহলাশক সমুথিত হইল ॥ ২৩ ॥ নন্দী সেই অবসর পাইয়া, সবেগে সমাগত
হইয়া, সিংহ যেমন বনমৃগকে, তক্রপ ভার্গবকে আক্রমণ ॥ ২৪ ॥ ও গ্রহণ করিয়া মহাদেবের
সকাশে গমন করিল ॥ ২৫ ॥ এবং চতুর্দিকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া, তাহারে সন্নিবেশিত করিলে,
ভগবান্ ভব বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহাদেব কবির শুক্রকে গ্রাস করিলে, তিনি
তাহার উদরে থাকিয়া, আদরসহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে রুব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ তুমি
সকলের বরদাতা গুণশালী হর ; তোমাকে নমস্কার । তুমি শঙ্কর, মহেশ্বর ও বিশ্বের ঈশ্বর ;
তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ২৮ ॥ তুমি সকলের জীবন ও সকলের নাথ ; তোমাকে নমস্কার ।
হে বুধাকপে ! হে মদনদহন ! হে কালশত্রু ! হে বামদেব ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥ তুমি
সবিত ; তুমি বিশ্বকপ ; তুমি বামন ; তুমি সদাগতি ; তুমি মহাদেব ; তুমি শর্ক, তুমি ঈশ্বর ;

নমঃ ॥ ৩০ ॥ ত্রিনয়ন হর ভব শঙ্কর উমাপতে জীমূতকেতো গুহ্যশাননিরত ভূতিবিলেপন
শূলপাণে পশুপতে গোপতে তৎপুরুষ সত্তম নমো নমস্তে । ইখং স্তুতঃ কবিরেণ হরো-
হং ভক্ত্যা প্রীতো বরং বরয় ভার্গব ইত্যাচ । তং প্রাহ দেহি ভগবন্ত বরং মমাদ্য যদে তবৈব
অষ্টরাক্ষম নির্গমোক্ত ॥ ৩১ ॥ ততো হরোক্ষীর্ণ তদা নিরুধ্য প্রাহ দ্বিজেন্দ্রং কিল নির্গমম্ । ইত্যুক্ত-
মাত্রে বিভূনা চচার দেবোদরে ভার্গবপুঙ্গব ॥ ৩২ ॥ পরিক্রমন্ সোধ দদর্শ শাক্তরে স্থিত-
স্তথৈবোদরকোটরে কবিঃ । ভুবনার্ণবপাতালান্ স্থিতান্ স্বাবরজজটমৈঃ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্য-
বস্করদ্রাশ্চ বিশ্বদেবগণাস্তথা । যক্ষান্ কিংপুরুষাংশ্চৈব গন্ধর্বাঙ্গরসাং গণান্ ॥ ৩৪ ॥
মুনিম্ন মনুজসাধ্যাংশ্চ পশুকোটপিপীলিকান্ । বৃক্ষশূল্যসরীসৃপান্ ফলমূলৌষধানি চ ॥ ৩৫ ॥
জলচরাংশ্চ স্থলচরাংশ্চ নিমেষান্ নিমিষানপি । অব্যক্তাংশ্চৈব ব্যক্তাংশ্চ দ্বিপদোপ-
চতুষ্পদঃ ॥ ৩৬ ॥ স দৃষ্ট্বা কোতুকাবিষ্টঃ পরিব্রাজ্য ভার্গবঃ । উদ্রাস্যতো ভার্গবস্য
দ্বিবাঃ সংবৎসরো গতঃ ॥ ৩৭ ॥ ন চৈবাংতমসৌ লেভে ততঃ শ্রাস্তোহভবৎ কবিঃ । স শ্রাস্তঃ
বীক্ষ্য চান্মানং ন চ লেভেহং নির্গমং । ভক্তিনম্রো মহাদেবঃ ততস্তং সমুপাগমৎ ॥ ৩৮ ॥

শুক উবাচ । বিশ্বরূপ মহারূপ বিরূপাক্ষ স্বরূপধ্বক্ । সহস্রাক্ষ মহাদেব আমহং শরণং
গতঃ ॥ ৩৯ ॥ নমোক্ত তে শঙ্কর শর্কশস্তো মহেন্দ্রাজিভূজজভূষণ । দৃষ্টেব সর্কঃ ভুবনং
তবোদরে জাতো ভবন্তঃ শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৪০ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা শঙ্করচঃ প্রাহ

তোমাকে বারবার নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥ হে ত্রিনয়ন, হর, ভব, শঙ্কর ! হে উমাপতে । হে
জীমূতকেতো ! হে গুহ্যশাননিরত ! হে ভূতিবিলেপন ! হে শূলপাণে ! হে পশুপতে,
গোপতে, তৎপুরুষ ও সত্তম ! তোমাকে বারবার নমস্কার করি ।

কবির শুক ভক্তিনহকারে এইপ্রকারে স্তুত করিলে, মহাদেব প্রীতিভরে তাঁহারে কহিলেন,
তুমি বর গ্রহণ কর ।

শুক কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমারে এই বর দিন, আমি এখনই যেন আপনার উদয় হইতে
নির্গত হইতে পারি ॥ ৩১ ॥ তখন মহাদেব অক্ষিযুগল নিরুদ্ধ করিয়া, দ্বিজেন্দ্র ভার্গবকে কহি-
লেন, তুমি নির্গত হও । বিহু মহাদেব এইপ্রকার বলিবামাত্র ভার্গবপুঙ্গব শুক তদীয় উদরে
বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই উদরকোটরে অবস্থানপূর্বক ইভস্ততঃ পরিক্রমণ করিয়া
তিনি দেখিলেন, স্বাবর ও একমসহিত সমুদায় ভুবন, অর্ণব ও পাতাল সকল তাহাতে প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যগণ, বস্করগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, গন্ধর্বগণ ও
অঙ্গরোগণ তথায় একত্র বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ তদ্ব্যতীত, তিনি মুনিগণ, মনুজগণ,
সাধ্যগণ, পশু কীট ও পিপীলিকাগণ, বৃক্ষশূল্যসরীসৃপগণ, ফল মূল ও ওষধিগণ ॥ ৩৫ ॥ জলচর
ও স্থলচরগণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তগণ এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ, ইহা দৃষ্টকৈও তথায় দেখিলেন ॥ ৩৬ ॥
তদর্শনে তিনি কোতুকাবিষ্ট হইয়া, ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে লাগিলেন । তথায় থাকিয়া,
তাঁহার দিব্য সংবৎসর অতীত হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥ তথাপি তিনি অন্তলাভ করিতে পারিলেন
না । অনন্তর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । তিনি আপনাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া, নির্গম প্রাপ্ত
হইলেন না । তখন ভক্তিতে অবনত হইয়া, মহাদেবের সমীপে আসিয়া কহিতে লাগি-
লেন ॥ ৩৮ ॥ হে বিশ্বরূপ ও মহারূপ ! হে বিরূপাক্ষ ও স্বরূপধ্বক ! হে সহস্রাক্ষ মহাদেব !
আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩৯ ॥ তুমি শঙ্কর, তুমি শর্ক, তুমি শঙ্কু, তুমি সহস্রেন্দ্র,
তুমি সহস্রপাদ, তুমি ভূজজভূষণ । তদীয় উদরগহ্বরে একাধারে সমুদায় বিশ্ব দর্শন করিয়া,
আমি জ্ঞাত হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি । ৪০

শুক এইরূপ কহিলে, মহাত্মা মহাদেব হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে ভার্গববংশজ !

তদা বিহন্ত । নির্গচ্ছ পুত্রোসি মমাদুনা স্বঃ শিশুেন ভো ভার্গববংশচন্দ্র ॥ ৪১ ॥ নান্না তু
 শুক্রেতি চরাচরস্তাং স্তোষ্যন্তি নো চাত্ত বিচারণা স্তাৎ । ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ মুমোচ শিশুেন
 শুক্রঃ স চ নির্জগাম ॥ ৪২ ॥ বিনির্গতো ভার্গববংশচন্দ্রঃ শুক্রত্বমাসাদ্য মহানুভাবঃ । প্রণম্য
 শঙ্কুঃ স জগাম তূর্ণং মহানুভাবাং বলমুক্তমোক্ষাঃ ॥ ৪৩ ॥ ভার্গবে পুনরাযাতে দানবা যুদিতা
 ভবন্ । পুনর্যুদ্ধায় বিদধুম্মতিং সহ গণেশ্বরৈঃ ॥ ৪৪ ॥ গণেশ্বরাস্তানশুরান্ মহামরগপৈরথ ।
 যুযুধুঃ সঙ্কুলং যুদ্ধঃ সৰ্ব্ব এব জয়েষ্যবঃ ॥ ৪৫ ॥ ততোশুরগণানাং চ যুধ্যতাং বৃন্দযুদ্ধবৎ ।
 বৃন্দযুদ্ধঃ সমভবদ্বাররূপং তপোধন ॥ ৪৬ ॥ অন্ধকো নন্দিনঃ যুদ্ধে শঙ্কুকর্ণং ত্রিঃশিরাঃ ।
 কুস্তধ্বজং বলি ধীমান্ নন্দিবেণং বিরোচনঃ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগ্রীবো বিশাখঃ চ শাখো বৃদ্ধমযোধ-
 যৎ । বাণং তথা নৈগমেষো বলো রক্ষসপুঙ্গবঃ ॥ ৪৮ ॥ বিনায়কং মহাবীৰ্য্যং পরশ্বধরণং রণে ।
 সংক্রুদ্ধা রাক্ষসশ্রেষ্ঠা দানবাঃ প্রমথানথ ॥ ৪৯ ॥ সংযোধয়ন্তো ব্রহ্মর্ষে দায়াদানাং শতানি ষট্ ॥ ৫০ ॥
 শতক্রতুং সমাধীঃ বজ্রপানিমবস্থিতং । তং চাপি দানশ্রেষ্ঠস্তুহুঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৫১ ॥ হস্তী
 চ কুণ্ডলঠরং হ্রাদো বীরং ঘটোদরঃ । এতে হি বলিনাং শ্রেষ্ঠা দানবাঃ প্রমথানথ ॥ ৫২ ॥ সংযো-
 ধয়ন্তো ব্রহ্মর্ষে দৈত্যেয়ানাং শতানি ষট্ । গণোৎকটং সমায়াতং বজ্রপানিমিব স্থিতং ॥ ৫৩ ॥
 বায়ুগ্রামাস বলবান্ জন্তো নাম মহানুরঃ । শঙ্কুর্নামাসুরপতিঃ স ব্রহ্মাণমযোধয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ মায়াময়ঃ
 কুজস্তশ্চ বিষ্ণুর্দৈত্যাধিপস্ত্রিয়াৎ । বৈবস্বতং রণে সোক্ষো বক্রণং ত্রিশিরাস্তথা ॥ ৫৫ ॥ দ্বিমূর্ধা পবনং
 সোমং সহমিত্রং বিরূপধ্বজ । একদৃক স রণে রৌদ্রঃ কালনেমিস্থানুরঃ ॥ ৫৬ ॥ একাদশৈব

তুমি অধুনা আমার পুত্র হইয়াছ । মদীয় শিশু দিয়া, নির্গত হও ॥ ৪১ ॥ অদ্য হইতে সমুদায়
 চরাচর তোমারই শুক্র বলিয়া, স্তব করিবে । এবিষয়ে বিচরণা নাই । ভগবান্ ভব এই
 বলিয়া মোচন করিলে, শুক্র তদীয় শিশুযোগে বহির্গত হইলেন । ৪২ ॥ সেই মহানুভাব
 ভার্গববংশচন্দ্র শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিনির্গমনপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, সত্বে মহানুর-
 গণের পৈতৃমধ্যে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভার্গব পুনরায় আগমন করিলে, দানবগণ সকলেই
 আক্লাদিত এবং পুনরায় গণেশ্বরগণের সহিত যুদ্ধার্থ ক্রতসঙ্কল্প হইল ॥ ৪৪ ॥ গণেশ্বরগণও
 অমরবর্গের সহিত মিলিত ও সকলেই জয়লালনার বশস্বদ হইয়া, সঙ্কুল যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥
 তখন অশুরগণ বৃন্দযুদ্ধবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হে তপোধন ! অতীব ভয়ঙ্করস্বরূপ বৃন্দযুদ্ধ
 সমুপস্থিত হইল ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে অন্ধক নন্দির সহিত, অবিঃশিরা শঙ্কুকর্ণের সহিত, ধীমান্ বলি
 কুস্তধ্বজের সহিত, বিরোচন নন্দিবেণের সহিত ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগ্রীব বিশাখের সহিত, শাখ বৃদ্ধের
 সহিত, নৈগমেয় বাণের সহিত এবং রাক্ষসপুঙ্গব বল ॥ ৪৮ ॥ পরশ্বধযোধী মহাবীর বিনায়কের
 সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । তৎকালে দানব ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই অতিমাত্র রেষবশ
 হইয়া, প্রমথগণের সহিত ॥ ৪৯ ॥ যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৫০ ॥ শতক্রতু বজ্রহস্তে অবস্থিত ছিলেন ।
 দানবশ্রেষ্ঠ তুহু ও তাই'র সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫১ ॥ তখন হস্তী কুণ্ডোদরের ও হ্রাদ
 ঘটোদরের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল । হে ব্রহ্মর্ষে ! এইরূপে বলিশ্রেষ্ঠ দানবগণ
 প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । তাহাদের সংখ্যা ছয়শত । তৎকালে গণোৎকট,
 সাক্ষাৎ বজ্রপানির ন্যায় আগমন করিয়া, রণমধ্যে দণ্ডায়মান হইলে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ জন্তনামক
 মহাবল মহানুর ত্রাহারে প্রতিষিদ্ধ করিল । তদর্শনে শঙ্কুর্নামক অশুরপতি ব্রহ্মার সহিত যুদ্ধ
 করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ কুজস্তনামক দৈত্যপতি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইল । তখন
 সোক্ষ ও যমের, ত্রিশিরা ও বক্রণে ॥ ৫৫ ॥ দ্বিমূর্ধা ও পবনে, চন্দ্র ও বিরূপধরে, একচক্ষু বক্র
 ও মহানুর কালনেমিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ বিদ্যামালীনামক রণোৎকট মহানুর

রুদ্রাংশ্চ বটৈকোপি রণোৎকটঃ । যোধয়ামাস তেজস্বী বিদ্যাম্বালী মহাসুরঃ ॥ ৫৭ ॥ দ্বাবধিনৌ
 চ নরকৌ ভাস্করানৈব শম্বরঃ । সাধ্যান্ মরুদগণাংশ্চৈব নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং
 দ্বন্দ্বদহস্রাণি প্রমথানাং চ দানবৈঃ । সংজাতানাং সুরাকানাং শতানি যগ্নহামুনে ॥ ৫৯ ॥ যথা
 যোদ্ধুং ন শক্তাস্তে দানবৈরমরাদয়ঃ । মুখং ব্যাদায় বেগেন গ্রাসস্তে ক্রমশোমরান্ ॥ ৬০ ॥
 ততোহভবচ্চ তৎ নৈমিত্তং শূন্যং প্রমথদৈবতৈঃ । আবৃতং বর্জিতং সর্কৈঃ প্রমথৈরমরৈরপি ॥ ৬১ ॥
 দৃষ্ট্বা শূন্যং গিরিপ্রস্থং জ্ঞস্তাংশ্চ প্রমথামরান্ । ক্রোধাহুংপাদয়ামাস রুদ্রো জ্ঞস্তাংবিকান্বশী ॥ ৬২ ॥
 তস্মাকৃষ্টা দলুস্বতা অলসামন্দভাবিণঃ । বদনং বিবৃতং কৃৎস্না মুক্তশঙ্খা বিজৃম্বিরে ॥ ৬৩ ॥
 বিজৃম্বমাণেষু তদা দানবেষু গণেশ্বরাঃ । সুরাংশ্চ নির্ঘমুস্তূর্ণং দৈত্যাদেহাং তথাকুলাঃ ॥ ৬৪ ॥
 মেঘপ্রভেভ্যো দৈত্যোভ্যো নির্গচ্ছন্তোমরোত্তমাঃ । শোভাস্ত পদ্মপত্রাক্ষা মেঘস্থা ইব বিদ্যুতঃ ॥ ৬৫ ॥
 ততোমগরগাঃ সর্কৈ নির্গতাশ্চ তপোধন । অযুধ্যস্ত মহাত্মানো ভূয় এবাভিকোপিতাঃ ॥ ৬৬ ॥
 ততো দেববরৈঃ সর্কৈ দানবাঃ শর্কপালিতৈঃ । পরাধীয়স্ত সংগ্রামে ভূয়ো ভূয়স্বহনিশং ॥ ৬৭ ॥
 তত্র ত্রিনেত্রঃ স্বাঃ সন্ধ্যাং সপ্তাষ্টশতিকে গতে । কালে হ্যপাসত তদা সোষ্ঠাদশভুজোব্যয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
 সংস্পৃশ্তাপঃ সরস্বত্যাঃ স্রুত্ব চ বিধিনা হরঃ । কৃতার্থো ভক্তিমান্ মুর্খি পুষ্পাঞ্জলিমথাক্রিপৎ ॥ ৬৯ ॥
 ততো ননাম শিবস্য ততশ্চক্রে প্রদক্ষিণং । হিরণ্যগর্ভেত্যাদিতামুপতস্থে লজাপহ ॥ ৭০ ॥
 জ্রষ্টে নমো নমস্তেস্ত সমাগুচ্চার্য্য শূলধ্বক্ । ননর্ভ ভাবগন্তীরো দের্দগুং ত্রামহন্ বলী ॥ ৭১ ॥

একাদশী একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর নরকনামক অশুর-
 দ্বয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য ও শম্বর, সাধ্যগণসহিত মরুদগণ ও নিবাতকবচাদি
 অশুরগণ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।

হে মহামুনে ! এইরূপে সহস্র সহস্র প্রমথ ও দানবগণ ছয়শত দিব্য সংবৎসর দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতি-
 বাহিত করিলে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ অমরাদিরা দানবগণের সহিত আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না ।
 তখন দানবগণ মুখব্যাদান করিয়া, ক্রমশঃ অমরদিগকে সবেগে গ্রাস করিতে লাগিলে ॥ ৬০ ॥
 প্রমথ ও দেবদৈত্য শূন্য হইয়া উঠিল । এইরূপে প্রমথ ও দেবগণে যে গিরিপ্রস্থ আবৃত
 ছিল, তাহা তাঁহারা পরিহার করিলেন ॥ ৬১ ॥ তন্নিবন্ধন, গিরিপ্রস্থ শূন্য এবং অমর ও প্রমথ-
 গণ দানবগণ কর্তৃক কবলিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, রুদ্র জাতক্রোধ হইয়া, জ্ঞস্তারে সমুৎপাদিত
 করিলেন ॥ ৬২ ॥ জ্ঞস্তা কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াতে, দানববর্গ সকলেই অলস ও মন্দভাবী হইয়া
 উঠিল । এবং শঙ্খত্যাগ ও বদন বিবৃত করিয়া, জ্ঞস্তাত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥ তাহারা
 জ্ঞস্তাত্যাগে প্রবৃত্ত হইলে, গণেশ্বর ও অমরনিকর আকুলিত হইয়া, সেই দৈত্যগণের দেহ হইতে
 সত্ত্বের নির্গত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ দৈত্যগণ স্বভাবতঃ মেঘের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন । পদ্মপলাশ-
 লোচন অমরোত্তমগণ তাহাদের দেহমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায়
 শোভা বিস্তার করিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে তপোধন ! মহাবল্লভ অমরগণ বিনির্গত হইয়া, অতিমাত্র
 রোষভরে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ দানবগণ শঙ্খপালিত দেবগণ কর্তৃক সংগ্রামে
 বারংবার অহর্নিশ পরাজয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

এইরূপে সপ্তাষ্টশতবৎসর সময় অতিবাহিত হইলে, অবিনাশী মহাদেব অষ্টাদশভুজ ধারণ
 করিয়া, স্বকীয় সন্ধাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ তিনি যথাবিধানে সরস্বতীর সলিল স্পর্শ ও
 ত হাতে অবগাহন করিয়া, কৃতার্থ ও ভক্তিমান হইয়া, মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৯ ॥
 অনন্তর মস্তক দ্বারা প্রণাম ও পরে প্রদক্ষিণ করিয়া, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে
 তদীয় উপাসনা সমাধানান্তে জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥ তদনন্তর, দ্রষ্টাশ্বরূপ তোমাকে
 বারংবার নমস্কার করি, সমাগুবিধানে এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, ভাবভরে গন্তীর হইয়া, সবলে

পরিনৃত্যতি দেবেশে গণাটশ্চানুসুখা । নৃত্যন্তি ভাবযুক্তাস্ত হরস্তানুবিধায়িনঃ ॥ ৭২ ॥
 সক্ষ্যামুপাস্ত দেবেশঃ পরিনৃত্য যথেষ্টা । যুদ্ধায় দানবৈঃ সার্কিং মতিং ভূয়ঃ সমাদধে ॥ ৭৩ ॥
 ততঃ সুরগণৈঃ সর্কৈল্লিনেত্রভূতপালিতৈঃ । দানবা নির্জিতাঃ সর্কৈ বলিভির্ভয়বর্জিতৈঃ ॥ ৭৪ ॥
 শ্ববলং নির্জিতং দৃষ্ট্বা মত্যাচ্ছেয়ং চ শঙ্করং । অন্ধকঃ স্তম্ভমাহুয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥
 স্তম্ভ ভ্রাতাসি মে বীর বিশ্বাস্তঃ সর্কবস্ত্বম্ । তত্শাস্যদামি যদাক্যং তচ্ছ্রদ্ধা কুরু বৎ ক্ষমং ॥ ৭৬ ॥
 তুর্জয়োসৌ রণপটুর্মায়ায়া কারণান্তরৈঃ । মমাস্তে চাপি হৃদয়ে পদ্মাক্ষী শৈলনন্দিনী ॥ ৭৭ ॥
 তদুত্তিষ্ঠস্ব গচ্ছাবো যত্রাস্তে চাক্রহাসিনী । তত্রৈনাং মোহয়ামি শস্ত্ররূপেণ দানব ॥ ৭৮ ॥
 ভবান্ ভবন্ত্যনুচরো ভব নন্দীগণেশ্বরঃ । ততো গতাথ ভুক্তা তাং জেষ্যামি প্রমথান্ স্তবান্ ॥ ৭৯ ॥
 ইত্যেবমুক্তে বচনে ব'ঢ়ং স্তম্ভোহভ্যভাষত । সমজায়ত শৈলাদিরন্ধকঃ শঙ্করোপ্যভূৎ ॥ ৮০ ॥
 নন্দিরুদ্রো ততো ভূত্বা মহাস্থরচমুপতী । সংগ্রামেণো মন্দ গিরিঃ প্রহাটৈঃ কৃতবিগ্রহো ॥ ৮১ ॥
 নন্দিনো হস্তমালাং বা হৃদয়ে হরমন্দিরং । বিবেশ নির্কিশংকেন চিত্তেনাস্থরসত্তমঃ ॥ ৮২ ॥
 ততো গিরিস্ততা দূরাদায়ান্তং বীক্ষ্য চাক্রকং । মহেশ্বরবপুশ্চন্দ্রঃ প্রহাটৈর্জর্জরচ্ছবিং ॥ ৮৩ ॥
 স্তম্ভঃ শৈলাদিক্রপশ্চমবষ্টভ্যাশিততঃ । তং দৃষ্ট্বা মালিনীং প্রাহ বয়স্তাং বিজয়াং জয়াং ॥ ৮৪ ॥
 জয়ে পশুস্ব দেবন্ত মদার্থে বিগ্রহং কৃতং । শক্রভির্দারুণতরৈস্তদুত্তিষ্ঠস্ব সৎকরং ॥ ৮৫ ॥ যতমানস

দোদণ্ড পরিভ্রামিত করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । ৭১ ॥ তিনি তাওবে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় গণ ও অস্থর সকল ভাবযুক্ত হইয়া, তদীয় অনুবিধানে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৭২ ॥ অনন্তর ভগবান্ শস্ত্র সক্ষ্যাবন্দন ও ইচ্ছানুসারে নৃত্য করিয়া, দানবগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ৭৩ ॥ তখন মহাবল সুরগণ সকলে মহাদেবের ভূজবলে রক্ষিত ও ভয়বর্জিত হইয়া, দানবদিগের সকলকেই জয় করিলেন ॥ ৭৪ ॥

স্বকীয় নৈমিত্ত পরাজিত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, এবং মহাদেবকে জয় করা সাধ্য নহে, ভাবিয়া অন্ধক স্তম্ভকে আহ্বানপূর্বক, বক্ষ্যমাণ বচনে কহিতে লাগিল ॥ ৭৫ ॥ হে বীর স্তম্ভ! তুমি আমার ভ্রাতা। এবং সফল বিষয়েই বিশ্বাস্ত। এইজন্য, তেমা'কে যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া, যোগ্যানুরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ৭৬ ॥ মহাত্মা মহাদেব কারণান্তর প্রযুক্ত অতিমাত্র সংগ্রামদক্ষ। তজ্জন্য তাহারে জয় করা সাধ্য নহে। এদিকে কিন্তু পদ্মলোচনা শৈলনন্দিনী আমার হৃদয়ে অহরহ জাগরুক রহিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥ অতএব, উত্থান কর, যেখানে সেই চাক্রহাসিনী গিরিনন্দনী বিরাজ করিতেছেন, তথায় গমন এবং মহাদেবের রূপ ধারণ করিয়া, তাহারে মোহিত করি ॥ ৭৮ ॥ তুমি মহাদেবের অনুচর গণেশ্বর নন্দির রূপ ধারণ কর। অনন্তর গমন ও তাহারে ভোগ করিয়া প্রমথ ও সুরদিগকে পরাজয় করিব ॥ ৭৯ ॥

এইরূপ বাক্য প্রযোজিত হইলে, স্তম্ভ তাহাতে সম্মত হইয়া, নন্দির রূপ ধারণ ও অন্ধক ও মহাদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল ॥ ৮০ ॥ এইরূপে চমুপতি স্তম্ভ ও অস্থরপতি অন্ধক নন্দী ও রুদ্র হইয়া, মন্দরপর্বতে উপনীত হইল ॥ ৮১ ॥ অনন্তর অন্ধক নন্দীরূপধারী স্তম্ভের হস্ত অবলম্বন করিয়া, নির্কিশঙ্ক হৃদয়ে হরমন্দিরে প্রবেশ করিল ॥ ৮২ ॥ প্রমথগণের বাণাঘাতে অন্ধকের ছবি জর্জরিত হইয়াছিল। সে মহাদেবের শরীরে ছন্ন হইয়া, ঐরূপে প্রবেশ করিলে, গিরিনন্দিনী দূর হইতে তাহারে দেখিতে পাইলেন ॥ ৮৩ ॥ অনন্তর স্তম্ভ নন্দীরূপ পরিগ্রহ করিয়া, তথায় প্রবিষ্ট হইল। গিরিহিতা দর্শন করিয়া, বয়স্তা মালিনী, জয়া ও বিজয়া, ইহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ অবলোকন কর; অতি দারুণ শক্রগণ আমার জন্ত মহাদেবের শরীর ধারণ করিয়াছে। অতএব, সত্বরে উত্থান কর ॥ ৮৫ ॥ পৌরাণ ব্রত, চীর,

পৌরাণঃ চীরঞ্চ লবণং দধি । ত্রণভক্ষং করিষ্যামি স্বয়মেব পিনাকিনঃ ॥ ৮৬ ॥ কুরুষ শীঘ্রং
বস্ত্রং চ তুর্ভূত্ববিনাশনং । ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সমুখায় বরাদনাৎ ॥ ৮৭ ॥ অভূদ্যযৌ
তদা ভক্ত্যা মন্তমানৌ বুধধ্বজঃ । শরপত্রেণ তচ্ছিষ্য ভূশ্চিহ্নানি যত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ অধিয়েষ
তদাপস্তম্বাবুভৌ পার্শ্বতঃ স্থিতৌ । সা জ্ঞাত্বা দানবঃ যৌদ্রং মায়াচ্ছ দিতবিগ্রহং ॥ ৮৯ ॥
অপধানঃ তদা চক্রে গিরিভাস্মতা যুনে । দেব্যাশ্চিস্তিতমাজ্জায় স্তম্ভস্তাক্তাক্কোশ্ময়ঃ ॥ ৯০ ॥
সমাত্তবত বেগেন হরকান্তাং বিভাবদীম্ । সমাত্তবত দৈতেষো যেন মার্গেণ লাগমৎ ॥ ৯১ ॥
কুর্কতী চ তিরস্কারং পাদপ্লুতৌ নিরাকুলৌ । তদাপতন্তঃ দৃষ্টেইব গিরিভা প্রদ্রংস্তরাৎ ॥ ৯২ ॥
গৃহস্তাক্ত্বা উপবনং সখীভঃ সহিতাতদা । তত্র প্যমুজগামানৌ মদাক্ষৌ মুনিপুঙ্গব ॥ ৯৩ ॥
তথাপি ন শপাটৈনং তপসো গোপনায় যৎ । তদুদাদাবিশস্তৌরৌ শ্বেতাক্কুশুমং শুচি ॥ ৯৪ ॥
বিজয়াদ্যা মহাশূল্যং সংপ্রযাতা লয়ং যুনে । নষ্টোদ্যামথ পার্শ্বত্যাং ভূমৌ হৈরণ্যলোচনিঃ ॥ ৯৫ ॥
স্মকং হস্তে সমাদায় স্বসৈন্তং পুনরাগমৎ । অন্ধকে পুনরায়াতে স্ববলং মুনিসত্তম ॥ ৯৬ ॥ আব-
র্তত মহাবুদ্ধং প্রথমাস্থরয়োঃরথ । ততো রণে স্তরশ্রেষ্ঠৌ বিষ্ণুচক্রগদাধরঃ ॥ ৯৭ ॥ নির্জঘানা-
স্তুরবলং শঙ্করপ্রিয়কামায়া । শাঙ্গচাপচ্যুতৈর্কটৈঃ সংহ্যাতা দানববর্ষভাঃ ॥ ৯৮ ॥ পঞ্চ ষট্-
সপ্ত চাষ্টৌ বা ত্রয়পাদৈর্ঘনা ইব । গদয়া কাংশ্চিদবধীচ্চক্রেণাত্তান্ জনাঙ্গিনঃ ॥ ৯৯ ॥ খড়্গেন চ
চকর্তাত্তান্ দৃষ্টাত্তান্ ভস্মসাৎ কৃতান্ । হলেনাকুষা চৈবাত্তান্ মুসলেনাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১০০ ॥
গরুড়ঃ পক্ষপাতাভ্যাং ভূতেনাপ্যরসাহনৎ । স চ দিপুরুষো ধাতা পুরাণঃ অপিতামহঃ ॥ ১০১ ॥

দধি ও লবণ আনিয়া দাও । স্বয়ংই মহাদেবের ত্রণভক্ষ করিব ॥ ৮৬ ॥ তুমি শত্রে স্বামীর
ত্রণ বিনাশে প্রবৃত্ত হও । এই বলিয়া তিনি বরাদান হইতে সমুখিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥ ভক্তিসহকারে
বুধত্বধ্বজের ধ্যান করত, অভিগমন ও পুনরায় যত্নসহকারে শরপত্র দ্বারা তাহা ছেদন করি-
লেন ॥ ৮৮ ॥ অনন্তর অন্বেষণ করত, দেখিতে পাইলেন, তাহাবা উভয়ে পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান
রহিয়াছে । তিনি সেই মায়াচ্ছাদিত কলেবর ভয়ঙ্কর দানবকে আনিতে পারিয়া ॥ ৮৯ ॥ তৎক্ষণাৎ
তথা হইতে অপমৃত্যু হইলেন । অন্ধক দেবীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, স্মককে ত্যাগ
করিয়া ॥ ৯০ ॥ সবেগে সেই হরকান্তার অনুধাবন করিল । এবং তিনি যে পথে গমন করি-
লেন, সেই পথে যাইতে লাগিল ॥ ৯১ ॥ দেবী নিরাকুল হইয়া, পাদপ্লুতির প্রচ্ছাদন করিয়া
চলিলেন । এবং অন্ধককে আগমন করিতে দেখিয়া, ভয়ান্ত হইয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন ॥ ৯২ ॥
তিনি সখীগণের সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া, উপবনে উপগত হইলে, হে মুনিপুঙ্গব ! অন্ধক
মদাক্ষ হইয়া, সেখানেও তাহার অনুগমন করিল ॥ ৯৩ ॥ তথাপি তিনি উপোদ্রেকণার্থ তাহারে
শাপ দিলেন না । তাহার ভয়ে পরমপবিত্র শ্বেতাক্কুশুমমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তদর্শনে
বিজয়াদি সখীগণ সকলে মহাশূল্যমধ্যে লীন হইলেন ।

পার্কতী অন্তর্ধান করিলে, অন্ধক স্তম্ভের ॥ ৯৫ ॥ হস্ত গ্রহণ করিয়া, পুনরায় স্বীয় সৈন্তমধ্যে
সমগত হইল । হে মুনিসত্তম ! অন্ধক পুনরায় স্ববলে আগমন করিলে ॥ ৯৬ ॥ প্রমথ ও
অস্তুরগণ তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । তখন স্তরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু চক্র ও গদা ধারণ করিয়া ॥ ৯৭ ॥
মহাদেবের প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, অস্তুরদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । প্রধান প্রধান
দানবগণ তদীয় শাঙ্গধনুর্বিনিঃসৃত শরজালে সম্যকরূপে অনুশ্রুত হইল ॥ ৯৮ ॥ তিনি সেই ষট্-
বিংশতি অস্ত্রের মধ্যে কাহাকে গদা দ্বারা ও কাহাকেও বা চক্রের আঘাতে নিহত করিলেন ॥ ৯৯ ॥
এবং অন্তান্ত অস্তুরদিগের মধ্যে কাহাকে খড়্গপ্রহারে ছিন্ন ও কাহাকেও বা দৃষ্টি দ্বারা ভস্মসাৎ
করিয়া ফেলিলেন । এবং কাহাকে হল দ্বারা আকর্ষণ ও অন্যান্যদিগকে মুশলাঘাতে চূর্ণীকৃত
করিলেন ॥ ১০০ ॥ তৎকালে গরুড় পক্ষ, ভূও বক্ষস্থলের আঘাতে দৈত্যদিগকে দলন করিতে

জাময়ন্ বিপুলং পদ্মভাষিক্ত বারিণা । সংস্পৃষ্টা ব্রহ্মতোয়েন সৰ্ব্বতীর্থময়েন হি ॥ ১০২ ॥
 গণামরগণাশ্চাপি নবা গণগতাধিকাঃ । দানবান্তে চ তোষেন সংস্পৃষ্টাশ্চাবহারিণা ॥ ১০৩ ॥
 লবাহনা লঙ্ঘ্যঃ কুলিশেনেব পৰ্জ্বতাঃ । দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহরী যুদ্ধে ষাতিয়ন্তৌ মহাসুরান্ ॥ ১০৪ ॥
 শতক্রতুশ্চ হুদাব যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ । তপাপতন্তঃ সংশ্রেক্ষ্য বলো দানবসত্তমঃ ॥ ১০৫ ॥
 নত্বা দেবং গদাপাণিং বিমানহং চ পদ্মজং । ক্রমেণ চান্দ্রবদেযাকুং মুষ্টিমুদ্যাদ্য নারদ ॥ ১০৬ ॥ বলবান্
 দানবপতিরজ্যেয়ো দেবদানবৈঃ । তমাপতন্তঃ ত্রিদশেশ্বরস্ত দোষঃ সহস্রেন যথা বলেন ॥ ১০৭ ॥
 বজ্রং পরিভ্রম্য বগন্ত মূৰ্দ্ধনি নিপাতয়ামাস সুরেশ্বরস্ত । বাঢ়ং স চান্দ্র প্রবরোপি বজ্রো জগাম
 তূর্ণং হি সহস্রা যুনে ॥ ১০৮ ॥ বলোদ্রবদৈত্যপতিশ্চ ভীতঃ পরাশ্মুখোভূৎ সুররাগ্নহর্ষে ।
 তং চাপি জন্তো বিমুখং নিরীক্ষ্য ভূত বৃত্তৌ বাক্যমুবাচ চৈদং ॥ ১০৯ ॥ তিষ্ঠত্ব রাজাসি চরাচরস্ত
 ন রাজধর্ম্যে গদতং পলায়নং । সহস্রাক্ষো জন্তবাক্যং নিশম্য ভীতস্তূর্ণং বিষ্ণুমাগামহর্ষে ।
 উপেত্যাধ ক্ষয়তাং বাক্যমীশ হং বৈ নাথো ভূতভব্যস্ত বিষ্ণো ॥ ১১০ ॥ জন্তস্তর্জয়তেত্যর্থঃ
 মাং নিরাযুধমীক্ষ্য হি । আযুধং দেহি ভগবৎস্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১১১ ॥ তমুবাচ হরিঃ
 শক্রস্ত্যক্ত্বা বজ্রং ব্রজাধুনা । প্রার্থয়দ্বায়ুধং বহুং স তে দাস্ত্যাসংশয়ং ॥ ১১২ ॥ জনার্দনবচঃ
 শ্রুত্বা শক্রস্তমিতবিক্রমঃ । শরণং পাবকমগাদিদং চোবাচ নারদ ॥ ১১৩ ॥

শক্র উবাচ । নিম্নতো মে বলং বজ্রং কুশানো শতধা গতঃ । এষ চাহয়তে জন্তস্তম্মাদেহা-
 যুধং মম ॥ ১১৪ ॥

লাগিল । সকলের বিবাতা পুরাণ আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা ॥ ১০১ ॥ বিপুল পদ্ম ভ্রামিত ও
 সলিল দ্বারা অ ভষিক্ত করিলে, তাহাঁর সেই সৰ্ব্বতীর্থময় সলিল সংস্পর্শে ॥ ১০২ ॥ গণ ও
 অমরগণ নবকলেবরধারণপূর্বক গণগতাবিক হইয়া উঠিল । দানবগণ সেই পাপহারী সলিল
 স্পর্শমাত্র ॥ ১০৩ ॥ কুলিশস্পর্শে পৰ্জ্বতের ন্যায়, বাহনসমেত লয় পাইতে ল গিল ।

ব্রহ্মা ও হরি উভয়ে মহাসুরদিগকে সংগ্রামে সংহার করিতেছেন, দর্শন করিয়া ॥ ১০৪ ॥
 শতক্রতু যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন । দানবসত্তম বল তাহাঁকে আনিতে
 দেখিয়া ॥ ১০৫ ॥ গদাপাণি জনার্দন ও বিমানবিহারী ব্রহ্মা উভয়নে যথাক্রমে প্রণাম করিয়া,
 মুষ্টি উদ্যত করত, যুদ্ধার্থ গমন করিল ॥ ১০৬ ॥ বলবান্ দানবপতি বল দেব ও দানবগণের
 অজ্যেয় । ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র তাহারে আনিতে দেখিয়া ॥ ১০৭ ॥ বজ্রঘূর্ণনপূর্বক তাহার মস্তকে
 নিপাতিত করলেন । তাহাতে সেই অঙ্গপ্রধান বজ্রও সহরে সহস্র খণ্ড হইয়া গেল ॥ ১০৮ ॥
 তখন বল ধাবমান হইলে, সুররাট ইন্দ্র ভীত ও পরাশ্মুখ হইলেন । মহর্ষে ! তাহাঁকে পরাশ্মুখ
 নিরীক্ষণ করিয়া, ভূতগণে পরিবৃত জন্তু কহিতে লাগিল ॥ ১০৯ ॥ তুমি চরাচরের রাজা ॥
 রাজধর্ম্যে পলায়নের কথা নাই, অতএব অবাস্ত্বিত কর । মহর্ষে ! সহস্রাক্ষ জন্তুর কথা শুনিয়া,
 ভীত হইয়া, সহরে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । এবং সকাশে গমন করিয়া, কহিলেন, হে ঈশ !
 আপান ভূত ও ভবিষ্যতের নাথ । আমার কথায় কর্ণপাত করুন ॥ ১১০ ॥ জন্তু আমাকে নিরস্ত
 দেখিয়া, তর্জন করিতেছে । অতএব, ভগবন্ ! আম রে আযুধ প্রদান করুন । আমি আপ-
 নার শরণাগত ॥ ১১১ ॥

ভগবান্ নারায়ণ তাহাঁরে কহিলেন, ইন্দ্র ! তুমি অবুন বজ্র ত্যাগ করিয়া, বহির নিকট
 অস্ত্র প্রার্থনা কর । তিনি তোমাকে অস্ত্র প্রদান কারবেন, সন্দেহ নাই ॥ ১১২ ॥

অমিতবিক্রম ইন্দ্র জনার্দনের কথা শুনিয়া, পাবকের শরণাগত হইয়া, বলতে লাগি-
 লেন ॥ ১১৩ ॥ হে কুশানো ! আমার বজ্র প্রহারবেগে শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে । এ দিকে
 জন্তু যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে । অতএব আমারে আযুধ প্রদান কর ॥ ১১৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তমাহ ভগবান্ বহ্নিঃ প্রীতোস্মি তব বাণব । যস্ম দর্পং পরিহৃত্য মামেব
শরণং গতঃ ॥ ১১৫ ॥ ইতুচ্চার্য্য সশক্ত্য স শক্তিং নিদ্রাম্য ভাবতঃ । প্রাদাদিত্যায় ভগবান্
রোচমানো দিবং গতঃ ॥ ১১৬ ॥ আমাদায় তদা শক্তিং শতঘণ্টাং সুদারুণাং । প্রতুদ্যযৌ তদা
জন্তুং হস্তকামো রিমর্দনঃ ॥ ১১৭ ॥ তস্মাভিসহিতঃ শক্রঃ সহ সৈন্তৈরভিজিতঃ । ক্রোধঃ চক্রৈ
তদা জন্তো নিজঘান গজাধিপং ॥ ১১৮ ॥ জন্তুমুষ্টিনিপাতেন ভগকুন্তকটো গজঃ । নিপাত
যথা গৈলঃ শক্রবজ্রহতঃ পুরা ॥ ১১৯ ॥ পতমানং গজেন্দ্রং তু শক্রশ্চাপ্লুত্যা বেগবান্ । ত্যক্তৈব
মন্দরগিরিং প্রবাতো বসুধাতলে ॥ ১২০ ॥ তং পতন্তঃ হরিং সিদ্ধাচারণাশ্চ তদাক্রবন্ । মামা
শক্রপতন্যাদ্য ভূতলে তিষ্ঠ বাসব ॥ ১২১ ॥ স তেষাং বচনং শ্রুত্বা যোগী তত্বে ক্রণং তদা ।
প্রাহ চৈতান্ কথং যোৎস্যে পতন্তৈ শক্রভিঃ সহ ॥ ১২২ ॥ তবুচ্ছর্দেবগন্ধর্কী মা বিযাদং ব্রজেশ্বর ।
বুধাস্ত্বং সমাক্রুত প্রেষয়ামো জগজ্জথং ॥ ১২৩ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বিপুলং রথং স্তম্ভিকলক্ষণং ।
বানরধ্বজসংযুক্তং সহতৈর্হরিভির্যুতং ॥ ১২৪ ॥ শুদ্ধজাশূনদময়ং কিকিনীজালমণ্ডিতং । শক্রায়
প্রেষয়ামাসুর্কিঞ্চাবসুপুরোগমাং ॥ ১২৫ ॥ তমাগতমুদীক্ষ্যাত্ হীনঃ সারথিনা হরিঃ । প্রাহ
যোৎস্যে কথং যুদ্ধে সংযমিষ্যে কথং হয়ান্ ॥ ১২৬ ॥ যদি কশ্চিচ্চ সারথ্যাং করিষ্যাতি মমাদুনা ।
ততোহং ঘাতয়ে শক্রান্যাত্যেতি কথঞ্চন ॥ ১২৭ ॥ ততোক্রবন্তে গন্ধর্কী নাস্যাকং সারথির্কিভো ।
বিদ্যতে স্বয়মেবাশ্বান্ সয়ং সংযুক্তমহতি ॥ ১২৮ ॥ ইত্যেবমুক্তে ভগবাংস্ত্যক্ত্বা স্মন্দনমুত্তমং ।
স্মাতলং নিপপাঠৈব পরিভ্রষ্টঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ১২৯ ॥ চলন্মোলিং মুক্তকচং পরিভ্রষ্টা যুধাম্পদং ।

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ বহ্নি তাহাঁরে কহিলেন, হে বাণব ! আমি আপনার প্রতি প্রীতি-
মান হইয়াছি । যেহেতু, আপনি স্বর্গত্যাগপুরঃসর আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন ॥ ১১৫ ॥ এই
প্রকার কহিয়া, তিনি স্বকীষ অসাধারণ প্রভাববলে আপনার শক্তি হইতে শক্তি নিদ্রামিত
করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদানপূর্ব্বক, রোচমান হইয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ১১৬ ॥

অরিমর্দন ইন্দ্র সেই শতঘণ্টাদমবিত সুদারুণ শক্তি গ্রহণ করিয়া, জন্তুর নিধনসাধনমানসে
প্রতিপ্রাণ করিলেন ॥ ১১৭ ॥ এইরূপে তিনি শক্তি সহিত সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অভি-
ক্রুত হইলে, জন্তু জাতক্রোধ হইয়া, ঐরাবতকে আঘাত করিল ॥ ১১৮ ॥ জন্তুর মুষ্টিগ্রহণে
কুন্ত ভগ্ন হইয়া গেল । ঐরাবত ইন্দ্রের বজ্রাহত পর্কতের ন্যায়, পতিত হইল ॥ ১১৯ ॥ গজেন্দ্র
পতমান হইলে, শক্র সবেগে লক্ষপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে ত্যাগ করিয়া, বসুধাতল অশ্রয় করি-
লেন ॥ ১২০ ॥ তিনি পতিত হইতে লাগিলে, সিদ্ধ ও চারণগণ তাহাঁরে বারম্বার প্রতিষেধ
করিয়া কহিলেন, আপনি পতিত হইবেন না । অদ্য ভূতলে অবস্থিতি করুন ॥ ১২১ ॥ যোগী
ইন্দ্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি পতিত হইয়া,
কিরূপে শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১২২ ॥ দেব ও গন্ধর্কগণ প্রতুত্তর করিলেন, হে ঈশ্বর ।
আপনি বিষম হইবেন না । আমরা রথ প্রদান করিতেছি । আপনি তাহাতে আরোহণ
করিয়া যুদ্ধ করুন ॥ ১২৩ ॥ এই বলিয়া, বিশ্বাবসুপ্রমুখ সেই গন্ধর্কাদিগণ স্তম্ভিকলক্ষণ বিপুল
রথ ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন । ঐ রথ বানরধ্বজসংযুক্ত, সহত অশ্বগণে পরিচালিত,
বিশুদ্ধ জাশূনদে বিনির্ম্মিত, এবং কিকিনীজালবিমণ্ডিত ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

ইন্দ্র সেই সারথিহীন রথ সমাগত দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি কখনই বা যুদ্ধ
করিব, আর কখনই বা অশ্বদিগকে সংযমিত করিব ? ॥ ১২৬ ॥ যদি কেহ অধুনা আমার সারথ্য
করে, তাহা হইলে, শত্রুকুল নির্মূল করিতে পারি । নতুবা, কখনই পারিব না ॥ ১২৭ ॥

গন্ধর্ক কহিল, আমাদের সারথি নাই । অতএব সয়ং অশ্বদিগকে সংযমিত করুন ॥ ১২৮ ॥
তাহারা এই কথা কহিলে, ভগবান্ শতক্রতু সেই সুপ্রশস্ত স্মন্দন ত্যাগ করিয়া, পরিভ্রষ্ট হইয়া,

তং পতন্তঃ সহস্রাক্ষং দৃষ্ট্ৱ। ভূঃ সমকম্পিত ॥ ১৩০ ॥ পৃথিব্যাং কম্পমানারাং সমীপস্থা তপস্বিনী।
ভাৰ্য্যাৱবীৎ প্রভো বাণং বহিঃ কুরু যথামুখং ॥ ১৩১ ॥ স তু ভাৰ্য্যাবচঃ শ্রদ্ধা কিমর্থমিতি চা-
ৱবীৎ। সা চাহ শ্রুত্যাং নাথ দৈবজ্ঞপরিভাসিতং ॥ ১৩২ ॥ যদেয়ং কম্পতে ভূমিস্তদা প্রক্ষি-
প্যতে বহিঃ। যদাহতো মুনিশ্রেষ্ঠ তন্তুবেদিত্ত্বং মুনে ॥ ১৩৩ ॥ এতদ্বাক্যং তদা শ্রদ্ধা বাল-
মাদায় পুত্রকম্। নিরাশঙ্কো বহিঃ শীঘ্রং প্রাক্ষিপৎ স্নাতলে দ্বিজঃ ॥ ১৩৪ ॥ ভূয়ো গোযুগলার্থায়
প্রবিষ্টো ভাৰ্য্যয়া দ্বিজঃ। নিবারিতো যদাযাসীত্তব হানিৰ্ভবিষ্যতি ॥ ১৩৫ ॥ ইত্যেবমুক্তে
দেবর্ষির্কহিনির্গম্য বেগবান্। দদর্শ বালদ্বিতয়ং সমরূপমবাস্বতং ॥ ১৩৬ ॥ তং দৃষ্ট্ৱ দেবতা-
পূজাং ভাৰ্য্যাঞ্চাস্তুতদর্শনম্। প্রাহ তত্বং ন বিন্দামি যৎ পৃচ্ছামি বদস্ব তৎ ॥ ১৩৭ ॥ বালস্তাত্ত
দ্বিতীয়স্ত কে ভাবয়াদ্ভণাঃ কিল। গালবেন তু যচ্ছোক্তং কৰ্ম তৎ কথয়াধুনা ॥ ১৩৮ ॥ সাত্ৰবী-
ন্নাদ্য বক্ষ্যে বৈ বদিষ্যামি পুনঃ প্রভো। সোহত্ৰবীদ্ধদ চাঈদ্যব নোচেন্নামি ভোজনং ॥ ১৩৯ ॥
সা প্রাহ শ্রুত্যাং ব্রহ্মন্ বদিষ্যে বচনং হিতং। কাতরগাদ্য যৎ পৃষ্টং হরের্বস্তা ভবেদধম্ ॥ ১৪০ ॥
ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাল এব অচেতনঃ। হরের্জগাম সাহায্যং কৰ্ত্তুং রথবিশা-
রদঃ ॥ ১৪১ ॥ তং ব্রহ্মত্বং হি গন্ধৰ্ব। বিশ্বাবস্তুপুরোগমাঃ। জ্ঞাত্বৈন্দ্রৈশ্চ সাহায্যং তেজসা
সমবর্দ্ধয়ন্ ॥ ১৪২ ॥ গন্ধৰ্বতেজসা যুক্তঃ শিশুঃ শক্রং সমেত্য হি। প্রোবাচাতোহি দেবেশ

রসাতলে পতিত হইলেন ॥ ১২৯ ॥ তাহার মৌলি বিচলিত হইল, কেশপাশ আলুল দ্বিত হইয়া
পড়িল, এবং আয়ুর্দাম্পদ পরিলভ্য হইল। সহস্রাক্ষ পতিত হইলেন, দর্শন করিয়া, পৃথিবী কম্পিত
হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩০ ॥ পৃথবী কম্পিত হইলে, কোন ব্রাহ্মণের সমীপচারিণী তপস্বিনী
সহস্রাক্ষিনী সান্নিকৈ কহিলেন, প্রভো! আমাদের এই বালককে যথামুখে বাহিরে লইয়া
যান ॥ ১৩১ ॥ দ্বিজ পত্নীর কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে বাহিরে লইয়া যাইতে
বলিতেছ ?

ভাৰ্য্যা কহিলেন, নাথ! শ্রবণ করুন। দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ॥ ১৩২ ॥ পৃথিবী
কম্পিত হইল, তৎকালে যে বস্তুকে গৃহের বাহির করা যায়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাই দ্বিগুণ
হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥ এই কথা শুনিয়া, সেই দ্বিজ তৎক্ষণাৎ বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া,
নিঃশঙ্কিতচিত্তে শীঘ্র বাহিরে লইয়া গিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥ পুনরায় গো-
যুগল গ্রহণ করিবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইল, ভাৰ্য্যা তাঁহারে নিবারণ করিয়া কহিলেন,
গোযুগলকে বাহির করিলে, আপনার হানি হইবে ॥ ১৩৫ ॥ ভাৰ্য্যা এই কথা বলিলে, সেই
দ্বিজ সবেগে বহির্গত হইয়া, দেখিলেন, পরস্পর-সমান-রূপবিশিষ্ট দুইটি বালক তথায় উপবিষ্ট
রহিয়াছে ॥ ১৩৬ ॥ দেবগণের পুত্রনীয় সেই দ্বিতীয় বালককে অবলোকন করিয়া, অদ্ভুতদর্শনা
ভাৰ্য্যারে কহিলেন, আমি জ্ঞানি না, বলিয়াই তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অতএব, তুমি
বল ॥ ১৩৭ ॥ এই দ্বিতীয় বালক কীদৃশ-গুণসম্পন্ন হইবে? এবং কিরূপ কর্মের অনুসরণ
করিবে। গালব উহা বলিষ ছেন। তুমি এক্ষণে আমার নিকট উহা কীৰ্ত্তন কর ॥ ১৩৮ ॥
ভাৰ্য্যা কহিলেন, অদ্য আমি বলিব না; সময়ান্তরে কহিব। দ্বিজ উত্তর করিলেন, অদ্যই
বলিতে হইবে; নচেৎ, আমি আশ্রয় করিব না ॥ ১৩৯ ॥ ভাৰ্য্যা কহিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রবণ
করুন, আপনি কাতর হইয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি; এই বালক ইন্দ্রের
সার্থক হইবে ॥ ১৪০ ॥

ব্রাহ্মণী এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই নিতান্ত মুগ্ধসভাব রথবিশারদ বালক ইন্দ্রের
সাহায্য করিবার জন্য গমন করিল ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বাবস্তুপ্রমুখ গন্ধৰ্বগণ ইন্দ্রের সাহায্য হইবে,
জানিয়া, গমনদমনে সেই বালককে তেজঃ দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ১৪২ ॥ ঐ শিশু গন্ধৰ্ব-

প্রিয়ো যন্তা ভবামি তে ॥ ১৪৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চ হরিঃ প্রাহ কস্যা পুত্রোপি বালক । সংয-
তাসি কথং চ'স্থান্ সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪৪ ॥ সোহব্রবীচ্ছমীকপুত্রঃ মাং স্ম্যভবং বিদ্ধি
বাসব । গন্ধর্ব্বতেজসা যুক্তং বাজিধানবিশারদং ॥ ১৪৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ শক্রঃ খে বভৌ
ষে'গিনাং বয়ঃ । স চাপি বিপ্রতনয়ো মাতলিনাম বিক্রতঃ ॥ ১৪৬ ॥ ততোধিক্রুতঃ সুরথং শক্র-
জ্জিদশপুত্রবঃ । রশ্মীন্ শমীকতনয়ো মাতলিঃ প্রগৃহীতবান্ ॥ ১৪৭ ॥ ততো মন্দরমাগম্য বিবেশ
রিপুবাহিনীং । প্রবিশ্য দদৃশে ক্রীমান্ প্রধিতং কার্ম্মকং মহৎ ॥ ১৪৮ ॥ সশরং পঞ্চবর্ণং তৎ
সিতরক্তানিভাক্ষণং । পাণ্ডুচ্ছায়ং সুরশ্রেষ্ঠস্তজ্জগাহ সমাগমং ॥ ১৪৯ ॥ ততস্ত মনসা দেবান্
রজঃসত্তমোময়ান্ । নমস্কৃত্য শরক্ষাপে সাধিজ্যে বিনিবোজয়ৎ ॥ ১৫০ ॥ ততো নিশ্চেকরত্যাগ্ৰাং
শর্য বর্হিণবাসসঃ । ব্রহ্মণবিকুনাগাঙ্কাঃ সূদয়ন্তোশ্বরান্ রণে ॥ ১৫১ ॥ আকাশঃ বিদিশঃ পৃথ্বীঃ
দিশশ্চ স শরোঃসরৈঃ । সহস্রাক্ষোহরিপক্ষাংশ্চ ছ দয়ামাস নারদ ॥ ১৫২ ॥ গজো বিদ্ধো-
হয়ো ভিন্নঃ পৃথিব্যাং পতিতো রথী । মহামাত্রো ধরাং প্রাপ্তো জন্তুশ্চাপি শরাতুরঃ ॥ ১৫৩ ॥
পদাতিঃ পতিতো ভূমৌ শক্রমর্গগতাড়িতঃ । হতপ্রধানং ভূয়িষ্ঠং বলং তচ্চাভবদ্রপে ॥ ১৫৪ ॥
তং শক্রবাণাভিহতং ছরাসদং সৈন্যং সমালক্ষ্য তদা কুজস্তঃ । জন্তাশ্বরশ্চাপি সুরেশমবায়ং
প্রজগতুর্গৃহ গদে সূঘোরে ॥ ১৫৫ ॥ তাবাপত্যন্তো ভগবান্নিগ্রীক্ষ্য সূদর্শনেনারিবিনাশনেন ।
বিষ্ণুঃ কুজস্তং নিজঘান বেগাৎ স স্যন্দনাদগাং তপতদাতাসুঃ ॥ ১৫৬ ॥ তস্মিন্ হতে ভ্রাতরী মাধবেন

তেজে আবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের সকাশে যাইয়া, কহিতে লাগিল, হে দেবেশ ! আমি
আপনার প্রিয় সাহসি হইব ॥ ১৪৩ ॥ ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া, তাহারে কহিলেন অ'য়ি বালক !
তুমি কাহার পুত্র ? কিরূপেই বা অশ্বদিগকে সংযত করিবে ? আমার নন্দেহ হইতেছে ॥ ১৪৪ ॥
বালক কহিল, আমি শমীকের পুত্র, পৃথিবীতে জন্মিয়াছি ও গন্ধর্ব্বগণের তেজে আবিষ্ট হইয়াছি ।
এবং অশ্বচালনে আমার সবিশেষ পারদর্শিতা আছে, জানিবেন ॥ ১৪৫ ॥

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া, আকাশে বিরাজমান ও সেই বালকও মাতলিনামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৪৬ ॥
অনন্তর ত্রিদশপুত্রব বাসব সেই সুরশ্রেষ্ঠ রথে অধিক্রুত হইলে, শমীকতনয় মাতলি অশ্বগণের
রশ্মি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪৭ ॥ তৎপরে ইন্দ্র মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়া, শক্রগণের সৈন্যমধ্যে
প্রবিষ্ট হইলেন । প্রবিষ্ট হইয়া, সুবিশাল ও সুপ্রসিদ্ধ শরাসন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪৮ ॥
ঐ শরাসন সিত, রক্ত অসিত ও অরুণ ইত্যাদি পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট এবং উহার প্রতিভা
পাণ্ডুরবর্ণে রঞ্জিত । তিনি সেই সশর শরাসন গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥ এবং মনে মনে রজঃসত্তমোময়
দেবগণকে প্রণাম করিয়া, গুণযোজনাসহকারে ঐ ধনুতে শর সন্ধিত করিলেন ॥ ১৫০ ॥ তখন
তাহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহা দেবের নামাঙ্কিত বর্হিপত্রাংশিষ্ট অতু গ্র শর সকল বিনর্গত
হইয়া, দানবদল দলন করিতে লাগিল ॥ ১৫১ ॥ সেই শরজালে তিনি দিক্, বিদিক্, আকাশ ও
পৃথিবী এবং শক্রপক্ষকে একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫২ ॥ এবং গজসকলকে
বিদ্ধ, হয়সকলকে বিদীর্ণ, ও রথীসকলকে ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন । এবং মহা-
মাত্রকে ধরাসাৎ ও জন্তুকে আতুরতাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন ॥ ১৫৩ ॥ তদীয় শরপরাশ্রায়
পরিতাড়িত হইয়া, পদাতিসকল পৃথিবীতে পতিত হইল । ক্ষণমধ্যেই রণস্থলে সেই সুবিশাল
বাহিনী হতগণে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৫৪ ॥

ছরাসদ দৈত্যসৈন্য ইন্দ্রের বাণে অভিহত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, জন্তু ও কুজস্ত উভয়ে
অতীবভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিয়া, সেই অবিনাশী দেবরাজের উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ১৫৫ ॥
ভগবান্ জনার্দন তাহাদিগকে আনিতে দেখিয়া, শক্রবিনাশন সূদর্শনের আঘাত করিলে,
কুজস্ত গতাসু হইয়া, সবেগে স্যন্দন হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ১৫৬ ॥ জনার্দন কর্তৃক

অন্তস্ততঃ ক্রোধবশং জগাম ক্রোধাবিহঃ শক্রমুপালব্ধব্রজে সিংহং যথৈণো হি বিপন্নবুদ্ধিঃ ॥ ১৫৭ ॥
তমাপত্যন্তং প্রসমীক্ষ্য শক্রস্ত্যক্তৈকৈব চাপং সশরং মণায় । অত্রাহ শক্তিং যমদণ্ডকল্পাং পশ্যাত্ততো
অন্তবধে সমৰ্জ ॥ ১৫৮ ॥ শক্তিকং ঘণ্টাস্বরসম্বনাং বৈ দৃষ্ট্বাপত্যন্তীং গদয়া জঘান । গদাঞ্চ কুত্বা সহসৈব
ভস্মসাধিভেদ জন্তুং হৃদয়ে চ তূর্ণং ॥ ১৫৯ ॥ শক্ত্যা স ভিন্নো হৃদয়ে সুরারিঃ পপাত ভূম্যাং
বিগতাস্থয়েব । তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং দৈত্যাস্ত ভীতা বিমুখা বভূবুঃ ॥ ১৬০ ॥
জন্তু হতে দৈত্যাবলে চ ভগ্নে গণাস্ত জষ্টা হরিমচ্চরন্তঃ । বীৰ্য্যং প্রশংসন্তি শতক্রতোশ্চ স গোত্রভিঃ
সৰ্ক্ষমুপেত্য তস্থৌ ॥ ১৬১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাত্তর্ভাবে জন্তুকুজন্তুবধো ন্যট্টমকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । তস্মিংস্তদা দৈত্যাবলে চ ভগ্নে শক্রোত্রবীদক্ককমাস্থরেজ্ঞঃ । এত্বেহি বীরাণ্য
গতা মহাসুরা যোঃশ্রাম ভূষো হরমেত্য শৈলং ॥ ১ ॥ তমুবাচাক্ককো ব্রহ্মন্ সম্যক চ ভবতো-
দিতং । রণাশ্রৈবাপয়াম্যমি কুলং বাপদিশন্ স্বয়ং ॥ ২ ॥ পশু স্বং দ্বিজশার্দূল মম বীৰ্য্যং স্মৃচ্ছরং ।
দেবদানবগন্ধৰ্ব্বান্ ভেষ্যো সেল্লমহেশ্বরান্ ॥ ৩ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং হিরণ্যাক্ষস্তোদ্ধকঃ ।
সমাশ্রাস্যাত্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ সারথিঃ মধুরাক্ষরং ॥ ৪ ॥ সারথে বাহয় রথং হরাভ্যাসং মহাবল ।
য বস্নিহস্মি বাণৌঘৈঃ প্রমথানথ বাহিনীং ॥ ৫ ॥ ইত্যাক্কবচঃ শ্রুত্বা সারথিস্তরগাংস্তদা । কুলবর্ণা-

ভ্রাতা নিহত হইলে, জন্তু ক্রোধের বশতাপন্ন হইল । ক্রোধের বশতাপন্ন ও তজ্জন্য বিপন্নবুদ্ধি
হইয়া, মৃগ যেমন সিংহের প্রতি, তদ্রূপ ইন্দ্রের বিপক্ষে গমন করিল ॥ ১৫৭ ॥ মহাত্মা ইন্দ্র
তাহাকে আপতিত অবলোকন করিয়া, সশর শরাসূন ত্যাগ ও যমদণ্ড সদৃশী শক্তি গ্রহণ পূর্বক
জন্তুর বধার্থ বিদর্জন করিলেন ॥ ১৫৮ ॥ সেই ঘণ্টাস্বরসম্বিত শক্তি আগমন করিতেছে, দর্শন
করিয়া, সে গদার আঘাত করিল । কিন্তু ঐ শক্তি গদা ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ ও জন্তুর
হৃদয় নড়রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৫৯ ॥ শক্তির আঘাতে হৃদয় বিদারিত হইলে, সুরারি
জন্তু একবারেই গতাস্থ হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল । জন্তু সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূতল আশ্রয়
করিল, দেখিয়া দৈত্যগণ ভীত হইয়া, রণে পরাভূত হইল ॥ ১৬০ ॥ জন্তু নিহত ও দৈত্যসৈন্ত
রণে ভগ্ন হইলে, গণসকল তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের অর্চনা ও তদীয় বীৰ্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ।
তখন দেবরাজ মহাদেবের সমীপে গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৬১ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে জন্তুকুজন্তুবধনামক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যসৈন্য রণে ভঙ্গ দিলে, সুরেন্দ্র বাপব অসুরেন্দ্র অন্ধককে কহিলেন,
মহাসুরসকল গমন করিয়াছে । আইস, অদ্য উভয়ে হরশৈল আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধ করিব ॥ ১ ॥

ব্রহ্মন্ ! অন্ধক উত্তর করিল, তুমি সৰ্ক্ষথা সমাচীনবাক্য প্রয়োগ করিয় ছ । আমি স্বয়ং
কুলধর্ম রক্ষা করত, কখনই সংগ্রাম হইতে অপমান করিব না ॥ ২ ॥ হে দ্বিজশার্দূল ! তুমি
আমার স্মৃচ্ছর বীৰ্য্য অবলোকন কর । আমি ইন্দ্র ও মহেশ্বরের সহিত দেব, দানব ও গন্ধৰ্ব্ব-
দিগকে জয় করিতে পারি ॥ ৩ ॥ হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক এইপ্রকার কহিয়া, জাহক্রোধ হইয়া,
সারথিকে মধুরাক্ষরে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ অগ্নি মহাবল সারথি !
তুমি মহাদেবের সকাশে রথ লইয়া চল । আমি শরজালে সমুদায় প্রমথ ও বাহনী বিনাশ
করিব ॥ ৫ ॥

এবং হি সপ্তরূপোহসৌ কথ্যতে ভৈরবো যুনে । বিঘ্নরাজোহষ্টমঃ প্রোক্তো ভৈরবাষ্টকমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
 ততো মহামুনা দৈত্যঃ শূলপ্রোতো মহাসুরঃ । ছত্রবন্ধারিতো ব্রহ্মরিজাবৃধসমপ্রভঃ ॥ ৩৭ ॥
 তদত্মবুধগং ব্রহ্মন্ শূলভেদাদবাপতৎ । যেনাকঠং মহাদেবো মগ্নঃ স সপ্তমুর্তিমান্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ
 শ্বেদোভবন্তু রি নিশ্রমাৎ শঙ্করস্ত তু । লল টফলকান্তস্মাজ্জাতা কন্তাস্থগ প্রুতা ॥ ৩৯ ॥ যন্তুম্যাং
 স্তপতদ্বিধা শ্বেদবিন্দুর্কিনাশনাৎ । তস্মাদজারপুঞ্জালো বালকঃ সমজায়ত ॥ ৪০ ॥ স চাপি
 ভূষিতোত্যর্থং পপৌ কধিরমাক্ককং । কন্তা চোৎকতসংজাতা অস্কৃ চাবলিহৃদ্রুতা ॥ ৪১ ॥
 ততস্তামাহ দেবেশো বালার্কসদৃশপ্রভাং । শঙ্করো বরদো লোকে শ্রেয়োর্থং হি বচো মহৎ ॥ ৪২ ॥
 ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি সুরা মহর্ষি পিতরন্তথা । যক্ষদিদ্যাধরাষ্টৈশ্চ মানবাস্ত শুভঙ্করি ॥ ৪৩ ॥ ত্বাং
 স্তোষ্যন্তি ন সন্দেহো বলিপুষ্পে ঐকরোৎকটৈঃ । চর্চিকৈতি শুভগ্রাম যস্মাদ্ভুধির চর্চিতা ॥ ৪৪ ॥
 ইত্যেবমুক্তা বরদেন চর্চিকা ভূয়োহুচ্যতা গিরিবিদ্যাবাসিনীম্ । মহীংসমস্তাধিচচার স্কন্দরী
 স্থানং গতা হিঙ্গুলকান্তিমুত্তমং ॥ ৪৫ ॥ তস্মাৎ গতারাং বরদঃ কুজস্ত প্রাদাৎসরং সর্ববরোত্তমং
 যৎ । গ্রহাধিপত্যং জগতঃ শুভাশুভং ভবিষ্যতে তে ব্যসনং গ্রহাভুটৈঃ ॥ ৪৬ ॥ হরোদ্ধকঃ
 বর্ষসহস্রমাত্রং দিব্যং স্বনেত্রার্কহতাশনেন । চকার সংস্কবলং সশোণিতং ভগস্থিশেষং ভগবান্
 স ভৈরবঃ ॥ ৪৭ ॥ তজ্জাগ্রিনা শস্ত্রসমুত্তবেন স মুক্তপাপো সুররাট্ বভূব । ততঃ প্রজানা

বলিরা থাকে । অষ্টম ভৈরবের নাম বিঘ্নরাজ । সর্বসমেত ভৈরবাষ্টক কথিত
 হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ! অনন্তর মহামুনা মহাদেব মহাসুরকে শূলপ্রোত করিয়া, ছত্রবৎ ধারণ করিলে,
 ইন্দ্রাবৃধের ন্যায়, তাহার শোভা হইল ॥ ৩৭ ॥ তৎকালে শূলভেদ হইতে যে শোণিত নিপতিত
 হইল, তদ্বারা সপ্তমুর্তি মহাদেবের কঠ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া গেল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর পরিশ্রমবশতঃ
 শঙ্করের ললাটফলক হইতে রাশি রাশি ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হইতে লাগিল । তাহা হইতে শোণিত-
 পারিপ্লুতা কন্তা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে তাঁহার যে শ্বেদবিন্দু ভূমিতে নিপতিত
 হইল, তাহা হইতে অজারপুঞ্জসন্নিভ বালক অবতরণ করিল ॥ ৪০ ॥ ঐ বালক ভূষিত হইয়া,
 অন্ধকের শোণিত পান করিতে লাগিল । তৎকালে উৎকত হইতে সমুত্তৃত কন্তাও সবেগে
 অস্কলেহনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর সকলের বরদাতা, দেবদেব শঙ্কর সেই বালার্কসদৃশপ্রভ শালিনী কন্তারে শ্রেয়ঃসাধ-
 নার্থ উদারবাক্যে কহিলেন ॥ ৪২ ॥ মহর্ষিগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ এবং যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ ও
 মানবগণ তোমার পূজা করিবে ॥ ৪৩ ॥ হে শুভঙ্করি ! তাহার সকলেই বলি ও পুষ্পাংকর
 প্রদানপুরঃসর ত্বদীর সন্তোষলাধনে প্রবৃত্ত হইবে । যেহেতু, তুমি কধিরে চর্চিতা হইয়াছ,
 সেইহেতু, তোমার নাম চর্চিকা হইবে ॥ ৪৪ ॥

বরদ মহাদেব এইরূপ কহিলে, স্কন্দরী চর্চিকা গিরিবর বিদ্যে বাস করিতে লাগিল ।
 অনন্তর পুনরায় প্রস্থান করিয়া, পৃথিবীর চতুর্দিক বিচরণ করিতে করিতে, হিঙ্গুলকংপর্ষতে গমন
 করিল ॥ ৪৫ ॥ চর্চিকা গমন করিলে, বরদ মহাদেব কুজকে সর্ববরোত্তম বর দিয়া কহিলেন,
 তুমি গ্রহাধিপতি হইয়া, জগতের শুভাশুভ বিধান করিবে । গ্রহান্তরকর্তৃক তোমার কখন
 বিপৎ উপস্থিত হইবে না ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব দিব্যবর্ষসহস্রমাত্রে আপনার নেত্রোখিত হতাশন ও সূর্য্য দ্বারা
 অন্ধকের বলশোষণ ও শোণিত নিঃশেষিত করিয়া, স্বকৃ ও অস্থিমাত্র অবশেষ করিলেন ॥ ৪৭ ॥
 শস্ত্রসমুত্তৃত অগ্নির সংস্পর্শে তাহার সমুদায় পাপ পরিহৃত হইল । তখন সে প্রজাগণের ঈশ্বর,

বহুরূপমীশং নাথং চি সৰ্ব্বশ্চ চরাচরন্ত ॥ ৪৮ ॥ জাহ্নব সৰ্ব্বেশ্বরমীশমব্যয়ং ত্রৈলোক্যনাথং
বরদং বরেণ্যং । সৰ্ব্বৈঃ সুরাদৈর্নামীড্যাদ্যঃ ততোদ্ধকঃ স্তোত্রমিদঞ্চকার ॥ ৪৯ ॥

অঙ্কক উবাচ । নমোস্তু তে ভৈরব ভীমমূর্তে ত্রৈলোক্যগোত্রে সিতশূলপাণে । কপালপাণে
ভুজগেশহার ত্রিনেত্র মাং পাহি বিপন্নবুদ্ধিঃ ॥ ৫০ ॥ জয়স্ব সৰ্ব্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে সুরাসুরৈর্কলিত-
পাদপীঠ । ত্রৈলোক্যমাতুরবে বুধাক ভীতঃ শরণ্যঃ শরণাগতোস্মি ॥ ৫১ ॥ স্বাং নাথ দেবাঃ
শিবমীরয়ন্তি সিদ্ধা হরঃ স্থানু মহর্ষয়শ্চ । ভীমঞ্চ যক্ষা মনুজা মহেশ্বরং ভূতানি ভূতাপিষ্মুচয়ন্তি ॥ ৫২ ॥
নিশাচরাস্ত্রগ্রন্থপাচরন্তি ভবেতি পুণ্যাঃ পিতরো নমস্তে । দাসোস্মি ভূত্যং হর পাহি মহাং পাপক্ষয়ঃ
যে কুরু লোকনাথ ॥ ৫৩ ॥ ভবাংশ্চিদেবদ্বিযুগদ্বিধর্ম্মাতিপুঙ্করশ্চাসি বিভো ত্রিনেত্র । ত্র্য্যাক্রুণিষুং
শ্রুতিরব্যয়ান্না পুনীহি মাং স্বাং শরণং গতোস্মি ॥ ৫৪ ॥ ত্রিণাটিকেতদ্বিপদপ্রতিষ্ঠঃ ষড়ঙ্গবিৎ
জীবীবিষয়েষলুকঃ । ত্রৈলোক্যনাথো সি পুনীহি শস্ত্রো দাসোস্মি ভীতঃ শরণাগতস্তে ॥ ৫৫ ॥
কৃতো মহাশঙ্কর তেপরোধো ময়া মহাভূতপতে গিরীশ । কামারিণা নির্জিতমানসেন প্রসাদয়ে স্বাং
শিরসা নতোস্মি ॥ ৫৬ ॥ পাপোহং পাপকর্ম্মহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ । ত্রাহি মাং দেবদেবেশ
সর্বপাপহারো ভব ॥ ৫৭ ॥ মম নৈবাপরাধোস্তি স্বয়া বৈ তাদৃশোপ্যহং । স্পৃষ্টঃ পাপসমাচারো মাং
প্রসন্নো ভবেশ্বর ॥ ৫৮ ॥ স্বং কর্তা চৈব ধাতা চ জয় স্বং চ মহাদয় । স্বং মঙ্গল্যস্তমোদ্ধারস্ত-

চরাচর জগতের নাথ, বহুরূপধর ॥ ৪৮ ॥ সৰ্ব্বেশ্বর, অবিনশ্বর, ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা, সকলের
বরদাতা, বরেণ্য, সকল লোকের নিয়ামক, সুর প্রমুখ সকলের বন্দনীয় ও নমস্কৃত এবং সকলের আদি
মহাদেবকে অবগত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ তুমি ভৈরব ও ভীমমূর্তি,
তুমি ত্রৈলোক্যের গোপ্তা এবং তুমি সুশাসিত শূল ধারণ করিয়া থাক ; তোমাকে নমস্কার ।
তুমি কপালপাণি ; তুমি বাসুকিরূপ হারে বিমণ্ডিত, তুমি ত্রিনেত্র ; তোমাকে নমস্কার ।
আমার বুদ্ধি বিপন্ন হইয়াছে ; আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫০ ॥ তুমি সকলের ঈশ্বর । তুমি বিশ্বমূর্তি ।
সুরাসুর সকলেই তোমার পাদপীঠের বন্দনা করে ; তোমার জয় হউক । তুমি ত্রৈলোক্যের
জননী ও গুরু ; তুমি বুধাক । তুমি সকলের শরণদাতা ; এইজন্ত, আমি ভীত হইয়া, তোমার
শরণাগত হইলাম ॥ ৫১ ॥ হে নাথ ! দেবগণ তোমাকে শিবনামে নির্দেশ ও সিদ্ধগণ তোমাকে
হরনামে উল্লেখ করেন ; মহর্ষিগণ তোমাকে স্থানু বলিয়া থাকেন, যক্ষগণ তোমাকে ভীমনামে
ও মনুজগণ মহেশ্বরনামে ও ভূতগণ ভূতাপিষ্মনামে কীর্তন করে ॥ ৫২ ॥ এবং নিশাচরগণ
তোমাকে উগ্র ও পরমপবিত্রসভাব পিতৃগণ তোমাকে ভবশব্দে আখ্যাত করিয়া থাকেন ;
তোমাকে নমস্কার । হে হর ! আমি তোমার দাস ; আমাকে রক্ষা কর । হে লোকনাথ !
আমার পাপ ক্ষয় কর ॥ ৫৩ ॥ তুমি ত্রিদেব ও ত্রিযুগ ; তুমি ত্রিধর্ম্মাও ত্রিপুঙ্কর ; তুমি ত্রিনেত্র
ও সর্বব্যাপী ; তুমি ত্র্য্যাক্রুণি শ্রুতিস্বরূপ ; তুমি অব্যয়ান্না ; আমি তোমার শরণাগত
হইলাম ; আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫৪ ॥ তুমি ত্রিণাটিকেত ও ত্রিপদপ্রতিষ্ঠ ; তুমি ষড়ঙ্গবিৎ
ও জীবীবিষয়ে লোভশূন্য ; তুমি ত্রিলোকীর নাথ ; আমাকে পবিত্র কর । হে শস্ত্রো !
আমি তোমার দাস । সম্প্রতি ভয়যোজিত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি ; আমাকে রক্ষা
কর ॥ ৫৫ ॥ হে মহাশঙ্কর ! হে মহাভূতপতে । হে গিরিশ ! আমি তোমার নিকট অপরাধী
হইয়াছি । অধুনা, আমার মন নির্জিত ও কামের বিপক্ষে উখিত হইয়াছে ; তৎসহায়ে
মন্তক দ্বারা আমি প্রণাম করিয়া, তোমারে প্রসন্ন করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ আমি পাপস্বরূপ, পাপ-
কর্ম্মা, পাপাত্মা ও পাপসম্ভব । তুমি সর্বপাপ বিনাশ করিয়া থাক । অতএব হে দেবদেবেশ !
আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৫৭ ॥ আমার অপরাধ নাই ; আপনিই আমাকে স্পর্শ করিয়া, তাদৃশ
পাপসমাচার করিয়াছেন । এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫৮ ॥ তুমি কর্তা ও ধাতা ;

মীশানোব্যায়ো ধ্রুবঃ ॥ ৫৯ ॥ ইং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তাথঃ বিষ্ণুঃ মহেশ্বরঃ । অমিল্লভঃ' বষট্কারো
ধর্মঃ তুযিতোত্তম ॥ ৬০ ॥ স্মৃৎস্বং ব্যক্তরূপঃ স্বমব্যাক্তশ্চ ধীবরঃ । স্বয়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং
জগৎ স্বাবরজজমং ॥ ৬১ ॥ ত্বাদিরন্তো মধ্যং চ তমেব চ সহস্রপাদং । বিজয়স্বং সহস্রাক্ষো
বিরূপাক্ষো মহাভূজঃ ॥ ৬২ ॥ অনন্তঃ সর্বগো ব্যাপী হংসঃ পুণ্যধিকোচ্যুতঃ । গীর্কীগ-
পতিরব্যগ্রো রুদ্রঃ পশুপতিঃ শিবঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্রৈবিদ্যস্বং জিতক্রোধো জিতারাতির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জয়শ্চ শূলপাণিস্বং পাহি মাং শরণাগতং ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইথং মহেশ্বরো ব্রহ্মন্ স্ততো দৈত্যাধিপেন তু । প্রীতিযুক্তঃ পিঙ্গলাক্ষো
হৈরণ্যাক্ষমুবাচ হ ॥ ৬৫ ॥ প্রীতোন্মি দানবপতে পরিতুষ্টোন্মি চাক্ষক । বরং বরং ভদ্রস্তে
যমিচ্ছসি দদামি তং ॥ ৬৬ ॥

অক্ষক উবাচ । অশ্বিকা জননী মহং ভবান্ বৈ ত্র্যম্বকঃ পিতা । বন্দামি চরণৌ মাতৃশ্রাননীয়া
মমাধিকং ॥ ৬৭ ॥ বরদো হি যদীশানস্তদযাতু বিপুলং মম । শারীরং মানসং বাপি তুচ্ছতং
হুর্কিচিন্তিতং ॥ ৬৮ ॥ তথা মে দানবো ভাবো ব্যপনাতু মহেশ্বর । হিরা তু তব ভক্তিঞ্চ বরমেতং
প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৯ ॥

মহাদেব উবাচ । এবং ভবতু দৈত্যৈশ্চ পাপং তে যাতু সংক্ষয়ং । মুক্তোপি দৈত্যভাবাচ্চ
ভৃগীগণপতির্ভব ॥ ৭০ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বরদো মুদাগ্রাদবতার্য্য তং । নিশ্চ্যাজ্জয়িত্বা হস্তেন
কৃৎস্না নিব্রণমক্ককং ॥ ৭১ ॥ ততশ্চ দেবতা দেহাশ্চান্দাদীনাজুহাব সঃ । তে নিশ্চেক্ষ্মহাশ্রানো

তুমি জয় ও মহাজয় ; তুমি মঙ্গল ; তুমি ওংকার ; তুমি ঈশান , অব্যয় ও ধ্রুবস্বরূপ ॥ ৫৯ ॥
তুমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ; তুমি সকলের রক্ষাকর্তা বিষ্ণু ; তুমি মহেশ্বর ; তুমি ইন্দ্র ; তুমি বষট্কার ,
তুমি ধর্ম ; তুমি তুযিত ॥ ৬০ ॥ তুমি স্মৃৎস্বরূপ ; তুমি ব্যক্তরূপ ; তুমি অব্যাক্তরূপ ; তুমি
ধী-বর ; তুমি স্বাবর জগৎ সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছ ॥ ৬১ ॥ তুমি আদ্রি ; তুমি অনন্ত , তুমি
মধ্য , তুমি সহস্রপাদ , তুমি বিজয় , তুমি সহস্রাক্ষ ; তুমি বিরূপাক্ষ , তুমি মহাভূজ ॥ ৬২ ॥ তুমি
অনন্ত , তুমি সর্বগ , তুমি সর্বব্যাপী , তুমি হংস , তুমি পুণ্যধিক , তুমি অচ্যুত , তুমি গীর্কীগপতি ,
তুমি অব্যগ্র , তুমি রুদ্র , তুমি পশুপতি , তুমি শিব ॥ ৬৩ ॥ তুমি ত্রৈবিদ্য , তুমি জিতক্রোধ , তুমি
জিতারাতি , তুমি জিতেন্দ্রিয় , তুমি জয়স্বরূপ , তুমি শূলপাণি ; আমি তোমার শরণাগত ;
আমায় রক্ষা কর ॥ ৬৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! দৈত্যপতি এইরূপে স্তব করিলে, পশুপতি প্রীতিমান হইলেন ।
অনন্তর পিঙ্গলাক্ষ মহেশ্বর হৈরণ্যাক্ষ অশুরেশ্বরকে কহিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে দানবপতি অক্কক !
আমি প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি । তোমার মঙ্গল হউক । এক্ষণে যাঁহা ইচ্ছা, বর প্রার্থনা
কর, আমি তাঁহাই প্রদান করিব ॥ ৬৬ ॥ অক্কক কহিল, অশ্বিকা আমার জননী । আপনি
আমার পিতা । তন্মধ্যে জননী আমার অধিকতর মাননীয়, তাঁহার চরণবন্দনা করিতেছি ॥ ৬৭ ॥
হে ঈশান ! যদি বরদান করিবেন, তাহা হইলে, আমার শারীরিক ও মানসিক তুচ্ছতা ও
হুর্কিচিন্তিত দূরীকৃত হউক ॥ ৬৮ ॥ হে মহেশ্বর ! আমার দানবভাবও যেন ব্যপনীত হয় ।
এবং আমি যেন আপনার প্রতি অচলা ভক্তি লাভ করি । এই বর আমারে প্রদান করুন ॥ ৬৯ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দৈত্যৈশ্চ ! যাঁহা বলিলে, তাঁহাই হইবে । তোমার সমুদায় পাপের
ক্ষয় হইবে । তুমি দৈত্যভাব হইতে মুক্ত হইবে । এবং গণপতি ভূদী হইবে ॥ ৭০ ॥ এই
বলিয়া, বরদ মহাদেব হর্ষভরে অক্কককে শূলগ্রহ হইতে অবতারিত ও হস্ত দ্বারা নিশ্চ্যাজ্জিত করিয়া,
ত্রণবিগর্জিত করিলেন ॥ ৭১ ॥ অনন্তর রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবগণকে দেহমধ্য হইতে আহ্বান

নমস্তস্তদ্বিলোচনঃ ॥ ৭২ ॥ গগান্ সনন্দীনাহুয় সন্নিবেশ্য তথাধিতঃ । ভূজিৎ দর্শয়ামাস
 ক্রবন্তেষোককেতি হি ॥ ৭৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা দানবপতিং সংশ্লিষ্টপিতং রিপুং । গণাধিপত্যাপন্নঃ
 প্রশংসংস্ববৃষধ্বজঃ ॥ ৭৪ ॥ ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ সংপরিষজ্য দেবতাঃ । গচ্ছধ্বং স্থানি ধিষ্ঠানি
 ভূক্ষধ্বং ত্রিবিধং সুখং ॥ ৭৫ ॥ সহস্রাক্ষোপি সংযাতু পর্বতং মলয়ং শুভং । তত্র স্বকার্য্যং
 কুত্বেব পশ্চাদ্যাতু ত্রিবিষ্টপং ॥ ৭৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্য ত্রিদশান্ সমাভাষ্য ব্যসজ্জয়ৎ । পিতামহঃ
 নমস্কৃত্য পরিষজ্য জনার্দনং ॥ ৭৭ ॥ মহেন্দ্রো মলয়ং গতা কুত্বা কার্য্যং দিবং গতঃ । গতেষু
 শক্রপ্রাণ্যেষু ভগবান্ সংস্থিতঃ শিবঃ ॥ ৭৮ ॥ বিদর্জয়ামাস গগান্ তত্ক্ষমধ্যে যথা হরঃ ।
 গগাশ্চ শঙ্করং দৃষ্ট্বা স্বং স্বং বাহনমাস্থিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ অগ্নুস্তে শুভলোকাংশ্চ স্বস্থানেষু নারদ ।
 যত্র কামদুঘা গাবঃ সর্বকামফলদ্রুমাঃ ॥ ৮০ ॥ নদ্যন্তমৃতবাহিত্রো হ্রদাঃ পায়সকর্দমাঃ । স্বাং
 স্বাং গতিং প্রযাত্রেষু প্রমথেষু মহেশ্বরঃ ॥ ৮১ ॥ সমাদারাক্ষকং হস্তে নন্দীশৈলং সমাগতঃ ।
 দ্বাভ্যাং বর্ষ হস্রাভ্যাং পুনরায়াক্ষরো গৃহং ॥ ৮২ ॥ দদৃশে চ গিরেঃ পুত্রীং শ্বেতাক্কুশুমস্থিতাং ।
 সমায়াস্তং নিরীক্শ্যৈব সর্বলক্ষণসংযুতং ॥ ৮৩ ॥ ত্যক্ত্বাক্কুশুমং তূর্ণং সখীস্তাঃ সমুপাস্থয়ৎ ।
 সমাহূতাশ্চ দেব্যা তা জয়াদ্যা স্তূর্ণমাগমন্ ॥ ৮৪ ॥ যাতিঃ পরিবৃতাতশ্চৌ হরদর্শনলালসা ।
 ততঃ স্তেনেত্রো গিরিজাং দৃষ্ট্বা হৃদ্বকদানবং ॥ ৮৫ ॥ নন্দিনং চ তথা হর্ষদালিঙ্গচ্চ গিরেঃ সূতাং ।
 অধোবাটেষেব দাসস্তে কুতো দেবি ময়াক্ষকঃ ॥ ৮৬ ॥ পশুস্ব প্রতিযাতং হি স্বস্মৃতং চাক্রহাসিনি ।

করিলে, তাঁহারা বিনর্গত হইয়া, তাঁহারে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ তদনন্তর তিনি
 নন্দীর সহিত গণসকলকে আহ্বান ও সম্মুখে সন্নিবেশিত করিয়া, ভূজীকে দেখাইয়া বলিলেন,
 এই সেই অক্ষক ॥ ৭৩ ॥ দানবপতির মাংস শুক হইয়াছিল । এবং সে গণাধিপত্য লাভ করিয়া-
 ছিল । তাহাকে দেখিয়া, সকলে বৃষধ্বজের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥ অনন্তর ভগবান্
 ভব দেবগণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন ও ত্রিবিধ
 সুখসন্তোগকর ॥ ৭৫ ॥ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র মলয়পর্বতে গমন করুন । তথায় স্বকার্য্যসাধন করিয়া
 পরে স্বর্গে সমাগত হইবেন ॥ ৭৬ ॥ এই বলিয়া তিনি দেবগণকে সম্ভাষণ, পিতামহকে নমস্কার
 ও জনার্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, বিদায় দিলেন ॥ ৭৭ ॥ তখন দেবরাজ মলয়পর্বতে গমন ও
 স্বকার্য্য সাধন করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

শক্রপ্রমুখ দেবগণ গমন করিলে, ভগবান শঙ্কর সুখানীন হইয়া, গণসকলকেও বিদায়
 দিলেন । তখন তাহারা মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ় হইয়া ॥ ৭৯ ॥
 শুভলোকসকলে অধিষ্ঠিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । ঐ সকল লোকে গোসকল কামদোহন
 করিয়া থাকে । বৃক্ষসকলও সর্ববিধ কামফল প্রসব করে ॥ ৮০ ॥ নদীসকল অমৃত বহন
 করিয়া থাকে এবং হ্রদসকল পায়সকর্দমে পরিপূর্ণ । প্রমথসকল এইরূপে স্ব স্ব গতি প্রাপ্ত
 হইলে, মহেশ্বর ॥ ৮১ ॥ অক্ষকের হস্ত ধারণপূর্বক নন্দীশৈলে সমাগত হইলেন । দুই
 সহস্র বৎসর পরে পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৮২ ॥ দেখিলেন, গিরিনন্দিনী শ্বেত অর্ক-
 কুশুমমধ্যে বাস করিতেছেন । সর্বলক্ষণসম্পন্ন মহাদেব আগমন করিয়াছেন, দর্শন করিয়া ॥ ৮৩ ॥
 তিনি সত্বরে অর্কপুষ্প ত্যাগ করিয়া, সখীসকলকে সমাহ্বান করিলেন । দেবী কর্তৃক সমাহৃত
 হইয়া, জয়াদি বয়স্তাবর্গ শীঘ্র সমাগত হইলেন ॥ ৮৪ ॥ দেবী তাঁহাদের কর্তৃক পরিবৃত
 হইয়া, হরদর্শনবাসনায় তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাদেব গিরিনন্দিনীকে
 দর্শন করিয়া, অক্ষককে ॥ ৮৫ ॥ নন্দীকে ও সেই গিরিজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন ।
 এবং দেবীকে বলিতে লাগিলেন, এই অক্ষককে আমি তোমার দাস করিয়াছি ॥ ৮৬ ॥ অয়ি

ইত্যাচ্ছাৰ্ধ্যাহঙ্ককং বৈ পুত্র এহেহি সত্বরং ॥ ৮৭ ॥ ব্রজস্ব শরণং মাতুরেষা শ্রেয়স্করী তব ।
ইত্যাঙ্কো বিভূনা নন্দী অঙ্ককচ্চ গণেশ্বরঃ ॥ ৮৮ ॥ সমাগম্যাস্বিকাপাদৌ ববন্ধতুরুভাবপি ।
অঙ্ককোপি তদা গোৱীঃ ভক্তিনম্রো মহামুনে ॥ ৮৯ ॥ স্তুতিং চক্রে মহাপুণ্যাং পাপহ্নীং ক্রতি-
সংমতাং ।

অঙ্কক উবাচ । ওঁ নমস্তেহস্তু ভবানীঃ ভূতভব্যপ্রিয়াঃ লোকধাত্রীঃ জনয়িত্রীঃ স্কন্দমাতরং
মহাদেবপ্রিয়াঃ স্তম্ভিনীঃ চেতনাঃ ত্রৈলোক্যমাতরং ধরিত্রীঃ দেবতাং মাতরং ক্রতিং স্তুতিং দয়াং
লজ্জাং কামসুঃ প্রীতিং সদাপাবনীঃ দৈত্যসৈন্যক্ষয়ঙ্করীঃ মহামায়াঃ স্রুমায়্যাঃ বৈজয়ন্তীঃ শুভাং
কালরাত্রীং গোবিন্দজননীঃ শৈলরাজপুত্রীং সৰ্বদেবার্চিতাং বিদ্যাং সরস্বতীং ত্রিনয়নমহিষীং
নমস্তামি মৃড়ানীঃ শরণ্যাং শরণমুপযাতোহং নমো নমস্তে ॥ ৯০ ॥ ইথং স্তুতাসাক্ষকেন পরি-
তুষ্টা বিভাবয়ী । প্রাহ পুত্র প্রসন্নান্মি বৃণু বরমুত্তম ॥ ৯১ ॥

ভৃঙ্গীকুবাচ । পাপং প্রশময়াম্যাহু ত্রিবিধং মম পার্কতি । তথেষ্বরে চ সততং ভক্তিরস্তু
মমাস্বিকে ॥ ৯২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । বাচমিত্যব্রবীক্ষৌরী হিরণ্যাক্ষমুতং ততঃ । মমাগ্রে পূজয়ন্ শৰ্কং
গণানামধিপো ভব ॥ ৯৩ ॥ বপুর্দধানস্তু তথাচ তস্তু মহেশ্বরেণাপ্যবিক্রপদৃষ্ট্যা । কষ্টেবমুচ্চৈ-
র্ভয়দন্ত তৈরবং ভৃঙ্গভমীশেন কৃতা বশন্ত্যা ॥ ৯৪ ॥ এতত্তবোক্তং হরকীর্তিবর্জনং

চাক্রহাসিনি ! অধুনা এই অঙ্কক তোমার পুত্র হইয়াছে । ইহার প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্রেপ
কর ॥ ৮৭ ॥ এই বলিয়া অঙ্কককে কহিতে লাগিলেন, পুত্র ! আইস ॥ ৮৭ ॥ সত্বরে জননীর
শরণাপন্ন হও । ইনি তোমার একমাত্র মঙ্গলকরী ।

মহাদেব এইরূপ বলিলে, অঙ্কক ও গণেশ্বর নন্দী ॥ ৮৮ ॥ উভয়ে সমাগত হইয়া, অস্বিকার
পাদযুগল বন্দনা করিলেন । মহামুনে ! অঙ্কক তৎকালে ভক্তিনম্র হইয়া, গোৱীর ॥ ৮৯ ॥
পরমপবিত্র, ক্রতিসম্মত, সৰ্বপাপবিনাশন স্তব করিতে লাগিল, ওঁ, ভবানীকে নমস্কার ।
তুমি ভূতভব্যপ্রিয়া । তুমি লোকধাত্রী । তুমি জনয়িত্রী । তুমি স্কন্দজননী, মহাদেব-
গেহিনী, স্তম্ভিনী ও চেতনারূপিণী । তুমি ত্রৈলোক্যপ্রসবিনী, ধরিত্রী, দেবতা ও মাতা ।
তুমি ক্রতি, তুমি স্তুতি । তুমি দয়া, তুমি লজ্জা, তুমি কামজননী ও প্রীতিরূপিণী । তুমি
সদাপাবনী ও দৈত্যসৈন্যক্ষয়কারিণী । তুমি মহামায়া ও স্রুমায়্যা ; তুমি বৈজয়ন্তী ও শুভস্বরূপা ।
তুমি কালরাত্রি, গোবিন্দের প্রসবকর্ত্রী ও শৈলরাজপুত্রী । তুমি সৰ্বদেবার্চিতা ও সৰ্বভূত-
পূজিতা । তুমি বিদ্যা ও সরস্বতী । তুমি ত্রিনয়নমহিষী, তোমারে নমস্কার করি । তুমি মৃড়ানী
সকলের রক্ষাকারিণী, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম । তোমারে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৯০ ॥

অঙ্কক এইরূপ স্তব করিলে, ভবানী পরিতুষ্টা হইয়া, কহিলেন, পুত্র ! প্রসন্না
হইয়াছি । উৎকৃষ্ট বর গ্রহণ কর ॥ ৯১ ॥

ভৃঙ্গী কহিল, হে পার্কতি ! আমার ত্রিবিধ পাপ প্রশমিত হউক, ভগবান্ ভবের প্রতি
সৰ্বদা ভক্তি সঞ্চাৰিত হউক ॥ ৯২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, গোৱী হিরণ্যাক্ষতনয় ভৃঙ্গীকুপী অঙ্কককে, তাহাই হইবে, বলিলেন ।
এবং কহিলেন, আমার সম্মুখে মহাদেবকে পূজা করিয়া, তুমি গণসকলের অধিপতি হও ॥ ৯৩ ॥
তখন মহেশ্বর অবিক্রপ দৃষ্টি বিষ্ক্রেপ করিয়া, স্বকীয় শক্তি সহায়ে অঙ্কককে সশরীরেই ভয়ঙ্কর
তৈরবশরূপ ভৃঙ্গীকুপে পরিণত করিলেন ॥ ৯৪ ॥ হে মহর্ষ ! তোমার নিকট এই হরকীর্তি-

পুণ্যং পবিত্রং শুভদং মহর্ষে । সংকীৰ্ত্তনীয়ং দ্বিজসত্তমেষু ধৰ্ম্মায়ুৰারোগ্যধনৈবিশা
সদা ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রোক্তভাবে অন্ধকবরপ্রদানং নাম সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । মলয়েপি মহেচ্ছ্রেণ যৎ কৃতং দ্বিজসত্তম । নিষ্পাদিতং স্বকং কার্য্যং তন্মে ত্বং
খ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রয়তাং যন্নহেচ্ছ্রেণ মলয়ে পৰ্ক্স ত মুনে । কৃতং লোকহিতং কার্য্যমাত্মনশ্চ
তথা হিতং ॥ ২ ॥ অঘাসুরস্ত বচনান্নয়তারপুরোগমাঃ । তে নির্জিতাঃ সুরগণৈঃ পাতালগম-
নোৎসুকাঃ ॥ ৩ ॥ দদৃশুর্শলয়ং বিপ্র সিদ্ধৈঃ সেবিতকন্দরং । লতাবিতানসংচ্ছন্নং মত্তমত্মমা-
কুলং ॥ ৪ ॥ চন্দনৈরুগাক্রান্তৈঃ সুশীতৈরতিসেবিতং । মাধবীকুসুমামোদসুগন্ধিতমহা-
গিরিং ॥ ৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা শীতলচ্ছায়ং শান্তা ব্যায়ামকর্ষিতাঃ । ময়তারপুরোগ্যাস্তে নিবাসং
সমরোচয়ন্ ॥ ৬ ॥ তেযু তত্র নিবিষ্টেষু জ্ঞানতৃপ্তিপ্রদোনিলঃ । বিব্রতি শীতঃ শনৈর্কন্দকিণো
গন্ধসংযুতঃ ॥ ৭ ॥ তত্রৈব চ রতিং চক্রুঃ সৰ্ব্ব এব মহাসুরাঃ । কুর্কস্তো লোকপুঙ্খানাং বিদেষং
সৰ্ব্ববাসসাং ॥ ৮ ॥ তান্ জাহ্না শঙ্করঃ শক্রং মলয়ে প্রেষিতবানথ । স চাপি দদৃশে গচ্ছন্ পথি
গোমাতরং হরিঃ ॥ ৯ ॥ তস্তাঃ প্রদক্ষিণাং কৃত্বা দৃষ্ট্বা শৈলঞ্চ সুপ্রভং । দদৃশে দানবান্ সৰ্ব্বান্
সংহৃষ্টান্ ভোগসংযুতান্ ॥ ১০ ॥ অথাজুহাব বলহা সৰ্ব্বানৈব মহাসুরান্ । তে চাপ্যায়ুৰব্যগ্রাঃ

বর্জন, পবিত্র আখ্যান কীর্তন করিলাম । ইহা পুণ্যবিধান ও শুভসংপাদন করে । আয়ু,
আরোগ্য ও ধনকাম ব্যক্তিবর্গ সর্বদা দ্বিজসত্তমসমাজে ইহা যথাবিধানে কীর্তন করিবে ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকবরপ্রদাননাম সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! মহেচ্ছ মলয়পর্ক্সতে আপনার কি কার্য্য করিয়াছিলেন,
অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে ! মহেচ্ছ মলয়পর্ক্সতে আপনার ও লোকের হিতকর যে কার্য্য
করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ ময়তারপ্রমুখ অসুরগণ সুরগণ কর্তৃক
বিনির্জিত ও অঘাসুরের বচনানুসারে পাতালাগমনে উৎসুক হইয়া ॥ ৩ ॥ মলয়পর্ক্সত
দর্শন করিল । ঐ পর্ক্সতের কন্দরে সিদ্ধগণ বাস করিতেছেন । লতাবিতানে উহার চতুর্দিক
আচ্ছন্ন রহিয়াছে । মদমত্ত প্রাণী সকল উহাকে আকীর্ণ করিয়াছে । উহা সর্ববৈষ্টিত সুশীতল
চন্দনে সর্বদাই সুগন্ধিত ॥ ৪ ॥ ব্যায়ামকর্ষিত পরিশ্রান্ত দৈত্যগণ শীতলছায়াবিশিষ্ট সেই মলয়গিরি
দর্শন করিয়া তথায় বাস করিতে কৃতমতি হইল ॥ ৬ ॥ তাহারা তথায় নিবিষ্ট হইলে,
গন্ধসংযুক্ত সুশীতল মলয়ানিল জ্ঞানতৃপ্তি সমুৎপাদন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে
লাগিল ॥ ৭ ॥ ময়প্রমুখ সেই মহাসুরগণ লোকপুঙ্খ ব্যক্তিগণের বিদেষে প্রবৃত্ত হইয়া,
সেই পর্ক্সতবাসে অনুবৃত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ মহাদেব এই ব্যাপার বিদিত হইয়া, ইন্দ্রকে
মলয়াগলে প্রেরণ করিলেন । তিনি গমনসময়ে পথিমধ্যে গোমাতাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥
তাঁহ'রে প্রদক্ষিণ ও পরমপ্রভাসম্পন্ন মলয়পর্ক্সতে দৃষ্টিপাত করিয়া, অবলোকন করিলেন,
দানবগণ সকলে ভোগবান ও তজ্জগত অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১০ ॥ তদর্শনে সেই

কিরন্তনশ্চ শ্রোতৃকরান্ ॥ ১১ ॥ তানাগতান্ বাণজালৈরথস্থো দ্রুতদর্শনঃ । ছাদয়ামাস বিপ্রৈর্গে
গিরিং দৃষ্ট্বা যথা ঘনঃ ॥ ১২ ॥ ততো বাটৈরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরিঃ । পাকং অথান
ভীক্ষাঐশ্ব্যার্গণৈঃ কঙ্কবাসসৈঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র নাম বিভুলেভে শাসনাচ্চ শটৈর্দৃঢ়ঃ । পাকশাসন
ইত্যেবং সর্কামরপতির্কিভুঃ ॥ ১৪ ॥ তথাত্তং পুরনামানং বাণানুরসমং শটৈঃ । সুপুটৈর্দারমা-
মাস ততোভূৎ স পুরন্দরঃ ॥ ১৫ ॥ হত্থেখং সমারৈজযীকোত্রভিদ্ধানবং বলং । তচ্চাপি বিজিতং
ব্রহ্মন্ রসাতলমুপাগমৎ ॥ ১৬ ॥ এতদর্থং মহশ্রাক্ষঃ প্রেষিতো মলয়াচলং । ত্র্যম্বকেন মুনিশ্রেষ্ঠ
কিমব্রুচ্ছে তুমিচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং দৈবতপতির্গোত্রভিৎ কথ্যতে হরিঃ । অয়ং মে সংশয়ো ব্রহ্মন্
হৃদি সংপরিবর্ততে ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । অয়তাং গোত্রভিচ্ছক্ৰঃ কীর্তিতো হি যথা ময়া । হতে হিরণ্যকশিপৌ
যচ্চকার্মরিমর্দনঃ ॥ ১৯ ॥ দিতির্কিনষ্টপুত্রা তু কশ্যপং প্রোহ নারদ । বিভো নাথোসি মে দেহি
শক্রহন্তারমাত্মজং ॥ ২০ ॥ কশ্যপস্তামুবাচাথ যদি ত্বমসিতেক্ষণে । শৌচাচারসমায়ুক্তা স্থান্যনে-
দশতীর্দশ ॥ ২১ ॥ সংবৎসরাণাং দিব্যানাং ততঃ্ত্রৈলোক্যানায়কম্ । জনয়িষ্যসি তং পুত্রং শক্রঘ্নং
নামস্তথা প্রিয়ে ॥ ২২ ॥ ইত্যবমুক্তা সা ভর্তৃ দিতির্নিরমমাস্থিতা । গর্ভাধানমৃষিঃ কৃত্বা অগামো-
দরপর্কতং ॥ ২৩ ॥ গতে তস্মিন্ শুরশ্রেষ্ঠঃ মহশ্রাক্ষোহপি সত্বরং । তমাশ্রমমুপাগম্য দিতিং বচন-
মব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ করিষ্যাম্যনুশ্রবাং ভবত্যা যদি মন্যসে । বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সাপি ভাবিকশ্ম-

বলনিহীন বাসব তাঁহাদের সকলকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । তাহারাত্ত অব্যথ হইয়া,
শরনিকরপ্রায়োগপুরঃসর সমাগত হইল ॥ ১১ ॥ অদ্রুতদর্শন ইন্দ্র রথে থাকিয়া, মেঘ যেমন
পর্কতকে বারিধারায় আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন ॥ ১২ ॥
সেই ময়মুখ অশুরদিগকে শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া, কঙ্কপত্রসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ সায়কসকল
সহায়ে পাকনামক দানবকে আহত করিলেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপ শর দ্বারা দৃঢ়রূপে শাসন করাতে,
তাঁহার নাম পাকশাসন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তিনি সুপুত্র শরজালে পুরনামক অশু
অশুরকে বিদারিত করিয়া, পুরন্দরনাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই গোত্রভিৎ ইন্দ্র এইরূপে
পুরাশুরকে নিহত করিয়া, দানবদল অয় করিলেন । তাহার নির্জিত হইয়া, রসাতলে গমন
করিল ॥ ১৬ ॥ এইজন্যই মহেন্দ্রকে মলয়াচলে মহাদেব পাঠাইয়াছিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন ॥ ১৭ ॥

নারদ কহিলেন, কিজন্ত দেবগণেশ্বর ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলিয়া থাকে, হে ব্রহ্মন্ ! এই
সংশয় আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি যেকারণে ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর ।
হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ নারদ ! পুত্র
বিনষ্ট হইলে, দিতি কশ্যপকে কহিলেন, হে বিভো ! তুমি আমার নাথ । আমাকে ইন্দ্রহস্তা
পুত্র প্রদান কর ॥ ২০ ॥

কশ্যপ তাহাকে কহিলেন, অসিতলোচনে ! তুমি যদি শৌচাচারসমায়ুক্ত হইয়া, দশশত দিব্য
সংবৎসর থাকিতে পার, তাহা হইলে, ত্রিলোকীর নায়ক শক্রবিনাশী পুত্র প্রসব করিতে সমর্থ
হইবে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ভর্তা এইরূপ কহিলে, দিতি নিরম অবলম্বন করিলেন । তখন কশ্যপ তাঁহার গর্ভাধান করিয়া,
উদয়গিরিতে সমাগত হইলেন ॥ ২৩ ॥ তিনি গমন করিলে, শুরশ্রেষ্ঠ মহশ্রাক্ষও সত্বরে সেই
আশ্রমে আগমন করিয়া, দিতিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ আপনি যদি অনুমতি করেন,

প্রচোদিতা ॥ ২৫ ॥ স্যমিদাহরণাদীনি তস্মাচ্চক্রে পুরন্দরঃ । বিনীতান্মা চ কার্যার্থী ছিদ্রা বধী
ভুজঙ্গবৎ ॥ ২৬ ॥ একদা সা তপোযুক্তা শোকে মহতি সংস্থিতা । দশবর্ষশতাংতে তু শিরঃ-
স্নাতা তপস্বিনী ॥ ২৭ ॥ জাহ্নভ্যামুপরি স্থাপ্য মুক্তকেশী নিজঃ শিরঃ । স্বেদাপ কেশপ্রান্তেষু
সংশ্লিষ্টচরণাভবৎ ॥ ২৮ ॥ তমন্তরমনৌ জাহ্না দেবশ্চাপি সহস্রদৃক্ । বিবেশ মাতুরুদরে
নাসারন্ধ্রেণ নাঃ ॥ ২৯ ॥ প্রবিষ্টা জঠরে বুদ্ধো দৈতামাতুঃ পুরন্দরঃ । দদর্শোর্দ্ধমুখং বালং
কটিঃস্তুকরং মহৎ ॥ ৩০ ॥ তথৈবাস্যেধ দৃশ্যে মাংসপেশীঞ্চ বাসবঃ । শুক্লফটিকসংকাশাং
করাভ্যাং জগৃহে স তাং ॥ ৩১ ॥ ততঃ কোপসমাস্নাতো মাংসপেশীং শতক্রতুঃ । করাভ্যাং
মর্দয়ামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ ॥ ৩২ ॥ উর্দ্ধেনাৰ্দ্ধঞ্চ ববুধে অধোৰ্দ্ধং ববুধে তথা । শতপর্ক-
স কুলিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ ॥ ৩৩ ॥ তেনাভি গর্ভং দিতিঞ্চ বজ্রেন শতপর্কণা । চিচ্ছেদ
সপ্তধা ব্রহ্মন্ স চারুদৎ সবিস্তরং ॥ ৩৪ ॥ ততোপ্যবুধ্যত দিতিরজ্ঞাসীচ্ছক্রেচেষ্টিতং । শুশ্রাব
বাচং পুত্রশ্চ রুদতো বালকস্য হি ॥ ৩৫ ॥ শক্ৰোপি প্রাহ মা নূচ রোদীত্বকাতিঘর্ষরং । ইত্যেব-
মুক্তা চৈতৈককং ভূষশ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥ ৩৬ ॥ তে জাতা মরুতো নাম দেবা ভূত্যাঃ শতক্রতোঃ ।
নানাস্থখোপচারেণ চলন্ত্যেতে পুরস্কৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ সকুলিশঃ শক্ৰো নির্গম্য জঠরাততঃ ।
দিতিং কৃতাজলিপুটঃ প্রাহ ভীতস্ত শাপতঃ ॥ ৩৮ ॥ মম নৈবাপরাধোন্নয়নমসীদরিষ্মম ।
অতো হেতোর্মম দেবি তন্মে ন ক্রোকুমর্হসি ॥ ৩৯ ॥

তাহা হইলে, আমি আপনার শুশ্রূষা করিব । দিতি ভাবিকর্মপ্রণোদিতা হইয়া, তাহাতেই সম্মতা
হইলেন ॥ ২৫ ॥ তখন পুরন্দর কার্যার্থী ও ভুজঙ্গের ন্যায় ছিদ্রাষেযী হইয়া, বিনয় অবলম্বন-
পূর্বক, তাঁহার কাষ্ঠ আহরণাদি করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ দশবর্ষশত অতীত হইলে, সেই
তপস্বিনী, তপোযুক্তা, অতিমাত্রাশোকাব্বিতা দিতি একদা শিরস্নাতা হইয়া ॥ ২৭ ॥ কেশপাশ
মুক্ত করিয়া, নিজ মস্তক জাহ্নবয়ের উপরি স্থাপন ও কেশপ্রান্তে চরণ সংশ্লেষপূর্বক শয়ন করি-
লেন ॥ ২৮ ॥ নারদ ! দেব সহস্রলোচন এই ছিদ্র অবগত হইয়া, নাসারন্ধ্রযোগে মাতার
উদরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥ দৈত্যজননীর জঠরে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিলেন,
এক বালক কটিদেশে কর ন্যস্ত করিয়া, উর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৩০ ॥ তাহার বদন-
মণ্ডলে মাংসপেশী সংবদ্ধ রহিয়াছে । তিনি বাহ্যুগলসহায়ে সেই শুক্লফটিকসন্নিভ মাংসপেশী
গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি কোপে প্রজ্বলিত হইয়া, করযুগল দ্বারা মর্দিত করিলে,
উহা কঠিন হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥ তদনন্তর অর্দ্ধক উর্দ্ধে ও অর্দ্ধক অধোদিকে বর্দ্ধিত হইলে,
শতপর্কবিশিষ্ট কুলিশ সেই মাংসপেশী হইতে প্রাচুর্ভূত হইল ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! শতক্রতু
উল্লিখিত শতপর্ক বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ সপ্তধা ছেদন করিলেন । সেই গর্ভস্থ বালক তারন্বরে
রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

তখন তিনি ক্লাগরিত হইলেন এবং ইন্দের এই কার্য জানিতে পারিলেন । সেই রোদন-
পরায়ণ বালকের বাক্য তাঁহার কর্ণগোচরে উপনীত হইল ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও সেই বালককে কহি-
লেন, রে মূঢ় ! অতীব ঘর্ষর স্বরে রোদন করিও না । এই বলিয়া তিনি সেই সপ্তখণ্ডের প্রত্যেক
খণ্ডকে পুনরায় সপ্তধা ছেদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তাহার মরুৎ নামে ইন্দের ভৃত্য দেবগণরূপে
প্রাচুর্ভূত হইল । এবং বিবিধ স্বেখোপচারে পুরস্কৃত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥
ঐ সময়ে ইন্দ্র কুলিশহস্তে জননীর জঠর হইতে বিনির্গত ও শাপভরে ভীত হইয়া, কৃতাজলি-
পুটে দিতিকে কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ আমার অপরাধ নাই । এই বালক আমার শত্রু ! হে দেবি !
এই কারণেই আমি ইহারে সংহার করিয়াছি । অতএব আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ৩৯ ॥

দিতিক্রবাচ । ন তবাপরাধোস্তি মন্যে দিষ্টমিদং পুরা । সম্পূর্ণে ত্বপি কালে বৈ যোনৌ
বধমুপাগতঃ ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্বা তন্ বালান্ পরিসান্ত্য দিতিং তথা । দেবরাজসদৈহনাংস্ত
শ্রেয়সামাস ভামিনী ॥ ৪১ ॥ এবং পুরা স্বানপি সোদরান্ স গর্ভস্থিতান্ পাতিতবান্ ভয়ান্তঃ ।
বিভেদ বজ্রেণ ততঃ স গোত্রভিৎ খ্যাতো মহর্ষে ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে শক্রচরিতেমকুতুপ্তিনামৈকসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যে হুমী ভবতা প্রোক্তা মকুতাদিতিজোক্তাঃ । তে কে চ পূর্বমাসন্ বৈ
মকুতার্গেষু কথ্যতাং ॥ ১ ॥ পূর্বমম্বস্তরে চৈব সমতীতেষ সত্তম । কে ভাসবামুর্গস্থান্ত্রো
ব্যখ্যাভুমর্হসি ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রুতাং পূর্বমকুতামুপ্তিঃ কথয়ামি তে । স্বায়ম্ভুবঃ সমারভ্য যাবন্মম্বস্তর-
স্থিৎ ॥ ৩ ॥ স্বয়ম্ভুবস্য পুত্রাভূন্নমুনাম প্রিয়ব্রতঃ । তস্যাসীৎ সবনো নাম পুত্রশ্চৈলোকা-
বিশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ সচানপত্যো দেবর্ষে নৃপঃ প্রেতগতিং গতঃ । ততোহকুতম্য পত্নী স্নদেবা শোক-
বিহ্বলা ॥ ৫ ॥ ন দদাতি তথা দম্বুঃ সমালিঙ্গ্য স্থিতা পতিং । নাথনাথেতি বহুশো বিলপন্তী অনাথ-
বৎ ॥ ৬ ॥ তামন্তরীক্ষাদশরীরিণী বাক্ প্রোবাচ মা রাজপত্নী হরৌৎসীঃ । যতস্তি তে সত্যমমু-
ক্তমং তত্তদা ব্রজ ধ্বং পতিনা সহায়িং । ৭ ॥ সা তাং বাণীমন্তরীক্ষামিশম্য প্রাহ ক্রান্তা রাজপত্নী

দিতি কহিলেন, এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই । দৈব কর্তৃকই পূর্ব হইতে এইরূপ ঘটনা
নির্দিষ্ট হইয়াছে, বোধ হইতেছে । সেইজন্য, যেমন কাল পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি ঐ বালক বিনষ্ট
হইল ॥ ৪০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভামিনী দিতি এইরূপ বলিয়া, সেই বালকদিগকে পরিসান্তিত করিয়া,
দেবরাজের সহিত তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্র পূর্বে ভীত হইয়া, গর্ভস্থিত
ভার সোদরদিগকে পাতিত এবং বজ্রপ্রহারে ছেদন করিয়াছিলেন । সেইজন্য তাহার নাম
গোত্রভিৎ হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে মকুতুপ্তিনাম একসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি যে দিতিজোক্তম মকুদগণের কথা বলিলেন, ইহারা কে ? পূর্বেই
বা কাহারো মকুতার্গে ব্যবস্থিত ছিল, নির্দেশ করুন ॥ ১ ॥ হে সত্তম ! পূর্বমম্বস্তর অতীত
হইলেই বা কাহারো বায়ুর্গ আশ্রয় করিয়াছিল ? তাহাও আমার নিকট বলুন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মম্বস্তর আরম্ভ করিয়া, বর্তমান মম্বস্তর পর্যন্ত পূর্ব মকুদগণের
উপ্তি কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । স্বায়ম্ভুব মম্বস্তর পুত্র প্রিয়ব্রত । তাহার পুত্রের নাম
সবন । তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ হে দেবর্ষে ! তাহার পুত্র হয় নাই ।
তদবস্থাতেই তাহার পরলোক হইয়াছিল । পরলোক হইলে, তদীয় পত্নী স্নদেবা শোকবিহ্বলা
হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তাহাকে দম্বু করিতে দিলেন না ; আলিঙ্গন করিয়া,
কহিলেন । বারম্বার, নাথশব্দ সমুচ্চারণ সহকারে অনাথার স্তায়, বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে অশরীরিণীবাণী প্রাহুভূত হইয়া, তাহারে কহিল, অগ্নি রাজপত্নি ।
রোদন করিও না । তুমি যে সর্বতোভাবে সত্য করিয়াছিলে, তদনুসারে স্বামির সহিত অগ্নিতে
প্রবেশ কর ॥ ৭ ॥

সুবেদা । শোচাম্যেতং পার্থিবং পুত্রহীনং নৈবান্নানং মন্দভাগ্যং বিদ্বৎ ॥ ৮ ॥ শোচাত্ত্রবীণা
কদবেতি কালে পুত্রান্তে বৈ ভূমিপালস্য সপ্ত । ভবিষ্যন্তি বহ্নিমারোহ শীঘ্রং সত্যং প্রোক্তং
ব্রহ্মধনং ভরদ্ব্য ॥ ৯ ॥ ইত্যেবমুক্তা খচরেন বালা চিতাং সমারোপ্য পতিংবরাহং । হতাশমাসাদ।
পতিব্রতা সা সংচিন্তরন্তী জলনং অপরা ॥ ১০ ॥ ততো মুহূর্তান্ পতিঃ শ্রিয়া যুতঃ সমুখিতো-
হসৌ সহিতস্ত ভাৰ্য্যয়া । ধনুংপপাতাধ স কামচারী সমং মতিয়া চ স্নাতপুত্রা ॥ ১১ ॥
তত্কাপরে পার্থিবপুত্রবন্য জাতং রজস্তাং মহিষীং তু গচ্ছতঃ । পুত্রান্ত শ্রেষ্ঠা বলবীৰ্য্যযুক্তাঃ
খাতা মহাক্তো ভুবি ভূমিপালাঃ ॥ ১২ ॥ স দিব্যযোগাৎ প্রতिसংস্থিতোহনরে ভাৰ্য্যগহায়ে দিবসাস্ত
পঞ্চ । ততস্ত বঠেহনি পার্থিবেন ঋতুর্ন বহ্ন্যোদা ভবেদ্বিচিত্তা । ররাম তদ্যা সহ কামচারী ততো-
হরাৎ প্রাচ্যবতাস্য শুক্রম্ ॥ ১৩ ॥ শুক্রোৎসর্গাবসানে তু নৃপতির্ভাৰ্য্যয়া সহ । অগাম দিব্যা গতা
ব্রহ্মলোকং তপোধন । পুত্রান্তস্য বসন্ শূরাঃ কৃতান্তাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৪ ॥ তদন্বয়াৎ
প্রচলিতমভ্রবর্ণং শুক্রং সমাদান্নলিনী বপুষতী । চিত্রা বিশালা হরিতালিনীলাঃ পদ্মো মুনীনাং
দদৃশুর্ষথেষ্টয়া ॥ ১৫ ॥ তদ্বৃষ্টা পুঙ্করে তন্তুং প্রত্যাচূর্ন তপোধনান্ । মন্তমানাস্তদমৃতং সদা
যৌবনলিপ্সয়া ॥ ১৬ ॥ কতঃ স্নাত্বা ভুবিধিবৎ সম্পূজ্য চ নিজান্ পতীন । পতিভিঃ সম-
নুজাতাঃ পপুঃ পুঙ্করসংজিতং ॥ ১৭ ॥ তচ্চক্রং পার্থিবেন্দস্য মন্তমানাস্তদামৃতং । পীতমাত্রেন
শুক্রেন পার্থিবেন্দ্রোক্তবেন তাঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মতেজোবিহীনাস্তা জাতাঃ পদ্মাস্তপস্বিনাং । ততস্ত

সেই আকাশবানী আকর্ষণ করিয়া, রাজপত্নী সুদেবা বলিতে লাগিলেন, হে বিহঙ্গ ! এই
রাজা নিঃসন্তান বলিয়াই শোক করিতেছি । নতুবা, নিজের ভাগ্য মন্দ হওয়াতে শোক
করিতেছি না ॥ ৮ ॥

আকাশবানী কহিল, বালে ! ভূমি রোদন করিও না । তোমার গর্ভে রাজার সাত পুত্র
হইবে । তুমি সহরে অগ্নিতে আরোহণ কর । আমি সত্য বলিতেছি, আমার বাক্যে ব্রহ্মা কর ॥ ৯ ॥

খেচর এই কথা বলিলে, বালা সুদেবা স্বামীকে চিতায় আরোপিত ও অগ্নি প্রদান করিয়া,
স্বয়ং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ মুহূর্তকাল পরে রাজা শ্রীসম্পন্ন
ও সমুখিত হইয়া, সুদেবার সমভিব্যাহারে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সেই বসুনাভের
পুত্রী মহিষীর সহিত যথেষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ মহিষী রজস্বলা হইলে তাঁহার
সহিত সঙ্গত হওয়াতে, বলবীৰ্য্যযুক্ত পরমগৌরববিশিষ্ট পুত্রসকল সমুৎপন্ন হইল । তাহার।
সকলেই মতিমান, মহাত্মা ও ভূমিপাল হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ রাজা দিব্যযোগপ্রভাবে অন্বরে
ভাৰ্য্যা সুদেবার সহিত পঞ্চ দিবস অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর বঠ দিবস উপস্থিত হইলে,
তদীয় ঋতু ব্যর্থ না হয়, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, কামাচারী হইয়া, ভাৰ্য্যার সহিত বিহার
করিতে লাগিলেন । তখন আকাশ হইতে তদীয় শুক্র স্থলিত হইয়া পড়িল ॥ ১৩ ॥ শুক্রোৎ-
সর্গপর্ষাবসানে তিনি ভাৰ্য্যার সহিত দিব্যগতি লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।
তদীয় পুত্রের। কৃতান্ত, শৌর্য্যসম্পন্ন ও সত্যবাদী হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই অভ্রবর্ণ শুক্র আকাশ হইতে পতিত হইলে, বপুষতী নলিনী তাহা গ্রহণ করিল । চিত্রা,
বিশালা, হরিতা, অলিনীলা এই সকল মুনিপত্নী বহুচ্ছাক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন ॥ ১৫ ॥
পুঙ্করমধ্যে সন্নিবিষ্ট সেই শুক্র দর্শন করিয়া, তাঁহার। ঋষিদিগকে কোন কথাই বলিলেন না ।
উহাকে অমৃত জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যৌবমা হইবার অভিলাষে ॥ ১৬ ॥ ঋষিবিধি জ্ঞান ও স্ব স্ব পতিস্ব
পূজা সংবিধানপূর্বক তাঁহাদের কর্তৃক অমৃতজাত হইয়া, ঐ পুঙ্করসংজিত শুক্র পান করিলেন ॥ ১৭ ॥
তাঁহার। রাজার সেই শুক্র স্নানবোধে যেমন পান করিলেন । ১৮ ॥ তৎকণাৎ সকলেই ব্রহ্ম-

উভয়জুঃ সৰ্বৈ সন্দোষান্তে স্বপদ্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ স্ববুঃ সপ্ত ভনয়ান কদতো ভৈরবং মূনে । তেবাং
 কদিতশঙ্কেন সৰ্ব্বমাপূরিতং জগৎ ॥ ২০ ॥ অখাজগাম ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । সম-
 ভ্যোত্যাববীৰ্য্যালান্ মা কদধ্বং মহাবলাঃ ॥ ২১ ॥ মরুতো নাম ভবতাং ভবিষ্যন্তি বরঃ স্থিরঃ ।
 ইত্যেবমুক্তা দেবেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২ ॥ তানাদায় বিরচারিমাকৃতানাदिदेश ह ।
 তে হাসমকৃতজ্ঞাদাঃ মনোঃ স্বায়ত্ত্ববেত্তরে ॥ ২৩ ॥ স্বারোচিষে তু মরুতো বক্ষ্যামি শৃণু নারদ ।
 স্বারোচিষস্ত পুত্রস্ত শ্রীমান্ নাম্না ঋতধ্বজঃ ॥ ২৪ ॥ তস্ত পুত্রা বভূবুস্ত সপ্তাদিত্যপরাক্রমাঃ ।
 ভপোর্ধ্বস্তে গতাঃ শৈলং মহামেকং নরেশ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥ আরাধয়ন্তো ব্রহ্মাণং পদটমজ্জং যথেন্দ্রবঃ ।
 ততো বিপশ্চিন্না নাথ সহস্রাক্ষো ভয়াতুরঃ ॥ ২৬ ॥ পুতনাং সোমরোমুখ্যাং গ্রাহ নারদ
 বাক্যবিৎ । গচ্ছস পুতনে শৈলং মহামেকং বিলাসিনি ॥ ২৭ ॥ তত্র তপ্যন্তি হি তপ ঋতধ্বজ-
 স্ততা মহৎ । যথা হি তপসো বিদ্বং তেবাং ভবতি স্তুন্দরি ॥ ২৮ ॥ তথা কুরুষ মা তেবাং সিদ্ধি-
 র্ভবতু স্তুন্দরি । ইত্যেবমুক্তা শক্রেণ পুতনা রূপশালিনী ॥ ২৯ ॥ তত্রাজগাম ছরিতা যত্র তৈস্ত-
 প্যাতে তপঃ । আশ্রমস্যাবিদূরে তু নদী মন্দোদ্রবাহিনী ॥ ৩০ ॥ তস্তাং স্নাতুং সূচাৰ্কজী স্বব-
 তীর্ণা মহানদীঃ ॥ ৩১ ॥ দদৃশুস্তে নৃপাঃ স্নাতাং ততশ্চক্ষুভিরে মূনে । ততো হত্যদ্রবক্ষুক্রং তৎ
 পপৌ জলচারিণী ॥ ৩২ ॥ শঙ্খিনী গ্রাহমুখ্যস্য মহাশঙ্খস্য বলভা । তেহপি বিদ্রষ্টেতপসো জগ্ন
 রাজ্যক পৈতৃকং ॥ ৩৩ ॥ সা চাপ্সরাঃ শক্রমেতা যথাতথ্যং চবেদয়ৎ । ততো বহুতিথে কালে

তেজোবিহীন হইয়া পড়িলেন । এইরূপে তাঁহারা কলুষীকৃত হইলে, স্ব স্ব পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত
 হইলেন ॥ ১৯ ॥ -হে মূনে ! অনন্তর তাঁহারা সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন । তাহারা ভৈরবরবে
 রোদন করিতে লাগিল । তাহাদের রোদনশব্দে সমস্ত সংসার পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ২০ ॥
 তখন লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মা আগমন করিলেন । এবং অত্যাগত হইয়া, সেই বালক-
 দিগকে কহিলেন, রোদন করিও না । তোমরা সকলেই মহাবল ॥ ২১ ॥ মরুৎনামে বিখ্যাত ও
 স্থিরবরস প্রাপ্ত হইবে । দেবগণের ঈশ্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিয়া ॥ ২২ ॥
 তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, আকাশবিহারী মরুৎপদে সন্নিবিষ্ট করিলেন । তাহারাই স্বায়ত্ত্বুর
 মন্বন্তরে আদ্য মরুৎ হইল ॥ ২৩ ॥

নারদ ! স্বারোচিষমন্বন্তরের মরুৎগণের কথা কীৰ্ত্তন করিব ; শ্রবণ কর । স্বারোচিষের
 পুত্র শ্রীমান্ ঋতধ্বজ ॥ ২৪ ॥ তাঁহার সাত পুত্র । তাঁহারা সকলেই আদিত্যসমপরাক্রম-
 বিশিষ্ট । তাহারা সকলেই তপশ্চরণার্থ মহামেকপর্কতে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তথায় ইন্দ্রপদ-
 প্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তদর্শনে বিপশ্চিন্নামে বিখ্যাত ইন্দ্র
 ভয়াতুর হইয়া ॥ ২৬ ॥ অঙ্গরোমুখ্যা পুতনারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি বিলাসিনি পুতনে !
 তুমি মহামেকশৈলে গমন কর ॥ ২৭ ॥ তথায় ঋতধ্বজের পুত্রেরা কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত
 হইরাছেন । স্তুন্দরি ! যাহাতে তাঁহাদের তপস্যার বিদ্ব হয় ॥ ২৮ ॥ তুমি তাহা কর । তাঁহারা
 যেন সিদ্ধ হইতে না পারেন ।

রূপশালিনী পুতনা শক্রেণ আদেশানুসারে ॥ ২৯ ॥ সত্বরে নরেন্দ্রনন্দনগণের তপঃস্থানে গমন
 করিল । আশ্রমের অবিদূরে যে মন্দসলিলবাহিনী তরঙ্গিণী ছিল ॥ ৩০ ॥ তাঁহারা সকল
 স্নানোদয় মিলিয়া তথায় স্নান করিবার জন্য আসিলেন । তদর্শনে চার্কজী পুতনাও মহানদীতে
 স্নানার্থ অবতীর্ণ হইল ॥ ৩১ ॥ নৃপনন্দনেরা তাহারে স্নান করিতে দেখিয়া, ক্ষুভিত হইয়া
 উঠিলেন । তাহাদের শুক্র খলিত হইল । গ্রাহপ্রধান মহাশঙ্খের প্রধারিণী জলচারিণী
 শঙ্খিনী তাহা পান করিল । এই ঘটনাবশতঃ রাজনন্দনেরা তপোদ্রষ্ট হইয়া, পৈতৃক রাজ্য সমাগত
 হইলেন ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ অঙ্গরা পুতনা ইন্দ্রের সকাশে গমন করিয়া, সমুদায় যথাযথ নিবেদন করিল

স। গ্রাহী শংখরূপিণী ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্ভূতা মহাজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যস্যবন্ধেন জালিনা । স তাং দৃষ্ট্বা মহাশঙ্খীং
 স্থলস্থানং মৎস্যজীবনঃ ॥ ৩৫ ॥ নিবেদয়ামাস তদা ঋতধ্বজস্বভেষু বৈ । অথাভ্যুত্যা মহা-
 জ্ঞানো যোগিনাং যোগধারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ নীত্বা স্বমন্দিরং সৰ্ব্বৈ পুরবাণ্যাং সমুৎসবান্ । ততঃ
 ক্রমাচ্ছংখিনী স। স্মৃষুবে সপ্ত বৈ শিশূন্ ॥ ৩৭ ॥ জাতমাত্রেব পুত্রেব মোক্ষমার্গমগচ্চ স। অমাতৃ-
 পিতৃক। বাল। জলমধ্যে বিচারিণঃ ॥ ৩৮ ॥ স্তম্ভার্থিনো বৈ রুরুহুৰথাভ্যাগাং পিতামহঃ । মা
 রুদধ্বমিতীত্যাহ স্বস্থান্দিষ্ঠত পুত্রকাঃ ॥ ৩৯ ॥ যুগং দেবা ভবিষ্যধ্বং বায়ুস্কন্ধবিচারিণঃ । ইত্যেবমুক্ত্বা
 ব্যাদায় সৰ্ব্বাংস্তান্ দৈবতং প্রতি ॥ ৪০ ॥ নিযুক্ত্য চ মরুন্মার্গে বিরাজো ভবনং গতঃ । এবমাখ্যাস্য
 মরুতো মনোঃ স্বারোচিষেস্তরে ॥ ৪১ ॥ উত্তমে মরুতো যে চ তান্ শৃণুয তপোধন । উত্তমস্যাধরে
 যন্ত রাজাসীন্নিবধাধিপঃ ॥ ৪২ ॥ বপুশ্চানিতিবিধাত্তো বপুষা ভাস্করোপমঃ । তন্ত পুত্রো গুণশ্রেষ্ঠো
 জ্যোতিমান্ ধার্ম্মিকোহভবৎ ॥ ৪৩ ॥ স পুত্রার্থী তপস্তপে নদীং মন্দাকিনীমবু । তস্য ভার্যা
 চ স্মশ্রোণী দেবাচার্য্যস্মৃতা তথা ॥ ৪৪ ॥ তপশ্চরণযুক্তস্য বভূব পরিচারিকা । স। নবৎ
 ফলপুষ্পাঃ সমিকুণ্ডলাদি তৎ ॥ ৪৫ ॥ চকার পদ্মপত্রাকী সম্যক্ চাতিথিপূজনম্ । পতিং
 শুশ্রুষমাণা স। কুশ। ধমনিসমুতা ॥ ৪৬ ॥ তেজোযুক্ত। স্মচাক্ষরী দৃষ্ট। সপ্তর্ষিভির্কিনে । তাং
 তথা চারুসৰ্ব্বাকীং দৃষ্ট্বাথ তপসা কৃণাং ॥ ৪৭ ॥ পপ্রচ্ছুস্তপসো হেতুং তস্তাস্তস্তুর্ভূরেব চ । স।
 ব্রবীতনয়ার্থায় আবাত্যাং তপসঃ ক্রিয়া ॥ ৪৮ ॥ তে চাস্য বরদ। ব্রহ্মন্ জাতাঃ সপ্তমহর্ষয়ঃ ।

এদিকে বহুকাল অতীত হইলে, সেই শঙ্খরূপিণী গ্রাহী ॥ ৩৪ ॥ কোন অংশুঙ্গীবি জালিক
 কর্তৃক মহাজালে সমুদ্ভূত হইল । মৎস্যজীবগণ স্থলে অবস্থিতিসময়ে সেই মহাশঙ্খীকে দর্শন
 করিয়া ॥ ৩৫ ॥ ঋতধ্বজের পুত্রগণসকাশে নিবেদন করিল । যোগিগণের আচরিত যোগপথে
 প্রবৃত্ত মহাত্মা রাজনন্দনগণ তথায় অভ্যাগত হইয়া ॥ ৩৬ ॥ সেই শঙ্খিনীকে আপনাদের আলয়ে
 আনয়ন করিয়া, পুরবাণীমধ্যে ছাড়িয়া দিলেন । অনন্তর শঙ্খিনী যথাক্রমে সপ্ত শিশু সমুৎপাদন
 করিল ॥ ৩৭ ॥ পুত্রগণ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি হইল । তখন সেই শিশু
 সকল মাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া, জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর স্তম্ভার্থী
 হইয়া, রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহ তথায় আগমন করিয়া, কহিলেন, বৎসসকল !
 রোদন করিও না । স্থির হইয়া, অবস্থিতি কর ॥ ৩৯ ॥ তোমরা বায়ুস্কন্ধবিহারী দেবতা হইবে ।
 এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণ ও ॥ ৪০ ॥ মরুন্মার্গে নিয়োজিত করিয়া,
 স্বভবনে গমন করিলেন । এইরূপে ব্রহ্মা স্বারোচিষমন্তরসময়ে ঐ সকল মরুৎকে সমাধস্ত
 করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

উত্তমমহন্তরসময়ে বাহারা মরুৎপদে অধিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের বৃন্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৪২ ॥
 উত্তমের অধিকারসময়ে যিনি নিবধগণের অধিপতি রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বপুশ্চান্ ।
 তাঁহার শরীর ভাস্করসদৃশ ছিল । তাঁহার পুত্রের নাম জ্যোতিমান্ ; তিনি গুণশ্রেষ্ঠ ও ধার্ম্মিক
 ছিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি পুত্রপ্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, মন্দাকিনীনদীতীরে তপশ্চরণ করেন ।
 তদীয় সহধর্ম্মণী, স্মশ্রোণী, দেবাচার্য্যনন্দিনীও ॥ ৪৪ ॥ তপশ্চরণসময়ে তাহার পরিচারিকা
 হইলেন । এবং সমিক, কুশ, ফল, পুষ্প ও জলাদি আহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ সেই
 পদ্মপত্রালোচনা সম্যক্ রূপে অতিথিসেবার নিযুক্তা হইলেন । পতির শুশ্রুষাশ্রমে কুশ ও
 ধমনিসমুতা হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৬ ॥ সপ্তর্ষিগণ অরণ্যমধ্যে সেই তেজস্বিনী সৰ্ব্বাক্ষরী
 ভামিনীকে দেখিতে পাইলেন । তাহারা চারুসৰ্ব্বাকী ও তপঃকুশা দর্শন করিয়া ॥ ৪৭ ॥ তাহারা
 পতিপত্নী উভয়ে কিজন্য তপস্যা করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি কহিলেন, আমরা
 পুত্রের জন্য তপস্যা করিতেছি ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডতনয়াঃ সপ্ত ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ যুবরৌত্ৰণসংযুক্তা মহর্ষীণাং প্রসাদতঃ ।
 ইত্যেবমুক্তাঃ প্রগুপ্তে সৰ্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥ ৫০ ॥ স চাপি রাজর্ষিরগাং সভার্যো নগরং নিজঃ ।
 ততো বহুজিহ্বে কালে সা রাজ্ঞা মহিবী প্রিয়া ॥ ৫১ ॥ অবাপ গর্ভভবংগী তস্মিন্ন পতিসমুদাং ।
 তর্কিণ্যায়থ ভাৰ্য্যয়াং স মমার নরাধিপঃ ॥ ৫২ ॥ সা চাপ্যারৌচুমিচ্ছতী ভর্তারং বৈ পতিব্রতা ।
 নিবারিতা তদামাঠ্যেন তথাপি প্রতিষ্ঠতি ॥ ৫৩ ॥ সমারোপ্যাথ ভর্তারং চিতারামাকৃচ্ছ সা ।
 ততোঃগ্নিমধ্যাং সলিলে মাসমেবাপভবুনে ॥ ৫৪ ॥ তদন্তসা স্মশীতেন সংসিক্তং সপ্তধাভবৎ ।
 তেজসস্তাথ স্তম্ভত উত্তমসান্তরে মনোঃ ॥ ৫৫ ॥ তামসস্যান্তরে যে চ মরুতোহথাভবন্ পুরা ।
 জ্ঞানহঃ কৌতুহিহ্যামি গীতবাদ্যকলিপ্রিয় ॥ ৫৬ ॥ তামসস্য মনোঃ পুত্রো দত্তধ্বজ ইতি ক্রতঃ ।
 স পুত্রার্থী কুহাবার্গো স্বমাংসং কুধিরং তথা ॥ ৫৭ ॥ অস্বীনি রোমকেশাংশ্চ স্নানমর্জ্যাকৃচ্ছনং ।
 শুক্লং চিত্রকো রাজা স্মৃতার্থী ইতি নঃ ক্রতং ॥ ৫৮ ॥ সপ্তশ্বেবার্জিষু ততঃ শুক্লপাতাদনস্তরং ।
 সা প্রক্ষিপেত্যভবচ্ছবঃ সোহপি যুতো নৃপঃ ॥ ৫৯ ॥ ততস্তস্মাকুতবহাং সপ্তধা তেজসা যুতাঃ ।
 শিশবঃ সমজারস্ত তেহরুদন্ তৈরবঃ যুনে ॥ ৬০ ॥ তেষান্ত ধ্বনিমাকর্ষ্য ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ ।
 সমাগম্য বিচার্যাথ চক্রে চ মরুতঃ সুরান্ ॥ ৬১ ॥ তে হাসন্ মরুতো ব্রহ্মস্তুমসে দেবতাগণাঃ ।
 যেষেভবন্ রৈবতে তাংশ্চ শৃণুয স্বং তপোধন ॥ ৬২ ॥ রৈবতস্যাম্ববায়ৈ তু রাজানীজ্রিপুজিহলী ।
 রিপুজিন্নামতঃ খ্যাতো ন তস্যাসীৎ স্মৃতঃ কিল ॥ ৬৩ ॥ স সমারাধ্য তপসা ভাস্করং তেজসাং
 নিধিঃ । অবাপ কন্যাং সুরতিং তাং প্রগৃহ গৃহং যযৌ ॥ ৬৪ ॥ তস্যাং পিতৃগৃহে ব্রহ্মন্ বসন্ত্যাং

ব্রহ্মন্ ! এই কথা শুনিয়া, সেই সপ্ত মহর্ষি তাঁহাকে বর দিয়া কহিলেন, গমন কর, সপ্ত-
 পুত্র সমুৎপন্ন হইবে ; সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ মহর্ষিগণের প্রসাদে তাহার। সকলেই গুণসম্পন্ন
 হইবে । মহর্ষিগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে ॥ ৫০ ॥ রাজা ভাৰ্য্যার সহিত নিজ নগরে গমন
 করিলেন । অনন্তর বহুকাল পরে তদীয় প্রিয়া মহিবী ॥ ৫১ ॥ তাঁহার সংসর্গে গর্ভবতী হইলেন ।
 সহধর্মিণী গুর্কিণী হইলে, রাজা পরলোক গমন করিলেন ॥ ৫২ ॥ পতিব্রতা রাজমহিবী
 স্বামীর সহিত চিতারোহণে অভিলাষিনী হইলেন । মজ্জিগণ নিবারণ করিলে, কোনমতেই
 নিবৃত্তা হইলেন না ॥ ৫৩ ॥ স্বামীকে চিতার আরোপিত করিয়া, স্বয়ং তাহাতে অধিরোহণ
 করিলেন । অনন্তর অগ্নিমধ্য হইতে তদীয় গর্ভ সলিলমধ্যে পতিত হইল ॥ ৫৪ ॥ স্মশীতল-
 সলিলসংস্পর্শে তাহা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া গেল । তাহারাই উত্তমমহন্তরের মরুৎ হইল ॥ ৫৫ ॥

হে গীতবাদ্যকলিপ্রিয় ! যাহারা তামস মহন্তরে মরুৎ হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি,
 শ্রবণ কর ॥ ৫৬ ॥ তামসমন্তর পুত্র দত্তধ্বজ নামে বিখ্যাত । তিনি পুত্রার্থী হইয়া, অগ্নিতে
 আপনায় মাংস ও কুধির আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ আমরা শুনিরাছি, তিনি ক্রমে
 আপনাত অহি, রোম, কেশ স্নান, মর্জা, যকৃৎ ও শুক্ল সমুদারই আহুতি দিলেন ॥ ৫৮ ॥ সপ্ত
 কৃষ্টিতে শুক্লপাত হইলে, এইরূপ শব্দ হইল, তুমি শুক্ল প্রক্ষিপ্ত করিও না । রাজা তৎকথা
 মরিয়া গেলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর সেই অগ্নি হইতে পরমহেজস্বী শিশুসকল সপ্তধা প্রোতুত
 হইয়া, তৈরবরূপে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

ভগবান্ পদ্মযোনি তাহাদের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সমাগত হইলেন এবং বিচারপুরস্কর
 তাহাদিগকে মরুৎনামক দেবগণ করিয়া দিলেন ॥ ৬১ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! তাহারাই তামস মহন্তরে
 মরুৎগণ হইয়াছিলেন । তপোধন ! অধুনা রৈবতমহন্তরই মরুৎগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥ ৬২ ॥

রৈবতমন্তর অম্ববায়ৈ রিপুজৎ নামে বিখ্যাত মহাবলসম্পন্ন রিপুজিৎ রাজা ছিলেন । তিনি
 নিঃসন্তান ॥ ৬৩ ॥ তপস্তা দ্বারা তেজোনিধি ভাস্করের আরাধনা করিয়া, সুরতি নামে কন্যা
 প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারে হইয়া, গৃহে গমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মন্ । পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে

স পিতা মৃতঃ । সাপি হুঃখপরীতানী বাস্তবঃ ত্যক্তমুদ্যতা ॥ ৬৫ ॥ ততস্তাহারয়ামাসুর্ধ্ববরঃ
সপ্ত নারদ । তস্যামাসক্তচিত্তাঙ্গ সর্ব এব তপোধনাঃ ॥ ৬৬ ॥ অপারম্বন্তী তৎ হুঃখং প্রজ্ঞাল্যাগ্নিং
বিবেশ হ । তে চাপশ্চত্বে ঋষয়স্তচ্চিত্তা ভাবিতাস্থথা ॥ ৬৭ ॥ তাং মৃতামুবরো দৃষ্ট্বা কষ্টে
কষ্টেতি বাদিনঃ । প্রজ্ঞানুজলনাচ্চাথ সপ্তাচার্যত দারকাঃ ॥ ৬৮ ॥ তে চ মাত্ৰা
বিনাভূতা রুদ্রহস্তান্ পিতামহঃ । নিবারয়িত্বা কৃতবান্ লোকনাথো মরুদগণান্ ॥ ৬৯ ॥
রৈবতস্যাস্তরে জাতা মরুতোহসী তপোধন । শৃণুয কীর্ত্তয়িষ্যামি চাক্ষুষস্যাস্তরে
মনোঃ ॥ ৭০ ॥ অসীমকিরিতি ধ্যাতন্তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ । সপ্তসারস্বতে
তীর্থে সোহতপাত্মমহত্তপঃ ॥ ৭১ ॥ বিস্মার্কঃ তস্য ভূষিতাং দেবাঃ সংপ্রেষয়নুনে । সা চাত্যেত্য
নদীতীরে কোভয়ামাস ভামিনী ॥ ৭২ ॥ ততোহস্য প্রাচ্যবজ্রকং সপ্তসারস্বতে জলে । তাং
চৈবাপ্যশপনমুচ্যং মুনির্মহাকো রিপুং ॥ ৭৩ ॥ গচ্ছস বেৎসি মূঢ়ে তং পাপস্যাস্য মহৎ ফলং ।
বিধ্বংসন্তে হি ভবিতা সংপ্রাপ্তে যজ্ঞকর্মণি ॥ ৭৪ ॥ এবং শপ্ত্বা ঋষিঃ শ্রীমান্ অগামাথ
স্বমাশ্রমং । সরস্বতীভ্যাঃ সপ্তভ্যাঃ সপ্ত বৈ মরুতোহভবন্ ॥ ৭৫ ॥ এতত্তবোক্তা মরুতো হি পূর্বে
জাতা অগদ্যাপ্তিকরা মহর্ষে । যেবাং ক্রতে জন্মনি পাপহানির্ভবেচ্চ ধর্ম্মাভ্যাদয়ো মহাংশচ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুদ্বৎপত্তিনাম দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ঐ কণ্ঠা পিতৃহীনা হইল । তজ্জন্য সে হুঃখপরীতকলেবরা হইয়া, স্রী তুহু পরিত্যাগের
বাসনা করিল ॥ ৬৫ ॥ নারদ ! সপ্ত ঋষি তাহার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেন । তজ্জন্য সকলেই
তাহারে বারণ করিলেন । কিন্তু ॥ ৬৬ ॥ ঐ কণ্ঠা হুঃখবেগধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল । তচ্চিত্ত ও তদভাবিত ঋষিগণ এই ঘটনা দর্শন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ তাহাকে
উপরত অবলোকন করিয়া, তাহার বারম্বার, হায়, কি কষ্ট, এইরূপ বাক্য সমুচ্চারণসহকারে
প্রস্থান করিলে, সেই অগ্নি হইতে সপ্তশিশু সমুৎপন্ন হইল ॥ ৬৮ ॥ জননী না থাকাতে তাহার
রোদন করিতে লাগিল । লোকনাথ পিতামহ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, মরুদগণপদ
প্রদান করিলেন ॥ ৬৯ ॥ হে তপোধন ! তাহারাই রৈবত মন্বন্তরে মরুদগণ হইয়াছিল ।
অধুনা চাক্ষুষমন্বন্তরস্থ মরুদগণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭০ ॥ মর্কি নামে বিখ্যাত
এক তপস্বী ছিলেন । তিনি সত্যবাদী ও শৌখ্যসম্পন্ন । এবং সপ্তসারস্বততীর্থে কঠোর
তপস্শ্রা করেন ॥ ৭১ ॥ মূনে ! দেবগণ তাহার তপোবিষ্মসমাধানমানসে ভূষিতাকে ঐরূপ
করিলেন । ভামিনী ভূষিতা নদীতীরে সমাগত হইয়া তাহার কোভসমুৎপাদন করিল ॥ ৭২ ॥
তখন সপ্তসারস্বতসলিলে তদীয় শুক্র পরিভ্রষ্ট হইল । তজ্জন্য মুনি তাহাকে শাপ দিয়া কহি-
লেন ॥ ৭৩ ॥ মূঢ়ে ! গমন কর । এই পাপের দারুণ ফল আনিতে পারিবে । যজ্ঞকর্ম
উপস্থিত হইলে, তোমার বিনাশ হইবে ॥ ৭৪ ॥ শ্রীমান্ মর্কি এইরূপে তাহারে শাপ দিয়া,
স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন । অনন্তর সপ্তসারস্বত হইতে সপ্ত মরুৎ অবতরণ করিল ॥ ৭৫ ॥
হে মহর্ষে ! পূর্বে সর্বজগদব্যাপী মরুদগণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তোমার নিকট তাহা
বলিলাম । মরুদগণের জন্মকথা শ্রবণ করিলে, পাপসকল বিনষ্ট ও পরমধর্ম্মাভ্যাস
সংঘটিত হয় ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুদ্বৎপত্তিনামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । এতদৰ্থং বলিন্দৈতাঃ কৃতো রাজা কলিপ্রিয়ঃ । মন্ত্রপ্রদাতা প্রহ্লাদঃ
 শুক্ৰশাসীং পুরোহিতঃ ॥ ১ ॥ জাঘাভিবিভক্তং দৈত্যৈঃ বিরোচনশ্রুতং বলিম্ । দিদৃক্ষবঃ
 সমাগতা অমরাঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ ২ ॥ তানাগতান্নিরীক্ষ্য পূজয়িত্বা যথাক্রমং । পপ্রচ্ছ
 কুলজান্ সৰ্বান্ কিং সু শ্রেয়স্করং মম ॥ ৩ ॥ ততস্তে প্রোচুরেবৈনং শৃণুযামস্মহম্বর । যন্তে শ্রেয়-
 স্করং কৰ্ম্ম বদস্ম্যকং হিতং তথা ॥ ৪ ॥ পিতামহস্তথৈবানীকুলী দানবপালকঃ । হিরণ্যকশিপুর্কসীরঃ
 ন শক্ৰোহিভূজগজরে ॥ ৫ ॥ তমাগত্য সুরশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সিংহবপুর্জরঃ । প্রত্যকং দানবেজ্ঞানাং
 নৈধিক্শিকলীকৃতঃ ॥ ৬ ॥ অবকৃষ্টে রাজ্যাং ন ত্রাসকেন মহাত্মনা । অস্মদৰ্থে মহাবাহো
 শক্রেণ ত্রিশূলিনা ॥ ৭ ॥ তথা তব পিতান্তোপি জন্তুঃ শক্রেণ ঘাতিতঃ । কুজন্তোবিষ্ণুনা চাপি
 প্রত্যকং পশুবদ্ধতঃ ॥ ৮ ॥ শব্দ্যঃ পাকো মহেজ্ঞেণ ভ্রাতা তব স্মদর্শনঃ । বিরোচনশ্রুতং পিতা
 নিহতঃ কথয়ামি তে ॥ ৯ ॥ ঋত্বা গোত্রকরঃ ব্রহ্মন্ কৃতং শক্রেণ দানবঃ । উদ্যোগং কারয়ামাস
 সহ সর্কৈর্নহাস্তৈঃ ॥ ১০ ॥ রথৈরন্তে গজৈরন্তে বাজিভিশ্চাপরে সুরাঃ । পদাতয়ন্তথাপান্তে
 জগ্মবুর্দ্ধার দেবতাঃ ॥ ১১ ॥ মমাগ্রে যাতি বলবান্ সেনানাথো ভয়ঙ্করঃ । সৈন্তস্য মধ্যে বলিনঃ
 কালনেমিষ্ঠ পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥ বামপার্শ্বমবষ্টভ্য শাব্বঃ প্রথিতবিক্রমঃ । প্রযাতি দক্ষিণং ঘোরং
 তারকাখ্যো ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥ দানবানাং সহস্রানি প্রযুতান্ সূদানি চ । সংপ্রযাতা নিযুজ্য
 দেবৈঃ সহ কলিপ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ঋত্বা সুরাণামুদ্যোগং শক্ৰঃ সুরপতিঃ সুরান্ । উবাচ যোগং
 দৈত্যানাং বোদ্ধুং নবলসংযুতাঃ ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং সুররাট সানন্দং বলী । সমাকুরোহ

পুলস্ত্য কহিলেন, কলিপ্রিয় ! এইজন্যই বলিকে রাজা করা হইয়াছিল । প্রহ্লাদ তাহার
 মন্ত্রদাতা ও শুক তাহার পুরোহিত ছিলেন ॥ ১ ॥ বিরোচনপুত্র বলি রাজা হইয়াছে, জানিয়া,
 অমরগণ সকলেই দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ২ ॥ বলি তাঁহাদিগকে সমাগত নিরীক্ষণ ও
 যথাক্রমে পূজা করিয়া সমুদীয় কুলজ পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি করিলে, আমার
 শ্রেয়ঃ হইবে, নির্দেশ কর ॥ ৩ ॥ তাহার তাহারে কহিল, হে অস্বরসুন্দর ! যাহা করিলে
 তোমার শ্রেয়ঃ ও আমাদেরও উপকার হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥
 তোমার পিতামহ অতিশয় বলবান্ ও দানবগণের পরিপালক বীর হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনের
 ইন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সমাগত হইয়া সিংহবপু ধারণ করিয়া, দানবেজ্ঞগণের
 সমক্ষে তাহারে নথরপ্রহারে বিদীর্ণ করেন ॥ ৬ ॥ মহাত্মা ত্রিলোচন ত্রিশূলী শক্ৰর আমাদের
 নিমিত্ত তাহারে রাজ্য হইতে অবকৃষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ তোমার পিতব্য জন্তু শক্ৰের হস্তে
 নিহত হইয়াছেন । ভগবান্ বিষ্ণু তোমাদের সাক্ষাতে কুজন্তুকে পশুর আয়, সংহার করি-
 য়াছেন ॥ ৮ ॥ তোমার ভ্রাতা স্মদর্শন, শব্দ্য ও পাক, ইহারাও মহেজ্ঞ কর্তৃক নিহত হইয়াছে ।
 তোমার পিতা বিরোচনেরও নিধনবৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রগোত্র কর করিয়াছেন, শুনিয়া বিরোচন সমুদায় মহাসুরগণের সহিত উদ্যোগ
 করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তখন কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ও কেহ বা পদব্রজে
 দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিল ॥ ১১ ॥ ভয়ঙ্কর বলবান্ সেনাপতি সৈন্যগণের অগ্রে
 অগ্রে যাইতে লাগিল । কালনেমি পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিল ॥ ১২ ॥ প্রথিতবিক্রম শাব্ব বামপার্শ্ব
 ও উগ্রপ্রকৃতি তারক দক্ষিণ দিক্ অবষ্টক করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥ এইরূপে সহস্র
 সহস্র, প্রযুত প্রযুত ও অর্কদ অর্কদ দানব দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ প্রাণ করিল ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র অস্বরগণের যুদ্ধোদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, সুরদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরাও স্ববে
 মিলিত হইয়া, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃতোদ্যোগ হও ॥ ১৫ ॥ মহাবল ভগবান্ সুরপতি

ভগবান্ যতমাতলিবাধিনঃ ॥ ১৬ ॥ সমাক্রুড়ে সহস্রাক্ষে সান্দ্রনং দেবতাগণঃ । স্বঃ স্বঃ বাহন-
মাক্রুত্ব নিশ্চেষ্টযুঃ কাকাজিকণঃ ॥ ১৭ ॥ আদিত্যা বনবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবগণো । তথা ।
বিদ্যাধর্য গুহ্যকাক্ষঃ যক্ষরাক্ষপন্নগাঃ ॥ ১৮ ॥ রাজর্ষিব্রহ্মা সিদ্ধাঃ নানাভূতাশ্চ । সংযশঃ ।
গজানন্তে রথানন্তে হস্তানন্তে সমাক্রহন্ ॥ ১৯ ॥ বিমানানি চ শুভ্রানি পক্ষিবাহানি নারদ ।
সমাক্রুত্বাঃ সর্কে যতো দৈত্যবলং হিতং ॥ ২০ ॥ এতন্নিব্রহ্মরে ধীমান্ বৈনতেয়ঃ সমাগতঃ ।
তস্মিন্ বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠাধিরূঢ়ঃ সমভ্যাগাৎ ॥ ২১ ॥ তমাগতঃ সহস্রাক্ষলৈলোক্যপতিমব্যয়ং ।
ববন্ধ মুর্দ্ধাবনতঃ সহ সর্কেঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ২২ ॥ ততোহগ্রে দেবসৈন্তস্ত কার্ত্তিকেয়ো গদাধরঃ ।
পালয়ন্ জঘনং বিমূৰ্ছাতি মধ্যাং সহস্রদৃক্ ॥ ২৩ ॥ বামং পার্শ্বমবষ্টভ্য জয়ন্তো বর্ততে যুনে ।
দক্ষিণং বক্রণঃ পার্শ্বমবষ্টভ্যাগমম্বলী ॥ ২৪ ॥ ততোহমরাণাং পৃথন্য বশস্বিনী কন্দেজবিষ্ণু ক্রমু-
বীৰ্য্যপালিতা । নানাদ্বন্দ্বশছোদ্যতদোঃ সমুহা সমাসসাদারিবলং মহীধে ॥ ২৫ ॥ উদয়াদিত্রি-
তটে রম্যে শুভে সমশিতালে । নিবৃক্ষে পক্ষিরহিতে জাতো দেবাসুরো রণঃ ॥ ২৬ ॥ সন্নি-
ধানান্তয়ো রৌদ্রঃ সেনায়োরভবন্ যুনে । মহীধে শাস্ত্ররজসি তদানববলং মহৎ ॥ ২৭ ॥ অভ্যস্তবস্ত
সহস্রা সমং কন্দেন দেবতাঃ । নিজমুর্দ্ধানবান্ দেবাঃ কুমারভূজপালিতাঃ ॥ ২৮ ॥ দেবান্নিজমু-
র্দ্ধিতিজা ময়গুপ্তাঃ প্রহারিণঃ । মহীধরোত্তমে পূর্কঃ যথা বানরহস্তিনোঃ ॥ ২৯ ॥ রণরেণু-
রথোদ্ধৃতঃ পিঙ্গলো রণমুর্দ্ধনি । সঙ্ঘাভূরুক্তঃ সদৃশো মেঘৈঃ খে সুরতাপজঃ ॥ ৩০ ॥ তদাসী
তুমুলং যুদ্ধং ন প্রোক্তায়ত কিঞ্চন । অয়ন্তে অনিশং শকাচ্ছিক্তিক্তিক্তীতি বাদিনাঃ ॥ ৩১ ॥ ততো

এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া, মাতলিকে অশ্বচাগনে আদেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥
তিনি রথে অধিরূঢ় হইলে, দেবগণ সকলে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধকামনায় নির্গত
হইলেন ॥ ১৭ ॥ সমুদায় আদিত্য ও বসুগণ, সমুদায় রুদ্র ও সাধ্যগণ, সমুদায় বিশ্বেদেবগণ ও
অশ্বিনীদ্বয়, তথা বিদ্যাধরগণ, গুহ্যকগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নপগণ ॥ ১৮ ॥ রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ
ও বিবিধ ভূতগণ, কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ॥ ১৯ ॥ এবং কেহবা বিহঙ্গমবাহিত শুভ্র-
বিমানে আরোহণ করিয়া, যেখানে দৈত্যসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, তথায় গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

এই অবসর ধীমান্ বৈনতেয় সমাগত হইল । বিষ্ণু তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আগমন
করিলেন ॥ ২১ ॥ সহস্রাক্ষ সেই ত্রৈলোক্যপতি অব্যায়রূপ বিষ্ণুকে সমাগত দর্শন করিয়া,
মুর্দ্ধাবনত হইয়া, সুরোত্তম সমুদায়ের সহিত বন্দন করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর কার্ত্তিকেয়
দেবসৈন্তের অগ্রে অবস্থিতি করিলে, বিষ্ণু গদাগ্রহণ করিয়া, জঘনদেশ ও সহস্রলোচন মধ্যভাগ
রক্ষা ॥ ২৩ ॥ জয়ন্ত বামপার্শ্ব অবষ্টম্বন ও বলবান্ বক্রণ দক্ষিণপার্শ্ব পরিপালনে নিযুক্ত হই-
লেন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে দেবগণের বশস্বিনী পৃথন্য কন্দ, ইজ ও বিষ্ণুর বীৰ্য্য সুরক্ষিত
হইয়া, হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া, মহীধরপৃষ্ঠে অরাতিসৈন্যদিগকে আক্রমণ
করিল ॥ ২৫ ॥ তখন সমশিতালে সমলকৃত, পরমসুন্দর ও রমণীয় এবং বৃক্ষ ও পক্ষিবিরহিত
উদয়াদিত্রিতটে দেব ও অসুরগণে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥ পরস্পর উভয় সেনায় সন্নিধান
প্রযুক্ত সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । সুবিপুল দানববল শাস্ত্ররজস্ক মহাপৃষ্ঠ আশ্রয়
করিয়াছিল ॥ ২৭ ॥ দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সহস্রা তাহাদের অতিমুখে ধাবমান হইলেন ।
এবং কার্ত্তিকেয়ের ভূজবলে সুরক্ষিত হইয়া, ভাদ্রাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন
ময়রক্ষিত দানবগণ প্রহারপুরঃসর দেবগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । পূর্কে মহীধর পৃষ্ঠে
বানর ও হস্তিগণের বেক্রপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও উভয়পক্ষ তক্রপ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥
ঐ সময়ে রথোদ্ধৃত পিঙ্গলবর্ণ রণরেণু রণমন্তকে সমুখিত হইয়া, আকাশে সঙ্ঘারাগবজ্র মেঘের
আয়, শোভমান হইল ॥ ৩০ ॥ যুদ্ধ ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে, আর কিছুই জানিতে পারা

বিশমনো যোজ্ঞো দৈত্যানাং দৈবতৈঃ সহ । জাতো কধিরনিষ্যন্দো রজসঃ শমনাস্বকঃ ॥ ৩২ ॥
 শান্তে রজসি দেবৌষান্তদানববলং মহৎ । অভ্যস্তব্রহ্মসহিতা সমং কলেন ধীমতা ॥ ৩৩ ॥ ততো-
 মৃতরসাদাদিহিনাভ্যাঃ সুরোত্তমাঃ । নির্জিতাঃ সমরে দৈত্যৈঃ সমং দৈত্যেন নারদ ॥ ৩৪ ॥
 বিনির্জিতান্ স্ত্রান দৃষ্ট্বা বৈনতেষ্বধ্বজোহরিহা । শার্ঙ্গমুদ্যম্য বাণৌঠৈর্নিজধান
 উত্তমতঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুনা হস্তমানান্তে দানবা গরুড়ো ন চ । দৈত্যৈঃ শরণং জগুঃ কালনেমিঃ
 মহাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥ তেভাঃ স চাভয়ং দত্ত্বা প্রববৌ যজ্ঞ মাধবঃ । বিবুদ্ধিমগমধ্বজান্ যথা ব্যাধি-
 রূপেণকিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যঃ যঃ কয়েণ স্পৃশতি দেবং যক্ষং স কিমরং । তং তমাদার চিক্বেপ বিস্তৃতে
 বদনে বলী ॥ ৩৮ ॥ সংরক্তাদানবেজ্ঞোহন্যমুদত দিতিজৈঃ সংযুগে দেবসৈন্যঃ সেন্যঃ সার্কঃ
 সচেন্দ্রঃ করচরণনৈধরজ্জহীনোহপি বেগাৎ । চক্রে বৈশানরাটৈস্ত্রবানিগগনয়োস্তির্ধ্যগূর্ধ্বঃ
 সমংতাভ্যাগুঃ কল্লাস্তবহ্নেজ্জগদধিলমিদং রূপমাসীদ্বিধকোঃ ॥ ৩৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা বর্জমানং রিপুমতি-
 বলিনং দেবগন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মুখা ভয়তরলদৃশঃ প্রোজ্জবন্ দিক্ষু সর্কে । পোপ্লয়ন্তে
 চ দৈত্যা হরিময়রগণৈরর্জিতং চাক্রমোলিং নানাশস্ত্রাশ্রপাটৈর্কিগলিতযশসং চক্রকুণ্ডলি-
 দর্পাঃ ॥ ৪০ ॥ তানিখং প্রেক্ষ্য দৈত্যান্ ময়বলিপ্রমুখান্ কালনেমিপ্রধানান্ বাটৈরাক্রুয্য শার্ঙ্গা-
 নবরতমুয়োভৈর্দিক্ৰীড়করৈঃ । কোপানারক্তদৃষ্টিঃ সরথগজহরান্ দৃষ্টিনিধূতবীর্ঘ্যান্ নারাচাটৈঃ

গেল না । কেবল, ছেদ কর, ভেদ কর, এইরূপ বাক্যযোগে প্রবৃত্ত যোদ্ধৃগণেরই শব্দ শ্রবণ
 হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর দেবগণের সহিত দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কধিরনিষ্যন্দ প্রোজ্জ্বলিত
 হইয়া, সমুদায় রণরেণু অপাকৃত করিল ॥ ৩২ ॥ ধূলিপটল নিরাকৃত হইলে, দেবগণ ধীমান্ কার্তিকেয়ের
 মিলিত হইয়া, স্ববপুল দানবসৈন্য আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তৎকালে তাহারা অমৃতরসা-
 দাবিবর্জিত হইয়াছিলেন । এই কারণে, দানবগণ তাহাদিগকে সসৈন্যে জয় করিতে
 লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তাহারা বিনির্জিত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অরাতিনিহীন স্বধূস্রদন শার্ঙ্গধনু
 সমুদ্যত করত, দানবদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণু ও গরুড় উভয় কর্তৃক হস্ত-
 মান হইয়া, ঐ সকল দানব মহাসুর কালনেমির শরণ গ্রহণ করিল ॥ ৩৬ ॥ কালনেমি তাহাদিগকে
 অন্তরদান করিয়া, বিষ্ণুর সকাশে সমাগত হইল । ব্রহ্মন্ ! কালনেমি, উপেক্ষিত ব্যাধের ন্যায়
 অতিমাত্র বর্জিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৭ ॥ সে হস্ত দ্বারা দেব, যক্ষ ও কিম্বর, যাহাকেই স্পর্শ
 করিতে লাগিল, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া, বিস্তৃত বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৮ ॥ সেই
 দৈত্যোক্ত কালনেমি অস্ত্রহীন হইলেও, দিতিজগণের সহিত মিলিত হইয়া, কেবল কর, চরণ ও
 নখরপ্রহারে ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য সমেত সুরসৈন্য সমুদায় সংগ্রামে বিমথিত করিতে লাগিল । ঐ সময়ে
 সে অধিল সংসার দগ্ধ করিবার বাসনার অবনি ও আকাশ উভয়ের তির্ধ্যক্, উর্ধ্ব ও সমস্তাৎ
 ব্যাপ্তি করিয়া, কল্লাস্তবহ্নির রূপ পরিগ্রহ করিল ॥ ৩৯ ॥ সেই অতীববলশালী শত্রুকে সংবর্জিত
 সন্দর্শন করিয়া, দেব ও গন্ধর্ব্বমুখ সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও অশ্রান্ত প্রধান প্রধান দেবভাবর্গ
 সকলেই ভয়বশতঃ চঞ্চলদৃষ্টি হইয়া, দশদিকে ধাবমান হইলেন । দৈত্যগণ ভদ্রর্পনে অতিমাত্র
 গর্জিত হইয়া, অমরগণের বর্জিত ভগবান্ নারায়ণের সকাশে সবেগে গমন ও বিবিধ শস্ত্র ও
 অস্ত্রপাতপূরঃসর ভদ্রীয় যশঃবিগলিত করিয়া ফুলিল ॥ ৪০ ॥ ময় ও বলিপ্ৰমুখ এবং কালনেমি-
 প্রধান সেই দানববল এইরূপে আক্রমণ করিয়াছে, দর্শন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বদরভেদী বজ্রকর
 নারাচনামক স্পৃশ্য শরসকল শার্ঙ্গধনু হইতে অনবরত আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্ব, গজ ও রথের সহিত
 তাহাদের লকলকেই, মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ সমাচ্ছন্ন ও দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক

স্বপুংখৈর্জলদ ইব গিরিশ্ছাদয়ামাস বিষ্ণুঃ ॥ ৪১ ॥ তে বাটৈশ্ছাদয়ামাস হরিকরমুচিটৈঃ
কালদণ্ডপ্রকাটৈর্নারাটৈর্দৈর্জলময়পুংগবঃ । প্রারম্ভে দানবেন্দ্রঃ শতমথ-
মথনং প্রোচ্ছন্ন কালনেমিঃ স প্রায়াদ্বেবসৈন্যপ্রভুমমিতবলঃ কেশবঃ লোকনাথঃ ॥ ৪২ ॥
দৃষ্ট্য়া তং শতশীর্ষমুদাতগদং শৈলেন্দ্রশৃঙ্গাকৃতিং বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গযপাশ্চ সঙ্ঘরমথো অগ্রাহ চক্রকরে ।
দেবেনৈব যুমেত্য দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদনং মালিনং প্রোবাচাথ বিহন্ত তং চ স্মৃতিয়ং মেঘবনো
দানবঃ ॥ ৪৩ ॥ অয়ং স দহুপুত্রৈর্দৈত্যৈর্দৈত্যবিটপকুদ্রিপুঃ পরমকোপনো মম বিঘাতকৃত্যুধী ।
হিরণ্যানয়নাস্তকো বিবিধপুষ্পপুজারতিঃ ক যাতি মম গোচরে নিপতিতঃ খলোহসদৃশঃ ॥ ৪৪ ॥
যদ্যেব সংপ্রতি মমাহবমভ্রাটৈতি নুনং ন যাতি নিলয়ং নিজমংবুজাক্ষঃ । মনুষ্টপিষ্টেশিখিলাদমুপাস্ত-
ভস্ম সঙ্কল্যতে সুরজনো ভয়কাতরাক্ষঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যেবমুক্তা মধুসূদনঃ বৈ স কালনেমিঃ
ফুরিতাধরোষ্ঠঃ । গদাং খগেন্দ্রোপরি জাতরোষো মুমোচ শৈলে কুলিশং যথেন্দ্রঃ ॥ ৪৬ ॥
তামাপকস্তীং প্রসমীক্য বিষ্ণুর্যোরাং গদাং দানববাহুমুক্তাং । চক্রেণ চিচ্ছেদ স্মৃগতস্য মনোরথং
পূর্বকৃতং হি কৰ্ম্ম ॥ ৪৭ ॥ গদাং ছিদ্ভা তদা বিষ্ণুর্দানবস্য স্মদাক্রবাং । সমুপেতা ভুজৌ পীনৌ
সংপ্রচিচ্ছেদ বেগবান্ ॥ ৪৮ ॥ ভুজাভ্যাং কৃত্যভ্যাং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । কালনেমিস্তথা ভাতি
দগ্ধঃ শৈল ইবাপরঃ ॥ ৪৯ ॥ ততোন্য মাধবঃ কোপাচ্ছিরশ্চক্রেণ ভূতলে । ছিদ্ভা নিপাতয়ামাস
পকং তালকলং যথা ॥ ৫০ ॥ তথা বিবাহর্কিণিরা মুণ্ডতালো যথা বনে । তস্মৌ মেকুরিবাকম্পাঃ
কবন্ধঃ স্মাদধরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ তং বৈনতেয়োপারসা খগেন্দ্রো নিপাতয়ামাস যুনে ধরণ্যাং ।

তাহাদিগকে নিবীৰ্য্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১ ॥ হরিকরমোচিত কালদণ্ডদৃশ অর্কচন্দ্রাকৃতি
নারাচপরম্পরায় প্রচ্ছাদিত হইয়া, সেই বলিময়পুরোগম দানবগণ অতিমাত্র ভয়ে আক্রান্ত ও
প্রথমেই সঙ্ঘরে শতমথমথন দানবেন্দ্র কালনেমির শরণাপন্ন হইল । তখন সেই কালনেমি
দেবসৈন্তের নিয়ন্তা অপরিমেয়বলবিশিষ্ট, লোকনাথ কেশবের নিকট গমন করিল ॥ ৪২ ॥ তিনি
শৈলেন্দ্রশৃঙ্গসদৃশকলেবরসম্পন্ন, শতমস্তক কালনেমিকে গদাহস্তে আক্রমণ করিতে দেখিয়া,
শার্ঙ্গধনু ত্যাগ ও সঙ্ঘরে চক্র গ্রহণ করিলেন । তদ্বর্ণনে কালনেমি উচ্চৈঃস্বরে অনেকক্ষণ
হাস্ত করিয়া, মেঘবৎ গভীরশব্দে সেই দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদী, বনমালীকে বলিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥
এই সেই দহুপুত্রপ্রয়ী, দানবসৈন্তের ত্রাসসমুৎপাদক, পরমকোপনস্বভাব, যুদ্ধে আমার বিঘ্নকর্তা,
হিরণ্যাক্ষের অন্তক, এবং বিবিধপুষ্পপুজারত শত্রু কেশব । ইহার সদৃশ ধল দ্বিতীয় নাই ।
এই শত্রু যখন আমার গোচরে পতিত হইয়াছে, তখন আমার কোথায় বাইবে ? ॥ ৪৪ ॥ এই
অমুজলোচন জনাৰ্দ্ধন যদি নিজনিলয় গমন না করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে,
অমরগণ ভয়কাতর লোচনে ইহাকে আমার মুষ্টিপিষ্ট হইয়া, শিলিলদেহে ভস্মসাৎ হইতে অব-
লোকন করিবে ॥ ৪৫ ॥ কালনেমি অধর ওষ্ঠ প্রফুরিত করিয়া, মধুসূদনকে এইরূপ বলিয়া,
জাতরোষ হইয়া, ইন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্রাঘাত করেন, তজ্জপ গরুড়ের উপরি গদার আঘাত
করিল ॥ ৪৬ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু দানববাহুবিমুক্ত ভয়ঙ্কর গদা আসিতে দেখিয়া, পূর্বকৃত কৰ্ম্ম
যেমন নিতান্ত দুর্গতিপন্ন লোকের মনোরথ ভগ্ন করে, তজ্জপ চক্রপ্রহারে তাহা ছেদন করিয়া
ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি দানবেশ্বরের স্মদাক্রণ গদা ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ সবেগে সমুৎপত্ত
হইয়া, তাহার পীন ভুজযুগল ছিন্ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক ভুজযুগল ছিন্ন হইলে,
কালনেমি দগ্ধশৈলের স্থায়, প্রতিষ্ঠাত হইল ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর মাধব চক্র দ্বারা তদীয় মস্তক
ছেদন করিয়া, পক তালকলের স্থায়, ভূমিতে পতিত করিলেন ॥ ৫০ ॥ কালনেমি বাহুহীন
ও শিরোহীন হইয়া, অঙ্গশ্যামধো মুণ্ড তালকলের স্থায়, শোভাধারণ করিয়া, সেই কবন্ধ অবস্থায়
মেকুর স্থায়, অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল ॥ ৫১ ॥ তখন গরুড় বক্ষস্থলের আঘাত করিয়া

যথামরাজাহশিরঃ প্রণষ্টে ধন্যঃ মহেন্দ্রঃ কুলিশেন ভূম্যাং ॥ ৫২ ॥ তস্মিন্ হতে দানবসৈন্ত-
পালে সংসাধ্যমানা ত্রিদশৈশ্চ দৈত্যাঃ । বিমুক্তশঙ্খালকবর্ণবজ্রাঃ সংগ্রাজবন্ বাণমৃতে-
স্মরেন্দ্রাঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি বামনপুরাণে বামনপ্রোক্তভাবে কালনেমিবধো নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । সংস্থিতে সবলে বাণে দানবাঃ সত্তরং পুনঃ । প্রযাতা দেবতাসেনাং সশস্ত্রা
যুদ্ধলালসাঃ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুরপ্যমিতৌজাস্তং জ্ঞাত্বাজেয়ং বলেঃ স্মৃতং । প্রাহামত্র্য সুরান্ সর্কান্
যুধ্যধ্বং বিগতজরাঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুনাথ সমাদিষ্টো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । যুযুর্দানবৈঃ সার্কৈঃ
বিষ্ণুস্তত্তরধীরত ॥ ৩ ॥ মাধবং গতমাজ্জার শুকো বলিমুবাচ হ । গোবিন্দেন সুরাস্ত্যক্তাস্তং
জয়স্বাধুনা বলে ॥ ৪ ॥ স পুরোহিতবাক্যেন প্রীতো যাতে জনার্দনে । গদামাদায় তেজস্বী
দেবসৈন্তমভিযুজতঃ ॥ ৫ ॥ বাণো বাহুসহস্রৈশ্চ গৃহ প্রহরণান্যথ । দেবসৈন্যমভিযুজ্য নিজঘান
সহস্রশঃ ॥ ৬ ॥ মরোপি মারামাস্থায় তৈষ্টৈরুপাস্তরৈর্মুনে । বোধয়ামাস বলবানমরাণাং বক্রাধি-
নীম্ ॥ ৭ ॥ বিদ্যাজ্জিহ্মঃ পরো ভদ্রো বৃষপর্কাসিতেক্ষণঃ । বিপাকো বিষ্ণুরঃ সৈন্যন্তেপি দেবানু-
পাদ্রবন্ ॥ ৮ ॥ তে হন্যমানা দিত্তিষ্টৈর্দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । গতে জনার্দনে দেবে প্রায়শো
বিমুখাভবন্ ॥ ৯ ॥ তান্ প্রভগান্ সুরগণান্ বলিবাণপুরো গমাঃ । পৃষ্ঠতস্তদ্রবন্ সর্কৈঃ ত্রৈলোকা-
বিজিগীষবঃ ॥ ১০ ॥ ০সংসাধ্যমানা দৈতেষ্টৈর্দেবাঃ সেন্দ্রাঃ ভয়াতুরাঃ । ত্রিবিষ্টপং পরিত্যজ্য

তাহারে ধরাতলে নিপাতিত করিল । বোধ হইল, মহেন্দ্র যেন বজ্রপ্রহারে বাহুর মস্তক ছেদন
করিয়া অস্তর হাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দানবসৈন্যানিয়ন্তা কালনেমি নিহত
হইলে, ত্রিদশগণ অস্তুরদিগকে দলিত করিতে লাগিলেন । তাহারা শস্ত্র, অলক, বর্ণ ও বস্ত্র
বিমোচন করিয়া, পলায়নপরায়ণ হইল । কেবল বাণাসুর সংগ্রামে অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ ॥

ইতি বামনপুরাণে কালনেমিবধনামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বাণাসুর সংগ্রাম আশ্রয় করিয়া রহিলে, দানবগণ পুনরায় যুদ্ধকামনায়
সশস্ত্রে সত্তরে দেবগণের উদ্দেশে প্রয়াণ করিল ॥ ১ ॥ অমিততেজা বিষ্ণু বলির পুত্র বাণকে
অজেয় জানিয়া, সুরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমরা বিগতজর হইয়া,
যুদ্ধ কর ॥ ২ ॥ শক্রপুরোগম দেবগণ বিষ্ণুর আদেশানুসারে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন । এই অবসরে বিষ্ণু অন্তর্দান করিলেন ॥ ৩ ॥ শুক্রাচার্য্য, মাধবকে অন্তর্হিত জানিয়া,
বলিকে কহিলেন, বলে ! গোবিন্দ দেবগণকে ত্যাগ করিয়াছেন । তুমি অধুনা জয় কর ॥ ৪ ॥
জনার্দন প্রস্থান করিলে, বলি পুরোহিতের বাক্যানুসারে গদাপ্রহণ করিয়া, সতেজে সুরসৈন্তের
অভিমুখে গমন করিল ॥ ৫ ॥ তদর্শনে বাণ বাহুসহস্র দ্বারা বিবিধ প্রহরণ গ্রহণ ও দেবসেনার
সম্মুখে গমন করিয়া, তাহাদের সহস্র সহস্রকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ তখন মর মারা
আশ্রয় ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, অমরবক্রাধিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৭ ॥
বিদ্যাজ্জিহ্ম, পর ভদ্র, বৃষপর্ক, অনিতেক্ষণ বিপাক, বিষ্ণুর ইহারাও সসৈন্ত দেবগণকে প্রহার
করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ দিত্তিস্মৃতগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া, ভগবান্ জনার্দন
গমন করিলে, প্রায় বিমুখ হইয়া পড়িলেন ॥ ৯ ॥ বলি ও বাণপ্রমুখ দৈত্যগণ সকলে ত্রিভুবন
জয়কামনাবশংবদ হইয়া, সেই রণপর্যায়ু দেবগণের অন্তঃসরণে ধাবমান হইল ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রের

ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মলোকং গতেষিখং সেত্রেষপি সুরেষু বৈ । স্বর্গভোজ্যং বলি-
 র্জাতঃ সপুত্রভৃত্যবান্ধবৈঃ ॥ ১২ ॥ শক্রোভূতলবান্ ব্রহ্মন্ বলির্কাণে । যমো ভবৎ । বক্রণো-
 ভূময়ঃ সোমো রাহঁর্হাদো মহাসুরঃ ॥ ১৩ ॥ সর্ভানুস্রবৎ সূর্য্যঃ শুক্রশচানীদৃহ্পতিঃ । যেষ্টে-
 প্যধিকৃতা দেবান্শেষু জাতাঃ সুরারয়ঃ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চমস্য কলেরাদৌ দ্বাপরাস্তে সূদাক্ষণে ।
 দেবান্সুরোভূৎ সংগ্রামো বত্র শক্রোপ্যভূতলিঃ ॥ ১৫ ॥ পাতালান্তস্য সপ্তাসন্ বশে লোকত্রয়ঃ
 তথা । ভূভুবঃসঃ পরিখ্যাতং দশলোকাধিপো বলিঃ ॥ ১৬ ॥ স্বর্গে স্বয়ং নিবসতি ভূমন্
 ভোগান সুদূর্লভান্ । তত্রোপাসন্ত গন্ধর্বা বিশ্বাস্পুরোগমাঃ ॥ ১৭ ॥ তিলোত্তমাদ্যা হৃষ্ম-
 রসো নৃত্যন্তি সুরতাপসাঃ । বাদয়ন্তি চ বাদ্যানি যক্ষবিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ত্রৈবিষ্টপানসৌ
 ভোগান্ ভূজ্ঞৈস্ত্যেখ্যে বলিঃ । সন্মায় মনসা ব্রহ্মন্ প্রহ্লাদং স পিতামহং ॥ ১৯ ॥ সংস্বতশ্চ
 স পৌত্রেন মহাভাগবতোহসুরঃ । সমভ্যাগাঘরাযুক্তঃ পাতালাৎ স্বর্গমব্যয়ং ॥ ২০ ॥ তমাগতং
 সমীক্ষ্যৈব ত্যক্ত্য সিংহাসনং বলিঃ । কৃতাজলিপুটো ভূত্বা ববন্ধে চরণাবুভৌ ॥ ২১ ॥ পাদয়োঃ
 পতিতং বীরং প্রহ্লাদস্তরিতো বলিঃ । সমুখাপ্য পরিষজ্য বিবেশ পরমাসনে ॥ ২২ ॥ তং বলিঃ
 গ্রাহ ভো তাত স্বংপ্রসাদাৎ সুরা ময়া । নির্জিতাঃ শক্ররাজ্যঞ্চ হতং বীৰ্য্যং বলান্ময়া ॥ ২৩ ॥
 তদ্বিস্তৃতমধীৰ্য্যাবিনির্জিতসুরোত্তমং । ত্রৈলোক্যরাজ্যং ভুংক্ণুঃ ময়ি ভূত্যে ন্মুরঃ স্থিতে ॥ ২৪ ॥
 ঐরাবতঃ পুণ্যযুতো ভবিষ্যামি যথাবহং । তদংস্ত্রিপূজাভিরতস্তদুচ্ছষ্টানভোজনঃ ॥ ২৫ ॥

সহিত দেবগণ দৈত্যগণ কর্তৃক সংসাদ্যমান ও ভয়াতুর হইয়া, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন
 করিলেন ॥ ১১ ॥ এইরূপে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, বলি পুত্র, ভৃত্য ও মিত্রগণের
 সহিত স্বর্গভোগ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে বলি স্বয়ং ইন্দ্র হইল ; তাহার পুত্র বাণ যমদ্ব গ্রহণ
 করিল ; ময় বক্রণ হইল ; রাহু চন্দ্রের কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ সর্ভানু সূর্য্য হইল ;
 শুক্র বৃহস্পতির পদগ্রহণ করিলেন, এবং অন্যান্য অসুরগণ অপরাপর দেবগণের অধিকারে প্রবৃত্ত
 হইল ॥ ১৪ ॥ পঞ্চম কলিযুগের আদিতে ও দ্বাপরযুগের অতি দারুণ অবসানে দেবান্সুরের যুদ্ধ
 হইয়াছিল, যাহাতে বলি ইন্দ্রপদ অধিকার করে ॥ ১৫ ॥ সপ্তপাতাল ও ভূভুবঃস্বঃনামে
 বিখ্যাত লোকসকল তাহার বশীভূত হইল । এইরূপে বলি দশলোকের অধিপতি হইয়া ॥ ১৬ ॥
 সুদূর্লভ ভোগসকল সম্ভোগ করত স্বর্গে বাস করিতে লাগিল । বিশ্বাস্পুরোগম গন্ধর্বাগণ তথায়
 তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৭ ॥ তিলোত্তমাদি অক্ষরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল ।
 যক্ষ ও বিদ্যাধর প্রভৃতির বাদ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

দৈত্যেখর বলি এইরূপে স্বর্গীয় ভোগ সম্ভোগ করত, পিতামহ প্রহ্লাদকে মনে মনে স্মরণ
 করিল ॥ ১৯ ॥ পৌত্র স্মরণ করিবামাত্র, মহাভাগবত প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ দ্বরাধিত হইয়া, পাতাল
 হইতে স্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ২০ ॥ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, বলি তৎক্ষণমাত্রে সিংহাসন
 ত্যাগ করিয়া, কৃতাজলিপুট হইয়া, তদীয় চরণদ্বিতর বন্দনা করিল ॥ ২১ ॥ প্রহ্লাদ পাদপতিত
 বীর বলিকে সহরে সমুখাপন ও আলিঙ্গন করিয়া, পরমাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ২২ ॥

বলি তাহারে কহিল, তাত ! আমি আপনার প্রসাদে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া, বলপূর্ব্বক
 ইন্দ্রের রাজ্য হরণ ও তদীয় বীৰ্য্য শোষণ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ তাত ! এইরূপে সুরোত্তম ইন্দ্র
 আমার বীৰ্য্যে নির্জিত হইয়াছেন । আপনি এক্ষণে তাঁহার এই ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করুন ।
 আমি আপনার সম্মুখে থাকিয়া, ভূত্যের কার্য্য করিব ॥ ২৪ ॥ পুণ্যযুক্ত ঐরাবত যেমন, আমিও
 তেমন প্রতিদিন আপনার চরণপূজার অভিরত থাকিয়া, আপনার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন

ন স পালয়িতুং রাজ্যং শক্তো ভবতি সত্তম । ন মোহুতিষ্ঠতি গুরুন শুক্রবাং কুরুতে ন যঃ ॥ ২৬ ॥
 ততস্তদ্বক্তং বলিনা বাক্যং শ্রদ্ধা দ্বিজোত্তম । প্রজ্ঞাদো বচনং প্রাহ ধর্মকামার্থসাধনং ॥ ২৭ ॥
 ময়া কৃতং রাজ্যমকটকং পুরা প্রণামিতান্তঃসুহৃদোহুপূজিতাঃ । দত্তং যথেষ্টং অনিত্যাস্তথা রাজাঃ
 স্থিতো বলে সংপ্রতি যোগসাধকঃ ॥ ২৮ ॥ গৃহীতং পুত্র বিধিবন্ময়া ভূমোর্পিতং তব । এবং
 তব শুক্রগাং হং সদা শুক্রবণে রতঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যবযুক্ত্য বচনং করে হৃদায় দক্ষিণে । শাক্রে
 সিংহাসনে ব্রহ্মণ বসিঃ তূর্ণমবেশয়ৎ ॥ ৩০ ॥ সোপবিষ্টো মহেন্দ্রস্য সর্বরত্নময়ে শুভে । সিংহা-
 সনে দৈত্যপতিঃ শুভে মঘবানিব ॥ ৩১ ॥ তত্রোপবিষ্টৈশ্চবাসৌ কৃতাজলিপুটো বলিঃ ।
 প্রজ্ঞাদং প্রাহ বচনং মেঘগভীরয়া গিরা ॥ ৩২ ॥ যন্ময়া তাত কর্তব্যং ত্রৈলোকাং পুরিয়কতা ।
 ধর্মার্থকামমোক্ষেভ্যস্তদাদিশত্ব নো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ তদ্বাক্যসমকালং শুক্রঃ প্রজ্ঞাদমব্রবীৎ ।
 যদযুক্তং তদ্বাহাবাহো বদন্যস্তোত্তরং বচঃ ॥ ৩৪ ॥ বচনং বলিশুক্রাতাং শ্রদ্ধা ভাগবতোহম্মুরঃ ।
 প্রাহ ধর্মার্থসংযুক্তং প্রজ্ঞাদো বাক্যমুত্তমং ॥ ৩৫ ॥ যদায়তিক্ষমং রাজন্ বিত্তং ত্রিভুবনশ্চ চ ।
 অবিরোধেন ধর্মস্য অর্থস্যোপার্জনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥ সর্বসত্ত্বানুগমনং ত্রিবর্গস্য ফলঞ্চ যৎ । পরত্রেহ
 চ যচ্ছ্রয়ঃ পুত্র তৎ কন্য চাচর ॥ ৩৭ ॥ যথা শ্রাব্যং প্রযাসাদ্য যথা কীর্তির্ভবেত্তম । যথা নারশসে-
 যোগস্তথা কুরু মহাহাতে ॥ ৩৮ ॥ এতদর্থ্যঃ শ্রিয়ং দীপ্তাং কাজ্জতে পুরুষোত্তমাঃ । যেনৈ-
 তে চ গৃহেন্নাকং নিবসন্তি স্মনিবৃত্তা ॥ ৩৯ ॥ কুলজো ব্যসনে মগ্নঃ সখাজ্জাতিবহিষ্কৃতঃ । বুদ্ধো

করিব ॥ ২৫ ॥ হে সত্তম ! যেব্যক্তি গুরুর আজ্ঞানুবর্তী হয় না এবং তাহার সেবা করে না, সে কখন রাজ্যপালনে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! বলির কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রজ্ঞাদ ধর্মকামার্থসাধন বচন প্রয়োগ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ আমি পূর্বে অকটকে রাজ্য করিয়াছি, সকলের অন্তঃ-
 করণ পর্যন্ত শাসন করিয়াছি, সুহৃদগণের অনুপূজা করিয়াছি, যথেষ্ট দান করিয়াছি, অপত্য
 সকলের সমুৎপাদন করিয়াছি । হে বলে ! এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া, সম্প্রতি যোগ-
 সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ বৎস ! তথাপি তোমার প্রদত্ত রাজ্য যথা বিধি গ্রহণ ও
 পুনরায় তোমারেই অর্পণ করিলাম । এইরূপে তুমি সর্বদা শুক্রগণের শুক্রবার অনুরত হও ॥ ২৯ ॥
 এই বলিয়া, তিনি বলির দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া, তাহারে তৎক্ষণাৎ শাক্রে সিংহাসনে সন্নি-
 বেশিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ বলি মহেন্দ্রের সর্বরত্নময় শুভসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাক্রাৎ
 ইন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতাজলিপুটে মেঘগভীর
 নির্ঘোবে প্রজ্ঞাদকে বলিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ তাত ! ত্রৈলোক্যরক্ষার প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম,
 অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকলের মধ্যে যাহা আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা উপদেশ করুন ॥ ৩৩ ॥

তদীয়বাক্যসমকালে শুক্র প্রজ্ঞাদকে কহিলেন, অরি মহাবাহো ! যাহা যুক্তিযুক্ত,
 তদনুসারে উত্তরবাক্য প্রয়োগ কর ॥ ৩৪ ॥

বলি ও শুক্র উভয়ের কথা শুনিয়া, ভাগবত্তু প্রজ্ঞাদ ধর্মার্থসংযুক্ত প্রশস্ত বাক্যে কহিতে
 লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ যাহা ত্রিভুবনের আয়তির উপযুক্ত, এরূপ বিত্তসংগ্রহ, ধর্মের অবিরোধে
 অর্থের উপার্জন ॥ ৩৬ ॥ সকল প্রাণীর অনুকূলে অভ্যুত্থান, ত্রিবর্গের ফল, ও উভয়লৌকিক
 জ্ঞেয়ঃ সমাধান, এই সকল কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৭ ॥ অন্য যাহাতে সকলের শ্রাদ্ধনীয়
 হইতে পার, যাহাতে কীর্তিসংগ্রহ হয়, এবং যাহাতে কলঙ্কস্পর্শ না করে, তদনুরূপ আচরণ
 কর ॥ ৩৮ ॥ হে মহাহাতে ! পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ যে পরমসমৃদ্ধি কামনা করেন, তাহার
 উদ্দেশ্য এই, আয়াদের গৃহে কুলোৎপন্ন, ব্যসননিমগ্ন, জাতিবহিষ্কৃত সখা, বৃদ্ধ জাতি, গুণবান্

জাতিগুণী বিপ্রাঃ কীর্তিচ্চ যশস্ । সহ ॥ ৪০ ॥ তস্মাদ্যট্ঠেতে নিবসন্তি পুত্রঃ রাজ্যস্থিতস্যেহ
কুলোত্তম্য । তথা যতশ্চামলসদৃচেই যথা যশসী ভবিতাসি লোকে ॥ ৪১ ॥ ভূম্যাং সদা ব্রাহ্মণ-
ভূষিতায়াঃ কজাষিতায়াঃ দৃঢ়বাপিতায়াঃ । শুক্রবর্ণশক্তিসমুদ্ভবায়ামৃদ্ধং প্রযাতীহ নরাধি-
পেন্দ্রাঃ ॥ ৪২ ॥ তস্মাদ্বিজায়াঃ ক্রতিশাস্ত্রযুক্তা নরাধিপান্তে প্রতিযাজয়ন্ত । যজন্ত দিব্যৈঃ
কৃত্তুভিহি জেজ্ঞা যজ্ঞাগ্নিধূমেন নৃপস্য শান্তিং ॥ ৪৩ ॥ তপোধ্যয়নসম্পন্ন্য যঃ সেনধ্যাপনে রতাঃ ।
সন্ত বিপ্রাঃ কজপূজ্যাত্তোহুজ্জামবাণ্য হি ॥ ৪৪ ॥ স্বাধ্যায়যজ্ঞনিরতী দাতারঃ শত্রুজীবিনঃ ।
কত্রিয়াঃ সন্ত দৈত্যৈস্তে প্রজাপালনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞাধ্যয়নসম্পন্ন্য দাতারঃ কৃষিকারিণঃ ।
পাণ্ডুপাল্যঃ প্রকূর্ক্যাণা বৈশ্ণা বিপণজীবিনঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণকত্রিরবিশাং সদা শুক্রবর্ণে রতাঃ ।
শূদ্রাঃ সন্ত অশুরশ্রেষ্ঠ তবাজ্জাকারিণাঃ সদা ॥ ৪৭ ॥ যদা বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থা ভবন্তি দিতিজেশ্বর ।
ধর্ম্মবুদ্ধিস্তদা স্মাট্টে ধর্ম্মধ্বংসো নৃপাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাদ্বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থাস্তয়া কার্ঘ্যাঃ সদা বলে । তদ্বদ্বো
ভবতো বুদ্ধিস্তদ্বানো হানিরুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ইখং বচঃ শ্রাব্য নরাধিপেন্দ্রে । বলিগ্নহস্তা স বভূব
তুক্ষীং । ততো যদাজ্ঞাপয়সে ক্রিয়্যে ইখং বলিঃ প্রাহ বচো মহর্ষে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাত্তর্ভবে প্রহ্লাদবাক্যং নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণ, কীর্তি ও যশ, এই সকল পরমনির্কৃত হইয়া, বাস করিবে ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ অতএব, পুত্র !
তুমি সংকুলে যেমন জন্মিয়াছ ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ; সেইরূপ, যাশাতে ঐ সকল
তোমার গৃহে বাস করিতে পারে, হে অমলসদৃশ ! তুমি তদনুরূপ যত্ন ও চেষ্টা কর । তাহা হইলেই,
সংসারে যশস্বী হইব ॥ ৪১ ॥ পৃথিবী সর্বদা ব্রাহ্মণগণে ভূষিত, কত্রিয়গণে অধিত, বৈশ্যগণে
অধ্যুষিত ও শুক্রবর্ণশক্তিসমুদ্ভাবিত হইলেই, [নরেন্দ্রগণ সমৃদ্ধি সংগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥
অতএব ক্রতিশাস্ত্রবিশারদ গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ ও নরাধিপগণ তোমার প্রতিযাজনে [যেন প্রবৃত্ত
হন ও দিব্যযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অগ্নির ধূমে যেন তোমার শান্তিবিধান করেন ॥ ৪৩ ॥
তপস্তা ও বেদাধ্যয়নে সংস্কৃত এবং যজ্ঞ ও অধ্যাপনে অনুরত, কজপূজ্য বিপ্রবর্গ যেন তোমার
অনুজ্ঞানুসারী হন ॥ ৪৪ ॥ তোমার অধিকারে কত্রিয়গণ ও যেন স্বাধ্যায় ও যজ্ঞনিরত, দাতা ও
শত্রুজীবী হইয়া, প্রজাপালনধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করেন ॥ ৪৫ ॥ বৈশ্যসকল ও যেন যজ্ঞ ও অধ্যয়ন
সম্পন্ন, দাতা, কৃষিকার, বিপণজীবী ও পাণ্ডুপাল্যে সংযুক্ত হয় ॥ ৪৬ ॥ হে অশুরশ্রেষ্ঠ !
শূদ্রগণ ও যেন ব্রাহ্মণ, কজ ও বৈশ্যগণের শুক্রবর্ণায়ণ ও সর্বদা তোমার আজ্ঞাকারী
হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে দিতিজেশ্বর ! বর্ণসকল স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুসারী হইলেই, ধর্ম্মের বুদ্ধি
হয় এবং ধর্ম্মের বুদ্ধিতে নৃপাদিরও সমৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ অতএব, বলে ! তুমি
বর্ণসকলকে স্বধর্ম্মস্থ রাখিবে । তাহাদের বুদ্ধিতেই তোমার বুদ্ধি ও তাহাদের হানিতেই
তোমার হানি, কথিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

নরাধিপেন্দ্র মহাত্মা বলি এই কথা শুনিয়া, তুক্ষীস্তাব অদলখন করিল এবং কহিল, যাহা
আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই করিব ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিরাজ্যনামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মলোকং তপোধন । ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস
বলির্জ্ঞানবিতঃ সতী ॥ ১ ॥ কলিস্তদা ধর্মযুতং জগাদ্ দৃষ্ট্বা কুতো যথা । ব্রহ্মাণং শরণং ভেজে
স্বভাবস্ত নিষেবণাং ॥ ২ ॥ গতা স দদৃশেদেবং সৈবঃ দেবৈঃ সমাধিতঃ । স্বদীপ্ত্যা দ্যোতয়ন্তঞ্চ
স্বদেশং সমুদ্রাস্থরং ॥ ৩ ॥ প্রণিপত্য তমাহাথ কলিব্রহ্মাণমীশ্বরং । মম স্বভাবো বলিনা নাশিতো
দেবসন্তম ॥ ৪ ॥ তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বভাবো জগতোহপি হি । ন কেবলং হি ভবতো
জ্ঞতন্তেন বলীয়সা ॥ ৫ ॥ পশুশ্রুতিষ্ঠ দেবেভ্যঃ বরুণঞ্চ সমাক্রুতং । ভাস্করোপি হি দীনত্বং
প্রযাতো হি বলাহলেঃ ॥ ৬ ॥ ন তন্ত কশ্চিৎত্রৈলোকে প্রতিবেদ্যন্তি কর্মণঃ । ঋতে সহস্রশিরসঃ
হরিং দশশতাজিহ্বকং ॥ ৭ ॥ স ভূমিঞ্চ তথা নাকং রাজ্যং লক্ষ্মীং যশো বলং । সমাহরিষ্যতি
বলিঃ কর্তাসৌ ধর্মগোচরং ॥ ৮ ॥ ইত্যেবমুক্তে দেবেন ব্রহ্মাণা কলিরব্যয়ঃ । দীনান্ দৃষ্ট্বা স শক্রা-
দীন বিভীতকবনং গতঃ ॥ ৯ ॥ কুতং প্রাবর্ত্তত তদা কলিনাসৌজ্জবলয়ে । ধর্মোভবচ্চতুস্পাদ-
শ্চাতুর্কর্ণোপি নারদ ॥ ১০ ॥ তপোহিংসা চ সত্যঞ্চ শৌচমিচ্ছ্রিয়নিগ্রহঃ । দয়া দানং দ্বা-
নুশংস্যং শুশ্রূষা যজ্ঞকর্ম ॥ ১১ ॥ জগন্ত্যোতানি সর্কানি পরিব্যাপ্য স্থিতানি হি । বলিনা
বলিনা ব্রহ্মাংস্তুষ্টোপি হি কুতঃ কুতঃ ॥ ১২ ॥ স্বধর্মস্থায়িনো বর্ণা আশ্রমাংশ্চাবিশনু দ্বিজাঃ । প্রজা-
পালনধর্মতাঃ সতৈব মনুজর্ষভাঃ ॥ ১৩ ॥ ধর্মোত্তরে বর্ত্তমানে ব্রহ্মরশ্মিন্ জগত্রে । ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর-
গমভদানীং দানবেশ্বরং ॥ ১৪ ॥ তামাগতাং নিরীক্ষ্যৈব সহস্রাক্ষশ্রিয়ঃ বলিঃ । পপ্রচ্ছ কাসি মাং
ক্রাহি কেনাপ্যর্থেন চাগতা ॥ ১৫ ॥ সা তদ্বচনমাকর্ণ্য তদা ক্রীঃ পদ্মমালিনী । বলে শৃণু স্বম্মাত্মামায়াতা

পুলস্ত্য কহিলেন, হে তপোধন ! দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, বলি সর্বদা ধর্মাবিত
হইয়া, ত্রৈলোক্য পালন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ কলি, কৃতযুগের জায়, তৎকালে সমুদায়
সংসার ধর্মসংযুক্ত দেখিয়া, স্বভাবের নিষেবণপ্রযুক্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল ॥ ২ ॥ সে গমন
করিয়া দেখিল, ব্রহ্মা ইন্দ্রের সহিত দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, স্বকীয় দীপ্তিতে সুরাসুর সহিত
স্বদেশ বিদ্যোতিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ কলি সকলের ঈশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল,
হে দেবসন্তম ! বলি আমার স্বভাব বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বলীয়ান্ বলি কেবল তোমার বলিয়া নহে, সমুদায় জগতের স্বভাব হরণ
করিয়াছে ॥ ৫ ॥ উদ্ভিত হইয়া, অবলোকন কর, ইন্দ্র, বরুণ ও মরুদ্গণের কি শোচনীয় দশার
আবিষ্কার হইয়াছে । ভাস্কর বলর বলে হীনপ্রভাব হইয়াছেন ॥ ৬ ॥ ত্রৈলোকে এমন
কেহই নাই, যে বলির কার্যের প্রতিবেদ করিতে পারে । একমাত্র সহস্রশিরা সহস্রপাদ ভগবান্
বিষ্ণুই তাহার নিয়মন করিতে সমর্থ ॥ ৭ ॥ এক বলিই ধর্মের অনুষ্ঠানপ্রযুক্ত, স্বর্গ, মর্ত্ত, রাজ্য,
লক্ষ্মী, যশ ও বল সমুদায় নিজের আয়ত্ত করিবে ॥ ৮ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, কলি শক্রাদি দেবগণকে ক্রীণপ্রভাব অবলোকন করিয়া,
বিভীতকবনে গমন করিল ॥ ৯ ॥ তখন সত্যযুগের প্রাবর্ত্তাব হইল ; কলি আর জিভূষনে রহিল
না । নারদ ! চাতুর্কর্ণোই চতুস্পাদ ধর্ম প্রবর্ত্তিত হইল ॥ ১০ ॥ তপস্যা, অহিংসা, শৌচ,
ইচ্ছ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, দান, আনুশংস্য, শুশ্রূষা, যজ্ঞকর্ম ॥ ১১ ॥ এই সকলে সমুদায় সংসার পরি-
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ব্রহ্মন্ ! এইরূপে বলবান্ বলি কৃতযুগকে সজ্জষ্ট করিলে ॥ ১২ ॥ সকল
বর্ণই স্ব স্ব ধর্মে স্থায়ী হইল । ব্রাহ্মণেরা আশ্রম সকলে দৃশ্যনিবেশ করিলেন । মনুজর্ষভেরা
সর্বদাই প্রজাপালনধর্মে প্রবৃত্ত রহিলেন ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! সমুদায় সংসার ধর্মোত্তর হইয়া, অবস্থিতি
করিলে, তৎকালে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী দানবরাজ বলির সকাশে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ বলি, সহস্রাক্ষের
লক্ষ্মীকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন ভূমিঃ কে, কিজন্ত আসিয়াছ, বল ॥ ১৫ ॥

মহিবী বলিৎ ॥ ১৬ ॥ অপ্রতর্ক্যবলো দেবো যোসৌ চক্রগদাধরঃ । তেন ত্যক্তস্ত মম্বান্
ততোহস্মামিহাগতা ॥ ১৭ ॥ স নির্মমে যুবতাস্ত চতস্রো রূপসংযুতাঃ । শ্বেতান্বরধরা চৈব শ্বেত-
শ্রগমূপেনা ॥ ১৮ ॥ শ্বেতবৃন্দারকারুড়া মম্বাঢ্যা শ্বেতদিগ্ধা । রক্তান্বরধরা চাত্তা রক্তশ্রগমূ-
লেপেনা ॥ ১৯ ॥ রক্তবাজিসমাকুড়া রক্তাদী রাজসী হি সা । পীতান্বর পীতবর্ণা পীতশ্রগমূ-
লেপেনা ॥ ২০ ॥ সৌবর্ণগান্ধনাকুড়া তামসঃ গুণমাশ্রিতা । নীলান্বর নীলমালা নীলগন্ধালি-
সপ্রভা ॥ ২১ ॥ নীলবৃষসমাকুড়া ত্রিগুণা সা প্রকৌর্জিতা । যা সা শ্বেতান্বর শ্বেতা মম্বাঢ্যা কুঞ্জর-
স্থিতা ॥ ২২ ॥ সা ব্রহ্মাণং সমারাতা চন্দ্রচন্দ্রানুগানপি । যা সা রক্তা রক্তবাসা বাজিস্থা যশসা-
স্থিতা ॥ ২৩ ॥ তাং প্রাদাদ্বেবরাজ্যায় মনবে তৎসুতায় চ । পীতান্বর যা সুভগা রথস্থা কনক-
প্রভা ॥ ২৪ ॥ প্রজাপতিভ্যস্তাং প্রাদাচ্ছক্রায় চ বিশংসু চ । নীলবজ্রালিসদৃশা যা চতুর্থী
বৃষস্থিতা ॥ ২৫ ॥ সা দানবান্নৈঋতাংস্ত শূদ্রাষিধ্যাধরানপি । বিপ্রাদ্যাঃ শ্বেতরূপাঃ তাং
কথয়ন্তি সরস্বতীং ॥ ২৬ ॥ স্তবন্তি ব্রহ্মণা সার্কং মথৈ মজ্জাদিভিঃ সদা । কজ্জিরা রক্তবর্ণাস্তাং
জয়ত্ৰীমিতি শংসিরে ॥ ২৭ ॥ সা চন্দ্রেণাসুৱশ্রেষ্ঠ মম্বনা চ যশস্বিনী । বৈশ্বাস্তাং পীবতসনাং
কনকাদীং সদৈব হি ॥ ২৮ ॥ স্তবন্তিলক্ষ্মীমিত্যেব প্রজাপালান্তধৈব হি । শূদ্রাস্তাং নীল-
বর্ণাদীং স্তবন্তি হি সুভক্তিতঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রিয়দেবীতি নাম্না তাং সদৈতৈরান্ধৈস্তুত্বা । এবং
বিভক্তাস্তা নার্যাস্তেন দেবেন চক্রিণা ॥ ৩০ ॥ এতাসাং চ প্ররূপস্থাস্তিষ্ঠন্তি নিধনাব্যয়াঃ । ইতি

পদ্মমালাবিভূষিতা লক্ষ্মী তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন, বলে ! সে কারণে বলপূর্বক
তোমার নিকটে আসিয়াছি এবং আমি যাহার মহিবী, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ যাহার
বল তর্কের অতীত, সেই ভগবান চক্রগদাধর বিষ্ণু দেবরাজকে ত্যাগ করিয়াছেন । সেইজন্য
আমি তোমার নিকটে আসিলাম ॥ ১৭ ॥ তিনি যুবতীচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করেন । তাহারা সকলেই
রূপশালিনী । তন্মধ্যে, কেহ শ্বেতবস্ত্র, শ্বেত মালা ও শ্বেত অম্বুলেপনে বিভূষিত ॥ ১৮ ॥ শ্বেত
হস্তীতে আরুঢ়, শ্বেত শরীরে সমন্বিত ও সহগুণে অধিষ্ঠিত ; কেহ রক্তান্বর ও রক্তমালাম্বুলেপনে
উপলব্ধিত ॥ ১৯ ॥ রক্তবাজীসমাকুঢ়, রক্তাদী ও রাজসগুণে সংযুক্তা । কেহ পীতবস্ত্রে
বিমণ্ডিত, পীতবর্ণে অলঙ্কৃত, পীতমালা ও পীত অম্বুলেপনে লাক্ষিত ॥ ২০ ॥ সৌবর্ণসান্দনে অধি-
রুঢ় এবং তামসগুণে সমাশ্রিত । কেহ বা নীলবস্ত্র, নীলমালা, নীলগন্ধ এই সকলে শোভিত,
অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ॥ ২১ ॥ নীল বৃষে অধিষ্ঠিত এবং ত্রিগুণে ভূষিত ।

ইহাদের মধ্যে যে ললনা শ্বেতান্বরধারিণী, শ্বেতবর্ণা, মম্বাঢ্যা, কুঞ্জরস্থিতা ॥ ২২ ॥ সে ব্রহ্মা,
চন্দ্র ও চন্দ্রের অম্বুবর্তিদিগকে আশ্রয় করিল । আর, যে ললনা রক্তবর্ণা, রক্তবসনা, অশ্বে
আরুঢ়া ও যশঃসম্পন্ন ॥ ২৩ ॥ তাহাকে দেবরাজ, মম্ব ও মম্বর পুত্র হস্তে সম্প্রদান করা হইল ।
পুনশ্চ, যে ললনা পীতান্বরপরিধানা, সুভগা, রথারুঢ়া, কনকবর্ণা ॥ ২৪ ॥ তাহাকে শুক্র ও
প্রজাপতিগণের হস্তে প্রদান করিলেন । আর, নীলবসনপরিধানা, ব্রহ্মরসবর্ণা, বৃষারুঢ়া চতুর্থী-
ললনা ॥ ২৫ ॥ দানবগণ, নৈঋতগণ, শূদ্রগণ ও বিদ্যাধরগণ, ইহাদিগকে আশ্রয় করিল ।
বিপ্রাদিরা শ্বেতরূপা ললনারে সরস্বতীনামে নির্দেশ করেন ॥ ২৬ ॥ এবং ব্রহ্মার সহিত যজ্ঞে
মজ্জাদি দ্বারা তাঁহার সর্বদা স্তব করিয়া থাকেন । কজ্জিরেরা রক্তবর্ণা ললনারে জয়ত্ৰীনামে
নির্দেশ করে ॥ ২৭ ॥ সেই যশস্বিনীই মম্ব ও চন্দ্রের সহিত সংমিলিতা হইয়াছে । বৈশ্ণেৱা
এবং প্রজাপালগণ পীবতসনা কনকাদীকে লক্ষ্মী বলিয়া উল্লেখ ও সর্বদাই স্তব করে । শূদ্রেৱা
পরম ভক্তিসহকারে সেই নীলবর্ণাদীর স্তব ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ শ্রিয়দেবীনামে নির্দেশ করিয়া
থাকে । ব্রাহ্মস ও দৈত্যগণও তাহাঁকে ঐরূপে স্তব করে । ভগবান্ চক্রী এইরূপে সেই নারী-
চতুষ্টয়কে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ ইতিহাস, পুরাণ, সাক্ষ বেদ ও উক্তি সমুদায় ইহাদের

হানপুৰাণানি বেদাঃ সাক্ষ্যধোক্তয়ঃ ॥ ৩১ ॥ চতুঃষষ্টিকলটিষ্ঠতা মহাপদ্মো নিধিঃ স্থিতঃ ।
 রক্তানি স্বর্ণরজতং গজাশ্বরথভূষণং ॥ ৩২ ॥ শঙ্খাঙ্কাদিকবস্তুনি রক্তা পদ্মো নিধিঃ স্মৃতঃ । গো-
 বাহব্যাঃ ধরোষ্ট্রাশ্চ স্ত্রবর্ণাশ্বরভূময়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ঔষধ্যঃ পশবঃ পীতামহানীলো নিধিঃ স্থিতঃ ।
 সৰ্বাসামপি জাতীনাং জাতিরেকা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৪ ॥ অন্তেষামপি সংহতী নীলা শংখো নিধিঃস্থিতঃ ।
 এতাভিষ্ঠ স্থিতানাং চ যানি রূপাণি দানব । ভবাস্ত পুরুষাণাং বৈ তন্নিবোধ বদামি তে ॥ ৩৫ ॥
 সত্যশৌচাভিসংযুক্তা বলদানোৎসবে রতাঃ । ভবাস্ত দানবপতে মহাপদ্মাস্থিতা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥
 যজিনো মৃতগা দৃষ্টা মালিনো বহুদক্ষিণাঃ । সৰ্বসামান্তস্বাধনো নরাঃ পদ্মাস্থিতাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
 সত্যানুতসমাবৃক্তা দানশরণযজিনঃ । জ্ঞানাত্মবায়োপেতা মহানীলাস্থিতা নরাঃ ॥ ৩৮ ॥
 নাস্তিকাঃ শৌচরহিতাঃ কৃপণা ভোগবর্জিতাঃ । স্ত্রয়ানুতকথাযুক্তা নরাঃ শঙ্খাস্থিতা বলে ॥ ৩৯ ॥
 ইত্যেবং কথিতস্তভ্যমাঙ্গাং দানব নির্ণয়ঃ ॥ ৪০ ॥ অহং সা রাগিনী নাম জয়ত্ৰীত্মাপাগতা । মমাস্তি
 দানবপতে প্রতিজ্ঞা সাধুসম্মতা ॥ ৪১ ॥ সমাপ্রয়ামি শৌৰ্য্যাংশং ন চ ক্লীবং কথঞ্চন । ন চাস্তি
 তব তুল্যোহুত্ৰৈলোক্যোপি বলাধিতঃ ॥ ৪২ ॥ হরা বলবতা রাজন্ প্রীতির্মে অনিতা ধ্রুবা । যত্তরা
 যুধি বিক্রম্য দেবরাজো বিনির্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥ অতো মে পরমপ্রীতির্জাতা দানব শাশ্বতী ।
 দৃষ্টে । তে পরমং সত্যং সৰ্বোভ্যোপি বলাধিকং ॥ ৪৪ ॥ শৌণ্ডীৰ্য্যমানিনং বীরং ততোহং স্ময়মাগতা ।
 নাশ্চর্য্যং দানবশ্চেষ্ট হিরণ্যকশিপোঃ কূলে ॥ ৪৫ ॥ প্রসূতস্তাস্মরেজ্ঞস্য তব কৰ্ম্ম যদীদৃশং । বিশেষিত-

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে ॥ ৩১ ॥ চতুঃষষ্টি কলা ও মহাপদ্মনিধিও ঐরূপে অধিবিষ্ট হই-
 য়াছে । রক্ত, স্বর্ণ, রজত, গজ, অশ্ব, রথ, ভূষণ এবং শঙ্খ ও অঙ্কাদি বস্তুর পদ্মনিধি রক্তবর্ণকে
 আশ্রয় করিয়া আছে । গো, মহিষ, ধর, উষ্ট্র, স্ত্রবর্ণ, অশ্বর ও ভূমি ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ঔষধি ও পশুসকল
 এবং মহান নিধি এই সমস্ত বস্তু পীতবর্ণিতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৪ ॥ এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য
 বস্তু সকল ও শঙ্খনিধি নীলবর্ণকে আশ্রয় করিয়া আছে ।

হে দানব ! এই সকল লক্ষণা যাহাদিগকে আশ্রয় করে, তাহাদের স্বভাবাদি যেরূপ হয়,
 তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৫ ॥ হে দানবপতে ! মহাপদ্মাস্থিত লোকসকল সত্য ও
 শৌচাভিযুক্ত এবং বল, দান ও উৎসবে সজ্জাত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ পদ্মাস্থিত পুরুষমাংসেই
 যজ্ঞা, মৃতগা, দর্পিত, মাল্যধারী, বহুদক্ষিণ ও সৰ্বস্বসামান্তসম্পন্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ মহানীলাস্থিত
 লোকসকল সত্য ও অনুতসংযুক্ত, দাতা, শরণ্য, যাগশীল ও ন্যায়ান্যায়ব্যয়বিশিষ্ট হইয়া
 থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে বলে ! শঙ্খাস্থিত পুরুষবর্গ নাস্তিক, শৌচরহিত, কৃপণ, ভোগবর্জিত এবং
 চৌর্য্য ও মিথ্যাভিসংস্কৃত হয় ॥ ৩৯ ॥ হে দানব ! আমি তোমার নিকট ইহাদের নির্ণয়তত্ত্ব
 কীর্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

আমি সেই রাগিনীনারী জয়ত্ৰী ; তোমার সকাশে আগমন করিলাম । হে দানবপতে !
 আমার সাধুসম্মত প্রতিজ্ঞা এই ॥ ৪১ ॥ আমি শৌৰ্য্যাংশ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকি ;
 ক্লীবের সংসর্গে কখন গমন করি না । ত্রৈলোক্যে তোমার সত্ব বলবান দ্বিতীয় নাই ॥ ৪২ ॥
 রাজন্ ! তুমি অতীববলশালী, সেইজন্য আমার অক্ষয় প্রীতি বিধান করিয়াছি । দেখ,
 তুমি যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক দেবরাজকে পর্য্যদস্ত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ এইতত্ত্বই, হে দানব !
 তোমার প্রতি আমার প্রথম শাশ্বতী প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছে ; বলিতে কি, তুমি সৰ্ব্বাপেক্ষা
 সমধিক রতাবিশিষ্ট । ও পরমবহুসম্পন্ন । ইহা দর্শন করিয়াই, আমি তোমাতে প্রীতিরদ্ধা হই-
 য়াছি ॥ ৪৪ ॥ তুমি শৌণ্ডীৰ্য্যমানী ও বীর । সেইজন্যই আমি স্মরং উপাগতা হইয়াছি । অথবা
 হে দানবশ্চেষ্ট, তুমি হিরণ্যকশিপুর কূলে জন্মিয়াছ ও অশ্বুরগণের রাজা হইয়াছ । তোমার

স্বয়া রাজন্ দৈতেয়ঃ প্রপিতামহঃ ॥৪৬॥ বিপ্রিতক ক্রমাদ্বেন ত্রৈলোক্যং বৈ পঠৈর্দ্বিতং । ইত্যেব-
মুক্তা বচনং দানবেন্দ্রং জগন্ময়ী ॥ ৪৭ ॥ জয়ন্তী চন্দ্রবদনা প্রবিষ্টা দ্যোতযচ্ছতা । তস্তাটৈকব প্রবি-
ষ্টায়াং বিধবা ইব যোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥ সমাশ্রয়ন্তি বলিনঃ হ্রীঃ কীর্তির্হৃতিরেব চ । প্রভা গতিঃ ক্ষমা
ভূতির্বিদ্যা নীতির্দয়া মতিঃ ॥ ৪৯ ॥ ঋতিঃ স্মৃতির্কলং কীর্তিঃ শান্তির্ধৃতিঃ ক্রিয়া দ্বিপ্র । পুষ্টি-
স্তৃষ্টিস্তথা চাত্তা সঙ্কশ্রিয়মবস্থিতা । সর্ক্সা বলিং সমাশ্রিত্য বিশ্রামান্তি যথাস্থখং ॥ ৫০ ॥ এবংগুণো-
হভূদনুপুঙ্গবোমৌ বলির্মহাত্মা শুভবুদ্ধিরাত্মবান্ । যজ্ঞা তপস্বী মূহুরেব সত্যবাক্ দাতা বিভর্তা
স্বজনাভিগোপ্তা ॥ ৫১ ॥ ত্রিবিষ্টপং শাপতি দানবেন্দ্রে নাসীৎ ক্ষুধার্তো মলিনো ন দীনঃ ।
স দাজ্জলো ধর্ম্মরতোথ দাস্তঃ কামোপভোগী মনুজোহপি জাতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি ত্রীমদপুরাণে বামনপ্রভূর্তাবে বলিরাজ্যং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গতে ত্রৈলোক্যরাজ্যে তু দানবেষু পুংসদয়ঃ । জগাম ব্রহ্মসদনং সহ দেবৈঃ
শচীপতিঃ ॥ ১ ॥ তত্রাপশুত দেবেশং ব্রহ্মণং কমলোদ্ভবং । ঋষিভিঃ সার্ক্সমাসীনং পিতরং
স্বয়ং কশ্যপং ॥ ২ ॥ ততো ননাম শিরসা শক্রঃ সুরগণৈঃ সহ । ব্রহ্মাণং কশ্যপকৈব তাংস্ত সর্ক্সা-
স্তপোধনান্ ॥ ৩ ॥ প্রোবাচেন্দ্রঃ সুরৈঃ সার্ক্সং দেবনাথং পিতামহং । পিতামহ স্বতং রাজ্যং
বলিনা বলিনা মম ॥৪॥ ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রেহভুজ্যতে হি কৃতং কলং । শক্রঃ পৃচ্ছতি ভো ঋষি কিং

পক্ষে ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ের বিধি নহে । রাজন্ ! তুমি স্বীয় প্রপিতামহকেও বিশেষিত
করিয়াছ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ যেহেতু, তুমি শক্র কর্তৃক অপহৃত ত্রৈলোক্যরাজ্য জয় করিয়া লইয়াছ ।
দানবেন্দ্র বলিকে এইরূপ কাহিয়া, জগন্ময়ী ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্রবদনা, জয়ন্তী তদীয় ভবন প্রবেশপূর্ব্বক
তাহা বিদ্যোতিত করিলেন । তিনি প্রবেশ করিলে, বিধবা রমণীবর্গের স্থায় ॥ ৪৮ ॥ শ্রী, কীর্তি,
হৃতি, প্রভা, গতি, ক্ষমা, ভূতি, বিদ্যা, নীতি, দয়া, মতি, ইহারা বলিকে আশ্রয় করিল ॥ ৪৯ ॥
তদ্ব্যতীত, ঋতি, স্মৃতি, বল, কীর্তি, শান্তি, ধৃতি, ক্রিয়া, পুষ্টি, তুষ্টি এবং অন্যান্যেরা সেই
সত্ত্বশ্রীসম্পন্ন বলির আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হইল । এবং বলিকে আশ্রয় করিয়া, সকলেই যথাস্থখে
বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ সেই মহাত্মা, শুভবুদ্ধিবিশিষ্ট, আত্মবান্, যাগশীল, তপস্বী,
মূহুরভব, সত্যবাদী, দাতা, সকলের ভরণকর্ত্তা, স্বজনগণের রক্ষয়িতা বলি এবংবিধগুণবিশিষ্ট
ছিল ॥ ৫১ ॥ তিনি স্বর্গশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, কেহ আর ক্ষুধার্ত্ত রহিল না, মলিন রহিল না,
দীনভাবে রহিল না ; মনুষ্যাগণও সর্ক্সদা উজ্জলভাবাবিষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট, বদান্য ও কামোপভোগবিশিষ্ট
হইয়া উঠিল । ৫২ ॥

ইতি ত্রীমদপুরাণে বলিরাজ্যনামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ত্রৈলোক্যরাজ্য দানবগণের হস্তগত হইলে, শচীপতি পুংসদেবগণের
সহিত ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় গিয়া দেখিলেন, দেবগণেশ্বর কমলবোনি ব্রহ্মা
ও স্বীয় পিতা কশ্যপ ঋষিগণের সহিত আসীন রহিয়াছেন ॥ ২ ॥ তদ্বর্ণনে শক্র সুরগণের সহিত
শির দ্বারা ব্রহ্মাকে, কশ্যপকে ও সেই সকল ঋষিকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর দেবগণের
সহিত মিলিত হইয়া, দেবগণের নাথ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ ! বলি
বলবান্ হইয়া, আমার রাজ্য হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, ইন্দ্র ! তুমি

ময়া কুরুতং কৃতং ॥ ৫ ॥ কশ্যপোপ্যাহ দেবেশ জগহত্যা কৃত্য হুয়া । দিত্যাদবাস্তুয়া গর্ভঃ
কৃত্যো হি বহুধা বলাৎ ॥ ৬ ॥ পিতরং প্রাহ দেবেশঃ স মাতুর্দ্ব্যবতো বিভো । তন্নূনং প্রাপ্ত-
বান্ গর্ভো যদশৌচা হি সা ভবৎ ॥ ৭ ॥ তহোব্রবীৎ কশ্যপস্ত মাতুর্দ্ব্যবঃ সদাসতাঃ । গতস্ততো
পি নিহতো দাসোপি কুলিশেন তে ॥ ৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কশ্যপবচঃ প্রাহ শক্রঃ পিতামহঃ । বিনাশঃ
পাপানো ক্রুহি প্রায়শ্চিত্তং গভো মম ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মা প্রোবাচ দেবেশঃ বশিষ্ঠঃ কশ্যপস্তথা । সর্বশ্র-
জগতশ্চাপি শক্রশ্চাপি বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খচক্রগদাপানির্ষধবঃ পুরুষোত্তমঃ । তং প্রপদ্য-
স্ব শরণং স তে সর্বং বিধাশ্রুতি ॥ ১১ ॥ সহস্রাক্ষোপি বচনং গুরুগাং সন্নিশম্য বৈ । প্রোবাচ
স্বল্পকালেন কশ্চিদৃষ্টো মহোদয়ঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ সুররাড়িরিঞ্চিনা মরীচি পুত্রেন চ কশ্য-
পেন । তথৈব মিত্রাবরণাভ্যুজেন বেগান্নহীপৃষ্ঠমবাপ্য তথো ॥ ১৩ ॥ কালিংজরশ্রোত্ররতঃ
স্বপুণ্যস্তথা হিমাদ্ভ্যেয়পি দক্ষিণস্থঃ । কুশস্থলাৎ পূর্বত এব বিক্রতো বসোঃ পুরাৎ পশ্চিমতো-
বতস্থে ॥ ১৪ ॥ পূর্বং গতেন নুবরেন যত্র ইষ্টোশ্বমেধঃ শতশঃ সুদক্ষিণঃ । মনুষ্যমেধোপি সহস্র-
কৃৎস্তথা পুরা দুর্জয়নঃ সুরারিভিঃ ॥ ১৫ ॥ খ্যাতে মহামেঘ ইতি প্রসিদ্ধো যথাস্য চক্রে ভগবান্
সুরারিঃ । দ্ব্যস্তমব্যাকৃতনুঃ স্মৃতিঃ খ্যাতিঃ জগামাথ গদাধরেতি ॥ ১৬ ॥ যস্মিন্ দ্বিজেন্দ্রাঃ
শ্রুতিশাস্ত্রবর্জিতাঃ সমত্মারান্তি পিতামহেন । সক্রুৎ পিতৃন্ পূজয়ন্ যত্র ভক্ত্যা ত্বনন্তভাবে-
হিতচেতসা চ ॥ ১৭ ॥ কলং মহামেধমথস্য মানবাদ ধত্যনন্তং ভগবৎ প্রসাদাৎ । মহানদী
যত্র সুরবিক্রতা জলোপদেশাক্রিমশৈলমেতা ॥ ১৮ ॥ চক্রে জগৎ পাপবিমুক্তমগ্রাঃ সন্দর্শনপ্রাশন-

কৃত কর্মের ফল ভোগ করিতেছ । শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি কুকার্য্য করিয়াছি ॥ ৫ ॥
তখন কশ্যপ কহিলেন, হে দেবেশ ! তুমি জগহত্যা করিয়াছ । যেহেতু, তুমি বলপ্রয়োগ
সহকারে দিতির উদর হইতে বহুধা গর্ভ ছেদন করিয়াছ ॥ ৬ ॥ শক্র পিতাকে কহিলেন, বিভো !
জননীৰ দোষেই কেবল গর্ভ বহুধা ছিন্ন হইয়াছে । কেননা, তিনি তৎকালে অশৌচা
ছিলেন ॥ ৭ ॥ কশ্যপ কহিলেন, জননীৰ দোষ আছে, সত্য ; কিন্তু, তোমার বজ্র দ্বারাই গর্ভ
নিহত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র পিতার এই কথা শুনিয়া, পিতাঃকে কহিলেন, হে প্রভো !
কি করিলে পাপের বিনাশ ও আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আঞ্জা করুন ॥ ৯ ॥ তখন ব্রহ্মা,
বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহারা মিলিত হইয়া, সমুদায় জগতের, বিশেষতঃ ইন্দ্ৰের উপকারার্থ কহি-
লেন ॥ ১০ ॥ তুমি শঙ্খচক্রগদাপানি, পুরুষোত্তম মাধবের শরণাপন্ন হও । তিনিই তোমার
সমুদায় বিধান করিবেন ॥ ১১ ॥ সহস্রাক্ষ গুরুগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,
স্বল্পকালমধ্যেই কোনরূপ অভ্যুদয় লক্ষিত হইতে পারে কি না ? ॥ ১২ ॥

এইপ্রকার কহিয়া, তিনি স্রয়ং ব্রহ্মা, মরীচির পুত্র কশ্যপ ও মিত্রাবরণনন্দন বশিষ্ঠ, ইহাদের
সহিত মহীপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া, অবস্থিতি করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর কালঞ্জয়ের উত্তরে,
হিমাদ্রির দক্ষিণে, কুশস্থলের পূর্বে এবং বস্তুপুরের পশ্চিমে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া ॥ ১৪ ॥
পূর্বে নুবর যেখানে গমনপূর্বক শত শত সুদক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় সহস্র
মনুষ্যমেধ যজ্ঞাশ্রুষ্ঠানসহকারে অসুরগণ কর্তৃক দুর্জয় হইয়া উঠিলেন ॥ ১৫ ॥ যাহা মহামেধনামে
বিখ্যাত, অব্যাকৃতমূর্তি ভগবান্ সুরারি স্মৃতি ধারণ করিয়া, যাহার দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন,
সেইজন্য গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥ শ্রুতিশাস্ত্রবর্জিত দ্বিজেন্দ্রগণও যেখানে অবস্থিতি
করিলে, পিতামহের সাদৃশ্য লাভ করেন, যেখানে ভক্তিসহকারে অনন্ত ভাবাহিতচিত্তে ॥ ১৭ ॥
একবারমাত্র পিতৃগণের পূজা করিয়া, লোকে ভগবানের প্রসাদে মহামেধের অনন্তফল
প্রাপ্ত হয়, যেখানে সুরবিক্রতা মহানদী হিমশৈলে সমাগত হইয়া ॥ ১৮ ॥ সন্দর্শন,

মজ্জনেন । তত্র শক্রঃ সমভ্যোতা মহানদ্যাস্তটেভুতে ॥ ১৯ ॥ আরাধনার দেবস্য কৃৎপ্রমমব-
স্থিতঃ । প্রাতঃস্নায়ো বধঃশারী একভক্ষোপ্যযাচিতঃ ॥ ২০ ॥ তপস্তপে সহস্রাক্ষঃ স্তবন্ দেবং
গদাধরং । তস্মৈবং তপ্যতঃ সম্যগ্জিতসর্কেন্দ্রিয়স্ত ভু ॥ ২১ ॥ কামক্ৰোধবিহীনস্য সাথঃ
সংবৎসরো গতঃ । ততো গদাধরঃ প্রীতো বাসবঃ প্রাহ নারদ ॥ ২২ ॥ গচ্ছ প্রীতোস্মি ভবতো
মুক্তপাপোদি নাংপ্রতং । নিজঃ যাজ্ঞাক দেবেণ প্রাপ্যাসে নচিরাদিব । যতিয়ামি তথা শক্র
ভাবি শ্রেয়ো যথা ভব ॥ ২৩ ॥ ইত্যেবমুক্তেন গদাধরেণ বিসর্জিতঃ প্রাপ্য মনোহরাধাং । স্নাতস্ত
দেবস্য তদৈনসো নরাস্তং প্রোচরস্মানুশাসয়ত্ব ॥ ২৪ ॥ প্রোবাচ তান্ ভীষণকম্ব-
কারান্ নার। পুলিন্দান্ম পাপসন্তবাঃ । বসধ্বমেবাস্তুরমস্রিমুখ্যয়োহিমান্দ্রিকালংজরয়োঃ
পুলিন্দাঃ ॥ ২৫ ॥ ইত্যেবমুক্তা সুরপতি পুলিন্দান্ বিমুক্তপাপোহমরসিক্ষয়কৈঃ । সম্পূজ্য-
মানোহুজগাম চাশ্রমং মাতৃসুদা ধর্মনিবাসমীড্যং ॥ ২৬ ॥ দৃষ্ট্বা দিতিং মুর্দ্ধি কৃতাজলিস্ত বিনত্র-
মৌলিঃ সমুপাজগাম । প্রণম্য পাদৌ কমলোদরাভৌ নিবেদয়ামাস তদা তদান্বনঃ ॥ ২৭ ॥
পপ্রচ্ছ সা কারণমীশ্বরং তমাত্মায় চালিন্য মুদা স্মৃষ্টা । বক্ষ্যে সুরাণাং সবলেঃ পরাজয়ং তদান্বনো
দেবগণৈশ্চ সাক্ষিঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রুত্বৈব সা শোকপরিপ্লুতাস্তী জ্ঞাত্বা দ্বিতং দৈত্যাস্তৈতঃ স্মৃতং তং ।
দুঃখান্বিতা দেবমনাদ্য ঐড্যং জগাম বিষ্ণুং শরণং বরেণ্যং ॥ ২৯ ॥

প্রাশন ও মজ্জন দ্বারা জগতের পাপ মোচন করিতেছেন, ইন্দ্র তাঁহার অদ্ভুততটে আগমন
করিয়া ॥ ১৯ ॥ ভগবান্ জ্ঞানার্দের আরাধনার্থ শ্রমসহকারে অবস্থিত হইলেন । এবং প্রাতঃ-
স্নান, অধঃশয়ন, একবারমাত্র ভোজন ও যাক্রাধিসর্জনপূর্বক ॥ ২০ ॥ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া,
ভগবান্ গদাধরের স্তব করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে সম্যগ্ বধানে ইন্দ্রিয়জয় ও কামক্ৰোধ পরিহার করিয়া, তপোব্রূঠানসহকারে সহস্র
সংবৎসর গত হইলে, গদাধর প্রীতিমান্ হইয়া, তাহারে কহিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ আমি প্রীত
হইবাছি । তন্নিবন্ধন তোমার পাপমোচন হইয়াছে । সম্প্রতি গমন কর । হে দেবরাজ !
অচিরে নিজরাজ্য লাভ করিবে । ভবিষ্যতে যাহাতে তোমার শ্রেয় হয়, তজ্জন্ত কৃতঘ্ন
হইব ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া, ভগবান্ গদাধর মনোহরাতে স্নান করাইয়া, তাঁহারে বিদায় দিলেন ।

তিনি স্নান করিলে, তদীয় পাপ হইতে পুরুষসকল প্রাভূত হইয়া, তাহারে কহিতে লাগিল,
আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্র সেই ভীষণকম্বকার পুলিন্দনামে বিখ্যাত পুরুষদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার
পাপ হইতে সমুদৃত হইয়াছ । এই হিমালয় ও কালঞ্জর, উভয় পর্বতের অন্তর্দেশে বাস কর ।
তোমাদের নাম পুলিন্দ হইবে ॥ ২৫ ॥ সুরপতি পুলিন্দদিগকে এইরূপ কহিয়া, পাপবিমুক্ত
হইয়া, জননীর পরমপূজ্য, ধর্মনিবাস আশ্রমে সমাগত হইলেন । অমরগণ, নিক্কগণ ও যক্ষগণ
তাঁহার পূজা করিয়া, অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর দেবরাজ অদিতিকে দর্শন
ও নমস্কে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া, বিনত্র শেখরে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন । এবং তদীয় কমলকোষ-
সন্নিভ চরণযুগলে প্রণাম করিয়া, আত্মকে নিবেদন করিলেন ॥ ২৭ ॥ অদिति সকল লোকের
নিয়ন্তা ইন্দ্রকে অহ্লাদ ও স্মৃষ্টিসহকারে আত্মাণ ও আলিঙ্গন করিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।
দেবরাজ কহিলেন, বলি সমুদায় দেবগণের সহিত আমায়ে পরাভূত করিয়াছে ॥ ২৮ ॥ অদिति
এই কথা শুনিয়া, দিতিস্মৃত কর্তৃক নিজ স্মৃতির পরাজয়ঘটনা বিদিত হইয়া, শোকে পরিপ্লুতাস্তী
হইলেন এবং দুঃখান্বিতা হইয়া, সেই অনাদ্য, ঐড্য, বরগীষ, ভগবান্ বিষ্ণু শরণ গ্রহণ করি-
লেন ॥ ২৯ ॥

নারদ উবাচ । কস্মিন্ জনিত্রী সুরসন্তমানাঃ স্থানে হৃষীকেশমনন্তমাদ্যঃ । চরাচরস্য
প্রভুঃ প্রমাণমারাধয়ামাস যুনে বদন্ত ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । সুরারণিঃ শক্রমবেক্ষ্য দীনঃ পরাজিতঃ দানবনায়কেন । সিতেশ্বপক্ষে ম-
করক্ষগেহর্কে স্তুতার্চিষঃ স্যাদথ সপ্তমেহনি ॥ ৩১ ॥ দৃষ্টে ব দেবঃ ত্রিদশাধিপং তং মহোদয়ে
শক্রদিশাধিরুঢ়ং । নিরাশনা সংযতবাক্ স্তুতিস্তা তদোপতন্ত্রে শরণং সুরেন্দ্রং ॥ ৩২ ॥

অদিতিকুবাচ । জয়ন্ত দিব্যান্ধুজকোশচৌর জয়ন্ত সংসারতরোঃ কুঠার । জয়ন্ত পাপেঙ্কন-
জাতবেদ অঘৌষসংরোধ নমো নমস্তে ॥ ৩৩ ॥ নমোস্ত তে ভাস্কর দিব্যমূর্তে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী-
পতয়ে নমস্তে । হং কারণং সর্ব চরাচরস্য নাথোসি মাং পালয় বিশ্বমূর্তে ॥ ৩৪ ॥ হুয়া জগন্নাথ
জগন্ময়েন নাথেন শক্ৰো নিজরাজ্যহানিং । অবাগুবান্ শক্রশরাভবঞ্চ ততো ভবন্তঃ শরণং
প্রপরা ॥ ৩৫ ॥ ইত্যেবমুক্তা সুরপূজিতেন আলিপ্য রক্তেন হি চন্দ্রেনে । সংপূজয়িত্বা কর-
বীরপুষ্পৈঃ সধূপদীপৈঃ থনু দিব্যভোজ্যৈঃ ॥ ৩৬ ॥ নিবেদ্য চৈবাজ্যযুতং মহার্ষমগ্নং হুপেঙ্গস্য
হিতার দেবী । স্তবেন পুণ্যেন চ সংস্রবন্তী স্থিতা নিরাহারমথোবাসং ॥ ৩৭ ॥ ততো দ্বিতীয়েহ্লি-
কৃতপ্রণামা স্নাত্বা বিধানেন চ পূজয়িত্বা । দত্ত্বা দ্বিজৈভ্যঃ কনকং তিলাজ্যং ততোঃ প্রতঃ সা
প্রযতা বভূব ॥ ৩৮ ॥ ততঃ প্রীতোভবত্তানুস্বর্তার্চিঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ । বিনিঃসৃত্যপ্রতঃ স্থিত্বা
ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥ ব্রতেনানেন স্প্রীতস্তবাহং দক্ষনন্দিনি । প্রাপ্স্যসে হ্রলভং কামং
মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ রাজ্যং ত্তনয়ানাং বৈ দাস্যে দেবি সুরারণি । দানবান্ ধ্বংস-
দ্বিষামি সংভূয়েবোদরে তব ॥ ৪১ ॥ তদাক্যং বাসুদেবস্য শ্রদ্ধা ব্রহ্মন্ সুরারণিঃ । প্রোবাচ

নারদ কহিলেন, যুনে ! সুরসন্তমগণের জননী অদिति কোন্ স্থানে থাকিয়া, চরাচরের
প্রভু ও প্রমাণস্বরূপ, অনন্ত, আদ্য হৃষীকেশের আরাধনা করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ৩০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, সুরারণি অদिति দানবনায়ক বলি কর্তৃক ইন্দ্রকে পরাজিত ও ক্ষীণপ্রভাব
দর্শন করিয়া, সিতপক্ষে সূর্য্যমকরসংক্রমণে সপ্তম দিবসে ॥ ৩১ ॥ ত্রিদশাধিপতি ভাস্করকে
শক্রদিকে সমাধিরুঢ় অবলোকনপূর্ব্বক, আহার বিসর্জন ও বাক্যসংঘম সহকারে প্রয়তচিত্তে
বক্ষ্যমাণ বাক্যে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে দিব্যান্ধুজকোশচৌর ! তোমার
জয় হউক । হে সংসারতরুর কুঠার ! তোমার জয় হউক । হে পাপরূপ ইন্দ্রনের অগ্নি !
তোমার জয় হউক । হে পাপৌষবিনাশন ! তোমারে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ হে ভাস্কর !
তোমাকে নমস্কার । হে দিব্যমূর্তে ! হে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীপতে ! তোমারে নমস্কার । তুমি
সমুদায় চরাচরের কারণ ও নাথ । হে বিশ্বমূর্তে ! আমারে রক্ষা কর ॥ ৩৪ ॥ হে জগন্নাথ !
তুমি জগন্ময় ও সকলের রক্ষাকর্ত্তা । আমার পুত্র ইন্দ্র নিজরাজ্যভ্রষ্ট ও পরাভব প্রাপ্ত হই-
য়াছেন । সেই কারণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৩৫ ॥ এই বলিয়া, তিনি সুরপূজিত
রক্তচন্দ্রনে আলিঙ্গন এবং ধূপ ও দীপ সহিত করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, ইন্দ্রের হিতার্থ
দিব্যভোজ্য ও আজ্যযুক্ত মহার্ষি অগ্নি নিবেদন করিলেন । অনন্তর পরমপবিত্র স্তবগানপুরঃসর
নিরাহারে উপবাস করিয়া রহিলেন ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয় দিবস উপস্থিত হইলে, যথাবিধানে স্নান ও পূজা সমাধান করিয়া, প্রণামান্তর
দ্বিজাতিদিগকে কনক তিল ও আজ্যপ্রদানপূর্ব্বক প্রয়তা হইয়া থাকিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন স্তুতার্চিঃ
ভানু প্রীতিমান্ হইয়া, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনির্গমন করিয়া, পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক বলিতে
লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ অগ্নি দক্ষনন্দিনি ! তোমার এই ব্রতে পরম প্রীত হইয়াছি । অতএব, মদীয়
প্রণাদে হ্রলভ কাম প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥ দেবি ! আমি তোমার উদরে সমুদ্ভূত
হইয়া, তোমার তনয়দিগকে রাজ্যদান ও দানবদিগের দমন করিব ॥ ৪১ ॥

জগতাং যোনির্কৈশমানা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২ ॥ কথং হ্যমুদরেণাহম্বোচুঃ শক্যামি তুর্করং ।
যশ্চোদরে জগৎ সর্কং বসেৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ৪৩ ॥ কস্তাং ধারয়িতুং নাথ শক্ত্বৈলোক্যধার্যাসি ।
যস্য সপ্তার্ণবাঃ কুক্ষৌ নিবসন্তি সহ্যদ্রিভিঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাদযথা সুরপতিঃ শক্রঃ স্তাৎ সুররাড়িহ ।
যৎ বৃথা ন মে ক্লেশস্তথা কুরু জনার্দন ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণুকুবাচ । সত্যমেতন্মহাভাগে তুর্ধরোন্মি সুরাসুরৈঃ । তথাপি সন্তুবিষ্যামি হহং দেবু-
দরে তব ॥ ৪৬ ॥ আত্মানং ভুবনং শৈলাংস্ত্রাণ দেবি সকশ্চপাং । ধারয়িষ্যামি যোগেন মা বি-
বাদং কুথা বৃথা ॥ ৪৭ ॥ তবোদরে হহং দাক্ষে সন্তুবিষ্যামি বৈ যদা তদাব নিস্তেজসো দৈত্যাঃ
সংভবিষ্যন্ত্য সংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ স দেবস্তস্মাক্ষ ভুর্যোরিগণপ্রমদী । স্ব-
তেজসাজ্জেষু বিবেশ দেব্যাস্তদোদরে শক্রহিতায় বিপ্রাঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাত্তর্ভাবে দিতিবরপ্রদানং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । দেবমাতুঃ স্থিতে দেবে উদরে বামনাকৃতৌ । নিস্তেজসোহসুরা জাতা
যথোক্তং বিশ্বযোনিনা ॥ ১ ॥ নিস্তেজসোহসুরান্ দৃষ্ট্বা প্রহ্লাদঃ দানবেশ্ববঃ । বলির্দানব-
শার্দূলপ্তিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

বলিকুবাচ । তাত নিস্তেজসো দৈত্যাঃ কেন জাতাস্ত হেতুনা । কথ্যতাং পরমজ্ঞোদি
শুভাশুভবিশারদ ॥ ৩ ॥

সুরজননী অদিতি বামুদেবের এই বাক্য আকর্ষণ করিয়া, পুনঃ পুনঃ বেপমানা হইয়া,
বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ তোমাকে ধারণ করা কাহারও নাধ্য নহে । অতএব, আমি কিরূপে
তোমাকে উদরে বহন করিব । দেখ, তোমার উদরে সমুদায় জগৎ বস করিতেছে ॥ ৪৩ ॥
এইরূপে তুমি ত্রৈলোক্য ধারণ করিয়া আছ । সুররাং, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ধারণ করিতে
সমর্থ হইবে ? বলিতে কি, সমুদায় অদ্রি সহিত সপ্তসাগর তোমার কুক্ষিতে বাস করিতেছে ॥ ৪৪ ॥
অতএব হে জনার্দন ! যাহাতে সুরপতি শক্র পুনরায় সুররাট হন এবং আমার ক্লেশ বিতথ
না হয়, তদনুরূপ বিধান কর ॥ ৪৫ ॥

বিষ্ণু কহিলেন, অয়ি মহাভাগে ! সত্য বটে, সমুদায় সুরাসুর মিলিয়াও আমারে ধারণ
করিতে পারে না । তথাপি, আমি তোমার উদরে অবতরণ ॥ ৪৬ ॥ এবং যোগবলে আপ-
নাকে, ভুবনকে, শৈলসকলকে, তোমাকে ও কশ্চপকে ধারণ করিব ; তুমি বিষম হইও না ॥ ৪৭ ॥
আমি তোমার উদরে অবতীর্ণ হইলেই, দৈত্যগণ সকলে নিস্তেজ হইবে ; তাহাতে সংশয়
নাই ॥ ৪৮ ॥ হে বিপ্র ! এই বলিয়া, অরিগণনিহন্তা ভগবান্ জনার্দন ইন্দ্রের হিতসাধনার্থ
অদিতির উদরে স্বকীয় তেজঃসহায়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অদিতিবরপ্রদাননামক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ জনার্দন বামনাকারে দেবজননী অদিতির উদরে অবস্থান করিলে,
তিনি বিশ্বযোনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুরূপে দৈত্যগণ তেজোহীন হইল ॥ ১ ॥ অসুরদিগকে
নিস্তেজস্ক নিরীক্ষণ করিয়া, বলি দানবশার্দূল প্রহ্লাদকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥
তাত ! দৈত্যগণ কি কারণে নিস্তেজ হইয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক । আপনি পরমজ্ঞানী
এবং শুভাশুভবিশারদ ॥ ৩ ॥

পুত্র্যং নিন্দসি যৎ পাপ কথং ন পতিতোস্তথঃ ॥ ৩২ ॥ শোচনীয়্য ছরাচার্য্য দানবামী কৃতান্তরা ।
যেবাং ত্বং কৰ্কশো রাজ্য বাসুদেবনিন্দকঃ ॥ ৩৩ ॥ যস্মাৎ পূজ্যোৰ্চনীষশ্চ ভবতা নিন্দিতো
হসিঃ । তস্মাৎ পাপসমাচার রাজ্যনাশমবাগ্নুহি ॥ ৩৪ ॥ যথা নান্যৎ প্রিয়তরং বিদ্যতে
মম কেশবাৎ । মনসা কৰ্ম্মণা বাচ্য রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥ ৩৫ ॥ যথা ন তস্মাদপরং ব্যতিরিক্তং
হি বিদ্যতে । চতুর্দশস্থ লোকেষু রাজ্যভ্রষ্টস্তথা পত ॥ ৩৬ ॥ সৰ্ব্বেষামপি ভূতানাং নান্য-
লোকে পরায়ণং । যথা তথারূপশোয়ং ভবন্তং রাজ্যবিচ্যুতং ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবমুচ্চারিতে বাক্যে বলিঃ স্তম্ভরিতস্তদা । অবতীৰ্য্যাসনদ্বন্দ্বান্ কৃতাজ্জলি-
পুটৌ বলিঃ ॥ ৩৮ ॥ শিরসা প্রণিপত্যাহ প্রণাদং কুরু মে গুরো । কৃতাপরাধানপি হি ক্ষমন্তে
গুরবঃ শিশূন্ ॥ ৩৯ ॥ তৎ সাধু যদহং শপ্তো ভবতা দানবেশ্বর । ন বিভেমি পরেভ্যোহহং
ন চ রাজ্যপদ্বিক্ষয়াৎ ॥ ৪০ ॥ নৈব ত্বং মম বিভো যদহং রাজ্যবিচ্যুতং । ত্বং কৃতাপরা-
ধভ্রষ্টবতো মে মহত্তমং ॥ ৪১ ॥ ক্ষমস্ব তত্তত কৃতাপরাধং বাগ্নোন্মি নীচোন্মি স্তম্ভরিতশ্চ । কৃতেপি
দোষে গুরবঃ শিশূনাং ক্ষম্যন্তি দৈন্যং সমুপাগতানাং ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা বিমুক্তমোহো হরিপাদভক্তঃ । চিরং বিচিন্ত্যাস্ত-
মেতদিত্থমুবাচ পুত্রং মধুরং বচোহথ ॥ ৪৩ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । মোহেন মেধুনা জ্ঞানং বিবকেশ্চ তিরস্কৃতঃ । যেন সৰ্ব্গতং বিষ্ণুং জ্ঞানং ত্বাং
শপ্তবানহং ॥ ৪৪ ॥ তন্নূনমবিবেকোয়ং ভবতো যেন দানব । মমাপি স মহামোহো বিবেক-

সেই গুরুর গুরুপুত্রনীয় গুরু ও পূজ্যতমগণেরও পূজ্য বাসুদেবের নিন্দা করিতেছ । অতএব
কিজন অধঃপতিত হইতেছ না ? ॥ ৩২ ॥ তুমি এই দানবদিগকে ছরাচার ও তজ্জন্য শোচনীয়
অবস্থায় পাতিত করিয়াছ । কেননা, তুমি তাহাদের কৰ্কণস্বভাব ও বাসুদেবের নিন্দক রাজ্য
হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥ যেহেতু, তুমি পুত্র্য ও অৰ্চনীয় বাসুদেবের নিন্দা করিতেছ, সেইহেতু, রে
পাপসমাচার ! তুমি রাজ্যনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥ বাসুদেব অপেক্ষা অন্য কেহই কৰ্ম্ম,
মন ও বাক্য দ্বারাও আমার প্রিয়তর নহে । অতএব তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত হও ॥ ৩৫ ॥ চতুর্দশ
ভুবনে কেহই সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত নহে ॥ সেই কারণে তুমি রাজ্যভ্রষ্ট ও পতিত হও ॥ ৩৬ ॥
বাসুদেব ভিন্ন অন্য কেহই সমুদায় ভূতগণের পরায়ণ নাই । সেইহেতু, তোমারে রাজ্যভ্রষ্ট
অলোকন করিব ॥ ৩৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে, বলি ত্রাসিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ
আসন হইতে অবতরণ ও অঞ্জলিপুটবন্ধন ॥ ৩৮ ॥ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূৰ্ব্বক কহিতে
লাগিল, গুরো ! এসন্ন হউন । যেহেতু, গুরুলোকেরা কৃতাপরাধ শিশুদিগকে ক্ষমা করিয়া
ধাকেন ॥ ৩৯ ॥ হে দানবেশ্বর ! আপনি শাপ দিয়া ভালই করিয়াছেন । আমি শত্রুদিগকে
ভয় করি না, রাজ্যবিনাশেও ভীত হই না ॥ ৪০ ॥ হে বিভো ! তজ্জন্য, আমার কোনপ্রকার
ত্বং হই না ; আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি, তাহাতেই আমার অতিমাত্র ত্বং হই-
তেছে ॥ ৪১ ॥ হে ভাত ! আমি বালক, আমি নীচ এবং আমি অতীব দুৰ্ব্বুদ্ধি । যেহেতু,
আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন । শিশুগণ দোষ করিয়া, দৈন্যদশা প্রাপ্ত
হইলে, গুরুগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করেন ॥ ৪২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বলি এবং বিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, হরিপাদভক্ত, মোহবিমুক্ত মহাত্মা
প্রহ্লাদ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, পরম বিশ্বাস্যবহ মধুর বচনে পৌত্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥
মোহপ্রযুক্ত আমার জ্ঞান ও বিবেক তিরস্কৃত হইয়াছিল । সেইহেতু, বিষ্ণুকে সৰ্ব্গত জানি-
য়াও, তোমারে শাপ দিয়াছি ॥ ৪৪ ॥ হে দানব ! তোমার যে মোহবলে অবিবেক উপস্থিত

প্রতিষেধকঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্ম দ্রাজাং প্রতি বিভো ন জ্ঞঃ কর্তুমহঁসি । অবশ্যস্তাবিনো হৃথী ন বি-
 শ্ৰুতি কহিচিৎ ॥ ৪৬ ॥ পুত্রমিত্রকলত্রার্থে রাজ্যভোগধনায় চ । আগমে নির্গমে প্রাজ্ঞো ন
 বিবাদং সমাচরেৎ ॥ ৪৭ ॥ যথা যথা সমায়াতি পূৰ্ব্বকর্মবিধানতঃ । সুখদুঃখানি দৈত্যৈশ্চ নরস্তানি
 সহেতথা ॥ ৪৮ ॥ আপদামাগমং দৃষ্ট্বা ন বিষমো ভবেদশী । সম্পদঞ্চ সুবিত্তীর্ণাং প্রাপ্য ন
 ধৃতিমান্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ ধনক্ষয়ে ন মুহন্তি ন হস্যন্তি ধনাগমে । ধীরাঃ কার্যেষু চ তদা ভক্তি
 পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥ এবং বিদিত্বা দৈত্যৈশ্চ ন বিবাদং কথঞ্চন । কর্তুমহঁসি বিদ্বঃস্বঃ
 পণ্ডিতো নাবসীদতি ॥ ৫১ ॥ তথাক্তচ্চ মহাবাহো হিতং শৃণু মহার্ককং । ভবতোহথ তথাক্তেষাং ক্রত্বা
 তচ্চ সমাচর ॥ ৫২ ॥ শরণ্যং শরণং গচ্ছ তমেতং পুরুষোত্তমং । স তে ত্রাতা ভয়াদস্মাদানব
 প্রভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥ যে সংশ্রয়ন্তি হরিমীশমনাদিমধ্যং বিষ্ণুং চরাচরগুরুং হরিমীশিতারং ।
 সংসারগর্তপতিতস্ত করাবলম্বং নুনং ন ভে ভুবি পরাজয়িণো ভবন্তি ॥ ৫৪ ॥ তন্মনা দানবশ্রেষ্ঠ
 তন্তুস্তচ্চ ভবাধুনা । স এষ ভবতঃ শ্রেয়ো বিধাশ্রুতি জনার্দনঃ ॥ ৫৫ ॥ অহং চ পাপোপশমার্থ-
 মীশমারাধয়ামীহ চ তীর্থযাত্রাং । বিমুক্তপাপশ্চ তদা ভবিষ্যে যদাচ্যুতো লোকপতিনৃসিংহঃ ॥ ৫৬ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমাশ্রান্ত বলিং মহাত্মা সংস্বত্য যোগাধিপতিং চ বিষ্ণুং । আমন্ত্র্য
 সৰ্কান্ দনুসৈন্যপালান্ জগাম কর্তুং শুভতীর্থযাত্রাং ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাহৃত্তাবে বলিশিষ্টাদানং নাম সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

হইরাছে, আমারও সেই মহামোহ বিবেক প্রতিষেধ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ অতএব, রাজ্যপ্রাপ্ত
 হইবে, বলিয়া, কোনমতেই সন্তপ্ত হইও না, দেখ, অবশ্যস্তাবী বিষয় সকল কোনরূপেই বিনষ্ট হয়
 না ॥ ৪৬ ॥ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুত্র, মিত্র, কলত্র, বিত্ত, রাজত্ব ও ভোগার্থ, এই সকলের আগম
 নির্গমে কোন ক্রমেই বিষম হন না ॥ ৪৭ ॥ হে দৈত্যৈশ্চ ! পূৰ্ব্বকর্মবিধানানুসারে সুখ ও
 দুঃখপরম্পরা যেমন যেমন ঘটিয়া থাকে, লোকে তথাবিধানে সহ্য করিবে ॥ ৪৮ ॥ দশী পুরুষ,
 আপৎ আপতিত দেবিয়া, বিষম হইবে না । আব র, সুবিত্তীর্ণ সম্পৎ প্রাপ্ত হইলেও, হর্ষ প্রকাশ
 করবে না ॥ ৪৯ ॥ পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণ ধনক্ষয়ে যেমন মোহের বশীভূত হন না, ধনের আগ-
 মেও তেমন হর্ষ প্রকাশ করেন না । তাহারা সকল কার্যেই ধীরভাব অবলম্বন করেন ॥ ৫০ ॥
 হে দেবেন্দ্র ! এই সকল জানিয়া, তুমি বিবাদ করিও না । দেখ, তুমি বিদ্বন্ । বিদ্বান্
 কখন অবসন্ন হন না ॥ ৫১ ॥ হে মহাবাহো ! আমি তোমাকে ও অপরাপর ব্যক্তি সকলকেও
 অগ্গবিধ মহার্কক হিতগর্ত উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । এবং শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে
 প্রবৃত্ত হও ॥ ৫২ ॥ সকলের শরণ্য পুরুষোত্তম বাসুদেবের শরণাপন্ন হও । তিনিই তোমাকে
 এই আপত্তিত ভয়ে পরিত্রাণ করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তিন সকল দুঃখের নিহন্তা, সকল লোকের
 নিয়ন্তা ; তাহার আদি নাই ও মধ্য নাই । তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন । তিনি চরাচরের
 গুরু ও ঈশ্বর । এবং তিনি সংসারগর্তে পতিত পুরুষের হস্তাবলম্বন সৰূপ । তাহাকে আশ্রয়
 করিলে, কোন মতেই সন্তাপগ্রস্ত হইতে হয় না ॥ ৫৪ ॥ অতএব, হে দানবশ্রেষ্ঠ ! তুমি
 অধুনা তাঁহাতেই মন অর্পণ কর ; তাঁহাতেই ভক্তিমান্ হও । সেই ভগবান্ জনার্দনই
 তোমায় শ্রেয় বিধান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ আমিও পাপপ্রশমনার্থ সেই সৰ্কনিয়ন্তা ভগবানের
 আরাধনা ও তীর্থ যাত্রা করিব । তাহা হইলেই, আমার পাপরাশি বিগলিত হইবে । যেহেতু,
 তিনি অচ্যুত, লোকপতি ও নৃসিংহ । সেইহেতু, অবশ্য পূজনীয় ॥ ৫৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্মা প্রহ্লাদ পৌত্রকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান, যোগাধিপতি বিষ্ণুকে
 শ্রবণ ও সমুদায় দানব সৈন্যপাল দগকে আমন্ত্রণ করিয়া, তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিশিষ্টাদাননামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টমপুত্ৰিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । কানি তীর্থানি বিপ্রেন্দ্র প্রহ্লাদে'নুজগাম হ । প্রহ্লাদতীর্থযাত্রাং মে সমা-
গাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু কথয়িষ্যামি পাপপঙ্কপ্রণাশিনীং । প্রহ্লাদতীর্থযাত্রাং তে সর্বপাপ-
প্রণাশিনীং ॥ ২ ॥ সংতাজ্য মেরুং কনকাচলেন্দ্রং তীর্থং জগামামরসংঘজুষ্টং । খ্যাতং পৃথিব্যাং
শুভদং হি মানসং যত্র স্থিতো মৎস্তবপুঃ পুরেশঃ ॥ ৩ ॥ তস্মিন্তীর্থবরে স্নাত্বা সংতপ্য পিতৃদেবতাঃ ।
সংপূজ্য চ জগন্নাথমচ্যুতং ঋতিভির্ভূতং ॥ ৪ ॥ উপোষ্য ভূয়ঃ সংপূজ্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্ ।
জগাম কচ্ছপং দ্রষ্টুং কোশিক্যাং পাপনাশনং ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ স্নাত্বা মহানদ্যাং সংপূজ্য চ
জগৎপতিং । সমুপোষ্য শুচিভূত্বা দত্ত্বা বিপ্রেষু দক্ষিণাং ॥ ৬ ॥ নমস্কৃত্য জগন্নাথমথ কূর্ম্মবপু-
র্জয়ং । ততো জগাম কৃষ্ণায়াং দ্রষ্টুং বাজিমুখং প্রভুং । তত্র দেবহৃদে স্নাত্বা তর্পয়িত্বা পিতৃন
শ্রবান্ ॥ ৭ ॥ সংপূজ্য হরশীর্ষক জগাম গজসাহস্রয়ং । তত্র দেবং জগন্নাথং গোবিন্দং
চক্রপাণিনং ॥ ৮ ॥ স্নাত্বা সংপূজ্য বিধিবজ্জগাম যমুনাং নদীং । তস্মাৎ স্নাত্বা শুচিভূত্বা
সন্তপ্যর্ষিশ্রবান্ পিতৃন । দদর্শ দেবদেবেশং লোকনাথং ত্রিবিক্রমং ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ । সাংপ্রতং ভগবান্ বিষ্ণুর্ত্রৈলোক্যাক্রমণং বপুঃ । করিষ্যতি জগৎস্বামী
বলিবন্ধনমীশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ তৎ কথং পূর্ব্বকালেপি বিভুরাসীত্ত্রিবিক্রমঃ । কশ্চ বা বন্ধনং বিষ্ণুঃ
কৃতবাংস্তচ্চ মে বদ ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রয়তাং কথয়িষ্যামি বোহয়ং প্রোক্তত্ৰিবিক্রমঃ । যস্মিন্ কালে বভূবো যঞ্চ
বন্ধিবানসৌ ॥ ১২ ॥ আসীদ্ধুর্জুতিখ্যাতঃ কশ্চপশ্চোরসঃ শ্রুতঃ । দনোর্গর্ভসমুদ্ভূতো মহাবল-

নারদ কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র ! প্রহ্লাদ কোন্ কোন্ তীর্থে অনুগমন করিয়াছিলেন ; তাহার
তীর্থযাত্রা সম্যকরূপে কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শ্রবণ কর, আমি প্রহ্লাদের পাপপঙ্কপ্রণাশিনী সর্বপাতকসংহারিণী
তীর্থযাত্রা কীর্তন করিব ॥ ২ ॥ তিনি কনকাচলেন্দ্র মেরু ভাগ করিয়া, অমরসমূহে নিযেবিত,
পৃথিবীতে বিখ্যাত, শুভদ মানস তীর্থে সমাগত হইলেন । পূর্বে ভগবান্ মৎস্তবপু ধারণ
করিয়া, যেখানে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ তিনি সেই তীর্থবরে কৃতাভিষেক হইয়া, পিতৃগণ ও
দেবগণের তর্পণ করিয়া, ঋতিসহায় জগন্নাথ অচ্যুতের সর্বিশেষ পূজা করিলেন । পুনরায়
উপবাস এবং দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মানবগণের পূজা করিয়া, কোশিকীতে পাপনাশন
কচ্ছপের দর্শনার্থ উপনীত হইলেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ সেই মহানদীতে স্নান ও জগৎপতি জনার্দনের
পূজাবিধান এবং শুচি হইয়া, উপবাসান্তর ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া, কূর্ম্মশরীরধারী জগন্নাথকে
নমস্কার করিয়া, হরমুখ জনার্দনের দর্শনার্থ কৃষ্ণায় গমন করিলেন । তথায় দেবহৃদে স্নান ও
পিতৃগণের তর্পণ সমাধান করিয়া ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ হরশীর্ষের পূজাসম্পাদনপূর্ব্বক হস্তিনায় উপনীত
হইলেন । তথায় ভগবান্, চক্রপাণি, জগন্নাথ গোবিন্দের স্নানান্তর পূজা করিয়া, যমুনানদীতে
গমন করিলেন । তথায় কৃতাভিষেক ও শুচি হইয়া, ঋষিদেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া, দেবদেব
লোকনাথ ত্রিবিক্রমের দর্শন করিলেন ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, সকলের নিয়ন্তা, জগৎস্বামী, বিষ্ণু বলিকে বন্ধনা করিবার জন্য ত্রৈলোক্যা-
ক্রমণ শরীর ধারণ করিবেন ॥ ১০ ॥ তবে তিনি পূর্ব্বকালে কিরূপে ত্রিবিক্রম হইয়াছিলেন ?
তিনি কাহারেই বা বন্ধন করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, কাহাকে ঐ ত্রিবিক্রম বলিয়া থাকে এবং যেদ্বারা তিনি প্রাপ্তভূত হইয়া, কাহাকে
বন্ধনা করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥ কশ্চপের ঔরস পুত্র বুদ্ধনামে বিখ্যাত । দনুর গর্ভে

পরাক্রমঃ ॥ ১৩ ॥ স সমাগ্রাধ্য চ তদা ব্রহ্মাণং তপসা সুরঃ । অবধ্যতং সুরৈঃ সৈন্যৈঃ ঐর্ধর্যম্
স তু নারদ ॥ ১৪ ॥ তস্ম তং চ বরং প্রাদাত্তপসা পঞ্চজোন্তবঃ । পরিতুষ্টঃ স চ বলী নির্জগাম
ত্রিবিষ্টপং ॥ ১৫ ॥ চতুর্থশ্চ কলেরাদৌ জিত্বা দেবান্ সবাসবান্ । ধুকুঃ শক্রদ্বমকরোদ্ধিরণ্য-
কশিপৌ সতি ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ কালে স বলবান্ হিরণ্যকশিপুস্ততঃ । চচার মন্দরগিরৌ
দৈত্যো ধুকুসমাশ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥ ততোহসুরা যথাকামং বিচরন্তি ত্রিবিষ্টপে । ব্রহ্মলোকে চ
ত্রিদশাঃ সংস্থিতা হুঃখসংযুতাঃ ॥ ১৮ ॥ ততোহমরান্ ব্রহ্মদো নিবাসিনঃ ঋদ্ধাধ ধুকুর্দ্বি-
জানুবাচ । এজাম দৈত্যা বরমগ্রজন্তু সদৌ বিজেতুং ত্রিদশান্ সশক্তান্ ॥ ১৯ ॥ তে ধুকুবাক্যং
তু নিশম্য দৈত্যাঃ প্রোচূর্ন নো বিদ্যতে লোকপাল । গতির্যয়া যাম পিতামহাজিরং সূহৃগমোয়ং
পরতো হি মার্গঃ ॥ ২০ ॥ ইতঃ সহস্রৈর্কলয়োজনাঠ্যলোকে । মহর্নাম মহর্ষিজুষ্টঃ । যেষাং
হি দৃষ্ট্যার্পণচোদিতেন দহন্তি দৈত্যাঃ সহসেক্ষিতেন ॥ ২১ ॥ ততোহপরো যোজনকোটিরে-
কো লোকো জনো নাম বসন্তি যত্র । গোমাতরোহ্মাস্থ বিনাশকারী যাসাং ন কোপীহ
মহাসুরেন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥ ততোহপরো যোজনকোটিভিস্ত ত্রিংশস্তিরাদিত্যসহস্রদীপ্তঃ । সত্যান্তি-
ধানো ভগবন্নিবাসো বরপ্রদোভূত্বতো হি যোমৌ ॥ ২৩ ॥ যন্ত বেদধ্বনিং ঋদ্ধা বিকসন্তি
সুরাদয়ঃ । সঙ্কোচমসুরা যান্তি যে চ তেষাং সমধর্মিণঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মান্মা ত্বং মহাবাহো মতিমে-
তাং সমাদধঃ । বৈরাজ্যভূবনং ধুকো! তুরারোহং সদা নৃতিঃ ॥ ২৫ ॥ তেষাং বচনমাকর্ণ্য ধুকুঃ
প্রোবাচ দানবান্ । গন্ধকামঃ স সদনং ব্রহ্মণে জেতুমীশ্বরং ॥ ২৬ ॥ কথং তু কৰ্ম্মণা কেন

উহার জন্ম হয় এবং উহার বল ও পরাক্রমের নীমা ছিল না ॥ ১৩ ॥ সেই ধুকু তপস্যা করিয়া,
ব্রহ্মার অভ্যর্থনাপূর্ব্বক, তাঁহার নিকট এই বর চাহিল, আমি যেন ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণের অবধ্য
হই । ১৪ ॥ নারদ ! কমলযোনি তদীয় তপস্যা য় পরিতুষ্ট হইয়া, সেইরূপ বর দিলে, সে স্বর্গে
সমাগত হইল ॥ ১৫ ॥ এবং চতুর্থ কলির প্রাপ্তিতে ইন্দ্রাদি অমরদিগকে পরাস্ত করিয়া, ইন্দ্র করিতে
ল গিল । হিরণ্যকশিপু তখন বর্তমান ছিল ॥ ১৬ ॥ সে তৎকালে ধুকুকে আশ্রয় করিয়া,
মন্দরভূধরে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর অন্যান্য অসুরগণ ইচ্ছানুসারে স্বর্গে
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল । দেবগণ নিতান্ত হুঃখাধিত হইয়া, ব্রহ্মলোকে বাস করিতে
লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

দেবগণ ব্রহ্মসদনে বাস করিতেছেন, শুনিয়া, ধুকু অসুরদিগকে বলিতে লাগিল, হে দৈত্যগণ !
আমরা ইন্দ্রপ্রমুখ অমরদিগকে জয় করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করি, চল ॥ ১৯ ॥

দৈত্যগণ ধুকুর কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, হে লোকপাল ! যাহাতে পিতামহসদনে
গমন করিতে পারিব, আমাদের তাদৃশা গতি নাই । তথায় যাইবার পথ অতিমাত্র সূহৃগম ॥ ২০ ॥
এখান হইতে বহুসহস্র যোজন ব্যবধানে মহর্লোক প্রতিষ্ঠিত আছে । তাহা ঋষিগণে নিষেবিত ।
ঐ সকল ঋষির কটাক্ষপাতমাত্রেই দৈত্যগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ২১ ॥ ইহার পর এক
যোজনকোটি ব্যবধানে জননাম লোক, যেখানে গোমাতারা বাস করিতেছে । হে মহাসুরেন্দ্র !
আমাদের মধ্যে এমন কোন দৈত্য নাই, যে তাহাদের বিনাশ করিতে পারে ॥ ২২ ॥ ইহার
পর ত্রিংশৎকোটিযোজনব্যবধানে অদিত্যসহস্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, সত্যলোক । যিনি তোমারে
বরপ্রদান করিয়াছেন, সেই ভগবান্ তথায় বাস করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ যাহার সমুচ্চারিত
বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সুরাদির বিকসিত এবং অসুরগণ ও তাহাদের সমধর্ম্ম অন্যান্য পুরুষগণ
সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ ইহারণেই বলিতেছি, আপনি একরূপ বুদ্ধি করিবেন না ।
হে ধুকো ! বৈরাজ্যভূবনে গমন করা মনুষ্যগণের সাধ্য নহে ॥ ২৫ ॥

ধুকু তাহাদের কথা কর্ণগোচর করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া,

গমাতে দানববর্ষভাঃ । কথং তত্র সহস্রাক্ষঃ সংগ্রাপ্তঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ২৭ ॥ তে ধুকুনা দানবেস্তাঃ
পৃষ্ঠাঃ প্রোচুর্কচোহধিপং । ন বয়ং বিদ্যতং কৰ্ম শুক্রস্তদ্বৈতাসংশয়ং ॥ ২৮ ॥ দৈত্যানাং তু
বচঃ শ্রদ্ধা ধুকুর্দৈত্যপুৰোহিতং । পপ্রচ্ছ শুক্রং কিং কৰ্ম কৃত্বা ব্রহ্মসদোগতিঃ ॥ ২৯ ॥ ততোহস্মৈ
কথয় মাং দৈত্যাচার্য্যঃ বলিপ্রিয় । শুক্রস্ত চরিতং শ্রীমন্ পুরা বৃদ্ধরিপোঃ কিল ॥ ৩০ ॥
সহস্রাক্ষঃ শতং চৈকং যজ্ঞানামযজ্ঞং পুরা । দৈত্যোক্ত বাজিমেষানাং তেন ব্রহ্মসদোগতিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্বাক্যং দানবপতিঃ শ্রদ্ধা শুক্রস্য বীৰ্য্যবান্ । ষষ্ঠুদ্বোমেধযজ্ঞানাং চকার মতিমুক্তমাং ।
অথামন্ত্যাস্মরশুক্রং দানবাস্ত্যাপ্যনুত্তমান্ ॥ ৩২ ॥ প্রোবাচ যক্ষ্যেহং ষষ্ঠৈরশ্বমেধৈঃ স্তুদক্ষিণৈঃ ।
তদাগচ্ছধমবনীং গচ্ছামো বস্তুধাধিপান্ ॥ ৩৩ ॥ বিচিন্ত্য হঃমেধাঠৈব যথাকামশুণাবিতান্ ।
আহুয়াস্তাং চ নিধয়স্ত্যাজ্যাপ্যস্তাং চ গৃহকাঃ ॥ ৩৪ ॥ আমন্ত্যাস্তাং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রবামো
দেবিকাতে । সা হি পুণ্য্য সরিচ্ছ্রুতা সৰ্বসিদ্ধিকরী স্তুতা । স্থানং প্রাচীনমাসাদ্য বাজিমেষান্
যজ্ঞামহে ॥ ৩৫ ॥ ইথং স্মর্য্যারেকচনং নিশম্যাস্মরযাজকঃ । বাচমিত্যববুদ্ধৌ নিধীশং
সংদিদেশ সঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো ধুকুর্দেবিকার্য্যং প্রাচীনে পাপনাশনে । ভার্গবেন্দ্রেণ শুক্রেণ
বাজিমেষায় দীক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ সদস্য্য ঋত্বিজস্ত্যাপি তত্রাসন্ ভার্গবা দ্বিজাঃ । শুক্রস্যানুমতে
ব্রহ্মন্ শুক্রশিষ্যাস্ত পণ্ডিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ যজ্ঞভাগভূক্তস্তর স্বর্ভানুপ্রমুখা মূনে । কৃতাস্ত্যাস্মরনাথেন
শুক্রস্যানুমতেহস্মরাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রবৃত্তৌ যজ্ঞস্ত সমুৎসৃষ্টেস্তথা হয়ঃ । হয়স্যানুযযৌ শ্রীমানসি-

তাহা জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২৬ ॥ হে দানবেস্তগণ ! কি কৰ্ম করিলে, কিরূপে তথায়
গমন করা যাইতে পারে এবং ইন্দ্রই বা কি উপায়ে দেবগণের সহিত তথায় গমন
করিলেন ? ॥ ২৭ ॥

ধুকু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দানবগণ উত্তর করিল, আমরা তাহা জানি না ; শুক্র অবগত
আছেন, সংশয় নাই ॥ ২৮ ॥

দৈত্যগণের বচন শ্রবণ করিয়া, তাহাদের অধিপতি ধুকু পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা
করিল, কীদৃশকৰ্ম নুষ্ঠানসহায়ে ব্রহ্মসদনে গমন করা যাইতে পারে ? ॥ ২৯ ॥

তখন শ্রীমান্ দৈত্যাচার্য্য শুক্র বৃদ্ধনহস্তা দেবরাজের পূর্বচরিত বর্ণন করিয়া কহিলেন ॥ ৩০ ॥
সহস্রাক্ষ ইন্দ্র পূর্বে একশত এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । হে দৈত্যোক্ত ! তাহাতেই
ব্রহ্মসদনে যাইতে পারিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

দানবপতি ধুকু শুক্রাচার্য্যের এই বচন শ্রবণ করিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতমতি
হইল এবং আচার্য্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি লইয়া ॥ ৩২ ॥ বলিতে লাগিল, আমি বিশিষ্টরূপ
দক্ষিণা দিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞসকলের যজ্ঞন করিব । অতএব, সকলে আগমন কর ; পৃথিবীতে
রাজাদের সকাশে গমন করিব ॥ ৩৩ ॥ যথাকামশুণবিশিষ্ট অশ্বমেধ সকলের চিন্তা করিয়া,
নিধি ও গৃহকসকলকে আহ্বানপূর্বক আজ্ঞা ॥ ৩৪ ॥ এবং প্রধান প্রধান দ্বিজাতিদিগকে আমন্ত্রণ
কর ; দেবিকাতে গমন করিতে হইবে । সেই পরমপবিত্র সরিৎস্রা সৰ্বসিদ্ধির প্রসবিনী
বলিয়া, বিখ্যাত আছে । প্রাচীন স্থান আশ্রয় করিয়া, তথায় বাজিমেষ সকলের আহরণ
করিব ॥ ৩৫ ॥

অস্মরগণের যাজক শুক্র ধুকুর এই কথা শুনিয়া, সম্মত হইয়া, হর্ষপ্রকাশপূরঃসর নিধিসকলের
ঈশ্বরকে আদেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর ধুকু দেবিকাतीর্থে পাপনাশন প্রাচীন স্থানে ভার্গব-
শ্রেষ্ঠ শুক্র কর্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইল ॥ ৩৭ ॥ ভার্গববংশীয় দ্বিজগণ এবং শুক্রের শিষ্য
অন্যান্য পণ্ডিতগণ তদীয় অনুমতে সেই যজ্ঞে সদস্তপদ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥ স্বর্ভানুপ্রমুখ
অস্মরদিগকে শুক্রের আজ্ঞানুসারে ধুকু যজ্ঞভাগভাগী করিল ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে,

লোমা মহাসুরঃ ॥ ৪০ ॥ ততোহগ্নিধূমেন মহী সশৈলী ব্যাপ্তা দিশো বৈ বিদিশশ্চ পূর্ণাঃ । তে-
নোগ্নগন্ধেন দিবস্পৃশেন মরুদ্ববৌ ব্রহ্মলোকে মহর্ষে ॥ ৪১ ॥ তং গন্ধমাত্রায় সুরা বিষম্ভজনস্ত
ধুকুং হরমেধদীক্ষিতং । ততঃ শরণ্যং শরণং জনার্দনং ভৃগুঃ সশক্রা অগতঃ পরায়ণম্ ॥ ৪২ ॥
প্রণম্য বরদং দেবং পদ্মনাভং জনার্দনং । প্রোচুঃ সৰ্বৌ সুরগণাঃ ভয়গদগদয়া গিরা ॥ ৪৩ ॥
ভগবন্ দেবদেবেশ চরাচরপরায়ণ । বিস্তপ্তিঃ ক্রমতাং বিধৌ সুরাণামার্তিনাশন ॥ ৪৪ ॥ ধুকু-
র্নামা সুরপতির্কসবান্ বলসংবৃতঃ । সৰ্বান্ সুরান্ বিনির্জিত্য ত্রৈলোক্যমহরদলিঃ ॥ ৪৫ ॥
ঋতে পিনাকিনঃ দেবাংস্তাতা নোন্তো ন বিদ্যতে । অতে'সৌ বুদ্ধিমগমদ্যথা ব্যাধিরূপেক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥
সাংপ্রতং ব্রহ্মলোকস্থানপি জেতুং সমুদ্যতঃ । শুক্রন্য মতমাদায় সোহশ্বমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৪৭ ॥
শতং ক্রতুর্নামিষ্টাসৌ ব্রহ্মলোকং মহাসুরঃ । আরোহু মিচ্ছতি বশী বিজেতুং ত্রিদশানপি ॥ ৪৮ ॥
তস্মাদকালহীনং তু চিন্তয়স্ব জগদুত্তরো । উপায়ং মথধ্বংসে যেন স্যাম স্তনিবৃত্তাঃ ॥ ৪৯ ॥
ঋত্বা সুরাণাং বচনং ভগবান্ মধুসূদনঃ । দহাত্ম্যং মহাবাহুঃ ক্লেষয়ামাস সাংপ্রতং ।
বিসৃজ্য চ তদা সৰ্বান্ জাত্বাজ্জৈয়ং মহাসুরম্ ॥ ৫০ ॥ বন্ধনায় মতিং চক্রে ধুকোদ্বৈধ্বজস্য
বৈ । ততঃ কৃত্বা স ভগবান্ বামনং রূপমীশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ দেহং ত্যক্ত্বা নিরালস্যং কাষ্ঠবদেবিকা-
জলে । ক্ষণান্মজ্জন্তপোন্মজ্জন্তুকেশো যদৃচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥ দৃষ্টেথ দৈত্যপতিনা নৈতে'য়ৈশ্চ তথ-
ধিভিঃ । ততঃ কৰ্ম্ম পরিত্যজ্য যজ্ঞিয়ং ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ সমুত্তারয়িতুং বিপ্রমাদ্রকস্ত সম কুলাঃ ।
সদস্য্য বজ্রমানশ্চ কহিছোহথ মহৌজসঃ ॥ ৫৪ ॥ নিমজ্জমানমুজ্জহুস্তে চ তে বামনং দ্বিজং ।

অশ্বকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল । মহাসুর অসিলোমা অশ্বের অনুগমন করিল ॥ ৪০ ॥ ঐ যজ্ঞীয়
অগ্নির ধূমে সপর্কিত পৃথিবী ব্যাপ্ত এবং দিক্ ও বিদিক্গকল পূর্ণ হইয়া গেল । ব্রহ্মন্ ! মরুৎ সেই
স্বর্গস্পর্শী উগ্রগন্ধ ব্রহ্মলোকে বহন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ সুরগণ সেই গন্ধ আত্মাণ করিয়া,
ধুকু অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, বিবল হইলেন । এবং ইজ্ঞের সহিত
সকল লোকের শরণ্য ও সমুদায় জগতের পরায়ণ ভগবান্ জনার্দনের শরণগ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥
ভনস্তর সেই বরদ ভগবান্ পদ্মনাভকে প্রণাম করিয়া, ভয়গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥
হে ভগবন্ ! হে দেবদেবেশ ! হে চরাচরপরায়ণ ! হে আর্তিবিনাশন ! দেবগণের নিবেদন
শ্রবণ করুন ॥ ৪৪ ॥ ধুকুনামে মহাবল মহাসুর বলসংবৃত হইয়া, সুরদিগকে পরাজয় করিয়া,
ত্রৈলোক্য হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ পিনাকী ব্যতিরেকে দেবগণের পরিত্রাণকর্তা অস্ত্র কেহ
নাই । এই কারণে, ধুকু উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায়, বহিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪৬ ॥ সে সম্প্রতি
ব্রহ্মলোকবাসী সুরদিগকেও জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে । এইজন্য শুক্রের অনুমতি অনু-
সারে অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ ॥ ৪৭ ॥ এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, ব্রহ্মলোকে
আরোহণপূর্বক ত্রিদশগণের পরাজয় বাসনা করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥ অতএব, হে জগদুত্তরো !
আর কালপরিক্ষেপ না করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের যাহাতে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার উপায়
চিন্তা করুন ; তাহা হইলে, আমরা পরম নিবৃত্ত হইব ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্ মধুসূদন সুরগণের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধি অভয় দিয়া, সকলকে স্ব স্ব স্থানে
পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫০ ॥ তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, ধর্মধ্বজ ধুকুকে জয় করা সাধ্য নহে ভাবিয়া,
তাহার বন্ধনার্থ কৃতনক্ল হইলেন । এইজন্ত তিনি বামনরূপ আশ্রয় করিয়া ॥ ৫১ ॥
দেবিকানিলে কাষ্ঠবৎ নিরবলম্ব দেহ ত্যাগ করত, মুক্তকেশে যদৃচ্ছাক্রমে পুনঃ পুনঃ মগ্ন ও
উন্মগ্ন হইতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ দৈত্যপতি ধুকু ও দৈত্যগণ এবং ঋষিসমূহ এই ঘটনা দেখিতে
পাইলেন । তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্রাহ্মণোত্তম যজ্ঞিয় কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া ॥ ৫৩ ॥ একান্ত আকুল
ও তাহার উদ্ধারার্থ ধাবমান হইলেন । তখন সদন্যগণ, বজ্রমান ও ঋত্বিকসমূহ সকলে মিলিত

সমুত্তার্য্য প্রসন্নান্তে পপ্রচ্ছুঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ কিমর্থং পতিতোহসীহ কেনাক্ষিপ্তোসি বা বদ ॥ ৫৫ ॥
 তেষামাকৰ্ণ্য বচনং কম্পমানো মুহমূৰ্ছঃ । প্রাহ ধুক্পুরোগাংস্তান্ অয়তামত্র কারণং ॥ ৫৬ ॥
 ব্রাহ্মণো গুণবানাসীৎ প্রভাস ইতি বিজ্ঞতঃ । সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ প্রাজ্ঞো গোত্রোণাপি তু বারুণঃ ॥ ৫৭ ॥
 তস্ত পুত্রদ্বয়ং জাতং মনপ্রজ্ঞং সূহৃৎখিতং । তত্র জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা কনীযানপরস্বহম্ ॥ ৫৮ ॥
 নেত্রভ'স ইতি খ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতামমাতবৎ । মম নাম পিতা চক্রে গতিভাসেতি কৌতুকাৎ ॥ ৫৯ ॥
 রম্যশ্চাবসথশ্চাপি শুভ আসীৎ পিতুৰ্ঘম । ত্রৈবিষ্টপগুণৈর্যুক্তঃ স্বৰ্গবাসোপমঃ শুভঃ ॥ ৬০ ॥
 ততঃ কালেন মহতা আবয়োঃ স পিতা মৃতঃ । তস্মোৰ্দ্ধদেহিকং কৃত্বা গৃহমাৰাং সমাগতো ॥ ৬১ ॥
 ততো মরোক্তঃ স ভ্রাতা বিভজ্যাম গৃহং বয়ং । তেনোকৌ নৈব ভবতো বিদ্যতে ভাগ ইত্য-
 হম্ ॥ ৬২ ॥ কুজবামনখঞ্জানাং ক্লীবানাং শ্রিদ্ভিগমপি । উন্মত্তানাং তথাক্কানাং ধনভাগো
 ন বিদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ শ্রিয়ং বাক্যং গৃহে বাসো ভোজনচ্ছাদনাদিকং । এতাবন্দীয়তে তেভ্যো
 নার্বভাগহয়া হি তে ॥ ৬৪ ॥ এবমুক্তো ময়া সেথ কিমর্থং পিতৃকাদৃগৃহাৎ । ধনার্কভাগমহামি
 নাইং ন্যায়েন কেন বৈ । ইতুক্তো বলগান্ ভ্রাতা কেশান্ অগ্রাহ মে সুরঃ ॥ ৬৫ ॥ সমুৎ-
 ক্ষিপ্যাক্ষিপন্নদ্যাং ন জানে হ্যভ্যারণং । অহমহ্মাং নিমগ্নশ্চ মধ্যেন প্লবতো গতঃ ॥ ৬৬ ॥ কালঃ
 সংবৎসরাখ্যস্ত যুগ্মভিরমৃতো যুগ্মঃ । কে ভবন্তোত্র সংপ্রাপ্তাঃ সন্নেহা বান্ধবা ইব ॥ ৬৭ ॥ কোয়ং
 শক্র প্রতিমো বৈ যুগ্মমধ্যে অদৃশ্যতে । তন্মে সৰ্ব্বং সমাখ্যাত যাথাভ্যর্থ্য তপোধনাঃ ॥ ৬৮ ॥

হইয়া ॥ ৫৪ ॥ সেই বামনরূপী নিমজ্জমান ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিলেন । এবং উদ্ধার করিয়া,
 সকলেই প্রসন্ন হইয়া, ক্রিজ্ঞান করিলেন, কিজন্য এখানে পতিত হইয়াছ ? কেইবা তোমাকে
 নিক্ষেপ করিয়াছে, বল ॥ ৫৫ ॥

তাঁহাদের বচন আকর্ণন করিয়া, তিনি বারংবার কম্পমান হইয়া, সকলকে কহিতে লাগিলেন,
 যে কারণে নিমগ্ন হইয়াছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৬ ॥ 'প্রভাস' নামে বিখ্যাত গুণবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন ।
 তিনি সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, প্রাজ্ঞ ও বরুণগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫৭ ॥ তাঁহার দুই পুত্র ।
 দুই জনেই মনপ্রজ্ঞ ও নিতান্ত সূহৃৎখিত । আমিই সেই উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ॥ ৫৮ ॥ আমার
 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নেত্রভাস । আর, পিতা কৌতুকবশতঃ আমার নাম গতিভাস রাখিয়া-
 ছিলেন । ৫৯ ॥ আমার পিতার আবসথ পরমশোভমান ও রমণীয় এবং ত্রৈপিষ্টপগুণসম্পন্ন
 ও সাক্ষাৎ স্বৰ্গনদৃশ ॥ ৬০ ॥ অনন্তর কালসহকারে পিতার মৃত্যু হইলে, আমরা উভয়ে ভদীয়
 অন্ত্যেষ্টিসমাধান করিয়া গৃহে আগমন করিলাম ॥ ৬১ ॥ এবং ভ্রাতাকে কহিলাম, আমরা গৃহ
 ভাগ করিয়া লইব । তিনি আমারে উত্তর দৃষ্টি করিলেন, তোমার ভাগ নাই ॥ ৬২ ॥ কেননা,
 কুজ, বামন, খঞ্জ, ক্লীব, শ্রিদ্ভী, উন্মত্ত, অন্ধ, ইহারা ধনের ভাগ পায় না ॥ ৬৩ ॥ কেবল
 তাহাদিগকে শ্রিয়বাক্য, গৃহে বাস এবং ভোজন ও আচ্ছাদনাদিই প্রদান করা হইয়া থাকে ।
 তদ্ব্যতীত, তাহাদের ভাগহারিতা নাই ॥ ৬৪ ॥

আমি এই কথা শুনিয়া, কহিলাম, কিজন্য ও কোন্ শাস্ত্রানুসারেই বা আমি পিতৃধনের
 অৰ্কভাগ প্রাপ্ত হইব না । এই কথা বলিলে, বলবান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদীয় কেশপাশ গ্রহণ ॥ ৬৫ ॥
 ও সমুৎক্ষেপণপূর্বক নদীতে ফেলিয়া দিলেন । আমি অবতারণ অবগত নহি । তজ্জন্ত ইহাতে
 মগ্ন ও ভাসিয়া মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি ॥ ৬৬ ॥ সংবৎসর পরে আপনারা জীবিত অবস্থায়
 আমাকে উদ্ধৃত করিলেন । আপনারা কে, স্নেহময় বান্ধবের ন্যায়, এখানে আসিলেন ॥ ৬৭ ॥
 আপনাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদৃশ এই যে পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, ইনিই বা কে ? হে

মহর্ষিসদৃশা যুযং সান্তুকম্পাশ্চ মাদৃশে ॥ ৬৯ ॥ তদ্বামনবচঃ শ্রুত্বা ভার্গবা দ্বিজসন্তমাঃ । প্রোচ-
 র্ষয়ং দ্বিজা ব্রাহ্মন্ ভার্গবা বংশবর্জনাঃ ॥ ৭০ ॥ অনাবপি মহাতেজা ধুকুনাম মহাসুরঃ । দাতা
 ভোক্তা চ ভর্তা চ দীক্ষিতো যজ্ঞকর্মণি ॥ ৭১ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেণং বামনং ভার্গবাস্তুতঃ ।
 প্রোচুর্দৈত্যপতিং সর্কে বামনার্থকরং বচঃ ॥ ৭২ ॥ দীপ্ততামসা দৈত্যোজ্ঞ সর্কোপকরসংযুতঃ ।
 শ্রীমদাবসথং দাস্ত্যো রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭৩ ॥ ইতি দ্বিজানাং বচনং শ্রুত্বা দৈত্যপতিস্ততঃ ।
 প্রাহ দ্বিজেন্দ্র তে দদ্মি যত্রগিচ্ছসি বৈ ধনং ॥ ৭৪ ॥ দাসী গৃহং হিরণ্যঞ্চ বাজিনঃ শৃঙ্গনান্ গজান্ ।
 গোভূমিরাজ্যবজ্রাদি স্বেচ্ছয়া চৈব বৈ প্রভো ॥ ৭৫ ॥ তত্শাক্যং দানবপতেঃ শ্রুত্বা দেবোথ বামনঃ ।
 প্রোহাস্মুরপতিং ধুকুং স্বার্থসিদ্ধিকরং বচঃ ॥ ৭৬ ॥ সোদরেণাপি হি ভ্রাতা হ্রিয়ন্তে যশ্চ সম্পদঃ ।
 কিং তশ্চ নাথো রাজেন্দ্র দীয়তে চার্ধ এব হি ॥ ৭৭ ॥ দাসী দাসাংশ্চ ভৃত্যাংশ্চ গৃহং রত্নং পরিচ্ছ-
 দান্ । সমর্থেষু দ্বিজেন্দ্রেষু প্রযচ্ছসি মহাভূজ ॥ ৭৮ ॥ মম প্রমাণমালোক্য মামকঞ্চ পদত্রয়ং ।
 সংপ্রযচ্ছসি দৈত্যোজ্ঞ এতদেবার্থয়ে হুহং ॥ ৭৯ ॥ ইত্যেবমুক্তং বচনং মহাত্মনা বিহস্ত দৈত্যাধি-
 পতিঃ সঞ্চ দ্বিজঃ । প্রাদচ্চ বিপ্রায় পদত্রয়ং বশী যদা স নাশ্চৎ প্রগৃহীতবান্ পুনঃ ॥ ৮০ ॥ ক্রম-
 ত্রয়ং তাবদবেক্ষ্য দত্তং মহাসুবেজ্রেণ বিভূষণা শশা । চক্রে ততো লজ্জয়িতুং ত্রিলোকীং ত্রিবি-
 ক্রমং রূপমনন্তশক্তিঃ ॥ ৮১ ॥ কৃত্বা চ রূপং দতিত্বাংশ্চ হুত্বা প্রণম্য চরীংশ্চ স চংক্রমেণ । মহীঃ
 মহীতৈঃ সহিতাঃ সহার্ণবাঃ জহার রত্নাকরপত্তনৈবৃত্তাঃ ॥ ৮২ ॥ ভুবং সনাকাং ত্রিংশাধিবাসং

তপোধনগণ ! আপনারা যথাযথ সমুদায় কীর্তন করুন । ৬৮ ॥ আপনারা মহর্ষির সদৃশ ;
 আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন । ৬৯ ॥

দ্বিজসন্তমগণ বামনের কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মন্ ! আমরা ভার্গববংশবর্জন
 ব্রাহ্মণ ॥ ৭০ ॥ আর, এই মহাতেজাঃ মহাসুর ধুকুনামে বিখ্যাত । ইনি দাতা, ভোক্তা, ভর্তা
 ও যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥ ভার্গববংশীয় সেই সকল ব্রাহ্মণ ভগবান্ বামনকে
 এইরূপ করিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, সেই বামনের অর্থকর বচনে দৈত্যপতি ধুকুকে বলিতে
 লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ হে দৈত্যোজ্ঞ ! এই বামনকে সর্কোপকরণসম্পন্ন, পরমশ্রীবিশিষ্ট আবসথ
 এবং দাসীসকল ও বিবিধ রত্ন প্রদান কর ॥ ৭৩ ॥

দৈত্যপতি ধুকুঃ দ্বিজগণের বচন আকর্ষণ করিয়া, ভগবান্ বামনকে বলিতে লাগিল, হে
 দ্বিজেন্দ্র ! আপান যে ধন ইচ্ছা করেন, তাহাই আপনাকে দিব ॥ ৭৪ ॥ দাসীসকল, গৃহ,
 সুবর্ণ, অশ্বসমূহ, সান্দন ও গজসমূহ, গো, ভূমি, রাজ্য ও বজ্রাদি স্বেচ্ছানুসারে প্রদান
 করিব ॥ ৭৫ ॥

ভগবান্ বামন দানবপতির এই কথা শুনিয়া, সেই অসুরপতি ধুকুকে স্বার্থসিদ্ধিকর বাক্যে
 কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ সোদর ভ্রাতা যাহার সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়, হে রাজেন্দ্র ! তাহার
 আবার অর্থ প্রয়োজন কি ? স্তবরাং, আমায় ধন দিয়া কি হইবে ॥ ৭৭ ॥ অতএব, হে মহা-
 ভূজ ! যেসকল দ্বিজেন্দ্র শক্তি বিশিষ্ট, তাঁহাদিগকেই দাসী, দাস, ভৃত্য, গৃহ, রত্ন ও পরিচ্ছদসকল
 প্রদান করুন ॥ ৭৮ ॥ আমার প্রমাণ অবলোকন করিয়া, আমাকে পদত্রয়মাত্র ভূমি দান
 করুন । হে দৈত্যোজ্ঞ ! আমি আপনার নিকট এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করি ॥ ৭৯ ॥

দৈত্যপতি ধুকুঃ ঋতুগুণের সহিত মহাত্মা বামনের এই কথায় উচ্ছাস্য করিয়া, তিনি
 যখন আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না, তখন তাহঁরে পদত্রয় দান করিল ॥ ৮০ ॥ মহাসুবেজ
 ধুকু ক্রমত্রয় দান করিয়াছে, দর্শন করিয়া, অনন্তশক্তি ভগবান্ বামন, শশাঙ্কের ন্যায়, ত্রিভুবন-
 লজ্জনর্থ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৮১ ॥ পরিগ্রহ করিয়া, প্রথম চংক্রমণেই দৈত্য-
 দিগকে সংহার ও ঋষিদিগকে প্রণামপূর্ব্বক, পর্ব্বত, সাগর, রত্নাকর ও পত্তনসমেত সমুদায়

সোমার্ককৈরতিমণ্ডিতং নভঃ । দেবো দ্বিতীয়েন জহার বেগাৎ ক্রমেণ দেবপ্রিয়মিঙ্গুরী-
 শ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ ক্রমং তৃতীয়ং ন বদাস্য পুরিতং তদাতিকোপাদ্ধুপুজবস্ত্র । পপাত পৃষ্ঠে ভগবাঃ
 ত্রিবিক্রমো মেরুপ্রমাণেন চ বিপ্রহেণ ॥ ৮৪ ॥ পততা বাসুদেবেন দানবোপরি নারদ ॥ ত্রি-
 শদ্যোজনসাহস্রী ভূমিগর্ভে দৃঢ়ীকৃত ॥ ৮৫ ॥ ততো দৈত্যঃ সমুৎপাত্য তস্তাং প্রক্ষিপ্য বেগতঃ ।
 ববর্ষ সিকতারুষ্টি তঞ্চ গর্ভমপূরয়ৎ ॥ ৮৬ ॥ ততঃ স্বর্গঃ সহস্রাকো বাসুদেবপ্রসাদতঃ । সুরাশ্চ
 সর্কে ত্রৈলোক্যমবাপুর্নিরূপদ্রবাঃ ॥ ৮৭ ॥ ভগবানপি দৈত্যোক্ত্রঃ প্রক্ষিপ্য সিকতার্ণবে । কালিন্দ্যা
 রূপমাধায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৮৮ ॥ এবং পুরা বিষ্ণুরভূচ্চ বামনো ধুকুং বিজেতুঞ্চ ত্রিবিক্রমোহভূৎ ।
 যস্মিন স দৈত্যোক্ত্রসুতো অগাম মহাশ্রমে পুণ্যযুতে মহর্ষে ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাত্তর্ভাবে ধুকুপরাজয়ো নামাষ্টমসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উব'চ । কালিন্দীসলিলে স্নান পূজয়িত্ব । ত্রি বক্রমং । উপোষ্য রজনীমেকাং
 লিঙ্গভেদং গিরিং যযৌ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা চ বিধিবচ্ছিবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । উপোষ্য রজনী-
 মেকাং তীর্থং কেদারমাত্রহেৎ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ স্নাত্বা চ বিধিবৎ সমারাধ্য জগৎপতিং । উষিত্বা
 বাসরান্ সপ্ত কুজাশ্রমং প্রমুগাম হ ॥ ৩ ॥ তত্র গতা মহাবাহুরূপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । সযৌকেশং
 সমভ্যর্চ্য যযৌ বদরিকাশ্রমং ॥ ৪ ॥ সন্তোষ্য নারায়ণমর্চ্য ভক্ত্যা স্নাত্বা বিদ্বান্ স সরস্বতীজগে ।
 বারাহতীর্থে গরুড়াক্ষনং স দৃষ্ট্বা সমভ্যর্চ্য স্তুভক্তিমাংশ্চ ॥ ৫ ॥ ভদ্রকর্ণে ততো গতাযজ্ঞচ্চ শশি-

পৃথিবী হরণ করিয়া লইলেন ॥ ৮২ ॥ অনন্তর সকল লোকের ঈশ্বর সেই বামন দেবগণের
 প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, ঐরূপ দ্বিতীয় পদবিক্ষেপসহকারে সবেগে স্বর্গ, মর্ত্ত এবং চন্দ্র, সূর্য্য
 ও নক্ষত্রমণ্ডিত দেবনিবাস আকাশ হরণ করিলেন ॥ ৮৩ ॥ যখন আর তৃতীয় ক্রম পূর্ণ হইল না,
 তখন অভিমাত্র যোবভবে সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রম দহুপুজব ধুকুর পৃষ্ঠদেশে মেরুপ্রমাণ কলেবরে
 পতিত হইলেন ॥ ৮৪ ॥ নারদ ! ভগবান্ বাসুদেব দানবের উপরি পতিত হইয়া, ত্রিশদ্যোজন
 ভূমি গর্ভে পরিণত করিলেন ॥ ৮৫ ॥ অনন্তর দৈত্যকে সমুৎপাতিত ও বেগভরে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত
 করিয়া, সিকতারুষ্টি দ্বারা সেই গর্ভ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৬ ॥ তখন সহস্রাক্ষ বাসুদেবের
 প্রসাদে স্বর্গ ও সুরগণ নিরূপদ্রবে ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ ও
 দৈত্যপতিকে বালুসাগরে প্রক্ষিপ্ত ও কালিন্দীর রূপ ধারণ করিয়া, সেইস্থানেই অন্তর্ধান
 করিলেন ॥ ৮৮ ॥ এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বে ধুকুকে বিনাশ করিবার জন্য বামন ও ত্রিবিক্রম
 হইয়াছিলেন ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ধুকুপরাজয়নামক অষ্টমসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

পুলস্ত্য কহি লন, প্রহ্লাদ কালিন্দীসলিলে স্নান ও ত্রিবিক্রমের পূজা করিয়া, এক রজনী
 উপবাসে থাকিয়া, লিঙ্গভেদপর্কতে সমাগত হইলেন ॥ ১ ॥ তথায় বিধিবৎ স্নান ও ভক্তিসহায়ে
 শিবের পূজা বিধান করিয়া, এক রজনী অবস্থানের পর কেদারতীর্থে গমন করিলেন ॥ ২ ॥
 তথায় যথাবিধি স্নান ও জগৎপতির আরাধনা করিয়া, সপ্তবাসর বাস করত, কুজাশ্রমে সমাগত
 হইলেন ॥ ৩ ॥ মহাবাহু প্রহ্লাদ তথায় গমন এবং উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাসুদেবের
 আরাধনা করিয়া, বদরিকাশ্রমে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৪ ॥ তথায় নারায়ণের সন্তোষবিধান ও
 ভক্তিসহকারে পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া, বারাহতীর্থে সমাগত হইলেন ।
 সেখানে গরুড়বাহনের দর্শন ও পরম ভক্তিসহ পূজা করিয়া ॥ ৫ ॥ ভদ্রকর্ণে গমন ও শশিশেখরের

শেখরঃ । ততঃ সম্পূজ্য চ বশী বিপাশামভিত্তো যযৌ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য দেবদেবঃ
দ্বিজপ্রিয়ম্ । ইরাবত্যাং জগন্নাথং দদর্শ পরমেশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ সমারাধ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাশ্বতং জগতঃ
প্রভুং । সমবাপ.পং রূপমৈশ্বর্যঞ্চ অতুলভং ॥ ৮ ॥ কুষ্ঠরোগাভিভূতশ্চ যঃ সমারাধ্য বৈ ভুঙঃ ।
আরোগ্যমতুলং প্রাপ সন্তানমপি চাক্ষয়ং ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ । কথং পুরুষবা বিষ্ণুমারাধ্য দ্বিজসত্তম । বিরূপস্বঃ সমুৎসৃজ্য রূপং প্রাপ
শ্রিয়া সহ ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শ্রয়তাং কথয়িষ্যামি মহাপাপপ্রণাশনং । পূর্বং ত্রেতাযুগস্যাদৌ যথা
বৃত্তং তপোধন ॥ ১১ ॥ মদ্রদেশ ইতি খ্যাতো দেশো ব্রাহ্মণ সংকুতঃ । শাকলং নাম নগরং
খ্যাতং স্থানীয়মুত্তমং ॥ ১২ ॥ তস্মিন্ বিপণিবৃতিস্থঃ স ধর্ম্মাখ্যোহভবদ্বণিক্ । ধনাঢ্যো গুণবান্
ভোগী নানাশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৩ ॥ স কলচিগ্নিজাদ্রাষ্ট্রাৎ সৌরাষ্ট্রে গচ্ছদ্যতঃ । সার্থেন
মহতা যুক্তো নানাবিপণিপণ্যবান্ ॥ ১৪ ॥ গচ্ছতঃ পথি তস্মাৎ মরুভূমৌ কলিপ্রিয় । চৌরগণম-
ভবদ্রাত্রাববন্ধেন্দ্ৰে হি হুঃসহঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ স হতসর্কস্বো বণিগ্ হুঃখপরিপ্লুতঃ । অসহায়ো যঃ যৌ
তস্মিন্শচচোরোন্মত্তবদশী ॥ ১৬ ॥ চরতা তদরণ্যং বৈ হুঃখাক্রান্তেন নারদ । আত্মনৈব শমী-
বৃক্ষো মহানাসীদিতঃ শুভঃ ॥ ১৭ ॥ তং মৃগৈঃ পক্ষিভিঃ চৈব হীনং দৃষ্ট্বা শমীতরুং । শ্রান্তঃ
ক্ষুভৃট্ পরীতান্না তস্মা পার্শ্বমুপাধিশং ॥ ১৮ ॥ স্তম্ভশ্চাপি স্তম্ভশ্চৈব মধ্যাহ্নে পুনরুখিতঃ ।
সমপশ্চাদ্থায়াতঃ প্রেতঃ প্রেতশতৈরুতং ॥ ১৯ ॥ উহমানং তথাত্মন প্রেতেন প্রেতনায়কং ।

অভ্যর্চনা করিলেন । অভ্যর্চনা করিয়া, বিপাশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥ তথায় কুতা-
ভিষেক হইয়া, দ্বিজপ্রিয় দেবদেব ভগবানের আরাধনা করিয়া, ইরাবতীতে উপাগত হইলেন ।
এবং পরমেশ্বর জগন্নাথ বাসুদেবের দর্শন । ৭ ॥ ও অভ্যর্চনা সম্পাদনান্তর পরম রূপ ও
অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিলেন । ৮ ॥ ভুঙ কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া, সেই শাশ্বতস্বরূপ জগৎ-
প্রভুর আরাধনা করিয়া, অতুল আরোগ্য ও অক্ষয় সন্ততি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! পুরুষা বিরূপে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, বিরূপ-
স্বরূপপরিহারপূরঃসর পরমসুন্দর মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন ! পূর্বে ত্রেতাযুগের আদিতে যাহা ঘটয়াছিল, সেই মহাপাপ-
প্রণাশন বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥ মদ্রদেশনামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণের সংকুত এক
জনপদ ছিল ; তাহার স্থানীয় নগরীর নাম শাকল ॥ ১২ ॥ তথায় ধর্ম্মনামে বণিক্ বান
করিত । ঐ বণিক্ বিপণিজাবী, ধনাঢ্য, গুণবান্, ভোগী ও নানাশাস্ত্রবিশারদ ছিল ॥ ১৩ ॥
সে কোন সময়ে সুবিপুল সার্থ সমভব্যাহারে বিবিধ বিপণিপণ্য গ্রহণ করিয়া ॥ ১৪ ॥ নিজরাষ্ট্র
হইতে সৌরাষ্ট্রে গমন করিতে উদ্যত হইল । হে কলিপ্রিয় ! গমনসময়ে পথিমধ্যে মরুভূমিতে
রাত্রি উপস্থিত হইলে, চৌরগণের স্তম্ভঃসহ আক্রমণ সংঘটিত হইল ॥ ১৫ ॥ তাহাতে সর্কস্ব
অপহৃত হওয়াতে, বণিক্ হুঃখে পরিপ্লুত হইয়া, একাকী উন্মত্তর ন্যায়, সেই মরুভূমিতে বিচরণ
করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ নারদ ! সে হুঃখাক্রান্ত হইয়া, অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছে, এমন
সময়ে আপনা আপনিই এক সুবিশাল শমীতরু প্রাপ্ত হইল ॥ ১৭ ॥ উহাতে মৃগ ও পক্ষি-
গণের সম্পর্ক নাই । বণিক্ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অভিভূতান্না হইয়াছিল । তাদৃশ
শমীতরু দর্শন করিয়া, তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল ॥ ১৮ ॥ এবং তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল ।
তা হাতে তাহার সমুদায় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল । সে মধ্যাহ্নসময়ে পুনরায় উখিত হইয়া, অব-
লোকন করিল, এক প্রেত আগমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥ শত শত প্রেত তাহার চতুর্দিক বেষ্টন

সুশ্রাটৈঃ পুরোধাবলিঃ প্রৈতৈস্ত রুক্ষবিপ্রৈঃ ॥ ২০ ॥ অথাঙ্গগাম প্রৈতোসৌ পর্য্যটিতা ধরা-
মিমাং । উপাগম্য শমীমূলে বণিকপুত্রং দদর্শ সঃ ॥ ২১ ॥ স্বাগতেনাভিবাট্টেদ্যনং সমাভাষ্য-
পরম্পরং । সুখোপবিষ্টোছারায়াজ্ঞঃ কুশলমাপ্তবান্ ॥ ২২ ॥ প্রৈতাধিপতিনা পৃষ্টঃ স চ তেন
বণিক সখে । কুত আগম্যতে ক্রহি ক বাসো বা ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ কথং চেদং মহারণঃ যুগ-
পক্ষিবিবর্জিতং । সমাপন্নোসি ভদ্রস্তে সর্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৪ ॥ এবং প্রৈতাধিপতিনা
বণিক পৃষ্টঃ সমাসতঃ । সর্বমাখ্যাতবান্ ব্রহ্মন্ স্বদেশধনবিচ্যুতিম্ ॥ ২৫ ॥ তন্তু শ্রদ্ধা স বৃত্তান্তং
তন্তু হুঃখেন হুঃখিতঃ । বণিকপুত্রং ভূতঃ প্রাহ প্রৈতপালঃ স্ববন্ধুবৎ ॥ ২৬ ॥ এবং গতেহপি
মা শোকং কর্তুমর্হসি সুব্রত । ভূয়োহপর্য্য ভবিষ্যন্তি যদি ভাগ্যবলং তব ॥ ২৭ ॥ ভাগ্যক্ষয়ে
কীর্ত্তেৰ্থাঃ ভবন্ত্যভ্যুদয়ে পুনঃ । ক্ষীণস্তান্য শরীরস্য চিন্তয়া নোদয়ো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ইত্যা-
চ্চার্য্য সমাহুয় স্বান্ ভৃত্যান্ বাক্যমব্রবীৎ । অদ্যাতিথিরয়ং পূজ্যঃ সহজো দেশজো মম ॥ ২৯ ॥
অগ্নিন্ দৃষ্টে বণিকপুত্রে দৃষ্টাঃ স্বজনবান্ধবাঃ । অগ্নিন্ সমাগতে প্রৈতা প্রীতির্জাতা মমা-
তুলা ॥ ৩০ ॥ এবং হি বদন্তস্তস্য যুৎপাত্তং সুদৃঢ়ং নবং । দধ্যোদনেন সম্পূর্ণমাজগাম যথে-
স্মিতং ॥ ৩১ ॥ তথা নবা চ সুদৃঢ়া সম্পূর্ণা পরমাংভসা । বারিধানী চ সংপ্রাপ্তা প্রৈতানামগ্রতঃ
স্থিতা ॥ ৩২ ॥ তামাগতাংসলিলাং সান্নাং বীক্ষ্য মহামতিঃ । প্রাহোত্তিষ্ঠ বণিকপুত্র তমাহ্নিক-
যুগাচর ॥ ৩৩ ॥ ততস্ত বারিধান্তান্তৌ সলিলেন বিধানতঃ । কৃতাহ্নিকাবুভৌ জাতৌ বণিক

করিয়া আছে ; অব্যাত্ত প্রৈতগণ সেই প্রৈতনায়ককে বহন করিতেছে । এবং রুক্ষদেহ
অপরাপর প্রৈতগণ তাহার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে । তাহার নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া
উঠিয়াছে ॥ ২০ ॥ সেই প্রৈতপতি সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, তথায় সমাগত হইয়া, শমীমূলে
বণিকপুত্রকে দর্শন করিল ॥ ২১ ॥ এবং স্বাগতবাদসহকারে তাহাকে অভিবাদন ও সম্ভাষণ
করিয়া, সেই শমীবৃক্ষের ছায়ায় সুখোপবিষ্ট ও পরম প্রীতিবিশিষ্ট এবং সর্বথা স্বস্তি সংপ্রাপ্ত
হইল ॥ ২২ ॥ অনন্তর বণিককে জিজ্ঞাসা করিল, সখে ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ,
কোথায় বা তোমার অধিবসতি, বল ॥ ২৩ ॥ কিরূপেই বা এই যুগপক্ষিপরিণ্য
মহারণ্যে সমাপন্ন হইলে, সমুদায় সবিশেষ নির্দেশ কর । তোমার মঙ্গল হউক ॥ ২৪ ॥

প্রৈতনায়ক এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক সংক্ষেপে স্বদেশ ও ধনবিল্বংশ কীর্ত্তন
করিল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মন্ ! প্রৈতপাল এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহার হুঃখে হুঃখিত হইয়া, স্বকীয়
বন্ধুর ন্যায়, তাহারে বলিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ হে সুব্রত ! যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে ।
ভদ্রস্ত, শোক করিবার আবশ্যকতা নাই । যদি তোমার ভাগ্যবল থাকে, তাহা হইলে, পুনরায়
অর্থসংগ্রহ হইবে ॥ ২৭ ॥ ভাগ্যক্ষয়েই অর্থের ক্ষয় হয় । আবার, অভ্যুদয়েই তাহার সঞ্চয়
হইয়া থাকে । এই ক্ষীণদেহের চিন্তা করিয়া, কোন ইষ্টাপত্তিই সম্ভব নহে ॥ ২৮ ॥ প্রৈতপতি
এইরূপ বচনবিশ্রাসপূরঃসর স্বীয় ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া, বলিতে লাগিল, এই অতিথি
আমার সহজ ও দেশজ । অদ্য ইহার সৎকার করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥ হে প্রৈতগণ ! অদ্য
এই বণিকের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, স্বজন ও বান্ধববর্গ আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন । ইহার
আগমনে আমার অতুল প্রীতি উপজাত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

প্রৈতপতি এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে, দধ্যোদনপরিপূর্ণ, অতীবদৃঢ়, অতিনব যুৎপাত্ত
যথেষ্ট তথায় উপাগমন করিল ॥ ৩১ ॥ সঙ্কে সঙ্কে নির্ম্মলসলিলপূর্ণ, সুদৃঢ়, নূতন বারিধানীও
আসিয়া, প্রৈতগণের অগ্রে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ৩২ ॥ মহামতি প্রৈত অন্ন ও সলিলপূর্ণ বিবিধ
পাত্র উপস্থিত দেখিয়া কহিল, বণিকপুত্র ! উঠিয়া আহ্নিক সংবিধান কর ॥ ৩৩ ॥ এই বলিয়া

শ্রেতশ্চতুস্তথা ॥ ৩৪ ॥ ততো বণিক্ স্মৃত্যায়ানৌ দধ্যোদনমধেচ্ছয়া । দত্ত্বা তেভ্যশ্চ সৰ্কেভ্যঃ
শেষমন্নমধাত্ততঃ ॥ ৩৫ ॥ ভুক্তবৎশ্চ চ সৰ্কেষু কামতোহন্তসি সেবিতো । অনন্তরং স বৃহজে শ্রেত-
পালো বরাশনং ॥ ৩৬ ॥ একামং তৃপ্তে শ্রেতেহথ বারিধাত্তোদনং তথা । অন্তর্দানমগ্ধাঙ্কন-
বণিক্পুত্রস্য পশুতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততস্তদভুততমংদৃষ্ট্বা স মতিমান্ বণিক্ । পপ্রচ্ছ তং শ্রেতপালং
কৌতূহলমনা বশী ॥ ৩৮ ॥ অরণ্যে নির্জনে সাধো কুতোহন্নস্য সমুদ্ভবঃ । কুতশ্চ বারিধানীয়াং
সংপূর্ণা পরমাংতসা ॥ ৩৯ ॥ তথাপি তব যে ভৃত্যাস্তত্তস্তে বর্ণতঃ কৃশাঃ । ভবানপি চ তেজস্বী
কিঞ্চিৎ পুষ্টবপুঃ শুভঃ ॥ ৪০ ॥ শুক্রবজ্রপরীধানো বহুনাং পরিপালকঃ । সৰ্কেমেতন্মমাচক্ষু কো
ভবান্ কা শমী হিয়ং ॥ ৪১ ॥ ইথং বণিগ্ধচঃ ক্রত্বা ততোনৌ শ্রেতনায়কঃ । শশংস সৰ্কেমস্যাথ
যথাবৃত্তং পুরাতনং ॥ ৪২ ॥ অহমাপং পুরা বিপ্র শাকলে নগরোত্তমে । সোমশর্ষেতি বিখ্যাতো
বহলাগর্ভসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥ মমাস্তি চ বণিক্ স্ত্রীমান্ প্রাতিবেশ্তো মহাধনঃ । স তু সোম-
শ্রবা নাম বিষ্ণুভক্তো মহাযশঃ ॥ ৪৪ ॥ সোহহং কদৰ্য্যো মূঢ়াত্মা ধনেহপি সতি দুর্ন্যতিঃ । ন
দদামি দ্বিপ্রাতিভ্যো ন বাশ্ন ম্যন্নমুত্তমং ॥ ৪৫ ॥ প্রমাদাদবদী ভুঞ্জহং দধিক্ষীরঘৃতাশ্বিতং । ততো
রাত্রৌ ত্রিভির্বোতৈস্তাড্যমানশ্চ যষ্টিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রাতর্ভবতি মে ঘোরা মৃত্যুতুল্যা বিষচিকা ।
ন চ কশ্চিন্নমাত্ম্যাসে তত্র তিষ্ঠতি বান্ধবাঃ ॥ ৪৭ ॥ কথং কথমপি প্রাণা ময়া চ সংপ্রধারিতাঃ ।
এবমেতাদৃশঃ পাপী নিবদাম্যতিনিব্বর্ণঃ ॥ ৪৮ ॥ সৌবীর্যতিলপিণ্যাকতুষণীকাদিভোজনৈঃ ।
ক্ষপয়ামি কদম্বাটৈদ্যরাশ্মানং কালযাপনৈঃ ॥ ৪৯ ॥ এবং তত্রাসতো মহং মহান্ কালো ভ্যাগাদথ ।

উভয়ে বারিধানীস্থ সলিলে যথাবিধানে আহারবিধান করিল ॥ ৩৪ ॥ * অনন্তর শ্রেতপতি
বণিক্পুত্রকে ইচ্ছানুসারে দধ্যোদন দান করিয়া, অবশিষ্ট অন্ন সমাগত শ্রেতদিগকে
ভাগ করিয়া দিল ॥ ৩৫ ॥ সকলে ইচ্ছানুসারে ভোজন করিয়া, সলিলপান করিলে, শ্রেতপতি
স্বয়ং উৎকৃষ্ট অশন ভোজন করিল ॥ ৩৬ ॥ সে ভোজন করিয়া, তৃপ্তিলাভ করিলে, সেই
বারিধানী ও দধ্যোদন উভয়ই বণিক্পুত্রের সমক্ষে অন্তর্হিত হইল ॥ ৩৭ ॥

বণিক্‌নন্দন এই অভুততম ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া, কৌতূহলচিত্তে শ্রেতপতিকে জিজ্ঞাসা
করিল ॥ ৩৮ ॥ হে সাধো ! এই নির্জনে অরণ্যে কিরূপে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ? কিরূপেই
বা নির্মলসলিলপূর্ণ বারিধানী সমাগত হইল ? ॥ ৩৯ ॥ তোমার ভৃত্যবর্গ কিজন্ম তোমা
অপেক্ষা কৃশবর্ণ ? তুমি বা কিজন্ম তেজস্বী, পুষ্টদেহ ও দেখিতে পরমসুন্দর হইয়াছ ? ॥ ৪০ ॥
এবং শুক্রবজ্র পরিধান ও বহুলোকের পরিপালন করিতেছ ? তুমি কে ? আর এই শমীতরুই
কি ? সমুদায় সবিশেষ কীর্তন কর ॥ ৪১ ॥

শ্রেতপতি বণিক্পুত্রের এই কথা শুনিয়া, পূর্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত যথাযথ বলিতে
লাগিল ॥ ৪২ ॥ আমি পূর্বে নগরপ্রধান শাকলে বাস করিতাম । আমার নাম সোমশর্ষা ।
বহলাগর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ একজন মহাধন স্ত্রীমান্ বণিক্ আমার প্রতি-
বেশী ছিল । তাহার নাম সোমশ্রবা ॥ সে নিরতিশয় যশস্বী ও বিষ্ণুভক্ত ছিল ॥ ৪৪ ॥ আমি
যেমন কদৰ্য্য ও মূঢ়াত্মা, সেইরূপ দুর্ন্যতি ছিলাম । সেইজন্য ব্রাহ্মণকে কখন দান বা স্বয়ং কখন
উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করি নাই ॥ ৪৫ ॥ প্রমাদবশতঃ যদি কোন দিন দধি, ক্ষীর ও ঘৃতাশ্বিত
অন্ন ভোজন করিতাম, রাজ্যিতে ভয়ঙ্কর যষ্টিত্রয় দ্বারা তাড্যমান হইতাম ॥ ৪৬ ॥ এবং প্রাতঃ-
কালে মৃত্যুতুল্য ভয়াবহ বিষচিকা উপস্থিত হইত । বান্ধবগণ কেহই আমার নিকটে থাকিতেন
না ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিয়াছিলাম । আমি এতাদৃশ পাপী ও যুগাশূন্য
হইয়া, বাস করিতাম ॥ ৪৮ ॥ সৌবীর্য, তিলপিণ্যাক, তুষ ও শাকাদি ভোজন ও কদম্ব ভক্ষণ
করিয়া, কালযাপন করত, আমার আত্মা ক্রমেই ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

শ্রবণদ্বাদশী নাম যাসি ভাদ্রপদেভবৎ ॥ ৫০ ॥ ততো নাগরিকে লোকে গতঃ স্নাতুং হি সঙ্গমং ।
 ইরাবত্যা নড়লায়া ব্রহ্মক্ষত্রপুংসরঃ ॥ ৫১ ॥ প্রাতিবেশ্য প্রসঙ্গেন তত্রাপ্যনুগতোহ্যহং ।
 কতোপবাসঃ শুচিমানেকাদশ্যাং যতব্রতঃ ॥ ৫২ ॥ ততঃ সঙ্গমতোষেন বারিধানীং দৃঢ়াং নবাং ।
 সম্পূর্ণাং বস্ত্রসংবীতাং ছত্রোপানহসংযুতাং ॥ ৫৩ ॥ সূতপাত্রমতিমৃষ্টস্য পূর্ণং দধ্যোদনস্য বৈ ।
 প্রদত্তং ব্রাহ্মণায়োচ্চৈঃ শুচয়ে জাতিকৰ্ম্মণা ॥ ৫৪ ॥ তদেব জীবতা দত্তং যয়া দানং বণিক্শ্রুত ।
 বর্ষণাং সপ্ততীনাং বৈ নাস্তদত্তং হি কিঞ্চন ॥ ৫৫ ॥ মৃতঃ প্রেতত্মাপন্নো দহ্য প্রেতান্নমেব হি ।
 অমী চাদত্তদানাস্ত্ব মদন্তান্নোপজীবিনঃ ॥ ৫৬ ॥ এতস্তে কারণং প্রোক্তং যত্তদন্নং পরোত্তমা ।
 দত্তং তদিদমায়ান্তি মধ্যাহ্নেপি দিনেদিনে ॥ ৫৭ ॥ যাবন্নাহঞ্চ ভুঞ্জেরং ন তাবৎ ক্ষয়মেতি চ ।
 ময়ি ভুঞ্জে চ পীতে চ সৰ্ব্বমন্তর্হিতং ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ আতপত্রপ্রদানাস্ত সোমং জাতঃ শমীতরুঃ ।
 উপানদযুগলে দত্তে প্রেতা মে বাহনং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥ ইদন্তবোক্তং সৰ্ব্বঞ্চ যথা কীনাশতান্ননঃ ।
 শ্রবণদ্বাদশী পুণ্যা তথোক্তং পুণ্যবর্দ্ধনং ॥ ৬০ ॥ ইত্যেবমুক্ত বচনে বণিক্পুত্রোহব্রবীদচঃ ।
 বন্মহা তাত কর্তব্যং তদনুজাতুমহসি ॥ ৬১ ॥ তন্তস্য বচনং শ্রুত্বা বণিক্পুত্রস্য নারদ । প্রেত-
 পালো বচঃ প্রাহ স্বার্থসিদ্ধিকরং ততঃ ॥ ৬২ ॥ যত্নয়া তাত কর্তব্যং মক্ষিতার্থে মহামতে । কথয়ি-
 যামি সম্যক্ তব শ্রেয়স্করং মম ॥ ৬৩ ॥ গয়াতীর্থে তু ভুহয়াৎ স্নাত্বা শৌচসমম্বিতঃ । মম নাম
 সমুদ্दिष्ट পিতৃনির্কপণং কুরু ॥ ৬৪ ॥ তত্র পিতৃপ্রদানেন প্রেতভাবাদহং সখে । মুক্তস্ত সৰ্ব-

এইপ্রকার ব্যবহারপ্রসঙ্গে আমার বহুকাল অতীত হইলে, ভাদ্রপদমাসে শ্রাবণদ্বাদশী উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ তখন ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগম নগরবাসী লোকসকল ইরাবতী ও নড়লা এই উভয় নদীর সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৫১ ॥ প্রাতিবেশ্য প্রসঙ্গক্রমে আমিও তাহাদ্বয় অনুগমন করিলাম । একাদশীতে উপবাসী, শুচিমান্ ও যতব্রত হইয়া ॥ ৫২ ॥ সঙ্গম-
 সালিল অভিনব দৃঢ় বারিধানী পূর্ণ, বস্ত্রে মণ্ডিত এবং পাছকা, ছত্র ও উপানৎসংযুক্ত করিয়া ॥ ৫৩ ॥ অতিমৃষ্ট দধ্যোদনপূর্ণ সূতপাত্রের সহিত জাতিকৰ্ম্মবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলাম ॥ ৫৪ ॥
 হে বণিক্শ্রমণ ! আমি জীবদ্দশায় সপ্ততি বর্ষের মধ্যে কেবল উহাই দান করিয়াছিলাম ।
 তদন্তিন্ন, আর কখন কিছু দি নাই ॥ ৫৫ ॥ প্রেতান্নদান করাতে, মরিয়া, প্রেত হইলাম ।
 ইংরা কখন দান করে নাই । এজন্য আমার অন্নোপজীবী হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥ যে কারণে প্রতি-
 দিন মধ্যাহ্নে অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা তোমারে বলিলাম ॥ ৫৭ ॥ আমি যতক্ষণ
 ভোজন না করি, তাবৎ ঐ অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । আমি পান ও ভোজন করিলেই, ঐ সকল
 ক্ষত্বহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ আমি যে আতপত্র প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপ্রভাবেই এই
 শমীতরু প্রোদ্ভূত হইয়া থাকে । উপানৎযুগল দান করাতেই, এই সকল প্রেত আমার বাহন
 হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥ যেরূপে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তেঁমার নিকট তাহা বলিলাম । শ্রাবণ-
 দ্বাদশী তিথি যেরূপ পরমপবিত্র, সেইরূপ পুণ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

প্রেত এইরূপ কহিলে, বণিক্পুত্র বলিতে লাগিল, তাত ! আমার যাহা করা কর্তব্য, সম্প্রতি
 তদনুরূপ আদেশ করুন ॥ ৬১ ॥

নারদ ! বণিক্পুত্রের এই কথা শুনিয়া, প্রেতপাল স্বার্থসিদ্ধিকর বাক্যে উত্তর করিল ॥ ৬২ ॥
 অয়ি মহামতে ! আমার হিতার্থে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, বাহা করিলে, তোমার ও
 আমার উভয়েরই মঙ্গল বিহিত হইতে পারে, সম্যক্ রূপে তাহা কীর্তন করিব ॥ ৬৩ ॥ গয়াতীর্থে
 স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, অনলে আহুতি দিয়া, আমার নাম করত পিতৃ নির্কপণ কর ॥ ৬৪ ॥
 সখে ! তথায় পিতৃপ্রদান করিলে, আমি প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইয়া, সৰ্বদাতৃগণের সঙ্গা-

দাতৃণাং বাস্যামি সহলোকতাং ॥ ৬৫ ॥ তিথির্বা দ্বাদশী পুণ্য মাসি প্রোষ্ঠপদে সিতা । বৃধশ্রবণ-
সংযুক্তা সাতিশ্রেয়স্করী স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বণিজং প্রেতরাজোন্নয়ৈঃ সহ । স চ মেনে
যথান্তায়ং সম্যগাখ্যাতবান্ শুচিঃ ॥ ৬৭ ॥ প্রেতস্কন্ধে সমারোপ্য ত্যাজিতো মকুমণ্ডলং । রম্যেথ
স্বরসেনাথো দেশে প্রাপ্তঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৬৮ ॥ স্বকর্ষধর্মযোগেন ধনমুচ্চাবচং বহু । উপা-
র্জয়িত্বা প্রযথৌ গয়াতীর্থমমুত্তমং ॥ ৬৯ ॥ পিতৃনির্কপণং তত্র প্রেতানামনুপূর্বকং । চকারাথ
স্ববন্ধুনাং পিতৃণাং তদনন্তরং ॥ ৭০ ॥ আত্মনশ্চ সমাবুদ্ধির্ন্যহচ্ছাক্তিত্বলৈর্কিনা । পিতৃনির্কপণং
চক্রে তথাত্মানপি গোত্রজান্ ॥ ৭১ ॥ এবং প্রদত্তেব চ পঞ্চপিণ্ডেযু ভাবতঃ । ত্রিমুক্তান্তে দ্বিজাঃ
প্রাপ্য ব্রহ্মলোকং ততো গতাঃ ॥ ৭২ ॥ স চাপি হি বণিকপুত্রো নিজমালয়মাব্রজৎ ॥ শ্রবণ-
দ্বাদশীং কৃত্বা কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥ ৭৩ ॥ গন্ধর্বলোকে স্মৃচিরং ভোগান্ ভুক্ত্বা স্মৃদুর্লভান্ ।
মানুষ্যাং জন্ম আশ্রয় স চাভূৎ সকলে বিরটি ॥ ৭৪ ॥ স্বধর্মকর্মবৃত্তিঃ শ্রবণদ্বাদশীরতঃ । কাল-
ধর্মমবাপ্যাসৌ শুদ্ধকাবাসমাশ্রয়ৎ ॥ ৭৫ ॥ তত্রোব্য স্মৃচিরং কালং ভোগান্ ভুক্ত্বা চ কামতঃ ।
মর্ত্যে লোকমনুপ্রাপ্য রাজন্যতনয়োহভবৎ ॥ ৭৬ ॥ তত্রাপি ক্ষত্রবৃন্তস্হো দানভোগরতো বশী ।
গোত্রহেরিগণং ত্রিভা কালধর্মমুপেয়িবান্ । শক্রলোকমবাপ্যাপ দেবৈঃ সর্কৈঃ স্পৃহিতঃ ॥ ৭৭ ॥
পুণ্যক্ষয়াং পরিভ্রষ্টঃ শাকলে সোভবদ্বিজঃ । ততো বিকটরূপোদৌ সর্কশাস্ত্রদ্য পারগঃ ॥ ৭৮ ॥
বিবাহয়ন্ দ্বিজপুতাং রূপেণানুপমাং দ্বিজা । সাধমেনে চ ভর্তারং স্মশীলমপি ভামিনী ॥ ৭৯ ॥
বিক্রপমিতিমদ্বানস্ততঃ সোভূৎ স্মৃহঃখিতঃ । ততো নির্কেদসংযুক্তো গদ্যশ্রমপদং মহৎ ॥ ৮০ ॥
ইয়াবত্যাশ্রুটে শ্রীমান্ রূপধারিণমাদদৎ । তমারাম্য জগন্নাথং নক্ষত্রপুঙ্কবেণ হি ॥ ৮১ ॥

কর্তা প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৫ ॥ প্রোষ্ঠপদ মাসে শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি বৃধ ও শ্রবণ সংযুক্ত হইলে,
পরমপবিত্রতা সংসাধন ও শ্রেয়ঃ সংবিধান করিয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥ প্রেতরাজ বণিককে এই কথা
বলিয়াই, অনুগগণের সহিত ॥ ৬৭ ॥ প্রেতস্কন্ধে অধিরোহণ করিয়া, মকুমণ্ডল পরিত্যাগ
করিল । তখন ঐ বণিক স্বরসেননামক রমণীয় দেশে সমাগত হইয়া ॥ ৬৮ ॥ স্বকর্ষধর্মযোগ-
সহ য়ে বহুবিধ উচ্চাবচ ধন উপার্জন করিয়া, অমুত্তম গয়াতীর্থে সমাগত হইল ॥ ৬৯ ॥ তথায়
প্রেতগণের উদ্দেশে আনুপূর্বিক বিধানে পিতৃ নিরূপণ করিয়া, প্রথমে স্বকীয় বন্ধুগণের ও
পিতৃগণের, তদনন্তর ॥ ৭০ ॥ আপন র তিলবিনা শাক সম্পাদন এবং অন্তান্ত গোত্রজাদিগেরও
পিতৃ নিরূপণ করিল ॥ ৭১ ॥ এইরূপে পঞ্চপিণ্ড প্রদত্ত হইলে, তাহার সকলেই মুক্ত হইয়া,
ব্রহ্মলোকে সমাগত হইল ॥ ৭২ ॥ তখন বণিকপুত্র নিজনিগ্নয়ে আগমন ও শ্রবণদ্বাদশী
পাশন করিয়া, কালধর্ম প্রাপ্ত হইয়া ॥ ৭৩ ॥ গন্ধর্বলোক লাভ ও তথায় বহুকাল স্মৃদুর্লভ
ভোগ সমস্ত ভোগ করিয়া, মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া, সকল পৃথিবীর সম্রাট
হইল ॥ ৭৪ ॥ এবং স্বধর্মকর্মবৃত্তির অনুসারী ও শ্রবণদ্বাদশীরত হইয়া, কালধর্মপ্রাপ্তিপূর্বক
শুদ্ধলোক আশ্রয় করিল ॥ ৭৫ ॥ তথায় বহুকাল বাস ও যথাভিলষিত ভোগ সমস্ত
ভোগ করিয়া, মর্ত্যলোকলাভপূর্বক ক্ষত্রিয়তনয়রূপে সমুৎপন্ন হইল ॥ ৭৬ ॥ এবং
স্ববৃত্তির অনুসারী ও দানভোগরত হইয়া, গোত্রহে অধিগণ জয় করিয়া, কালধর্মপ্রাপ্তি-
পূর্বক শক্রলোকে সমাগত হইল । তথায় দেবগণ কর্তৃক যথাবিধি পূজিত ॥ ৭৭ ॥ ও পুণ্যের
ক্ষয় হওয়াতে, পরিভ্রষ্ট হইয়া, শাকল দেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ এবং বিকটরূপ ও সর্কশাস্ত্র বশী-
রদ হইয়া ॥ ৭৮ ॥ রূপে অনুপমা ব্রাহ্মণকণ্ঠার পাণি গ্রহণ করিল । স্বামী সর্কথা শীলসম্পন্ন
হইলেও, তদীয়বিকটমূর্তিদর্শনে তাঁহার প্রতি তাহার অনুরাগ সঞ্চারিত হইল না । তজ্জন্য
ব্রাহ্মণ অতিমাত্র হুঃখিত হইলেন । এবং নির্কেদশ্রুত হইয়া, পরমপবিত্র আশ্রমপদে গমন
করিলেন ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ঐ আশ্রম পরমসুন্দর ও ইয়াবতীর তটে প্রতিষ্ঠিত । তথায় গমন

সরূপতামবাণ্যায়ঃ তস্মিন্বেব চ জন্মনি । ততঃ প্রিয়োভুস্তার্থায়া ভোগবাংশ্চাভবদ্বশী ॥ ৮২ ॥
শ্রবণদ্বাদশীভক্তঃ পূৰ্ব্বাভ্যাসাদজায়ত ॥ ৮৩ ॥ এবং পুরাসৌ দ্বিজপুঙ্গবস্ত কুরুপরূপো ভগবৎ-
প্রসাদাৎ । অনঙ্গরূপপ্রতিমো বহুব যতশ্চ রাজা স পুরুষবাভূৎ ॥ ৮৪ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বামনপ্রাহুর্ভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং পুরুষবস উপাখ্যানং নামৈ-
কোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । পুরুষবা দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা দেবঃ শ্রিয়ঃ পতিং । নক্ষত্রপুরুষাণ্যেব আরাধয়ত
তদ্বদ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ক্ষয়তাং কথয়িষ্যামি নক্ষত্রপুরুষব্রতং । নক্ষত্রানি দেবস্ত যানি যানীহ
নারদ ॥ ২ ॥ মূলক্ষং চরণৌ বিষ্ণুর্জজ্ঞে ঘে রোহিণীস্থিতে । কবন্ধিনী তথাশ্বিনৌ সংস্থিতে
রূপধারিণঃ ॥ ৩ ॥ আষাঢ়ে চ তথৈব ফিগ্গুহুহুং ফাল্গুনীদ্বয়ং । কটিকাঃ কৃত্তিকাশ্চৈব
বাসুদেবস্ত সংস্থিতঃ ॥ ৪ ॥ উরুসংস্থা চানুরাধা ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠসংস্থিতা । বিশাখা ভূজমৌহিনী
করদ্বয়মন্তমং ॥ ৫ ॥ পুনর্বসু গুল্কৌ নথৈ সার্পং তথোচ্যতে । গ্রীবাশ্চিত্তা তস্ত
জ্যেষ্ঠা শ্রবণং কর্ণয়োঃ স্থিতং ॥ ৬ ॥ ওষ্ঠসংস্থস্তথা পুণ্যঃ স্বাতির্দন্তা প্রকীর্তিতাঃ । হনৌ
পুনর্বসুশ্চোক্তো নাসা মৈত্রমুদাহৃতং ॥ ৭ ॥ প্রাজাপত্যং চ নেত্রাভ্যং রূপধারপ্রতিষ্ঠিতং ॥ ৮ ॥
শিরোরুহাস্তথৈবেন্দ্রং নক্ষত্রান্মিদং হরেঃ । বিধানং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাত্ম্যেন নারদ ॥ ৯ ॥
সংপূজিতো হরির্ধীমান্ বিদধাতি যথোপ্তিতং । চৈত্রমাসে সিতাষ্টম্যং যদা মূলগতঃ শশী ॥ ১০ ॥
তদা তু ভগবৎপাদৌ পূজয়েচ্চ বিধানতঃ । নক্ষত্রপুরুষে দদ্যাদ্ভিপ্রেতায় চ ভোজনং ॥ ১১ ॥

করিয়া, নক্ষত্রপুরুষব্রতের অনুষ্ঠানসহকারে দেবদেব জগন্নাথের আরাধনা করত ॥ ৮১ ॥
সেই জন্মেই পরমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন এবং ভার্গ্যার প্রিয় ও ভোগবান্ হইয়া উঠিলেন । ৮২ ॥
অনন্তর পূর্বতন অভ্যাসবশে শ্রবণদ্বাদশীতে ভক্তিমান্ হইলেন ॥ ৮৩ ॥

পূর্বে সেই কুরুপবিশিষ্ট দ্বিজপুঙ্গব ভগবানের প্রসাদে ঐরূপে • অনঙ্গরূপপ্রতিম ও মরণা-
নন্তর রাজা পুরুষবা হইয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে পুরুষবার উপাখ্যাননাম একোনসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৯ ॥

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুরুষবা যেক্রপে নক্ষত্রপুরুষব্রতের অনুষ্ঠানসহকারে ত্রীপতির
আরাধনা করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, নক্ষত্রপুরুষব্রত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ভগবানের যে যে
নক্ষত্রাঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও বলিব ॥ ২ ॥ মূলানক্ষত্র ভগবানের চরণদ্বিতয় ; রোহিণীনক্ষত্র
ও অশ্বিনীযুগল তাঁহার জজ্বাযুগল ॥ ৩ ॥ আষাঢ়া দ্বিতয় তাঁহার ফিগ্গু ; ফাল্গুনীদ্বিতয় তাঁহার
হুহু ; কৃত্তিকা তাঁহার কটি ॥ ৪ ॥ অনুরাধা তাঁহার উরু, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, বিশাখা ভূজযুগল,
হস্তা করদ্বিতয় ॥ ৫ ॥ পুনর্বসু গুল্কদ্বিতয়, সার্প নথ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ ॥ ৬ ॥ পুণ্য ওষ্ঠ,
স্বাতি দন্ত, পুনর্বসু হনু, মৈত্র নাসা ॥ ৭ ॥ প্রাজাপত্য নেত্র ॥ ৮ ॥ এবং ঐ নক্ষত্র তাঁহার
শিরোরুহ আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে । ইহারই নাম ভগবানের নক্ষত্রাঙ্গ । অধুনা
যথাবিধি ব্রতবিধান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥ হে মতিমন্ ! বিহিত বিধানে পূজা
করিলে, ভগবান্ নারায়ণ যথাভিলষিত সংবিধান করেন । চৈত্রমাসে শুক্ল অষ্টমীতে চন্দ্র মূল-
ানক্ষত্রে গমন করিলে ॥ ১০ ॥ যথাবিধানে ভগবানের পদদ্বয় পূজা এবং নক্ষত্রপুরুষের উদ্দেশে

জাহ্ননী তত্র সংযোগে পূজয়েদথ ভক্তিতঃ । দেহি দেবে হবিষ্যন্নং পূৰ্ণং চ দ্বিজভোজনং ॥ ১২ ॥
 আষাঢ়াভ্যাং তথা ষাভ্যাং দ্বিরূপং পূজয়েদ্বধুঃ । সলিলং শিশিরং তত্র দোহদে চ প্রকীর্তিতং ॥ ১৩ ॥
 কাস্তনীদ্বিতয়ে শুভং পূজনীয়ং বিচক্ষণৈঃ । দোহদঞ্চ পয়ো গবাং দেয়ং চ দ্বিজভোজনং ॥ ১৪ ॥
 কৃত্তিকাস্থ কটিঃ পূজ্যা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । দোহদঞ্চ বিভোর্দেয়ং স্নগন্ধং কুসুমোদকং ॥ ১৫ ॥
 পার্শ্বো ভাদ্রপদায়ুগে পূজয়িত্বা বিধানতঃ । শুভং শালৈয়কং দদ্যাদ্দোহদং দেবপ্রীতিদং ॥ ১৬ ॥
 দে কুক্ষৌ রেবতীযোগে দোহদে মুদগমোদকঃ । অনুরাধাস্থ বক্ষোথ ষষ্ঠিকান্নঞ্চ দোহদে ॥ ১৭ ॥
 ধনিষ্ঠায়াং তথা পূজ্যঃ শালিভক্তং চ দোহদে । ভূজযুগং বিশাখাস্থ দোহদে পরমোদনং ॥ ১৮ ॥
 হস্তে হস্তৌ তথা পূজ্যৌ যাবকং দোহদে স্মৃতং । পুনর্বস্বজুলীযুগং পটোলস্তত্র দোহদে ॥ ১৯ ॥
 নখাশ্লেষাস্থ সংপূজ্যা দোহদে তিত্তিরামিষং । জ্যেষ্ঠায়াং পূজয়েদগ্নীবাং দোহদে তিলমোদকং ॥ ২০ ॥
 শ্রবণে শ্রবণৌ পূজ্যৌ দধিভক্তং চ দোহদে । পুষ্যমুখং তু সংপূজ্যং দোহদে স্মৃতপায়সং ॥ ২১ ॥
 স্বাতিযোগে চ দশমী দোহদে তিলশঙ্কুলী । দাতব্যং কেশবপ্রীতৌ ব্রাহ্মণস্ত চ ভোজনং ॥ ২২ ॥
 হনু শতভিষাযোগে পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ । প্রিয়দ্রুভক্তং দেয়ং চ দোহদে মধুঘাতিনি ॥ ২৩ ॥ মঘাস্থ
 নাসিকা পূজ্যা মধুরাজ্যং চ দোহদে । মৃগোত্তমাদ্ধে নয়নে মৃগমাংসং চ দোহদে ॥ ২৪ ॥
 চিত্রাযোগে ললাটং চ দোহদে চাকুভোজনং । ভরণীযু শিরঃ পূজ্যং চাকুভক্ত্যং চ দোহদে ॥ ২৫ ॥
 সংপূজনীয়া বিহস্তার্দ্রাযোগে শিরোরুহাঃ । বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েন্তুত্যা দোহদে চ শুভার্দ্রকং ॥ ২৬ ॥
 নক্ষত্রযোগেষু সংপূজ্য জগতঃ পতিং । পূজিতে দক্ষিণাং দদ্যাৎক্ষণে বেদপায়গে ॥ ২৭ ॥
 ছত্রোপানচ্ছে তযুগং সপ্তধান্যং সকাঞ্চনং । স্মৃতপাত্রং চ গান্ধোক্ষীং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ২৮ ॥
 প্রতিনক্ষত্রযোগেন পূজনীয়া বিজাতয়ঃ । নক্ষত্রজায় বিপ্রায় পৃথগদ্যাচ্চ দক্ষিণাং ॥ ২৯ ॥ নক্ষত্র-

বিপ্রেন্দ্রকে ভোজনদান করিবে ॥ ১১ ॥ তৎকালে ভক্তিসংকারে জাহ্নন্যয়ের পূজা করিয়া, দ্বিজগণের ভোজনার্থ হবিষ্যন্ন প্রদান করিতে হইবে ॥ ১২ ॥ অনন্তর আষাঢ়দ্বিতয়সমাগমে দ্বিরূপ পূজা করিয়া, সুশীতল সলিল সম্প্রদান করিবে ॥ ১৩ ॥ বিচক্ষণ ব্যক্তি কাস্তনীদ্বিতয়ে শুভের পূজা করিয়া, দ্বিজগণের ভোজনার্থ গব্য পয় প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥ উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কৃত্তিকাতে কটিদেশের পূজা করিয়া, স্নগন্ধ কুসুমসালিল দান করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ ভাদ্রপদায়ুগে যথাবিধানে পার্শ্বদেশের পূজা করিয়া, ভগবানের প্রীতিপ্রদ শুভ ও শালৈয়ক প্রদান করিবে ॥ ১৬ ॥ রেবতীযোগে কুক্ষিঘরের পূজা করিয়া, মুদগমোদক দান করিতে হইবে । অনুরাধায় বক্ষস্থলের পূজা করিয়া, ষষ্ঠিকান্ন প্রদান করিবে ॥ ১৭ ॥ এইরূপ ধনিষ্ঠায় পূজা করিয়া, শালিভক্ত, বিশাখায় ভূজযুগের পূজা করিয়া, পরমোদন ॥ ১৮ ॥ হস্তায় হস্তঘরের পূজা করিয়া, যাবক ; পুনর্বস্বতে অঙ্গুলীযুগের পূজা করিয়া, পটোল ॥ ১৯ ॥ অশ্লেষায় নখপংক্তির পূজা করিয়া, তিত্তিরামিষ, জ্যেষ্ঠায় গ্নীবার পূজা করিয়া, তিলমোদক ॥ ২০ ॥ শ্রবণে শ্রবণের পূজা করিয়া দধিভক্ত, পুষ্য মুখমণ্ডলের পূজা করিয়া, স্মৃতপায়স ॥ ২১ ॥ স্বাতিযোগে দশনপংক্তির পূজা করিয়া, তিলশঙ্কুলী, কেশবের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণের ভোজনস্বরূপ সম্প্রদান করিতে হইবে ॥ ২২ ॥ শতভিষাযোগে যথাবিধানে হনুযুগের পূজা করিয়া, প্রিয়দ্রুভক্ত ॥ ২৩ ॥ মঘায় নাসিকার পূজা করিয়া, মধুর আভ্য, মৃগশিয়ার নয়নঘরের পূজা করিয়া, স্মৃষ্ট ভোজন, ভরণীতে শিরোদেশের পূজা করিয়া, স্নানর খাদ্য ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ আর্দ্রাযোগে শিরোরুহের পূজা করিয়া, বিপ্রগণের ভোজনার্গ শুভার্দ্রক প্রদান করিবে ॥ ২৬ ॥ ঐরূপে ঐ সকল নক্ষত্রযোগে জগৎপতির পূজা করিতে হইবে । পূজা করিয়া, বেদপায়ণ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ॥ ২৭ ॥ ছত্র, উপানং, সপ্তধান্য, কাঞ্চন, স্মৃতপাত্র, দোক্ষী গো, এই সকল ব্রাহ্মণসং করিবে ॥ ২৮ ॥ প্রতিনক্ষত্রযোগেই দ্বিজগণের পূজা এবং নক্ষত্রবিৎ ব্রাহ্মণকে পৃথক দক্ষিণা দান করিতে

পুরুষাধ্যঃ হি ত্রতানামুত্তমং ত্রতং । পূৰ্ব্বং কৃতং হি ভৃগুণা সৰ্বপাতকনাশনং ॥ ৩০ ॥ অঙ্গোপাঙ্গানি
 দেবর্ষে পূজনীয়ানি বৈ শ্রেষ্ঠাঃ । সুরূপাণ্যভিজায়ন্তে শ্রেষ্ঠাঙ্গাংগানি টেব হি ॥ ৩১ ॥ সপ্তজন্ম-
 কৃতং পাপং কলিসংগাগতঞ্চ যৎ । পিতৃমাতৃসমুখং চ তৎ সৰ্বং হস্তি কেশবঃ ॥ ৩২ ॥ সৰ্বাণি
 ভজ্যাণ্যাপ্নোতি শরীরারোগ্যমুত্তমং । অনন্তাং মনসঃ শ্রীতিং রূপং চাতীবশোভনং ॥ ৩৩ ॥
 বায়ুধূৰ্য্যং তথা কাস্তিঃ যচ্চাত্তমভিবাঞ্ছিতং । দদাতি নক্ষত্রপুমান্ পূজিতস্ত জনার্দনঃ ॥ ৩৪ ॥
 উপোষ্য সম্যগেতেষু ক্রমেণক্লেষু নারদ । অরুন্ধতী মহাভাগা খ্যাতিমগ্ৰ্যাং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥
 অদিতিস্তনয়ার্থায় নক্ষত্রাজং জনার্দনং । পূজয়িত্বা তু গোবিন্দং রেবতং পুত্রমাপ্তবান্ ॥ ৩৬ ॥
 রক্তা রূপং তথা লেভে বায়ুধূৰ্য্যস্তিলোত্তমা । কাস্তিঃ শশিবদগ্ৰ্যাং চ রাজ্যং রাজা পুরুষবাঃ ॥ ৩৭ ॥
 এবং বিধানতো ব্রহ্মন্ নক্ষত্রাজো জনার্দনঃ । পূজিতো রূপধারীঠৈস্তৈঃ প্রাপ্তা তু স্বকামিতা ॥ ৩৮ ॥
 এবং পবিত্রং চ শুভপ্রদায়ি যশস্তমারোগ্যকরং তু পুংসাং । নক্ষত্রপুংসঃ পরমং বিধানং শৃণু
 পুণ্যামিহ তীর্থযাত্রাং ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রোক্তভাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং নক্ষত্রপুরুষো নামাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ইরাবতীমবুপ্রাপ্য পুণ্যং তামৃষিকক্ৰুকাং । স্নাত্বা সপূজয়ামাস চৈত্রাষ্টমীয়াং
 জনার্দনং ॥ ১ ॥ নক্ষত্রপুরুষং কৃত্বা ত্রতং পুণ্যপ্রদং শুচি । জগাম স কুরুক্ষেত্রং প্রহ্লাদো
 দানবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ ঐরাবতেন যত্নেণ চক্রতীর্থং সূদর্শনং । উপাসিত্বা ততঃ সন্নৌ বেদোক্ত-

হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই নক্ষত্রপুরুষনামক ত্রত সমুদায় ত্রতের প্রধান । ভৃগু প্রথমে এই সৰ্বপাপ-
 বিনাশন ত্রতের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৩০ ॥ হে দেবর্ষে ! ভগবানের অঙ্গোপাঙ্গ সকলেরও পূজা
 করা কর্তব্য । তাহা হইলে, অঙ্গোপাঙ্গাদি সকল সুরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ তাহা হইলে,
 ভগবান্ কেশব সপ্তজন্মকৃত, কলিসঙ্গাগত এবং পিতৃমাতৃসমুখিত সমুদায় পাতকই বিনাশ
 করেন ॥ ৩২ ॥ তাহা হইলে, সৰ্ববিধ ভঙ্গসংঘটন হয় ; শরীর সৰ্বথা স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয় ; মনের
 অনন্ত শ্রীতি সমুদ্ভূত হয় এবং শোভনরূপলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তাহা হইলে, বাক্য মধুর
 হয় ; কাস্তি সংঘটিত হয় ও অন্যান্য অভিবাঞ্ছিত লাভ হয় ॥ ৩৪ ॥ নারদ ! ঐ সকল নক্ষত্র-
 যোগে যথাক্রমে উপবাস করিয়া, মহাভাগ অরুন্ধতী পরমপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥
 অদिति পুত্রার্থিনী হইয়া, নক্ষত্রাজ জনার্দনের পূজা করিয়া, তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬ ॥
 রক্তা নক্ষত্রাজ ভগবান্ কেশবের পূজা করিয়া রূপ, তিলোত্তমা বায়ুধূৰ্য্য ও শশির ন্যায়
 উৎকৃষ্ট কাস্তি, এবং পুরুষবা রাজ্যলাভ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ এইরূপে নক্ষত্রাজ জনার্দনের যথাবিধি
 পূজা করিয়া, ঐ সকল রূপধর ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কামনা পূর্ণ করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥ নক্ষত্রপুরুষত্রতের
 যথাবিধি বিধান করিলে, এইরূপে শুভসংঘটন, পবিত্রতাসাধন, যশ ও আরোগ্যলাভ হইয়া
 থাকে । অধুনা পরমপবিত্র তীর্থযাত্রাবৃত্তান্ত শ্রবণ কর । ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে নক্ষত্রপুরুষনামক অশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ পরমপবিত্র ঋষিকক্ৰা ইরাবতীতে গমন করিয়া, কৃত্যভিবেক
 হইয়া, চৈত্র অষ্টমীতে ভগবান্ জনার্দনের আরাধনা করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় শুচি হইয়া,
 পুণ্যপ্রদ নক্ষত্রত্রতের অনুষ্ঠানান্তর, কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন ॥ ২ ॥ এবং ঐরাবতমঙ্গো-

বিধিনা স্নান ॥ ৩ ॥ উপোষ্য ঋণদাং ভক্তা পুণ্ড্রিষা কুরুধ্বজঃ । কৃতশৌচস্ত তং দ্রষ্টুং যযৌ
 পুরুষকসরিং ॥ ৪ ॥ স্নাত্ব তু দেবিকায়ং তু নৃসিংহং প্রতিপূজা চ । উপোষ্য রজনীমেকান্নো-
 ত্বং দানবো যযৌ ॥ ৫ ॥ তস্মিন্ স্নাত্ব প্রাচীনে পূজেশঃ বিশ্বকারকঃ । প্রাচীনে চাপবে
 দৈত্যো দ্রষ্টুং কামেশ্বরং যযৌ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নাত্ব চ দ্রষ্টা চ পূজয়িত্বা চ শঙ্করং । দ্রষ্টুং যযৌ চ
 প্রহ্লাদঃ পুণ্ডরীকং মহান্তসি ॥ ৭ ॥ মহান্তসি ততঃ স্নাত্ব সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ । পুণ্ডরীকং
 চ সম্পূজ্য উপোষ্য দিবসত্রয়ং ॥ ৮ ॥ বিশাখযুগে তদনু দ্রষ্টা দেবং তথাভিতং । স্নাত্ব
 তথা কৃষ্ণতীর্থে ত্রিরাত্রং নবসঙ্কুবি ॥ ৯ ॥ ততো হংসপদে হংসং দ্রষ্টা সম্পূজ্য চেশ্বরং ।
 অগাম্যণী পয়োষ্ণ্যাং তু অথগুং দ্রষ্টুমচ্যুতং ॥ ১০ ॥ স্নাত্ব পয়োষ্ণীমিলে পূজ্যথগুং জগৎপতিং ।
 দ্রষ্টুং অগাম মতিমান্ বিতস্তায়াং কুমারিলং ॥ ১১ ॥ তত্র স্নাত্বা দেবগং বালখিল্যমর্হর্ষিভিঃ ।
 আরাধ্যামানোপাযুতং গতঃ পাপপ্রণাশনং ॥ ১২ ॥ যত্র সা সুরভী দেবী স্বসুতাং কপিলং
 ভুভাং । দেবপ্রিয়ার্থমস্মদ্বিক্তার্থং জগতন্তথা ॥ ১৩ ॥ তত্র দেবহুদে স্নাত্ব শুভং সম্পূজ্য
 ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ বিধিবচ্চ বিধিং প্রাপ্য মণিমন্তং ততো যযৌ । তত্র তীর্থবরে স্নাত্ব প্রাজা-
 পত্যো মহামতিঃ ॥ ১৫ ॥ দদর্শ শুভং ব্রহ্মাণং দেবেশং চ প্রজাপতিং । বিধানতস্ত তান্ দেবান
 পূজয়িত্বা তপোধন ॥ ১৬ ॥ যত্রাত্রং তত্র চ স্থিত্বা অগাম মধুনন্দিনীং । মধুনন্দিনীং স্নাত্ব চ
 দেবং চক্রধরং হরং । শূলবাহুং চ গোবিন্দং দদর্শ দনুপুঙ্গবঃ ॥ ১৭ ॥

চারণনহক রে স্মদর্শনচক্রতীর্থের উপামরণ করিয়া, বেনোক্তবিধানে স্নান করিলেন ॥ ৩ ॥
 তথায় একরাত্রি বাস করিয়া, ভক্তিনহকার কুরুধ্বজের পূজা করত, কৃতশৌচ হইয়া, পুরুষ-
 কেশরীর দর্শনার্থ প্রস্থান ॥ ৪ ॥ এবং দেবিকায় স্নান ও নৃসিংহের পূজা করিয়া, এক রজনী অতি-
 বাহনান্তর গোকর্ণে সমাগত হইলেন ॥ ৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, প্রথম প্রাচীনে বিশ্বকর্ষ
 ঈশ্বরের পূজা সমাধানান্তে অপর প্রাচীনে কামেশ্বরের দর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন ॥ ৬ ॥ তথায়
 স্নান ও ভগবান শঙ্করের দর্শনান্তর পূজা করিয়া, মহান্তসিলে পুণ্ডরীকের সন্দর্শনার্থ সমাগত
 হইলেন ॥ ৭ ॥ এবং সেইস্থানে স্নান ও পিতৃদেবগণের সন্তর্পণ সমাধানপূর্বক, পুণ্ডরীকের
 পূজা ও দিবসত্রয় বাস করিয়া ॥ ৮ ॥ পরে বিশাখযুগে ভগবান্ অজিতের দর্শন এবং তদনন্তর
 কৃষ্ণতীর্থে স্নান করিয়া, ত্রিরাত্রি বাস করিলেন ॥ ৯ ॥ তৎপরে হংসপদে ভগবান্ হংসকে
 দর্শন ও পূজা করিয়া, অথগুস্বরূপ অচ্যুতের সন্দর্শনার্থ পয়োষ্ণীতে সমাগত হইলেন ॥ ১০ ॥
 পয়োষ্ণীর নন্দিলে স্নান ও অথগুস্বরূপ অচ্যুতের পূজা করিয়া, কুমারিলের দর্শনার্থ বিতস্তায়
 গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় স্নান ও দেবগণের ঈশ্বর কুমারিলের পূজা করিয়া, বালখিল্য-
 নামক মহর্ষিগণ কর্তৃক আরাধ্যমান হইয়া, পাপপ্রণাশন অযুততীর্থে সমুপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥
 যেখানে দেবী সুরভি দেবগণের প্রিয়সম্পাদন ও জগতের হিতসংসাধনমানসে আপনার পুত্রী
 কল্যাণী কপিলারে সৃজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই দেবহুদে কৃতভিষেক হইয়া, ভক্তি-
 সহকারে যথ বিধানে পরমকল্যাণস্বরূপ বিধাতার পূজা করিলেন ॥ ১৪ ॥ তৎপরে
 মহামতি প্রহ্লাদ প্রজাপতির কল্পিত মণিমান্নামক তীর্থবরে গমন করিয়া, কৃতভিষেক
 হইয়া ॥ ১৫ ॥ দেবগণের প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন এবং বিধানানুসারে তত্তৎ
 দেবতার পূজা সমাধানপূর্বক ॥ ১৬ ॥ ছয় রাত্রি তথায় অবস্থানান্তর মধুনন্দিনীতে
 সমাগত হইলেন । এবং মধুনন্দিনীতে কৃতভিষেক হইয়া, চক্রধর হর ও শূলধর গোবিন্দকে দর্শন
 করিলেন ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ । কিমর্থং ভগবান্ শত্ৰুর্দ্ধারায় শ্রুদর্শনং । শূলং তথা বাসুদেবো মমৈ-
তদ্রূপি পৃচ্ছতঃ ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । অরতাং কথং বিখ্যামি কথামেতাং পুরাতনীং । কথ্যামাস তাং বিষ্ণুর্ভবিষ্যাম-
বনৌ সুরা ॥ ১৯ ॥ জলোন্তবো নাম মহাসুরেন্দ্রো ঘোরং স তপ্তা তপ উগ্রবীৰ্য্যঃ । আরাধ্যামাস
বিরজিমায়াম্ স তপ্ত তুষ্ঠৌ বরদো বভূব ॥ ২০ ॥ দেবাসুরাণামজয়ো মহাহবে নিভৈশ্চ শঠৈ-
বমরৈরবধ্যঃ । অনন্তলজ্জ্বান ভু ব্রহ্মণঃ পুরা ন যাতি শাপৈঃ শমমেব শত্রুঃ ॥ ২১ ॥ এবং-
প্রভাবো দহুপুঙ্গবোমৌ দেবান্ মহর্ষীন্ নৃপতীন্ সমগ্রান্ । প্রবাধমানো বিচচার ভূম্যাং সর্ক্সাঃ
ক্রিয়াঃ প্রাক্ষিপদ্রুমমূর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥ ততোহমরা ভূমিতটে নিবধা জগুঃ শরণ্যং হরিমীপিতারং ।
তৈশ্চাপি সার্ক্সং ভগবান্ জগাম হিমালয়ং যত্র হরল্লিনেত্রঃ ॥ ২৩ ॥ সংমজ্জা দেবর্ষিহিতং চ
কার্য্যং মতিং চ কৃৎস্না নিধনায় শত্রোঃ । নিরাযুধৌ তাবপি পৰ্য্যটন্তৌ দেবাধিপৌ চক্রভু-
ক্ৰমকর্ম্ম ॥ ২৪ ॥ ততশ্চ নৌ দানবৌ বিষ্ণুশর্ক্সৌ সমায়াতৌ হস্তকামৌ সুরেশৌ । মদ্রাজয়ো
শত্রুভির্ঘোররূপৈর্ভরাতোয়ে নিরগারায়ং বিবেশ ॥ ২৫ ॥ জাহ্নবা প্রবিষ্টঃ ত্রিদিবেন্দ্রশত্রুং নদীং
বিশালং বিজ মৎস্যপূর্ণাং । তীরং সমাশ্রিতা স্থিতৌ হি দেবৌ প্রচ্ছন্নমূর্ত্তী সহস্রা বভূবুতুঃ ॥ ২৬ ॥
দিবং সমীকন্ সৃহস্রা কাতরাক্ষো দুর্গমং হিমাদ্রিং সহস্রা বিবেশ ॥ ২৭ ॥ মহীধ্বশ্চোপরি বিষ্ণু-
শত্ৰু বংক্রম্যমাণং স্বরিপুং চ মদ্রা । বেগাহুভৌ দুষ্কবতুঃ শশঙ্কৌ বিষ্ণুশূলী গিরিশ্চ চক্রী ॥ ২৮ ॥
তাভ্যাং স দৃষ্ট্বদিশেঃ শুভাভ্যাং চক্রেণ শূলেণ বিভিন্নদেহঃ । পপাত শৈলাস্তপনীয়বর্ণৌ

নারদ কহিলেন, ভগবান্ শত্ৰু কিজন্য শ্রুদর্শন ধারণ করিলেন এবং বাসুদেবইহা কিজন্য
শূলধারী হইলেন, বর্ণন করুন ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই পুরাতনী কথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বে
ইহা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ জলোন্তব নামে বিখ্যাত অতীব উৎকট বীৰ্য্যসম্পন্ন মহাসুরেন্দ্র
ছিল । সে ঘোর তপোমুঠান সহকারে আরাধনা করিলে, কমলবোনি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে এই বর
দিলেন, ॥ ২০ ॥ মহাসংগ্রামে সুরাসুরগণ তোমারে জয় এবং দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারাও তোমারে
বধ করিতে পারিবেন না । এইরূপে জলোন্তব ব্রহ্মার বরে অনন্তলজ্জ্বা শাপপ্রভাবেও কোনমতেই
পশুদন্ত বা নিরস্ত হইয়া নাই ॥ ২১ ॥ সমুদায় নরপতি ও ঋষিদিগকে প্রবাধিত করিয়া, পৃথিবীতে
বিচরণ করত, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রক্ষিপ্ত করিল ॥ ২২ ॥ তদর্শনে অমরগণ ভূমিতটে নিবধ ও
সকলের ঈশ্বর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ত্রিলোচন
বিরাজমান হইতেছেন, সেই হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ তথায় দেব ও ঋষিগণের
হিতকর কার্য্য মন্ত্রণা করিয়া, শত্রুর সংহা র্থ কৃতসংকল্প হইয়া, হরিহর উভয়ে আয়ুধবিসর্জন-
পূর্ব্বক পৰ্য্যটন করিতে লাগিলেন । এবং উগ্রকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তহইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা উভয়ে
সুরগণের ঈশ্বর এবং ঘোররূপ শত্রুগণও তাঁহা দগকে জয় করিতে পারে না । তাঁহারা হস্তকাম-
হইয়া আগমন করিতেছেন, ভাবিয়া, অসুরপুত্র জলোন্তব বিশাল সলিলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥
সেই ত্রিদিবেন্দ্রশত্রু মৎস্যপূর্ণ বিশালানারী নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, তাঁহারা
উভয়ে তীরদেশ আশ্রয় করিয়া রহিলেন এবং উৎকণ্ঠাং প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন অসুর
স্বর্গাভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া, কাতরলোচনে উৎকণ্ঠাং দুর্গম হিমাদ্রিতে প্রবেশ করিল ॥ ২৭ ॥
তদর্শনে তাঁহারা উভয়ে বিবেচনা করিলেন, শত্রু হিমালয়শৃঙ্গের উপরিভাগে সবেগে ভ্রমণ
করিতেছে । ঐরূপ বিবেচনা করিয়া, বিষ্ণু জিশূল ও মহাদেব চক্রধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান
হইলেন ॥ ২৮ ॥ এবং তথায় তাহাকে দর্শন করিয়া, চক্র ও শূল দ্বারা তাহার দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া
ফেলিলেন । তখন সে পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গেল । তাহার বর্ণ তপনীয় সদৃশ । স্মৃত্যং, পতন

যথাস্তরিকাক্ষি মনুষ্যাতারা । ২৯ ॥ এবং ত্রিশূলঞ্চ দধার বিষ্ণুচক্রং ত্রিনেত্রোহপ্যরিস্থনন্যর্থঃ ।
যত্রাপ্যনৌ শূলভবাভিঘাতাকরাঃ পপাতাথ ধরাচলেন্দ্রাং ॥ ৩০ ॥ জলোন্তবশ্চাপি জলং বিমুচ্য
জ্ঞানাগতো শঙ্করবাসুদেবো । তৎ প্রাপ্য তীর্থং ত্রিদশাধিপাত্যামুপোষিতং দৈত্যপতিঃ স্বস্ত-
ক্রে । উপোষ্য ভক্ত্যা হিমবন্তমাগাদ্ভুং গিরীশং শিববিষ্ণুমার্কং ॥ ৩১ ॥ তং সমভার্ক্য বিধি-
বদ্ধতা দানং বিজ্ঞাতিবু । বিতস্তাহিমবত্যোশ্চ ভৃগুভুজং জগাম সঃ ॥ ৩২ ॥ যত্রৈবরো দেব-
বরস্য বিষ্ণোঃ প্রাদাক্ষথাং অবরায়ুধং বৈ । চিচ্ছেদ যেনারিবলঞ্চ শঙ্করো বিজ্ঞানমানোদ্ধবলং
মহাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং জলোন্তববধো নামৈকাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ভগবন্ লোকনাথায় বিষ্ণবে বিধমেক্ষণঃ । কিমর্থমায়ুধঞ্চক্লমতবান্লোক-
পুঞ্জিতং ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণুদাবহিতো ভূখা কথাযেতাং পুরাতনীং । চক্রপ্রধানসংবদ্ধাঃ শিব-
মাহাত্ম্যাবন্ধিনীম্ ॥ ২ ॥ আসীদ্বিজ্ঞাতিপ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । গৃহাশ্রমী মহাভাগো
বীতমন্যু রতিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥ তস্যাত্রেয়ী মহাভাগা ভার্য্যাসীচ্ছীলসম্মতা । পতিব্রতা পতিপ্রাণা ধর্ম
শীলেতিবিশ্রুতা ॥ ৪ ॥ মুনেন্দ্রম্যানপত্যস্য ঋতুকালান্তিগামিনঃ । সংবভূব স্রুতঃ জীমান্মপমন্যু-
রিতিশ্রুতঃ । তং মাতা মুনিশার্দূল শালিপিষ্টরসেন বৈ । পোষয়ামাস্, দদতী ক্ষীরমেতচ্চি
হুর্গতা ॥ ৫ ॥ সোজানানোদ্য ক্ষীরস্য স্বাহুতাং পর ইত্যথ । সংভাবনামপ্যকরে চ্ছালিপিষ্টর-

সময়ে বোধ হইল যেন মনুষ্যাতারক অন্তরীক্ষ হইতে ধরাতল আশ্রয় করিল ॥ ২৯ ॥ এইরূপে
শঙ্করসংহারার্থ বিষ্ণু ত্রিশূল ও হর চক্র ধারণ করিয়াছিলেন । জলোন্তব শূলের অভিঘাতে যেখানে
শৈলেন্দ্র হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ৩০ ॥ শঙ্কর ও বাসুদেব উভয়ে তথায় গমন করিয়া-
ছিলেন, জানিয়া, প্রহ্লাদ আনুগত্য মানসে সেই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া, তত্ত্বসংকারে তথায় বাস
করিয়া, পরে শঙ্কর ও বাসুদেবের দর্শনার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ এবং যথাবিধি
তাঁহাদের অর্চনা করিয়া, ত্র্যক্ষণদিগকে দান করত, বিতস্তা ও হিমালয় এই উভয়ের মধ্যে
ভৃগুভুজে সমাগত হইলেন ॥ ৩২ ॥ যেখানে ভগবান্ শঙ্কু দেববর বিষ্ণুকে অবরায়ুধ চক্র প্রদান
করিয়াছিলেন । যাহা দ্বারা তিনি স্বয়ং অরাতি সকলকে সংহার করেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে জলোন্তববধনামক একাদশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! ভগবান্ ত্রিলোচন কিমন্ত লোকপতি বাসুদেবকে লে কপুঞ্জিত
চক্রায়ুধ প্রদান করেন ? ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, অবহিত হইয়া, চক্রপ্রধানমম্বন্ধিনী, শিবমাহাত্ম্যাবন্ধিনী এই পুরাতনী কথা
শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ বীতমন্যু নামে বেদবেদাঙ্গপারগ, গৃহাশ্রমী, মহাভাগ শ্রেষ্ঠজাতীয় এক
ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহার ভার্য্যা মহাভাগা আত্রেয়ী শীলসম্মতা, পতিব্রতা, পতিগতজীবিতা
ও ধর্মসমম্বিতা, বলিয়া, বিখ্যাত লাভ করেন ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণের পুত্র হয় নাই । তজ্জন্ত, ঋতু-
সময়ে অভিগমন করিতে, উপমন্যু নামে বিখ্যাত জীমান্ পুত্রের জন্ম হয় । হে মুনিশার্দূল !
তদীয় জননী অতিশয় দরিদ্রা ছিলেন । তজ্জন্ত, ক্ষীর বলিয়া, শালিপিষ্টরস প্রদান করত, পুত্রের
পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ উপমন্যু ক্ষীরের স্বাদ কখন অবগত ছিলেন না । স্রুতরাং,

সেপি হি ॥ ৬ ॥ স ত্বেকদা সমং পিত্রা কুত্ৰচিদ্ভিষ্মনি । ক্ষীরোদনঞ্চ বৃভুজে শঙ্করা প্রাণি-
পুষ্টিদং ॥ ৭ ॥ স লক্ষ্মীপুত্রমং স্বাহুং ক্ষীরঞ্চ ঋষিপুত্রকঃ । মাত্রা দত্তং দ্বিতীয়েহি নাদত্তে পিষ্টে-
কাস্মিতং ॥ ৮ ॥ কুরোদ চ তথা বাল্যে পাণ্ডার্থং চাতকো যথা । তং মাতা কদংতং গ্রাহ
বাস্পগদগদা গিরা ॥ ৯ ॥ উমাপত্যৌ পশুপত্যৌ শূলধারিণি শঙ্করে । অগ্রসরে বিরূপাক্ষে কুতঃ
ক্ষীরেণ ভোজনং ॥ ১০ ॥ যদিচ্ছসি পয়ো ভোক্তুং সদ্যঃ পুষ্টিকরং স্মৃত । তদায়াধয় দেবেশং
বিরূপাক্ষং ত্রিশূলিনং ॥ ১১ ॥ তস্মিন্স্থষ্টে জগদ্ধামি সৰ্বকলাপদায়িনি । প্রাপাতেমৃতপায়িত্বং
কিং পুনঃ ক্ষীরভোজনং ॥ ১২ ॥ স মাতুর্সচনং শ্রুত্বা চোপমহ্যাস্ততোব্রবীৎ । কোহয়ং বিরূপাক্ষ
ইতি ত্বরাদ্যন্ত কীর্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ স্মৃতং ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মাঢ্যং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
যোয়ং বিরূপাক্ষ ইতি শ্রুত্বা কথয়ামি তং । অসীমহাসুরপতিঃ শ্রীদাম ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥
যেনাত্রয়া জগৎ সর্বং শ্রীদামা বিষ্ণুবৎ পুরা । নিঃশ্রীকাস্ত ত্রয়ো লোকাঃ কৃতান্তেন
হুতান্না ॥ ১৬ ॥ শ্রীবৎসং বাসুদেবস্য হর্ষমিচ্ছন্ মহাসুরঃ । তস্য হৃষ্টং স
ভগবানভিশ্রায়ং জনার্দনং ॥ ১৭ ॥ জ হ । তস্য বধাকাজ্জী মহেশ্বরমুপাগমৎ ।
এতস্মিন্স্থরে শঙ্কুর্যোগমূর্ত্তিধরোব্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥ তত্বে হিমাচলপ্রস্থমাশ্রিত্য লক্ষ্ণভূষিতং ।
অথাভ্যোতা জগন্নাথঃ সহস্রশিরঃ বিভূঃ ॥ ১৯ ॥ আরাধয়ামাস হরিঃ স্বয়মায়ানমায়ান্না ।
আসীদ্বর্ষসহস্রস্ত পাদাংগুষ্ঠেন তদ্বিরো ॥ ২০ ॥ গুণং সনাতনং ব্রহ্ম যোগিধোয়মলক্ষণং ।
ততঃ শ্রীতঃ প্রভুঃ প্রাদাৎস্বিধেবে পরমং পদং ॥ ২১ ॥ প্রত্যক্ষতেজসা নুতং দিব্যং চক্রং সূদর্শনং ।

হৃৎকবোধেই সেই শালিপিষ্টেরসে অতিমাত্র ভক্তি করিতেন ॥ ৬ ॥ একদা তিনি পিতার সহিত
কোন ব্রহ্মণের গৃহে প্রাণিপুষ্টিপ্রদায়ক ক্ষীরোদন শঙ্কাপূর্বক ভোজন করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই
অল্পম স্বাহু ক্ষীরপান করিয়া, দ্বিতীয় দিন জননীর প্রদত্ত পিষ্টকারিত আর গ্রহণ করিলেন
না ॥ ৮ ॥ বাল্যভাবপ্রযুক্ত, জলার্থী চাতকের ন্যায়, রোদন করিতে লাগিলেন ।

তদর্শনে জননী বাস্পগদগদ বচনে তাহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যিনি উমাপতি ও
পশুপতি, যিনি শূলধারী ও বিরূপাক্ষ, সেই শঙ্কর প্রসন্ন না হইলে, ক্ষীরভোজনের সম্ভাবনা
কোথায় ? ॥ ১০ ॥ অতএব বৎস ! যদি সদ্যঃপুষ্টিকর ক্ষীরভোজনের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে,
দেবগণাবিপতি বিরূপাক্ষ ত্রিশূলের আরাধনা কর ॥ ১১ ॥ তিনি সর্বকলাপ বিধান করেন
এবং সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অছেন । তিনি ভুই হইলে, ক্ষীরভোজনের কথা কি বলিব,
অমৃতও পান করিতে পারা যায় ॥ ১২ ॥

উপমন্যু জননীর কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি বাঁহায়ে পূজা করিবার কথা বলিলে,
সেই বিরূপাক্ষ কে ? ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মশীলা অত্রৈয়ী ধর্ম্মাঢ্য বাক্যে উত্তর করিলেন ॥ ১৪ ॥ যিনি সেই বিরূপাক্ষ, বলিতেছি,
শ্রবণ কর । শ্রীদাম নামে বিখ্যাত মহাসুরপতি ছিল ॥ ১৫ ॥ ঐ হুরাক্সা দানব বিষ্ণুর ন্যায়,
সমুদায় জগৎ ভ্রমণ করিয়া, লোকসকলকে শ্রীহীন করিয়া, তুলিল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর বাসুদেবের
শ্রীবৎস হরণ করিতে অভিগম্য হইলে, ভগবান্ সেই হৃষ্টর অভিশাপ ॥ ১৭ ॥ অবগত হইয়া,
তদীয় নিধনশায়নমানে মহেশ্বরসকাশে গমন করিলেন । তৎকালে অবিনাশী শঙ্কু যোগমূর্ত্তি
ধারণ করিয়া ॥ ১৮ ॥ হিমাচলের লক্ষ্ণভূষিত প্রস্থদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন । জগন্নাথ বিষ্ণু
তথায় অভ্যাগত হইয়া, সেই সহস্রশিরা সর্বব্যাপী ॥ ১৯ ॥ আঙ্গুররূপ মহাদেবের আরাধনায়
প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপ্রসঙ্গে পাদাংগুষ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া, বর্ষসহস্র অতিবাহিত করিলেন ॥ ২০ ॥
এবং যোগিগণের পোয়, লক্ষণহীন, সনাতন ব্রহ্মের অপ করিতে লাগিলেন । তখন প্রভু মহাদেব
শ্রীত হইয়া, বিষ্ণুকে পরমপদ প্রদান ॥ ২১ ॥ এবং প্রত্যক্ষ হেজে বিগিষ্টে দিব্য চক্র সূদর্শন

তদ্বদ্বা দেবদেবার্য সৰ্বভূতময়ঃ প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ কাগচক্রনিভঃ চক্রং শঙ্করো বিষ্ণুশ্রবীৎ ।
 বরাযুধং হি দেবেশং সৰ্ব্বায়ুধনিবহনং ॥ ২৩ ॥ সুদৰ্শনং দ্বাদশারং যদ্বাভিঃ দ্বিজবজ্জবে ।
 সংস্থান্বমী তত্র দেবা-মানাশ্চ রাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ শিষ্টানাং রক্ষণার্থায় সংস্থিতা ঋতবশ্চ যট্ ।
 সোমস্তুধা মিত্রো-বরুণশ্চ শচীপতিঃ ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রাগ্নী বাপ্যথো বিশ্বো প্রজাপত্যয় এব তু ।
 বায়ুশ্চ বলবান্ দেবো বৈদ্যো যযতুঃ স্তথা ॥ ২৬ ॥ তপস্যশ্চ তপশ্চৈত্রো দ্বাদশেতি প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 চৈত্রাদ্যাঃ ফাল্গুন্যশ্চ মানাস্তত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২৭ ॥ তদেনমাদায় দ্বিতোরথায়ুধং শক্রং
 সুরাণাং জহি মাং বিশক্তিভঃ । অমোঘ এমোহযরাজপুঞ্জিতো ব্রূতো ময়া মন্ত্রগতস্তপোবলঃ ॥ ২৮ ॥
 ইত্যুক্ত্বা * স্তুমা বিষ্ণুস্ততো বচনমব্রবীৎ । কথং শস্তো বিজানীষামমোঘং মোঘমেব চ ॥ ২৯ ॥
 যথামোঘং বিভো চক্রং সৰ্ব্বত্রাপ্রতিসংহতং । জিজ্ঞাসার্থং তবৈবেহ প্রক্ষেপামি প্রতী-
 ক্ষ মে ॥ ৩০ ॥ তদ্বাক্যং বাসুদেবশ্চ নিশন্যাহ পিনাকধৃক্ । যদ্যেবং প্রক্ষিপস্বিতি নির্কিণং-
 কেন চেতসা ॥ ৩১ ॥ তদ্ব্যহেশানবচনং শ্রদ্ধা বিষ্ণুঃ সুদৰ্শনং । মুমোচ তেজো জিজ্ঞাসুঃ
 শঙ্করং প্রতি বেগবান্ ॥ ৩২ ॥ মুরাদিকঃ বিভ্রষ্টঃ চক্রমভ্যোত্য শূলিনং । ত্রিধা চকার বিশ্বৈঃ
 যজ্ঞেশং যজ্ঞযাজকং ॥ ৩৩ ॥ হরং হরিশ্চিধাভূতং দৃষ্ট্বা তূর্ণং মহাভুজঃ । ত্রীড়োপপ্লুতদেহস্ত প্রবিপাত-
 পরোহভবৎ ॥ ৩৪ ॥ পাদপ্রণামনিরতং বীক্ষ্য দামোদরং ততঃ । প্রাহ প্রীতমনঃ শ্রীধানু-
 ভিষ্ঠেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রাকৃতোগং মহাভাগ বিকারো ব্রাহ্মণো মম । নিকৃতো ন স্বভাবো
 মে অচ্ছেদ্যোহদাহ এব হি ॥ ৩৬ ॥ তদেতানীহ চক্রেণ ত্রীণাংগানীহ কেশব । কৃতানি তানি

এদান করিলেন । সৰ্বভূতময় মহাদেব দেবদেব বাসুদেবকে সেই কালচক্রসদৃশ চক্র দান
 করিয়া, কহিলেন, হে দেবেশ ! এই বর যুব সৰ্ব্বায়ুধবিনাশক ॥ ২২ । ২৩ ॥ ইহার নাম
 সুদৰ্শন । ইহা দ্বাদশ অর ও ছয় নাভিসম্পন্ন এবং অতিমাত্র বেগবিশিষ্ট । এই সকল দেবতা,
 রাগি ও মানসমূহ ইহাতে সন্নিহিত হইয়া আছে ॥ ২৪ ॥ ছয় ঋতুও শিষ্টগণের সংরক্ষণার্থ
 ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেছে । তদ্ব্যপ্যে, অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, শচীপতি ইন্দ্র ॥ ২৫ ॥ বিশ্ব-
 দেবগণ ও প্রজাপতি সফল, বলবান্ বায়ু, দেববৈদ্য যযতুরি ॥ ২৬ ॥ তপস্ত ও তপ, এই দ্বাদশ
 দেবতা, দ্বাদশ অরতে প্রতিষ্ঠিত আছেন । তদ্যতীত, চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত মাসসকলও
 অধিষ্ঠান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তুমি এই আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, অবিশক্তিগতিতে সুরশত্রু সকলের
 সংহার কর । ইহা কোন কালেই ব্যর্থ হয় না । অমররাজ ইহার পূজা করেন । আমি
 তপোবলে এই মন্ত্রগত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥

শস্ত্র এই কথা বলিলে, বিষ্ণু উত্তর করিলেন, হে শঙ্কর । এই অস্ত্র অব্যর্থ কি ব্যর্থ, তাহা
 ক্ষিপ্তপে জানব ? ॥ ২৯ ॥ হে বিভো ! এই চক্র সৰ্ব্বত্র অপ্রতিসংহত ও অমোঘ কি, না, তাহা
 জানিব র জগৎ আপনারই উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিব ; আপনি প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৩০ ॥

পিনাকধৃক বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া, কহিতে লাগিলেন, যদি ইহাই তোমার অভিমত
 হয়, তাহা হইলে, নির্কিণংকতিতে প্রক্ষেপ কর ॥ ৩১ ॥

মহেশ্বরর বচন আকর্ণন করিয়া, বিষ্ণু ভেজঃ পরিজ্ঞাত হইবার মনসে তাহার উদ্দেশে
 সবেগে সুদৰ্শন মোচন করিলেন ॥ ৩২ ॥ চক্র মুরারির কল্পচাত হইয়া, শূলধারির অভিমুখে
 গমন করিয়া, সেই যজ্ঞযাজক, যজ্ঞেশ্বর, পশুপতকে তিন খণ্ড করিয়া ফেলল ॥ ৩৩ ॥ মহাবাহু
 হরি মহাদেবকে তৎক্ষণাৎ ত্রিধাভূত দর্শন করিয়া, কজ্জায় উপপ্লুতকলেবর হইয়া, ঐনিপাত-
 পরায়ণ হইলেন ॥ ৩৪ ॥ শ্রীধানু পশুপতি দামোদরকে পাদপ্রণামনিরত নিরীক্ষণ করিয়া,
 প্রীতমনা হইয়া, বাসুদেব, ঐধান কর, বলিয়া, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ মহাভাগ ! আমার
 এই বিকার প্রাকৃত, নিকৃত নহে । আমি স্বভাবতই অচ্ছেদ্য ও অদাহ ॥ ৩৬ ॥ অতএব, হে

পুণ্যানি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ হিরণ্যাক্ষস্ততো হ্যেব সুবর্ণাক্ষস্তথা পরঃ । তৃতীয়ে বিশ্ব-
রূপাক্ষরো মে পুণ্যদা নৃণাং ॥ ৩৮ ॥ উত্তিষ্ঠ গচ্ছস্ব বিভো নিহন্তকু সমারিণং । শ্রীদামানং
হতং জ্ঞাত্বা নন্দয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ইত্যেবমুক্তো ভগবান্ হরেন গুরুভক্ষকঃ । গভা
সুরগিরিপ্রস্থং শ্রীদামানং দদর্শ হ ॥ ৪০ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদর্পস্ব দৈত্যঃ দেববরো हरिः । মুমোচ
চক্রং বেগাঢ্যং হতোদীতি ক্রবন্ বিভুঃ ॥ ৪১ ॥ ততস্ত তেনাপ্রতিপৌরুষেণ চক্রেণ দৈত্যস্য
নির্যো নিকৃষ্টং । সংছিন্নশীর্ষো নিপপাত শৈলাদ্বজ্জ হতঃ শৈলশিখরো যথৈব ॥ ৪২ ॥ তস্মিন্ হতে
দেবরিপৌ সুরারিপ্রীণং সমারাধ্য বিরূপনেত্রং । লক্ণ চ চক্রং প্রবরং মহাযুধং অগাম দেবো নিলয়ং
তপো নিধিম্ ॥ ৪৩ ॥ সোয়ং পুত্র বিরূপাক্ষো দেবদেবো মহেশ্বরঃ । তমারাধয় চেৎ সাধো কীরেণে-
চ্ছ স ভোজনং ॥ ৪৪ ॥ তন্মাতৃক্ৰচনং ঋত্বা বীতমহ্যাস্থতো বলী । তমারাধ্য বিরূপাক্ষং
প্রাপ্তং কীরেণ ভোজনং ॥ ৪৫ ॥ এতত্ত্বয়োক্তং পরমং পবিত্রং সংছেদনং পাপতরোম্মুরারৈঃ ।
তীর্থক তত্রৈব মহাসুরো বৈ সমাসসাদাথ সুপুণ্যহেতোঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্র চুর্ভাবে শ্রীদামচরিতং নাম দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । তস্মিন্তীর্থবরে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং ত্রিলোচনং । পূজয়িত্বা সুবর্ণাক্ষং
নৈমিষং প্রযযৌ ততঃ ॥ ১ ॥ তত্র তীর্থসংস্থানি ত্রিংশং পাপহরানি চ । গোমত্যাঃ কাঞ্চনাক্ষাশ্চ

কেশব ! তুমি যে চক্রগ্রহণে এই তিন অঙ্গ বিধান করিলে, এই সকল পরমপবিত্রতা বিধান
করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ ইহা হইতে যথ ক্রমে হিরণ্যাক্ষ, সুবর্ণাক্ষ ও বিশ্বরূপাক্ষ প্রাপ্তভূত
হইয়া, মনুষ্যমাত্রেরই পুণ্য সমুৎপাদন করিবে ॥ ৩৮ ॥ হে বিভো ! অধুনা উত্থান করিয়া,
মদীর অরি শ্রীদামকে সংহার করিবার জন্ত গমন কর । দেবগণ তাহাকে নিহত জানিয়া,
আমোদিত হউন ॥ ৩৯ ॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ভগবান্ গুরুভক্ষক সুরগিরিপ্রস্থে গমন করিয়া, শ্রীদামকে
অবলোকন করিলেন ॥ ৪০ ॥ দেববর সর্বব্যাপী हरि সেই দেবদর্পস্ব দৈত্যকে দর্শন করিয়া,
তুমি হত হইলে, বলিয়া, মহাবেগবান্ চক্র প্র য়াগ করিলেন । ৪১ ॥ তখন সেই অপ্রতিপৌরুষ
চক্র দৈত্যের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল । মস্তক ছিন্ন হইলে, সে, বজ্রাহত শৈলশিখরের
স্থায়, পর্কত হইতে পতিত হইল ॥ ৪২ ॥ দেবরিপু শ্রীদাম নিহত হইলে, ভগবান্ সুরারি
বিরূপনেত্র মহাদেবের আরাধনা ও সেই মহাযুধ অবর চক্র লাভ করিয়া, স্বকীর নিলয়ে প্রস্থান
করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বৎস ! দেবদেব মহেশ্বর বিরূপাক্ষ এবং বিধপ্রভাববিশিষ্ট । যদি কীর-
ভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাঁহার আরাধনা কর ॥ ৪৪ ॥

জননী এই কথা শুনিয়া, উপমহ্য বিরূপাক্ষের আরাধনা করিয়া, কীরভোজন প্রাপ্ত
হইলেন ॥ ৪৫ ॥ সুরারির এই আখ্যান তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা পরমপবিত্র
ও পাপরূপ তরুর কুঠারস্বরূপ । মহাসুর প্রহ্লাদ পরমপুণ্যসংকরকামনার তথায় সেই তীর্থে
উপনীত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্রীদামচরিতনামক দ্বাশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, প্রহ্লাদ সেই তীর্থবরে স্নান, দেব ত্রিলোচনের দর্শন ও সুবর্ণাক্ষের পূজা
করিয়া, পরে নৈমিষে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় শুভদায়িনী গোমতী ও কাঞ্চনাক্ষী, এই

ভূতদায়াশ্চ মধ্যতঃ ॥ ২ ॥ তেষু স্নাত্যর্চ্য দেবেশং পীতবাসসমচ্যুতঃ । ঋষীনপি চ সম্পূজ্য
নৈমিষায়ণ্যবাসিনঃ ॥ ৩ ॥ দেবদেবং তথেশানং সম্পূজ্য বিধিনা ততঃ । গম্মায়াং গোপতিং
দ্রষ্টুং জগাম সমগাম্বরঃ ॥ ৪ ॥ স্নাত্বা ব্রহ্মতড়াগে তু কৃৎস্না চাস্য প্রদক্ষিণাঃ । পিতৃনির্ব্বপণং
পুণ্যং পিতৃণাং স চকার হ । ৫ ॥ উদপানে তথা স্নাত্বা তত্রাত্যর্চ্য পিতৃন্ বশী । গদাপাণি
সমভ্যর্চ্য গোপতিং চাপি শঙ্করং ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রতীর্থে তথা স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ । মহানদী-
জলে স্নাত্বা সরযুঞ্চ জগাম সঃ ॥ ৭ ॥ তল্যাং স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য গোপ্রতারং কুশেশ্বরং । উপোব্য
রজনীমেকাং বিনয়াবনতো যযৌ ॥ ৮ ॥ স্নাত্বা চার্চ্য রজস্তীর্থে দত্তা পিতৃপিতৃস্বত্বা ।
দর্শনার্থং যযৌ ক্রীমানজিতং পুরুষোত্তমং ॥ ৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষমক্ষরং পরমং শুচিঃ ।
ষড্রাত্রং সমুপোষ্যৈব মহেন্দ্রদক্ষিণং যযৌ ॥ ১০ ॥ তত্র দেববরং শুভ্রমর্জনারীধরং হরং । দৃষ্ট্বা
চ সম্পূজ্য পিতৃন্ মহেন্দ্রং চোত্তরং গতঃ ॥ ১১ ॥ তত্র দেববরং শম্ভুং গোপালং সোমপীড়িতং ।
দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সোমতীর্থে সন্যাসলমুপাগতঃ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নাত্বা মহোদক্যাং বৈকুণ্ঠং চার্চ্য ভক্তিতঃ ।
স্বয়ান্ পিতৃ শ্চ সন্তর্প্য পারিষাৎ গিরিং গতঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র স্নাত্বা লাক্ষ্মিনীং পূজয়ত্বাপরাজিতং ।
কশেরুদেশং চাত্যোত্য বিশ্বরূপং দদর্শ সঃ ॥ ১৪ ॥ যত্র দেববরঃ শম্ভুর্গণানাং তু স্পৃজিতঃ ।
বিশ্বরূপমথাত্মানং দর্শয়ামাস যোগবিৎ ॥ ১৫ ॥ তত্র মংকুণ্ডিকাভোয়ে স্নাত্বাভ্যর্চ্য মহেশ্বরং ।
জগাম নিত্যসৌগন্ধং প্রফ্লাদ্যো মলয়াচলং ॥ ১৬ ॥ মহাহ্রদে ততঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা চ শঙ্করং ।
ততো জগাম যোগাত্মা দ্রষ্টুং বিজ্ঞো সদাশিবং ॥ ১৭ ॥ ততো বিপাশাসনিলে স্নাত্বাভ্যর্চ্য

উভয়ের অন্তরে ত্রিংশৎ সহস্র পাপহর তীর্থ আছে ॥ ২ ॥ তথায় কৃত্যভিষেক হইয়া, দেবগণে-
শ্বর পীতাম্বর অচ্যুতের অর্চনা, নৈমিষবাসী ঋষিগণের পূজা ও যথাবিধানে দেবদেব মহাদেবের
আরাধনা করিয়া, গোপতির দর্শনার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন ॥ ৩ ॥ এবং তথায় ব্রহ্মতড়াগে স্নান
ও উহা প্রদক্ষিণ করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে পুণ্য পিতৃ নির্ব্বপণ করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর
উদপানে স্নান ও পিতৃগণের অর্চনা করিয়া, গদাপাণি বাসুদেব ও গোপতি মহাদেব, উভয়ের
পূজাবিধানানন্তর ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রতীর্থে সমাগত হইলেন । তথায় কৃত্যভিষেক হইয়া, পিতৃদেবগণের
আরাধনা ও মহানদীসনিলে স্নান করিয়া সরযুতে গমন ॥ ৭ ॥ তাহাতে স্নান ও গোপ্রতার
কুশেশ্বরের পূজা করিয়া, এক রজনী অবস্থানানন্তর বিনয়াবনত হইয়া, প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥
রজস্তীর্থে স্নান, পিতৃগণের পূজা ও পিতৃ দান করিয়া, পুরুষোত্তম অজিতের দর্শনার্থ গমন
করিলেন ॥ ৯ ॥ পরমপবিত্র হইয়া, সেই পরম অক্ষয়স্বরূপ পুণ্ডরীকাক্ষের দর্শন করিয়া, ছয়
রাত্রি তথায় অবস্থানের পর মহেন্দ্রদক্ষিণে সমাগত হইলেন ॥ ১০ ॥ তথায় অর্জনারীষের দেববর
হরকে দর্শন ও পিতৃগণের সহিত মহেন্দ্রের পূজা করিয়া, উত্তরে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥
সেখানে দেববর শম্ভু ও গোপালকে দর্শন ও সোমতীর্থে স্নান করিয়া, মহাপর্কতে উপগত
হইলেন ॥ ১২ ॥ সেখানে মহোদকীতে স্নান ও ভক্ত সহকারে বৈকুণ্ঠের অর্চনা করিয়া, দেব-
গণ ও পিতৃগণের সন্তর্পণপূর্ব্বক পারিষাত্তপর্কতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ তথায় লাক্ষ্মি-
নীতে কৃত্যভিষেক হইয়া, অপরাজিতের পূজা করিয়া, কশেরুদেশে সমাগত হইলেন । সেখানে
বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া ॥ ১৪ ॥ যেখানে দেববর শম্ভু প্রমথগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, বিশ্বরূপ
আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ সেই স্থানে মঙ্কণিকাসনিলে স্নান ও মহাদেবের
অভ্যর্চনানন্তর, নিত্যসৌগন্ধ মলয়াচলে সমাগত হইলেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মহাহ্রদে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া, সেই যোগাত্মা প্রফ্লাদ সদাশিবের সন্দর্শন-
মানসে বিজ্ঞাপর্কত গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ পরে বিপাশাসনিলে স্নান ও সদাশিবের অর্চনা

সদাশিবঃ । ত্রিরাত্রং সমুপোষাথ অবন্তীং নগরীং যযৌ ॥ ১৮ ॥ তত্র শিপ্রাজলে স্নাত্বা বিষ্ণুং
সংপূজ্য ভক্তিতঃ । শশানবুং জগামাথ মহাকালবপুর্জরং ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ স সর্বভূতানাং তেন
রূপৈশ শঙ্করঃ । তামসং রূপমান্বায় সংহারং কুরুতে বশী ॥ ২০ ॥ ততঃস্থেন সুরেশেন
শ্বেতকিন্ম ভূপতিঃ । রক্ষিতস্তকং দক্ষা সর্বভূতাপহারিণঃ ॥ ২১ ॥ তত্রাহুষ্ঠৌ বসতিং
নিত্যং স সর্বদা ভবঃ । বৃত্তঃ প্রমথকোটিভিঃ দশাষ্টিতবিগ্রহঃ ॥ ২২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মহাকালঃ
কালকালান্তকন্তকং । যমসংযমনং মৃত্যোর্মৃত্যুং চিত্রবিচিত্রকং ॥ ২৩ ॥ শশাননিলয়ং শত্ৰুং
ভূতনাথং জগৎপতিং । পূজয়িত্বা শূলধরং জগাম নিষধান্ প্রতি ॥ ২৪ ॥ তত্রামরেশ্বরং দেবং
দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ । মহোদয়ং সমভ্যোত্যা হৃয়গ্রীবং দদর্শ সঃ ॥ ২৫ ॥ অশ্বতীরে ততঃ
স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ তুরগাননং । শ্রীধরং চ বিভূং পুজ্য পঞ্চালবিষয়ং যযৌ ॥ ২৬ ॥ তত্রেশ্বরগুণৈবুভূতং
পুত্রমর্ধপতেয়ম্ । পাঞ্চালিকং বশী দৃষ্ট্বা প্রয়াগঃ প্রযতো যযৌ ॥ ২৭ ॥ প্রয়াগে শুভদে
তীরে যামুনে লোকবিশ্রুতে । দৃষ্ট্বা বটেশ্বরং রুদ্রং মাধবং যোগশায়িনং ॥ ২৮ ॥ দ্বাবেব
ভক্তিসংপূজ্যৌ পূজয়িত্বা মহাসুরঃ । মাঘমাসমথোপোষ্য ততো বারাণসীং গতঃ ॥ ২৯ ॥
সমাসাদ্য চ তাং পুণ্যং তীরেষু চ পৃথক্ পৃথক্ । সর্বপাপহরা হেবা স্নাত্বা পিতৃদেবতাঃ ॥ ৩০ ॥
এদক্ষিণীকৃত্য পুরীং সংপূজ্যাবমুক্তকেশবৌ । লোলং দিবাকরং দৃষ্ট্বা ততো মধুবনং
যযৌ ॥ ৩১ ॥ তত্র স্বায়ংভুবং দেবং দদর্শাস্বরসত্তমঃ । তমভ্যর্চ্য মহাতেজাঃ
পুঙ্করারণ্যমাগমৎ ॥ ৩২ ॥ তেহু ত্রিষপি তীরেষু স্নাত্বা পিতৃদেবতাঃ । এতৎ পবিত্রং পরমং

করিয়া, ত্রিরাত্র অবস্থান পূর্বক অবন্তীনগরীতে উপগত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেখানে শিপ্রা-
সলিলে স্নান ও ভক্তিসহ ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিয়া, শশানবাসী মহাকালবিগ্রহধারী
মহাদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাদেব তথায় সেই তামসমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া,
সর্বভূতের সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ এং সেই স্থানে অবস্থানপূর্বক সর্বভূতসংহত্যা
অন্তককে দক্ষ করিয়া, মহারাক্ষ শ্বেতকির রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ তিনি অতিমাত্র হুঁষ্ট
হইয়া, নিত্য তথায় বস করিতেন । ত্রিদশগণ তদীয় বিগ্রহের অর্চনা করেন এবং প্রমথগণ
তাহাঁর বেঠেন করিয়া আছে ॥ ২২ ॥ সেই মহাকাল মহাদেব কালেরও কাল, অন্তকেরও
অন্তক, যমেরও যম ও মৃত্যুরও মৃত্যু এবং চিত্রেরও বিচিত্র ॥ ২৩ ॥ তিনি ভূতনাথ, জগৎপতি
ও শশানবাসী । তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিয়া, প্রহ্লাদ নিষধাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥
তথায় ভগবান্ অমরেশ্বরকে দর্শন ও ভক্তিসহ পূজা করিয়া, মহোদয়সংগ্রহপুরঃসর হৃয়গ্রীবকে
অবলোকন ॥ ২৫ ॥ ও পরে অশ্বতীরে কুতাভিষেক হইয়া, তুরঙ্গবদনের সন্দর্শন এবং সেই বিভূ
শ্রীধরের আরাধনা করিয়া, পঞ্চালবিষয়ে সমাগত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তথায় অর্ধপতির পুত্র, ঈশ্বর-
গুণসম্পন্ন পাঞ্চালিককে দর্শন করিয়া, প্রযত হইয়া, প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥ যমুনার
অনুবর্তী প্রয়াগ অতি শুভজনক তীর্থ ও তজ্জন্ত ত্রিভুবনে বিখ্যাত । সেখানে বটেশ্বর রুদ্র ও
যোগশায়ী মাধবকে দর্শন করিয়া ॥ ২৮ ॥ সেই ভক্তিসংপূজ্য উভয় দেবতারই পূজা সমধান
ও সমস্ত মাঘমাস অবস্থানের পর বারাণসীতে উপগত হইলেন ॥ ২৯ ॥ সেই সর্বপাপহর
পরমপবিত্র বারাণসীধামে গমন করিয়া, তত্রত্য পৃথক্ পৃথক্ তীর্থনকলে স্নান ও পিতৃদেবগণের
অর্চনা ॥ ৩০ ॥ এবং সমুদায় পুরী প্রদক্ষিণ, মাধব ও উমাধব উভয়ের অর্চনা ও লোলনামক
দিবাকরকে দর্শনপূর্বক মধুবনে গমন ॥ ৩১ ॥ এবং তথায় দেবদেব স্বয়ম্ভুকে দর্শন ও তাঁহার
পূজা করিয়া, পুঙ্করারণ্যে সমাগত হইলেন । এবং সেই তীর্থত্রয়েই স্নান করিয়া, পিতৃদেবগণের
অর্চনা করিলেন ॥ ৩২ ॥ মহর্ষি অগস্ত্য এই পরমপবিত্র প্রাচীন আখ্যান কীর্তন করেন ।

পুরাণং প্রোক্তং স্বপ্নস্তোম মহর্ষিণা চ । ধন্তং যশস্যঃ বহুপাপনাশনং সংকীৰ্ত্তনাজ্জবপাং
স্মরণাজ্জ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাঁমনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রা নাম ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গতে চ তীর্থযাত্রায়াং প্রহ্লাদে দানবেশ্বরে । কুরুক্ষেত্রং সমভাগান্দ্রষ্টুঃ
বৈরোচনো যুনে ॥ ১ ॥ তস্মিন্ মহাধর্মযুতে তীর্থে ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ । শুক্রে দ্বিজাতিপ্রবরানি-
মন্ত্রয়ত ভার্গবঃ ॥ ২ ॥ ভৃগুণামন্ত্র্যমাণাস্তে শ্রদ্ধাত্রেয়সগৌতমঃ । কৌশিকাদিরসাতৈশ্চ
তদ্বজ্রাঃ কুরুজাদলং ॥ ৩ ॥ উত্তরাশাং প্রব্রুজুস্তে নদীং নুশতদ্রবীম্ । শাতদ্রবে জলে স্নাত্বা বি-
বাসং প্রযযুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ বিজ্ঞায় তত্রাস্য রতিং স্মার্ক্য পিতৃদেবতাঃ । ততোপি কিরণাং
পুণ্যাং দিনেশকিরণচ্যুতাং ॥ ৫ ॥ তদ্যঃ স্নাত্বা চ দেবর্ষে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ । বেগবতীং
সুপুনোদাং স্নাত্বা জগ্মুরথেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ দেবিকায়াং জলে স্নাত্বা পয়োক্ষায়াং চ তাপসঃ ।
অবতীর্ণা যুনে স্নাতুং মাগধাদ্যাঃ স্নভানবীং ॥ ৭ ॥ ততো নিমগ্না দদৃশুঃ প্রতিবিশ্বমথঃস্বনঃ ।
অস্তর্জলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যাকারকং ॥ ৮ ॥ উন্মজ্জন্তশ্চ দদৃশুঃ পুনর্কিস্মিতমনিমঃ । ততঃ
স্নাত্বা সমুত্তীর্ণা ঋষয়ঃ সর্ব এব হি ॥ ৯ ॥ পুষ্করাক্ষময়োগন্ধিং ব্রহ্মাণং চাপ্যপূজয়ন্ । ততো
ভূয়ঃ সরস্বত্যাশ্রীত্বৈ ত্রৈলোক্যবিশ্রুতে ॥ ১০ ॥ কোটিতীর্থে রুদ্রকোটিং দদর্শ রুবভধ্বজং ।
নৈমিষেয়া দ্বিজবরা মাগধেয়াঃ সসৈন্ধবাঃ ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মারণ্যাঃ পুষ্করেয়া দণ্ডকারণ্যাকান্তথা ।
চাম্পেয়াস্তারকচ্ছেয়া দেবিকাতীর্থকাস্চ যে ॥ ১২ ॥ তে তত্র শঙ্করং ভ্রষ্টুং সমারাম্তা দ্বিজাতয়ঃ ।

ইহা শ্রবণ, মনন ও কীৰ্ত্তন করিলে, লোকে ধন্ত হয়, যশস্বী হয় ও সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া
থাকে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাঁমনপুরাণে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রানামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি কুরুক্ষেত্র-
দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ ঐ তীর্থ পরমধর্ম্মসম্পন্ন । সেখানে ভৃগুবংশে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ-
পুঙ্গব শুক দ্বিজাতিপ্রবরদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন । ২ ॥ ভৃগু কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, এবং
তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছেন, শুনিয়া অত্রি, গোতম, কুশিক ও অদিরার বংশোদ্ভব তদ্বজ্র ব্রাহ্মণ-
সকল কুরুজাদলে ॥ ৩ ॥ উত্তরদিকে শাতদ্রবীনারী তরঙ্গিণীর অভিমুখে গমন এবং সেই নদীর
সলিলে স্নান করিয়া, পরে বিবাসে সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তথায় পিতৃদেবগণের অর্চনা করিয়া,
দিনকরের কিরণচ্যুত পরমপবিত্র কিরণায় গমন ॥ ৫ ॥ ও তদীয় সলিলে স্নানান্তর পরমপুণ্য
সলিল বেগবতীতে কৃতাভিষেক হইয়া, ঐশ্বরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর দেবিকা
ও পয়োক্ষী সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নভানুবীতে স্নান করিবার জন্ত সকলে অবতীর্ণ ॥ ৭ ॥ এবং
নিমগ্ন হইয়া, স্বপ্ন প্রতিবিশ্ব অস্তঃসলিলে দর্শনপূর্ব্বক অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ পরে
উন্মগ্ন হইয়া, তদনুরূপ দর্শন করিলেন । ওজ্জ্বল, তাঁহাদের অস্তঃকরণে নিরতিশয় বিস্ময়রসের
সঞ্চার হইল ॥ ৯ ॥ অনন্তর সকলেই স্নানান্তর সমুত্তীর্ণ হইয়া, পুষ্করলোচন ব্রহ্মার পূজা এবং
পুনরায় ত্রৈলোক্যবিশ্রুত সরস্বতীতীর্থে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥ কোটিতীর্থে রুদ্রকোটির
দর্শন করিলেন । তৎকালে নৈমিষ, মাগধ, দিকু ॥ ১১ ॥ ধর্ম্মারণ্য, পুষ্কর, দণ্ডকারণ্য, চম্পা,
তারকচ্ছ, এবং দেবিকাতীর্থ, এই সকল স্থল নিবাসী ॥ ১২ ॥ দ্বিজাতিগণ শঙ্করের দর্শনার্থ সমা-

কোটিসংখ্যাস্তপঃসিক্কা হরদর্শনলালসাঃ ॥ ১৩ ॥ অহং পূর্বমহং পূর্বমিত্যেবং বাদিনো যুনে ।
 তানাকুলান্ হরো দৃষ্টে । মহর্ষীন্ দগ্ধকিষিণান্ ॥ ১৪ ॥ তেবামেবামুতংপার্থঃ কোটিমূর্তি-
 রভুচ্ছিবঃ । ততস্তে যুনেঃ প্রীতাঃ সর্ব এব মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ সম্পূজয়ন্তস্তে তদ্বস্তীর্থং কৃত্বা
 পৃথক্ পৃথক্ । ইত্যেবং রুদ্রকোটিভিনাম শস্তোরজায়ত ॥ ১৬ ॥ তং দদর্শ মহাতেজাঃ প্রজ্ঞাদো
 ভক্তিমান্ বশী । কোটিতীর্থে ততঃ স্নাত্ব তর্পয়িত্বা বহুন্ পিতৃন্ ॥ ১৭ ॥ রুদ্রকোটিং সমভ্যর্চ্য
 জগাম কুরুজাজলং । ততো দেববরং স্থাপুং শঙ্করং পার্শ্বতীর্থিয়ং ॥ ১৮ ॥ সরস্বতীতলে
 যগং দদর্শ সুরপুজিতং । সারস্বতেষুসি স্নাত্বা স্থাপুং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ১৯ ॥ স্নাত্বা দশাশ্বমেধে
 চ সম্পূজ্য চ সুরান্ পিতৃন্ । সহস্রলিঙ্গং সম্পূজ্য স্নাত্বা তন্মিন্ হৃদে শুচিঃ ॥ ২০ ॥ অভিবাদ্য
 গুরুং শুক্রং সোমতীর্থং জগাম হ । তত্র স্নাত্বাভ্যর্চ্য পিতৃন্ সোমং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ২১ ॥
 কীরিকাবাসমভ্যেত্য স্নানং চক্রে মহামতিঃ । প্রদক্ষিণীকৃত্য তরুং বক্রণং চার্চ্য বুদ্ধিমান্ ॥ ২২ ॥
 ভূরঃ কুরুধ্বজং দৃষ্টে । পদ্মাকীং নগরীং ততঃ । তত্রার্চ্য মিত্রাবক্রণৌ ভাস্করৌ লোকপুজিতৌ ॥ ২৩ ॥
 কুমারধারামভ্যেত্য দদর্শ স্বামিনং বশী । স্নাত্বা কপিলধারায়ঃ সন্তপ্যর্ষিপিতৃন্ সুরান্ ॥ ২৪ ॥
 দৃষ্টে । স্বকং সমভ্যর্চ্য নর্মদারায়ঃ জগাম হ । তস্তাং স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য বাসুদেবং ত্রিঃ পতিং ॥ ২৫ ॥
 জগাম ভূধরং ত্রুতুং বারাহং চক্রধারিণং । স্নাত্বা কোকামুখেতীর্থে সম্পূজ্য ধরনীধরং ॥ ২৬ ॥
 ত্রিসৌবর্ণং মণীদেবং মধুদেশং জগাম হ । তত্র নারীহৃদে স্নাত্বা পূজয়িত্বা চ শঙ্করং ॥ ২৭ ॥ কালং-

গত হইলেন । তাঁহাদের সংখ্যা এককোটি । তাঁহারা সকলেই তপঃসিক্কা এবং সকলেই হর-
 দর্শনসমুৎসুক হইরাছিলেন ॥ ১৩ ॥ তজ্জন্ত আমি অগ্রে, আমি, অগ্রে মহাদেবকে দর্শন
 করিব, বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন । সেই দগ্ধকিষিষ মহর্ষিদিগকে ঐরূপ আকুল-
 ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া ॥ ১৪ ॥ তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ ভগবান্ ভব কোটিমূর্তি
 হইলেন । তদর্শনে তাঁহারা সকলেই প্রীতিমান্ হইয়া, মহাদেবের ॥ ১৫ ॥ পূজা করত, পৃথক্
 পৃথক্ তীর্থসকল স্থাপন করিলেন । এইরূপে মহাদেবের নাম রুদ্রকোটি হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

মহাতেজা জিতেল্লিয় প্রজ্ঞাদ ভক্তিমান্ হইয়া, তাঁহাকে দর্শন ও কোটিতীর্থে কৃত্যভিষেক
 হইয়া, বহু ও পিতৃগণের তর্পণ ॥ ১৭ ॥ এবং রুদ্রকোটির অর্চনা করিয়া, কুরুজাজলে সমাগত
 হইলেন । তথায় সুরপুজিত, পার্শ্বতীর্থিয় ॥ ১৮ ॥ দেববর স্থাপু শঙ্করকে সরস্বতীর সলিলে
 নিমগ্ন দর্শন ও সেই সারস্বতসলিলে স্নানান্তর ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া ॥ ১৯ ॥
 দশাশ্বমেধে প্রস্থান করিলেন । সেখানে কৃতস্নান হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের পূজা করিয়া,
 সহস্রলিঙ্গের অর্চনা এবং শুচি হইয়া, সেই হৃদেই অভিষেক করিয়া ॥ ২০ ॥ গুরুদেব শুক্রা-
 চার্যের অভিবাদনপুংসর সোমতীর্থে সমাগত হইলেন । তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও সোম-
 দেবের ভক্তিসহ পূজা সমাধানপূর্বক ॥ ২১ ॥ কীরিকাবাসে অভ্যাগত হইয়া, সেই মহামতি
 প্রজ্ঞাদ সেখানে অবগাহন করিলেন । এবং প্রদক্ষিণ ও বক্রণের অর্চনা করিয়া ॥ ২২ ॥ পুনরায়
 কুরুধ্বজের দর্শনান্তর পদ্মাকীনগরীতে সমাগত হইলেন । সেখানে লোকপুজিত মিত্রাবক্রণ
 ও ভাস্করের অর্চনা করিয়া ॥ ২৩ ॥ কুমারধারায় অভ্যাগত হইয়া, স্বামিকে সন্দর্শন করিলেন ।
 এবং কপিলধারায় স্নানান্তর পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের সন্তর্পণ ॥ ২৪ ॥ এবং স্বন্দের
 দর্শন ও অর্চন করিয়া, নর্মদায় উপনীত হইলেন । তথায় কৃত্যভিষেক হইয়া, পতি বাসু-
 দেবের আরাধনা করিয়া ॥ ২৫ ॥ চক্রধারী ভূধর বারাহ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন । এবং
 কোকামুখেতীর্থে স্নান ও ধরনীধরের অর্চনা করিয়া ॥ ২৬ ॥ মধুদেশে উপগত হইলেন । সেখানে
 নারীহৃদে স্নান ও শঙ্করের উপাসনা করিয়া ॥ ২৭ ॥ কালজরে গমন ও নীলকণ্ঠকে দর্শন
 করিলেন ।

জরং সমভোত্য নীলকণ্ঠং দদর্শ চ। নীলতীর্থক্লে স্নাত্বা পূজয়িত্বা ততঃ শিবং ॥ ২৮ ॥ জগাম
 সাগরানুপ প্রভাসে দ্রষ্টুমীশ্বরং। স্নাত্বা চ সঙ্গমে নদ্যাঃ সরস্বত্যাৰ্ণবস্ত চ ॥ ২৯ ॥ সোমেশ্বরঃ
 লোকপতিঃ স দদর্শ কপর্দিনং। স দক্ষশাপনির্দগ্ধঃ ক্ষয়ী তারাদ্বিধিঃ শশী ॥ ৩০ ॥ আপ্যায়িতঃ
 শঙ্করেণ বিষ্ণুনা স কপর্দিনা। তামর্চ্য দেবপ্রবরৌ প্রজগাম মহাগরং ॥ ৩১ ॥ তত্র রুদ্রঃ
 সমভ্যর্চ্য প্রজগমোত্তরান্ কুরুন্। পদ্মনাভঃ স তত্রার্চ্য সপ্তগোদাবরং বর্যো ॥ ৩২ ॥ তত্র
 স্নাত্ব চ্য দেবেশং ভীমং ত্রৈলোক্যবাসিনং। গঙ্গা দাক্ষবনে শ্রীমান্ শ্রীলিঙ্গং প্রদদর্শ হ ॥ ৩৩ ॥
 তমর্চ্য ত্রাঙ্কণীং গঙ্গা স্নাত্ব চ্য ত্রিদশেশ্বরং। শঙ্কাবতরণং গঙ্গা শ্রীনিবাসমপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ
 কুণ্ডিনং গঙ্গা সম্পূজ্য প্রাণতৃপ্তিদং। শূর্ণারকং চতুর্কীহং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥ মগ-
 ধারণ্যমাসাদ্য দদর্শ বসুধাদ্বিধং। তমর্চয়িত্বা বিশ্বেশং স জগাম প্রজান্মুখং ॥ ৩৬ ॥ মহীতীর্থে
 ততঃ স্নাত্বা বাসুদেবং প্রণম্য চ। শোণং নংপ্রাপ্য সম্পূজ্য রুদ্রধর্ম্মাণমীশ্বরং ॥ ৩৭ ॥ মহাকোশ্ঠাং
 মহাদেবং হংসাখ্যং ভক্তিমান্থ। পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈক্কাবারণ্যমুত্তমং ॥ ৩৮ ॥ তং দৃষ্ট্বার্চ্য
 হরিং চানৌ তীর্থং কনথলং বর্যো। তত্রার্চ্য ভদ্রকালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ ॥ ৩৯ ॥ ধনাদ্বিধং
 চ মের্ককং যথাবথ গিরিত্রয়ং। তত্র দেবং পশুপতিং লোকনাথং মহেশ্বরং। সম্পূজয়িত্বা
 বিধিবৎ কামরূপং জগাম হ ॥ ৪০ ॥ শশিপ্রভং দেববরং ত্রিনেত্রং সম্পূজয়িত্বা সুহিতং মৃড়াতৈশ্চ।
 জগাম তীর্থং প্রবরং মহাখ্যং তস্মিন্ মহাদেবমপূজয়চ্চ ॥ ৪১ ॥ ততস্ত্রিকুটং গিরিমদ্রিপুত্রং জগাম
 দ্রষ্টুং নহচক্রপাণিঃ। তমর্চ্য ভক্ত্যা তু গজেন্দ্রমোক্ষণং জজাপ, জাপ্যং পরমং পবিত্রং ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নীলতীর্থক্লে স্নান ও মহাদেবের পূজা করিয়া ॥ ২৮ ॥ সাগরানুপ প্রভাসে ঈশ্ব-
 রের দর্শনার্থ অভ্যাগত হইলেন। সেখানে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে কুতাভিষেক হইয়া ॥ ২৯ ॥
 সোমেশ্বর লোকপতি কপদ্বীকে দর্শন করিলেন। চন্দ্রমা দক্ষশাপে নির্দগ্ধ হইয়া, ক্ষয়রোগগ্রস্ত
 হইলে ॥ ৩০ ॥ ষাহাঁরা তাঁহ'রে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেই দেবপ্রবর মহাদেব ও বাসুদেব
 উভয়ের তথায় অর্চনা করিয়া, তিনি হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ সেখানে ভগবান্ রুদ্রের
 অর্চনা করিয়া, উত্তরকুরুতে অভ্যাগমন ও পদ্মনাভ বিষ্ণুর উপাসনানন্তর সপ্তগোদাবরে উপনীত
 হইলেন ॥ ৩২ ॥ তথায় কুতাভিষেক হইয়া, ত্রৈলোক্যবাসিত দেবগণেশ্বর ভীমের অর্চনা ও
 পরে দাক্ষবনে গমন করিয়া, শ্রী লঙ্কের দর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার পূজা ও ত্রাঙ্কণীতে গমন
 করিয়া, স্নান ও ত্রিদশেশ্বরের উপাসনাসংবিধানপূর্বক শঙ্কাবতরণে সমাগত হইয়া, শ্রীনিবাসের
 অর্চনা ॥ ৩৪ ॥ এবং পরে কুণ্ডিনে অভ্যাগত হইয়া, প্রাণতৃপ্তিসমুপধায়ক চতুর্কীহ শূর্ণারকের
 উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং যথ বিধানে তাহার পূজা করিয়া ॥ ৩৫ ॥ মগধারণ্যে গমন
 ও বিশ্বেশ্বর বসুধাদ্বিপের দর্শন ও অভ্যর্চনপূর্বক প্রজান্মুখে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ পরে মহা-
 তীর্থে স্নান ও বাসুদেবকে প্রণাম এবং শোণনদে সমাগত হইয়া, রুদ্রধর্ম্মা ঈশ্বরের অর্চনা
 করিয়া ॥ ৩৭ ॥ মহাকোশীতে গমন ও হংসাখ্য মহাদেবকে ভক্তিভরে পূজা করত, পরম-
 প্রশস্ত নৈক্কাবারণ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ তথায় ভগবান্ হরির দর্শন ও অর্চনা করিয়া,
 কনথলে গমন ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীশ্বর বীরভদ্রের উপাসনানন্তর ॥ ৩৯ ॥ গিরি-
 ত্রয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে লোকনাথ মহেশ্বর পশুপতির যথাবিধানে পূজাবিধিসমাধা-
 নানন্তর কামরূপে উপনীত হইলেন ॥ ৪০ ॥ সেখানে মৃড়নীর সহিত বিরাজমান শশিপ্রভ
 দেববর শঙ্করের আরাধনানন্তর তীর্থপ্রবর মহাতীর্থে গমন ও মহাদেবের পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥
 অনন্তর চক্রপাণির দর্শনার্থ ত্রিকুটপর্বতে গমন করিয়া, ভক্তিভরে তাহার অর্চনাপূর্বক পরম-
 পবিত্র ও সর্বথা পূজনীয় গজেন্দ্রমোক্ষণ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই দৈত্যপতিনন্দন

তত্রোষ্য দৈত্যৈশ্চরস্ফুটাদয়ান্‌মাসজয়ঃ মূলফলাশুভকী । নিবেদ্য বিপ্রৈশ্চবরেষু কাঞ্চনং
অগাম যোরং স হি দণ্ডকং বনং ॥ ৪৩ ॥ তত্র দিব্যং মহাশাখং বনস্পতিবপুর্জয়ং । দদর্শ
পুণ্ডরীকাকং মহাশাপদবারণং ॥ ৪৪ ॥ তস্তাধঃ জিরাডং স মহাভাগবতোশ্বরঃ । স্থিতঃ
স্থিতিলশারী চ পঠন্‌ সারস্বতং স্বরং ॥ ৪৫ ॥ তস্মাভীর্ধবরং বিদ্বান্‌ সর্কপাপপ্রণাশনঃ । অগাম
দানবোজ্জটং সর্কপাপহরং হরিং ॥ ৪৬ ॥ তস্তাশ্রতো অগাদাসৌ স্তবৌ পাপপ্রমোচনৌ ।
যৌ পুরা ভগবান্‌ প্রাহ ক্রোড়রূপী জনার্দনঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাদধাগাদৈত্যৈশ্চ শালগ্রামং
মহাকলং । বজ্র সন্নিহিতৌ বিষ্ণুঃ স্তম্ভেযু স্থাবরেযু চ ॥ ৪৮ ॥ তত্র সর্কগতং বিষ্ণুং মদ্য চক্রে
রতিং বলী । পূজয়ন্‌ ভগবৎপাদৌ মহাভাগবতৌ যুনে ॥ ৪৯ ॥ ইয়ন্তবোক্তা মুনিসম্বজ্জটৌ
প্রহ্লাদভীর্ধবগতিঃ সুপুণ্যা । যৎকীর্তনামুশ্রবণাৎ স্পর্শমাচ্চ বিমুক্তপাপা মমুজা ভবন্তি ॥ ৫০ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বামনপ্রাহুর্ভাবে প্রহ্লাদভীর্ধবাজানাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যান্‌ অপ্যান্‌ ভগবন্তুত্যা প্রহ্লাদৌ দানবোজপৎ । গজেন্দ্রমোক্ষণাদীংস্তং
চতুরশীতান্‌ বদস্ব মৈ ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু কথয়িষ্যামি অপ্যানেনতাংস্তপোধন । হুঃস্বপ্ননাশো ভবতি যৈককৈঃ
সংস্রুতৈঃ ঋতৈঃ ॥ ২ ॥ গজেন্দ্রমোক্ষণং স্বাদৌ শৃণু তদনন্তরং । সারস্বতৌ ততঃ পুণৌ
পাপপ্রশমনৌ স্তবৌ ॥ ৩ ॥ সর্করত্নময়ঃ ত্রীমাংছকুটৌ নাম পর্কতঃ । স্নতঃ পর্কতরাজস্

প্রহ্লাদ তথায় ফল, মূল ও জলমাত্র ভক্ষণপূর্বক আদরসহকারে মাসজয় বাস ও ব্রাহ্মণদিগকে
কাঞ্চন নিবেদন করিয়া, ভয়ঙ্কর দণ্ডককাননে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ তথায় পুণ্ডরীকাক
বিশালশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিবপু ধারণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন । তঁহাকে দর্শন
করিয়া ॥ ৪৪ ॥ সেই মহাভাগবত মহামুখ প্রহ্লাদ সেই বনস্পতির তলদেশে তিনরাত্রি বাস
ও স্থিতিলে শয়নপূর্বক সারস্বতস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ তথা হইতে বিদ্বান্‌ প্রহ্লাদ
সর্কপাপপ্রণাশন তীর্থবরে সর্কপাপহর হরির দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ এবং তদীয় সমক্ষে
পাপপ্রমোচন স্তবদ্বয় গান করিতে লাগিলেন । পূর্বে ভগবান্‌ জনার্দন শূকর মূর্তিপরিগ্রহ
করিয়া, ঐ স্তবযুগল কীর্তন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥ তথা হইতে দৈত্যৈশ্চ মহাকল শালগ্রামে
গমন করিলেন । সেখানে বিষ্ণু স্থাবর স্তম্ভসমূহে সন্নিহিত আছেন ॥ ৪৮ ॥ এইরূপে সর্কগত
বিষ্ণু তথায় বিরাজ করিতেছেন, ভাবিয়া, প্রহ্লাদ তাহাতে অমুরাগবদ্ধ হইলেন । এবং ভগ-
বানের চরণযুগল বন্দনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ প্রহ্লাদের এই তীর্থযাত্রা তোমার নিকট
কীর্তন করিলাম । ইহা যেমন অতিমাত্র পবিত্র, সেইরূপ, মুনিগণ ইহার সেবা করেন । ইহার
কীর্তন ও শ্রবণ করিলে, লোকে পাপমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বামনপ্রাহুর্ভাবে প্রহ্লাদভীর্ধবাজানামক চতুরশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ গজেন্দ্রমোক্ষণাদি যে স্তবচতুষ্টয় অপ করেন, এবং
বাহা অপ করা সর্কথা কর্তব্য, কীর্তন করুন ॥ ১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, তপোধন ! শ্রবণ কর, ঐ সকল অপণীয় স্তব কীর্তন করিব । ইহাদের
শ্রবণ, মনন ও কীর্তন করিলে, হুঃস্বপ্নবিনাশ হয় ॥ ২ ॥ প্রথমে গজেন্দ্রমোক্ষণ শ্রবণ কর ।
পরে পাপপ্রশমন দ্বিতীয় সারস্বত স্তব শ্রবণ করিবে ॥ ৩ ॥ ত্রিকূট নামে সর্কবিধ রত্নময় ত্রীমান্‌

শ্রমেরোভাস্করহ্যতেঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষীরোদজলবীচ্যৈধোতামলশিলাতলঃ । উখিতঃ সাগরং ভিষা
দেবর্ষিগণসেবিতঃ ॥ ৫ ॥ অঙ্গরোভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ প্রস্রবণাকুগঃ । গন্ধর্কৈঃ কিম্বরৈর্ধৈকৈঃ
সিন্ধুচারণগুহ্যকৈঃ ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধরৈঃ সপত্নীকৈঃ সংযতৈশ্চ তপস্বিভিঃ । বৃক্ণোপগজৈস্তৈশ্চ
বৃতগাজো বিরাজতে ॥ ৭ ॥ পুশ্পাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বিশ্বামলকপাটলৈঃ । চূতনীপকদম্বৈশ্চ
চন্দনাংকুরচম্পকৈঃ ॥ ৮ ॥ শাটগন্তালৈস্তমালৈশ্চ সরলার্জুনপর্পটৈঃ । তথাষ্টকির্বিধৈবৃ কৈঃ
সর্বতঃ সমলংকৃতঃ ॥ ৯ ॥ নান'ধাৎকটৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রস্রবন্তঃ সমংকৃতঃ । শোভিতো
কচিরঃ ঐশ্বজ্জিভির্কিস্তীর্ণসানুভিঃ ১০ ॥ মৃগৈঃ শাখ'মৃগৈঃ সিংহৈর্হাতৈশ্চ সদামদৈঃ । জীবং-
জীবকসংযুটৈশ্চকোরশিখিনাদিতৈঃ ॥ ১১ ॥ তন্ত্ৰকং ক'ঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে বদ্বিবাকরঃ ।
নানাপুণ্যসমাকীর্ণং নানাগন্ধাদবাসিতং ॥ ১২ ॥ দ্বিতীয়ং রাজতং শৃঙ্গং সেবতে বদ্বিশাকরঃ ।
পাণ্ডুর'ম্বুদসংকাশং তথা রত্নচর্যোপমং ॥ ১৩ ॥ বজ্রেন্নীলবৈদূর্য্যভোজোভির্ভাগয়দিশঃ ।
তৃতীয়ং ব্রহ্মসদনং প্রস্তুতং শৃঙ্গমুত্তমং ॥ ১৪ ॥ ন তৎ কৃতব্রাঃ পশুস্তি নৃশংসো নৈব রাক্ষসাঃ ।
নাতপ্ততপসো লোকে যে চ পাপকৃতো জনাঃ ॥ ১৫ ॥ তন্ত্ৰ সানুভূতঃ পৃষ্ঠে সরঃ কাঞ্চনপঙ্কজং ।
কারণবসমাকীর্ণং রাজহংসোপশোভিতং ॥ ১৬ ॥ কুমুদোৎপলকঙ্কারৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শোভিতং ।
কমলৈঃ শতপত্রৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ সমলংকৃতং ॥ ১৭ ॥ পত্রৈর্নরকতপ্রৈথ্যঃ পুষ্পৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ ।
গুণ্ডৈঃ কীচকবেণুনাং সমংতাং পরিবেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ সরসি হৃষ্টায়া নিগূঢ়োত্তর্জলেশ্বরঃ ।

পর্বত আছে । ঐ পর্বত ভাস্করহ্যতি শ্রমের পুত্র ॥ ৩ ॥ ক্ষীরোদসলিলতরঙ্গে উহার
অমল শিল'তল প্রক্ষালিত হইয়া থাকে । দেব ও ঋষিগণ উহার সেবা করেন । উহা সাগর
ভেদ করিয়া, উখিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ঐ শ্রীমান্ পর্বত অঙ্গরোগণে পরিবৃত ও প্রস্রবণপর-
ম্পরায় সমাকীর্ণ । তদ্বাতিত, গন্ধর্ক, কিম্বর, বৃক, সিন্ধু, চারণ, গুহ্যক ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধর ও
সংযত তপস্বিগণ এবং বৃক ও গজেন্দ্রসমূহে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, উহার পরম শোভা সমুদ্ভূত
হইয়াছে ॥ ৭ ॥ পুশ্পাগ, কর্ণিকার, বিশ্ব, আমলক, পাটল, চূত, নীপ, কদম্ব, চন্দন, অঙ্কুর,
চম্পক ॥ ৮ ॥ শাল, তাল, তমাল, সরল, অর্জুন, পর্পট এবং অন্যান্য বিবিধ পাদপরাজির সংসর্গে
উহা অতিমাত্র বিরাজিত ॥ ৯ ॥ উহার শৃঙ্গ সকল বিবিধ-ধাতু-লাঙ্ঘিত ও সমস্তাৎ প্রস্রবণসমূহে
সমাকীর্ণ, এবং উহার প্রস্থজয় বিস্তীর্ণ-সানুভিঃ । এই সকলের সান্নিধ্যযোগে উহা শোভিত
ও কচিরভাবসমাবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥ মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ ও সদামদ মাতঙ্গ সকল উহাতে
বিচরণ, জীবজীবক সমস্ত সঞ্চারণ এবং চকোর ও শিখিসমূহ উহাতে শব্দ করিতেছে ॥ ১১ ॥
উহার এক শৃঙ্গে দিবাকর অবস্থিতি করেন । ঐ শৃঙ্গ বিবিধ পুষ্পে আচ্ছন্ন ও বিবিধ গন্ধাদিতে
আমোদিত ॥ ১২ ॥ উহার দ্বিতীয় শৃঙ্গ রজতময় । নিশাকর উহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ।
ঐ শৃঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ-পয়োদসন্নিভ, সাক্ষাৎ রত্নচয়সদৃশ ॥ ১৩ ॥ এবং বজ্র, ইন্দ্রনীল, ও বৈদূর্য্য এই
সকলের তেজে দগদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে । তৃতীয় শৃঙ্গে ব্রহ্মসদন প্রতিষ্ঠিত এবং উহা
পরমপ্রস্তুতভাবাপন্ন ॥ ১৪ ॥ কৃতব্রেরা তাহা দেখিতে পায় না ; নৃশংসেরাও তাহা অবলোকন
করিতে সমর্থ হয় না ; রাক্ষসেরাও তাহার দর্শনলাভে সক্ষম নহে ; বাহারা পাপকারী ও
তপস্তা করে নাই, তাহারাও তাহা দেখিতে পায় না ॥ ১৫ ॥

সেই সানুমানের পৃষ্ঠদেশে কাঞ্চনপঙ্কজে অলঙ্কৃত এক সরোবর আছে । উহা কারণব-
গণে সমাকীর্ণ, রাজহংসসকলে সুশোভিত ॥ ১৬ ॥ কুমুদ, উৎপল ও কঙ্কারস্তোমে সমলংকৃত ;
কনক কমল ও শতপত্রসমূহে বিমণ্ডিত ॥ ১৭ ॥ মরকতপ্রতিম পত্র ও কাঞ্চনসন্নিভ কুমুমকূলে
বিরাজিত, গুণ্ড ও কীচকপরম্পরায় পরিবেষ্টিত ॥ ১৮ ॥ সেই সরোবরে হৃষ্টায়া মহাদল কোন

আসীদগ্ৰাহো গজেন্দ্রাণাং চুরাধর্ষো মহাবলঃ ॥ ১৯ ॥ অথ দন্তোজ্জলবপুঃ কদাচিদগজযুগপঃ ।
 মদস্রাবী জলাকাজ্জী পাদচাৰীব পৰ্শ্বতঃ ॥ ২০ ॥ বাসয়ন্ মদগন্ধেন গিরিঠৈমরাবভোপমঃ । স গজৈঃ-
 জনসঙ্কাশো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ২১ ॥ ভূষিতঃ স্নাতুকামোহসাববতীৰ্শ্চ তজ্জলম্ । সলীলঃ
 পঙ্কজবনে যুগ্মমধ্যগতস্তনুঃ ॥ ২২ ॥ গৃহীতস্তেন রৌদ্রেণ গ্রাহেণাবাক্তমূর্তিনা । পশুস্তীনাং
 করেণুনাং ক্রোশস্তীনাং চ দাক্ষণং ॥ ২৩ ॥ ত্রিযুগে পঙ্কজবনে গ্রাহেণাতিবলীয়সী । গজ আকর্ষতে
 তীরং গ্রাহ আকর্ষতে জলম্ ॥ ২৪ ॥ তয়োর্দিবাং মহাযুদ্ধং জাতং বর্ষণহস্তকম্ । বাক্ষণৈঃ
 সংযুতঃ পাঠৈশনিপ্রযত্নগতিঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥ বেষ্ঠ্যমানঃ স্রুগোঠৈরস্ত পাঠৈর্নাগো দৃঢ়স্তথা ।
 বিফূৰ্য্য চ যথাশক্তি বিক্রোশংশ্চ মহারবান্ ॥ ২৬ ॥ ব্যথিতঃ সন্নিরুচ্ছাসো গৃহীতো ঘোরকর্মণা ।
 পরমামাপদং প্রাপ্য মনসাচিন্তয়ন্নিরুদ্ভিঃ ॥ ২৭ ॥ স তু নাগবরঃ শ্রীমান্নারায়ণপরায়ণঃ । তমেব
 শরণং দেবং গতঃ সর্কাস্তনা তদা ॥ ২৮ ॥ একাত্মানুগৃহীত আ বিমুদ্বেনাস্তরাশ্রয়ান্ । জন্ম-
 অনাস্তরাভ্যাসান্ত্রিমাণ্ড গরুড়ধ্বজে ॥ ২৯ ॥ আদ্যং দেবং মহাদেবং পূজয়ামাস কেশবং ।
 মথিতামৃতকেনাতং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ৩০ ॥ সহস্রশতনামানমাদিদেবমঙ্গং বিভূং । প্রগৃহ
 পুঙ্করাগ্রেণ কাঞ্চনং কমলোদ্ভবং । আপদবিমোক্ষমশিচ্ছন্ গজঃ স্তোত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৩১ ॥

গজেন্দ্র উবাচ । ওঁ নমো মূলশ্রুতঃ পরে অজিতায় মহাত্মনে । অনাশ্রিতায় দেবায় নিঃস্পৃহায়

গ্রাহ অস্তর্জলে অর্জিত হইল, বাস করিত । গজেন্দ্রগণ তাহাকে ধর্ষণ করিতে পারিত না ॥ ১৯ ॥

কোন সময়ে দন্তোজ্জল-শরীর-বিশিষ্ট মদস্রাবী গজযুগপতি স্নান ও জলপানে অভিলাষী হইয়া, পাদচাৰী পৰ্শ্বতের স্থায় ॥ ২০ ॥ এবং সাক্ষাৎ ঐরাবতের স্থায়, মহাগন্ধে সমস্ত পৰ্শ্বত বাসিত করিয়া, অঙ্গন-সংকাশ কলেবরে মদাঘূর্ণিত লোচনে ॥ ২১ ॥ পিপাসাবশে ঐ সরোবর-সলিলে অবতীর্ণ এবং যুগ্মমধ্যে থাকিয়া, স্বাসহকারে পঙ্কজবনে বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ সেই অব্যক্তমূর্তি ভয়ঙ্কর গ্রহ তদবস্থায় তাহারে গ্রহণ করিল । করেণুগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, দাক্ষণ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৩ ॥ অতীব বলীয়ান গ্রাহ তাহারে পঙ্কজ বনমধ্যে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই গজ তাহাকে তীরের দিকে আকর্ষণ ও গ্রাহও তাহারে জলমধ্যে অত্যাকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ এইরূপে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিয়া, দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিল । তখন গ্রাহ গজকে বাক্ষণপাশে বদ্ধ করিয়া, নিপ্রযত্নগতি করিয়া ভুলিল । ২৫ ॥ গজপতি অতীব ভয়ঙ্কর ও অতীব দুর্ভেদ্য পাশে বেষ্ঠ্যমান হইয়া, যথাশক্তি বিফূর্জনপূরঃসর মহারবে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ ঘোর কর্মবশে গৃহীত ও ব্যথিত হওয়াতে, ক্রমে উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া উঠিল । এবং যারপরনাই বিপন্ন হইয়া, মনে মনে নারায়ণের শরণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর সেই শ্রীমান্ নাগবর নারায়ণপরায়ণ হইয়া, সর্কাস্তঃ-করণে প্রবেশ্য সেই ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৮ ॥ জন্মজন্মান্তরসমুদ্ভাবিত অভ্যাস-করণোপগমন-গরুড়ধ্বজে তাহার ভক্তির আবির্ভাব হইল । সেই ভক্তিবশে অন্তরাশ্রয় পরম-ভক্তিসম্পন্ন হইলে, সে একাত্ম ও অমৃগৃহীত হইয়া ॥ ২৯ ॥ আদ্য, দেব, মহাদেব কেশবের পূজা করিল । সেই ভগবান্ মথিত অমৃতের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৩০ ॥ এবং সহস্র সহস্র শতনামে অলঙ্কৃত ও সর্বব্যাপী । এবং আদিদেবনামে অভিহিত । গজপতি শুভাঙ্গে কাঞ্চনকমলগ্রহণপূর্বক, ভগবানের পূজা করিয়া, আপদবিমোক্ষ অভিলাষে বক্ষ্যমাণ কাঞ্চনমুদ্র করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

ভূমি-মূলশ্রুতি ; ভূমি অজিত ; ভূমি বিরাটরূপ ; তোমাকে নমস্কার । তোমার আশ্রয়

নমোহু তে ॥ ৩২ ॥ নম আদ্যায় বামায় আৰ্য্যাদিপ্রবর্তিনে । অনন্তরায় চৈকায় অব্যক্তায়
নমো নমঃ ॥ ৩৩ ॥ নমো গুহায় গুটায় গুণায় গুণবর্তিনে । অতর্ক্যাপ্রামেয়ায় অভূলায়
নমো নমঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ শিবায় শান্তায় নিশ্চিন্তায় যশস্বিনে । সনাতনায় পূর্ব্বায় পূর্বাণায়
নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমোহু তস্মৈ দেবায় নিগুণায় গুণায়নে । নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় গোবিন্দায়
নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥ নমোহু পদ্মনাভায় সাংখ্যযোগোদ্ভবায় চ । বিশেষ্বরায় দেবায় শিবায়
হরয়ে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ নমোহু তস্মৈ দেবায় নিগুণায় গুণায়নে । নারায়ণায় বিধায় বেদায়
পরমাত্মনে ॥ ৩৮ ॥ নমো নমঃ কারণবামনায় নারায়ণায়ামিতবিক্রমায় । ত্রিশাঙ্গচক্রাদি-
গদাধরায় নমোহু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৩৯ ॥ গুহায় বেদনিলয়ায় মহোরগায় সিংহায় দৈত্য-
নিধনায় চতুর্ভুজায় । ব্রহ্মৈকরুদ্রমুনিচারণসংস্কৃতায় দেবোত্তমায় সকলায় নমোহু চ্যুতায় ॥ ৪০ ॥
নাগেশ্বভোগশয়নায় চ সুপ্রিয়ায় গোক্ষীরহেমশুকনীলঘনোপমায় । পীতাম্বরায় মধুকৈটভনিশ-
নায় বিশ্বাদ্যাচারুমুক্তায় নমোহু ক্ষরায় ॥ ৪১ ॥ নাভিপ্রজাতকমলস্থচতুর্মুখায় ক্ষীরোদকার্ণব-
নিকেতয়শোধরায় । নানাবিচিত্রকনকাজদভূষণায় সর্বেশ্বরায় বরদায় নমো বরায় ॥ ৪২ ॥
ভক্তিপ্রিয়ায় বরদীপ্তসুদর্শনায় দেবেশ্ববিদ্রুশমনোদ্যতপৌরুষায় । ফুল্লারবিন্দবিমলায়ত-
লোচনায় যোগেশ্বরায় বরদায় নমো বরায় ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মায়ণায় ত্রিদশায়ণায় লোকায়ণায়ানুহিতায়-
ণায় । নারায়ণায়ানুবিকাশনায় মহাবরাহায় নমঃ সুরোহস ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণমব্যাক্তমচিস্ত্যরূপং নারায়-

নাই, স্পৃহা নাই ; তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥ তুমি সকলের আদি,
তুমি বামনরূপ, তুমি ঋষিগণের পরম সহায়, তুমি আদিপ্রবর্তী ; তোমাকে নমস্কার । তোমার
অন্তরায় নাই ও কোনরূপ প্রকাশ নাই ; তুমি অদ্বিতীয়স্বরূপ ; তোমাকে বারংবার নমস্কার
করি ॥ ৩৩ ॥ তুমি গুহ ও গুটস্বরূপ, তুমি গুণ ও গুণবর্তী, তুমি তর্কের অতীত, ইয়ত্তার বহির্ভূত
ও তুলনার অনাত্মাত ; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥ তুমি শিবস্বরূপ ও শান্তস্বরূপ ;
তুমি চিন্তার অতীত ও পরম কীর্তিমান ; তোমাকে নমস্কার । তুমি সনাতন ও পুরাণস্বরূপ ;
তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ তুমি নিগুণ ও গুণায় ; তোমাকে নমস্কার । তুমি জগ-
তের প্রতিষ্ঠাতা ও গোবিন্দ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ তুমি পদ্মনাভ ও সাংখ্য-
যোগের উদ্ভাবক ; তুমি বিশেষ্বর, শিবস্বরূপ হরি ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ তুমি বিশ্বরূপ,
পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥ তুমি কারণ-বামনস্বরূপ, তুমি অমিত-
বিক্রম, তুমি নারায়ণ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৯ ॥ তুমি শাঙ্গ, চক্র ও গদাধর ;
তুমি পুরুষোত্তম ; তোমাকে নমস্কার । তুমি গুহ বেদনিলয়, তুমি বাসুকি, তুমি নৃসিংহ, তুমি
দৈত্যনিষ্পদন, তুমি চতুর্ভুজ । ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মুনিগণ, চারণগণ তোমার শুব করেন ; তুমি দেব-
গণের অগ্রগণ্য ; তুমি সকল ও অচ্যুতস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥ তুমি শেষভোগপর্য্যঙ্কে
শয়ন করিয়া থাক ; তুমি সকলের পরমপ্রীতিভাজন, তুমি গোক্ষীরসদৃশ, কনকসন্নিভ, শুকসংকাশ
ও নীলমেঘোপম ; তুমি পীতাম্বর, মধুকৈটভনিষ্পদন, বিশ্বাদ্যা, চারুমুক্ত ও অকরুণস্বরূপ ;
তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥ চতুর্মুখ তোমার নাভিপ্রজাতকমলে অধিষ্ঠান করেন ; ক্ষীরোদ
সাগর তোমার নিকেতন ; তুমি নানাবিচিত্র কনকাজদে বিভূষিত ; তুমি সকলের ঈশ্বর ও সক-
লের বরদাতা বরস্বরূপ , তোমাকে নমস্কার ॥ ৪২ ॥ তুমি ভক্তিপ্রিয় ; তোমার সুদর্শনচক্র
বরপ্রভাবে অতিমাত্র দীপ্তিবিগিষ্ট ; তুমি দেবেশ্বরের বিদ্রুশমার্থ সর্বদাই পৌরুষ প্রদর্শন
করিয়া থাক ; তোমার লোচন প্রফুল্লপদ্মবৎ বিমল ও আয়ত ; তুমি যোগের প্রতিষ্ঠাতা, বরদ
ও বরস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥ তুমি ব্রহ্মের আশ্রয় দেবগণের আশ্রয়, লোকসকলের
আশ্রয় ও আনুহিতের আশ্রয় ; তুমি নারায়ণ ও আনুবিকাশন মহাবরাহ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

শরণং কারণমাদিদেবং । যুগান্তশেষং পুরুষং পুরাতনং তং দেবদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৫ ॥
 যোগেশ্বরং চাক্রবিচিত্রমৌলিমজ্জেরমগ্রাং প্রকৃতেঃ পরমং । ক্ষেত্রজমাশ্রিতং বরেণ্যস্তুং
 বাসুদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৬ ॥ অদ্বৈতমবাক্যমচিন্ত্যমব্যয়ং ব্রহ্মব্রহ্মো ব্রহ্মময়ং সনাতনং ।
 বদন্তি যং বৈ পুরুষং সনাতনং তং দেবগুহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥ যদক্ষরং ব্রহ্ম বদন্তি সর্বগং
 নিশম্য যং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচাতে । তমীশ্বরং তুষ্ণমহুতমৈশ্বর্যৈঃ পরায়ণং বিমুখৈপমি শাস্বতং ॥ ৪৮ ॥
 কার্ধ্যং ক্রিয়াকারণমগ্রমেষং হিরণ্যনাভং বরপদ্মনাভং । মহাবলং দেবনিধিঃ সুরেশ্বরঃ ব্রহ্মামি
 বিষ্ণুং শরণং জনার্দনং ॥ ৪৯ ॥ কিরীটকেশ্বরমহার্হনিকৈশ্বর্য্যুক্তমালংকৃতসর্বগাজং । পীতাম্বরং
 কাঞ্চনভক্তিচিত্রং মালাধরং কেশবমভ্যুপৈমি ॥ ৫০ ॥ তারোস্তবং বেদবিদ্যাস্বরীষ্ঠং যোগীন্দ্রনাং
 সাংখ্যবিদ্যাস্বরীষ্ঠং । আদিত্যকুন্দ্রাশ্বিবসুপ্রভাবং প্রভুং প্রপদ্যেচ্ছাতমাদিভূতম্ ॥ ৫১ ॥
 জীবৎসাকং মহাদেবং দেবগুহং মনোরমং । প্রপদ্যে সূক্ষ্মমতুলং বরেণ্যমভয়প্রদম্ ॥ ৫২ ॥
 প্রভবং সর্বভূতানাং নিষ্ঠুরং পরমেশ্বরং । প্রপদ্যে মুক্তনঃপ নাং যতীনাং পরমাং গতিং ॥ ৫৩ ॥
 ভগবন্তং গুণাধ্যক্ষমক্ষরং পুরুষেক্ষণং । শরণ্যং শরণং ভক্ত্যা প্রপদ্যে ভক্তবৎসলং ॥ ৫৪ ॥
 ত্রিবিক্রমং ত্রিলোকেশং সর্বোবাং প্রপিতামহং । যোগাত্মানং মহাত্মানং প্রপদ্যেচ্ছং জনা-
 র্দনং ॥ ৫৫ ॥ আদিদেবমজং শম্ভুং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনং । নারায়ণমণীরাংসং প্রপদ্যে-

ভুমি কুটস্থ, ভুমি অব্যক্ত, ভুমি অচিন্ত্যরূপ, ভুমি নারায়ণ, ভুমি কারণরূপী ও আদিদেব ; ভুমি
 যুগান্তশেষ, পুরাণপুরুষ, ভুমি দেবদেব ; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৫ ॥ ভুমি যোগে-
 শ্বর ও চাক্রবিচিত্রমৌলিবিশিষ্ট ; ভুমি অজ্ঞের ও অগ্র্যস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত ; ভুমি ক্ষেত্রজ
 ও আশ্রিত ; ভুমি বরেণ্যস্বরূপ বাসুদেব ; তোমার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৬ ॥ ভুমি চিন্তার
 অতীত, দৃষ্টির অতীত, বাক্তির অতীত ও বিনাশের অতীত ; ব্রাহ্মণগণ তোমাকে নিত্যপ্রবর্তমান
 ব্রহ্মময় বলিয়া থাকেন, ভুমি শাস্বতস্বরূপ ও পুরুষস্বরূপ, দেবগণও তোমার প্রকৃত স্বরূপ পরি-
 জ্ঞানে সমর্থ নহেন ; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭ ॥ যাহাকে সর্বদা ও অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া
 থাকে এবং যাহার শ্রবণ করিলে, মৃত্যুমুখপ্রমুক্ত হওয়া যায় ; যিনি সকলের ঈশ্বর ও পরম
 আশ্রয়, সেই অহুতমগুণযুক্ত, সর্বথা আপ্তকাম, শাস্বতস্বরূপ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৮ ॥
 যিনি কার্ধ্য, ক্রিয়া ও কারণস্বরূপ ; যাহার ইয়ত্তা বা অবধারণ নাই ; যিনি হিরণ্যনাভ ও বর-
 পদ্মনাভ ; যিনি মহাবল, দেবনিধি ও সুরেশ্বর, সেই বিশ্বব্যাপী জনার্দনের শরণ গ্রহণ করি-
 লাম ॥ ৪৯ ॥ যাহার সমুদায় গাত্র কিরীট, কেশ্বর, মহামূল্য নিক ও উৎকৃষ্ট মণিগণে অলঙ্কৃত ;
 যিনি পীতাম্বর ও কাঞ্চনভক্তিবিচিত্রিত-কলেবর, সেই বনমালাবিভূষিত কেশবের শরণ গ্রহণ
 করিলাম ॥ ৫০ ॥ যিনি ওঙ্কারধোনি ও বেদবিদগণের অগ্রগণ্য ; যিনি যোগাত্মা ও সাংখ্যবিদ-
 গণের বরিষ্ঠ ; যিনি আদিত্য, কুন্দ্র, অশ্বী ও বসুগণের প্রভাবসম্পন্ন ; যিনি সকলের প্রভু ও
 আদিভূত, সেই অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫১ ॥ যিনি জীবৎসাক ও মহাদেব ; যিনি দেব-
 গুহ ও সকলের মনোহারী, সেই সূক্ষ্মস্বরূপ, বরেণ্যস্বরূপ ও অহুপমস্বরূপ অভয়প্রদাতা নারায়-
 ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫২ ॥ যিনি সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা, গুণাতীত পরমেশ্বরস্বরূপ ; বিমুক্তসঙ্গে
 যতিগণের পরমাগতি, সেই বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৩ ॥ যিনি গুণাধ্যক্ষ, অক্ষরস্বরূপ
 ও পুরুষেক্ষণ ; যিনি সকলের রক্ষাকর্তা ও আশ্রয়দাতা ও ভক্তবৎসল, সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ
 করিলাম ॥ ৫৪ ॥ যিনি ত্রিবিক্রম ও ত্রিলোকী় ঈশ্বর, যিনি সকলের প্রপিতামহ, সেই যোগাত্মা
 ও মহাত্মা জনার্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৫ ॥ যিনি আদিদেব ও সকল কল্যাণের উদ্ভব-
 ক্ষেত্র ; যাহার অম্ব নাই ও বিনাশ নাই ; যিনি ব্রাহ্মণপ্রিয় ও ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ, সেই পরমাণুস্বরূপ

ত্র্যক্ষণপ্রিয়ং ॥ ৫৬ ॥ নমো হরায় দেবায় নমঃ সৰ্বমহায় চ । প্রপদ্যো দেবদেবেশমণীয়াং-
সন্তনোঃ সদা ॥ ৫৭ ॥ একায় লোকতত্ত্বায় পরতঃ পরমাত্মনে । নমঃ সহস্রশিরসে অনন্তায়
মহাত্মনে ॥ ৫৮ ॥ .ত্বমেব শরণং দেবমুখয়ো বেদপারগাঃ । কীর্তয়ন্তি চ যঃ সৰ্বৈ ত্র্যক্ষদীনাং
পরায়ণং ॥ ৫৯ ॥ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানাং ভয়শ্রদ । অব্রক্ষ্য নমস্তেহস্ত গ্রাহমাং শরণা-
গতং ॥ ৬০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ভক্তিং তস্তানুসংচিন্ত্য নাগস্ত্যামোঘসম্ভবঃ । প্রীতিমানভবদ্বিষ্ণুঃ শঙ্খ-
চক্রগদাধরঃ ॥ ৬১ ॥ সান্নিধ্যং কল্পয় মাং তস্মিন্ সরসি কেশবঃ । গরুড়স্থো জগৎস্বামী লোকা-
ধারস্তপোধনঃ ॥ ৬২ ॥ গ্রাহগ্রস্তঃ গজেন্দ্রঃ তং তঞ্চ গ্রাহং জলেশয়াৎ । উজ্জহার্য প্রমেয়াত্মা
তরঙ্গা মধুসূদনঃ ॥ ৬৩ ॥ জলস্থঃ দারয়ামাস গ্রাহং চক্রেণ মাধবঃ । মোক্ষয়ামাস নাগেন্দ্রঃ
পাশেভ্যঃ শরণাগতং ॥ ৬৪ ॥ এবং হি দেবপাশেন হৃহর্গকর্কসত্তমঃ । গ্রাহত্মগমং কৃৎন্যামোক্ষং
প্রাপ্য দিবং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ . গজোপি বিষ্ণুনা স্পৃষ্টো জাতো দিব্যবপুঃ পুমান্ । পাপাবিমুক্তো
যুগপদগজগকর্কসত্তমো ॥ ৬৬ ॥ প্রীতিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শরণাগতবৎসলঃ । অভবত্থ দেবেশ-
স্তাভ্যাতীক্বেব প্রপূজিতঃ ॥ ৬৭ ॥ ইদঞ্চ ভগবান্ যোগী গজেন্দ্রঃ শরণাগতঃ । প্রোবাচ মুনিশার্দূল
মধুবাং মধুসূদনঃ ॥ ৬৮ ॥

ভগবানুবাচ । যো মাং ত্র্যক্ষ সরশ্চন্দঃ গ্রাহস্য চ বিদায়ণং । গুল্মকীটকরেণুনাং রূপং
মেরুশ্চতস্য চ ॥ ৬৯ ॥ অশ্বখং ভাস্করং গঙ্গাং নৈমিষায়ণ্যমেব চ । সংস্রবিস্যন্তি মনুজাঃ প্রজাতাঃ
স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭০ ॥ কীর্তয়িস্যন্তি ভক্ত্যা চ শ্রোয়ান্তি চ শুচিব্রতাঃ । হৃঃস্প্রমো নশ্যতে তেষাং

নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৬ ॥ তুমি হর, তোমাকে নমস্কার । তুমি স্বপ্রকাশ,
তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের পূজনীয়, তোমাকে নমস্কার । তুমি দেবদেবেশ ;
তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৭ ॥ তুমি এক ও লোকতত্ত্বস্বরূপ, পরাৎপর পরমাত্মা ; তুমি
সহস্রশিরা, বিরাটরূপী অনন্ত ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮ ॥ বেদপারগ ঋষিগণ তোমাকেই
সকল লোকের সাক্ষাৎ শরণ ত্র্যক্ষাদিরও পরম আশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করেন । অতএব তুমিই
আমার উপস্থিত বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্তা ॥ ৫৯ ॥ হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি ভক্তদিগকে অতয়
প্রদান করিয়া থাক । তোমাকে নমস্কার করি । তুমি অব্রক্ষ্যায়রূপ ; তোমাকে নমস্কার ।
তামি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর অমোঘসংভব বিষ্ণু গজরাজের ভক্তি চিন্তা করিয়া, প্রীতিমান
হইলেন ॥ ৬১ ॥ অনন্তর সেই লোকাধার জগৎস্বামী কেশব গরুড়ে আরোহণপূর্বক সেই
সরোবরে সান্নিধ্য কল্পনা করলেন ॥ ৬২ ॥ তৎপরে সেই অমেয়াত্মা মধুসূদন গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র
ও গ্রাহ উভয়কেই জলমধ্য হইতে উদ্ধৃত এবং চক্রপ্রহারে জলস্থ গ্রাহকে বিদারিত করিয়া,
শরণাগত গজেন্দ্রকে পাশ হইতে মোচন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

গকর্কসত্তম হুহু দেবপাশে ঐরূপ গ্রহ হইয়াছিল । ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদে মোক্ষলাভ
করিয়া, স্বর্গে সমাগত হইল ॥ ৬৫ ॥ গজেন্দ্র ও বিষ্ণু কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া, দিব্যবপু পুরুষমূর্তি পরি-
গ্রহ করিল ॥ এইরূপে গজ ও গকর্ক উভয়েই যুগপৎ পাপবিমুক্ত হইল ॥ ৬৬ ॥ ওদর্শনে
শরণাগতবৎসল ভগবান্ মধুসূদন প্রীতিমান্ ও তাহাদের উভয় কর্তৃক পরিপূজিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর সেই যোগী নারায়ণ মধুর বাক্যে শরণাগত গজেন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥
যে ব্যক্তি আমাকে, তোমাকে, এই সরোবরকে এবং গ্রাহের এই বিদায়ণবৃত্তান্ত ও এই ত্রিকূটকে
স্মরণ করিবে ॥ ৬৯ ॥ অথবা, বাহারা প্রযত ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া, অশ্বখ, গঙ্গা, ভাস্কর ও নৈমিষ-
রণ্য এই সকলের স্মরণ ॥ ৭০ ॥ এবং শুচিব্রত হইয়া, কীর্তন ও শ্রবণ করিবে, তাহাদের হৃঃস্প্র-
মো নশ্যতে ॥

স্বপ্নশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ মাংস্তঃ কোশ্মধ্বং বারাহং বামনং তাক্ষ্যমেব চ । নারসিংহঞ্চ
নাগেশ্চ সৃষ্টিপ্রলয়কারকং ॥ ৭২ ॥ এতানি প্রাতরুখায় সংস্মরিস্যন্তি যে নরাঃ । সৰ্বপাপৈপঃ
প্রমুচ্যন্তে পুণ্যলোকানবাগ্নয়ুঃ ॥ ৭৩ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্ত্বা স্ববীকেশো গজেন্দ্রঃ গরুড়ধ্বজঃ । স্পর্শয়ামাস হস্তেন গজং গন্ধর্ব-
মেবচ ॥ ৭৪ ॥ ততো দিব্যবপুর্ভূত্বা গজেন্দ্রে মধুসূদনং । অগাম বিষ্ণুং শরণং নারায়ণপরায়ণং ॥ ৭৫ ॥
ততো নারায়ণঃ ক্রীমান্ মোক্ষয়িত্বা গজোত্তমং । পাপং বন্ধাচ্চ শাপাচ্চ গ্রাহং চাত্ত্বতকর্ম্মকুৎ ॥ ৭৬ ॥
ঋষিভিঃ সুরমানশ্চ দেবগুহ্যপরায়ণৈঃ । ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্হুর্কিঙ্কজয়গতিঃ প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণং দৃষ্ট্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । ববন্ধিরে মহাত্মানঃ প্রভুং নারায়ণং হরিং ॥ ৭৮ ॥
মহর্ষিচারণাশ্চ দৃষ্ট্বা গজবিমোক্ষণং । বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাঃ সংস্তবন্তি জনার্দনং ॥ ৭৯ ॥ প্রজা-
পতিপতিব্রহ্মা চক্রপাণের্কিচেষ্টিতম্ । গজেন্দ্রমোক্ষণং দৃষ্ট্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮০ ॥ য ইদং
শৃণুয়ামিত্যং প্রাতরুখায় মানবঃ । প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং হুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্রুতি ॥ ৮১ ॥ গজেন্দ্র-
মোক্ষণং পুংসাং সৰ্বপাপপ্রণাশনং । কথিতেন স্মৃতেনাথ ঋতেন চ তপোধন ॥ ৮২ ॥ এতৎ
পবিত্রং পরমং সুপুণ্যং সংকীৰ্ত্তনীয়ং চরিতং মুরারিঃ । যস্মিন্ কিলোক্তে বহুপাপবন্ধনান্তেত
মোক্ষং দ্বিরদোহুযত ॥ ৮৩ ॥ অজস্বরেণ্যং বরপদ্মনাভং নারায়ণং ব্রহ্মনিধিঃ সুরেশঃ । তং
দেবগুহ্যং পুরুষং পুরাণং বন্দাম্যহং লোকপতিং বরেণ্যং ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাক্তর্ভাবে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

নাশ ও স্বপ্ন সংঘটিত হইবে ॥ ৭১ ॥ যাহারা প্রাতঃকালে উখিত হইয়া, মাংস্ত, কোশ্ম, বারাহ, বামন, তাক্ষ্য, নারসিংহ ও নাগেশ এই সকল স্মরণ করিবে, তাহারা সৰ্বপাপবিমুক্ত এবং পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইসে ॥ ৭২ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, গরুড়ধ্বজ স্ববীকেশ এইরূপ বলিয়া, হস্ত দ্বারা গজেন্দ্র ও গন্ধর্ব উভয়কেই স্পর্শ করিলেন ॥ ৭৩ ॥ তখন নারায়ণপরায়ণ গজেন্দ্র দিব্যবপু ধারণপূর্বক, সেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইল ॥ ৭৪ ॥ অদ্ভুতকর্ম্মা ক্রীমান্ নারায়ণ এইরূপে গজোত্তমকে উন্মোচন এবং গ্রাহকে পাশ-বন্ধন ও শাপ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ দেবগুহ্যপরায়ণ ঋষিগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন । সেই ভগবান্ হুর্কিঙ্কজয়গতি ও সকলের নিঃস্তা ॥ ৭৭ ॥ শক্রপুরোগম দেবগণ গজেন্দ্রমোক্ষণ অবলোকন করিয়া, মহাত্মা হরির বন্দনা করিলেন ॥ ৭৮ ॥ মহর্ষি ও চারণগণও এই ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে তাহার স্তবগানে প্ররুত হইলেন ॥ ৭৯ ॥ প্রজাপতিপতি ব্রহ্মা চক্রপাণির এই গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ বিচেষ্টিত অবলোকন করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, ইহা স্মরণ করিবে, তাহার পরমসিদ্ধিসংগ্রহ ও হুঃস্বপ্ন দূর হইবে ॥ ৮১ ॥ ইহা কথিত, স্মৃতি ও ঋত হইলে, পুরুষগণের পাপ প্রণষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৮২ ॥ মুরারির এই পরমপবিত্র, নিরতিপুণ্যযুক্ত চরিত সংকীৰ্ত্তন করিলে, দ্বিরদেয় ত্রায়, বহুপাপবন্ধন পরিস্কৃত হয় ॥ ৮৩ ॥ যিনি অজ, বরেণ্য ও বরপদ্মনাভ ; যিনি নারায়ণ, ব্রহ্মনিধি ও সুরেশ্বর ; যিনি দেবগুহ্য ও পুরাণপুরুষ, সেই লোকপতি শ্রীপতির বন্দনা করি ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে গজেন্দ্রমোক্ষণনামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কশ্চিদাসীদ্বিজদ্রোহী পিশুনঃ ক্ষত্রিয়াধমঃ । পরপীড়ারূঢ়িঃ ক্ষুদ্রঃ স্বভাবা-
দেব নিম্নগণঃ ॥ ১ ॥ নোপাসিতাঃ সদা তেন পিতৃদেবদ্বিজাতয়ঃ । স ত্রায়ুর্ষি পরিকীর্ণে জজ্ঞে
ঘোরনিশাচরঃ ॥ ২ ॥ তেনাসৌ কৰ্মদোষেণ স্নেহ পাপকৃতান্তরঃ । ক্রুতৈশ্চক্রে তদা বৃত্তিঃ
রাক্ষসদ্বাধিশেষতঃ ॥ ৩ ॥ তন্তু পাপরতসৈবং জগ্মুর্কর্ষণতানি তু । তেনৈব কৰ্মদোষেণ নান্যা
বৃত্তিরয়োচত ॥ ৪ ॥ যং যং পশুতি সত্ত্বং স তং তমাদায় রাক্ষসঃ । চখাদ রৌদ্রকৰ্ম্মাসৌ বাহ-
গোচরমাগতং ॥ ৫ ॥ এবং তন্তু তিহুষ্ঠন্ত কুর্কতঃ প্রাণিনাং বধং । জগাম স্তমহান্ কালঃ পরি-
ণামং তথা বয়ঃ ॥ ৬ ॥ স কদাচিত্তপশুস্তং দদর্শ সন্নিতস্তটে । মহাভাগমূর্ধভুজং যথাবৎ সং-
জিতেন্দ্রিয়ং ॥ ৭ ॥ অনয়া রক্ষয়া ব্রহ্মন্ কৃতরক্ষস্তপোনিধিঃ । যোগাচার্য্যঃ শুচিঃ দক্ষঃ বাসুদেব-
পরায়ণঃ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুঃ প্রাচ্যঃ স্থিতশ্চকৌ বিষ্ণুর্দক্ষিণতো গদৌ । প্রতীচ্যঃ শার্ঙ্গধ্বজিষ্ণুর্কিষ্ণুঃ
খড়্গী মমোত্তরে ॥ ৯ ॥ স্ববীকেশো বিকোণেষু তচ্ছিত্রেষু জনার্দনঃ । কোড়রূপো হরিভূমৌ
নরসিংহোহস্বরে মম ॥ ১০ ॥ ক্ষুরাস্তমমলং চক্রং ভ্রমতেত্যৎ স্মদর্শনং । তন্তাংশুমাল্য ছপ্ত্রেক্য
হস্তি প্রেতনিশাচরান্ ॥ ১১ ॥ গদা চেয়ং সহস্রার্চ্চিকুর্কঃ হস্তি বৃকঃশুখা । রক্ষোভূতপিশা-
চানাং ডাকিনীনাঞ্চ শাতনী ॥ ১২ ॥ শার্ঙ্গং বিষ্ণুর্জিতং চৈব বাসুদেবস্ত মদ্রিপূন্ । তিৰ্য্যগ্নুযাকুশ্মাণ্ড-
প্রোতাদীন্ হস্ত্যশেষতঃ ॥ ১৩ ॥ খড়্গাধারোজ্জলজ্যোৎস্না নিধূতা য়ে মমাহিতাঃ । তে যাংতু

পুলস্ত্য কহিলেন, কোন ক্ষত্রিয়াধম ছিল । সে স্বভাবতঃ স্বণাশূত্র, পরপীড়নে সর্বদাই
কৃতনক্ষত্র, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ও অতিমাত্র ক্রুর এবং দ্বিজগণের বিদ্রোহাচরণ করিত ॥ ১ ॥ সে কখন
পিতৃগণ, দেবগণ, ও দ্বিজাতিগণের উপাসনা করে নাই । এই কারণে আয়ুর্ষ ক্ষয় হইলে, ঘোর
নিশাচর হইয়া, জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২ ॥ সে পাপকারিগণের অগ্রগণ্য ছিল । স্বকীয় কৰ্মদোষে
রাক্ষস হইয়া, ক্রুরবৃত্তি অশ্রয় করিল ॥ ৩ ॥ এইরূপে পাপরত হইয়া, তাহার বর্ষণত অতীত
হইল । ই প্রকার কৰ্মদোষবশে অন্য বৃত্তিতে তাহার অভিক্রুচি ছিল না ॥ ৪ ॥ সে যে যে প্রাণীকে
আপনার বাহুগোচরে আপত্তিত দেখিত, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণ করিত ॥ ৫ ॥ এইরূপে
সে রৌদ্রকৰ্ম্মা ও অতীব দুষ্টপ্রকৃতি রাক্ষস হইয়া, বহুকাল অতিবাহিত করিল । এবং তৎসহকারে
তাহার বয়স পরিণত হইয়া আসিল ॥ ৬ ॥

সে কোন সময়ে নদীতটে অবলোকন করিল, এক তপোনিধি মহাভাগ ব্রাহ্মণ উর্ধ্ববাহ ও
জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তপস্তা করিতেছেন । তিনি যোগাচার্য্য, শুচি, দক্ষ ও বাসুদেবপরায়ণ । তৎ-
কালে তিনি বক্ষ্যমাণ বিধানে আপনার রক্ষা সমাধান করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণু চক্র-
ধারণপূর্বক আমার প্রাচী দিকে থাকিয়া রক্ষা করুন । বিষ্ণু গদাগ্রহণপূর্বক আমার দক্ষিণ দিকে
বিরাজমান হউন । বিষ্ণু শার্ঙ্গধনু ধারণ করিয়া, আমার প্রতীচী দিকে অবস্থান করুন ।
বিষ্ণু খড়্গগ্রহণপূর্বক, আমার উত্তরে অধিষ্ঠিত হউন ॥ ৯ ॥ স্ববীকেশ আমার বিকোণসমূহে,
জনার্দন তাহার হিঙ্গ্র সকলে, শূকররূপ হরি ভূমিতে ও নরসিংহ আমার অশ্ববিভাগে, অবস্থিতি
করুন ॥ ১০ ॥ এই ক্ষুরধার অমল স্মদর্শনচক্র ভ্রমণ করিতেছে । ইহার ছপ্ত্রেক্য অংশুমাল্য
প্রেত ও নিশাচরগণের সংহার করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ তাঁহার এই গদা সহস্রার্চ্চির্বিশিষ্ট । উহা
উর্ধ্বভাগে বৃকসকলের নিধন করে । এবং রাক্ষসগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ ও ডাকিনীগণ, ইহা-
দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ তাহার এই পরমতেজোরশি শার্ঙ্গধনু তিৰ্য্যক্, মনুষ্য,
কুশ্মাণ্ড ও প্রোতাদি মদীয় রিপুসকলকে সংহার করুন ॥ ১৩ ॥ বাহারা আমার অহিতকারী,
তাহার। বিষ্ণুর এই খড়্গাধারোজ্জল জ্যোৎস্না দ্বারা নিধূত ও গরুড়ের আক্রমণে পরগগণের

সৌম্যতাং সদ্যো গরুড়েনৈব পরগাঃ ॥ ১৪ ॥ যে কুস্মাণ্ডান্তথা দৈত্যা যক্ষা য়ে চ নিশাচরাঃ ।
 প্রেতা পিলাকাঃ ক্রূরা মানুষ্যা জন্তকাঃ খগাঃ ॥ ১৫ ॥ সিংহাদয়ো য়ে পশবো দন্দশূকাস্চ পরগাঃ ।
 সর্কে ভবন্ত তে সৌম্যা বিষ্ণুশঙ্খবাহতাঃ ॥ ১৬ ॥ চিত্তবৃন্তিহরা য়ে চ য়ে জনাঃ স্মৃতিহারকাঃ ।
 বলৌজগাঞ্চ হর্টারশ্ছায়াবিভ্রংশকাশ্চ য়ে ॥ ১৭ ॥ য়ে চোপভোগহর্টারো য়ে চ লক্ষণনাশকাঃ ।
 কুস্মাণ্ডান্তে প্রণশ্বন্ত বিষ্ণুচক্রয়াহতাঃ ॥ ১৮ ॥ বুদ্ধিস্বাস্ত্যঃ মনঃস্বাস্ত্যঃ স্বাস্ত্যৈর্মল্লিরকং তথা ।
 মমাস্ত বাসুদেবস্ত দেবদেবস্ত কীর্তনাৎ ॥ ১৯ ॥ পৃষ্ঠে পুংস্তাদথ দক্ষিণোত্তরে বিকোণচন্দ্রাস্ত
 জনার্দনো হরিঃ । তমীড়্যমীশানমনস্তমচ্যুতং জনার্দনং প্রাণপতিং ন সীদতি ॥ ২০ ॥ যথা
 পরং ব্রহ্ম হরিস্তথা পরং জগৎস্বরূপঞ্চ ন এব কেশবঃ । ঋতেন তেনাচ্যুতনামকীর্তনাৎ প্রাণশমেত-
 ত্ত্রি দবং মমাশ্রুতং ॥ ২১ ॥ ইত্যেবং চাত্তুরক্ষার্থং কৃত্বা বৈ বিষ্ণুপঞ্জরং । সংস্থিতো সাবপি বলী
 রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ২২ ॥ ততো দ্বিজনিযুক্তয়া রক্ষয়া রজনীচরঃ । নিধূতবেগঃ সহসা তস্থৌ
 মাসচতুর্ষ্টয়ং ॥ ২৩ ॥ যাবদ্বিজয়া দেবর্ষে সমাপ্তির্কৈ সমাধিতঃ । ততো জপ্যাবসানেহসৌ তং
 দদর্শ নিশাচরং ॥ ২৪ ॥ দীনং হতবলোৎসাহক্যাং দিশীকং হতৌজসং । তং দৃষ্ট্বা ক্রুপয়া বিষ্টঃ
 সমাশ্বাস্য নিশাচরং ॥ ২৫ ॥ পশুচ্ছা গমনে তেতুং সমাচষ্টে যথায়থম্ । স্বভাবমাত্মনো দ্রষ্টুং রক্ষয়া
 তেজসো নাশং ॥ ২৬ ॥ কথয়িত্বা চ তত্তক্ষঃ কারণং বিধিবস্ততঃ । প্রসীদেত্যব্রবী দ্বিপ্রং নির্বিঘ্নঃ
 শ্বেন কশ্মণা ॥ ২৭ ॥ বহুনি পাপানি ময়া কৃতানি তথা চ সন্তো বহবো ময়া হতাঃ ॥ ২৮ ॥ কৃতাঃ
 স্থিয়ো ময়া বহ্বো বিধবাঃ পুত্রবর্জিতাঃ । অনাগসাং চ সত্যানামনেকানাং ক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৯ ॥

হায় সৌম্যভাবাপন্ন হউক ॥ ১৪ ॥ তদ্ব্যতীত, কুস্মাণ্ডগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, প্রেতগণ, বিনা-
 যক্ষগণ, ক্রূর মানুষ্যগণ, জন্তক খগগণ ॥ ১৫ ॥ সিংহাদি আপদ পশুগণ, দন্দশূকগণ, পরগণ, ইহার। সকলে বিষ্ণুর শঙ্খবে আচ্ছত হইয়া, সৌম্যমূর্তি পরিগ্রহ করুক ॥ ১৬ ॥ যাহারা চিত্ত-
 বৃন্তি হরণ করে, যাহারা স্মৃতি হরণ করে, যাহারা বল ও তেজ হরণ করে, যাহারা ছায়া হরণ করে ॥ ১৭ ॥ যাহারা উপভোগ হরণ করে, অথবা যাহারা লক্ষণ সমস্ত হরণ করে, সেই সকল কুস্মাণ্ড বিষ্ণুর চক্রবেগে আচ্ছত হইয়া, বিনষ্ট হউক ॥ ১৮ ॥ দেবদেব বাসুদেবের নাম সাকীর্তন করিয়া, আমার বুদ্ধিস্বাস্ত্য, মনঃস্বাস্ত্য, ও ইন্দ্রিয়স্বাস্ত্য পদগ্রহণ করুক ॥ ১৯ ॥ জনার্দন হরি আমার পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে ও বিকোণসমূহে অধিষ্ঠিত হউন । তিনি সকলের পূজনীয় ও নিয়ন্তা । তাহার অস্ত্র নাই, ভ্রংশ নাই । তিনি সকলেরই প্রাণপতি ॥ ২০ ॥ তিনি পরব্রহ্ম এবং তিনি জগৎস্বরূপ । সেই সত্যবশে তদীয়নামসাকীর্তনপ্রভাবে আমার অশুভ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক ॥ ২১ ॥

সেই তপোনিধি ব্রাহ্মণ এইরূপে আত্মরক্ষণ র্থ বিষ্ণুপঞ্জর বিধান করিয়া, অবস্থিতি করিলে, রাক্ষস তদীয় নকাশে সমাগত হইল ॥ ২২ ॥ কিন্তু দ্বিজের নিষোজিত উক্তবিধ রক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার বেগরোধ হইয়া গেল । তদবস্থায় নিশাচর মাসচতুর্ষ্টয় দণ্ডায়মান থকিল ॥ ২৩ ॥ ঐ সময়ে ব্রাহ্মণের সমাধি সমাপ্ত হইল । তিনি জপাবসানে দেখিলেন, নিশাচর ॥ ২৪ ॥ তেজোহীন, উৎসাহহীন, ও বলহীন এবং নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া কান্দিলীক হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে । তদর্শনে তিনি ক্রুপাবিষ্ট হইয়া, তাহারে বিশেষরূপে আশ্বাস দিয়া ॥ ২৫ ॥ আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলেন । সে যথায়থ সমুদায় বলিল । সে ঋষিকে যেরূপে স্বভাববশে দেখিতে আসিয়া ছিল এবং যেরূপে রক্ষাবলে তাহার তেজঃ বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া, বলিতে লাগিল, ব্রহ্মন্ ! প্রসন্ন হউন । স্বকর্মবলে আমার নির্কেষদ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ আমি অনেক পাপ করিয়াছি ; অনেক সাধুর প্রাণ হত্যা করি-
 আছি ॥ ২৮ ॥ অনেক স্ত্রীর স্বামী ও পুত্র সংহার করিয়াছি ; এবং নিরপরাধে অনেক পুণীর

তস্মাৎ পাপাদহং মোক্ষমিচ্ছামি ত্বংপ্রদাতঃ । তৎপাপপ্রণম্যামলং কুরু মেধর্ম্মনাশনং ॥ ৩০ ॥
পাপশাস্ত্র ক্ষয়করমুপদেশং প্রযচ্ছ মে । বচনং প্রাহ ধর্ম্মার্থহেতুসম্ভবং সুভাবিতং ॥ ৩১ ॥ তস্মৈ তদ্বচনং
শ্রুত্বা নিশাটস্য দ্বিজোত্তমাঃ । কথং ক্রুরস্বভাবস্তাসতস্তব নিশাচর । সহসৈব সমারাতা জিজ্ঞাসা
ধর্ম্মবত্ননি ॥ ৩২ ॥

রাক্ষস উবাচ । ত্বাং বৈ সম গতোন্যাদ্য কিণ্ডোহহং রক্ষসী বলাৎ । তব সংসর্গতো ব্রহ্মন্
জাতো নির্বেদ উত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥ কা সা রক্ষা ন ত্বাং বেদ্বি বেদ্বি নাস্যাঃ পরায়ণং । বস্যাঃ সংসর্গ-
মাসাদ্য নির্বেদং প্রাপিতো বরং ॥ ৩৪ ॥ ত্বং কৃপাং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ মযানুকোশমাবহ । যথা পাপাপ-
নোদো মে ভবত্বার্য্য তথা কুরু ॥ ৩৫ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তঃ স মুনিস্তদা তেন চ রাক্ষসং । প্রত্যাবাচ মহাভাগ বিমুশ্য
সুচিরং বহু ॥ ৩৬ ॥

ঋষিঃবাচ । যন্মামাহোপদেশার্থঃ নির্কিঞ্চনঃ সেন কর্ম্মণা । যুক্তমতন্ধি পাপানাং নিবৃত্তিরূপ-
কারিকা । ৩৭ ॥ করিষ্যে ষাভুগানানাতং নত্বহং ধর্ম্মদেশনং । তান্ সংপৃচ্ছ দ্বিজান্ সৌম্য যে বৈ
প্রবচনে রতাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবমুক্তা যযৌ বিপ্রশিষ্টমাপ চ রাক্ষসঃ । কথং পাপাপনোদঃ স্যাদিত্তি
চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ন চত্বাদ স সত্ত্বানি ক্ষুধানসাদিতোহপি সন্ । বঠে বঠে, তদা কালে
জন্তুমেকমভক্ষয়ৎ ॥ ৪০ ॥ স কদা চৎ ক্ষুধাবিষ্টেঃ পর্যটন্ বিপুলে বনে । দদর্শাথ কসাহারমাগতঃ

বিনাশ করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥ অধুনা, আপনার প্রসাদে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার অভি-
লাষ করি । অ প নি তত্তৎ পাপের প্রণমনার্থ আমার অধর্ম্ম একবারেই বিনাশ করুন ॥ ৩০ ॥
যাহাতে এই পাপের ক্ষয় হইতে পারে, তাদৃশ উপদেশও প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক ।

দ্বিজসত্তম নিশাচরের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, ধর্ম্মার্থহেতুসম্পন্ন সুপ্রযোজিত বাক্যে
কহিলেন, হে নিশাচর ! তুমি ক্রুরস্বভাব ও অসংপ্রকৃতি । অতএব সহসা কিরূপে ধর্ম্মমার্গ
জানিবার জ্ঞাতোমার ঈর্ষী বাসনা হইল ? ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

রাক্ষস উত্তর করিল, আমি অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম । আপনার কৃত এই
রক্ষাবলে বলপূর্ব্বক পশুদন্ত হইয়াছি । ব্রহ্মন্ ! এইরূপ আপনার সংসর্গবশেই আমার
ঈদৃশ বিগত বৈরাগ্য-যোগ সমুদিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ এই রক্ষার স্বরূপ কি ? আশ্রয়ই বা কে,
ত হা জানি না ; যাহার সংসর্গপ্রাপ্তিক্রমে এইরূপ নির্বেদ উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অতএব,
হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আপনি আমারে কৃপা করুন এবং আমার প্রতি সদয় হউন । হে আর্ধ্য ! যাহাতে
আমার পাপ দূর হুত হয়, তাহা করিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাভাগ ! মুনি এইরূপ অভিহিত হইয়া, বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া,
রাক্ষসকে প্রতিবচন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩৬ ॥ তুমি স্রীয কর্ম্মবশে নির্কিঞ্চন হইয়া,
উপদেশার্থ আমাকে যে কহিলে ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত । কেননা, পাপের যত নিবৃত্তি হয়,
ততই লোকের উপকার হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ কিন্তু আমি রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে
পারিব না । অতএব সৌম্য ! তুমি প্রবচননিরত অত্যাচর ব্রাহ্মণদিগকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা
কর ॥ ৩৮ ॥ এই বলিয়াই, তিনি প্রস্থান করিলে, রাক্ষস চিন্তাক্রান্ত হইল । কিরূপে আমার
পাপের অপনোদন হইবে, এইরূপ ভাবনাবশে তাহার ইন্দ্রিয় আকুল হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ তখন
সে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলেও, পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রাণিভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল না । প্রতি বঠকালে
একমাত্র জন্তু ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪১ ॥ গৃহীতো ব্রহ্মসী তেন স তদা মুনিদায়কঃ । নিরাশো জীবিতে গ্রাহ সাম্পূৰ্ণঃ
নিশাচরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ । ভোহনঘ ক্রহি তৎ কার্যং গৃহীতো যেন হেতুনা । উদেৎ ক্রহি ভদ্রং তে
স্বয়মস্মানুশাধি মা ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মস উবাচ । যষ্ঠে কালে ভ্রমাহারঃ ক্ষুধিতস্য সমাগতঃ । নিষ্ঠুরস্যাতিপাপস্য নিব্বণস্য
দ্বিগজ্রহঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ । যদ্যবশ্যং স্বপ্না চাহং ভক্ষিতব্যো নিশাচর । আযাস্যামি তবানৈব নিবেদ্য
গুরুবে ফলং ॥ ৪৫ ॥ গুরুৰ্থমেতদাগত্য যৎ ফলগ্রহণং কৃতং । মমাত্র নিষ্ঠা প্রাপ্তা হি ফলানি
বিনিবেদিতুং ॥ ৪৬ ॥ স তৎ মুহূৰ্ত্তমাত্রং মামত্ৰৈবমনুপালয় । নিবেদ্য গুরুবে যাবদিহাগচ্ছাম্যহং
ফলং ॥ ৪৭ ॥

ব্রাহ্মস উবাচ । যষ্ঠে কালে ন মে ব্রহ্মন্ কশ্চিদগ্রহণমাগতঃ । প্রতিমুচ্যেত দেবোহপি ইতি
মে পাপজী বকা ॥ ৪৮ ॥ এক এবাত্র মোক্ষস্য তব হেতুঃ শৃণু তম্ । মুঞ্চাম্যহমসন্ধিগ্নং যদি
তৎ কুরুতে ভবান্ ॥ ৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ । গুরোরধর বিরুদ্ধং স্যাদ্যন্ন ধর্মোপরোধকং । তৎ করিষ্যাম্যহং ব্রহ্মো যন্ন
ব্রতহরং মম ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মস উবাচ । ময়া নিসর্গতো ব্রহ্মন্ জাতিদোষাধিশেষতঃ । নির্বিবেকেন চিত্তেন পাপ-
কর্ম সদা কৃতং ॥ ৫১ ॥ আবাল্যাগ্নম পাপেষু ন ধর্মেষু রতং মনঃ । তৎপাপসংচর্যামোক্ষং

সে একদা ক্ষুধাবিষ্টে হইয়া, বিপুল বনে পর্যটন করিতেছে, এমন সময়ে অবলোকন করিল,
কোন ফলাহারী ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মস তৎক্ষণাৎ সেই মুনিদায়ককে
গ্রহণ করিল । তখন তিনি জীবিতাশায় জ্বলাজ্বল দিয়া, ব্রাহ্মসকে সাম্পূর্ণ বাক্যে বলিতে
লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ হে অনঘ ! তোমার মঙ্গল হউক । তুমি যে কার্যের জন্ত আমারে গ্রহণ
করিয়াছ, তাহা বল । আমি স্বয়ং উপস্থিত আছি । কি করিতে হইবে, আদেশ কর ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মস কহিল, তুমি সঠকসময়ে আমার আহাররূপে উপনীত হইয়াছ । আমিও ক্ষুধার্ত্ত
হইয়াছি । আমি দয়াহীন, স্নেহহীন, পাপাত্মা ও ব্রাহ্মণদ্রোহী ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নিশাচর ! যদি অবশ্যই আমাকে ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে, আমি গুরুকে
ফল নিবেদন করিয়া, অদ্যই আগমন করিব ॥ ৪৫ ॥ গুরুর জন্ত এখানে আগমন করিয়া, যে ফল
সংগ্রহ করিয়াছি, এই সকল তাঁহারে নিবেদন করিবার জন্ত আমার নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥
তুমি মুহূর্ত্তমাত্র এই স্থানেই আমার অপেক্ষা কর । আমি গুরুকে ফল নিবেদন করিয়া, ইতি-
মধ্যেই আসিতেছি ॥ ৪৭ ॥

ব্রাহ্মস কহিল, ব্রহ্মন্ ! যষ্টকালে আমার করগত হইয়া, কোন ব্যক্তিকে, দেবতা হইলেও,
প্রতিমুক্ত হইতে পারে না । ইহাই আমার পাপজীবিকা ॥ ৪৮ ॥ তবে, আপনার মুক্তির
একমাত্র উপায় আছে । শ্রবণ করুন, বলিতেছি । আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে,
নিঃসন্দেহই আমি মোচন করিব ॥ ৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গুরুর যদি বিরুদ্ধ না হয়, ধর্মের যদি উপরোধ না ঘটে, এবং আমার
ব্রতেরও যদি হানি না হয়, তাহা হইলে, তাহা করিতে পারি ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মস কহিল, ব্রহ্মন্ ! আমি স্ভাবতঃ, বিশেষতঃ, জাতিদোষে, বিবেকবিহীন চিত্তে সর্বদা
পাপ করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ বাল্যকাল হইতেই আমার মন পাপে আসক্ত, ধর্ম অল্পবর্ত্ত নহে ।

প্রাপ্নুয়াং যেন তত্ত্বতঃ ॥ ৫২ ॥ যানি যানি চ কৰ্ম্মাণি বালক্যচরিতানি চ । হৃষ্টাং যোনিমিমাং
প্রাপ্য তন্মুক্তিঃ কথয় দ্বিজ ॥ ৫৩ ॥ দ্যেত্যতদ্বিজপুত্র ত্বং সমাখ্যাস্তস্তশেষতঃ । ততঃ ক্ষুধার্তা-
নন্তস্তং নিয়তং মোক্ষমাপ্যসি ॥ ৫৪ ॥ ন চৈতৎ পাপশীলোহমদ্যত্র ক্ষুৎপিপাসিতঃ । বর্থে
বর্থে নৃশংসাত্মা ভক্ষয়িষ্যামি নিম্বৰ্ণঃ ॥ ৫৫ ॥ এবমুক্তো মুনিস্ততস্তেন ঘোরেণ রক্ষস। চিন্তাম-
বাপ মহতীমশক্তস্তদুদীরণে ॥ ৫৬ ॥ স বিমৃশ্ত চিরং বিপ্রঃ শরণং জাতবেদসং । জগৎ জ্ঞানদানায়
সংশয়ং পরমং গতঃ ॥ ৫৭ ॥ যদি শুক্রষিতো বহুগুরুশুক্রাষণাদহু । ত্রতানি বা স্মৃচীর্ণানি
সপ্তার্চ্চিঃ পাতু মাং ততঃ ॥ ৫৮ ॥ ন মাতরং ন পিতরং গৌরবেণ যথা গুরুং । যথাহমবগচ্ছামি
তথা মাং পাতু পাবকঃ ॥ ৫৯ ॥ যথা গুরুং ন বচসা কৰ্ম্মণা মনসাপি চ । অবজানাম্যহস্তেন
পাতু মাং তেন পাবকঃ ॥ ৬০ ॥ ইত্যেবং মনসা সত্যং কুর্ততঃ শপথান্মুনে । সপ্তা চৰ্চবা সমাদিষ্টা
প্রাহুরানীং সরস্বতী ॥ ৬১ ॥ সা প্রোবাচ দ্বিজস্তুতং রাক্ষসগ্রহণাকুলং । মাতৈর্বিজস্তুতাহস্তাং
মোক্ষয়াম্যদ্য সঙ্কটাত্ম ॥ ৬২ ॥ যদন্ত রক্ষসঃ শ্রেয়ো জিহ্বাগ্রে সংস্থিতা তব । তৎ সৰ্ব্বং কথি-
ষ্যামি ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ৬৩ ॥ অদৃশ্য রক্ষসা তেন প্রোক্তেখঞ্চ সরস্বতী । অদর্শনং
গতা সোহপি দ্বিজঃ প্রাহ নিশাচরম্ ॥ ৬৪ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ । শ্রয়তাং তব যচ্ছ্রয়স্তথাত্রেযাঞ্চ পাপিনাং । সমস্তপাপশুদ্ধার্থং পুণ্যোপচর-
দঞ্চ যৎ ॥ ৬৫ ॥ প্রাতরুথায় জপ্তব্যং মধ্যাহ্নেহুঃ কয়েহপিবা । অসংশয়ং সদা জাপো জপতাং

যাহাতে সেই পাপরাশির যথার্থতঃ ধ্বংস হয় ॥ ৫২ ॥ এবং বালকত্ববশতঃ যে যে কৰ্ম্ম করিয়া
এই হৃষ্ট যোনি লাভ হইয়াছে, হে দ্বিজ ! তাহারও মুক্তি নির্দেশ করুন ॥ ৫৩ ॥ হে দ্বিজ-
নন্দন ! আপনি যদি সবিশেষ সমস্ত বলেন, তাহা হইলে, ক্ষুধার্ত আমার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ
পাইবেন ॥ ৫৪ ॥ আমি একরূপ পাপশীল নহি, যে, ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হইলেও, যে সে অন্ন
ভোজন করিয়া থাকি । তবে, আমার ঘৃণা নাই এবং দয়ারও লেশ নাই । সেইজন্য বর্ষকালে
ভক্ষণ করি ॥ ৫৫ ॥ প্রচণ্ডপ্রকৃতি নিশাচর এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পাপমুক্তির
উপায়কথনে অশক্ত হইয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ বহুকাল বিবেচনার পর পরম
সংশয় পন্ন হইয়া, জ্ঞানদানার্থ অগ্নির শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এবং বলিতে লাগিলেন, আমি
যদি গুরুলোকের সেবা ও অগ্নির পরিচারণা এবং ব্রত সকলের যথাযথ বিধান করিয়া থাকি,
তাহা হইলে, অগ্নি আমায়ে রক্ষা করুন ॥ ৫৮ ॥ আমি যদি পিতামাতা অপেক্ষাও গুরুগণের
গৌরব অবগত হইয়া থাকি, তাহা হইলে, হতাশন আমায়ে রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥ আমি যদি মন দ্বারা,
বাক্য দ্বারা ও কৰ্ম্ম দ্বারা গুরুর অবমাননা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে, অনল আমায়ে রক্ষা
করুন ॥ ৬০ ॥

মুনে ! তিনি মনে মনে এইরূপে শপথকারপুংসর সত্যবন্ধন করিলে, হতাশনের আদেশানু-
সারে সরস্বতী প্রাহুভূত হইয়া ॥ ৬১ ॥ রাক্ষসের গ্রহণপ্রযুক্ত ব্যাকুলতাবাপন্ন সেই দ্বিজাত্মকে
বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজনন্দন ! তোমার ভয় নাই । আমি তোমাকে অদ্য সঙ্কট হইতে
মোচন করিব ॥ ৬২ ॥ যাহাতে এই রাক্ষসের শ্রেয়ঃসম্পাদিত হইতে পারে, আমি তোমার
জিহ্বাগ্রে থাকিয়া, তৎসমস্ত কহিব ; তাহা হইলে, তে'ম'র মুক্তিলাভ হইবে ॥ ৬৩ ॥ এই বলিয়া,
দেবী সরস্বতী রাক্ষসের শ্রেয়ঃসাধনের উপায় নির্দেশ করিয়া, অন্তর্দান করিলেন । রাক্ষস
তাঁহারে দেখিতে পাইল না ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ সরস্বতীর উপদেশানুসারে নিশাচরকে কহিলেন, যাহাতে তোমার ও অন্ত্যাত্ম
পাপিগণের সমস্ত পাপমোচন ও পুণ্যবর্দ্ধন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬৫ ॥
প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া, জপ করিতে হইবে । মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন, এই উভয় সময়েও সৰ্ব্বদা

পুষ্টিশান্তিদঃ ॥ ৬৬ ॥ হরিং কৃষ্ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দনং । প্রণতোহস্মি জগন্নাথং
স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৭ ॥ চরাচরশূরং নাথং গোবিন্দং শেবশায়িনং । প্রণতোহস্মি পরং
দেবং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৮ ॥ শঙ্খিনং চক্রিণং শার্ঙ্গধারিণং অঙ্করং পরং । প্রণতোহস্মি
পতিং লক্ষ্ম্যঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৯ ॥ দামোদরমুদারং তং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং । প্রণতো-
হস্মি স্তুতং স্তুতৈঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭০ ॥ নারায়ণং নরং শৌরিং মাধবং মধুসূদনং ।
প্রণতোহস্মি ধরাধারং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭১ ॥ কেশবং কেশিহস্তাং কংসারিষ্টেনিসূদনং ।
প্রণতোহস্মি মহাবাহুং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭২ ॥ ত্রীবৎসদক্ষসং ত্রীশং ত্রীধরং ত্রীনিকেতনং ।
প্রণতোহস্মি শ্রিয়ঃ কান্তং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭৩ ॥ যমীশং সৰ্বভূতানাং ধ্যায়ন্তি যত্নো-
ক্ষরং । বাসুদেবমনির্দেশ্যন্তুমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৪ ॥ সমস্তল বনেভ্যো যঃ ব্যাবৃত্তা মনসো
গতিং । ধ্যায়ন্তি বাসুদেবাখ্যং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৫ ॥ সৰ্বগং সৰ্বভূতঞ্চ সৰ্বসাধারমৌশ্বরং ।
বাসুদেবং পরং ব্রহ্ম তমস্মি শরণাগতঃ ॥ ৭৬ ॥ পরমাত্মানমবাক্ষুং যঃ যান্তি চ স্নমেধসঃ ।
কৰ্ম্মকয়েক্ষরং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ পুণ্যপাপবিনিমুক্তো যঃ প্রাপ্য চ পুনর্ভবং ।
ন যোগিনঃ প্রাপ্নুবন্তি তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৮ ॥ ব্রহ্ম ভূত্বা জগৎ সৰ্বং স দেবাসুন্নমাহুযং ।
যঃ স্মৃত্যচ্যুতো দেবাঃ স্তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৯ ॥ ব্রহ্মত্বং পশ্য বক্তৃত্বা চতুর্কেদময়ং বপুঃ ।
বপুঃ প্রভোঃ পরো জজ্ঞে তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মরূপধরং দেবং জগদেয়ানিং জনার্দনং ।
অষ্টীং সৎস্বিতং স্থিত্যং তং নতোহস্মি জনার্দনং ॥ ৮১ ॥ ধৃতা মহী হতা দৈত্যাঃ পরিত্রাতা-

জপ করিলে, নিঃসন্দেহই শান্তি ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে । সেই জপের প্রকরণ শ্রবণ কর ॥ ৬৬ ॥
হরি, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব, জনার্দন ও জগন্নাথকে প্রণাম করি ; তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত
করুন ॥ ৬৭ ॥ যিনি চরাচরের গুরু ও নাথ, সেই পরমদেবতা, শেবশায়ী গোবিন্দকে প্রণাম
করি । তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৮ ॥ যিনি শঙ্খী, চক্রী, শার্ঙ্গী ও অঙ্গবী, সেই
লক্ষ্মীপতিকে প্রণাম করি ; তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৯ ॥ যিনি দামোদর ও
সর্বত্র সমদর্শী ; যিনি স্তুত্যাগণেরও অভিষ্টুত, সেই অচ্যুত ও পুণ্ডরীকাক্ষকে প্রণাম করি । তিনি
আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭০ ॥ যিনি নারায়ণ ও নর ; যিনি ধরাধর ; যিনি মাধব ও
মধুসূদন, সেই শৌরিকে প্রণাম করি । তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭১ ॥ যিনি কেশব
ও কেশিহস্তা, সেই মহাবাহু কংস রিষ্টেনিসূদনকে প্রণাম করি । তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত
করুন ॥ ৭২ ॥ যঁহার বক্ষস্থলে ত্রীবৎস ; যিনি ত্রীশ, ত্রীধর ও ত্রীনিবাস, সেই ত্রীকান্তকে প্রণাম
করি । তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭৩ ॥ যিনি সৰ্বভূতের ঈশ্বর ও অক্ষয়স্বরূপ,
যতিগণ যঁহার ধ্যান করেন, সেই অনির্বাচ্যস্বরূপ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥ যতিগণ
সমস্ত আলম্বন হইতে মনের গতি ব্যাবৰ্ত্তিত করিয়া, যঁহারে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বাসুদেবাখ্য
বিষ্ণু শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৫ ॥ যিনি সৰ্বগ ও সৰ্বভূত, যিনি সকলের আধার ও ঈশ্বর,
পরব্রহ্মরূপী সেই বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৬ ॥ স্নমেধা পুরুষগণ, কৰ্ম্মের ক্ষয় হইলে,
যঁহারে প্রাপ্ত হন, সেই অব্যক্ত ও অক্ষয়স্বরূপ, স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপী পরমাত্মা বাসুদেবের শরণ
গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৭ ॥ যিনি পুণ্যপাপবিনিমুক্ত ; এইব্রহ্ম যঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যোগিগণ
পুনর্জন্ম লাভ করেন না, সেই বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৮ ॥ যিনি ব্রহ্মরূপে অবি-
ভূত হইয়া, স দেবাসুন্ন ও মাহুয সহিত নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই ভগবান্ অচ্যুতের শরণ
গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৯ ॥ যঁহার বদনপরম্পরা হইতে চতুর্কেদময় বপু আবিভূত হয়, সেই
বিভু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৮০ ॥ যিনি জগতের যোনি ; সেইব্রহ্ম সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্ম-
রূপ ধারণ করিয়া, স্রষ্টারূপে বিরাজ করেন, সেই ভগবান্ জনার্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮১ ॥

ধৃতা মহী হতা দৈত্য্য পরিভ্রাতাস্থতামরাঃ । যেন তং বিষ্ণুমাধোশং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৮২ ॥
 যৈজ্ঞৈর্জন্তি যং বিপ্রা যজ্ঞেশং যজ্ঞভাবনং । তং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৮৩ ॥
 পাতালবীথিভূতানি তথা লোকান্নিহন্তি যঃ । তমন্তপুরুষং ক্রুদ্রং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৮৪ ॥
 সন্তক্ৰিয়ত্বা সকলং যথাস্থষ্টৈমদং জগৎ । যো বৈ নৃত্যতি ক্রুদ্রাত্মা প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৮৫ ॥
 সুরাসুরাঃ পিতৃগণা যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ । যন্যাংশভূতা দেবস্য সর্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৬ ॥
 সমস্তদেবাঃ সকলামনুষ্যাণাঞ্চ জাতয়ঃ । যন্যাংশভূতা দেবস্য সর্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৭ ॥
 বৃক্ষশূল্যাদয়ো যস্য তথা পশুমৃগাদয়ঃ । একাংশভূতা দেবস্য সর্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৮ ॥
 যস্মিন্ পুনঃ পুনঃ কিঞ্চিৎ যস্মিন্ সর্বং মহাত্মনি । যঃ সর্বমবারোহনন্তঃ সর্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৯ ॥
 যথা সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো গ্রসিহ দাক্ষবু । বিষ্ণুরেবং তথা পাপং মমাপ্যশেষং প্রণশ্যতু ॥ ৯০ ॥
 যথা সর্বময়ং বিষ্ণুং ব্রহ্মা দ সচরাচরং । যচ্চ জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যং পাপং নশ্বতু মে তথা ॥ ৯১ ॥
 শুভাশুভানি কার্যানি রজঃসত্ত্বৈম্যসি চ । অনেকজন্মকর্মোৎপাদং পাপং নশ্বতু মে তথা ॥ ৯২ ॥
 যজ্ঞিণারাক্ষ যৎ প্রাতঃসন্ধ্যাভ্যাপরাহ্নয়োঃ । সংধ্যয়োশ্চ কৃতং পাপং কর্মণা মনসাগিরা ॥ ৯৩ ॥
 যন্তিষ্ঠতা যদুজতা যচ্চ শয্যাগতেন মে । কৃতং যদশুভং কর্ম কাশ্মিন মনসাগিরা ॥ ৯৪ ॥
 জ্ঞানতো বা মদাচলিতমানসৈঃ । তৎ কিঞ্চিৎ বিলয়ং য তু বাসুদেবস্য কীর্তনং ॥ ৯৫ ॥
 পরদার-পরদ্রব্যবাহাদ্রোহোদ্রবঞ্চ যৎ । পরপীড়োদ্ভাং নিন্দাং কুর্কণী যস্মদাত্মনাং ॥ ৯৬ ॥
 যচ্চ ভোজ্যে তথা পেয়ে ভক্ষ্যে চোষ্যে বিলেহনে । তদ্যাতু বিলয়ন্তোয়ে যথা লবণভাজনম্ ॥ ৯৭ ॥
 যদ্ব'ল্যে

যিনি মহীধারণ, দৈত্য্যগণের সংহরণ ও অমরগণের পরিভ্রাণ করেন, সেই সর্বব্যাপী জনার্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮২ ॥ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসমূহের সহায়তায় যাহাঁর যজ্ঞন করেন, সেই যজ্ঞভাবন, যজ্ঞপুরুষ, সর্বব্যাপী জনার্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৩ ॥

যিনি পাতালবীথি ও ভূতসকল এবং অন্যান্য লোকদিগের সংহার করেন, সেই অস্তপুরুষ ক্রুদ্ররূপী জনার্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৪ ॥ যিনি যথাস্থষ্ট এই দৃশ্যমান জগৎ সন্তক্ৰুত ক্রিয়া, নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই ক্রুদ্ররূপী জনার্দনকে প্রণাম করি ॥ ৮৫ ॥ সুরাসুর ও পিতৃগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসনৃহ সকলেই যাহাঁর অংশ, সেই সর্বগত দেব জনার্দনকে নমস্কার করি ॥ ৮৬ ॥ সমস্ত দেবতা ও সমুদায় মনুষ্যজাতি গাঁহার অংশ, সেই সর্বগত জনার্দনকে নমস্কার করি ॥ ৮৭ ॥ বৃক্ষ ও শূল্যাদি, পশু ও মৃগাদি, যাহাঁর একাংশ, সেই সর্বগত বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৮৮ ॥ যাহাঁ অশেষ প্রাণী কেহই নাই; যিনি বিরাটরূপে সমুদায় বিশ্বের আধার এবং যিনি অনন্ত ও অব্যয়স্বরূপ এবং যিনি সর্বগত ও সর্বরূপ, তাহাকে নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥ অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহে অহুর্হিত হইয়া আছেন, যিনি সেইরূপ সর্বভূতে গূঢ়ভাবে বিরাজ করেন, সেই বিষ্ণু আমার অশেষ পাপ নিরস্ত করুন ॥ ৯০ ॥ বিষ্ণু যেমন ব্রহ্মাদি সচরাচর জগৎস্বরূপ ও সর্বময় এবং একমাত্র জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্য, সেইরূপ, তৎপ্রভাবে আমার পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৯১ ॥ এবং আমার রজঃসত্ত্বৈম্যসি শুভাশুভ কার্যসকল ও অনেকজন্মকর্মসমূহ পাপসমস্ত নিরস্ত হউক ॥ ৯২ ॥ আমি মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা রাত্রে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, পরাহ্নে অথবা উভয় সন্ধ্যায় যে যে পাপ করিয়াছি ॥ ৯৩ ॥ অথবা শয়ন, উপবেশন ও গমনসময়ে যে যে অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥ ৯৪ ॥ অথবা, অজ্ঞানতঃ, জ্ঞানতঃ ও মদবশতঃ চলিতচিত্ত হইয়া, যে যে পাপ করিয়াছি, বাসুদেবের নামসংকীর্তনবলে তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৫ ॥ পরদার ও পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্টচেষ্টা, পরের পীড়ন ও মহাত্ম্যগণের নিন্দা করিয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি ॥ ৯৬ ॥ অথবা, পান, ভোজন, ভক্ষণ, লেহন ও চোষণ এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান সময়ে যে পাপ করিয়াছি, অলমধ্যে লবণভাজনের ন্যায় তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৭ ॥

যচ্চ কোমারে যৎ পাপং যৌবনে মম । বয়ঃপরিণতো যচ্চ যচ্চ জন্মান্তরে কৃতং ॥ ৯৮ ॥ তন্নারা-
য়ণগোবিন্দহরিকৃষ্ণেকীৰ্ত্তনং । প্রযাতু বিলম্বন্তোয়ে যথা লবণভাজনং ॥ ৯৯ ॥ বিষ্ণুবে
বাসুদেবার হরয়ে কেশবার চ । জনার্দনায় কৃষ্ণায় নমো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ১০০ ॥ ভবিষ্যন্নরক-
ষায় নমঃ কংসবিঘাতিনে । অরিস্টকেশিচাপুরদেবারিক্ষিণে নমঃ ॥ ১০১ ॥ কোহন্তো বলে-
ক্কয়িত্তা ভাস্মতে বৈ ভবিষ্যতি । কোহন্তো বলান্নাশয়িত্তা দর্পং হৈহয়ভূপতেঃ ॥ ১০২ ॥ কঃ
করিস্যতি চান্তো বৈ সাগরে সেতুবন্ধনং । বহিস্যতি দশগ্রীবকঃ সামাত্যপুত্রঃসরং ॥ ১০৩ ॥
কন্তামতেহন্তো নন্দস্ত গোকুলে রতিমেবাতি । প্রলম্বপুতনাদীনাং ভাস্মতে মধুসূদন ॥ ১০৪ ॥
নিরস্ত্রাপ্যথবা শাস্তা দেবদেব ভবিষ্যতি । অপত্যোবং নরঃ পুণ্যং বৈষ্ণবং ধর্মমুক্তমং ॥ ১০৫ ॥
ইষ্টানিষ্টপ্রসঙ্গেভ্যো জ্ঞানতোজ্ঞানতেপিবা । কৃতং তেন তু যৎ পাপং সপ্তজন্মান্তরেণ বৈ ॥ ১০৬ ॥
মহাপাতকসংজ্ঞং বা তথা চৈবোপপাতকং । যজাদীনি চ পুণ্যানি অপহোমব্রতানি চ ॥ ১০৭ ॥
নাশয়েদেবাগিনাং সর্কমামপাত্রমিবাভুদি । নরঃ সংবৎসরং পূর্ণং তিলপাত্রাণি বোড়শ ॥ ১০৮ ॥
অহস্তহনি যো দদাৎ পঠতোতচ্চ তৎসমং । অবিপ্লুতং ব্রহ্মচর্য্যং সংপ্রাপ্য স্মরণং হরেঃ ॥ ১০৯ ॥
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সত্যমেতন্মর্যোদিতং । তদেতৎ সত্যমুক্তং মে নহন্নমপি বৈ মৃষা । ব্রাহ্মস-
প্রস্তুসর্কাজং তুখা মামেষ মুঞ্চতু ॥ ১১০ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এবমুচ্চারিতে তেন মুক্তো বিপ্রস্ত রক্ষসা । অকামেন বিক্রো ভূয়ন্তমাহ
রজনীচরং ॥ ১১১ ॥

বাল্যে, কোমারে, যৌবনে ও বয়ঃপরিণামসময়ে অথবা জন্মজন্মান্তরে যে যে পাপ করিয়াছি ॥ ৯৮ ॥
নারায়ণ, গোবিন্দ, হরি ও কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সংকীৰ্ত্তন করিয়া, জলে লবণভাজনের ন্যায়,
তৎসমস্ত লয় প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৯ ॥ বিষ্ণু, বাসুদেব, হরি, কেশব, জনার্দন ও কৃষ্ণক নমস্কার,
নমস্কার এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ১০০ ॥ যিনি ভাবিনরক নিরাকৃত করেন, সেই কংসারিকে
নমস্কার । যিনি অরিস্ট, কেশী, চাপুর ও দেবারিগণের ক্ষয়কারী, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০১ ॥
হে ভগবন্ ! তুমি ভিন্ন অতঃ কেই বা বলিকে বন্ধন করিতে পারেন ? তোমা ব্যতিরেকে আর
কেই বা বলবান্ আছেন, যে হৈহয়ভূপতির দর্প হরণ করিতে পারেন ? ॥ ১০২ ॥ অথবা তুমি
ভিন্ন আর কেই বা সাগরে সেতু বন্ধন ও অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত দশাননের বিনাশ করিতে
পারেন ॥ ১০৩ ॥ অথবা, তোমা ব্যতিরেকে আর কেই বা নন্দের গোকুলে রতিবদ্ধ হইতে
পারেন ? অথবা, তুমি ভিন্ন অন্য কেইবা প্রলম্ব ও পুতনাদির ধ্বংস করিতে পারেন ॥ ১০৪ ॥
অথবা, তোমা ব্যতিরেকে আর কেইবা সকলের শাস্তা ও নিরস্ত্র হইতে পারেন ? যে ব্যক্তি
এইরূপে পরমপবিত্র ও পরমপ্রশস্ত বৈষ্ণবধর্ম জপ করে ॥ ১০৫ ॥ সে ইষ্টানিষ্টপ্রসঙ্গে জ্ঞানতঃ
অজ্ঞানতঃ সপ্তজন্মান্তরে যে পাপ করে ॥ ১০৬ ॥ অথবা যে মহাপাতক কিম্বা উপপাতকে
প্রবৃত্ত হয়, তাহার তৎসমস্ত, জলস্পর্শে আমপাত্রের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০৭ ॥ যে ব্যক্তি
পূর্ণসংবৎসর বোড়শ তিলপাত্র প্রতিদিন প্রদান করে ॥ ১০৮ ॥ আর যে ব্যক্তি এই বৈষ্ণবধর্ম
পাঠ করে, তাহাদের উভয়েরই সমান কলসংকর হইয়া থাকে । হরির স্মরণ ও অবিপ্লুত
ব্রহ্মচর্য্য, উভয়ই এক কথা । উভয়েরই অনুষ্ঠান করিলে ॥ ১০৯ ॥ সত্যসত্যই বলিতেছি,
বিষ্ণুলোকগত হইয়া থাকে । আমার এই বাক্য সর্কথা সত্য, ক্রিয়ৎপরিমাণেও মিথ্যা নহে ।
একণে সেই ভগবান্ আমাকে মোচন করুন । যেহেতু, আমার সর্কাজ ব্রাহ্মসপ্রস্তু
হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ উচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মসের আক্রমণ হইতে

ব্রাহ্মণ উবাচ । এতদ্বদ্র ময়া খ্যাতং তব পাতকনাশনং । বিষ্ণোঃ সারস্বতঃ স্তোত্রং
যদ্বদুচে সরস্বতী ॥ ১১২ ॥ হতাশনেন দিষ্টা চ মম জিহ্বাগ্রসংস্থিতা । জগাদেমং স্তবং বিষ্ণোঃ
সর্বেষাঞ্চোপশান্তিদং ॥ ১১৩ ॥ অনেনৈব জগন্নাথঃ সমারাধয় কেশবং । ততঃ শাপাপনোদং
তু স্ততে লক্ষ্যাসি কেশবে ॥ ১১৪ ॥ প্রত্যহং হং হৃষীকেশং স্তবেনানেন ব্রাহ্মণ । স্তবো ভক্তিং
দৃঢ়াং কৃত্বা ততঃ পাপাং প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১১৫ ॥ স্ততো হি সৰ্বপাপানি নাশয়িষ্যত্যসংশয়ং ।
স্ততো হি ভক্ত্যা নৃপাং হি সৰ্বপাপহরো हरिः ॥ ১১৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ প্রণম্য তং বিপ্রমাদ্য চ নিশাচরঃ । তদৈব তপসে শ্রীমান্ শালি-
গ্রামমগাধলী ॥ ১১৭ ॥ অহর্নিশং স এবৈনং জপন্ সারস্বতং স্তবং । দেবক্ৰিয়ান্নিহিতভূত্বা
তপস্তপে নিশাচরঃ ॥ ১১৮ ॥ সমারাধ্য জগন্নাথং স তত্র পুরুষোত্তমং । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো
বিষ্ণুলোকমগচ্ছুভম্ ॥ ১১৯ ॥ এতস্তে কথিতং ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ সারস্বতং স্তবং । বিপ্রবক্তৃহরো
সম্যক্ সরস্বত্যা সমীরিতং ॥ ১২০ ॥ য এতৎ পরমং স্তোত্রং বাসুদেবস্য মানবঃ । পঠিষ্যতি স
সর্বভ্যো হুঃখেভ্যো মোক্ষমাপ্যতি ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রোক্তভাবে সারস্বতস্তোত্রং নাম ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । নমস্তেস্ত জগন্নাথ দেবদেব নমোস্ত তে । বাসুদেব নমস্তেস্ত বহুরূপ নমোস্ত
তে ॥ ১ ॥ একশৃঙ্গ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং বৃষাকপে । শ্রীনিবাস নমস্তেস্ত নমস্তে ভূতভাবন ॥ ২ ॥ বিষক্-

মুক্ত হইয়া, পুনরায় তাহারে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥ ভদ্র ! সরস্বতী বলিয়া গেলেন,
বিষ্ণুর সেই এই সারস্বত স্তোত্র কীর্তন করিলাম । ইহা দ্বারা তোমার পাপমোচন হইবে ॥ ১১২ ॥
সরস্বতী হতাশনের আদেশানুসারে মদীয় জিহ্বাগ্র আশ্রয় করিয়া, এই স্তোত্র কীর্তন করিলেন ।
ইহা দ্বারা লোকমাত্রেয়ই শান্তি সমাহিত হয় ॥ ১১৩ ॥ তুমি এই স্তোত্রপাঠ সহকারে জগন্নাথ
কেশবের আরাধনা কর । তাঁহার স্তব করিলেই, তোমার পাপের পৰ্য্যন্তন হইবে ॥ ১১৪ ॥
অয়ি নিশাচর ! তুমি প্রত্যহ দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক উল্লিখিত স্তোত্র দ্বারা হৃষীকেশের স্তব করিলে,
পাপ হইতে পরিহারলাভ করিবে ॥ ১১৫ ॥ ভক্তিসহকারে স্তব করিলে, সেই ভগবান্ हरि
লোকমাত্রেয়ই সমুদায় পাতক ধ্বংস করেন ; তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বলশালী শ্রীমান্ নিশাচর সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম ও সমভিব্যাহারে গ্রহণ
করিয়া, তপশ্চরণার্থ শালিগ্রামে গমন করিল ॥ ১১৭ ॥ তথায় অহরহ দেবক্ৰিয়ার আসক্ত ও
সারস্বতস্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া, তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ১১৮ ॥ এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথের সমা-
রাধনপূর্বক সৰ্বপাপবিনিমুক্ত হইয়া, বিষ্ণুলোকলাভ করিল ॥ ১১৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! এই আমি
আপনার নিকট বিষ্ণুর সারস্বত স্তোত্র কীর্তন করিলাম । সরস্বতী স্বয়ং ব্রাহ্মণমুখে অধিষ্ঠান-
পূর্বক ইহা বলিয়াছেন ॥ ১২০ ॥ যে ব্যক্তি বাসুদেবের এই পরম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার
সমুদায় হুঃখ দূর হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সারস্বতস্তোত্রনামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হে জগন্নাথ ! তোমাকে নমস্কার । হে দেবদেব ! তোমাকে নমস্কার ।
হে বাসুদেব ! তোমাকে নমস্কার । হে বহুরূপ ! তোমাকে নমস্কার । হে একশৃঙ্গ ! তোমাকে
নমস্কার । হে বৃষাকপে ! তোমাকে নমস্কার । হে শ্রীনিবাস ! তোমাকে নমস্কার । হে ভূত-

সেন নমস্তভ্যং নারায়ণ নমোস্ত তে । বৃষধ্বজ নমস্তেস্ত সত্যধ্বজ নমোস্ত তে ॥৩॥ যজ্ঞধ্বজ নমস্তভ্যং
ধর্মধ্বজ নমোস্ত তে । তালধ্বজ নমস্তেস্ত নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥ ৪ ॥ বরেণ্য বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ নমস্তে
পুরুষোত্তম । নমো জয়ন্ত বিজয় জয়ানন্তাপরাজিত ॥ ৫ ॥ কৃতাবর্ত মহাবর্ত মহাদেব নমোস্ত তে ।
অনাদাদ্যন্তমধ্যাক্ষ নমস্তে পদ্মজপ্রিয় ॥ ৬ ॥ পুরঞ্জয় নমস্তভ্যং শত্রুঞ্জয় নমোস্ত তে । ধনঞ্জয়
নমস্তেস্ত শুভঞ্জয় নমোস্ত তে ॥ ৭ ॥ সৃষ্টিগর্তনমস্তভ্যং শুচিশ্রবঃ পৃথুশ্রবঃ । নমো হিরণ্যগর্তায়
পদ্মগর্তায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥ নমঃ কমলনেত্রায় কালনেত্রায় বৈ নমঃ । কালনাভ নমস্তভ্যং মহা-
নাভ নমোস্ত তে ॥ ৯ ॥ বৃক্ষিমূল মহামূল মূলাবাস নমোস্ত তে । ধর্ম্যবাস জলাবাস ত্রীনিবাস
নমোস্ত তে ॥ ১০ ॥ ধর্ম্যধ্যক্ষ প্রজাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ নমোস্ত তে । সেনাধ্যক্ষ নমস্তভ্যং কালা-
ধ্যক্ষ নমোস্ত তে ॥ ১১ ॥ গদাধর ক্রতিধর চক্রধারিন্ শ্রিয়ো ধর । বনমালাধর হরে নমস্তে ধরনী-
ধর ॥ ১২ ॥ অক্ষিসেন মহাসেন নমস্তেস্ত পুরুষ্টুত । বহুকল্প মহাকল্প নমস্তে কল্পনামুখ ॥ ১৩ ॥
সর্ক্সান্ সর্ক্সগ বিভো বিরিক্ষে শ্বেতকেশব । নমো নীল মহানীল অনিরুদ্ধ নমোস্ত তে ॥ ১৪ ॥ দ্বাদশা-
য়ক কালায়ন সামায়ন পরমায়ন । ব্যোমার্কায়ক সূত্রায়ন সূক্ষ্মায়ক নমোস্ত তে ॥ ১৫ ॥ হরি-
কেশ মহাকেশ গুড়াকেশ নমোস্ত তে । মুগ্ধকেশ দ্বীকেশ সর্ক্সনাথ নমোস্ত তে ॥ ১৬ ॥ সূক্ষ্মমূল
মহামূল মহাসূক্ষ্ম ভয়ঙ্কর । শ্বেতপীতাস্বরধর নীলবাসো নমোস্ত তে ॥ ১৭ ॥ কুশেশয় নমস্তেস্ত পদ্মেশয়
জলেশয় । গোবিন্দ প্রীতিকর্তৃচ্চ হংস পীতাস্বরপ্রিয় ॥ ১৮ ॥ অধোক্ষজ নমস্তেস্ত শার্ঙ্গধ্বজ

ভাবন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ ২ ॥ হে বিষ্ণুসেন ! তোমাকে নমস্কার । হে নারায়ণ !
তোমাকে নমস্কার । হে বৃষধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার । হে সত্যধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥
হে যজ্ঞধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার । হে ধর্মধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার । হে তালধ্বজ ! তোমাকে
নমস্কার । হে গরুড়ধ্বজ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ হে বরেণ্য ! হে বিষ্ণো ! হে বৈকুণ্ঠ !
হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । হে জয়ন্ত ! হে বিজয় ! হে জয় ! হে অনন্ত !
হে অপরাজিত ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ হে কৃতাবর্ত, মহাবর্ত ও মহাদেব ! তোমাকে
নমস্কার । হে অনাদি, আদি, অন্ত, মধ্য ও অন্তস্বরূপ ! হে পদ্মজপ্রিয় ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥
হে পুরঞ্জয় ! তোমাকে নমস্কার । হে শত্রুঞ্জয় ! তোমাকে নমস্কার । হে ধনঞ্জয় ! তোমাকে
নমস্কার । হে শুভঞ্জয় ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ হে সৃষ্টিগর্ত, পৃথুশ্রবঃ ও শুচিশ্রবঃ ! তোমাকে
নমস্কার । হে হিরণ্যগর্ত ও পদ্মগর্ত ! তোমাকে নমস্কার । ৮ ॥ হে কমলনেত্র ! তোমাকে
নমস্কার । হে কালনেত্র ! তোমাকে নমস্কার । হে কালনাভ ! তোমাকে নমস্কার । হে মহা-
নাভ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ হে বৃক্ষিমূল, মহামূল ও মূলাবাস ! তোমাকে নমস্কার ।
হে ধর্ম্যবাস, জলাবাস ও ত্রীনিবাস ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ হে ধর্ম্যধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ ও
লোকাধ্যক্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে সেনাধ্যক্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে কালাধ্যক্ষ !
তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ হে গদাধর, ক্রতিধর, চক্রধর, ত্রীধর, বনমালাধর ও ধরনীধর হরি !
তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ হে অক্ষিসেন, মহাসেন ও পুরুষ্টুত ! হে বহুকল্প, মহাকল্প ও
কল্পনামুখ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥ হে সর্ক্সান্, সর্ক্সজ, বিভো, বিরিক্ষি, শ্বেত ও কেশব !
হে নীল, মহানীল ও অনিরুদ্ধ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ হে দ্বাদশায়ক, কালায়ন, সামায়ন,
পরমায়ন, ব্যোমায়ন, অর্কায়ন, সূক্ষ্মায়ন ও সূত্রায়ন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ হে হরি-
কেশ, মহাকেশ ও গুড়াকেশ ! তোমাকে নমস্কার । হে মুগ্ধকেশ, দ্বীকেশ ও সর্ক্সনাথ !
তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ হে সূক্ষ্ম, মূল, মহামূল, মহাসূক্ষ্ম ও ভয়ঙ্কর ! হে শ্বেতপীতাস্বরধর !
হে নীলবাস ! তোমাকে নমস্কার । হে কুশেশয়, পদ্মেশয় ও জলেশয় ! তোমাকে নমস্কার ।
হে গোবিন্দ ! হে প্রীতিকর্তৃঃ ! হে হংস ! হে পীতাস্বরপ্রিয় ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

জনর্দন । বামনায় নমস্তভ্যং নমস্তে মধুসূদন ॥ ১৯ ॥ সহস্রশীর্ষায় নমো ব্রহ্মশীর্ষায় বৈ নমঃ ।
নমঃ সহস্রনেত্রায় সোমসূর্য্যানেত্রায় ॥ ২০ ॥ নমস্তাথর্কশিরসে মহাশীর্ষায় তে নমঃ । নমস্তে
ধর্ম্মনেত্রায় মহানেত্রায় তে নমঃ ॥ ২১ ॥ নমঃ সহস্রপাদায় সহস্রভুজমস্তবে । নমো যজ্ঞবরাহায়
মহারূপায় তে নমঃ ॥ ২২ ॥ নমস্তে বিশ্বদেবায় বিশ্বাত্মন বিশ্বসম্ভব । বিশ্বরূপ নমস্তেস্ত তন্তো
বিশ্বমভূদিদম্ ॥ ২৩ ॥ স্ত্রোত্রোদ্বাহঃ মহাশাখস্বঃ স্নগকুসুমার্চিতঃ । স্কন্ধপল্লবলতাপল্লবায়
নমোস্ত তে ॥ ২৪ ॥ মূলং তে ব্রাহ্মণাঃ স্কন্ধঃ কত্রিয় ভবতঃ প্রভো । বৈশ্যঃ শাখাস্বঃ শূদ্রা
বনস্পতি নমোস্ত তে ॥ ২৫ ॥ ব্রাহ্মণঃ সাগর্যো বক্তা সাযুধা বাহকো নৃপাঃ । পার্শ্বাঙ্গিশ্চোক্র-
যুগ্মাজ্জাতাঃ শূদ্রাশ্চ পাদতঃ ॥ ২৬ ॥ নেত্রান্তান্তরভূতঃ পশ্চ্যাং ভূঃ শ্রোত্রয়োর্দিশঃ । নাভ্যাশ্চা-
ভূদন্তরিক্ষং শশাঙ্কো মনসম্ভব ॥ ২৭ ॥ প্রাণায় যুঃ সমভবৎ কামাধুক্ষা পিতামহঃ । ক্রোধাত্ত্রি-
নয়নো রুদ্রঃ শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্তত ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্রাগ্নী বদনাজ্জাতৌ পশবো মনসম্ভবাঃ । ওষধ্যা
রোমসম্ভুতা বিরজাস্বঃ নমোস্ত তে ॥ ২৯ ॥ পুষ্পহাস নমস্তেস্ত মহাহাস নমোস্ত তে । ওঁকারস্বঃ
বঘট্কারো বৌবট্ স্বধা স্রুধা ॥ ৩০ ॥ স্বাহাকার নমস্তভ্যং হস্তকার নমোস্ত তে । সর্কাকার
নিরাকার বেদাকার নমোস্ত তে ॥ ৩১ ॥ ত্বং হি সর্কবেদময়ো সর্কদেবময়স্তথা । সর্কতীর্থময়শ্চৈব
সর্কযজ্ঞময়ো রসঃ ॥ ৩২ ॥ নমস্তে যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞভাগভূক্ষে নমঃ । নমঃ সহস্রধারায় শতধারায় তে

হে অধোক্ষজ ! হে শাঙ্গধ্বজ ! হে জনর্দন ! তোমাকে নমস্কার । হে বামন ! তোমাকে
নমস্কার । হে মধুসূদন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ হে সহস্রশীর্ষ ! তোমাকে নমস্কার ।
হে ব্রহ্মশীর্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে সহস্রনেত্র ! হে সোমনেত্র ! হে সূর্য্যানেত্র ! হে
অগ্নিনেত্র ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২০ ॥ হে অথর্কশিরা ! হে সহস্রশিরা ! তোমাকে নমস্কার ।
হে ধর্ম্মনেত্র ! তোমাকে নমস্কার । হে মহানেত্র ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ হে সহস্রপাদ !
হে সহস্রভুজ ! হে যজ্ঞবরাহ ! তোমাকে নমস্কার । হে মহারূপ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥
হে বিশ্বদেব ! হে বিশ্বসম্ভব ! তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বরূপ ! তোমা হইতেই এই বিশ্বের
আবির্ভাব হইয়াছে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥ তুমি মহাশাখ ; তুমি স্নগকুসুমার্চিত ; তুমি
স্কন্ধপল্লবলতাকুর ; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ তোমার মূল, কত্রিয়গণ তোমার
স্কন্ধ, বৈশ্যগণ তোমার শাখা, শূদ্রগণ তোমার ভক । তুমি স্বয়ং বনস্পতিস্বরূপ ; তোমারে
নমস্কার করি ॥ ২৫ ॥

সাগ্রিক ব্রাহ্মণগণ তোমার বদনমণ্ডল হইতে, সাযুধ কত্রিয়গণ তোমার বাহু হইতে, বৈশ্যগণ
তোমার উরুযুগ্ম হইতে ও শূদ্রগণ তোমার পাদদেশ হইতে প্রাহুভূত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥ ভানু
তোমার নেত্র হইতে, পৃথিবী তোমার পদযুগ্ম হইতে, দিক্‌সকল তোমার শ্রোত্র হইতে, আকাশ
তোমার নাভিদেশ হইতে এবং চন্দ্র তোমার মনঃ হইতে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ বায়ু
তোমার প্রাণ হইতে, পিতামহ ব্রহ্মা তোমার কাম হইতে, ত্রিনেত্র রুদ্র তোমার ক্রোধ হইতে,
ও স্বর্গ তোমার শীর্ষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদন হইতে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন । পশুগণ তোমার মল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । ওষধি সকল তোমার রোম
হইতে অবতরণ করিয়াছে । তুমি স্বয়ং বিরজা । তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৯ ॥ তুমি
পুষ্পহাস, তোমাকে নমস্কার ; তুমি মহাহাস, তোমাকে নমস্কার ; তুমি ওঁকার, তুমি বঘট্কার,
তুমি বৌবট্, তুমি স্রুধা, তুমি স্বধা ॥ ৩০ ॥ তুমি স্বাহাকার, তোমাকে নমস্কার ; তুমি হস্তকার,
তোমাকে নমস্কার ; তুমি সর্কাকার, নিরাকার ও বেদাকার, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ তুমি
সর্কবেদময়, তুমি সর্কদেবময়, তুমি সর্কতীর্থময়, তুমি সর্কযজ্ঞময়, তুমি সাক্ষাৎ রসস্বরূপ ।
তোমাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ তুমি যজ্ঞপুরুষ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি যজ্ঞভাগভাগী, তোমাকে

নমঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূভুবঃস্বরূপায় গোদামৃতদায়িনে । স্তব্ধব্রহ্মদাত্রে চ সৰ্ব্বদাত্রে চ তে
 নমঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মেশ্বায় নমস্তত্যং ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপধৃক্ । পরং ব্রহ্ম নমস্তেহৈ শব্দব্রহ্ম নমো-
 স্ত তে ॥ ৩৫ ॥ বিদ্যা যং বৈদ্যরূপস্তং বন্দনীয়স্তমেব চ । বুদ্ধিস্তমপি বোধ্যস্ত বোদ্ধা যং নমো-
 স্ত তে ॥ ৩৬ ॥ হোতা হোমস্ত হব্যং হুয়মানস্ত হব্যবাট্ । পাতা পোতা চ পুতস্ত পাবনীয়স্ত
 ৩ নমঃ ॥ ৩৭ ॥ হস্তা চ হস্তমানস্ত ক্রিয়মানস্তমেব চ । হৰ্ত্তা নেতা চ নীতিস্ত পূজ্যাশ্রোণা বিশ্ব-
 ধার্য্যপি ॥ ৩৮ ॥ ঋকৃষ্কবৌ বিশ্বধামাসি কপালোলুখলোরণঃ । যজ্ঞপাত্রাণেয়স্তমেকধা বহু-
 ধা ত্রিধা ॥ ৩৯ ॥ যজ্ঞস্তং যজমানস্তমীড়্যস্তমসি যাজকঃ । জ্ঞাতা জ্ঞেয়স্তথা জ্ঞানং ধ্যাতা ধ্যেয়ো-
 হসি চেশ্বর ॥ ৪০ ॥ ধ্যানযোগস্ত যোগী চ গতিশ্চৌক্ষো ধৃতিঃ স্তথং । যোগাদানি ত্রয়ীশনঃ
 সৰ্ব্বগস্তং নমোস্ত তে ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মা হোতা উদ্গাতা সোমযুপোথ দক্ষিণা । দীক্ষা যং যং
 পুরোডাশস্তং পশুঃ পশুহা হসি ॥ ৪২ ॥ শুভো ধাতা পরমসি নরো নারায়ণস্তথা । মহাজনো
 নিরয়ণঃ সহস্রার্কেনু রূপবান্ ॥ ৪৩ ॥ দ্বাদশারোণং যজ্ঞাভিহুত্বাহো দ্বিগুণস্তথা । কালচক্রো
 মহামেধাঃ শম্ভুঃ শক্রঃ প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥ মিত্রাবরুণমূর্তিঃ স্তমমূর্তিরনঘঃ শুভঃ । প্রাগ্বংশকারো
 ভূতাদির্নহাতুতোহচ্যুতো দ্বিজঃ ॥ ৪৫ ॥ উর্দ্ধকৈতোর্দ্ধধর উর্দ্ধরেতা নমোস্ত তে । মহাপাতকহা
 যং উপপাতকহা তথা ॥ ৪৬ ॥ মুনিশঃ সৰ্ব্বপাপঘন্যামহং শরণং গতঃ । ইত্যোতৎ পরমং স্তোত্রং
 সৰ্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৪৭ ॥ মহেশ্বরেণ কথিতং বারাগস্যং পুরা মুনে । কেশবেণ সন্মুখীন হইয়া
 স্নানার্থা তীর্থোদকে শুভে । উপশান্তস্তদা জাতো রুদ্রঃ পাপোপশান্তিদম্ ॥ ৪৮ ॥ এতৎ পবিত্রং

নমস্কার ; তুমি সহস্রধার, তোমাকে নমস্কার ; তুমি শতধার, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥ তুমি
 ভূভুবঃস্বরূপ, তুমি গোদ, তুমি অমৃতদ, তুমি স্তব্ধ-ব্রহ্মদাতা, তুমি সকলের ধাতা, তোমাকে
 নমস্কার ॥ ৩৪ ॥ তুমি ব্রহ্মেশ্ব, তোমাকে নমস্কার ; তুমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপধর, তোমাকে
 নমস্কার ; তুমি পঃব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার ; তুমি শব্দব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ তুমি
 বিদ্যা, তুমি বৈদ্যরূপ, তুমি বন্দনীয়, তুমি বুদ্ধি, তুমি বোধ্য, আবার তুমিই বোদ্ধা, তোমাকে
 নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ তুমি হোতা, হোম, হব্য, হুয়মান ও হব্যবাহ। তুমি পাতা, পোতা, পুত ও
 পাবনীয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ তুমি হস্তা, তুমি হস্তমান ও ক্রিয়মান। তুমি হৰ্ত্তা,
 নেতা, নীতি, পূজ্যাশ্রোণ ও বিশ্বধর ॥ ৩৮ ॥ তুমি ঋকৃ ও ঋব ; তুমি বিশ্বধাম। তুমি কপালোলু-
 খল, তুমি অরণি, তুমি যজ্ঞপাত্র, তুমি অরণেয়, তুমি একধা, বহুধা ও ত্রিধাস্বরূপ ॥ ৩৯ ॥ তুমি
 যজ্ঞ, তুমি যজমান, তুমি যজ্ঞী, এবং তুমিই যাজক। তুমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়, এবং তুমিই
 জ্ঞান। তুমি ধ্যাতা, ধ্যেয় ॥ ৪০ ॥ ও ধ্যানযোগ। তুমি যোগী, তুমি গতি, তুমি মোক্ষ, তুমি ধৃতি ও
 তুমি স্তব্ধস্বরূপ। তুমি যোগজ, তুমি ঈশান, তুমি সৰ্ব্বগ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১ ॥ তুমি
 ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা, সোম, যুপ ও দক্ষিণা ; তুমি দীক্ষা, তুমি পুরোডাশ, তুমি পশু, তুমি
 পশুহস্তা ॥ ৪২ ॥ তুমি শুভ, তুমি ধাতা, তুমি নর ও তুমি নারায়ণ, তুমি মহাজন, তুমি নিরয়ণ,
 তুমি সহস্র অর্ক ও ইন্দুর আয় রূপবান্ ॥ ৪৩ ॥ তুমি দ্বাদশার, তুমি যজ্ঞাভি, তুমি ত্রিবাহু,
 তুমি দ্বিগুণ, তুমি কালচক্র, তুমি মহামেধাঃ, তুমি শম্ভু, তুমি শক্র, তুমি প্রভঞ্জন ॥ ৪৪ ॥ তুমি
 মিত্রাবরুণমূর্তি, তুমি অমূর্তি, তুমি অনঘ ও শুভস্বরূপ ; তুমি প্রাগ্বংশকার, তুমি ভূতাদি, তুমি
 মহাত্ম, তুমি অচ্যুত, তুমি দ্বিজ ॥ ৪৫ ॥ তুমি উর্দ্ধকৈতু, তুমি উর্দ্ধধর, তুমি উর্দ্ধরেতা, তোমাকে
 নমস্কার ; তুমি মহাপাতকনিহস্তা, তুমি উপপাতকবিনাশকর্ত্তা ॥ ৪৬ ॥ তুমি মুনিগণের
 ঈশ্বর ও সৰ্ব্বপাপনিহন। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ।

এই পরমস্তোত্র সৰ্ব্বপাপবিনাশ করে ॥ ৪৭ ॥ পূর্বে মহেশ্বর বারাগসীতে এই স্তোত্র
 প্রচার করেন। তৎকালে তিনি পরমপবিত্র তীর্থসলিলে স্নান করিয়া, কেশবের সন্মুখীন হইয়া,

ত্রিপুরস্বভাষিতং পঠন্নরো বিষ্ণুপুরে মহর্ষে । বিমুক্তপাপোপাপশাস্তমূর্তিঃ সম্পূজ্যতে দেববরৈঃ
স সিদ্ধৈঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাত্তর্ভাবে পাপপ্রশমনস্তবো নাম সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । দ্বিতীয়ং পাপশমনং স্তবং বক্ষ্যামি তে মুনৈ । যেন সম্যগধীভেন পাপং
নাশং তু গচ্ছতি ॥ ১ ॥ মৎস্যং নমস্যে দেবেশং কৃষ্ণং দেবেশমেব চ । হরিশীর্ষং নমস্তেহং
ভবং বিষ্ণুং ত্রিবিক্রমং ॥ ২ ॥ নমস্যে মাধবেশানৌ স্বযীকেশকুমারিলৌ । নারায়ণং নমস্যেহং
নমস্তে গরুড়াসন ॥ ৩ ॥ জয়েশ নরসিংহং রূপধারং কুরুধ্বজং । কামপালমথগুণং নমস্তে ত্রাক্ষণ-
প্রিয়ং ॥ ৪ ॥ অজিতং বিশ্বকর্মাণং পুণ্ডরীকং দ্বিজপ্রিয়ং । হরিং শঙ্কুং নমস্তে চ ব্রহ্মাণং স-
প্রজাপতিং ॥ ৫ ॥ নমস্তে শূলবাহুং দেবং চক্রধরং তথা । শিবং বিষ্ণুং স্রবর্ণাক্ষং গোপতিং
পীতবাসসং ॥ ৬ ॥ নমস্তে চ গদাপাণিং নমস্তে চ কুশেশ্বরং । অর্জুনারীষ্মরং দেবং নমস্তে
পাপনাশনং ॥ ৭ ॥ গোপালং বৈকুণ্ঠং নমস্যে চাপধারিণং । নমস্যে বিষ্ণুরূপং জ্যেষ্ঠেশং
পঞ্চমং তথা ॥ ৮ ॥ উপশান্তং নমস্তেহং মার্কণ্ডেশ্বরং সঙ্গমুকং । নমস্তে পদ্মকিরণং নমস্তে বড়-
বামুখং ॥ ৯ ॥ কার্তিকেয়ং নমস্যেহং বাহ্লিকং শঙ্খধরং তথা । নমস্তে পদ্মকিরণং নমস্তে চ
কুশেশ্বরং ॥ ১০ ॥ নমস্তে স্থানুমনঘং নমস্যে বনমালিনং । নমস্যে লাক্ষ্মীশং নমস্যেহং শ্রিয়ঃ

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া, সর্বথা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ মহর্ষে ! মহাদেবের কথিত,
পরমপবিত্র এই স্তোত্র পাঠ করিলে, পাপবিমুক্ত ও উপশান্তমূর্তি হইয়া, বিষ্ণুপুরে গমন করা যায় ।
এবং সিদ্ধ ও দেবগণ পূজা করিধা থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পাপপ্রশমনস্তবনামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনৈ ! আমি তোমার নিকট দ্বিতীয় পাপপ্রশমন স্তোত্র কীর্তন করিব ।
উহা সম্যক বিধানে অধ্যয়ন করিলে, পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ যিনি দেবগণের ঈশ্বর,
সেই মৎস্যকে নমস্কার । যিনি অমরগণের নিয়ন্তা, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার । যিনি হরিশীর্ষ, ভব,
বিষ্ণু ও ত্রিবিক্রম, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ যিনি মাধব ও ঈশান, তাঁহাকে নমস্কার
করি ; যিনি স্বযীকেশ ও কুমারিল, এবং যিনি নারায়ণ, তাঁহাকে নমস্কার করি ; হে গরুড়াসন !
তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ হে ঈশ ! তোমার জয় হউক । যিনি নরসিংহ, রূপধার, কুরুধ্বজ,
কামপাল, ত্রাক্ষণপ্রিয়, এবং অথগুণরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ যিনি অজিত, বিশ্বকর্মা,
পুণ্ডরীক ও দ্বিজপ্রিয়, এবং যিনি হরি, শঙ্কু ও প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥
যিনি শূলবাহু, চক্রধর, শিব, বিষ্ণু, স্রবর্ণাক্ষ, গোপতি ও পীতবাস, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥
যিনি গদাপাণি, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি কুশেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি অর্জুনারীষ্মর ও
পাপনাশন, সেই ভগবান্কে নমস্কার ॥ ৭ ॥ যিনি গোপাল, বৈকুণ্ঠ, শঙ্খধর, বিষ্ণুরূপ ও
জ্যেষ্ঠেশ, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ যিনি পরমশান্তরূপ, সেই জম্বুকসহিত মার্কণ্ডেশ্বররূপী
ভগবান্কে নমস্কার করি ; যিনি পদ্মকিরণ, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি বড়বামুখ, তাঁহাকে নম-
স্কার ॥ ৯ ॥ যিনি কার্তিকেয়, বাহ্লিক ও শঙ্খধর, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি পদ্মকিরণ, তাঁহাকে
নমস্কার ; যিনি কুশেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ যিনি স্থানু ও অনঘ, তাঁহাকে নমস্কার ;
যিনি বনমালী, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি লাক্ষ্মীশ, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি ত্রীপতি, তাঁহাকে

পতিঃ ॥ ১১ ॥ নমস্বে চ ত্রিনয়নং নমস্যে হব্যবাহনং । নমস্বে চ ত্রিসৌবর্ণং নমস্যে ধরনীধরং ॥ ১২ ॥
 ত্রিণাটিকেতং ব্রহ্মাণং নমস্যে শশিভূষণং । কপর্দিনং নমস্যে চ সর্কাময়বিনাশনং ॥ ১৩ ॥
 নমস্যে শশিনং সূর্য্যং ক্রবঃ ক্রতুং মহোজসং । পদ্মনাভং হিরণ্যাকং নমস্যে স্কন্দমব্যয়ং ॥ ১৪ ॥
 নমস্যেহং ভীমং সৌচনমস্যাটকেশ্বরং । সদাহং সং নমস্যে চ নমস্যে জ্ঞানতর্পণং ॥ ১৫ ॥
 নমস্যে কল্ককবচং মহাযোগিনমীশ্বর । নমস্যে ত্রিনিবাসকং নমস্যে পুরুষোত্তমং ॥ ১৬ ॥ নমস্যে
 চ চতুর্কীহং নমস্যে চ সূর্য্যধিপং । বনস্পতিং মধুপতিং নমস্যে মমব্যয়ং ॥ ১৭ ॥ ত্রীঃ
 বাসুদেবকং নীলকণ্ঠং সদাশিবং । নমস্যে সর্কমনষং গৌরীশং লকুটেশ্বরং ॥ ১৮ ॥ মনোহরকং
 কুশেশং নমস্যে চক্রপাণিনং । বশোধনং মহাবাহুং নমস্যে চ কুশপ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥ ভূধরজাদিত-
 গদং স্নেনেত্রং সুরশাসিতং । ভদ্রাখ্যং বীরভদ্রকং নমস্যে শঙ্ককর্ণিনং ॥ ২০ ॥ বুধধ্বজং মহেশকং
 বিশ্বামিত্রং শশিপ্রভং । উপেন্দ্রকং সগোবিন্দং নমস্যে পঙ্কজপ্রিয়ং ॥ ২১ ॥ সহস্রশিরসং দেবং
 নমস্যে কুন্দমালিনং । কালাগ্নিঃ ক্রতুদেবেশং নমস্যে কৃতিবাসনং ॥ ২২ ॥ নমস্যে ছাগলেশকং
 নমস্যে পঙ্কজাননং । সহস্রাকং কোকনদং নমস্যে হরিশঙ্করং ॥ ২৩ ॥ অগস্ত্যং গরুড়ং বিষ্ণুং
 কপিলং ব্রহ্মবাহুরং । সনাতনকং ব্রহ্মাণং নমস্যে ব্রহ্মতৎপরং ॥ ২৪ ॥ অপ্রতর্ক্যং চতুর্কীহং
 সহস্রাংগং তপোময়ং । নমস্যে ধর্ম্মরাজানং দেবং গরুড়বাহনং ॥ ২৫ ॥ সর্কভূতগতং শাস্ত-
 নির্ম্মলং সর্কলক্ষণং । মহাযোগিনমব্যক্তং নমস্যে পাপনাশনং ॥ ২৬ ॥ নিরঞ্জনং নিরাকারং

নমস্কার ॥ ১১ ॥ যিনি ত্রিনয়ন, তাঁহারে নমস্কার ; যিনি হব্যবাহন, তাঁহারে নমস্কার ; যিনি
 ত্রিসৌবর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি ধরনীধর, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১২ ॥ যিনি ত্রিণাটিকেত,
 শশিভূষণ ও ব্রহ্মা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি সর্করোগবিনাশন কপর্দী, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥
 যিনি শশী, সূর্য্য, ক্রতু, পদ্মনাভ, হিরণ্যাক, স্কন্দ ও অব্যয়স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥
 যিনি ভীম ও হংস, তাঁহাকে নমস্কার করি ; যিনি হাটকেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার করি ; যিনি
 হংসস্বরূপ, তাঁহাকে সর্কদা নমস্কার করি ; যিনি প্রাণতর্পণ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥
 যিনি কল্ককবচ, মহাযোগী ও ঈশ্বর, তাঁহারে নমস্কার ; যিনি ত্রিনিবাস, তাঁহারে নমস্কার ; যিনি
 পুরুষোত্তম, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ যিনি চতুর্কীহ, তাঁহারে নমস্কার ; যিনি বসুধাধিপ,
 তাঁহারে নমস্কার ; যিনি বনস্পতি, মধুপতি, মম ও অব্যয়স্বরূপ, তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ যিনি
 ত্রীঃ বাসুদেব ও নীলকণ্ঠ সদাশিব ; যিনি সর্কস্বরূপ ও অপাপবিন্দ এবং যিনি গৌরীশ্বর ও
 লকুটেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ যিনি মনোহর, কুশ ও ঈশ্বরস্বরূপ ; যিনি চক্রপাণি,
 তাঁহাকে নমস্কার । যিনি মহাবাহু ও কুশেশ্বর, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥ যিনি ভূধর, ছাদিত-
 গদ, স্নেনেত্র ও সুরশাসিত ; যিনি ভদ্রাখ্য, বীরভদ্র ও শঙ্ককর্ণ, তাঁহারে নমস্কার ॥ ২০ ॥ যিনি
 বুধধ্বজ, মহেশ্বর, বিশ্বামিত্র ও শশিপ্রভ ; যিনি উপেন্দ্র, গোবিন্দ ও পঙ্কজপ্রিয়, তাঁহারে নম-
 স্কার ॥ ২১ ॥ যিনি সহস্র শির। ও কুন্দমালী, তাঁহাকে নমস্কার । তুমি কালাগ্নি, ক্রতু,
 দেবেশ ও কৃতিবাস, তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ তুমি ছাগলেশ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি
 পঙ্কজানন, তোমাকে নমস্কার ; তুমি সহস্রাক, কোকনদ ও হরিশঙ্কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ২৩ ॥
 তুমি অগস্ত্য, গরুড়, বিষ্ণু, কপিল, ব্রহ্ম ও বাহুর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সনাতন, ব্রহ্মা
 ও ব্রহ্মতৎপর ॥ ২৪ ॥ তুমি অপ্রতর্ক্য, চতুর্কীহ, সহস্রাংগ ও তপোময় । তুমি ধর্ম্মরাজ,
 দেব ও গরুড়বাহন ; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥ তুমি সর্কভূতগত, শাস্ত, নির্ম্মল ও
 সর্কলক্ষণসম্পন্ন ; তুমি মহাযোগী, অব্যক্ত, ও পাপনাশন ; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥ তুমি

নিষ্ঠূর্ণং নিলয়ং পদং । নমস্যে পাপহর্তারং শরণ্যং শরণং ব্রজে ॥২৭॥ এতৎ পবিত্রং পরমং পুরাণং
প্রোক্তং যুগন্তো ন মহর্ষিণা চ । যত্নং যশস্যং বহুপাপনাশনং সংকীৰ্ত্তনং শ্রবণং স্পর্শনাচ্চ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাহৃত্তাবে প্রহ্লাদতীর্থযাত্রায়াং দ্বিতীয়পাপনাশনস্তবো

নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গতেষু তীর্থযাত্রায়াং প্রহ্লাদে দানবেশ্বরে । কুরুক্ষেত্রে নমভ্যাগাদ্ভট্টুঃ
বৈরোচনো বলিঃ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ মহাধর্মযুতে তীর্থে ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ । শুক্রে দ্বিজাতিপ্রবরানামব্র-
হ্মত ভার্গবঃ ॥ ২ ॥ ভৃগুগামদ্ব্যমাণা বৈ শ্রদ্ধাক্রিয়াঃ সর্গোত্তমাঃ । কৌশিকাঙ্গিরসশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞাঃ
কুরুজ্ঞানলান্ ॥ ৩ ॥ উত্তরাশাং প্রজগুস্তে নদীমবুশতদ্রবীম্ । শাতদ্রবে জলে স্নাত্বা বিপ্রাশ্চ
প্রযযুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ বিধায় তত্র স্নানানং সম্পূজ্য পিতৃদেবতাঃ । প্রজগুঃ কিরণাং পুণ্যাং দিনেশ-
কিরণচ্যুতাং ॥ ৫ ॥ তস্তাং স্নাত্বা চ দেবর্ষে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ । ঐরাবতীং স্পৃশ্যোদাং স্নাত্বা
জগুঃপথেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ দেবিকায়া জলে স্নাত্বা পয়োক্ষ্যাশ্চৈব তাপসাঃ । অবতীর্ণা যুনে স্নাতুমাত্রৈ-
রাদ্যাস্ত তাং নদীং ॥ ৭ ॥ ততো নিমগ্না দদৃশুঃ প্রতিবিশ্বমথান্মনঃ । অন্তর্জলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহ-
দাশ্চর্য্যাকারকং ॥ ৮ ॥ উন্মজ্জন্তশ্চ দদৃশুঃ পুনর্কিম্মিতমানসাঃ । ততঃ স্নাত্বা সমুত্তীর্ণা ঋষয়ঃ সর্ব
এব হি ॥ ৯ ॥ জগুস্ততোপি তে ব্রহ্মণ কথয়ন্তুঃ পরস্পরং । চিন্তয়ন্তুশ্চ সততং কিমেতদ্বিত্তি
বিস্মিতাঃ ॥ ১০ ॥ ততো দূরাদপশ্যন্তে বনখণ্ডং সুবিস্তৃতং । ঘনং ঘনদলশ্রামং খগশ্রমবিনা-

নিরঞ্জন, নিরাকার, নিষ্ঠূর্ণ, নিলয় ও পদস্বরূপ । তুমি পাপহতা ও সকলের রক্ষাকর্তা ; তোমাকে
নমস্কার ; আমি তোমার শরণ গ্রহণ করি ॥২৭॥ মহর্ষি অগস্ত্য এই পরমপবিত্র পুরাণ স্তব কীর্ত্তন
করিয়াছেন । ইহা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ ও ধারণ করিলে, যশ লাভ ও সকল পাপ বিনাশ হয় ॥২৮॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দ্বিতীয় পাপনাশনস্তবনামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি
কুরুক্ষেত্রদর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণপুঙ্গব ভার্গব সেই পরমধর্মযুক্ত তীর্থে
দ্বিজাতিপ্রবরদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২ ॥ তৎকর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া, আত্রেয়, গৌতম,
কৌশিক ও আঙ্গিরস এই সকল তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ কুরুজ্ঞানে উত্তর দিকে শতদ্রবী নদীর তীর-
দেশে সমাগত হইলেন । এবং ঐ নদীর জলে স্নান করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥৪॥
এইরূপে তাঁহারা বিহিত বিধানে স্নান ও পিতৃদেবগণের অর্চনা করিয়া, দিনেশকিরণচ্যুত
পবিত্র কিরণাতে সমাগত হইলেন ॥ ৫ ॥ দেবর্ষে ! তথায় সকলেই কৃত্যভিষেক হইয়া, পরম-
পবিত্র ঐরাবতীতে স্নানান্তর ঐশ্বরীতে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ পরে দেবিকানিলে যথাক্রমে
স্নান করিয়া, সেই আত্রেয়াদ্য তাপসগণ স্নান করিবার জন্য পয়োক্ষীতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭ ॥
তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, স্বপ্ন প্রতিবিশ্ব দর্শন করিলেন । জলমধ্যে এইরূপ প্রতিবিশ্ব দর্শন
করিয়া, তাঁহাদের অতিমাত্র বিস্ময় প্রাপ্ত হইল । ৮ ॥ অনন্তর উন্মগ্ন হইয়াও, ঐরূপ প্রতি-
বিশ্ব দর্শন করিয়া, বিস্মিতচিন্ত হইলেন । পরে সকলেই কৃত্যভিষেক ও সমুত্তীর্ণ হইয়া ॥ ৯ ॥
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । যাইবার সময় বিস্মিত হইয়া, পরস্পর কথোপকথন ও অনুক্ষণ
চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঐরূপ ঘটনার কারণ কি ? ॥ ১০ ॥

অনন্তর তাহারা দূর হইতে সুবিস্তৃত বনখণ্ড দর্শন করিলেন । ঐ বনখণ্ড অতীব নিবিড় :

শনং ॥ ১১ ॥ অতিভুক্ততয়া ব্যোম আবুধানং নরোত্তম । বিস্তৃতভিত্তিতিস্ত অস্তভূমিক
নারদ ॥ ১২ ॥ কাননং পুষ্পিতৈর্বৃক্ষৈঃ ফলিতৈশ্চ ততস্ততঃ । দশার্দ্ধবাণসদৃশৈর্নভস্তারাগ-
ণৈরিব ॥ ১৩ ॥ তদৃষ্ট্বা কমলৈর্ব্যাগুঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শোভিতং । তদ্বৎ কোকনদৈর্ব্যাগুঃ বনং
পদ্মবনং যথা ॥ ১৪ ॥ প্রজগ্নুস্তৃষ্টিমতুলাস্তে হ্লাদং পরমং যযুঃ । বিবিস্তঃ প্রীতমনসো হংস-
ইব মহাসরঃ ॥ ১৫ ॥ তন্মধ্যে দদৃশুঃ পুণ্যমাশ্রমং লোকপূজিতং । চতুর্গাং লোকপালানাং বর্গাণাং
মুনিগণ্ডমাঃ ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মাশ্রমং প্রীতমুখং তু পলাশবিটপাবৃতং । প্রতীচ্যাভিমুখং ব্রহ্মরথপুণা-
বনাবৃতং ॥ ১৭ ॥ দক্ষিণাভিমুখং কাম্যং রস্তাশোকবনাবৃতং । উদযুথঞ্চ মোক্ষস্য শুদ্ধক্ষটিক-
সন্নিভং ॥ ১৮ ॥ কৃতান্তে আশ্রমী মোক্ষঃ কামজ্যেষ্ঠাযুগে স্থিতঃ । আশ্রমার্থো দ্বাপরাস্তে ত্রিযাস্তে
ধর্ম্ম আশ্রমী ॥ ১৯ ॥ তমাশ্রমং হি মুনয়ো দৃষ্ট্বা ত্রেয়াস্ততোব্যয়াঃ । তত্রৈব হি রতিঞ্চক্রু-
থশ্চ সলিলাগ্নুতে ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাদ্যো ভগবান্ বিষ্ণুরথশ্চ ইতি বিজ্ঞতঃ । চতুর্মূর্তির্জগন্নাথঃ
পূর্বমেব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২১ ॥ তমর্চয়ন্তি ঋষয়ো যোগাত্মানো বহুশ্রতাঃ । শুক্রশ্রবা চ তপসা
ব্রহ্মচর্য্যেণ নারদ ॥ ২২ ॥ এবং তে ভবসংস্কৃত সমেতা ভার্গবেণ হি । অশ্রুতভ্যস্তদা ভীতাঃ
স্বাশ্রিতাঃ খণ্ডপর্ব্বতাঃ ॥ ২৩ ॥ তথাত্রে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরথকুট্টা মরীচিপাঃ । স্নাত্বা জলে হি কালিন্দ্যাঃ
প্রজগ্নুর্দক্ষিণামুখাঃ ॥ ২৪ ॥ অবস্থিবিষয়ং প্রাপ্য বিষ্ণুমানাদ্য সংস্থিতাঃ । বিষ্ণোরপি প্রশংসন
মুঃপ্রবেশং মহান্বৈরৈঃ ॥ ২৫ ॥ বালবিল্যাদয়ো জগ্নুরবশা দানবাস্তয়াৎ । ক্রুদ্ধকোটিং সমাশ্রিত্য

মেঘমণ্ডলীর ন্যায়, স্ত্যামলবর্ণ, খগগণের শ্রমবিনাশন ॥ ১১ ॥ এবং অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া,
আকাশ আবৃত করিয়াছে । উহার অস্তভূমি বিস্তৃত লতাজালে সমাচ্ছন্ন ॥ ১২ ॥ ফলকুসুম-
সমলঙ্কৃত পাদপরম্পরা উহাতে বিরাজমান হইতেছে । দেখিলে, বোধ হয়, যেন তারকাস্তবকে
আকাশমণ্ডল আবৃত হইয়া রাহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ উহাতে কমল সকল বিকসিত হইতেছে ;
পুণ্ডরীকসমূহ শোভা পাইতেছে, কোকনদ সকল প্রক্ষুটিত হইতেছে এবং পদ্ম সকল সুষমা
বিস্তার করিতেছে ॥ ১৪ ॥ তদর্শনে তাহারা নিক্রপম তৃষ্টি ও পরম আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া,
মহাসরোবরে হংসযুগের স্থায়, তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মাদ লোক-
পাল বর্গচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত সর্বলোকপূজিত পুণ্য আশ্রম বিরাজমান হইতেছে ॥ ১৬ ॥ তন্মধ্যে
প্রাচ্যুখে ধর্ম্মাশ্রম । উহা পলাশপাদপে পরিবৃত । প্রতীচ্যাভিমুখে অর্থ্যাশ্রম । উহা পাবত
কাননসমূহে সমাকীর্ণ ॥ ১৭ ॥ কাম্য আশ্রম দক্ষিণাভিমুখে । উহা রস্তা ও অশোককাননে
পরিবৃত । মোক্ষাশ্রম উত্তর মুখে । উহা বিশুদ্ধক্ষটিকসন্নিভ ॥ ১৮ ॥ সত্যযুগের অস্তে মোক্ষ
স্বয়ং আশ্রমী ছিল । ত্রেতাযুগে কাম, দ্বাপরাস্তে অর্থ ও কলির অবসানে স্বয়ং
ধর্ম্ম আশ্রমী হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অত্রিংশসমুদ্ভূত অথওপ্রকৃতি ঋষিগণ সেই আশ্রম অবলোকন করিয়া, তদীয় অথও
সর্বললে আগ্রুত ও তাহাতেই অনুরাগবদ্ধ হইলেন ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মাদ্যমূর্তিধারী ভগবান্ বিষ্ণুকে
অথও বলিয়া থাকে । তিনি চতুর্মূর্তি ও জগতের নাথ । তথায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত
আছেন ॥ ২১ ॥ সেই যোগাত্মা বহুশ্রত ঋষিগণ শুক্রবা, তপস্বী ও ব্রহ্মচর্য্য সহকারে তদীয়
উপাসনার আবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ তাহারা অশ্রুতভয়ে ভীত ও ভার্গবের সহিত মিলিত হইয়া,
এইরূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অশ্রুকুট ও মরীচিপায়ী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কালিন্দীসলিলে স্নান করিয়া, দক্ষিণামুখে
গমন ॥ ২৪ ॥ ও অবস্থিবিষয়ে সমাগত হইয়া, বিষ্ণুর শরণগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন ।

হিতান্তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৬ ॥ এবং গতেষু বিপ্রেষু গোতমাদ্ভিন্নসাদিষু । শুক্রস্ত ভার্গবান্
 নর্ষান্ নিত্যো যজ্ঞবিধৌ মুনৈ ॥ ২৭ ॥ অধিষ্ঠিতং ভার্গবেণ মহাযজ্ঞেহমিতহ্যতেঃ । যজ্ঞদীক্ষাস্বনেঃ
 শুক্রশ্চকার বিধিনা স্বয়ং ॥ ২৮ ॥ শ্বেতাশ্বরধরো দৈতাঃ শ্বেতমালাভূলেপনঃ । মৃগাজিনাস্তৃত-
 পৃষ্ঠৌ বহুপত্রবিচিত্রকঃ ॥ ২৯ ॥ সমাস্তে বিততে যজ্ঞে সদনৈরভিসংবৃতঃ । হরগ্রীবকুরাদৈ।স্ত ময়-
 বাণপুরোগমৈঃ ॥ ৩০ ॥ পত্নী বিদ্যাবলী তস্য দীক্ষিতা যজ্ঞকর্ম্মণি । ললনানাং সহস্রশা প্রধান-
 মৃষিকন্তকা ॥ ৩১ ॥ শুক্রেণাশ্বঃ শ্বেতবর্ণো মধুমাণে সুলক্ষণঃ । মহীং চরিতুমুৎসৃষ্টস্তায়কাক্ষ-
 গচ্চ তং ॥ ৩২ ॥ এবমশ্বে সমুৎসৃষ্টে বিততে যজ্ঞকর্ম্মণি । গতে চ মাসত্রিতয়ে হ্রিয়মাণে চ
 পাবকে ॥ ৩৩ ॥ পূজ্যমাণেষু দৈত্যেষু মিথুনশ্চে দিবাকরে । স্ন্যযুঃ ব দেবজননী মাধবং বামনা-
 কৃতিং ॥ ৩৪ ॥ নজ্ঞাতমাত্রং ভগবন্তমীণং নারায়ণং লোকপতিং পুরাণং । ব্রহ্মা সমভ্যোত্যা সমং
 মহর্ষিভিস্তোত্রং জগদাথ সমং মহর্ষে ॥ ৩৫ ॥ নমোস্তু তে মাধব সত্মূর্ত্তে নমোস্তু তে সাত্তত বিশ্বরূপ ।
 নমোস্তু তে শক্রবনেকনাগ্নে নমোস্তু তে পাপমহাদবাগ্নে ॥ ৩৬ ॥ নমোস্তু পুণ্ডরীকাক্ষ নমোস্তু
 শিখিভাবন । নমোস্তু জগদাধার নমোস্তু পুরুষোত্তম ॥ ৩৭ ॥ নারায়ণ জগন্মূর্ত্তে জগন্নাথ গদাধর । পীতবাসঃ
 শ্রিয়ঃ, কান্ত জনার্দন নমোস্তু তে ॥ ৩৮ ॥ ভবাংস্ত্রাতী চ গোষ্ঠা চ বিশ্বাত্মা সর্বগোহব্যয়ঃ । সর্বধারিন্
 রাধারিন্ রূপধারিন্ নমোস্তু তে ॥ ৩৯ ॥ বর্দ্ধিষ্ণো বর্দ্ধিতাশেষত্বেলোক্যস্বরপূজিত । কুরুধ স্বং

বিষ্ণুর প্রসাদে অসুরগণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥ বালখিল্যাদি অত্যাগ্ৰ ব্রহ্মচারী
 ঋষিগণ দানবভয়ে অবশ হইল, ক্রুদ্ধকোটি আগ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২৬ ॥

গোতম ও আঙ্গিরস প্রমুখ ঋষিগণ এইরূপে প্রস্থান করিলে, শুক্র ভার্গববংশীয় মুনিদিগকে
 নিত্য যজ্ঞবিধানে নিয়োজিত করিয়া ॥ ২৭ ॥ স্বয়ং অমিতহ্যতি বলি যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইলেন ।
 এবং বলিকে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন ॥ ২৮ ॥ বলি শ্বেতাশ্বর ধারণ, শ্বেত মালাভূলেপন
 পরিধান ও পৃষ্ঠদেশ মৃগাজিনে আবৃত করিয়া, বহুপত্রে বিচিত্রিত ও ॥ ২৯ ॥ সদন্যগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া, বিতত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন । ময়, বাণ, হরগ্রীব ও কুরাদি অসুরগণ তাঁহারে আবৃত করিয়া
 রহিল ॥ ৩০ ॥ তদীয় পত্নী বিদ্যাবলী যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন । সেই ঋষিকন্যা সহস্র
 সহস্র ললনার লল্যমভূতা ॥ ৩১ ॥ অনন্তর মধুমাণ উপস্থিত হইলে, শুক্র শ্বেতবর্ণ, সুলক্ষণ-
 লক্ষিত অশ্ব মহীবিচরণার্থ ছাড়িয়া দিলেন । তারকাক্ষ নামে অসুর উহার অনুগম্য হইল ॥ ৩২ ॥
 এইরূপে সেই বিতত যজ্ঞকর্ম্ম উপলক্ষে অশ্ব উৎসৃষ্ট হইলে, মাসত্রয়পর্য্যবসানে অশ্ব যখন
 হ্রিয়মাণ ॥ ৩৩ ॥ ও দিবাকর মিথুনরাশিতে সমাগত হইলেন, সেই সময়ে দেবজননী অদিতি
 বামনাকৃতি মাধবকে প্রসব করিলেন ॥ ৩৪ ॥

সকলের ঈশ্বর ও পরিপালক, পুরাণস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, ব্রহ্মা
 মহর্ষিগণের সহিত সমাগত হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে সত্মূর্ত্তে !
 হে মাধব ! তোমাকে নমস্কার । হে সাত্তত ! হে বিশ্বরূপ ! তোমাকে নমস্কার । হে শক্র-
 রূপ বনেকনের অগ্নি ! তোমাকে নমস্কার । হে পাপরূপ-মহাদবানল ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥
 হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমাকে নমস্কার । হে শিখিভাবন ! তোমাকে নমস্কার । হে জগদাধার !
 তোমাকে নমস্কার । হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ হে নারায়ণ ! হে জগন্মূর্ত্তে !
 হে জগন্নাথ ! হে গদাধর ! হে পীতবাসঃ ! হে ত্রীকান্ত ! হে জনার্দন ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥
 তুমি সকলের ত্রাণ ও রক্ষা করিয়া থাক ; তুমি বিশ্বের আত্মা ; তুমি সর্বগ ও অব্যয়স্বরূপ ।
 হে সর্বধারিন্ ! হে রূপধারিন্ ! হে ধরাধারিন্ ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৯ ॥ তুমি স্বয়ং বর্দ্ধিত
 হইয়া থাক ও সকলের বর্দ্ধন করিয়া থাক । অসুরগণ ও সমুদায় ত্রৈলোক্য তোমার পূজা করে ।

দেবপতে মঘোনোহশ্রু প্রমজ্জনং ॥ ৪০ ॥ তং ধাতা চ বিধাতা চ সংহর্তা তং মহেশ্বর । মহালয়ো
মহাযোগী যোগশায়ী নমোস্তু তে ॥ ৪১ ॥ ইখং স্তুতো জগন্নাথঃ সৰ্বাত্মা সৰ্বগো হরিঃ । প্রোবাচ
ভগবান্ মহং কুরুপনয়নং বিভো ॥ ৪২ ॥ ততশ্চকার দেবস্য জাতকৰ্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । ভার-
দ্বাজো মহাতেজা বার্ষ্পত্যস্তপোধনঃ ॥ ৪৩ ॥ ত্রতবন্ধং তথেশস্য কৃতবান্ সৰ্বশাস্ত্রবিৎ । ততো
দহুঃ প্রীতিযুক্তা সৰ্ব এব যথাক্রমং ॥ ৪৪ ॥ যজ্ঞোপবীতং পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবাসসী । মৃগাজিনঃ
কুন্ত্যোনির্ভরদ্বাজস্ত মেথলাঃ ॥ ৪৫ ॥ পালাশমদদদণ্ডং মরীচি ব্রহ্মণঃ সূতঃ । অক্ষসূত্রং
বাকুণ্ঠ কোশটীরমথাদিয়া ॥ ৪৬ ॥ ছত্রং দদৌ দ্বারাজশ্চ উপানদ্যুগসং ভৃগুঃ । কমণ্ডলুং
বৃহত্তেজাঃ প্রাদাদ্বিষ্ণো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪৭ ॥ এবং কৃতোপনয়নো ভগবান্ ভূতভাবনঃ । সংস্কৃত্য-
মান ঋষিভির্কেদান্ সাজানবীতবান্ ॥ ৪৮ ॥ ভারদ্বাজোহস্মাদ্ভিরসাম্ সামবেদং মহাস্বরং । মহ-
দাখ্যানসংযুক্তং গাঙ্ধৰ্বসহিতং যুনে ॥ ৪৯ ॥ মাপেনৈকেন ভগবান্ জাতশ্রুতিমহার্ণবঃ ।
লোকাচারপ্রবৃত্ত্যর্থমভূৎ স তু বিশারদঃ ॥ ৫০ ॥ সৰ্বশাস্ত্রেষু নৈপুণ্যং গতা দেবোক্ষয়োহব্যয়ঃ ।
প্রোবাচ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ ভারদ্বাজমিদং বচঃ ॥ ৫১ ॥

বামন উবাচ । ব্রহ্মন্ ব্রহ্মামি মে হাজ্জাং কুরুক্ষেত্রং মহোদয়ং । তত্র দৈত্যপতেঃ পুণ্যো হর-
মেধঃ প্রবর্ততে ॥ ৫২ ॥ সমাবিষ্টানি পশু তং তেজাংসি পৃথিবীতলে । যে সংবিধানাঃ সততং
মদাশাঃ পুণ্যবর্দ্ধনাঃ । তেনাহং প্রতিজ্ঞানামি কুরুক্ষেত্রং গতো বলিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ । স্বেচ্ছয়া তিষ্ঠ গচ্ছামো নাহমাজ্ঞাপয়ামি তে । গমিষ্যামো বয়ং বিষ্ণো বলে-

তুমিই দেবগণের পতি । অতএব তুমি ইন্দ্রের অশ্রু প্রমজ্জন কর ॥ ৪০ ॥ তুমি ধাতা, তুমি
বিধাতা, তুমি সংহর্তা, তুমি মহেশ্বর, তুমি মহালয়, তুমি মহাযোগী, তুমি যোগশায়ী, তোমাকে
নমস্কার ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, সৰ্বাত্মা, সৰ্বগ, জগন্নাথ ভগবান্ হরি তাঁহারে কহিলেন, হে
বিভো ! আমার উপনয়নবিধি সমাহিত করুন ॥ ৪২ ॥ তখন মহাতেজা ও তপোধন বার্ষ্পত্য
ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকৰ্ম্ম দি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সৰ্বশাস্ত্রবিৎ
ভরদ্বাজ তদীয় ত্রতবন্ধ বিধান করিলে, অনাত্ম সকলেই প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাঁহারে দান করিতে
লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে পুলহ যজ্ঞোপবীত, পুলস্ত্য সিতবস্ত্রযুগ্ম, অগস্ত্য মৃগাজিন, ভরদ্বাজ
মেথলা ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মপুত্র মরীচি পলাশদণ্ড, বাকুণী অক্ষসূত্র, অঙ্গিরা কোশটীর ॥ ৪৬ ॥ দ্বারাজ
ছত্র, ভৃগু উপানয়, বৃহত্তেজা বৃহস্পতি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ বামন ঋষিগণ কর্তৃক কৃতোপনয়ন ও সংস্কৃত্যমান হইয়া, সমুদায়
সাজ বেদ অধ্যয়ন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ অঙ্গিরস ভরদ্বাজ তাঁহারে মহাখ্যানসংযুক্ত গাঙ্ধৰ্বসহিত
মহাস্বর সামবেদ অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই ভগবান একমাসমধ্যেই শ্রুতিমহার্ণব অবগত
এবং লোকাচারপ্রবৃত্তি নিমিত্ত সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে সেই অব্যয়
ও অক্ষরস্বরূপ ভগবান্ সমুদায় শাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভপূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্মন্ ! আমাৰে আজ্ঞা করুন, মহোদয় কুরুক্ষেত্রে গমন করি । তথায় দৈত্যপতি বলি
হরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫২ ॥ পৃথিবীতলে তেজঃপুঞ্জ সমাবিষ্ট হইয়াছে, অবলোকন
করুন । যে যে সংবিধান আমার অংশ বলিয়া, সতত পুণ্য বর্দ্ধিত করে, তদ্বারা আমার
প্রতিজ্ঞান হইতেছে, বলি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে ॥ ৫৩ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, আমি তোমায় আজ্ঞা করিতে পারি না । তোমার ইচ্ছা হয়, থাকিতে

ব্রহ্মরমা খিৎসঃ ॥ ৫৪ ॥ যন্তবন্তমহং দেব পরিপৃচ্ছামি তদ্বদ । কেষু কেষু বিভো নিত্যং স্থানেষু পুরুষোত্তম । সান্নিধ্যং ভবতো ক্রহি জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুর্কবাচ । শ্রুতাং কথায়িষ্যামি যেষু যেষু গুরো বৃহৎ । নিবসামি স্পৃগ্যেষু স্থানেষু বহুরূপবান্ ॥ ৫৬ ॥ মমাবতারৈর্কস্মুখা নভস্তলং পাতালমন্তোনিধয়ে দিবং চ । দিশঃ সমস্তা গিরয়োদ্বন্দ্বাশ্চ ব্যাপ্তা ভরদ্বাজ মমাহুরূপৈঃ ॥ ৫৭ ॥ যে দিব্যা যে চ ভৌমা জলগগনচরাঃ স্থাবরা যে চ ব্রহ্মন্ সেন্দ্রাঃ সার্বকাঃ সেন্দ্রা যমবসুধকৃণা হুগ্নয়ঃ সর্কপালাঃ । ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরাস্তা দ্বিজখগসহিতা মূর্তিমন্তো হুমূর্তেষু সর্কৈ মৎপ্রসূতা বহুবিস্বগুণাঃ পুরণার্থং পৃথিব্যাং ॥ ৫৮ ॥ এতে হি পুণ্যাঃ স্মরসিক্তদানবৈঃ পূজ্যানরাঃ সন্নিহিতা মহীতলে । যৈর্দৃষ্টমাতৈঃ সহসৈব নাশং প্রয়াতি পাপং দ্বিজবর্ষ্য কীর্তিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্র ভূর্ভাবে বামনজন্ম নাম নবানীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ । আদ্যং হি মৎস্বরূপং মে সংস্থিতং মানসে হৃদে । সর্কপাপক্ষয়করং কীর্তনস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ১ ॥ কোর্শ্বমন্তং সন্নিধানে কোশিক্যাঃ পাপনাশনং । হরশীর্ষং চ কৃষ্ণায়াং গোবিন্দং হস্তিনাপুরে ॥ ২ ॥ ত্রিবিক্রমং চ কালিন্দ্যাং লিঙ্গভেদ ভবং বিভুং । কেদারে মাধবেশো চ কুন্ডায়ে কৃষ্ণমূর্ত্তজং ॥ ৩ ॥ নারায়ণং বদর্য্যং চ বাগ্রাহে গরুড়ধ্বজং । অয়েশং

পার । আমরা বলিব যজ্ঞে গমন করিব ; তুমি থিয় হইও না ॥ ৫৪ ॥ হে দেব ! অধুনা, তোমাতে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল । হে বিভো ! হে পুরুষোত্তম ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনি নিত্য সন্নিহিত আছেন, তত্ত্বতঃ জানিতে ইচ্ছা করি, নির্দেশ কর ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণু কহিলেন, হে গুরো ! যে সমস্ত পরমপবিত্র স্থানে আমি বহুরূপ ধারণ করিয়া, নিত্য বাস করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫৬ ॥ হে ভরদ্বাজ । আমার অহুরূপ অবতারপরম্পরায় বসুধাতল, নভস্তল, পাতালতল, সাগরসমস্ত, স্বর্গভূবন, দিক্‌সকল, পর্বতসমুদায় ও মেঘমণ্ডলী ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মন্ ! যাহারা স্বর্গচর, ভূমিচর, জলচর, গগনচর সেই ইন্দ্র, চন্দ্র ও সূর্য্য, যম ও বসুগণ, বরুণ ও অগ্নিসমস্ত, সমুদায় লোকপাল এবং দ্বিজ ও খগসহিত ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত মূর্ত্তিমন্ বস্তু সমুদায় সকলেই মূর্ত্তিহীন আমার প্রসূত । সেই বিবিধগুণশালী পদার্থসকল পুরণার্থ পৃথিবীতে প্রোতষ্ঠাপিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥ স্মর, সিক্ত ও দানবগণ যাহাদের পূজা করে, যাহাদের দর্শন বা কীর্তনমাত্রই সমুদায় পাপ সহসা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই এই পুণ্যস্বরূপ পুরুষসকল পৃথিবীতলে সন্নিহিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনজন্মনামক নবানীতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, আমার আদ্য রূপ মৎস্য মনসহৃদে অধিষ্ঠিত আছেন । কীর্তন ও স্পর্শনাদি করিলে, সর্কপাপ বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ আমার পাপনাশন কোর্শ্বরূপ কোশিকীতীরস্থ সন্নিধানতীরে, হরশীর্ষমূর্ত্তি কৃষ্ণাতে, গোবিন্দমূর্ত্তি হস্তিনাপুরে ॥ ২ ॥ ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ কালিন্দীতে, ভবস্বরূপ লিঙ্গভেদে, মাধব ও ঈশমূর্ত্তি কেদারে, কৃষ্ণমূর্ত্তি কুন্ডায়ে ॥ ৩ ॥

ভদ্রকর্ণে চ বিপাশয়াঃ দ্বিজপ্রিয়ং ॥ ৪ ॥ রূপধারমিরাবত্যাঃ কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজং । কৃতশৌচে
নৃসিংহং চ গোকর্ণে বিশ্বধারণং ॥ ৫ ॥ প্রাচীনে কামপলং চ পুণ্ডরীকং মহাস্তনি । বিশাখ-
যূপে হুজিতং হংসং হংসপদে তথা ॥ ৬ ॥ পয়োক্ষাং যমধ্বং চ বিতস্তায়াঃ কুমারিলং । মণি-
মত্যা হৃদে শস্ত্রং ব্রহ্মণ্যে চ প্রজাপতিং ॥ ৭ ॥ মধুনদ্যাং চক্রধরং শূলবাহুং হিমাচলে । বিষ্ণু
বিষ্ণুং মুনিশ্রেষ্ঠ স্থিতমৌষধসান্ননি ॥ ৮ ॥ ভৃগুতুঙ্গে স্রবণাখ্যং নৈমিষে পীতবাসদং । গয়ায়াং
গোপতিং দেবং গদাপাণিং তমীশ্বরং ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যনাথং বরদং গোপ্রতাপে কুশেশ্বরং ।
অর্দ্ধনারীশ্বরং চক্রে মহীধরং দক্ষিণে গিরৌ ॥ ১০ ॥ গোপালমুত্তরে নিত্যং মহেন্দ্রে সোমপীথিনং ।
বৈকুণ্ঠমপি সহ্যদ্রৌ পারিষাত্রে পরাজিতং ॥ ১১ ॥ কশেকদেশে দেবেশং বিশ্বরূপং তপোবনং ।
মলয়াদ্রৌ চ সৌগন্ধিঃ বিদ্যাপাদে সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥ অবন্তিবিষয়ে ধিক্যং নিবধেধমরেশ্বরং ।
পাঞ্চালিকং চ ব্রহ্মর্ষে পাঞ্চালেষু সদাস্থিতং ॥ ১৩ ॥ মহোদয়ে হয়গ্রীবঃ প্রয়াগে যোগশায়িনং ।
স্বরঃস্রবং মধুবনে অজগন্ধং চ পুঙ্করে ॥ ১৪ ॥ তথৈব বিপ্রপ্রবরং বারাণস্তাং চ কেশবং ।
অবিমুক্তং চ তত্শৈব গীর্জতে সুরাক্ষরৈঃ ॥ ১৫ ॥ পম্পায়াং পদ্মকরণং সমুদ্রে বড়বামুখং ।
কুমারধারে বাল্মীশং কার্ত্তিকেয়ং চ বর্হণে ॥ ১৬ ॥ ওজসে শস্ত্রমনঘং স্থাণুং চ কুরুজাঙ্গলে ।
বনমালিনমাহুর্মাং কিক্ক বাসিনো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ বীরং কুবলারূঢ়ং শঙ্খচক্রগদাধরং ।
ত্রীবৎসলমুদীরাজং নন্দদায়াঃ শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ১৮ ॥ মাহিষীত্যাং ত্রিনয়নং তত্শৈব চ হতাশনং ।
অর্কুদে চ ত্রিসৌপর্ণং স্নানধরং শূকরাচলে ॥ ১৯ ॥ ত্রিণাটিকেতং ব্রহ্মর্ষে প্রভাসে চ কপর্দিনং ।
তত্শৈবাপি চ ত্র্যাতং তৃতীয়ং শশিশেখরং ॥ ২০ ॥ উদয়ে শশিনং সূর্য্যং ধ্রুবং চ ত্রিতয়স্থিতং ।

নারায়ণমূর্তি বদরীতে, গরুড়ধ্বজবিগ্রহ বারাহে, জয়েশমূর্তি ভদ্রকর্ণে ও দ্বিজপ্রিয়স্বরূপ বিপাশায়
প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪ ॥ তদ্বাতীতে, ইরাবতীতে রূপধার, কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজ, কৃতশৌচে নৃসিংহ,
গোকর্ণে বিশ্বধারণ ॥ ৫ ॥ প্রাচীনে কামপাল, মহাজলে পুণ্ডরীক, বিশাখযূপে অজিত, হংসপদে
হংস ॥ ৬ ॥ পয়োক্ষীতে যমধ্বং, বিতস্তায় কুমারিল, মণিমতীহৃদে শস্ত্র, ব্রহ্মণ্যে প্রজাপতি ॥ ৭ ॥
মধুনদীতে চক্রধর, হিমালয়ে শূলবাহু এবং ভৃগুনাথতে বিষ্ণুরূপে আমি সন্নিহিত আছি,
জানিবেন ॥ ৮ ॥ এইরূপে, ভৃগুতুঙ্গে আমি স্রবণা নামে, নৈমিষে পীতবাসাবিগ্রহে, গয়ায়
গোপতি গদাধররূপে ॥ ৯ ॥ গোপ্রতাপে ত্রৈলোক্যনাথ ও সকলের বরদাতা কুশেশ্বরবিগ্রহে,
চক্রে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তিতে, দক্ষিণপার্শ্বে মহীধররূপে ॥ ১০ ॥ উত্তরাগিরিতে গোপালস্বরূপে,
মহেন্দ্রপর্বতে সোমপীথীবিগ্রহে, মহীমহীধ্রে বৈকুণ্ঠস্বরূপে ও পারিষাত্রে অপরাজিতরূপে নিত্য
অধিষ্ঠান করিতেছি ॥ ১১ ॥ তদুত্তর, কশেকদেশে তপোধন বিশ্বরূপ, মলয়পর্বতে সৌগন্ধি,
বিদ্যাপাদে সদাশিব ॥ ১২ ॥ অবন্তদেশে ধিক্য, নিবধে অমরেশ্বর এবং পাঞ্চালে পাঞ্চালিকরূপে
সর্বদা বিরাজ করিতেছি ॥ ১৩ ॥ মহোদয়ে আমার হয়গ্রীববিগ্রহ, প্রয়াগে যোগশায়ী, মধুবনে
স্বরঃস্রব, পুঙ্করে অজগন্ধ ॥ ১৪ ॥ এবং বারাণসীতে আমার কেশব ও অবিমুক্তমূর্তি প্রতিষ্ঠিত
আছে । সুর ও কিল্লরগণ উহার স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ পম্পায় সূর্য্যাক্ষর, সমুদ্রে
বড়বামুখ, কুমারধারে বাল্মীশ, বর্হণে কার্ত্তিকেয় ॥ ১৬ ॥ ওজসে কেশব ও কুরুজাঙ্গলে স্থাণু-
মূর্তি নিত্য বিরাজ করিতেছে । কিক্ক্যাবাসরা আমারে বনমালী বলিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥
আমি নন্দদায় বীর, কুবলারূঢ়, শঙ্খচক্রগদাধর, ত্রীবৎসলজিত, উদারদেহ ত্রীপতিবিগ্রহে
বিরাজমান হইতেছি ॥ ১৮ ॥ মাহিষীতীতে ত্রিনয়ন ও হতাশনরূপে, অর্কুদে ত্রিসৌপর্ণমূর্তিতে,
শূকরাচলে স্নানধর বিগ্রহে ॥ ১৯ ॥ প্রভাসে ত্রিণাটিকেতঃ ও তৃতীয় শশিশেখরস্বরূপে অধিষ্ঠিত
আছি ॥ ২০ ॥ উদয়পর্বতে শশী, সূর্য্য ও ধ্রুবরূপ ত্রিমূর্তিতে, হিমকূটে হিরণ্যাক্ষ, ও পরবর্হণে

হেমকূটে হিরণ্যাক্ষং স্কন্ধং শরদণে মূনে ॥ ২১ ॥ মহালয়ে স্মৃতং রুদ্রমুত্তরেষু কুরুষধ । পদ্মনাভঃ
মুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্বসৌখ্যপ্রদায়কং ॥ ২২ ॥ সপ্তগোদাবরে ব্রহ্মন্ বিখ্যাতঃ হাটকেশ্বরঃ । তত্রৈব চ
মহাহংসঃ প্রয়াগেহপি মহেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥ শোণে চ কক্কবচঃ কুণ্ডিনে ভ্রাতৃপর্ণঃ । ভিল্লীবনে
মহাযোগং মন্ত্রেষু পুরুষোত্তমং ॥ ২৪ ॥ প্রজাবতরণে বিশ্বং ত্রিনিবাসং বিজ্ঞোত্তমং । স্বর্পারকে
চতুর্কঃ হং মগধায়াঃ সুধাপতিং ॥ ২৫ ॥ গিরিব্রজে পশুপতিং ত্রিকণ্ঠং যমুনাতটে । বনস্পতিং
সমাখ্যাতং দণ্ডকারণ্যবাসিনং ॥ ২৬ ॥ কালজরে নীলকণ্ঠং সরযাং মনুমন্তমম্ । হংসযুক্তং
মহাকোশাং সৰ্বপাপপ্রণাশনং ॥ ২৭ ॥ গোকর্ণে দক্ষিণে শৰ্কং বাসুদেবং প্রজামুখে । বিষ্ণু-
শৃঙ্গে মহাগৌরং কন্বায়াঃ মধুসূদনং ॥ ২৮ ॥ ত্রিকূটশিখরে ব্রহ্মঃ চক্রপাণিনমীশ্বরং । লোহদণ্ডে
অবীকেশং কোশলায়াঃ মহোদয়ং ॥ ২৯ ॥ মহাবাসং স্মরাষ্ট্রে চ নবরাষ্ট্রে যশোধরং । ভূধরং
দেবিকানদ্যাং বিদেহায়াঃ কুশপ্রিয়ং ॥ ৩০ ॥ গোমত্যাং ছাদিতগদং শঙ্খোদ্ধারে চ শঙ্খিনং ।
স্মনেত্রং সৈন্ধবারণ্যে শূবং শূবপুরে স্থিতং ॥ ৩১ ॥ রুদ্রাখ্যং চ হিরণ্যত্যাং বীরভদ্রং ত্রিবিষ্টপে ।
শঙ্কুর্গণে চ লীনাভং ভীমং শালবনে বিদুঃ ॥ ৩২ ॥ বিশ্বামিত্রং চ ঘটতে কৈলাসে বুধভদ্রজং ।
মহেশং মহিলাটৈশ্লে কামরূপং শশিপ্রভম্ ॥ ৩৩ ॥ বলভ্যাং পি গোমিত্রং কটাহং ব্রাহ্মণপ্রিয়ং ।
উপেন্দ্রং সিংহলদ্বীপে শক্রাহে কুন্দমালিনং ॥ ৩৪ ॥ রসাতলে চ বিখ্যাতং সহস্রশিরসং মূনে ।
কালাগ্নিং কপিলং চৈব তথাশ্রং কৃষ্ণিবাসসং ॥ ৩৫ ॥ স্মতলে কুর্শ্মমচলং বিতলে পঙ্কজাননং ।
মহাতলে গুরুং খ্যাতং দেবেশে বুধলেখরং ॥ ৩৬ ॥ তলে সহস্রচরণং সহস্রভূজমীশ্বরং । সহস্রাখ্যং
পরিখ্যাতং মুসলাকুণ্ডদানবং ॥ ৩৭ ॥ পাতালে যোগিনামীশং সং স্মৃতং হারশঙ্করং । ধরাতে
কোকনদং মেদিন্যাং চক্রপাণিনং ॥ ৩৮ ॥ ভুবলোকে চ গরুড়ং স্বর্লোকে বিষ্ণুমবায়ং । মহ-
ল্লোকে তথাগন্ত্যং কপিলং চ জনে স্থিতং ॥ ৩৯ ॥ উপোলোকেখিলং ব্রহ্মন্ বায়ুয়ং সপ্তসংযুতং ।

স্কন্ধরূপে ॥ ২১ ॥ মহালয়ে রুদ্র, উত্তরকুরুতে সৰ্বসৌখ্যপ্রদায়ক পদ্মনাভ ॥ ২২ ॥ সপ্তগোদাবরে
বিখ্যাত হাটকেশ্বর ও মহাহংস, প্রয়াগে মহেশ্বর ॥ ২৩ ॥ শোণে কক্কবচ, কুণ্ডিনে ভ্রাতৃপর্ণ,
ভিল্লীবনে মহা যোগ, মন্ত্রে পুরুষোত্তম ॥ ২৪ ॥ প্রজাবতরণে বিশ্বরূপ ত্রিনিবাস, স্বর্পারকে চতু-
র্কঃ, মগধায় সুধাপতি ॥ ২৫ ॥ গিরিব্রজে পশুপতি, যমুনাতটে ত্রিকণ্ঠ, দণ্ডকারণ্যে বনস্পতি,
কালজরে নীলকণ্ঠ, সরযুতে মনু, মহাকোশীতে সৰ্বপাপপ্রণাশন হংস ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ দক্ষিণ
গোকর্ণে হংস, প্রজামুখে বাসুদেব, বিষ্ণুশৃঙ্গে মহাগৌর, কন্বায় মধুসূদন ॥ ২৮ ॥ ত্রিকূটশিখরে
সকলের ঈশ্বর চক্রপাণি, লোহদণ্ডে অবীকেশ ও কোশলায় মহোদয়মূর্তিতে নিত্য সন্নিহিত
আছি ॥ ২৯ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ! স্মরাষ্ট্রে আমি র মহাবাসমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছি । নবরাষ্ট্রে আমি
যশোধরবিগ্রহে বিরাজ করিতেছি । এবং দেবিকানদীতে ভূধর, বিদেহায় কুশপ্রিয় ॥ ৩০ ॥
গোমতীতে গদধর, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খধর, সৈন্ধবারণ্যে স্মনেত্র, শূবপুরে শূব ॥ ৩১ ॥ হিরণ্যতীত
রুদ্র, ত্রিবিষ্টপে বীরভদ্র, শঙ্কুর্গণে লীনভ শালবনে ভীম ॥ ৩২ ॥ ঘটতে বিশ্বামিত্র, কৈলাসে
বুধভদ্রজ, মহিলাটৈশ্লে কামরূপধারী শশিপ্রভ মহেশ ॥ ৩৩ ॥ বলভীতে গোমিত্র, কটাহে
ব্রাহ্মণপ্রিয়, সিংহলদ্বীপে উপেন্দ্র, শক্রাহে কুন্দমালী ॥ ৩৪ ॥ রসাতলে বিখ্যাত সহস্রশিরা,
কপলে কালাগ্নি ও কৃষ্ণিবাস ॥ ৩৫ ॥ স্মতলে কুর্শ্ম, বিতলে পঙ্কজানন, মহাতলে সকলের গুরু
দেবেশ বুধলেখর ॥ ৩৬ ॥ তলে সহস্রপাদ, সহস্রভূজ, সকলের ঈশ্বর ও মুসলাকুণ্ডদানবরূপী
সহস্রনামক বিগ্রহে, বিরাজ করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ পাতালে যোগীশ্বর হরিহর, ধরাতে কোকনদ,
মেদিনীতে চক্রপাণি ॥ ৩৮ ॥ ভুবলোকে গরুড়, স্বর্লোকে বিষ্ণু, মহল্লোকে অগস্ত্য, জনোলোকে

ব্রহ্মাণং ব্রহ্মলোকে চ সময়েব প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৪০ ॥ সনাতনং তথা শৈবে পরং ব্রহ্ম চ বৈষ্ণবে ।
অপ্রতর্ক্যং নিরালম্বে নিরাকারে তপোময়ং ॥ ৪১ ॥ জম্বুদ্বীপে চতুর্কীহং কুশদ্বীপে কুশেশয়ং ।
প্লক্ষদ্বীপে মুনিশ্রেষ্ঠ ধ্যাভ্যাসং গরুড়বাহনং ॥ ৪২ ॥ পদ্মনাভং তথা ক্রৌঞ্চশাল্যালে বৃষভধ্বজং ।
সহস্রাক্ষঃ স্থিতঃ শাকে বামনঃ পুষ্করে স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তথা পৃথিব্যাং ব্রহ্মর্ষে শালিগ্রামে
স্থিতোপ্যহং । সজলস্থলপর্য্যন্তমশেষস্থাবরেষু চ ॥ ৪৪ ॥ এতানি পুণ্যানি মহালয়ানি
ব্রহ্মন্ পুরাণানি সনাতনানি । ব্রহ্মপ্রদানীহ মহৌজসানি সংকীৰ্ত্তনীয়াস্তৃণনাশনানি ॥ ৪৫ ॥
সংকীৰ্ত্তনান্নাশমুপৈতি পাপং সন্দর্শনাদেব চ দেবতায়াঃ । ধর্ম্মার্থকামাবপবর্গমেব দেবা লভন্তে
মনুজাঃ সমাধ্যাঃ ॥ ৪৬ ॥ এতানি তুভ্যং বিনিবেদিতানি মহালয়ানীহ ময়া নিজানি । উত্তীষ্ঠ
গচ্ছামি মহাস্থরস্ত যজ্ঞং স্থরাণাং হি হিতায় বিপ্র ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইতোববুজ্জ্বলং বচনং মহর্ষে বিষ্ণুর্ভরদ্বাজমৃষিঃ মহাত্মা । বিলাসলীলাগমনো
গিরীজ্ঞাং স চাভ্যগচ্ছৎ কুরুজাদলং হি ॥ ৪৮ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বামনপ্রোক্তভাবে স্থানোক্তিকথনং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ সমাগচ্ছতি বাসুদেবে মহী চকম্পে গিরয়শ্চ চেলুঃ । ক্ষুকাঃ সমুদ্রা দিবি
সর্বলোকো বভৌ বিপর্য্যস্তগতিশ্চহর্ষে ॥ ১ ॥ যজ্ঞঃ সমাগাৎ পরমাকুলতঃ ন বেদ্বি কিং মাং
মধুহা করিষ্যতি । যথা পুণ্ড্রকোহস্ম মহেশ্বরেণ কিং মাং ন সংবক্ষ্যতি বাসুদেবঃ ॥ ২ ॥ ঋক্সাম

কপিল । ৩৯ ॥ তপোলোকে সপ্তযুক্ত অখিলস্বরূপ বাসুদেব, ব্রহ্মলোক ব্রহ্মা ॥ ৪০ ॥ শিবলোকে
সনাতন, বিষ্ণুলোকে পরব্রহ্ম, নিরালম্বে অপ্রতর্ক্য, নিরাকারে তপোময় ॥ ৪১ ॥ জম্বুদ্বীপে
চতুর্কীহ, কুশদ্বীপে কুশেশয়, প্লক্ষদ্বীপে গরুড়বাহন, ক্রৌঞ্চ পদ্মনাভ, শাল্যালে বৃষভধ্বজ, শাকে
সহস্রাক্ষ, পুষ্করে ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ও শালিগ্রামে বামনরূপে আমি নিত্য বাস করিতেছি । এইরূপে
জলস্থলপর্য্যন্ত সর্বত্রই আমার অধিষ্ঠান ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার এই পরমপবিত্র পুণ্য নিলয়
নকল কোন কালেই বিনষ্ট হয় না । ইহাদের তেজ অসীম । তত্ত্ব নিলয়ে বাস করিলে,
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় । এবং সমুদায় পাতক বিনাশ পায় । তজ্জগৎ সতত ইহাদের কীর্ত্তন
করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৫ ॥ কীর্ত্তন করিলে, যেমন পাপনাশ হয়, দর্শন করিলে তেমন দেবদর্শন প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । দেবগণ, মনুজগণ ও সাধ্যগণ সকলেই তত্ত্বস্থানমাশ্রিত্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪৬ ॥ আমি আপনার নিকট আমার অন্ত্য মহানিলয় সমস্ত নিবেদন
করিলাম । হে বিপ্র ! এক্ষণে উত্থান করুন । দেবগণের হিতসাধনার্থ মহাস্থর বলির যজ্ঞে
গমন করিব ॥ ৪৭ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, মহর্ষে ! মহাত্মা বিষ্ণু মহর্ষি ভরদ্বাজকে এইরূপ কহিয়া, বিলাসলীলা-
গমনে গিরীজ্ঞ হইতে অবতরণ করিয়া, কুরুজাদলে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে স্থানোক্তিকথননামক নবতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বামনরূপী বাসুদেব গমন করিতে লাগিলে, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন,
গিরি সকল বিচলিত হইতে লাগিল, সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গস্থ লোক সমুদায় বিপ-
র্য্যস্ত গতি অবলম্বন করিল ॥ ১ ॥ বলর যজ্ঞও অতিমাত্র আকুলভাবাপন্ন হইল । তদর্শনে
বলি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি, মধুসূদন আসিয়া, আমারে কি করিবেন । মহেশ্বর যেমন
আমাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, বাসুদেবও হয়ত সেইরূপ করিবেন ॥ ২ ॥ দ্বিজেন্দ্রগণ ঋক্সাম-

মজ্জাহতিভিত্তাস্ত তেপ্যাসুরীয়া অগনাস্ত ভাগান্ । ভক্ষ্যান্ দ্বিজৈল্লয়পি সংপ্রদত্তাঃ সৈব
প্রতীচ্ছন্তি বিভোৰ্ভয়েন ॥ ৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা ঘোররূপং তু নিমিত্তং দানবেশ্বরঃ । পঞ্চাচ্ছোশন-
সং শুক্রং প্রণিপত্যঃ কৃতাজলিঃ ॥ ৪ ॥ কিমর্থমাচার্য্য মহী সশৈলা রন্তেব ব'তাভিহতা চচাল ।
কিমা'সুরীয়াশ্চ হতানপীহ ভাগান্ গৃহ্ণন্তি হতাননাশ্চ ॥ ৫ ॥ জুহুবা কিমর্থং মকরালয়া বিভো
ঋক্ষাণি থে নৈব চরন্তি পূৰ্ব্ববৎ । দিশঃ কিমর্থং তমসী পরিপ্লুতা দোষেণ কস্তাদ্য বদস্ব মে
শুরো ॥ ৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রস্তদ্ধাক্যামাকর্ণ্য বিরোচনসুতেরিতং । অথো জাহ্বা কারণং চ ততো
বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

শুক্র উবাচ । শৃণু দৈত্যেশ্বর যেন ভাগান্ নামী প্রযচ্ছন্তি মহাসুরেভ্যঃ । হতাননী মজ্জ-
হতাস্থমীতিনূনং সমাগচ্ছতি বাসুদেবঃ ॥ ৮ ॥ তদজিহ্ব বিক্লেপমপারয়ন্তীঃ মহী সশৈলা চলিতা দিশশ্চ ।
প্লুতাক্ষকাকৈরশ্মকরালয়াশ্চ উদ্ভৃক্তবেলা দিতিজাদ্যা জাতাঃ ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রস্ত বচনং শ্রুত্বা বলিভার্গবমব্রবীৎ । ধর্ম্মং সত্যং চ পথ্যং চ সছোৎসাহ-
সমস্থিতং ॥ ১০ ॥

বলিরুবাচ । আযাতে বাসুদেবে বদ মম ভগবন্ ধর্ম্মকামার্থযুক্তং কিং কার্য্যং কিং চ
দেয়ং মণিকনকমথো রাজ্যমূর্ক্ষী ধনং বা । কিংবা বাচ্যং মুরারৈর্গ্নিহিতমথবা তদ্বিতং বা
প্রযুক্তে ত্যং পথ্যং প্রিয়ং ভো বদ মম শুভদং তৎ করিষ্যে ন চাস্তৎ ॥ ১১ ॥

মজ্জাহতি দ্বারা হোম করিয়া, আসুরীয়া ভাগ সমস্ত ভক্ষ্যস্বরূপ প্রদান করিলেও, যজ্ঞীয় তত্ত্ব
অগ্নি বিভূ বাসুদেবের ভয় তাহা আর প্রতিগ্রহ করিলেন না ॥ ৩ ॥

দানবেশ্বর ঘোররূপ নিমিত্ত দর্শন করিয়া, শুক্রকে শ্রণাম করিয়া, কৃতাজলি হইয়া, জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ ৪ ॥ অ. চ র্য্য ! কি কারণে পৃথিবী সমুদয় পর্ব্বতের সহিত, বাতাহত কদলীর স্তায়,
বিচলিত হইতেছেন ? কিজগ্গই বা আসুরীয়া অগ্নি সকল হত ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না ? ॥ ৫ ॥
বিভো ! কিজগ্গই বা মকরালয় সকল ক্ষুধা হইয়া উঠিতেছে ? কি কারণেই বা ঋক্ষসকল
আকাশে পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতেছেন না ? কি নিমিত্তই বা দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া
উঠিয়াছে ? শুরো ! অদ্য কাহার দোষ এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে ? বলিতে আজ্ঞা
হটুক ॥ ৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্র বলির প্রযোজিত এবংবিধ বচনরচনা শ্রবণে চর করিয়া, কারণ
অবগত হইয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ হে দৈত্যেশ্বর ! যে কারণে হতানন সকল মজ্জাহত
হইলেও, আসুরভাগ গ্রহণ করিতেছেন না, শ্রবণ কর । বাসুদেব নিশ্চয়ই আসিতেছেন ॥ ৮ ॥
তদীয় পদবিক্লেপ সহ্য করিতে না পারিয়াই পৃথিবী পর্ব্বতপ্রচয়ের সহিত প্রকম্পিত হইতেছেন,
সাগর সকল উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে এবং দিক্‌সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্রের কথা শুনিয়া, বলি সছোৎসাহসম্বৃত, ধর্ম্মদক্ষত, সভাসম্পন্ন
ও সকলের হিতকর বাক্যে তাঁহারে উত্তর করিলেন ॥ ১০ ॥ ভগবন্ ! আদেশ করুন,
বাসুদেব আগমন করিলে, আমার ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ? মণি, কনক,
রাজ্য, পৃথিবী, কিম্বা ধন, ইহার মধ্যে কিরূপ বস্তু প্রদান করাই বা বিধেয় ? মিছের অথবা
তাঁহার হিতের জন্য আদর্শ বকাই বা প্রয়োগ করা কর্তব্য ? ফলতঃ, কি করিল, সত্যরক্ষা
হয়, অপকারপ্রাপ্তি হয়, আমার মঙ্গল হয় এবং আমাদের উত্তরেরই প্রিয় হয়, তাহা বলুন ।
আমি তদুত্তর, অন্তরূপ অনুষ্ঠান করিব না ॥ ১১ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । তদ্বাক্যং ভার্গবঃ শ্রুত্বা দৈত্যনাথেরিতং মহৎ । বিচিন্ত্য নারদ প্রাহ
তুতভবার্থমীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

শুক উবাচ । যয়া কৃত্য যজ্ঞভূকো অরৈজ্ঞা বহিষ্কৃত্য যে শ্রুতিদৃষ্টমার্গাঃ । শ্রুতিঃ প্রমাণং
মথভাগভাজিনঃ সুরাস্তদর্থং হরিরভ্যুপৈতি ॥ ১৩ ॥ তস্তাধ্বরং দৈত্যসমাগতস্ত কার্যং কিং
শৃণু স্বঃ পরিপৃচ্ছসে যৎ । কার্যং ন দেয়ং হি বিভো তৃণাগ্রং যদধ্বরং ভুকনকাদিকং বা ॥ ১৪ ॥
বাচ্যং তথা সাম নিরর্থকং বিভো কস্তাং বরং দাতুমলং হি শকুয়াৎ । যন্তোদরে ভূভূবনাকপালা
রসাতলেনা নিবসন্তি নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥

বলিক্রবাচ । ময়া তবোক্তং বচনং হি ভার্গব ন চার্ধিনে কিং চ ন দাতুমুৎসহে । সমাগতে
প্যর্ধিনি হীনবৃত্তে তদ্বজ্রি দেবে কথমাগতেতি ॥ ১৬ ॥ জনার্দনে লোকপতৌ মহর্ষে সমাগতে
নাস্তি কথং হু বচি ॥ ১৭ ॥ এবং চ শ্রুতে লোকে সত্যং কথয়তাং বিভো । সন্তাবো ব্রাহ্মণেদেব
কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা । দৃশ্যতেহপি তথা তচ্চ সত্যং ব্রাহ্মণপুঙ্গব ॥ ১৮ ॥ পূর্বাভ্যাসেন
কর্মাণি সংভবন্তি নৃণাং ক্ষুণ্ণৈঃ । বাক্যমানসানীহ যোক্তব্যগতাশ্চপি ॥ ১৯ ॥ কিংবা যয়া বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ
পৌরাণী ন শ্রুতী কথ্য । যা বৃত্তা মলয়ে পূর্বং কোশকারমুতস্ত চ ॥ ২০ ॥

শুক উবাচ । কথয়স্ব মহাবাহো কোশকারমুতাপ্রয়াং । কথ্যং পৌরাণিকীং ব্রহ্মন্ মহা-
কৌতুহলং হি মে ॥ ২১ ॥

বলিক্রবাচ । শৃণু কথয়িষ্যামি কথ্যমেতাং মখান্তরে । পূর্বাভ্যাসেন বিদ্বান্ হি সত্যং

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক দৈত্যনাথের প্রয়োজিত ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বর্তমানে ও
ভূতার্থ সবিশেষ পরিকলনপূর্বক প্রতিবচন প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥ তুমি অসুরৈন্দ্রদিগকে
যজ্ঞভাগী করিয়াছ ; যাহারা শ্রুতিদৃষ্টমার্গ, তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছ । কিন্তু অরৈজ্ঞই শ্রুতি-
প্রমাণ যজ্ঞভাগভাগী । বিষ্ণু তদর্থ আগমন করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ যাহা হউক, তিনি যজ্ঞে
সমাগত হইলে, যাহা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি
তাঁহাকে পৃথিবী ও কনকাদি, অথবা তৃণাগ্রও প্রদান করিও না ॥ ১৪ ॥ শৃঙ্গগর্ভ সাস্ত্রবাক্যে
কহিবে, হে বিভো ! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে বর দিতে পারিবে ? দেখুন, আপনার উদরে
ভূ, ভুব ও স্বর্গের অধিপতিগণ এবং পাতালের ঈশ্বরবর্গ সতত বাস করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

বলি উত্তর করিলেন, হে আচার্য্য ! আমি আপনার বাক্যানুসারে অর্থীকে কখনই বিমুখ
করিতে পারিব না । বলিতে কি, হীনজাতীর অর্থী সমাগত হইলেও, যখন তাহারে প্রত্যাখ্যান
করিতে সমর্থ হই না, তখন স্বয়ং বাসুদেব আগমন করিলে, কিরূপে পরাভূত করিতে সমর্থ
হইব ? ॥ ১৬ ॥ দেখুন, যিনি সকল লোকের পতি, সেই জনার্দন অর্থী হইয়া আনিতেছেন ।
অতএব, নাই, কিরূপে বলিব ॥ ১৭ ॥ সাধুগণের এইরূপ উপদেশ লোকপরম্পরায় শুনিতে
পাওয়া যায়, ভূতিকাশ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণে সন্তাবসম্পন্ন হইবে । হে ব্রাহ্মণপুঙ্গব ! ঐ উপদেশের
যাথার্থ ও অল্পরূপ বিধানে লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ পূর্বাভ্যাসবশেই লোকের কায়মনোবাক্য-
কৃত জন্মান্তরীণ কর্মসকল একটভাবে প্রোছভূত হয় । ১৯ ॥ হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে মলয়মহীধে
কোশকার পুত্রের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, আপনি কি সেই পৌরাণিকী কথা শ্রবণ করেন
নাই ॥ ২০ ॥

শুক কহিলেন, মহাবাহো ! কোশকারপুত্রসম্বন্ধীয় প্রাচীন উপাখ্যান কীর্তন কর ;
শুনিবার জন্য অতিমাত্র কৌতুহল উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বলি কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই যজ্ঞান্তরপ্রসঙ্গে সেই প্রাচীন কথা বর্ণন করিব । হে

ভৃগুকুলোদহ ॥ ২২ ॥ মুদালস্য মূনেঃ পুত্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ । কোশকার ইতি খ্যাত
 আসীদ্রুক্ষস্তপোধনঃ ॥ ২৩ ॥ তস্যাসীদ্রিতা সাক্ষী ধর্ম্মিষ্ঠা নামতঃ প্রভা । সতী বাৎস্যায়ন-
 স্মৃতা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা ॥ ২৪ ॥ তস্যামস্য স্মৃতো জাতঃ প্রকৃত্য বৈ জড়াকৃতিঃ । নাসৌ ক্রতে
 মুকবচ্চ নাসৌ পশুতি চাক্ষবৎ ॥ ২৫ ॥ তং জাতং ব্রাহ্মণী পুত্রং জড়ং মুকং বিচক্ষুষং । সা চ
 মাতা গৃহদ্বারি বঠেহি তমবাস্তজৎ ॥ ২৬ ॥ ততোগচ্চ ছরাচারী রাক্ষসী জাতহারিণী । স্বং শিশুং
 কুশমাদায় শূর্ণাক্ষী নাম নামতঃ ॥ ২৭ ॥ ততোৎসৃজ্য স্বপুত্রং সাজ এহ দ্বিজনন্দনং । তমাদায়
 জগামাথ ভোক্তুং শালোদরোত্তরো ॥ ২৮ ॥ ততস্তামাগতাং বীক্ষ্য তস্যা ভর্তা ঘটোদরঃ ।
 নেত্রহীনঃ প্রভাবাচ কিমানীতং ছরাচারিয়ে ॥ ২৯ ॥ সাত্রবীজ্রাক্ষসপতে ময়া স্থাপ্য শিশুং নিজং ।
 কোশকারদ্বিজগৃহে তস্যানীতঃ প্রভো স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ স এহ ন ভয়া ভজে ভক্তমাচরিতং দ্বিজং ।
 মহাজ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রোসৌ স নঃ শপ্যতি কোপিতঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মাচ্ছীজ্রমিমং ত্যক্তা । তন্নৃনং
 ঘোররূপিণং । অশ্রুতস্য কস্যচিৎ পুত্রং কিপ্রমানয় স্মদরি ॥ ৩২ ॥ ইত্যেবমুক্তা সা রৌদ্রা রাক্ষসী
 কামরূপিণী । সমাজগামং ত্রিতা সমুৎপত্য বিহারয়স্য ॥ ৩৩ ॥ স চাপি রাক্ষসস্মৃতো নিঃসৃষ্টো গৃহ-
 বাহতঃ । রুরোদ সত্বরং ব্রহ্মন্ প্রক্ষিপ্যাংগুষ্ঠমাননে ॥ ৩৪ ॥ সা শকং তং চিত্রাচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মিষ্ঠা
 পতিমব্রবীৎ । পশু স্রয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ স্মশকন্তনয়ন্তব ॥ ৩৫ ॥ তস্তা সা নির্জগামাথ গৃহমধ্যাতপস্বিনী ।
 স চাপি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ সমপশুচ্চ তং শিশুং ॥ ৩৬ ॥ বর্ণরূপাদিসংযুক্তং তদ্বৎ স্বতনয়ং যথা ।

ভৃগুকুলোদহ ! সত্য বলিতেছি, পূর্বাভ্যাসবশেই আমি ইহা অবগত হইয়াছি ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মন্ !
 মহর্ষি মুদালের কোশকার নামে বিখ্যাত জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ তপোধন এক পুত্র ছিলেন ॥ ২৩ ॥
 তাহার দায়িতার নাম শর্ম্মিষ্ঠা । তিনি বাৎস্যায়নের পুত্রী এবং যেরূপ সাক্ষী, সতী ও পতিব্রতা,
 সেইরূপ ধর্ম্মশীলা ছিলেন ॥ ২৪ ॥ তাহার গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে । ঐ পুত্র স্বভাবতঃ
 জড়াকৃতি ; মুকের স্থায় কথা কহিতে পারে না ; এবং অন্ধের স্থায়, দেখিতে পারি না ॥ ২৫ ॥
 বঠদিন সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণী সেই জড়াকৃতি, বাকশক্তিবিহীন, অন্ধ পুত্রকে গৃহের দ্বারদেশে
 বিসর্জন করিলেন ॥ ২৬ ॥ ঐ সময়ে শূর্ণাক্ষীনারী, জাতহারিণী, ছরাচারিণী নিশাচরী আপনার
 কুশ শিশুকে গ্রহণ করিয়া, আগমন ॥ ২৭ ॥ এবং গৃহদ্বারে উৎসর্জন ও তৎপরিবর্তে
 দ্বিজপুত্রকে গ্রহণ করিল । এবং গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ লইয়া গেল ॥ ২৮ ॥

তদীয় ভর্তার নাম ঘটোদর ; সে নেত্রহীন । সে তাহাকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া,
 বলিতে লাগিল, শ্রিয়ে ! তুমি কি লইয়া আসিয়াছ ? ॥ ২৯ ॥

সে উত্তর করিল, রাক্ষসপতে ! আমি নিজ শিশুকে স্থাপন করিয়া, বিভূ কোশকার দ্বিজের
 পুত্রকে লইয়া আসিয়াছি ॥ ৩০ ॥

ঘটোদর কহিল, ভজে ! তুমি ভদ্র ব্যবহার কর নাই । সেই দ্বিজেন্দ্র মহাজ্ঞানী ; ত্রুঙ্ক
 হইয়া, আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবেন ॥ ৩১ ॥ অতএব, স্মদরি ! এই ঘোররূপ শিশুকে
 ত্যাগ করিয়া, অশ্রু কাহারও পুত্রকে আনয়ন কর ॥ ৩২ ॥

সেই কামরূপিণী রৌদ্রচারিণী নিশাচরী স্বামীর এইরূপ আদেশানুসারে ত্রাসিত হইয়া,
 আকাশে উৎপতনপূর্বক নির্দিষ্ট প্রদেশে সমাগত হইল ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! এদিকে সেই রাক্ষস-
 নন্দন বাহদেবে নিঃসৃষ্ট হইয়া, সত্বরে মুখমণ্ডলে অঙ্গুষ্ঠ প্রক্ষেপ করিয়া, রোদন করিতে
 লাগিল ॥ ৩৪ ॥ ধর্ম্মিষ্ঠা বহুক্ষণ পরে সেই রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, স্বামীকে কহিলেন,
 হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার পুত্রের স্মদর শব্দ শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥ সেই তপস্বিনী এই বলিয়া,
 ভীত হইয়া, গৃহমধ্য হইতে নির্গমন করিলেন । তখন সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেখিলেন ॥ ৩৬ ॥

ততো বিহস্য প্রোবাচ কোশকারো নিজাং প্রিয়াং ॥ ৩৭ ॥ এবমাবিশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠে ভাব্যং ভূতেন
সাংপ্রতঃ । কোহপ্যস্মাকং ছলয়িতুং স্বরূপী ভুবি সংস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ইতুক্ত্বা বচনং পত্নীং মজ্জৈস্তং
রাক্ষসাত্মজঃ । ববছোল্লিখ্য বসুধাং সকুশেনাথ পাণিনা ॥ ৩৯ ॥ এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তা শূর্ণাকী
বিপ্রবালকঃ । অন্তর্দানং গতা ভূমৌ : গৃহে চিক্বেপ দূরতঃ ॥ ৪০ ॥ স ক্ষিপ্তমাত্রং অগ্রাহ
কোশকারস্ত পুত্রকং । সা চাত্যোত্য গ্রহীতুং সঃ নাশবদ্রাক্ষসী স্মৃতং ॥ ৪১ ॥ ইতশ্চৈতশ্চ
বিভ্রষ্টা সা ভর্তারমুপাগতা । কথয়ামাস যদ্বৃত্তং স্বকীয়াত্মজহারণং ॥ ৪২ ॥ এবং গতারাং রাক্ষসাং
ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা । স রাক্ষসশিশুত্রান্ ভাৰ্য্যায় বিনিবেদিতঃ ॥ ৪৩ ॥ কপিলায়ঃ
সবৎসারাঃ পিত্রাত্মনয়ন্তদা । দগ্না সংতোষিতোহ্যর্থং ক্ষীরেণেকুরসেন চ ॥ ৪৪ ॥ দ্বাবেব বর্জিতৌ
বালৌ সংজাতৌ সপ্তবার্ষিকৌ । পিত্রা চ কৃতনামানৌ নিশাকরদিবাকরৌ ॥ ৪৫ ॥ নৈশাচরি-
দ্বিবাকীর্তির্নিশাকীর্তিঃ স্বপুত্রকঃ । তয়োশ্চকার বিপ্রৌসৌ ব্রতবন্ধক্ৰিয়াং ক্রমাৎ ॥ ৪৬ ॥
ব্রতবন্ধে কৃতে বেদ-পপাঠাসৌ দিবাকরঃ । নিশাকরো অড়তয়া ন পপাঠেতি নঃ শ্রুতং ॥ ৪৭ ॥
তং বান্ধবাঃ স্বপিতরৌ মাতা ভ্রাতা গুরুস্তথা । পর্য্যনিদ্দংস্তথান্ত্রে চ জনা মলয়বাসিনঃ ॥ ৪৮ ॥
ততঃ স পিত্রা ক্রুদ্ধেন ক্ষিপ্তঃ কূপে নিরুদ্ধকে । মহাশিলাং তদুপরি পিতা তস্যাত্য ব্যক্তিপৎ ॥ ৪৯ ॥
এবং ক্ষিপ্তস্তদা কূপে বহুবর্ষগণান্ স্থিতঃ । তদ্রাস্ত্যামলকীণ্ডলুঃ পোষায় ফলনোভবৎ ॥ ৫০ ॥
ততো দশস্ব বর্ষেধু সমভীতেষু ভার্গব । তস্য মাতাগমৎ কূপং তমপশুচ্ছলাশ্বিতং ॥ ৫১ ॥ সা

ঐ শিশু স্বকীয় তনয়ের সদৃশ বর্ণরূপাদিসম্পন্ন । তদ্বর্ণনে নিজ পত্নীকে হস্ত করিয়া, বলিতে
লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ অয়ি ধর্ম্মিষ্ঠে ! ইহার শরীরে সম্প্রতি ভূতাবেশ হইয়াছে । কোন স্বরূপী
আমাদিগকে ছলনা করিবার জন্য পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ছ ॥ ৩৮ ॥ পত্নীকে এইরূপ
বহিয়া, তিনি মন্ত্রপ্রয়োগসহকারে রাক্ষসনন্দনকে সকুশ পাণি দ্বারা বসুধাসমুল্লেখনপুংসর বন্ধন
করিলেন ॥ ৩৯ ॥ এই অবসরে শূর্ণাকী তথায় সমাগত হইয়া, অন্তর্হিত থাকিয়া, দূর হইতে
ব্রাহ্মণবালককে গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিল ॥ ৪০ ॥ কোশকার ক্ষিপ্তমাত্র বালককে গ্রহণ করিলেন ।
কিন্তু রাক্ষসী অভ্যাগত হইয়া, আপনার শিশুকে গ্রহণ করিতে পারিল না ॥ ৪১ ॥ ইতস্ততঃ
বিভ্রষ্টা হইয়া, ভর্তার সকাশে গিয়া, স্বকীয় পুত্রহারণটিনা নিবেদন করিল ॥ ৪২ ॥

রাক্ষসী প্রস্থান করিলে, মহাত্মা কোশকার রাক্ষসশিশুকে ভাৰ্য্যায় হস্তে ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৩ ॥
অনন্তর তিনি আপনার পুত্রকে সবৎসা কপিলায় ইক্ষুরসবৎ স্নাত্ব ক্ষীর ও দধি দ্বারা অতিমাত্র
সন্তোষিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ উভয় বালকই এইরূপে বর্জিত হইয়া, সপ্তবর্ষে উপনীত হইল ।
পিতা কোশকার তাহাদের নাম যথাক্রমে নিশাকর ও দিবাকর রাখিয়া দিলেন ॥ ৪৫ ॥ তন্মধ্যে
নিশাচরনন্দন দিবাকর ও স্বকীয় পুত্র নিশাকর নামে বিখ্যাত হইল । কোশকার ক্রমানুসারে
তাহাদের উভয়েরই ব্রতবন্ধ বিধান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ ব্রতবন্ধ বিহিত হইলে, দিবাকর বেদ
পাঠ করিতে লাগিল । কিন্তু নিশাকর অড়তাবশতঃ তাহাতে সমর্থ হইল না ; আমরা এইরূপ
শুনিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ তদ্বর্ণনে তাহার পিতামাতা, বান্ধববর্গ, ভ্রাতা, গুরু ও মলয়বাসী অন্যান্য
ব্যক্তিগণ, সকলেই তাহার নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে
জলশূন্য কূপমধ্যে ফেলিয়া দিলেন । এবং তাহার উপরি মহাশিলা চাপাইয়া রাখিলেন ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সে বহুবর্ষগণ অবস্থিতি করিল । তথায় যে অমলকীণ্ডল
ছিল, তাহাই তাহার পোষণার্থ ফলিত হইল ॥ ৫০ ॥ হে ভার্গব ! অনন্তর দশবর্ষ অতীত
হইলে, তদীয় জননী কূপে গমন করিয়া, তাহারে শিলাশ্রিত অবলোকন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি

দৃষ্ট্য়া নিচিহ্নং কূপে শিলয়া গিরিকল্পয়া । উঠৈঃ প্রোবাচ কেনেয়ং কূপোপরি শিলা কৃত্য । ৫২ ॥
 কূপান্তহঃ সূতো বাণীং শ্রবণা মাতুর্নিশাকরঃ । প্রাহাষ দত্তা তাতেন কূপোপরি শিলা দ্বিয়ং ॥ ৫৩ ॥
 সাত্ত্বিতীতাববৌ কোসি কূপান্তহোহদ্ভুতস্বরঃ । সোপ্যাহ তব পুত্রোন্মি নিশাকর ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
 সাত্ত্বিতীতনয়ো মেস্তি নান্না খ্যাতো দিবাকরঃ । নিশাকরেতি নান্না চ ন কশ্চিত্তনয়োস্তি মে ॥ ৫৫ ॥
 ন চ তৎ পূর্বচরিতং মাতুর্নিরবশেষতঃ । কথয়ামাস পুত্রোন্মো যদ্বত্তং পূর্বমেব হি ॥ ৫৬ ॥
 সা শ্রবণা তাং শিলাং সূত্রঃ সমুৎকপ্যাত্ততোহকপৎ ॥ ৫৭ ॥ ন তু কূপাৎ সমুত্তীৰ্য্য মাতুঃ
 পাদৌ ববন্ধ চ । ততস্তমাদায় সূতং ধর্ম্মিষ্ঠা পতিমেত্যা চ । কথয়ামাস তৎ সর্বং চেষ্টিতং
 স্বসুতস্য চ ॥ ৫৮ ॥ ততোহ পৃচ্ছৎপ্রোহসৌ কিমিদত্তাত কারণম্ । নোক্তবান্ যন্তবান্
 পূর্বং মহৎ কৌতূহলং মম ॥ ৫৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং ধীমান্ কোশকারং দ্বিজোত্তমঃ । প্রাহ
 পুত্রোদ্ভুতং বাক্যং মাতরং পিতরং তথা ॥ ৬০ ॥

নিশাকর উবাচ । শ্রয়তাং কারণং তাত যেন মুকতমাস্ত্রিতং । যয়া জড়তমমঘ তথাক্ষতং
 স্বচক্ষুষা ॥ ৬১ ॥ পূর্বমাসমহং বিপ্র কূলে বৃন্দারকস্য তু । বৃষাকপেচ তনয়ো মালাগর্ভনমু-
 দ্রবঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ পিতাপাঠ্যস্মাং শাস্ত্রং ধর্ম্মার্থকামদং । মোক্ষমার্গপরস্তাত সেতিহাসং শ্রুতিং
 তথা ॥ ৬৩ ॥ সোহহস্তাত মহাজ্ঞানী পরপারবিশারদঃ । জাতো মদাংধস্তেনাহং তুর্কর্ম্মাভি-
 রতোহভবম্ ॥ ৬৪ ॥ মদাৎ সমভবন্তোভস্তেন নষ্টা প্রগল্ভতা । বিবেকো নাশমগমন্মদো
 মে মোহমাগতঃ ॥ ৬৫ ॥ মূঢ়তাবতয়া চাথ জাতঃ পাপরতোহস্মাহং । পরদায়পরার্থেবু সদা মে

তাহারে গিরিকল্প শিলা দ্বারা সন্নিহিত দর্শন করিয়া, উঠৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, কেন ব্যক্তি
 এই কূপোপরি শিলা নিক্ষেপ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

নিশাকর কূপমধ্যে থা কিয়া, জননীর বাণী শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, অহ ! পিতা
 কূপোপরি এইরূপে শিলা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

ব্রাহ্মণী ভীত হইয়া, কহিলেন, কে তুমি কূপান্তরে থাকিয়া, অদ্ভুতস্বরে উত্তর করিতেছ ?

নিশাকর কহিল, আমি আপনার পুত্র ; আমার নাম নিশাকর ॥ ৫৪ ॥

ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমার যে পুত্র আছে, তাহার নাম দিবাকর । নিশাকরনামে ত আমার
 কোন পুত্র নাই ॥ ৫৫ ॥

তখন নিশাকর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, নিরবশেষে সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত তাঁহার নিষ্কট কীর্তন
 করিল ॥ ৫৬ ॥ সূত্র শর্ম্মিষ্ঠা শ্রবণ করিয়া, শিলাসমুৎক্ষেপণপূর্বক অন্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭ ॥
 তখন নিশাকর কূপ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া, জননীর পদদ্বয় বন্দন করিলে, তিনি তাহারে গ্রহণ
 করিয়া, স্বামীর সকাশে আসিয়া, আপনার পুত্রের সমুদায় চেষ্টিত বর্ণন করিলেন ॥ ৫৮ ॥
 অনন্তর বিপ্র তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত ! এইরূপ ঘটনার কারণ কি ? তুমি ত পূর্বে
 বল নাই, এই কারণে শুনিবার জন্ত পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ধীমান্ নিশাকর পিতা কোশকারের বচন শ্রবণ করিয়া, পিতামাতা উভয়কেই অদ্ভুত বাক্যে
 বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ তাত ! যেকারণে আমি অন্ধ, মুক ও জড় প্রাপ্ত হইয়াছি, শ্রবণ
 করুন ॥ ৬১ ॥ হে অনঘ ! আমি পূর্বজন্মে বৃন্দারকবংশে বৃষাকপের পুত্ররূপে মালার গর্ভে
 সমুদ্ভূত হইয়াছিলাম ॥ ৬২ ॥ পিতা আমারে ধর্ম্মার্থকামসাধক, অপবর্গবিষয়ক, শ্রুতি ও ইতিহাস-
 শাস্ত্র পাঠ করাইলে ॥ ৬৩ ॥ আমি মহাজ্ঞানী ও পরপারবিশারদ হইয়া উঠিলাম । এবং
 তন্নিকট মদাক্ষ ও তুর্কর্ম্মে অভিরত হইলাম ॥ ৬৪ ॥ মদ হইতে আমার লোভ জন্মিল ।
 লোভবশে আমার প্রগল্ভতা বিনষ্ট ও বিবেকও ভ্রষ্ট হইয়া গেল । তখন আমার মদ মোহে পরিণত
 হইল ॥ ৬৫ ॥ মূঢ়তাবশতঃ আমি পাপরত হইয়া পড়িলাম । পরদায় ও পরধনে আমার

মানসং স্থিতং ॥ ৬৬ ॥ পরদারপরাশর্ষণং পরার্থহরণাদপি । মৃতো হুৎসংধনেনাহং নরকং
রৌরবং গতঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদ্বর্ষনহস্তান্তে ভুক্তশিষ্টে তদাগসি । অরণ্যে যুগলাপাপঃ সজ্জাতো-
হহং যুগাধিপঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্যাজ্জয়ে সংস্থিতস্তাবদধ্বঃ পঞ্জরগঃ কৃতঃ । নরাধিপেন বিভূনা নীতশ্চ
নগরং দ্বিজ ॥ ৬৯ ॥ বদ্ধস্য পঞ্জরস্থস্য ব্যাজ্জয়েপি স্থিতস্য চ । ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্রানি প্রত্যভাসন্ত
সর্বশঃ ॥ ৭০ ॥ ততো নৃপতিশার্দূলো গদাপানিঃ কদাচন । একবজ্রপরীধানো নগরান্নির্ঘর্যো
বহিঃ ॥ ৭১ ॥ তস্য ভার্য্যাজিতা নাম রূপেণা প্রতিমা ভূবি । সা নির্গতে ভর্ত্তরি তু মমাস্তিকমুপা-
গতা ॥ ৭২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা বরুধে চিন্তে পূর্বাভ্যাসান্ননোভবঃ । যথৈব কামশাস্ত্রে ততোহহমব-
দধ্ব তাং ॥ ৭৩ ॥ রাজপুত্রি শ্রুকল্যাণি নবর্যোবনশালিনি । চিন্তং হরদি যে ভীকু কোকিলাধ্ব-
নিনা যথা ॥ ৭৪ ॥ সা তদ্বচনমাকর্য্য প্রোবাচ তল্পমধ্যমা । কথমেবাবরোব্যাজ্জ রতিযোগ
উপেষ্যতি ॥ ৭৫ ॥ ততোহমববস্তাত রাজপুত্রীং শ্রুমধ্যমাং । দ্বারমুদ্যাটয় শ্বাদ্য নির্গমিষ্যামি
সত্তরম্ ॥ ৭৬ ॥ সাপ্যত্রবীন্দ্বিবা ব্যাজ্জ লোকোহহং পরিপশুতি । রাজাবুদ্যাটয়িষ্যামি ততো রংস্তাব
চেচ্ছয়া ॥ ৭৭ ॥ তামোহহমবোচং বৈ কালক্ষেপো ন যে ক্ষমঃ । তস্মাদুদ্যাটয় দ্বারং মাং
বদ্ধাচ্চ বিমোচয় ॥ ৭৮ ॥ ততঃ সাপি বরশ্রোণী দ্বারমুদ্যাটয়াক্ষকে । উদ্যাটিতে ততো দ্বারে
নির্গতোহহং বহিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৭৯ ॥ নিগড়াদয়শ্চ পাশাশ্চ ছিন্না বলবতা ময়া । সা তদা নৃপতে-

মন সর্বদাই সংস্কৃত রছিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপ পরদারপরাশর্ষণ ও পরস্বাপহরণপ্রযুক্ত উৎসাহে
প্রাণত্যাগ করিয়া, আমি রৌরবনরকে পতন হইলাম ॥ ৬৭ ॥ বর্ষনহস্তপর্ব্যবসানে ঐ পাপ
ভুক্তশিষ্ট হইলে, আমি যুগাধিপ হইয়া, অরণ্যমধ্যে পাপবৃন্তির অনুসরণপ্রসঙ্গে যুগসকল হত্যা
করিতে লাগিলাম ॥ ৬৮ ॥ অনন্তর ব্যাজ্জয়ে নিতে গমন করিলে, বদ্ধ ও পঞ্জরগত হইলাম ।
হে দ্বিজ ! তদবস্থায় কোন বলশালী রাজা আমায়ে নিজনগরে লইয়া গেলেন ॥ ৬৯ ॥ এইরূপে
ব্যাজ্জ হইয়া, বদ্ধ ও পঞ্জরগত হইলে, ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্রসকল সর্বতোভাবে আমার প্রতিভাত
হইল ॥ ৭০ ॥

অনন্তর সেই নৃপতিশার্দূল কোন সময়ে গদাপানি হইয়া, এক বজ্র পরিধান করিয়া, নগরী
হইতে বিনির্গত হইলেন ॥ ৭১ ॥ তদীয় ভার্য্যার নাম অজিতা । পৃথিবীতে তাহার রূপের
তুলনাই হয় না । ভর্ত্তা নির্গত হইলে, তিনি আমার অস্তিকে উপগত হইলেন ॥ ৭২ ॥ তাঁহাকে
দর্শন করিয়া, পূর্বাভ্যাসবশে মদীয় চিন্তে মনোভবের আবির্ভাব হইল । কামশাস্ত্রে আমার
যে রূপ পারদর্শিতা ছিল, তদনুসারে তাঁহায়ে বলিতে লাগিলাম, আমি নবর্যোবনশালিনি শ্রুক-
ল্যাণি রাজনন্দিনি ! কোকিলা যেমন কলধ্বনি দ্বারা মন হরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমার
চিন্তা হরণ করিতেছ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

সেই তল্পমধ্যমা এই কথা শুনিয়া, উত্তর করিল, ব্যাজ্জ ! কিরূপে আমাদের উভয়ের
রতিযোগ উপাগত হইবে ? ॥ ৭৫ ॥

তখন আমি সেই শ্রুমধ্যমা রাজপুত্রীকে কহিলাম, তুমি দ্বার উদ্যাটিত কর, আমি সত্তরে
নির্গত হইব ॥ ৭৬ ॥

সে কহিল, ব্যাজ্জ ! দিবাভাগে লোকসকল দেখিতে পাইবে । অতএব, রাত্রিতে উদ্যাটন
করিব । তখন ইচ্ছানুসারে উভয়ে বিহার করা যাইবে ॥ ৭৭ ॥

আমি কহিলাম, আমার আর কালক্ষেপ সহ হইতেছে না । অতএব, দ্বার উদ্যাটন ও
আমায়ে বন্ধন হইতে মোচন কর ॥ ৭৮ ॥

এই কথায় সেই বরশ্রোণী দ্বার উদ্যাটন করিল । দ্বার উদ্যাটিত হইলে, আমি তৎক্ষণে
বহির্গত হইলাম ॥ ৭৯ ॥ আমি অতি বলিষ্ঠ ছিলাম । পাশ ও নিগড়া প্রভৃতি সমস্তই ছিন্ন

বন্ধঃ শবরেণ হুয়ায়না ॥ ৯৫ ॥ পঞ্চরেষ্ঠস্য বিক্রীতো বণিকপুত্রায় শালিনে । তেনাপ্যন্তঃ পুর-
তরে যুবতীনাং সমীপতঃ ॥ ৯৬ ॥ সৰ্বশাস্ত্রবিদিতো ব দোষয়শ্চেত্যবস্থিতঃ । তত্রাসত্তরুণ্যস্তা
ওদনাদিকলাদিভিঃ ॥ ৯৭ ॥ পঠৈশ্চ দাড়িমফলৈঃ পোষয়ন্ত্যো দিনে দিনে । একদা পদ্ম-
পত্রাকী শ্রামা পীনপয়োধরা ॥ ৯৮ ॥ নারী চন্দ্রাবলী নাম সমুদগৃহ্যথ পঞ্জরং ॥ ৯৯ ॥ মাং জগ্নাহ
মুচাৰ্ককী করাভ্যাং চাকুহানিনী । চকারোপরি পীনাভ্যাং স্তনাভ্যাং সা তদাচ মাং ॥ ১০০ ॥
ততোহং কৃতবান্ ভাবং তস্তাং বিলসিতুং শ্রবন্ । ততোমুপ্তম্যানোহং হারে মৰ্কটবন্ধনে ॥ ১০১ ॥
তত্রাহং পাপসংযুক্তো মৃতশ্চ তখনস্তরং । ভূয়োপি নরকং ঘোরং প্রপন্নো'স্মি মূৰ্ছমতিঃ ॥ ১০২ ॥
তস্মান্মৃতো বুধঃ চ গতশ্চাতালপক্বে । স চৈকদা মাং শকটে নিযুজ্য স্বাং বিলাসিনীং ॥ ১০৩ ॥
সমারোপ্য মহাতেজা গন্তং কৃতমতিৰ্কনং । তত্রাথঃ স চাতালো গতঃ সা চাস্ত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১০৪ ॥
গায়ত্ৰী যাতি তচ্ছ্রদ্ধা জাতোহহং ব্যাধিতেজস্রঃ । পৃষ্ঠতস্ত সমালোক্য বিপর্যস্তথা শ্লুতঃ ॥ ১০৫ ॥
পতিতো ভূমিমগমং কণেন কণবিশ্রমাৎ । যোক্তে'ণ বন্ধ এবাস্মি পঞ্চমমগমং ততঃ ॥ ১০৬ ॥
ভূয়ো নিমগ্নে নরকে দশবর্ষশতাব্দহং । জাতস্তব গৃহে তাত মোহহং জাতিমমুস্মরন্ । তাবন্ত্যে-
বাদ্য জ্ঞানানি স্মরামি চানুপূৰ্ব্বশঃ ॥ ১০৭ ॥ পূৰ্ব্বাভ্যাসাচ্চ শাস্ত্রাণাং বচনং চাগতং মম । তদহং
জ্ঞাতবিজ্ঞানো নাচরিষ্যে কথঞ্চন ॥ ১০৮ ॥ পাপানি ঘোররূপাণি মনসা কৰ্ম্মণা গিরা । শুভং
বাণ্যশুভং বাপি স্বাধ্যায়ং শাস্ত্রজীবিকাং ॥ ১০৯ ॥ বন্ধনং বা বধো বাপি পূৰ্ব্বাভ্যাসেন জায়তে ।
জাতিং যদা পৌৰ্ণিকীকৃত্য স্মরতে তাত মানবঃ । তদা স তেভ্যঃ পাপেভ্যো নিবৃত্তিঃ হি

হইতে উন্মুক্ত হইয়া, মহারণ্যে শুকরূপে সমুদ্ভূত হইলাম । হুয়ায়া শবর আমারে বন্ধন ॥ ৯৫ ॥
ও পিঞ্জরে স্থাপন করিয়া, কোন ধনশালী বণিকপুত্রের নিকট বিক্রয় করিল । সেই বণিকপুত্র
অন্তঃপুরমধ্যে যুবতীগণের সমীপে ॥ ৯৬ ॥ আমাকে সৰ্বশাস্ত্রবিৎ ও দোষয়, জ্ঞান করিয়া,
রাখিয়া দিল । তথায় অবস্থিতনময়ে তরুণীগণ ফলাদি ও ওদনাদি ॥ ৯৭ ॥ এবং পক দাড়িম
ফল প্রদানপূৰ্ব্বক প্রাতদিন পোষণ করিতে লাগিল । একদা পদ্মপত্রাকী, শ্রামা, পীনপয়ো-
ধরা ॥ ৯৮ ॥ শ্রোণী, তনুমধ্যা, প্রিয়া, শুভা ও চন্দ্রাবলীনারী বণিকপুত্রী পঞ্জর ॥ ৯৯ ॥ সমুদ-
গ্রহণপূৰ্ব্বক আমারে লইয়া, পয়োধরের উপরি স্থাপন করিল ॥ ১০০ ॥ তখন আমি শ্লুত
পতিসহকারে তাহাতে বিহার করিবার জন্য কৃতমতি হইলাম । তন্নিবন্ধন, তাহার মৰ্কটবন্ধন
হারযষ্টিতে অনুপ্লুত হওয়াতে ॥ ১০১ ॥ পাপাত্মা আমার মৃত্যু হইল । পুনরায় মূৰ্ছমত আমি
ঘোর নরকে পতিত হইলাম ॥ ১০২ ॥ তাহা হইতে উন্মুক্ত হইয়া, শবরালয়ে বুধরূপে জন্মগ্রহণ
করিলাম । সেই শবর একদা আমাকে শকটে নিযোজিত ও স্বীয় বিলাসিনীকে ॥ ১০৩ ॥
আরোপিত করিয়া মহাতেজে অরণ্যগমনে কৃতমতি হইল । সে অগ্রগত হইলে, তদীয় বিলাসিনী
পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া চলিল ॥ ১০৪ ॥ যাইবার সময় গান করিতে লাগিল । তাহা শুনিয়া
আমার ইন্দ্రిয় ব্যাধত হইয়া উঠিল । তৎকালে পৃষ্ঠদেশ দর্শন করাতে, বিপর্যস্ত ও আপ্লুত ॥ ১০৫ ॥
এবং তন্নিবন্ধন ভূমিতলে তৎকণে পতিত হইলাম । অহিমাত্র ভ্রম উপস্থিত হইল । তখন
যোক্তবন্ধ হইয়াই, পঞ্চম লাভ করিলাম ॥ ১০৬ ॥ পুনরায় নরকে নিমগ্ন ও দশবর্ষশতপর্য-
বসানে ভবদীয় গৃহে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলাম । তাত ! ততৎ জন্মপরম্পরা আনুপূৰ্ব্বক্রমে
আমার মনে হইতেছে ॥ ১০৭ ॥ পূৰ্ব্বাভ্যাসবলে শাস্ত্রবচনও আমার সমাগত হইয়াছে । গৎ-
প্রভাবে আমি জ্ঞানবিজ্ঞান হইয়াছি ; কোনরূপে মন, বাক্য ও কৰ্ম্ম দ্বারা ঘোররূপ পাপসকলের
অনুষ্ঠান করিব না । শুভ, অশুভ, স্বাধ্যায়, শাস্ত্রজীবিকা ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ বন্ধন, বধ এই
সমস্তই পূৰ্ব্বাভ্যাসবশেই সংঘটিত হয় । লোকের বখন পৌৰ্ণিকী জাতি স্বাতপথে সমুদিত হইয়া

করিষ্যতি । ১১০ ॥ তস্মাস্তবিস্যে শুভবর্দ্ধনার পাপক্ষয়প্রার্থায় মুনে হরপাং । ভবান্ দিবাকীৰ্ত্তিমমং
সুপুত্রং গৃহস্থধৰ্ম্মে বিনিয়োজয়স্ব ॥ ১১১ ॥

বলিৰূবাচ । ইত্যেবমুক্তঃ স নিশাকরস্তদা প্রণম্য মাতাপিতরৌ মহর্ষে । জগাম পুণ্যং
সদনং মুরারেঃ খ্যাতং বদৰ্ঘ্যশ্রমমাদ্যৈশং ॥ ১১২ ॥ এবং পুরাভ্যাসরতস্ত পুংসো ভবন্তি
দানাধ্যয়নাদিকানি । তস্মাৎ পূৰ্ব্বং দ্বিজবৰ্ধ্য বৈ ময়া ত্ৰ্যাস্তমাসীন্ম তু তে ত্রবীমি ॥ ১১৩ ॥
দানং তপো বাধ্যয়নং মহর্ষে স্তেয়ং মহাপাতকমগ্নিদাহঃ । জ্ঞানানি চৈবাভ্যাসনাচ্চ পূৰ্ব্বং ভবন্তি
ধৰ্ম্মার্থযশাংস নাতথা ॥ ১১৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা বলবান্ স শুক্রং দৈত্যেশ্বরঃ স্বং শুক্রমীশিতারং ।
ধ্যায়ংস্তদা তং মধুকৈটভারিং নারায়ণং চক্রগদাসিপাণিম্ ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুক্রবলিসংবাদো নামৈকনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তো ভগবান্ বামনাকৃতিঃ । যজ্ঞবাটসমীপে স উচৈষ্যেবচনম-
ত্রবীৎ ॥ ১ ॥ ওঙ্কারপূৰ্ব্বাঃ শ্রুতয়ো মখেহস্মিঃস্তিষ্ঠন্তি রূপেণ তপোধনানাং । যজ্ঞোহশ্বমেধঃ
প্রবরঃ ক্রতুনাং যুক্রং যথা শ্রুৎ কুরু দৈত্যনাথ ॥ ২ ॥ ইথাং বচনমাকৰ্ণ্য দানবাধিপাতকশী ।
সার্বপাত্রঃ সমভ্যাগদ্যত্র দেবঃ স্থিতোহভবৎ ॥ ৩ ॥ ততঃ স দেবদেবেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।
প্রোবাচ ভগবন্ ক্রহি কিং দদ্মি তব মানদ ॥ ৪ ॥ ততোত্রবীন্মধুরিপুদ্দৈতুরাজঃ তমব্যয়ঃ ।

থাকে, তখন তত্ত্ব পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য ॥ ১১০ ॥ এই কারণে
আমি শুভবর্দ্ধন ও পাপক্ষয় সমুদ্ভাবনার্থ অরণ্যে গমন করিব । আপনি এই সুসন্তান দিবাকরকে
গৃহস্থধৰ্ম্মে নিয়োজিত করুন ॥ ১১১ ॥

বলি কহিলেন, মহর্ষে ! নিশাকর এইরূপ বাগ্‌বিত্তাসবিধানান্তর পিতামাতা উভয়কে
প্রণাম করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের আশ্রিত, সুবিখ্যাত, আদ্য, ঐশ বদরকাশ্রমে গমন কার-
লেন ॥ ১১২ ॥ এইরূপে পূৰ্ব্বাভ্যাসরতিবশেই লোকের দানাধ্যয়নাদি সংঘটিত হইয়া থাকে ।
আমিও পূৰ্ব্বে দানাদি অভ্যাস করিয়া ছলাম । সেইজন্তই এইরূপ বলিতেছি ॥ ১১৩ ॥ ফলতঃ,
দান, তপস্কা, অধ্যয়ন, মহাপাতক, চৌর্য্য, অগ্নিদাহ, জ্ঞান, ধৰ্ম্ম, অর্থ ও যশঃ, ইত্যাদি সমস্তই
পূৰ্ব্বাভ্যাসবশেই সমুদ্ভূত হয় । কোনরূপেই ইহার ব্যতিচার লক্ষিত হয় না ॥ ১১৪ ॥ বলবান্
বলি স্বকীয় শুক্র ও ঈশগা শুক্রকে এইরূপ কহিয়া, মধুকৈটভারি চক্রগদাসিপাণি নারায়ণের
ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শুক্রবলিসংবাদনামক একনবতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, এই অবসরে বামনাকৃতি ভগবান্ যজ্ঞবাটসমীপে সমাগত হইয়া, উচৈষ্যে
বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ওঙ্কাররূপ শ্রুতদকল তপোধনগণের স্বরূপে এই যজ্ঞে অধিষ্ঠান
করিতেছেন । এই অশ্বমেধযজ্ঞ সমুদায় যজ্ঞের প্রধান । অতএব, দৈত্যনাথ ! যাহা বিহিত,
অধিষ্ঠান করুন ॥ ২ ॥

জিতেন্দ্রিয় বলি এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, সার্বপাত্র সহিত বামনের অধিষ্ঠিত প্রদেশে
গমন করিলেন ॥ ৩ ॥ এবং যথাবিধানে সেই দেবদেবেশের পূজা করিয়া, বলিতে লাগিলেন,
ভগবন্ ! আপনি সকলের সম্মান রক্ষা করেন ; আমাদের কি দিতে হইবে, অজ্ঞা করুন ॥ ৪ ॥

বিহস্ত স্মৃতিস্কালং ভরদ্বাজমবেক্ষ্য চ ॥ ৫ ॥ গুরোশ্চদীয়ন্ত গুরুস্তস্মাস্ত্যগ্নপরিগ্রহঃ । ন স
ধারয়তে ভূম্যাং গারক্যায়ান্ চ পাবকং ॥ ৬ ॥ তদর্থমভিযাক্ষেয়ং মম দানব পার্থিব । মে
শরীরপ্রমাণেন দেহি রাজন্ ক্রমত্রয়ং ॥ ৭ ॥ মুরারিবচনং শ্রুত্ব বলিভার্যামবেক্ষ্য চ । বাণং চ
তনয়ং বীক্ষ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ ন কেবলং প্রমাণেন বামনোহয়ং লঘুশ্রিয়ঃ । যেন
ক্রমত্রয়ং চোক্তং যাচিতে মদ্বিধেপি চ ॥ ৯ ॥ প্রায়ো বিধাতার্ননিধিঃ নরাণাং বহিষ্কৃতানাং
ধনু দিব্যপুণ্যৈঃ । ধনাদিকং ভূরি ন বৈ দদাতি যথৈব বিষ্ণুর্ন বহু প্রয়াসঃ ॥ ১০ ॥ ন দদাতি
বিধিস্তস্ত যন্ত ভাগ্যবিপর্যয়ঃ । মরি দাতরি যশ্চায়ং যাচতে চ ক্রমত্রয়ং ॥ ১১ ॥ ইশোবমুকু
বচনং মহাত্মা ভূয়োহপ্যবাচ হরিঃ সুরারিঃ । যাবচ্চ বিষ্ণো গজবাক্তিভূমিদাদীর্হিরণ্যং যদপীপ্সিতং
চ ॥ ১২ ॥ ভবাংশ্চ যাচিতা বিষ্ণো হুহং দাতা জগৎপতিঃ । দাতুং বৈ মম লাজ্জয়ং কথং
ন স্তাৎ পদত্রয়ে ॥ ১৩ ॥ রসাতলং স্বাং পৃথিবীং ভুবং নাকমথাপি বা । এতেভ্যঃ কতমন্দদ্যাং
স্বহো যাচস্ব বামন ॥ ১৪ ॥

বামন উবাচ । গজাশ্বভূহিরণ্যাদি তদর্থিত্যঃ প্রণীয়তাম্ । এতাবদেব সংপ্রার্থী দেহি রাজন্
পদত্রয়ং ॥ ১৫ ॥ ইতোবমুক্তে বচনে বামনেন মহাত্মনা । বলিভূঙ্গারমাদায় দদৌ বিষ্ণোঃ
ক্রমত্রয়ং ॥ ১৬ ॥ পার্ণো তু পতিতে ত্রোয়ে দিব্যং রূপং চকার হ । ত্রৈলোক্যক্রমণার্থায়
বজ্ররূপং জগন্ময়ং ॥ ১৭ ॥ পাদে ভূমিস্থতা জজ্ঞে নভঃস্বৈলোক্যবন্দিতম্ । সত্যং তপো জাতু-
যুগ্মে উরুস্তো মেরুমন্দরৌ ॥ ১৮ ॥ বিশ্বদেবঃ কটীভাগে মরুতো বস্ত্রিশীর্ষয়োঃ । লিঙ্গস্থিতো

অব্যয়স্বরূপ মধুরিপু বহুক্ষণ শাস্ত্র ও ভরদ্বাজের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিয়া, উত্তর করিলেন ॥ ৫ ॥
আমার যিনি গুরু গুরু, তাঁহার অগ্নিপরিগ্রহ আছে । তিনি পরকীয় ভূমিতে পাবক ধারণ
করেন না ॥ ৬ ॥ দানবরাজ ! তাঁহারই জন্ত আমি যাচ্ছি করিতেছি, আমার শরীরপ্রমাণ
অনুসারে ক্রমত্রয় ভূমি দান করুন ॥ ৭ ॥

বলি মুরারির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভার্য্যা ও পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥
ইনি প্রমাণানুসারেই কেবল বামন নহেন । সত্যবতই লঘুশ্রিয় । যেহেতু, মদ্বিধ ব্যক্তির
নিকট ক্রমত্রয় যাচ্ছি করিতেছেন ॥ ৯ ॥ যাহারা দিব্যপুণ্যবাহক, এবং অল্পবুদ্ধি, বিধাতা প্রায়
তাহাদিগকে ভূরি পরিমাণে ধনাদি প্রদান করেন না । সেই কারণে এই বিষ্ণু বহু প্রয়াস
করিলেন না ॥ ১০ ॥ ফলতঃ, যাহার ভাগ্যবিপর্যয় হয়, বিধাতা তাহাকে ভূমদান করেন না ।
যেহেতু, আমি দাতা ; কিন্তু ইনি ক্রমত্রয় যাচ্ছি করিতেছেন ॥ ১১ ॥ মহাত্মা বলি এইপ্রকার
কহিয়া, পুনরায় ভগবান্ বামনকে বলিতে লাগিলেন, বিষ্ণো ! যেপরিমাণ গজ, বাজী, ভূমি,
দাদী ও হিরণ্য আপনার অভীপ্সিত ॥ ১২ ॥ আপনি তাহাই যাচ্ছি করুন । আমি জগৎপতি ;
তৎসমস্তই আপনাকে দান করিব । এরূপ অবস্থায় পদত্রয় দান করিতে কেনই বা আমার
লজ্জা হইবে না ॥ ১৩ ॥ রসাতল, পৃথিবী, অথবা স্বর্গ ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিতে হইবে ?
হে বামন ! আপনি স্বস্ত হইয়া যাচ্ছি করুন ॥ ১৪ ॥

বামন কহিলেন, যাহারা গজ, অশ্ব, ভূমি ও হিরণ্যাদির প্রার্থী, তাহাদিগকে তাহা প্রদান
করুন । আমি পদত্রয়মাত্র প্রার্থনা করি, আমাকে তাহাই দিন ॥ ১৫ ॥

মহাত্মা বামন এইপ্রকার কহিলে, বলি ভূঙ্গার গ্রহণ করিয়া, ক্রমত্রয় দান করিতে উদ্যত
হইলেন ॥ ১৬ ॥ হস্তে জল পতিত হইলে, ভগবান্ বামন ত্রৈলোক্যক্রমণার্থ জগন্ময় দিব্য রূপ
ধারণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন তদীয় পাদদেশে ভূমি, জঘনে আকাশ, জাতুযুগ্মে সত্য ও
তপোলোক, উরুদেশে মেরু ও মন্দরপর্বত ॥ ১৮ ॥ কটীভাগে বিশ্বদেবগণ, বস্ত্রি ও শীর্ষদেশে

মন্মথশ্চ বুধশ্চঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৯ ॥ কুক্ষিমা অৰ্ণবাঃ সপ্ত জঠরে ভুবনানাথো । বলিষু দ্বিষু
নদ্যশ্চ যজ্ঞোহস্তর্জঠরে স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ ইষ্টাপূর্তাদয়ঃ সৰ্ব্বাঃ ক্রিয়া মজ্জাশ্চ সংস্থিতাঃ । পৃষ্ঠস্থা
বসবো দেবাঃ স্কন্ধো রুদ্রৈরাধষ্ঠিতঃ ॥ ২১ ॥ বাহবশ্চ দিশঃ সৰ্ব্বা বসবোষ্ঠৌ কর্ণাঃ স্মৃতাঃ । হৃদয়ে
সংস্থিতো ব্রহ্মা কুলিশো হৃদয়াস্থিষু ॥ ২২ ॥ ত্রীসহস্রমুরোমধ্যে চন্দ্রমা মনসি স্থিতঃ । গ্রীবাহৃদিত্তি-
র্দেবমাতা বিদ্যাশুভগয়ে স্থিতাঃ ॥ ২৩ ॥ মুখে তু সাগরো বিপ্রাঃ সংস্কারা দশনচ্ছদাঃ । ধর্মকামার্থ-
মোক্ষাশ্চ শাষ্ট্রৈশ্চৈব সমস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্ম্যা সহ ললাটস্থৌ শ্রবণস্থৌ হি চান্বিনৌ । শ্বাসস্থো
মাতরিখ্য চ মরুতঃ সৰ্ব্বসন্ধিষু ॥ ২৫ ॥ সৰ্ব্বসূক্তানি দশনা জিহ্বা দেবী সরস্বতী । চন্দ্রাদিত্যৌ
চ নখনে পক্ষ্মাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বিশাখা দেবদেবশ্চ ক্রবোর্মধ্যে ব্যবস্থিতাঃ । তারকা রোম-
কূপেভ্যো রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥ স্তনৈঃ সৰ্ব্বময়ো ভূত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ । ক্রমেণৈকেন
জগতীং জহার সচরাচরাং ॥ ২৮ ॥ ভূমিং বিক্রমমাণশ্চ মহারূপশ্চ তন্ত বৈ । দক্ষিণোহভূততশ্চৈকুঃ
সূর্য্যোভূৎ সব্যতন্তথা ॥ ২৯ ॥ তৃতীয়ক্রমেনাথ স্বর্গহর্জনতাপসাঃ । ক্রান্তাস্তর্কেন বৈ রাজসর্কেনা-
পূর্য্যতাস্বয়ং ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রবিক্ষিতো ব্রহ্মন্ বিকূর্কৈ দক্ষিণান্তরে । ব্রহ্মাণ্ডোদরমাহিত্য
নিরালোকং জগাম সঃ ॥ ৩১ ॥ বিশ্বাংস্ত্রিণা প্রসরতা কটাহে ভেদিতেহস্বরাং । কুটিলা বিষ্ণুপাদান্তু
সসারাকুলিতা ততঃ ॥ ৩২ ॥ তস্যা বিষ্ণুপদৌত্যেবং তাং স্তবন্তি চ তাপসাঃ । ভগবানপ্য-
সংপূর্ণে তৃতীয়েনুক্রমে বিভূঃ ॥ ৩৩ ॥ সমভ্যোত্য বলিং প্রাহ ঈবৎপ্রফুরিতাংরঃণ ঋণে ভবতি
দৈত্যোদ্ধ বন্ধনং ঘোরদর্শনং । স্বং পূরয় পদং তন্মে নোচেদ্ধং প্রতীচ্ছ মে ॥ ৩৪ ॥ তনুরান্নিবচঃ
প্রত্যা বিহস্যাপ বলেঃ স্মৃতঃ । বাণঃ প্রাহামরপতিং বচনং হেতুসংযুতং ॥ ৩৫ ॥

মরুদ্বর্গ, লিঙ্গে মন্মথ, বুধে প্রজাপতি । ১৯ ॥ কুক্ষিতে সপ্তনাগর, জঠরদেশে ভুবন সমস্ত, বলিত্রয়ে নদীসকল, অস্তর্জঠরে যজ্ঞ ও ॥ ২০ ॥ ইষ্টাপূর্তাদি সমুদায় ক্রিয়ামন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে বসুগণ, স্কন্ধভাগে রুদ্র সমুদায় ॥ ২১ ॥ বাহসকলে দিগ্বলয়, অষ্টকরে অষ্টবসু, হৃদয়ে ব্রহ্মা, হৃদয়াস্থিতে বজ্র ॥ ২২ ॥ উরোমধ্যে ত্রীসহস্র, মনে চন্দ্রমা, গ্রীবায় দেবমাতা অদিতি, বলয়ে সমুদায় বিদ্যা ॥ ২৩ ॥ মুখমণ্ডলে সাগরিক ব্রহ্মণসমূহ, অধরোষ্ঠে সংস্কার সমস্ত ও ধর্মকামার্থমোক্ষসহিত শ প্রসকল ॥ ২৪ ॥ ললাটে - ক্ষ্মা, শ্রবণে আশ্বিনীযুগল, নিখাসে মাতরিখ্য, সমুদায় সন্ধিতে মরুৎ সকল ॥ ২৫ ॥ দশনপংক্তিতে সৰ্ব্বসূক্ত, জিহ্বায় দেবী সরস্বতী, নয়নে চন্দ্র ও আদিত্য, পক্ষ্মসমূহে কৃত্তিকাदि নক্ষত্র সকল ॥ ২৬ ॥ ক্রমধ্যে বিশাখা, রোমকূপে তারকা ও রোমসকলে সমুদায় মহর্ষি অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে সৰ্ব্বগুণাধার ভগবান্ ভূতভাবন সৰ্ব্বময় হইয়া, একমাত্র ক্রমেই স্বাবরজঙ্গমসহিত সমুদায় সংসার হরণ করিয়া লইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর দ্বিতীয় ক্রমে চন্দ্র সেই বিরাটরূপীর দক্ষিণে ও সূর্য্য তাঁহার বামে অবস্থিতি করলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর তৃতীয় ক্রমে তিনি অর্ক দ্বারা স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনালোক ও তপোলোক আক্রমণপূর্ব্বক, অপর অর্ক দ্বারা অশ্বরবিভাগ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মন্ ! . অনন্তর তিনি বর্জিত হইয়া, দক্ষিণান্তরে ব্রহ্মাণ্ডোদর আহত করিয়া, নিরালোকে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ অশ্বর হইতে বিশ্বব্যাপী পদদেশ প্রসারণপূর্ব্বক অণুকটাহ ভেদ করিয়া ফেলিলে, উহা কুটিল ও আকুলিত হইয়া, বিষ্ণুপাদ হইতে অপসৃত হইল ॥ ৩২ ॥ তাপসগণ উহাকে বিষ্ণুপদী বলিয়া স্তব করেন । অনন্তর তৃতীয় ক্রম সংপূর্ণ না হওয়াতে, ভগবান্ বামন ॥ ৩৩ ॥ বলির নিকটে যাইয়া, ঈবৎ প্রফুরিতাধরে কহিলেন, দৈত্যোদ্ধ ! ঋণশোধ না হইলে, ঘোরদর্শন-বন্ধন-সংঘটন হইয়া থাকে । অতএব, আমার তৃতীয় পদ পূরণ করিয়া দাও । নোচেৎ, বন্ধন পরিগ্রহ কর ॥ ৩৪ ॥

নুরারির এই কথা শুনিয়া, বলির পুত্র বাণ হাস্ত করিয়া, হেতুগর্ভ বচনে কহিল ॥ ৩৫ ॥ হে

বাণাস্থর উবাচ । কৃত্বা মহীমল্লতরাং জগৎপতে স্বয়ং বিধাতা ভুবনেশ্বরগণাঃ । কথং বলিং
প্রার্থয়সে স্তুবিস্তুতাং যাং প্রাগ্ভবান্নো বিপুলাক্ষকার ॥ ৩৬ ॥ বিভো মহী যাবতীব হৃদাদ্য সৃষ্টা
সমেতা ভুবনাস্তুরালে । দত্তা চ তাতেন হি তাবতীয়ং কিং বাক্ছলেনৈষ নিবধ্যতেহদ্য ॥ ৩৭ ॥
যত্নৈব শক্ত্যা ভবতা হি পূৰ্ব্বভূতৈব শক্ত্যা দিতিজৈশ্চোদ্যো । শক্তস্ত্যাসম্পূজয়িতুং মুরারে প্রসীদ
মা বংধনমাদিশস্ব ॥ ৩৮ ॥ প্রোক্তং শ্রুতৌ ভবতাপীশ বাক্যং দানং পাত্রে জায়তে সৌখ্যদায়ি ।
দেশে পুণ্যে তদ্বদেবাপি কালে তচ্চাশেষং দৃষ্টতে চক্রপাণৌ ॥ ৩৯ ॥ দানং ভূমিঃ সৰ্ব্বকামপ্রদাতা
ভবান্ পাত্রং দেবদেবোহজিতাত্মা । কালো জ্যোষ্ঠামূলযোগে যুগাক্ষঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যদেশঃ
প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪০ ॥ কিং বা দেবৈশ্চৰ্চিধৈবুদ্ধিহীনৈঃ শিক্ষায়ৈঃ সাধু বাসাধু চৈব । স্বয়ং শ্রুতীনা-
মপি চাদিকৰ্ত্তা ব্যবস্থিতঃ সদসদেবা জগদৈ ॥ ৪১ ॥ কৃত্বা প্রমাণং স্বয়মেব হীনং পদত্রয়ং যাচিত-
বাংস্ত্ব বচ । কিং স্বং হি গৃহাসি বিভো মহাত্মা রূপেণ লোকপ্রতিবন্দিতেন ॥ ৪২ ॥ নাভ্যাশ্চর্য্যং
যজ্জগদৈব সমগ্রং ক্রমত্রয়েণৈব পূৰ্ণস্তবাদ্য । ক্রমেণ ভো লজ্জয়িতুং সমর্থো মহীঃ সমগ্রাং নতু লোক-
নাথ ॥ ৪৩ ॥ প্রমাণহীনং স্বয়মেব কৃত্বা বস্তুক্ষরাং মাধব পদ্যনাথ । বিষ্ণো নিবদ্যসি কথং
বলিং স্বং বিভূৰ্ঘদেবেচ্ছসি তৎ কুরুষ ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বচনে বলিনা বলিস্থনুনা । প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং হাদি-
কৰ্ত্তা জনার্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

জগৎপতে ! আপনি ভুবনেশ্বরগণের স্বয়ং বিধাতা । পৃথিবীকে অল্পতরা করিয়া, বলির নিকট
কিরূপে বিস্তৃত আকার প্রার্থনা করিতেছেন ? দেখুন, পূর্বে আপনি আমাদের এই পৃথিবীকে
বিপুল করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে বিভো ! আপনি পৃথিবীকে ভুবনাস্তুরালে যে পরিমাণে
সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, মদীয় পিতা, সেই পরিমাণই প্রদান করিয়াছেন । অতএব, অধুনা
কিঞ্চিৎ বাক্ছলে ইহা বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? ॥ ৩৭ ॥ আপনি পূর্বে যাদৃশী
শক্তিতে আবিষ্ট করিয়াছেন, এই দিতিজপতিও তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন এবং যথাশক্তি
আপনার পূজাও করিয়াছেন । অতএব প্রসন্ন হউন ; বন্ধন আদেশ করিবেন না ॥ ৩৮ ॥
আপনিই শ্রুতিতে নির্দেশ করিয়াছেন, পাত্রে দান করিলে, সৌখ্য সম্পাদন করে । প্রশস্ত
দেশে প্রশস্ত সময়ে ঐরূপে দান করিতে হইবে । তাহা হইলেই, স্তুতদায়ক হইবে ।
উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাও সৰ্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । কেননা, ভূমি দান ; তাহার উপর
আপনি সৰ্ব্বকামপ্রদাতা দেবদেব অজিতাত্মা, স্বয়ং পাত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছেন । তাহাতে
আবার সময়, জ্যোষ্ঠামূলযোগযুক্ত চন্দ্রমা এবং কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ পুণ্যদেশ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ অথবা,
আপনি স্বয়ং শ্রুতি সকলের আদিকৰ্ত্তা এবং সদসদজগৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত রহি-
য়াছেন । এরূপ স্থলে মদ্বিধ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ ভাল বা মন্দ কি শিক্ষা প্রদান করিতে পারে ? ॥ ৪১ ॥
আপনি স্বয়ংই নিজ প্রমাণ খসীকৃত করিয়া, পদত্রয় যাক্রা করিয়াছেন । অধুনা, সৰ্ব্বলোক-
বন্দিত বিরাটস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, কি কারণে গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ অদ্য যে আপনি
সমুদায় জগৎ ক্রমত্রয়েই পূর্ণ করিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে । কেননা, আপনি লোকনাথ ।
একমাত্র ক্রমেই সমুদায় পৃথিবী লজ্জন করিতে পারেন ॥ ৪৩ ॥ হে মাধব ! হে পদ্যনাথ !
আপনি স্বয়ং বস্তুক্ষরাকে প্রমাণহীন করিয়া, কিরূপে বলিকে বন্ধন করিতেছেন ? অথবা, আপনি
বিভূস্বরূপ । যাহা ইচ্ছা হয়, করুন ॥ ৪৪ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, বলিপুত্র বলী বাণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আদিকৰ্ত্তা ভগবান্
জনার্দন উত্তর করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে বলিনন্দন ! তুমি সম্প্রতি যেসকল বাক্য প্রয়োগ করিলে,

ত্রিবিক্রম উবাচ । যাহ্নাজানি বচাংসীখং ত্রয়া বালেয় সাংপ্রতঃ । তেষাং বৈ হেতুসংযুক্তঃ
শৃণু প্রত্যুত্তরং মম ॥ ৪৬ ॥ পূর্বমুক্তস্তব পিতা ময়া রাজন্ পদত্রয়ং । দেহি মহাং প্রমাণেন তদে-
তৎ সমনুষ্ঠিতং ॥ ৪৭ ॥ কিং ন বেত্তি প্রমাণং মে বলিস্তব পিতাম্বরং । প্রায়চ্ছদ্যেন নিঃশঙ্কং
মম মানং পদত্রয়ং ॥ ৪৮ ॥ সত্যং ক্রমেণ চৈকেন ক্রমেয়ং ভূভুবাদিকং । বলেরপি হিতার্থায়
কৃতমেতৎ ক্রমদ্বয়ং ॥ ৪৯ ॥ তস্মাদ্যন্মম বালেয় তৎপিত্রাশু করে মহৎ । দত্তং তেনাযুরেতস্ত
কল্পং যাবন্তবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ ইদমুক্ত্বা বলিস্তবং বাণং দেবস্ত্রিবিক্রমঃ । প্রোবাচ বলিমভ্যোভ্য
বচনং মধুরাক্ষরং ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্‌ব্রবাচ । আপূরণাদক্ষিণায় গচ্ছ রাজনহাকলং । স্মৃতলং নাম পাতালন্থস তত্র
নিরাময়ঃ ॥ ৫২ ॥

বলিক্রবাচ । স্মৃতলে বসতো নাথ মম ভোগাঃ কুতোহব্যয়াঃ । ভবিষ্যন্তি তু যেনাহং বদি-
ষ্যামি নিরাময়ঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্রিবিক্রম উবাচ । স্মৃতলস্থস্ত দৈতোজ্ঞ যানি ভোগ্যানি তেহধুনা । ভবিষ্যন্তি মহার্হানি
তানি বক্ষ্যামি সৰ্ব্বশঃ ॥ ৫৪ ॥ দানাত্তবিধিত্তানি শ্রাদ্ধাত্তশ্রোত্রিয়ানি চ । তথাধীতাত্তব্রতি-
ভির্দাস্তান্তি ভবতঃ ফলং ॥ ৫৫ ॥ তথাত্তমুৎসবং পুণ্যং বৃন্তে শক্রমহোৎসবে ॥ দীপপ্রদাননামা-
সৌ তব ভাবী মহোৎসবঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র ষাং নরশার্দ্দূলা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্কতাঃ । পুষ্পদীপপ্রদানেম
অৰ্চ্চয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ তত্রোৎসবো মুখ্যতমো ভবিষ্যতি স চাপি গৌকে তব নামচিহ্নতঃ ।
যথৈব রাজ্যে ভবতস্ত সাংপ্রতং তথৈব সা ভাব্যথ কোমুদীতি ॥ ৫৮ ॥ ইতোমুক্ত্বা মধুহা দিতী-
শ্বরং বিসর্জয়িত্বা স্মৃতলং সভার্যং । উবাং সমাদায় জগাম তূর্ণং সশক্রব্রহ্মামরসংযজুষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥

তাহাদের হেতুসংযুক্ত প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥ পূর্বে আমি তোমার পিতাকে বলিয়াছিলাম,
রাজন্ ! আমাকে প্রমাণানুসারে পদত্রয় প্রদান করুন । তিনিও তদনুরূপ বিধান করি-
লেন ॥ ৪৭ ॥ তোমার পিতা বলি কি আমার প্রমাণ অবগত নহেন, যে নিঃশঙ্ক হইয়া, আমাকে
প্রমাণানুরূপ পদত্রয় দান করিলেন ॥ ৪৮ ॥ আমি একমাত্র ক্রমেই ভূভুবাদি সমুদায় আক্রমণ
করিয়াছি । এইরূপে তদীয় পিতার হিতসাধনার্থই ক্রমদ্বিতীয় বিধান করিলাম ॥ ৪৯ ॥ অতএব,
তোমার পিতা আমার হস্তে যে সলিল প্রদান করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তিনি কল্পায়ু হইবেন ॥ ৫০ ॥

দেব ত্রিবিক্রম বলিস্তব বাণকে এইরূপ কহিয়া, স্বয়ং বলির নিকট যাইয়া, মধুরাক্ষরে বলিতে
লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! দাক্ষণ্যর আপূরণার্থ মহাফল লাভ কর । স্মৃতলনামক পাতালে
গিয়া, নিরাময় দেহে অবস্থিতি কর ॥ ৫২ ॥

বলি কহিলেন, নাথ ! স্মৃতলে অবস্থিতি করিলে, কোথা হইতে আমার অক্ষয় ভোগসকল
সংগ্রহ হইবে, যৎপ্রভাবে আমি নিরাময়ে বাস করিব ? ॥ ৫৩ ॥

ত্রিবিক্রম কহিলেন, স্মৃতলে অবস্থিতিসময়ে যে যে মহার্হ দ্রব্যসকল তোমার ভোগ হইবে,
সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৪ ॥ অবিধিত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ, অত্রত অধ্যয়ন,
এই সকল তোমাতে ফলদান করিবে ॥ ৫৫ ॥ তদ্ব্যতীত, শক্রমহোৎসব প্রবৃত্ত হইলে, তোমার
উদ্দেশে অগ্নিতর পরমপবিত্র উৎসব সম্পাদিত হইবে । ঐ মহোৎসব দীপপ্রদান নামে বিখ্যাত
লাভ করিবে ॥ ৫৬ ॥ তদুপলক্ষে হৃষ্টপুষ্ট নরপুঙ্গবসকল স্তন্দরবিধানে অলঙ্কৃত হইয়া, পুষ্পদীপ-
প্রদানপূর্বক যত্নসহকারে তোমার পূজা করিবে ॥ ৫৭ ॥ ঐ মুখ্যতম উৎসব তোমার নামচিহ্নিত
হইবে । সম্প্রতি তোমার অধিকারে যেমন লোকে উৎসব সম্পাদন করিবে, ভবিষ্যতেও
তদ্রূপ ঘটবে । উহার নাম কোমুদীমহোৎসব হইবে ॥ ৫৮ ॥

মধুহুদেন দিতীশ্বর বলিকে এইরূপ কহিয়া, ভার্গবা ও পুত্রের সহিত বিদায় দিয়া, পৃথিবী গ্রহণ

দৃষ্ট্বা মম্বোনে মধুজিভ্রিবিষ্টপং কৃতা চ দেবান্ মথভাগভোগিনঃ । অন্তর্দধে বিশ্বপতির্মহেশঃ স
পশ্চতামেব সুরাধিপানাং ॥ ৬০ ॥ স্বর্গং গতে ধাতরি বাসুদেবে শাস্তোহসুরাণাং মহতা বলেন ।
কৃতা পুরং সৌভমিতি প্রসিদ্ধং তদান্তরিক্ষে বিচচ্য কামাং ॥ ৬১ ॥ ময়চ্চ কামাভিপূরং মহাত্মা
স্ববর্ণতাস্ময়সমুদ্রসৌখ্যং । স তারকাখঃ সহ বৈদ্যাতেন সংতষ্ঠতে মিত্রকলত্রবাংচ্চ যঃ ॥ ৬২ ॥
বাণোহপি দেবেহথ গতে ত্রিবিষ্টপং বদ্ধে বলৌ চাপি রসাতলস্থে । কৃতা স্তম্ভপ্তং ভুবি শোণিতাখ্যং
পুরং স চান্তে সহ দানবেষ্ট্রৈঃ ॥ ৬৩ ॥ এবং পুরা চক্রধরেন বিষ্ণুনা বদ্ধো বলির্কামনরূপধারিণা । শক্র-
শ্রিয়ার্থং সুরকার্য্যসিদ্ধয়ে হিতায় বিশ্বর্ষভগোদ্বিজানাং ॥ ৬৪ ॥ প্রাত্ত্বর্ভবন্তে কথিতো মহর্ষে পুণ্যঃ
শুচির্কামনস্তাদ্যহারী । শ্রুতে যাম্বনু কীর্ত্তিতে সংস্মৃতে চ পাপং যাতি প্রক্ষয়ং পুণ্যমোতি ॥ ৬৫ ॥
এতৎ প্রোক্তং বামনীয়ং চরিত্রং বদ্ধো বলিঃ পুণ্যকীর্ত্তিধামসৌ । যচ্চৈবাত্মচ্ছ্রীতুকামোহসি
বিপ্র তন্তে বক্ষ্যে ক্রাহ ত্রক্ষয়শেষম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বলিবন্ধনং নাম দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । শ্রুতং যথা ভগবতা বলিবদ্ধো মহাত্মনা । কিমন্তুত্বিহ প্রষ্টব্যং তচ্ছ্রী
কথয়াম তে ॥ ১ ॥ ভগবান্ দেবরাজায় বিষ্ণুদত্তা ত্রিবিষ্টপং । অন্তর্দধে গতঃ কাসৌ সর্কাস্তা
তত কথ্যতাং । ২ ॥

করিয়া, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও অমরগণ কর্তৃক নিষেবিত হইয়া, সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এবং
ইন্দ্রকে পৃথিবী প্রদান ও দেবতাদগকে যজ্ঞভাগী করিয়া, সুরারিপতিগণের সমক্ষে অন্তর্হিত
হইলেন ॥ ৬০ ॥ সেই বিশ্বপতি মহেশ্বর বিষ্ণু স্বর্গে গমন করলে, অসুরগণের মধ্যে মহাবল
শাস্ত্র সৌভনামে পুর প্রতিষ্ঠিত করয়, ইচ্ছাধুনারে অন্তরিক্ষে বিচরণ করতে লাগল ॥ ৬১ ॥
মহাত্মা ময়ও স্ববর্ণ, তাম্র ও লোহনির্ম্মিত পরমসৌখ্যসম্পন্ন ত্রিপুংনামক পুর নিশ্চয় এবং
তারকও বৈদ্যাতনামক নগর রচনা করিয়া, মিত্র কলত্রের সহিত বাস করতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬২ ॥
ভগবান্ বাসুদেব ঐরূপে স্বর্গে গমন করলে, এবং বল বদ্ধ হইয়া রসাতলে প্রতিষ্ঠিত হইলে,
বাণও শোণিত নামে সুবখ্যাত পুর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দানবেষ্ট্রগণের সহিত বাস করতে
লাগিল ॥ ৬৩ ॥ এইরূপে চক্রধর বিষ্ণু পুত্রাকালে বামনবিগ্রহ পাঃগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রের আয়ত্ত্ব-
স্থান ও দেবগণের কার্য্য সম্পাদন এবং বিশ্ব, ঋষি, গো ও দ্বিজগণের হিতসংবধান মানসে
বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে মহর্ষে ! বামনদেবের প্রাত্ত্বর্ভাব আপনার নিকট কীর্ত্তন
করিলাম । ইহা যেমন পবিত্র, সেইরূপ শ্রুতি ও পাপহারী । ইহা শুনিলে, কীর্ত্তন করিলে এবং
স্মরিলে, পাপ এককালেই ক্ষীণ ও পুণ্য সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ পুণ্যকীর্ত্তি বলী যেক্রমে বদ্ধ
হইয়াছিলেন, বামনদেবের সেই এই চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম । অধুনা, আর বাহা শুনতে
অভিপ্রায় হয়, নিঃশেষে নির্দেশ কর, তাহাও বর্ণন করিব ॥ ৬৬ ॥

ইতি জীবামনপুরাণে বলিবন্ধননামকং দ্বিনবতিতম অধ্যায় ॥ ৯২ ॥

নারদ কহিলেন, ষিরাটরূপী ভগবান্ যেক্রমে বলিকে বন্ধন করেন; তাহা শুনিলাম । অধুনা,
অন্ত জিজ্ঞাস্য বিষয়, শুনিয়া বলিতেছি ॥ ১ ॥ সর্কাস্তা ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজকে ত্রিবিষ্টপ
প্রদান করিয়া, অন্তর্দধে পুর্কক কোথায় গমন করিলেন, বলুন ॥ ২ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । পরিচর্যাথ বিধিনা ব্রহ্মা পূজাদিনা হরিং । পপ্রচ্ছ কিঞ্চিরেণাথ ভবতা-
গমনং কৃতং ॥ অথোবাচ জগৎসামী ময়া কার্যং মহৎ কৃতং । সুরাণাং ঋদ্ধিভোগার্থং স্বয়ন্তো
বলিবন্ধনং ॥ ৪ ॥ পিতামহস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মুদিতমানসঃ । কথং কথমিতি প্রোহ স্বঃ মাং
দ্রষ্টুমিহাঙ্গি ॥ ৫ ॥ ইত্যেবমুক্তে ভগবান্ বচনে গরুড়ধ্বজঃ । দর্শয়ামাস তক্রপং সর্বদেব-
ময়ং লঘু ॥ ৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং যোজনাযুতবিস্তৃতং । তাবানেবোর্দ্ধমানেন ততোয়ং
প্রণতোভবৎ ॥ ৭ ॥ সম্যক্ সুরিতং সাধু সাধু সাধিত্বাদীর্ঘ্য চ । ভক্তিহতো মহাদেবে পদ্মজঃ
স্রোত্সমৈবহৎ ॥ ৮ ॥ ওঁ নমস্তে দেবাধিদেব বাসুদেব একশৃঙ্গ বহুরূপ বৃষাকপে ভূতভাবন
সুরাসুরবৃষ সুরাসুরমথন সুরপতিবাস সুরনির্মাণ অবিন্ন কপিল মহাকপিল বিশ্বক্সেন নারায়ণ
ঋবধ্বজ ভালধ্বজ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম বরেণ্য বিষ্ণে অপরা জিত জয় জয়ন্ত বিজয় কৃতাবর্ত মহাদেব
অনাদে অনন্ত অনাদ্যন্তমধানিধন পুরঞ্জয় ধনঞ্জয় সুরস্তুত পৃথুশবঃ পৃশ্নিগর্ভ হিরণ্যগর্ভ কমলগর্ভ
কমলায়তাক্ষ কমলালয়াপ্রিয় বৃষ্টিমূল ভূতাধিবাস বর্গাধ্যক্ষ গদাধর শ্রীধর বনমালাধর লক্ষ্মীধর
ধরণীধর পদ্মনাভ বিরিক্ষ অক্ষিষেন মহাসেন সেনাধ্যক্ষ পরিষ্টুত বহুকল্প মহাকল্প কল্পনামুখ
অনিরুদ্ধ সর্বগ সর্বাত্মক দ্বাদশাত্মক সর্বাঙ্গক কলাত্মক ভূতাত্মক রসাত্মক সনাতন মুঞ্জকেশ
হরিকেশ শ্রবীকেশ শুড়াকেশ কেতুমন্ নীল স্মন্দ্র সুল পীত রক্ত শ্বেত শ্বেতাধিবাস রক্তাস্বর প্রয়
প্রীতিকর প্রীতিবাস হংস সীরধ্বজ নীলবাসঃ সর্বলোকাধিবাস কুশেশ্বর অধোক্সজ গোবিন্দ

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মা যথাবিধি পূজাদি দ্বারা পরিচরণপূর্বক, ভুগবানকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আপনি বহুকালের পর আগমন করিলেন, কারণ কি ?

জগৎসামী উত্তর কবিলেন, হে স্বয়ন্তু ! আমি সুরগণের ঋদ্ধিভোগসাধনার্থ বলিবন্ধনরূপ
মহৎ কার্য সাধন করিয়াছি ॥ ৪ ॥

পিতামহ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুদিতমানসে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিরূপে বলিকে
বন্ধন করিয়াছিলেন, আমাকে দেখাইতে হইতেছে ॥ ৫ ॥

তিনি এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেই সর্বদেবময় বামনরূপ
প্রদর্শন করিলেন ॥ ৬ ॥ অযুতযোজনবিস্তৃত ও অযুতযোজনসমুচ্ছিত সেই বামনবিগ্রহ দর্শন
করিয়া, পিতামহ প্রণাম করিলেন । এবং বারংবার সাধুবাদনহকারে বলিতে লাগিলেন, সর্বথা
সম্যক্ৰূপ অল্পষ্ঠান করিয়াছেন । এই বলিয়া, সেই মহাদেব বাসুদেবে ভক্তিমান্ হইয়া, স্তব
করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ তুমি ওঙ্কারস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । হে দেবাধিদেব বাসু-
দেব ! হে একশৃঙ্গ, বহুরূপ ও বৃষাকপে ! হে ভূতভাবন ! হে সুরাসুরবৃষ ! হে সুরাসুর-
মথন ! হে সুরপতিবাস ! হে সুরনির্মাণ ! হে অবিন্ন ! হে কপিল, মহাকপিল, বিশ্বক্সেন
ও নারায়ণ ! হে ঋবধ্বজ ও ভালধ্বজ ! হে বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম ! হে বরেণ্য, বিদেশ ও
অপরাজিত ! হে জয়, জয়ন্ত ও বিজয় ! হে কৃতাবর্ত, মহাদেব, অনাদি ও অনন্ত ! হে অনা-
দ্যন্তমধানিধন ! হে পুরঞ্জয় ও ধনঞ্জয় ! হে সুরস্তুত, পৃথুশবঃ, পৃশ্নিগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ, কমলগর্ভ,
কমলায়তাক্ষ ও কমলালয়াপ্রিয় ! হে বৃষ্টিমূল, ভূতাধিবাস বর্গাধ্যক্ষ, গদাধর শ্রীধর, বনমালা-
ধর, লক্ষ্মীধর ও ধরণীধর ! হে পদ্মনাভ, বিরিক্ষ, অক্ষিষেন, মহাসেন ও সেনাধ্যক্ষ ! হে পরি-
ষ্টুত, বহুকল্প, মহাকল্প, ও কল্পনামুখ ! হে অনিরুদ্ধ, সর্বগ, সর্বাঙ্গক, দ্বাদশাত্মক, সর্বাঙ্গক,
কলাত্মক, ভূতাত্মক, রসাত্মক ও সনাতন ! হে মুঞ্জকেশ, হরিকেশ ও শুড়াকেশ !
হে কেতুমন্ ! হে নীল, স্মন্দ্র, সুল, পীত, রক্ত, শ্বেত, শ্বেতাধিবাস, রক্তাস্বরপ্রিয়, প্রীতিকর,
প্রীতিবাস, হংস ও সীরধ্বজ ! হে নীলবাস, সর্বলোকাধিবাস, কুশেশ্বর, অধোক্সজ, গোবিন্দ,
জনার্দন, মধুসূদন ও বামন ! তোমায়ে নমস্কার ।

অনার্দন মধুসূদন বামন নমস্তেহস্ত ওঁ সহস্রশীর্ষা অসি সহস্রদৃগসি সহস্রপাদৌহসি অধো-
মুখোসি মহাপুরুষোসি সহস্রবাহুরসি সহস্রমূর্তিরসি ত্রাং দেবা প্রাহুঃ সহস্রবদনঃ নমস্তে নমস্তে
ওঁ নমস্তে বিশ্বদেবেশ বিশ্বভূত বিশ্বাত্মক বিশ্বরূপ বিশ্বসংভব ভক্তো বিশ্বমিদমভবদ্ভ্রাক্ষণ স্তে
মুখমাসীৎ কত্রিয়া দোঃ সমভূদ্রুয়ুগ্মাধিশেহভঃ শূদাশচরণকমলেভ্যো নাভেস্তুথাস্তুরিক্ষক
ইক্ষাগ্নী বক্রপঙ্কজাং মনসস্ত শশী জাতঃ প্রসাদাত্তব চাপ্যহং ক্রোধাজ্জাতস্ত ত্রাঘনঃ প্রাণাজ্জাতো
মাতরিখা শিরসো দ্যৌরজায়ত শ্রোত্রোদ্ভবা দিশো ভবন্ স্বয়ন্তো ভূরিয়ঞ্চরণাজ্জাতা গোত্রোদ্ভবাভি-
শোভিতা ত্বং নভস্ত্বঞ্চ নক্ষত্রং স্বৈদোদ্ভিজ্জাতস্তথাওজাঃ মূর্ত্যট্টৈচবাহ্যমূর্ত্যশ্চ সর্কে ভক্তঃ সমুদ্ভবাঃ
অতো বিশ্বাত্মনাদ্যোসি ওঁ নমস্তে পুষ্পহাসোসি ওঁ কারোসি বঘট্কারোসি স্বাহাকারোসি মাতরি-
খাপি যজ্ঞচরোসি ত্রিকোশিরসি হোমোসি হ্রয়মানোসি পাতাসি পঠিতাসি হস্তাসি হ্রতমানোসি
নীতিরসি মেধাসি অগ্নিরসি বিশ্বধামাসি অর্ঘোসি পরমধামাসি অকৃতাওোসি অরণিরসি অরণী-
রোসি জ্ঞানময়োসি ধ্যানমসি ধ্যেয়োসি যজ্ঞোসি ইষ্টোসি যষ্টোসি দানমসি পণ্ডরসি পূজ্যোসি
ইজ্যোসি হোতাসি গীতোসি উদাতাসি যজমানোসি গতিমানসি জ্ঞানিনাং জ্ঞানমসি যোগিনাং
যোগৌহসি মোক্ষগামিনাং মোক্ষোসি শ্রীমতাং শ্রীরসি শুছো'স ধাতাসি পরমসি সোমসি সূর্য্যোসি
দক্ষিণাসি দীক্ষিতোসি নরোসি ত্রিনয়নোসি আদিত্যপ্রভোসি শুচিরসি শুক্রোসি নভোসি নভস্যোসি
যজ্ঞোসি সহস্রোসি সহস্যোসি তপোসি তপস্যোসি মধুরসি মাধবোসি কালোসি সংক্রমোসি

তুমি ওঙ্কারস্বরূপ । তুমি সহস্রশীর্ষা, তুমি সহস্রলোচন, তুমি সহস্রপাদ, তুমি অধোমুখ,
তুমি মহাপুরুষ, তুমি সহস্রবাহু ও সহস্রমূর্তি । বেদসকল তোমাকে সহস্রমুখ বলিয়াছেন ।
তোমাকে নমস্কার ; তোমাকে নমস্কার । হে ওঙ্কাররূপিন বিশ্বদেবেশ, বিশ্বভূত, বিশ্বাত্মক,
বিশ্বরূপ ও বিশ্বসংভব ! তোমাকে নমস্কার ; তোমা হইতেই এই বিশ্ব প্রাভূত হইয়াছে ।
ভ্রাক্ষণ তোমার মুখ, কত্রিয় তোমার বাহু, বৈশ্ব সকল তোমার উরুযুগ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ।
শূদ্র সকল তোমার চরণকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তোমার নাভি হইতে অন্তবীক্ষের
উদ্ভব হইয়াছে । ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদনপঙ্কজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন । তোমার মন
হইতে শশী জন্মিয়াছেন । তোমার প্রসাদ হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তোমার ক্রোধ হইতে
জ্যৈষ্ঠক অবতরণ করিয়াছেন । তোমার প্রাণ হইতে মাতরিখা জন্মিয়াছেন । তোমার মস্তক
হইতে স্বর্গের সমুদ্ভব হইয়াছে । দিক্‌সকল তোমার শ্রোত্রোদ্ভব । হে স্বয়ন্তো ! পৃথিবী তোমার চরণ
হইতে জন্মিয়াছেন । তুমি নভঃ, তুমি নক্ষত্র, তুমি স্বৈজ, উদ্ভজ্ঞ ও অওজ ; মূর্ত, অমূর্ত,
সমুদায়ই তোমা হইতে জন্মিয়াছে । এইজন্তই হোবখাঅন্ । তুমি আদ্যস্বরূপ । ওঙ্কারস্বরূপ
তোমারে নমস্কার ; তুমি পুষ্পহাস, তুমি পরম, তুমি মহাহাস, তুমি ওঙ্কার, তুমি বঘট্কার,
তুমি স্বাহাকার, তুমি মাতরিখা, তুমি যজ্ঞচর, তুমি ত্রিকোশি, তুমি হোতা, তুমি হোম, তুমি
হ্রয়মান, তুমি পাতা, তুমি পঠিতা, তুমি হস্তা, তুমি হ্রতশন, তুমি নাতি, তুমি মেধা, তুমি অগ্নি,
তুমি বিশ্বধাম, তুমি অর্ঘ, তুমি পরমধাম, তুমি অকৃতাও তুমি অরণ, তুমি অরণীয়, তুমি জ্ঞান-
ময়, তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়, তুমি যজ্ঞ, তুমি ইষ্ট তুমি যষ্টা, তুমি দান, তুমি পণ্ড, তুমি পূজ্য,
তুমি ইজ্য, তুমি হোতা, তুমি গীত, তুমি উদাতা ; তুমি যজমান, তুমি গতিমান, তুমি জ্ঞানিগণের
জ্ঞান, তুমি যোগিগণের যোগ, তুমি মোক্ষগামিগণের মোক্ষ, তুমি শ্রীমদগণের শ্রী, তুমি শুহু,
তুমি ধাতা, তুমি পর, তুমি সোম, তুমি সূর্য্য, তুমি দক্ষিণা, তুমি দীক্ষিত, তুমি নর, তুমি
ত্রিনয়ন, তুমি আদিত্যপ্রভ, তুমি শুচি, তুমি শুক্র, তুমি নভ, তুমি নভস্য, তুমি যজ্ঞ, তুমি সহ,
তুমি সহস্য, তুমি তপ, তুমি তপস্য, তুমি মধু, তুমি মাধব, তুমি কাল, তুমি সংক্রম, তুমি

পরাক্রমোসি অশ্বগ্ৰীবোসি মহামেধোসি শঙ্করোসি হরীশ্চরোসি সত্তমসি ব্রহ্মচর্য্যোসি স্বরসি
মিত্রাবক্রণোসি প্রাগ্বংশপ্রকাশোসি ভূতাদিরসি মহাভূতোসি উর্দ্ধকর্মান্তকর্তাসি ব্যাণ্ডোসি
সর্বপাপবিমোচনোসি ত্রিবিক্রমোসি নমস্তে ।

পুলস্ত্য উবাচ । ইথং জ্ঞতোসৌ প্রপিতামহেন বিষ্ণুঃ সৈদেবাত্মতকর্ষকারী । প্রোবাচ চেদং
প্রপিতামহস্ত বরং বুধীষামলসত্ত্ববৃত্ত ॥ ৯ ॥ তমববীৎ প্রীতিযুক্তঃ পিতামহো বরং মমেহাদ্য বিভো
প্রযচ্ছ । ক্রপেণ পুণেন বিভোরনেন সংস্রীয়তাং মন্তবনে মুরারে ॥ ১০ ॥ ইথং বৃতে তেন বরে
বরেণ্যে দেবোহপ্যথাচিহ্নিতমবাস্মায়া । তহৌ স্বরূপেণ হি বামনেন সম্পূজ্যমানঃ সদনে
স্বয়ন্তোঃ ॥ ১১ ॥ নৃত্যান্তি তত্রাপ্সরসাং সমূহা গায়ন্তি গীতানি সুরেন্দ্রনার্ধ্যাঃ । বিদ্যাধরাস্তূর্ধ্যম-
বাদয়ন্ত স্তবন্তি দেবাপ্সরসিক্সসজ্জাঃ ॥ ১২ ॥ ততঃ সমারাধ্য বিষ্ণুং মুরারিং পিতামহো ধৌত-
মলঃ স্নগন্ধঃ । স্বর্গং বিরঞ্জেঃ সদনাৎ স্পৃগ্যাদানীয় পূজাং প্রচকার বিরঞ্জেঃ ॥ ১৩ ॥ স্বর্গে
সহস্রং স তু যোজনানাং বিষ্ণুঃ প্রমাণেন হি বামনোহভূৎ । তত্রাস্ত শক্রঃ প্রচকার পূজাং স্বয়-
ন্তুৎসল্যগুণাং মহর্ষে ॥ ১৪ ॥ এতত্ত্ববোক্তং ভগবাংস্ত্রিবিক্রমশ্চকার যদেবহিতং মহাত্মা ।
স্নাতলস্থং দ্বিতিয়ং হি কূর্কন্ নিবেদিতং তেহদ্য ময়া হি বিপ্র ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রোক্তদেবে ব্রহ্মোক্তস্তবে নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

বিক্রম, তুমি পরাক্রম, তুমি অশ্বগ্ৰীব, তুমি মহামেধ, তুমি শঙ্কর, তুমি হরীশ্চর, তুমি সত্তম, তুমি
ব্রহ্মচর্য্য, তুমি স্বর্গ, তুমি মিত্রাবক্রণ, তুমি প্রাগ্বংশপ্রকাশ, তুমি ভূতাদি, তুমি মহাভূত,
তুমি উর্দ্ধকর্মা, তুমি অন্তকর্তা, তুমি ব্যাণ্ড, তুমি সর্বপাপবিমোচন, তুমি ত্রিবিক্রম ; তোমাকে
নমস্কার ।

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহ এইরূপ স্তব করিলে, সর্বদাই জড়তকর্ষকারী বিষ্ণু তাঁহারে
কহিলেন, হে অমলসত্ত্ববৃত্ত ! বর গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

পিতামহ প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে মুরারে ! অদ্য আমারে এই বর প্রদান করুন,
আপনি যেন এই পরমপবিত্র বামনস্বরূপ চিরকাল মদীয় ভবনে বিরাজ করেন ॥ ১০ ॥

তিনি এইরূপ বরেণ্য বর বরণ করিলে, অব্যয় আ বিষ্ণু বামন স্বরূপে তদীয় ভবনে অধিষ্ঠিত
হইলেন । তথায় সকলে তাহার পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ অঙ্গরোগণ নৃত্য আরম্ভ
করিল । সুরেন্দ্ররণীসমূহ গান করিতে লাগিলেন । বিদ্যাধরগণ তূর্ধ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল ।
দেবগণ, অসুরগণ ও নিক্কগণ স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥ পিতামহ মুরারির সমিগ্ধ আরা-
ধনা করিয়া, ধৌতমল ও অতিমাত্র শুক্লিশম্পন্ন হইলেন । অনন্তর ইন্দ্র সেই বামনরূপী ভগবানকে
পিতামহের পরমপবিত্র ভবন হইতে স্বর্গে আনয়ন করিয়া, পূজা করিলেন ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণু সেই
স্বর্গে বামনরূপধারণপূর্বক প্রমাণে সহস্র যোজন আশ্রয় করিয়া রহিলেন । হে মহর্ষে ! ইন্দ্র
পিতামহের তুল্যগুণে তদীয় পূজাবিধি সমাহিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাত্মা ভগবান্ ত্রিবিক্রম
বলিকে স্নাতলস্থ করিয়া, দেবগণের ষাট্টি হিত সংবিধান করেন, তাহা তোমার নিকট কীর্তন
করিলাম ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ব্রহ্মোক্তস্তবনামক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গতা রসাতলং দৈত্যো মহামণিবিচিত্রিতঃ । শুদ্ধফটিকসোপানং কারয়া-
মান বৈ পুরং ॥ ১ ॥ তত্র মধ্যে সুবিস্তীর্ণে প্রাসাদো বহুবেদিকঃ । মুক্তাজালাস্তরদ্বারো
নির্মিতো বিশ্বকর্ষণা ॥ ২ ॥ তত্রাস্তে বিবিধান্ ভোগান্ ভুঞ্জন্ দিব্যান্ সমাহুযান্ । নম্রা
বিক্র্যাবলীভ্যেবং ভাৰ্যাস্ত দয়িতাভবৎ ॥ ৩ ॥ যুবতীনাং সহস্রস্যা প্রধানা শীলমণ্ডনা । তয়া সহ
মহাতেজা রমে বৈরোচনিমূনে ॥ ৪ ॥ ভোগাসক্তস্য দৈত্যস্ত বনতঃ স্রুতলে তদা । দৈত্য-
ভোজো হরং প্রাপ্তং পাতালং বৈ সুদর্শনং ॥ ৫ ॥ চক্রে এবিষ্টে পাতালে দানবানাং ভয়ং মহৎ ।
অতৃষ্ণলহলাশকঃ ক্ষুভিতাৰ্ণবসরিভঃ ॥ ৬ ॥ তং শ্রুত্বা স্রমহচ্ছকং বলিঃ খড়্গং সমাদদে । আঃ
কিমেতদিতীথক পপ্রচ্ছাস্তরপূজবঃ ॥ ৭ ॥ ততো বিক্র্যাবলিঃ প্রাহ সাস্তরভী নিজং পতিং ।
কোশে খড়্গং সমাধায় ধর্মপত্নী শুচিত্রতা ॥ ৮ ॥ উবাচ মধুরং বাক্যং দৈত্যরাজং স্রুনিশ্চিতং ।
এতন্তাগবতং চক্রং দৈত্যচক্রকরকরং ॥ ৯ ॥ সম্পূজনীয়ং দৈত্যোক্ত বামনস্ত মহান্ননঃ । ইত্যেব-
মুক্তা চার্কদী প্রযতানা বিনির্ঘর্যো ॥ ১০ ॥ অধাভ্যাগাৎ সহস্রারং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্ ।
ততোহস্রপতিঃ প্রাহ কৃতাজলিপুটো মূনে । সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রমিদং স্তোত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১১ ॥

বলিক্রবাচ । নমস্তামি হরেশ্চক্রং দৈত্যচক্রবিদারণং । সহস্রাংস্তং সহস্রাভং সহস্রাং
সুদর্শনং ॥ ১২ ॥ 'নমস্তামি হরেশ্চক্রং যন্ত নাভ্যাং পিতামহঃ । তুঙ্গে ত্রিশূলধ্বক শর্ক অরামূলে
মহাদ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥ অরাস্ত্র সংস্থিতা দেবাঃ সেন্দ্রাকীশ্চ সপাবকাঃ । জবে যন্ত স্থিতো বায়ুরা-
পোগ্নিঃ পৃথিবী নভঃ ॥ ১৪ ॥ অরাসন্ধিবু জীমূতাঃ সৌদ ম্যকানি তারকাঃ । বাহতো মুনয়ো
যন্ত বালখিল্যাদয়স্তথা ॥ ১৫ ॥ তদাযুধবরং দেবং বাসুদেবস্য ভক্তিতঃ । ত্রিধা পাপং শরীরোথং

পুলস্ত্য কহিলেন, বলি রসাতলে গমন করিয়া, মহামণিবিচিত্রিত, শুদ্ধফটিকসোপান-
ভূমিত পুর প্র তিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১ ॥ বিশ্বকর্মা তাহার সুবিস্তীর্ণ মধ্যদেশে বহুবেদিবিরাজিত,
মুক্তাজালাস্তর দ্বারবিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ২ ॥ তথায় বলি বিবিধ
দিব্য ও মাহুয্য ভোগ সম্ভোগ পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বিক্র্যাবলী নামে তাহার
দয়িতা ভাৰ্য্যা ছিলেন ॥ ৩ ॥ সেই শীলভূষণা ললনা যুবতীসহস্রের প্রধানা হইলেন । মূনে !
মহাতেজা বলি তাহার সহিত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তৎকালে ভোগাসক্ত
হইয়া, বাস করিতে লাগিলে, দৈত্যভোজোহর সুদর্শন পাতালে সমাগত হইল ॥ ৫ ॥ চক্র
পাতালে প্রবেশ করিলে, দৈত্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া, উদ্বেলসাগরসদৃশ হলহলাশক করিয়া
উঠিল ॥ ৬ ॥ বলি সেই বিপুল শক্ৰ শ্রুতিগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ খড়্গগ্রহণ করিলেন এবং
আঃ, কি কারণে এক্ষণ ঘটিল, বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ তখন ধর্মপত্নী
শুচিত্রতা বিক্র্যাবলী কোশমধ্যে খড়্গসমাধানপূর্বক স্বীয় স্বামীকে সাস্তনা করিয়া ॥ ৮ ॥
স্রুনিশ্চিত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, এই চক্র ভগবানের ; দৈত্য চক্র ক্ষয় করিয়া
থাকে ॥ ৯ ॥ মহাত্মা বামনের এই চক্রের সম্যক রূপ পূজা করা কর্তব্য । চার্কদী বিক্র্যাবলী
এইপ্রকার কহিয়াই, প্রস্থান ও বিনির্গমন পূর্বক ॥ ১০ ॥ বিষ্ণুর সহস্রার সুদর্শন চক্রের সমীপে
সমাগত হইলেন । তখন অস্রপতি বলি কৃতাজলিপুটে যথাবিধি চক্রের পূজা করিয়া, বাক্যমাণ
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ দৈত্যচক্রবিদারণ হরিচক্র সুদর্শনকে নমস্কার করি ।
ঐ চক্র সহস্রাংস্ত, সহস্রাভ ও সহস্রারবিশিষ্ট ॥ ১২ ॥ যাহার নাভিতে পিতামহ, তুঙ্গে
মহাদেব, অরামূলে মহাদ্রি সকল ॥ ১৩ ॥ অরসমূহে ইন্দ্র, অর্ক ও অগ্নিপ্রমুখ দেবসমূহ, জবে
বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী ও নভস্তল ॥ ১৪ ॥ অরাসন্ধিসকলে জীমূতসমূহ, সৌদমিনী
সমস্ত, ঋক ও তারকাস্তবক, বাহদেশে বালখিল্যাদি মুনিমণ্ডলী ॥ ১৫ ॥ প্রতিষ্ঠিত আছেন,

বাগ্জং মানসমেব চ ॥ ১৬ ॥ তন্মে দহস্ব দীপ্তাংশো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনং । বৎ কলৌ বহলং
পাপং পিতৃকং মাতৃকং তথা ॥ ১৭ ॥ তন্মে হরস্ব তরসা নমন্তেভ্যচ্যুতায়ুতা । আপদো মম নশ্যন্তু
ব্যাধয়ো যংতু সংকরং । ব্রাহ্মকীর্তনচক্রং হুরিতং বাতু সংকরং ॥ ১৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত্বা মতিমান্
সমভ্যর্চ্য তে ভক্তিভঃ । সংস্রবন্ পুণ্ডরীকাকং সর্বপাপবিনাশনং ॥ ১৯ ॥ পূজিতং বলিনা চক্রং
কৃত্বা নিস্তেজসোমুরান্ । নিশ্চক্রামাথ পাতালাধিবুবে দক্ষিণে মূনে ॥ ২০ ॥ সুদর্শনে বিনি-
শ্চক্রে বলির্বিব্রবতাজতঃ । পরমাপদং প্রাপ্য সম্মার স্বং পিতামহং ॥ ২১ ॥ স চাপি সংস্রতঃ
প্রাপ্তঃ স্নতলং দানবেশ্বরঃ । দৃষ্ট্বা তসৌ মহাতেজাঃ সার্বপাত্রোবলিন্দদা ॥ ২২ ॥ স তমভ্যর্চ্য
বিধিনা পিতুঃ পিতরমীশ্বরং । কৃতাজলিপুটো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ সংস্রতোপি
সমাযাতঃ সুবিধেধৈন চেতসা । তন্মে হিতক পথাক শ্রেয়াংসি স্বং তদাশু মে ॥ ২৪ ॥ কিং কার্য্যং
তাত সংসারে বসতা পুরুষেণ হি । কৃতেন যেন বৈ নাস্য বন্ধঃ সমুপজায়তে ॥ ২৫ ॥ সংসারার্ণব-
মগ্নানাং নরাণামন্নচেতসাং । তারণায় ভবেদমন্ত তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । এতদ্বচনমাকর্ণ্য তৎ পৌত্রাদানবেশ্বরঃ । বিচিন্ত্য প্রাহ বচনং সংসারে
যদ্বিতং পরং ॥ ২৭ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । সাধু দানবশার্দ্দূল যন্তে জাতা মতিস্থিরং । অবক্ষ্যামি হিতস্তেদ্য তথাস্তেবাং
নৃণামপি ॥ ২৮ ॥ ভবজলধিগতানাং ধ্বংসাতাহতানাং স্নতহুহিতকলত্রদ্রাবণভারাদ্বিতানাং ।
বিষয়বিষমতোয়ে মজ্জতামগ্নবান্ ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং ॥ ২৯ ॥ যে সংশ্রিতা

বাসুদেবের সেই আয়ুধবর সুদর্শন চক্রকে ভক্তিভরে নমস্কার করি । আমার শারীরিক, মানস ও
কায়জ ভেদে যে ত্রিবিধ পাপ সমুদ্ভূত হইয় ছে ॥ ১৬ ॥ হে দীপ্তাংশো বিষ্ণুচক্র সুদর্শন !
তাহা দক্ষ কর । আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে যে বহল পাতক সঞ্চিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥
হে বিষ্ণুচক্র ! তাহাও সবেগে হরণ কর ; তোমাকে নমস্কার করি । হে চক্র ! তোমার
নাম সংকীর্তন করিবামাত্র আমার আপৎ সকল বিনষ্ট হউক, ব্যাধি সকল বিগত হউক,
এবং হুরিত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হউক ॥ ১৮ ॥

মতিমান্ বলি এইপ্রকার কহিয়া, ভক্তিভরে অভ্যর্চনা করিয়া, সর্বপাপবিনাশন পুণ্ডরী-
কাক্ষের স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ সুদর্শন চক্র বলি কর্তৃক পূজিত হইয়া, দৈত্যাদিগকে
তেজোহীন করিয়া, পাতাল হইতে দক্ষিণে বিনির্গত হইল ॥ ২০ ॥ সুদর্শন বিনিষ্কাশিত হইলে,
বলি বিব্রবভাব, পর ও নিরতিশয় আপদগ্রস্ত হইয়া, স্বকীয় পিতামহকে স্মরণ করিলেন ॥ ২১ ॥
স্মরণ করিবামাত্র, দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ স্নতলে সমাগত হইলেন । মহাতেজাঃ বলি দর্শনমাত্র
অর্ঘপাত্রহস্তে উত্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ এবং ভগবন্তুক্ত প্রহ্লাদকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া,
কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ আমি অতীব বিষয়চিন্তে স্মরণ করিবামাত্র আপনি
সমাগত হইয়াছেন । অতএব, বাহাতে আমার হিত, উপকার ও শ্রেয়োলাভ হয়, আশু তাহা
বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৪ ॥ তাত ! সংসারে সাধু পুরুষের কীদৃশ কার্য্য করা কর্তব্য,
যাহা করিলে তাহাকে আর বন্ধ হইতে হয় না ॥ ২৫ ॥ যাহা করিলে, সংসারসাগরে মগ্ন
অন্নবুদ্ধি মানবগণের উদ্ধারলাভ হয়, তাহা ব্যাখ্যা করুন ॥ ২৬ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লাদ পৌত্রের প্রমুখাৎ উক্তরূপ বচন আকর্ণন করিয়াঃ
বিশিষ্টবিধানে সংসারে যাহা হিতকর, তাহা চিন্তা করত, বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে
দানবশার্দ্দূল ! তোমার যে এইরূপ মতি হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আমি তোমাতে সাধুবাদ প্রদান
করিতেছি । এক্ষণে তোমার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের হিত উপদেশ করিতেছি ॥ ২৮ ॥ ভবরূপ
সাগরে নিপতিত, ধ্বংসরূপ বাতে অভিহত, স্নত হুহিতা ও কলত্রগণের আগরূপ ভারে অর্দিত,

হরিশ্রমস্তমনিশ্চিন্দ্যাদ্যং নারায়ণং সুরগুরুং শুভদধরেণ্যং । শুদ্ধং ধগেজ্জগমনং কমলালয়েশং
 তে বর্ষরাজশরণং ন বিশক্তি ধীরাঃ ॥ ৩০ ॥ অপরূপমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তন্ত
 কর্ণমূলে । পরিহর মধুসূদনপ্রসন্নান্ প্রভুস্বহমন্তনুগাং ন বৈষ্ণবানাং ॥ ৩১ ॥ তথাশ্রুত্বং নর-
 সত্তমেন ইক্ষাকুণা ভক্তিসুতেন নুনং । যে বিষ্ণুভক্তাঃ পুরুষাঃ পৃথিব্যাং যমস্য তে নির্বিঘ্না
 ভবন্তি ॥ ৩২ ॥ সা জিহ্বা বা হরিং স্তোতি তচ্ছিত্তং যতদর্পিতং । তাবেব কেবলো ন্নাঘো যৌ
 তৎপূজাকরৌ কৃতৌ ॥ ৩৩ ॥ নুনং ন তৌ করৌ প্রোক্তৌ বৃক্ষশাখাপ্লবৌ । ন যৌ পূজয়িতুং
 শক্তৌ হরিপাদাশ্রয়সং ॥ ৩৪ ॥ নুনং তৎ কণ্ঠশালকমথবা প্রতিজিহ্বিকা । রোগশাশ্তো ন
 সা জিহ্বা বা ন বক্তি হরেণ্যন ॥ ৩৫ ॥ শোচনীয়ঃ স বন্ধুনাং জীবনপি মৃতো নরঃ । যঃ পাদ-
 পঙ্কজং বিষ্ণোন পূজয়তি ভক্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥ যে নরা বাসুদেবস্য সততং পূজনে রতাঃ । মৃত্যু
 অপি ন শোচ্যন্তে সত্যং সত্যং মরোদিতং ॥ ৩৭ ॥ শারীরং মানসং বাগ্জং মূর্ত্তামূর্ত্তং চরাচরং ।
 দৃশ্যং স্পৃশ্যমদৃশ্যং বা তৎ সর্করং কেশবাস্তকং ॥ ৩৮ ॥ যেনাচ্ছিত্তো হি ভগবান্ চতুর্কাপি ত্রিবিক্রমঃ ।
 তেনাচ্ছিত্তা ন সন্দেহো লোকাঃ সাময়দানবাঃ ॥ ৩৯ ॥ যথা রত্নানি জলধেরসংখ্যেয়ানি পুত্রক ।
 তথা গুণাশ্চ দেবস্য হসংখ্যেয়া হি চক্রিণঃ ॥ ৪০ ॥ যে শাস্ত্রচক্রাজ্জকরঞ্চ শার্ঙ্গিণং ধগেজ্জকেতুং
 বরদং শ্রিয়ঃ পতিং । সমাশ্রিতান্তে ন ভবন্তি দুঃখিতাঃ সংসারগর্ভে ন পতন্তি তে পুনঃ ॥ ৪১ ॥
 যেবাং মনসি গোবিন্দো নিবাসী সততং ভবেৎ । ন তে পরিভবং যান্তি ন মৃত্যোরুদ্ভিষন্তি চ ॥ ৪২ ॥

বিষয়রূপ বিষম তোম্বে মজ্জিত ও সর্করখা প্রববর্জিত ব্যক্তিগণের বিষ্ণুরূপ পোতই একমাত্র
 আশ্রয় বা রক্ষাস্থান ॥ ২৯ ॥ যিনি অনিন্দ্য, আদ্য ও অনন্তস্বরূপ ; যিনি সুরগণের গুরু,
 শুভসংঘটক ও সকলেরই বরণীয় ; যিনি শুদ্ধস্বরূপ, ধগেজ্জবাহন ও কমলালয়েশ, সেই নারায়ণ
 হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যমসদনে গমন করিতে হয় না ॥ ৩০ ॥ যম আপনার দূতকে পাশ
 হস্তে অবলোকন করিয়া, তদীয় কর্ণমূলে বলিয়া থাকেন, মধুসূদন যাহাদের প্রতি প্রসন্ন,
 তাহাদিগকে পরিহার করিও । আমি অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রভু ; কিন্তু বৈষ্ণবগণের উপর
 আমার প্রভুত্ব নাই ॥ ৩১ ॥ নরসত্তম ইক্ষাকুও ভক্তিসুত হইয়া, বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বিষ্ণু-
 ভক্ত পুরুষগণ যমের অধিকারবহির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ সেই জিহ্বা, বাহা হরির স্তব
 করে ; সেই চিত্ত, বাহা তদর্পিত হইয়া থাকে ; সেই করণগুলিই কেবল ন্নাঘা, বাহা তদীয় পূজা
 করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ শ্রীহরির চরণারবিন্দের পূজা করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা
 করণগুলি নহে, বৃক্ষশাখার অপ্রপ্লবমাত্র ॥ ৩৪ ॥ যে জিহ্বা হরির গুণ বর্ণন করে না, তাহা
 জিহ্বাই নহে ; তাহা কণ্ঠশালক বা প্রতিজিহ্বিকামাত্র এবং অন্যবিধ রোগস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥
 সেই ব্যক্তিই শোচনীয়, সেই ব্যক্তিই জীবিতদণ্ডেও মৃত ; যে ব্যক্তি ভক্তিসুত হইয়া, বিষ্ণুর
 পাদপদ্মপূজায় প্রবৃত্ত হয় না ॥ ৩৬ ॥ যে সকল মনুষ্য সতত বাসুদেবের পূজায় সংসক্ত, আমি
 সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহারা মরিলেও শোচনীয় হয় না ॥ ৩৭ ॥ কি শারীর, কি মানস, কি
 বাক্যজাত, কি মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত, কি স্থাবর বা জঙ্গম, কি দৃশ্য বা অদৃশ্য, কি স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য,
 সমুদায়ই কেশবাস্তক ॥ ৩৮ ॥

যাহারা চতুর্কা ভগবান্ ত্রিবিক্রমের আরাধনা করে, তাহারা দেব ও দানবসহিত সমুদায়
 লোকের পূজা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ পুত্রক ! জলনিধির রত্নসকলের যেরূপ
 সংখ্যা হয় না, চক্রীয় গুণসকলও তদ্রূপ অসংখ্য ॥ ৪০ ॥ যাহারা শাস্ত্র ও চক্রপদ্মকর, গরুড়-
 বাহন, শার্ঙ্গধর, সকলের বরদাতা ত্রিপতিরে আশ্রয় করে, তাহারা কখন দুঃখিত ও পুনরায়
 সংসারগর্ভে পতিত হয় না ॥ ৪১ ॥ গোবিন্দ যাহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাহারা কখন
 পরাভূত ও মৃত্যু কর্তৃক উদ্বেজিত হয় না ॥ ৪২ ॥ ভগবান্ শার্ঙ্গধর বিষ্ণু সকলেরই একমাত্র

যিনি সংসারের সর্বত্র বাস করেন, যিনি সূক্ষ্মস্বরূপ ও অব্যাক্তবিগ্রহ, এবং সংসার ছেদন করিয়া থাকেন, যে সকল মহাত্মা সেই বাসুদেবকে দর্শন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থ-স্বরূপ ॥ ৪৭ ॥ বাসুদেবকে যথান্যায় প্রণাম করিলে, সংসারে পুনরায় জন্মিতে হয় না। সকল কার্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান ও নিত্য বিহার লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ এবং তিনি সকল দেহেই সতত বিরাজ করেন; কিন্তু কখন কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হন না। বিষ্ণু যাহাদের নিত্যপ্রিয়, তাহারা সতত বিষ্ণুপ্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ শুদ্ধ ও তৎপরায়ণ পুরুষগণের পুনর্জন্ম নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে অবনত হইয়া, দামোদরের ধ্যান ও অর্চনা করে ॥ ৫০ ॥ সে কখন সংসারপঙ্কে মগ্ন হয় না। যাহারা যথাসময়ে উত্থান করিয়া, ভাস্করসহকারে মধুসূদনের স্মরণ ॥ ৫১ ॥ ও শ্রবণ করে এবং শ্রবণ করায়, তাহারা অতীব দুর্গ ও তরণ করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ হে বলি! শ্রোত্ররূপ-ভীষ্মনগহায়ে হরিনামরূপ অমৃত পান করিয়া ॥ ৫৩ ॥ যাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দ অমৃতকর, তাহারাও অতীব দুর্গ তরণ করিয়া থাকে। যাহারা চক্রগদাপাণি নারায়ণে অকৃতবিম্বী ভক্তি প্রদর্শন করে ॥ ৫৪ ॥ যেখানে সেই যোগেশ্বর হরির অধিষ্ঠান, তাহাদের তথায় গতি হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মপ্রসক্ত পুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥ জন্মমহত তপোব্র-হ্মণ করিলেও, তদ্বীণগিলাভ হয় না। তাহার জপে প্রয়োজন কি? মন্ত্রেই বা ফল কি? তপস্তাতেই বা কার্য্য কি? আশ্রমেই বা আশ্রয়কতা কি? ॥ ৫৬ ॥ যাহার মধুসূদনে সতত পরমা ভক্তি নাই। যে ব্যক্তি মধুসূদনের দ্বेष করে, তাহার যজ্ঞ বৃথা, দান বৃথা, ধর্ম্ম বৃথা, আশ্রম বৃথা, তপস্তাও বৃথা। আবার, যে ব্যক্তি জনার্দনে ভক্তিমান, তাহারও বহুবিধ মন্ত্রে কি হইতে পারে? ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

স্বপ্নায়েতি মন্ত্রঃ সৰ্ব্বার্থসাধকঃ । বক্ষুৰ্যেবাং জয়ন্তেবাং কুন্তন্তেবাং পরাজয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ যেযামিন্দী-
বরষ্ঠামো হৃদয়হো জনার্দনঃ । তেযামপি জয়ন্তেবাং কুতো বৈ স পরাজয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ সৰ্ব্বমঙ্গল-
মাদল্যং বরেণ্যং বরদং প্রভুঃ । নারায়ণং নমস্কৃত্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৬০ ॥ বিষ্টয়ো ব্যতি-
পাতাশ্চ বেহন্তে হুর্নীতিসম্ভবাঃ । তে নামস্মরণাদ্বিষ্ণোঃ শাশং যান্তি মহান্মুর ॥ ৬১ ॥ তীর্থকোটি-
সহস্রাণি তীর্থকোটিগতানি চ । নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নাইন্তি ষোড়শীং ॥ ৬২ ॥ পৃথিব্যাং
যানি তীর্থানি পুণ্যাস্ত যতনানি চ । তানি সৰ্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোনামানুকীৰ্ত্তনাৎ ॥ ৬৩ ॥
প্রাপ্নুবন্তি ন ভার্গোকান ত্রিভিনো বা তপস্বিনঃ । প্রাপ্যন্তে যে তু কৃষ্ণস্ত নমস্কারপটৈ-
নরৈঃ ॥ ৬৪ ॥ যোপ্যনাদেবতাভক্তো মিথ্যাচরতি কেশবঃ । নোপি গচ্ছতি সাধুনাং স্থানং
পুণ্যকৃতাং মহৎ । স্মৃত্যন স্ববাক্যেণ পূজয়িত্বা তু যৎ ফলং ॥ ৬৫ ॥ স্মৃচীরে তপসি নৃণাং তৎ-
ফলং ন কদাচন । ত্রিসন্ধ্যং পদ্মনাভস্ত যে স্মরন্তি স্মমেধসঃ ॥ ৬৬ ॥ লভন্তে তুপবাসস্য ফলং
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ সততং শাস্ত্রদৃষ্টেন কৰ্ম্মণা হরিমচর । তৎপ্রসাদাৎ পরাং সিদ্ধিং
বলে প্রাপ্যসি শাস্ত্রভীং ॥ ৬৮ ॥ তন্ননা ভব তন্তুস্তদ্যাজী তং নমস্কুরু । তমেবাশ্রিত্য দেবেশং
সুখং প্রাপ্যসি পুত্রক ॥ ৬৯ ॥ অদ্যং হনন্তমজয়ং হরিমব্যয়ঞ্চ সৰ্ব্বত্রগং ত্রন্ধ পরং পুরাণং ।
তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমক্ষয়ঞ্চ যে মানবা বিগতরাগপরা ভবন্তি ॥ ৭০ ॥ নারায়ণং স্মরবরং
সততং স্মরন্তি তে ধৌতপাণ্ডরপটী ইব রাজহংসাঃ । সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারং ধ্যায়ন্তি
যে সততমচ্যুতমীশিতারং ॥ ৭১ ॥ নিষ্কলুষং সপদি পদ্মদলায়তাকং ধ্যানেন হতাক্ষিষচেতনাস্তে ।

নারায়ণকে নমস্কার, এই মন্ত্রই সৰ্ব্বার্থসাধক । বিষ্ণু যাহাদের, তাহাদেরই জয় ; তাহাদের
পরাজয় কোথায় ? ॥ ৫৮ ॥ ইন্দীবরষ্ঠাম জনার্দন যাহাদের হৃদয়স্থ, তাহাদেরও সৰ্ব্বদা জয়
হইয়া থাকে ; কুতাপি পরাভব হয় না ॥ ৫৯ ॥ যিনি সৰ্ব্বমঙ্গলমাদল্য, বরেণ্য, বরদ ও প্রভু,
সেই নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, সমুদায় কার্য্য করিবে ॥ ৬০ ॥ বিষ্টি ও ব্যতিপাত সমস্ত এবং
হুর্নীতিসম্ভব অন্ত্যান্য আপৎসকল বিষ্ণুর নাম স্মরণ করবামাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥
তীর্থকোটিসহস্র বা তীর্থকোটিগত, নারায়ণপ্রণামের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে ॥ ৬২ ॥
পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র তীর্থ ও আয়তন আছে, বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনপ্রভাবে সে সকল প্রাপ্ত
হওয়া যায় ॥ ৬৩ ॥ ত্রীকৃষ্ণের নমস্কারপরায়ণ পুরুষগণ যে যে লোক লাভ করেন, ত্রী বা
তপস্বিগণও তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৬৪ ॥ যে ব্যক্তি অন্যদেবতাভক্ত, সে মিছামিছিও কেশবের
অর্চনা করিলে, সাধু ও পুণ্যশীলগণের স্থানে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ স্মৃতরাং, সত্যসত্যই
কেশবের পূজা করিলে, যে ফল পাওয়া যায়, লোকে বিশিষ্টবিধানে তপস্যা করিলেও, তাহা
প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬৬ ॥ যে স্মমেধা পুরুষগণ ত্রিসন্ধ্য বিষ্ণুর স্মরণ করে, তাহাদের উপকাগফল-
প্রাপ্তি হয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥

অতএব, তুমি সতত শাস্ত্রদৃষ্ট কৰ্ম্মানুসারে বিষ্ণুর অর্চনা কর । তদীর প্রসাদে পরম
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৮ ॥ তুমি তন্ননা, তন্তুস্ত ও তদ্যাজী হও এবং তাঁহাকেই নমস্কার কর ।
পুত্রক । তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর । অতএব, তাহাকে আশ্রয় করিলেই, সুখসংগ্রহ করিবে ॥ ৬৯ ॥
সেই বাসুদেব আদ্য, অনন্ত, অজয়, অব্যয়, সৰ্ব্বত্রগ, পরত্রন্ধ ও পুরাণস্বরূপ । বিগতরাগ
পুরুষগণ ধ্রুব ও শাস্ত্রস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভ করেন ॥ ৭০ ॥ যাহারা স্মরবর নারায়ণকে সতত
স্মরণ করে, তাহারা ধৌতপাণ্ডরপটবিশিষ্ট রাজহংসের ন্যায়, হইয়া থাকে । যাহারা সকলের
ঈশিতা অচ্যুতকে নিত্য স্মরণ করে, তাহারা সংসারসাগরজলের পার তরণ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥
যাহারা সেই অপাপবিদ্ধ, পদ্মদলায়তলোচন বাসুদেবকে ধ্যান করে, তাহারাও অপাপবিদ্ধ

মাতুঃ পয়োধরসং ন পুনঃ পিবন্তি যে কীর্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং ॥ ৭২ ॥ শঙ্খাঙ্কচক্রধর-
চাপগদাসিহস্তং পদ্মালয়াবদনপঙ্কজঘটপদাখ্যং । নুনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে শৃণুস্তি
যে ভক্তিপর্যায়মুখ্যঃ ॥ ৭৩ ॥ সংকীর্ত্যমানং ভগবন্তমাদ্যমাজ্ঞাপাপং যদকারি যৈস্ত ॥ তে মুক্ত-
পাপাঃ স্মৃথিনো ভবন্তি যথামৃতপ্রাশনতর্পিতাশ্চ ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদ্ভ্যাসং শ্রবণং কীর্তনং বা নাম-
শ্রবণং পঠিতং সজ্জনানাং । কার্যং বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধধানৈর্ভুক্তৈষাঃ পূজাতুলাং তৎ প্রশংসন্তি
দেবাঃ ॥ ৭৫ ॥ বাহোন চান্তঃকরণেন যোগিষ্থাচ্চৈব কেশবমীশিতারং । পুষ্পৈশ্চ পত্রৈ-
শ্চ তুসন্তবৈশ্চ নুনং স পূজ্যো বিধিবন্নরেন ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবৎপ্রশংসা নাম চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বলিরুবাচ । ভবতা কথিতং সর্বং সমাখ্যায় জনার্দনং । যা গতিঃ প্রাপ্যতে লোকে স
চারাধ্যঃ কথঞ্চন ॥ ১ ॥ কেনাচ্চনেন দেবশ্চ প্রীতিঃ সমুপজায়তে । কানি দানানি শস্তানি
প্রীণনায় জগদুরোঃ ॥ ২ ॥ উপবাসাদিকং কার্যং কস্তান্তিথাং মহোদয়ং । কানি পুণ্যানি
শস্তানি বিষ্ণুপুষ্টিকরাণি বৈ ॥ ৩ ॥ যচ্চান্যদপি কর্তব্যং হৃষ্টরূপৈরনালসৈঃ । তদপ্যশেষং
দৈত্যৈশ্চ মমাখ্যাতুমিহাহঁসি ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ । শ্রদ্ধধানৈর্ভক্তিপটৈঃ সমুদ্दिষ্ট জনার্দনং । দীঃস্তেযানি দানানি তানি যান্তি
ম বৈ ক্ষয়ং ॥ ৫ ॥ তা এব তিথয়ঃ শস্তা যাস্ত্যচ্চ জগৎপতিং । তচ্চিস্তন্তুরো ভূত্বা উপবাসী

হইয়া থাকে । যাহারা বরদ বরপদ্মনাভ বিষ্ণুর নাম কীর্তন করে, তাহাদিগকে আর জননীর
পয়োধরস পান করিতে হয় না ॥ ৭২ ॥ যাহারা ভক্তিপর হইয়া, সেই শঙ্খাঙ্ক-চক্রধর, শঙ্খ-
ধনুর্ধর, গদাসিপাণি বাসুদেবের নাম শ্রবণ করে, তাহারা তদীয় সদন প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৩ ॥ আজন্ম
যে পাপ করা যায়, ভগবান্ মাধবের নাম কীর্তন করিলে, তৎসমস্ত পাতক হইতে মুক্ত এবং
অমৃতানীর ভায় পরমতৃপ্ত ও সুখী হইতে পারা যায় ॥ ৭৪ ॥ এইজন্য, শ্রদ্ধাশীল হইয়া, ভগবানের
ধ্যান, শ্রবণ, কীর্তন এবং তদীয় নামপাঠে প্রবৃত্ত সজ্জনগণের নিকট তাঁহার নাম শ্রবণ করা
কর্তব্য । দেবগণ তদীয় পূজার সমানে তৎসমস্তের প্রশংসা করিয়া থাকেন । অন্তরে বাহিরে
সেই সর্বোত্তম কেশবের অর্চনা করিবে । ঋতুসংভব পুষ্প ও পত্র প্রদান করিয়া, যথাবিধানে
তদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবৎপ্রশংসা নাম চতুর্নবতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

বলি কহিলেন, ভগবান্ কেশবের অভ্যর্থনা করিলে, লোকে যে গতিলাভ করে, আপনি
তৎসমস্তই কীর্তন করিলেন । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে ?
কিভাবে অর্চনা করিলে, তিনি প্রীতিমান হন ? সেই জগদগুরুর প্রীতিসমাধানার্থ কিরূপ দানই
বা বিহিত ? ॥ ১ ॥ ২ ॥ কোন্ তিথিতে উপবাসাদি করিলেই বা মহোদয়লাভ হয় ? কিরূপ
কার্য সকলই বা প্রশস্ত ও পুণ্যময়, যাহাদের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণু তুষ্ট হন ॥ ৩ ॥ হে
দৈত্যৈশ্চ ! ঐতিদ্ব্যতীত, আলস্যহীন ও হৃষ্টরূপ হইয়া, যে যে কার্যের সংবিধান করা কর্তব্য,
তাহাও আমার নিকট অশেষ বিধানে বর্ণন করুন ॥ ৪ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিয়ুক্ত হইয়া, বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সমস্ত দান করা যায়,
তাহার সমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সেই সকল তিথিই প্রশস্ত, যাহাতে জগৎপতি

নরো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ পূজিতেষু বিজেষু পূজিতস্ত জনার্দনঃ । যস্তান্ দেষ্টী স মুঢ়াত্মা স যাতি
 নরকং ধ্রুবং ॥ ৭ ॥ তানর্চয়েন্নরো ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বিষ্ণুতৎপরঃ । এবমাহ হরিঃ পূৰ্ণং ব্রাহ্মণা
 মামকৌ তনুঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণো নাবমস্তবো বৃধো বাপাবুধোহপিবা । সোহপি দিব্যা তদুর্জিকো-
 স্তম্ভাত্তং হ্যচরৈন্নরঃ ॥ ৯ ॥ তান্তেব চ প্রশস্তানি কুশ্মানি মহাস্থর । যানি শ্যার্কণযুক্তানি
 রসগন্ধযুক্তানি চ ॥ ১০ ॥ বিশেষতঃ প্রবক্ষ্যামি পুণ্যানি তিথিভিঃ সহ । দানানীহ প্রশস্তানি
 মাধবপ্রীণনায় তু ॥ ১১ ॥ জাতীশতাহ্সা শুমনাঃ কুন্দঃ বহুপটং তথা । বাগঞ্চ চম্পকশোকং
 করবীরঞ্চ যুধিকা ॥ ১২ ॥ পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী । তিলকং জপাকুশুমং
 পীতকন্তগরুড়পি ॥ ১৩ ॥ এতানি হি প্রশস্তানি কুশ্মান্ত্যুতার্চনে । স্থরভীনি তথাশ্রানি
 বর্জয়িত্বা তু কেতকীং ॥ ১৪ ॥ বিদ্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গমৃগাকরোঃ । তমালামালকীপত্রং
 শস্তঞ্চ হরিপূজনে ॥ ১৫ ॥ এবামপি হি পুষ্পানি প্রশস্তান্তর্চনে বিভোঃ । পল্লবান্তপি তেবাং
 শ্যঃ পত্রাণ্যচর্চয়িত্বো হরেঃ ॥ ১৬ ॥ বীকধাঞ্চ প্রবালেন বর্হিষাঞ্চাচরৈন্নরঃ । নানারূপৈশ্চানু-
 ভাবৈঃ কমলেন্দীবরাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥ প্রবালৈঃ শুচিভিঃ স্তম্ভজলপ্রক্ষালিতৈর্কলে । বনস্পতী-
 নামর্চৈত তথা দূর্কাগ্রপল্লবৈঃ ॥ ১৮ ॥ তথৈব জতিপুষ্পোপৌ পত্রকুটালপল্লবৈঃ । চন্দনে-
 নানুলিংপেতকুহুমেন চ যত্নতঃ ॥ ১৯ ॥ উশীরপদ্মকাত্যাং স তথা কালীয়কাদিনা । মহিষাখ্যং
 কণং দাক্ষসিঙ্কলং নাগরং তথা ॥ ২০ ॥ শম্বজাতীকলং ত্রীশধূপনে শ্যঃ শ্রিয়ানি বৈ । হবিষা
 লংকৃত্বা যে তু ব্বেগোধূমশালরঃ ॥ ২১ ॥ তিলমুগাদরো মাষা ত্রীহয়শ্চ শ্রিয়া হরেঃ । গোদানানি

জনার্দনের অভ্যর্চনাপূর্বক তচ্চিত্র ও ওস্তর হইয়া, লোকে উপবাস করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥
 বিজেষুগণের পূজা করিলে, জনার্দন পূজিত হন । যে তাঁহাদের ঘেষ করে, সেই মুঢ়াত্মা এবং
 সেই নিষ্ঠুর নরকে যায় ॥ ৭ ॥ এই কারণে লোকে বিষ্ণুতৎপর হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি-
 সহকারে পূজা করিবে । স্বয়ং হরি পূর্বে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ আমার শরীর ॥ ৮ ॥ অতএব,
 পণ্ডিত বা অপণ্ডিত হউন, কোন ব্রাহ্মণেরই অবমাননা করিতে নাই । ব্রাহ্মণই বিষ্ণুর দিব্য
 দেহ । এই কারণে তাঁহার অর্চনা করিবে ॥ ৯ ॥

হে মহাস্থর ! যাহাদের রস আছে, গন্ধ আছে এবং বর্ণ আছে, তাদৃশ কুশ্ম সকলই
 প্রশস্ত ॥ ১০ ॥ তিথি সকলে বেক্সদান করিলে, বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাদৃশ প্রশস্ত দান সকল
 বিশেষরূপে কীর্তন করিব ॥ ১১ ॥ জাতী, শতাহ্স, কুন্দ, বহুপট, বাগ, চম্পক, অশোক, করবীর,
 যুধিকা ॥ ১২ ॥ পারিভদ্র, পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, তিলক, জপা ও পীত তগর, এই সকল
 কুশ্ম বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত । কেতকী ভিন্ন অন্তান্ত শৃগন্ধি কুশ্ম সমস্তও ঐরূপ প্রশস্ত-
 ভাবাপন্ন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ বিদ্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গপত্র, মৃগাকপত্র, তমাল ও আমলকী পত্র,
 হরিপূজায় প্রশস্ত ॥ ১৫ ॥ ইহাদের পুষ্প সকলও বাসুদেবপূজায় প্রশস্ত ॥ ইহাদের পল্লব
 সকলেও তদীয় পূজা করা যাইতে পারে ॥ ১৬ ॥ বীকধ ও বর্হিঃ সকলের প্রবাল দ্বারা তাঁহার
 পূজা করিবে । তন্ত্রিয়, কমল ও ইন্দীবরাদি নানারূপ অলঙ্কার ॥ ১৭ ॥ বনস্পতিগণের জল-
 প্রক্ষালিত শুচি প্রবালসমূহ ও দূর্কাগ্রপল্লব সমস্ত দ্বারা তাঁহার অর্চনার আবৃত্ত হইবে ॥ ১৮ ॥
 পত্রকুটাল ও পল্লবদ্বারাও তাঁহার পূজা করা যাইতে পারে । কুহুম ও চন্দন দ্বারা যত্নসহকারে
 তাঁহারে অলুণ্ড ॥ ১৯ ॥ এবং উশীর, পদ্ম ও কালীয়কাদি দ্বারা চর্চিত করিবে । মহিষাখ্য
 কর্ণাক, সিঙ্কল, নাগর ॥ ২০ ॥ শম্ব, জাতীকল, এই সকলের ধূপ মাধবের প্রীতি সমুদ্ভাবিত
 করে । স্তম্ভলংকৃত বব, সোধূম ও শালী ॥ ২১ ॥ তিল ও মুগা প্রভৃতি এবং মাষ ও ত্রীহি,

পবিত্রানি ভূমিদানানি যানি চ ॥ ২২ ॥ বস্ত্রান্নস্বর্ণদানানি প্রীত্যে মধুঘাতিনঃ । মাঘমাসে
 তিলাঃ শস্তান্তিলধেনুশ্চ দানব ॥ ২৩ ॥ ইক্ষনানি চ দেয়ানি মাধবঃ প্রীত্যামিতি । ফাল্গুনে
 ত্রীহয়ো বস্ত্রঃ তথা কৃষ্ণাজিনাদিকং ॥ ২৪ ॥ গোবিন্দপ্ৰীণনার্থঞ্চ দাতব্যং পুরুষর্ষভৈঃ ।
 চৈত্রে বিচিত্রবস্ত্রানি শয়নাশ্রয়ানি চ ॥ ২৫ ॥ বিষ্ণোঃ প্রীত্যর্থমেতানি দেয়ানি ব্রাহ্মণেষু চ ।
 গন্ধশালীনি বস্ত্রানি বৈশাখে সুরভীণি চ ॥ ২৬ ॥ দেয়ানি দ্বিজমুখ্যেভ্যো মধুসূদনভুষ্টে ।
 উদকুস্তাবধেনুঞ্চ তালবৃন্তং চন্দনং । ত্রিবিক্রমস্ত প্রীত্যর্থং দাতব্যং সাধুভিঃ সদা ॥ ২৭ ॥
 সদা ভবেৎ পুত্রধনেন ভাৰ্য্যা সুতশ্চ যো বিষ্ণুগতঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ শৃণোতি নিত্যং বিধি-
 বচ্চ ভক্ত্যা সংপূজয়ন্ যঃ প্রণতশ্চ বিষ্ণুং । স চাশ্বমেধস্ত সদক্ষিণস্ত ফলং সমগ্রং কিল হীন-
 পাপঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাপ্নোতি দত্তস্ত স্বর্ণভূমেরশস্য গোন গবথস্য চৈব । নারী নরশ্চাপি চ
 পাদমকং শৃণু শুচিঃ পুণ্যতমঃ পৃথিব্যাং ॥ ৩০ ॥ স্নানে কৃতে তীর্থবরে স্পৃশ্যে গঙ্গাজলে
 নৈমিষপুষ্করে বা । কোকামুখে যৎ প্রবদন্তি বিপ্রাঃ প্রয়াগমাসাদা চ মাঘমাসে ॥ ৩১ ॥ স তৎ-
 ফলং প্রাপ্য চ বামনস্য সংকীৰ্ত্তয়ন্ নাশ্রয়নাঃ পদং হি । গচ্ছেন্নর্য নারদ তেদ্য চোক্তং বদ্রাজ-
 স্তস্য ফলং প্রযচ্ছেৎ ॥ ৩২ ॥ যদুমিলোকে সুরলোকলভ্যং মহৎ সুখং প্রাপ্য নরঃ সমগ্রং ।
 প্রাপ্নোতি চাস্য শ্রবণান্নর্ষে সৌত্রামণেনাস্তি চ সংশয়ো মে ॥ ৩৩ ॥ রত্নস্য দানস্য চ যৎ ফলং
 ভবেৎ সূর্য্যস্য চন্দ্রে গ্রহণে চ রাহোঃ । অগ্নস্ত দানেন ফলং যথোক্তং বুভুক্ষিতে প্রাপ্তবরে চ
 সাগ্নিকে ॥ ৩৪ ॥ তুর্ভিক্ষসংপীড়িতপুত্রভার্য্যে জ্ঞানী সদাপোষণতৎপরে চ । দেবাগ্নি-

এই সকলও মধুসূদনের প্রিয় । গোদান, পবিত্র ভূমিদান ॥ ২২ ॥ বস্ত্রদান, অন্নদান, স্বর্ণদান
 কেশিমথনের প্রীতি বিধান করে ।

হে দানব ! মাঘমাসে তিল সকল ও তিলধেনু প্রশস্ত ॥ ২৩ ॥ মাধব প্রীত হউন, বলিয়া,
 ইক্ষন সকল প্রদান করিবে ।

ফাল্গুনে ত্রীহি, বস্ত্র, কৃষ্ণাজিনাদি ॥ ২৪ ॥ গোবিন্দের প্রীণনার্থ প্রদান করিবে ।

চৈত্রে বিচিত্র বস্ত্র, শয়ন ও আসন ॥ ২৫ ॥ এই সমস্ত দ্রব্য বিষ্ণুর প্রীতিকাম হইয়া,
 ব্রাহ্মণসঙ্গে করিবে ।

বৈশাখে গন্ধশালী ও সুরভি দ্রব্য সকল ॥ ২৬ ॥ মধুসূদনের ভূষ্টিমানসে দ্বিজমুখ্যদিগকে
 দান করিবে । তৎকালে সাধুগণ উদকুস্ত, ধেনু, তালবৃন্ত, চন্দন, ত্রিবিক্রমের প্রীত্যর্থ প্রদান
 করিবেন ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা বিষ্ণুগত, সে সর্বদা ভাৰ্য্যা ও পুত্রযুত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি
 নিত্য ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, প্রণতিপূর্বক বিষ্ণুর পূজা করত, সর্বদা তাহার নাম শ্রবণ করে, সে
 হীনপাপ হইয়া, সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ যে ত্রী বা পুরুষ
 শুচি হইয়া বামনপুরাণের একপাদও শ্রবণ করে, সেই পৃথিবীতে পুণ্যতম । এবং সেই প্রদত্ত
 স্বর্ণ, স্পর্শ, অশ্ব, গো, নাগ ও রথের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥ পরমপবিত্র তীর্থবরে, গঙ্গাজলে,
 নৈর্মল্যে, পুষ্করে অথবা কোকামুখে স্নান করিলে, কিংবা মাঘমাসে প্রয়াগে সমাগত হইলে,
 ব্রাহ্মণেরা যে ফল নির্দেশ করেন ॥ ৩১ ॥ বামনপুরাণের পাদমাত্র একমনে সংকীৰ্ত্তন করিলে,
 তাদৃশ-ফললাভ হয় । হে নারদ ! আমি তোমারে বলিতেছি, রাজসূয়যজ্ঞের যে ফল ॥ ৩২ ॥
 এই বামনপুরাণ শ্রবণ করিলে, তাদৃশফললাভ হয় এবং সুরলোকে ও ভূমিলোকে মহৎ সুখ
 প্রাপ্ত হইয়া যায় ॥ ৩৩ ॥ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণসময়ে রত্নদান করিলে, যে ফল, অথবা, বুভুক্ষিত
 সাগ্নিক ব্রাহ্মণে অন্ন দান করিলে যে ফল ॥ ৩৪ ॥ অথবা তুর্ভিক্ষে যাহার পুত্র ও ভাৰ্য্যা সংপীড়িত
 হইয়াছে, তীর্থেকে অন্ন দিলে যে ফল : সর্বদা পোষণতৎপর, পিতৃমাতর সেবাতৎপর, দেব

বিপ্রর্ষিরক্তে চ পিত্রোঃ স্মৃতে তথা ভ্রাতরী জ্যেষ্ঠমাসে ॥ ৩৫ ॥ যন্তে ফলং তৎ প্রবদন্তি দেবাঃ স
তৎ ফলং লভতে চান্য পাঠাৎ । চতুর্দশং বামনমাহরত্ৰ্যং ক্রতে চ যশ্চাষচর্যানি নাশং । প্রযান্তি
নাশ্যজ চ সংশয়ো মে মহান্তি পাপাত্তপি নারদাশু ॥ ৩৬ ॥ পাঠাৎ সংশবণাদিপ্র শ্রবণাদপি
কন্ত চ । নশ্তন্তি সর্কপাপানি বামনস্ত সদা মুনে ॥ ৩৭ ॥ উপানদযুগলং ছত্রং লবণামলকা-
দিকং । আষাঢ়ে বামনপ্রীত্যা দাতব্যানি বিপশ্চিতা ॥ ৩৮ ॥ মাসি ভাদ্রপদে দদ্যাৎ পারসং
মধুসর্পিষী । স্ববীকেশপ্রীণনার্থং লবণং শুভোদনং ॥ ৩৯ ॥ নীলং তুরগং বুধং দধিতাম্রা-
সাদিকং । প্রীত্যর্থং পদ্মনাভস্য দেয়মাশ্বযুজে নরৈঃ ॥ ৪০ ॥ রজতং কনকদীপান্ননিমুক্তাফলা-
দিকং । দামোদরস্য তুষ্ঠ্যর্থং প্রদদ্যাৎ কার্তিকে নরঃ ॥ ৪১ ॥ ধরোষ্ট্রাশ্বতরান্নাগাশকটাদ্য-
মজাবিকং । দাতব্যং কেশবপ্রীত্যা মাসি মার্গশিরে নরৈঃ ॥ ৪২ ॥ প্রাসাদনগরাদীনি গৃহপ্রাবর-
ণাদিকং । বামনস্য তু তুষ্ঠ্যর্থং পৌষে দেয়ানি ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ দাসীদাসমলকারমস্রং বডু স-
ংবৃতং । পুরুষোত্তমস্য তুষ্ঠ্যর্থং প্রদেয়ং সার্ককামিকং ॥ ৪৪ ॥ যদযদিষ্টতমং কিঞ্চিদযথাপাস্য
শুচির্গৃহে । তন্ত্বি দেয়ং প্রীত্যর্থং দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ৪৫ ॥ যঃ কারয়েন্নন্দিরং কেশবস্ত
পুর্ণ্যার্লোকান্ স জয়েচ্ছাশ্বতান্ বা । দদারামান্ পুষ্পকলাভিপন্নান্ স ভুংক্তে কামতঃ শ্লাঘ-
নীয়ান্ ॥ ৪৬ ॥ পিতামহস্য পুরতঃ কুলান্তষ্টোত্তরাণি তু । কারয়েদান্ননা সার্কং বিষ্ণোন্নন্দির-
কারকঃ ॥ ৪৭ ॥ ইমাশ্চ পিতরো দেবা গাথা গায়ন্তি যোগিনঃ । পুরতো যজুসিংহস্য হ্রমোঘস্য

অগ্নি ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের পরিচর্যাতৎপর এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রীতিপর হইলে, যে ফল
দেবগণ নির্দেশ করিয়াছেন, বামনপুরাণ পাঠ করিলে, সেই ফললাভ হয় । এই বামনপুরাণ
পুরাণ সকলের মধ্যে চতুর্দশ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । ইহা শ্রবণ করিলে, পাপ সকল
বিনষ্ট হয় ; নারদ ! মহাপাপ সকলও আশু লয় পাইয়া থাকে ; এ বিষয়ে সংশয়
নাই ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ হে মুনে ! সর্বদা বামনপুরাণের পাঠ ও শ্রবণ করিলে, এবং অন্তকে শ্রবণ
করাইলে, সর্ববিধ পাপ পরিহৃত হয় ॥ ৩৭ ॥

বিপশ্চিত ব্যক্তি আষাঢ়মাসে উপানদযুগল, ছত্র, লবণ, আমলকাদি বামনের প্রীত্যর্থ
প্রদান করিবেন ॥ ৩৮ ॥

ভাদ্রপদে পারস, মধু, সর্পিঃ, লবণ ও শুভোদন স্ববীকেশের প্রীণনার্থ প্রদান করিবেন ॥ ৩৯ ॥
নীলবর্ণ তুরগ ও বুধ, দধি, তাম্র ও আয়সাদি পদ্মনাভের প্রীত্যর্থ আশ্বিনমাসে প্রদান করিবে ॥ ৪০ ॥

কার্তিকমাসে দামোদরের প্রীতিকাম হইয়া, রজত, কনকদীপ, মণি ও মুক্তাফলাদি প্রদান
করিবে ॥ ৪১ ॥

অগ্রহর্যণ মাসে কেশবের প্রীত্যর্থ খর, উষ্ট্র, অশ্বতর, নাগ, শকট ও অজাবিক প্রদান
করিবে ॥ ৪২ ॥

পৌষমাসে বামনের তুষ্ঠ্যর্থ ভক্তিবৃত্ত হইয়া, প্রাসাদ, নগরাদি ও গৃহপ্রাবরণাদি প্রদান
করিবে ॥ ৪৩ ॥ তদ্ব্যতীত, দাসী, দান, অলকার, অন্ন, ছয়প্রকার রস, এই সকল দ্রব্য পুরুষো-
ত্তমের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে ॥ ৪৪ ॥ ফলতঃ, যে যে দ্রব্য ইষ্টতম, শুচি হইয়া, সেই সেই দ্রব্য
দেবদেব চক্রির প্রীত্যর্থ প্রদান করিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

যে ব্যক্তি কেশবের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সে পবিত্র শাস্বত লোক সমুদায় জয় করিয়া
থাকে । পুষ্পকলাভিসম্পন্ন আরাম দান করিলে, ইচ্ছানুসারে শ্লাঘনীয় ভোগ সমস্ত ভোগ
করিতে পারা যায় ॥ ৪৬ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করে, সে পিতামহের পুরতঃ অষ্টোত্তর কুল আচার সহিত
প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ পিতৃগণ, দেবগণ ও যোগিগণ এবং তপস্বিগণ, সকলে অমোঘ-

পাশ্বিনঃ ৷ ৪৮ ॥ অপি নঃ স্বকূলে কশ্চিৎক্ষুভক্ণে ভবিষ্যতি । হরিমন্দিরকর্তা যো ভবিষ্যতি
 শুচিত্বং ॥ ৪৯ ॥ অপি নঃ সন্ততো জাগ্রেদ্বিকালয়বিলেপকঃ । সংমার্জনঞ্চ ধর্ম্মায়া করিষ্যতি চ
 ভক্তিতঃ ॥ ৫০ ॥ অপি নঃ সন্ততো জাতো ধ্বজঃ কেশবমন্দিরে । দাসাতে দেবদেবায় দীপং পুষ্পান্ন-
 লেপনং ॥ ৫১ ॥ অপি নঃ স কূলে ভূয়াদেকাদশাং হি যো নরঃ । করিষ্যতুপবাসঞ্চ সর্বপাতক-
 হানিদং ॥ ৫২ ॥ মহাপাতকযুক্তো বা পাতকী চোপপাতকী । বিমুক্তপাপো ভবতি বিষ্ণুাবসথচিত্র-
 কুৎ ॥ ৫৩ ॥ ইথং পিতৃণাং বচনং শ্রুত্বা নৃপতিসন্তমঃ । দেবতায়তনং ভূম্যাং স্বয়ং কালিতাস্মর ॥ ৫৪ ॥
 বিভূতিভিঃ কেশবস্ত কেশবায়তনান্তথ । চিত্রয়ামাস শুচিভিঃ পঞ্চবর্ণৈস্ত চিত্রকৈঃ ॥ ৫৫ ॥ দীপপাত্রানি
 বিধিবদ্বান্মদেবালয়ে বলে । স্তবর্ণং তৈলপূর্ণানি স্তবপূর্ণানি চ স্বয়ং ॥ ৫৬ ॥ নানাবর্ণা বৈজয়ন্তী
 মহারজতরংজিতাঃ । মঞ্জিষ্ঠানবরংগীয়াঃ শ্বেতপাটলিকাশ্রিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ আরামা বিবিধা হৃদ্যাঃ
 পুষ্পাঢ্যাঃ ফলশালিনাঃ । লতাপল্লবসংচ্ছিন্না দেবদারুভিরাবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥ কারিতালকুম্ভামৃগাধি-
 ষ্ঠিতাঃ কুশলৈর্জটৈঃ । রাগগন্ধর্ব্ববিধানৈস্তৈঃ রত্নসংস্কারিভির্দৃষ্টৈঃ ॥ ৫৯ ॥ তেবু মিত্যং প্রপূজ্যন্তে
 যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ । শ্রোত্রিয়া দানসম্পন্ন দীনাঙ্কবিকালদয়ঃ ॥ ৬০ ॥ ইথং স নৃপতিভূত্বা
 শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ । জ্যামঘো বিষ্ণুনিলয়দত ইত্যনুশ্রম ॥ ৬১ ॥ সর্বপস্য স তৈলেন
 মধুকমলসংযুক্তৈঃ । দীপ প্রদানান্নরকানকৃতামিশ্রসংজ্ঞকান্ । তীর্থী স ভার্ঘ্যা ব্রহ্মনু বিষ্ণুলোক-
 মগাততঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ তমেব চাদ্যাপি বলে মার্গং জ্যামঘকারিতং । ব্রতস্তি নরশার্দূল বিষ্ণু-
 লোকং জিগীষবঃ ॥ ৬৪ ॥ তস্মাত্তমপি রাজেন্দ্র কারয়স্বালয়ং হরেঃ । তমচ্চরয় যত্নেন ব্রাহ্মণাংশ্চ

স্বরূপ যজ্জসিংহের পুরতঃ এইরূপ গান করেন ॥ ৪৮ ॥ আমাদের বংশে কি বিষ্ণুভক্ত পুরুষ
 জন্মিবে, যে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে ও শুচিত্ব হইবে ॥ ৪৯ ॥ অথবা, আমাদের সন্ততিগণের
 মধ্যে কি বিষ্ণুর আলয়বিলেপক কেহ জন্মিবে, যে ধর্ম্মায়া ভক্তিযুক্ত হইয়া, সংমার্জন
 করিবে ? ॥ ৫০ ॥ অথবা, আমাদের সন্ততিগণের মধ্যে কি কেহ কেশবমন্দিরে ধ্বজ দান,
 সেই দেবদেবের উদ্দেশে দীপ প্রদান ও পুষ্পান্নলেপন সংবিধান করিবে ॥ ৫১ ॥ অথবা,
 আমাদের কূলে কি একরূপ কেহ জন্মিবে, যে একাদশীতে সর্বপাতকবিনাশন উপবাস
 করিবে ? ॥ ৫২ ॥ যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আবসথ চিত্রিত করে, সে মহাপাতকী, পাতকী অথবা
 উপপাতকী হইলেও, বিমুক্তপাতক হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

নৃপতিসন্তম জ্যামঘ পিতৃগণের এই বচন শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং ভূমিতে দেবতালয় লিখিত ॥ ৫৪ ॥
 এবং বিভূতি, তথা বিচিত্র ও পরমপবিত্র পঞ্চবর্ণ দ্বারা কেশবের আয়তনসকলও চিত্রিত করি-
 লেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর, বাসুদেবের আশ্রয়ে স্তবর্ণনির্ম্মিত, তৈলপূর্ণ, স্তবপূর্ণিত বিবিধ দীপপাত্র
 যথাবিধি দান ॥ ৫৬ ॥ মহারজতরংজিত নানাবর্ণ বৈজয়ন্তী, শ্বেতপাটলিকাশ্রিতা নবরঙ্গীয়া
 মঞ্জিষ্ঠা ॥ ৫৭ ॥ পুষ্পাঢ্য ও ফলসম্পন্ন লতাপল্লবে আচ্ছন্ন ও দেবদারুসমাকীর্ণ বিবিধ মনোরম
 অরাম ॥ ৫৮ ॥ এবং অলঙ্কৃত বহুবিধ মঞ্চ, প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । বাহারা রাগ ও গন্ধর্ব্ববিধান
 রত্নসংস্কারমুনিপুণ, তাদৃশ মুনিপুণ ও দৃঢ়স্বভাব ব্যক্তিগণ দ্বারা ঐ সকল নিশ্চয়
 করাইয়া লইলেন ॥ ৫৯ ॥ এবং সর্বদা সেই সকলে যতিগণ, ব্রহ্মচারিগণ, দানসম্পন্ন শ্রোত্রিয়গণ,
 এবং অন্ধ ও মিকলাদি ব্যক্তিগণের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ আমরাও নিয়াছি, নৃপতি
 জ্যামঘ এইরূপ প্রক্কাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বিষ্ণুনিলয়ে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥ তিনি
 মধুকমলসংযুক্ত সর্বপতৈলের দীপ প্রদান করিয়া, অকৃতামিশ্র নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভার্ঘ্যার
 সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুলোকজিগীষু নরশার্দূল পুরুষগণ অদ্যাপি
 জ্যামঘের অনুষ্ঠিত উল্লিখিত পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র ! তুমিও

বহুশ্রুতান্ ॥ ৬৫ ॥ পৌরাণিকান্ বিশেষেণ সদাচাররতান্ শুচীন্ । বানোভিভূষণৈঃ স্তৈঃ
গোভিভূকনকাদিভিঃ । বিভবে সতি দেবস্য প্রীণনং কুরু চক্রিণঃ ॥ ৬৬ ॥ এরং ক্রিয়াযোগরতস্য
তেদ্য নুনং মুরারিঃ শুভদো ভবিষ্যতি । নরো ন সীদন্তি বলে সমাপ্রিতা বিভূঃ জগন্নাথমনন্ত-
মুচ্যতঃ ॥ ৬৭ ॥ প্রহ্লাদঃ স তদা চোক্তা পুনর্নগরমধ্যগাং ॥ ৬৮ ॥

পুলস্ত্য উবাচ । ইত্যেবমুক্তা বচনদ্বিতীয়া বৈরোচনং সত্যমনুত্তমং হি । সম্পূজিতস্তেন
বিমুক্তিমাষযৌ সংপূর্ণকামো হরিপাদভক্তঃ ॥ ৬৯ ॥ গতে হি তস্মিন্ মুদতে পিতামহে বলের্কর্ভৌ
মন্দিরমিন্দুবর্ণং । মহেন্দ্রশিল্পিপ্রবরো কেশবঃ স কারয়ামাস মহামহীয়ান্ ॥ ৭০ ॥ স্বয়ং
স্বভাষ্যাসহিতশ্চকার দেবালয়ে মার্জ্জনলেপনাদিকাঃ । ক্রিয়া মহাত্মা যবশর্করাদ্যা বলিং চ-
কারাপ্রতিমং মধুজহঃ ॥ ৭১ ॥ দীপপ্রদানং স্বয়মায়তাকী বিক্র্যাবলী বিষ্ণুগৃহে চকার ।
গেয়ং স ধর্মগ্রহণং চ ধীমান্ পৌরাণিকৈর্কল্পিপ্রবরৈরকারয়ৎ ॥ ৭২ ॥ তথাবিধস্তাশ্রয়পুঙ্গবস্ত
ধর্ম্যাম্বার্গে প্রতिसংস্থিতস্য । জগৎপতির্দ্ব্যবপুর্জনার্দনস্তস্থৌ মহাত্মা বলিরক্ষণায় ॥ ৭৩ ॥
স্বর্ঘ্যায়ুতাতং মুসলং প্রগৃহ্য নিয়ন্ স হৃষ্টানরিয় থপালান্ । দ্বারি স্থিতৌ ন প্রদদৌ প্রবেশং
প্রাকারগুপ্তৌ বলিনো গৃহে তু ॥ ৭৪ ॥ দ্বারি স্থিতে ধাতরি রক্ষপালে নারায়ণে, সর্কগুণাভিরামে ।
প্রানাদমধ্যে হরিমৌশিতারমভ্যর্চয়ামাস অর্যমুখ্যং ॥ ৭৫ ॥ স এবমাস্তে অর্যরাও বলিস্ত
সমর্চয়তৈ হরিপাদপঙ্কজে । সস্মার নিত্যং হরিভাষিতানি স তস্য জাতৌ বিনয়াক্ষশস্ত ॥ ৭৬ ॥
ইদং চ বৃত্তং স পপাঠ দৈতারাও অরন্ স্বাক্যানি গুরোঃ শুভানি । তথ্যানি পথ্যানি পরত্ৰ

ভগবানের আলয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যত্নসহকারে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের পূজা কর ॥ ৬৫ ॥
বিশেষতঃ, যাহারা পৌরাণিক, সদাচাররত, শুচিস্বভাব, তাঁহাদিগকে বজ্র, ভূষণ, রত্ন, গো,
ভূম ও কনকাদি প্রদানপূর্বক অর্চনা কর ॥ ৬৬ ॥ বিভব থাকিতে, চক্রের প্রীতি সম্পাদন
করিয়া লও । এইরূপে ক্রিয়াযোগে রত হইলে, মুরারি নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন ।
অনন্ত ও অচ্যুতস্বরূপ, সর্বব্যাপী, জগন্নাথের সমাপ্রিত পুরুষগণ কোনকালেই অবসন্ন হন না ॥ ৬৭ ॥
প্রহ্লাদ এইরূপ উপদেশ দিয়া, পুনরায় নগরে গমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

পুলস্ত্য কহিলেন, হরিপাদভক্ত দ্বিতীয়ার প্রহ্লাদ বলিকে এইরূপ সত্য ও অনুত্তম বচনপ্রয়োগ
করিয়া, তৎকর্তৃক সম্পূজিত, ও সর্বধা অপেক্ষকাম হইয়া, বিমুক্তিলাভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

পিতামহ প্রহ্লাদ মুদিতমাননে প্রস্থান করিলে, বলির ইন্দুবর্ণ মন্দির পরম শোভমান হইল ।
মহামহীয়ান্ মহেন্দ্র শিল্পিপ্রবর কেশবের নির্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ৭০ ॥ বলি স্বয়ং ভাষ্যার
সহিত দেবালয়ের মার্জ্জন ও লেপনাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন । এবং যব ও শর্করাদ দ্বারা
অপ্রতিম বলিবিধান করিলেন ॥ ৭১ ॥ আর তাকী বিক্র্যাবলী স্বয়ং বিষ্ণুগৃহে দীপ দান করিতে
লাগিলেন । এবং ধীমান্ বলি পৌরাণিক বিশ্রবরগণের সাহায্যে ধর্মগ্রহণ গেয়সঙ্গদনে
প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭২ ॥ অস্বরপুঙ্গব বলি এইরূপে ধর্ম্যমার্গে প্রতিসংস্থিত হইলে জগৎপতি,
দ্ব্যবপু পয়মাত্মা বাসুদেব তাঁহার রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥ তিনি স্বর্ঘ্যায়ুতসমুপ্রভ
মুখলগ্রহণ ও হৃষ্ট শক্রযুথপতিদিগের সংহরণপূর্বক বলির দ্বারদেশ আশ্রয় করিয়া গাইলেন ।
প্রাকারগুপ্তিবিশিষ্ট বলিগৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না ॥ ৭৪ ॥

সকলের বিধাতা, সর্কগুণাভিরাম নারায়ণ রক্ষকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দ্বারদেশে অবস্থিতি
করিলে, বলি প্রানাদমধ্যে তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ অস্বরপতি বলি হরি-
পাদপঙ্কজপূজা ও নিত্য তদীয় বচনমন্ত্ৰ অরণ করত উক্তরূপে কালযাপনে প্রবৃত্ত এবং ভগবান্
তাঁহার বিনয়াক্ষশস্তরূপ হইলেন ॥ ৭৬ ॥ তদীয় পিতামহ ও গুরু ইন্দ্রসদৃশ প্রহ্লাদ যেসকল
কথা বলিয়া গেলেন, তৎসমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে সর্বদাই বিরাজমান রহিল । সেই সর্বল বাক্য

চেহ পিতামহস্যোজ্জ্বলমস্য বীরঃ ॥ ৭৭ ॥ যে বৃদ্ধবাক্যানি সমাচরন্তি শ্রদ্ধা হৃদ্ধকাত্মপি পূর্বতন্তু ।
স্নিগ্ধানি পশ্চাদ্ভবনীতশুদ্ধা মোদন্তি তে নাত্ত বিচার্যমন্তি ॥ ৭৮ ॥ আপদ্ভুজঙ্গদষ্টস্য মস্ত্রহীনস্য
সর্বদা । বৃদ্ধবাক্যেবধাত্তেব কুর্কন্তি স্নিল নির্কিষঃ ॥ ৭৯ ॥ বৃদ্ধবাক্যামৃতং পীত্বা তদ্বক্তাশ্রমমন্ত
চ । যা তৃপ্তির্জায়তে পুংসাং সোমপানে কুতস্তথা ॥ ৮০ ॥ আপত্তৌ পতিতানাং যেবাং
বৃদ্ধা ন সন্তি শাস্তারঃ । তে শোচ্য বদ্ধনাং জীবন্তোহপীহ মৃততুল্যাঃ ॥ ৮১ ॥ আপদ্গ্রাহ-
গৃহীতানাং বৃদ্ধাঃ সন্তি ন পণ্ডিতাঃ । এবাং মোক্ষযিতারো বৈ তেবাং শাস্তিন বিদ্যতে ॥ ৮২ ॥
আপজ্জলনিমগ্নানাং হ্রিয়তাং ব্যসনোন্নিভিঃ । বৃদ্ধবাক্যৈর্কিনা নুনং নৈবোত্তারঃ
কথঞ্চন ॥ ৮৩ ॥

পুণস্ত্য উবাচ । তস্মাদেবা বৃদ্ধবাক্যানি শৃণুযাদ্বিদধাতি বা । স সদ্যঃ সিদ্ধিমাপ্নোতি যথা
বৈরোচনির্কলিঃ ॥ ৮৪ ॥ এতন্ময়া পুণ্যতমঃ পুরাণং ভূতাং তথা নারদ কীর্তিতং বৈ । শ্রদ্ধা চ
কীর্ত্যা পরয়া সমেতো ভক্ত্যা চ বিকোঃ পদমভূটপতি ॥ ৮৫ ॥ যথা পাপানি পুয়ংতে গঙ্গাবারি-
বিগাহনাং । তথা পুরাণশ্রবণাদুরিতানাং হি নাশনং ॥ ৮৬ ॥ ন তস্য রোগা জায়ন্তে ন
বিষং চাভিচারিকং । শরীরে চ কুলে ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতীহ বামনং ॥ ৮৭ ॥ ইদং ব্রহ্মসং পরমং
তবোক্তং ন বাচ্যমেবং হরিভক্তিবর্জিতে । দ্বিজস্য নিন্দারতিহীনতারতে সন্তোষবাক্যাদৃত-
পাপসত্তে ॥ ৮৮ ॥ নমো নমঃ কারণবামনার নারায়ণায়ামিতবিক্রমায় । ত্রিশঙ্গ চক্রাসি-

যেমন উভয়লোকেই হিতকর, সেইরূপ যথার্থ্যগুণে বিভূষিত ও পরমমঙ্গলাবহ । তিনি সর্বদাই
তাহা বক্ষ্যমাণ বিধানে পাঠ করিতে লগিলেন ॥ ৭৭ ॥ বৃদ্ধগণের বাক্যপরম্পরা আপাততঃ
দুর্ভুক্ত হইলেও, পরিণামে স্নিগ্ধভাবাপন্ন । যাহারা তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া, পালন করে,
তাহারা নবনীতের ন্যায় শুদ্ধ ও সতত হর্দয়ক হয়, এবিষয়ে বিচারণা নাই ॥ ৭৮ ॥ বৃদ্ধগণের
বাক্যরূপ ঔষধই আপদরূপ ভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্টে মস্ত্রহীন ব্যক্তিকে নির্কিষ করিয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥
বৃদ্ধগণের বাক্যামৃত পান ও তাহাদের উক্তি অনুমোদন করিয়া, যেক্রপ ভৃগু জন্মে, সোমপানেও
নেক্রপ হয় না ॥ ৮০ ॥ যে সকল আপদগত ব্যক্তিদিগকে বৃদ্ধগণ শাসন করেন না, তাহারা
বৃদ্ধগণের শোচ্য হইয়া থাকে । কেননা, তাহারা জীবিতসত্তেও মৃততুল্য ॥ ৮১ ॥ পণ্ডিত বৃদ্ধগণ
আপদ্গ্রাহগৃহীত ব্যক্তিদিগকে যদি মোচন না করেন, তাহা হইলে, তাহাদের আর কোনরূপেই
মুক্তি হয় না ॥ ৮২ ॥ আপদরূপ জলে মগ্ন ও ব্যসনরূপ উন্নি কর্তৃক হ্রিয়মাণ ব্যক্তিগণ বৃদ্ধদিগের
বাক্য ব্যতিরেকে কোনমতেই উত্তীর্ণ হয় না ॥ ৮৩ ॥

পুণস্ত্য কহিলেন, এই কারণে যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ ও পালন করে, সে বিরোচন-
পুত্র বলিরূপে, সদা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৪ ॥ হে নারদ । তোমার নিকট এই যে পুণ্যতম
পুরাণ কীর্তন করিলাম, পরমভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ বা কীর্তন করিলে, বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত
হওয়া যায় ॥ ৮৫ ॥ গঙ্গাবারিবিগাহন করিলে, যেক্রপ পাপসকল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই পুরাণ
শ্রবণ করিলে, দুরিতসমস্ত নিরস্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ ব্রহ্মন্ ! যে ব্যক্তি এই বামনপুরাণ শ্রবণ
করে, তাহার শরীর ও কুল সর্বথা রোগশূন্য হয় এবং আভিচারিক বিষও তাহাতে লক্ষ্যবশ
হয় না ॥ ৮৭ ॥ এই যে তোমার নিকট পরমব্রহ্ম কীর্তন করিলাম, হরিভক্তিবর্জিত ব্যক্তির
নিকট ইহা প্রকাশ করিও না । দ্বিজগণের নিন্দারত পাপায়া ব্যক্তিদিগকেও ইহা
বলিও না ॥ ৮৮ ॥

কারণ-বামনরূপী অমিতবিক্রম নারায়ণকে বারংবার নমস্কার । ত্রিশঙ্গ, চক্র, খড়্গ ও

গদাধরায় নমোস্ত তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৮৯ ॥ ইথং বদেদেযা নিয়তং মনুষ্যঃ কৃষ্ণভাবনঃ
 তস্য বিষ্ণুপদং মোক্ষং দদাতি সুরপূজিতঃ ॥ ৯০ ॥ বাচকায় প্রদাতব্যং গোভূস্বৰ্ণবিভূষণং ।
 বিভূষণাঠাং ন কৰ্ত্তব্যং কুৰ্কস্ শ্রবণনাশকং ॥ ৯১ ॥ ত্রিসঙ্ক্যং চ পঠন্ শৃণ্বন্ সৰ্কপাপপ্রণাশনং ।
 অস্মরারহিতং বিপ্রঃ সৰ্কসম্পৎপ্রদায়কম্ ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুণ্ডরীকানন্দসংবাদে পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

শুভমস্তু । শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু ॥

গদাধর পুরুষোত্তমকে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥ যে ব্যক্তি নিয়ত ঐরূপ বলিয়া থাকে, সুরপূজিত হইয়া
 সেই কৃষ্ণভক্ত পুরুষকে মোক্ষ ও বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ॥ ৯০ ॥

বামনপুরাণের বাচককে গো, ভূ, স্বৰ্ণবিভূষণ, প্রদান করিবে । বিভূষণাঠা প্রদর্শন করিবে
 না ; করিলে, শ্রবণফল বিনষ্ট হয় ॥ ৯১ ॥ ত্রিসঙ্ক্য ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, সৰ্কবিধ পাপ
 বিনাশ পায় । অস্মরারহিত হইয়া পাঠ করিলে, সৰ্কপ্রকার সম্পৎ অধিগত হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীবামনপুরাণের পাঠশ্রবণনামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

মহাবামনপুরাণ সম্পূর্ণ ।

